CALCUTTA UNIVERSITY
DEPTHI LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩৯৯ নং

১১।৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপীগণের বিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। ভগবান্ শঙ্কর শ্রীপার্ব্বতীকে শ্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ভগবতী উমাদেবী শ্রীধর্ম্ম ব'লেছিলেন—যাঁর স্বভাব কথাবার্ত্তা আচরণ উত্তম, যাঁকে দেখে পতি সুখী হন, যিনি আপনার পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে মন দেন না, (অনন্যচিত্ত) এবং সতত স্বামীর নিকটে প্রসন্নমুখী থাকেন, সেই নারী ধর্ম্মচারিণী। যে সাধ্বী স্ত্রী সতত আপনার স্বামীকে দেবতুল্য দেখেন—তিনি ধর্ম্মপরায়ণা এবং ধর্ম্মের ফলভাগিনী হন। যিনি পতিকে দেবতার ন্যায় সেবা ও পরিচর্য্যা করেন, পতিভিন্ন অন্য কাহাকে সহিত আন্তরিক প্রেম করেন না, কখন বিমনা হন না এবং উপবাস পালন করেন; যাঁকে দেখ্‌লে স্বামী সুখী হন, যিনি পুত্রের মুখের ন্যায় স্বামীর মুখ সদা দেখেন, যে সাধ্বী নিয়মিত আহার করেন,—তিনি

১২শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস. [পঞ্চমসংখ্যা—ওঁথানীযাত্রা]

(আর্য্যশাস্ত্র)

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

(মহাভারতম্)

CALCUTTA UNIVERSITY KOTHARI LIBRARY

756 3 বো/4

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-আশুতোষকবিরত্ন-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ওরফক সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মনিয়ন্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এল্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্যাধাম শাস্ত্রপ্রচারময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসের ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাধাম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাধাম, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সকালক আর্যাধাম, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলাভ জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাধামের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যাধাম
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২'৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৮'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫'০০

কালে মৃদুর্ভবতি কালে ভবতি দারুণঃ
প্রসাদয়তি কৃত্যানি শত্রূং চাপ্যধিতিষ্ঠতি ॥ ৬৭
পণ্ডিতেন বিরুদ্ধঃ সন্ দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ
দীর্ঘৌ বুদ্ধিমতো বাহূ যাভ্যাং হিংসতি হিংসিতঃ ॥৬৮
ন তৎ তরেদ্ যস্য ন পারমুত্তরে-
দ্ তত্তরেদ্ যৎ পুনরাহরেৎ পরঃ।
ন তৎ খনেদ্ যস্য ন মূলমুদ্ধরে-
দ্ তং হন্যাদ্ যস্য শিরো ন পাতয়েৎ ॥ ৬৯
ইত্যেতদুক্তং বৃজিনাভিসংহিতং
ন চৈতদেবং পুরুষঃ সমাচরেৎ।
পরপ্রযুক্তে ন কথং বিভাবয়ে-
দতো মমোক্তং ভবতো হিতার্থিনা ॥৭০
যথাবদুক্তং বচনং হিতার্থিনা
নিশম্য বিপ্রেণ সুবীররাষ্ট্রপঃ।
তথাকরোদ্ বাক্যমনীনচেতনঃ
শ্রিয়ঞ্চ দীপ্তাং বুভুজে সবান্ধবঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কণিকোপদেশে
চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০

যিনি সময় বুঝিয়া কখনও কোমল এবং সময় বুঝিয়া কখনও কঠোর হন, তিনি নিজের সকল কার্যসিদ্ধ করিতে পারেন এবং শত্রুদের উপর নিজের অধিকার স্থাপিত করেন। ৬৭

বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া 'আমি দূরে আছি' এরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না; কারণ, বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রতীকারের উপায় বহু দূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে, অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষের উপর যদি আঘাত করা হয়, তবে তিনি নিজের বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা বহু দূরস্থিত শত্রুকেও বিনাশ করিয়া থাকেন। ৬৮

যাহার পার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, সেইরূপ নদীকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার সাহস করিবে না। যাহাকে শত্রু পুনরায় বলের সহিত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে, এরূপ ধন অপহরণ করিবে না। এরূপ বৃক্ষকে বা শত্রুকে ছেদন করিতে কিংবা নষ্ট করিতে উদ্যত হইবে না, যাহার মূল উৎপাটিত করিবার সামর্থ্য থাকিবে না এবং সেই বীরকে আঘাত করিবে না, যাহার মস্তক ছেদন করত ভূতলে নিক্ষেপ করিতে না পারিবে। ৬৯

আমি এই যে শত্রুর প্রতি পাপপূর্ণ ব্যবহারের উপদেশ করিলাম, ইহাতে সমর্থ ব্যক্তি সন্দেহের সময় কখনও ইহার ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যখন শত্রু এতাদৃশ ব্যবহার করিয়া নিজের উপর সঙ্কট উপস্থাপিত করিবে, তখন তাহার প্রতীকারের জন্য এই সব উপায় কার্যে পরিণত করিবার চিন্তা করিবে। তোমার হিতকামনা করিয়া আমি এই সব উপায় তোমাকে উপদেশ করিলাম। ৭০

হিতার্থী ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজকর্তৃক প্রার্থিত কণিক কর্তৃক কথিত এই সব যথার্থ বাক্য শ্রবণ করত সৌবীরদেশের রাজা শত্রুঞ্জয় উহা যথাযথভাবে পালন করিলেন। ইহার ফলে তিনি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৭১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কণিকের উপদেশবিষয়ক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভরদ্বাজের প্রাণসঙ্কটকালে ব্রাহ্মণঃ কথং জীবেদিত্যত্র বিশ্বামিত্রমুনেশ্চাণ্ডালস্য চ সংবাদবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

হীনে পরমকে ধর্মে সর্বলোকাভিলক্ষিতে।
অধর্মে ধর্মতাং নীতে ধর্মে চাধর্মতাং গতে॥ ১

মর্য্যাদাসু বিনষ্টাসু ক্ষুভিতে ধর্মনিশ্চয়ে
রাজভিঃ পীড়িতে লোকে পরৈর্বাপি বিশাম্পতে॥ ২

সর্বাজ্যেষু মুখ্যেষু কর্মসূপহতেষু চ
কামাল্লোভাচ্চ মোহাচ্চ ভয়ং পশ্যৎসু ভারত॥ ৩

অবিশ্বস্তেষু সর্বেষু নিত্যং ভীতেষু পার্থিব
নিকৃত্যা হন্যমানেষু বঞ্চয়ৎসু পরস্পরম্॥ ৪

সম্প্রদীপ্তেষু দেশেষু ব্রাহ্মণে চাতিপীড়িতে।
অবর্ষতি চ পর্জন্যে ত্রিষু ভেদে সমুত্থিতে॥ ৫

সর্বস্মিন্ দস্যুসাদ্ ভূতে পৃথিব্যামুপজীবনে।
কেনস্বিদ্ ব্রাহ্মণো জীবেজ্জঘন্যে কাল আগতে॥ ৬

অভিতিক্ষুঃ পুত্রপৌত্রানমুক্রোশান্ নরাধিপ।
কথমাপৎসু বর্তেত তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ৭

কথঞ্চ রাজা বর্তেত লোকে কলুষতাং গতে।
কথমর্থাচ্চ ধর্মাচ্চ ন হীয়েত পরন্তপ॥ ৮

ভীষ্ম উবাচ।

রাজমূলা মহাবাহো যোগ-ক্ষেম-সুবৃষ্টয়ঃ।
প্রজাসু ব্যাধয়শ্চৈব মরণঞ্চ তথানি চ॥ ৯

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ ভরতর্ষভ।
রাজমূলা ইতি মতির্মম নাত্রাস্তি সংশয়ঃ॥ ১০

তস্মিংস্ত্বভ্যাগতে কালে প্রজানাং দোষকারকে।
বিজ্ঞানবলমাস্থায় জীবিতব্যং তবেৎ তদা॥ ১১

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বিশ্বামিত্রস্য সংবাদং চাণ্ডালস্য চ পক্ষণে॥ ১২

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ সঙ্কটকালে কিভাবে জীবন-ধারণ করিবেন—এবিষয়ে বিশ্বামিত্র মুনি এবং চাণ্ডালের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রজানাথ! ভারত! ভূপাল! যখন সকল লোকেরই ধর্ম ও উন্নতির হইতে থাকায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম হীন হইতে থাকিবে, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে, ধর্মকে অধর্ম বলিয়া মনে হইবে, সমস্ত মর্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে, ধর্মের নিশ্চয়বিষয়ে নানাপ্রকার বিপ্রতিপত্তি সৃষ্টি হইবে, রাজা অথবা শত্রুরা প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে থাকিবে, সমস্ত আশ্রমই (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িবে, ধর্ম-কর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, কাম, লোভ ও মোহবশতঃ সকলেরই সর্বত্র ভয় দর্শন হইতে থাকিবে, কাহারও কোন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস না থাকিবে, সকলেই সদা ভীত রহিবে, লোকসকল পরস্পরকে প্রতারিত করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করিবে, সকলেই সকলকে বঞ্চনা করিতে থাকিবে, দেশে সর্বত্র অভাব-অনটনাদিতে সন্তাপিত হইতে থাকিবে, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত পীড়িত হইবেন, বৃষ্টি না হইবে, পরস্পর পরস্পরের শত্রুতা বৃদ্ধি ও বিভেদবুদ্ধি হইতে থাকিবে এবং পৃথিবীতে জীবিকার সমস্ত উপায় দস্যুগণের অধীনস্থ হইয়া পড়িবে, এরূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইলে পর তখন ব্রাহ্মণ কিভাবে জীবন-নির্বাহ করিবেন? ১-৬

নরেশ্বর পিতামহ! যদি ব্রাহ্মণ এরূপ আপৎকালে দয়াবশতঃ নিজের পুত্র-পৌত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক না হন্, তবে কিভাবে জীবিকা চালাইবেন? উহা আমাকে বলুন। ৭

শত্রুতাপন পিতামহ! যখন লোক পাপ-পরায়ণ হইবে, এরূপ অবস্থায় রাজা কিরূপ আচরণ করিবেন? যাহাতে তিনি ধর্ম ও অর্থ হইতে পরিভ্রষ্ট না হন্। ৮

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহো! প্রজার যোগ (যাহা নাই, তাহার প্রাপণ), ক্ষেম (লব্ধবস্তুর রক্ষণ), উত্তম বৃষ্টি, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয়—এই সবেরই মূল কারণ হইলেন রাজা। ৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগেরও মূল কারণ রাজাই—ইহাই আমার অভিমত; ইহার সত্যতা বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই। ১০

প্রজাগণের নানাবিধ দোষ উৎপাদনকারী এরূপ ভয়ানক সময় (কলিযুগ) আসিলে পর বিজ্ঞান বল অবলম্বন করত অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের জীবন-নির্বাহ করা কর্তব্য। ১১

এ বিষয়ে চাণ্ডালসহ চাণ্ডাল ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগণ প্রদান করেন। ১২

ত্রেতা-দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ তদা দৈববিবিক্তয়াৎ ।
অনাবৃষ্টিরভূদ্ ঘোরা লোকে দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১৩
প্রজানামভিবৃদ্ধানাং যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
ত্রেতাবিমোক্ষসময়ে দ্বাপরপ্রতিপাদনে ॥ ১৪
ন বর্ষর্ষ সহস্রাক্ষঃ প্রতিলোমোঽভবদ্ গুরুঃ ।
জগাম দক্ষিণং মার্গং সোমো ব্যাবৃত্তলক্ষণঃ ॥ ১৫
নাবস্থারোঽপি তত্রাভূৎ কুত এবাম্বুসম্ভবঃ ।
নদ্যঃ সংক্ষিপ্তস্রোতস্যো বিকিদন্তর্গতাম্ভসঃ ॥ ১৬
সরাংসি সরিতশ্চৈব কূপাঃ প্রস্রবণানি চ
হতবিত্তা ন লক্ষ্যন্তে নিসর্গাদ্ দৈবকারিতাৎ ॥ ১৭
উপস্তব্ধজলস্থায়া বিনিবৃত্তসভাপ্রপা ।
নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়া নির্বষট্কারমঙ্গলা ॥ ১৮
উচ্ছিন্নকৃষিগোরক্ষা নিবৃত্তবিপণাপণা
নিবৃত্তযূপসন্তারা বিপ্রনষ্টমহোৎসবা ॥ ১৯

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ের বৃত্তান্ত. তখন দৈববশতঃ এ জগতে বার বর্ষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হয় (কোনরূপ বৃষ্টিই হয় নাই) । ১৩

ত্রেতাযুগ প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, দ্বাপরযুগের আরম্ভের কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে. সেই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রজাগণের প্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত হইলে পর সহস্রলোচন ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিলেন না. বৃহস্পতি প্রতিলোম (বক্রী) হইলেন. চন্দ্র বিকৃতমণ্ডল হইয়া পড়িলেন এবং তিনি দক্ষিণ মার্গে গমন করিতে লাগিলেন । ১৪-১৫

সেই সময় কুয়াশাই হইত না, সুতরাং মেঘমণ্ডল কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে ? নদীসকলের জলপ্রবাহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া যাইল এবং বহু নদীই তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল । ১৬

বড় বড় সরোবর, নদী, কূপ এবং স্রবণসকলও সেই দৈববিহিত অথবা স্বাভাবিক অনাবৃষ্টিতে শ্রীহীন হইয়া পড়ায় তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যাইল না । ১৭

সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়সকল সর্বথা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, জলাভাবের জন্য সমস্ত জলপানশালা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ফলতঃ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ের লোপ হইয়াছিল. বষট্কার ও মাঙ্গলিক উৎসব কোথাও দেখা যাইল না, কৃষিকার্য ও গোরক্ষা সর্বতোভাবে উৎসাদিত হইয়াছিল, সমস্ত বাজার-হাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল. যূপ ও যজ্ঞসকলের আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছিল এবং সর্ববিধ মহোৎসব নষ্ট হইয়াছিল । ১৮-১৯

অস্থিসঙ্করসঙ্কীর্ণা মহাভূতবাকুলা ।
শূন্যভূয়িষ্ঠনগরা বহুগ্রামনিবেশনা ॥ ২০
কচিচ্চোরৈঃ কচিচ্ছস্ত্রৈঃ কচিদ্ রাজভিরাতুরৈঃ ।
পরস্পরভয়াচ্চৈব শূন্যভূয়িষ্ঠনির্জনা ॥ ২১
সত্তদৈবতসংস্থানা বৃদ্ধবালবিনাকৃতা
গোব্রাহ্মণমহিষীহীনা পরস্পরপরাবৃতা ॥ ২২
হতবিপ্রা হতারক্ষা প্রনষ্টৌষধিসঙ্করা ।
সর্বভূতক্ষয়প্রায়া বভূব বসুধা তদা ॥ ২৩
তস্মিন্ প্রতিভয়ে কালে ঋতে ধর্মে যুধিষ্ঠির
বভূবুঃ ক্ষুধিতা মর্ত্যাঃ খাদমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪
ঋষয়ো নিয়মাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্যাগ্নিদেবতাঃ ।
আত্মবান্ সম্পরিত্যজ্য পর্যধাবন্নিতস্ততঃ ॥২৫
বিশ্বামিত্রোঽথ ভগবান্ মহর্ষিরনিকেতনঃ
ক্ষুধাপরিগতো ধীমান্ সমন্তাৎ পর্যধাবত ॥২৬

চারিদিকে অস্থির রাশি দৃষ্ট হইয়াছিল, প্রাণিগণের তীব্র আর্তনাদে সর্বত্র পরিত্রাস হইয়া উঠিল, নগরের অধিকাংশ স্থানই জনশূন্য হইয়াছিল এবং গ্রাম ও গৃহসকল যেন মৃত হইয়া গিয়াছিল । ২০

কোন স্থান চোর, কোন স্থান অস্ত্র, কোন স্থান রাজা ও কোন স্থান ক্ষুধার্ত মনুষ্যগণের দ্বারা উপদ্রুত হইতে থাকায় এবং পারস্পরিক ভয়েও পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগ জনশূন্য হইয়া যাইল । ২১

দেবালয় ও যজ্ঞ-মন্দিরাদি সংস্থানসমূহও উঠিয়া যাইল, বালক ও বৃদ্ধগণ নিহত হইয়া পড়িল. গো, ছাগল, ভেড়া এবং মহিষ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইল ক্ষুধার্ত প্রাণীরা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল । ২২

ব্রাহ্মণগণ নষ্ট হইয়া যাইল, ঔষধবৃক্ষও ধ্বংস হইয়া যাইল, ওষধিসমূহ (শাকাদি ও ফলাদি) নষ্ট হইল, ভূতের সজাতিক সমস্ত প্রাণিদিগের হাহাকারে বাসে হইয়া উঠিল । ২৩

যুধিষ্ঠির ! এইরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে ধর্মের নাশ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুধাপীড়িত মনুষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে লাগিল । ২৪

অগ্নির উপাসক ঋষিগণ নিয়ম ও অগ্নিহোত্র ত্যাগ করত এবং নিজ নিজ আশ্রমও পরিহার পূর্বক ভোজনের জন্য এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতে লাগিলেন । ২৫

সেই সময় বুদ্ধিমান্ মহর্ষি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় পীড়িত

ত্যক্ত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ কশ্চিৎশ্চ জনসংসদি।
ত্যক্তাত্মত্যাসয়ো ভূত্বা নিরগ্নিরনিকেতনঃ ॥২৭
স কদাচিৎ পরিপতন্ শ্বপচানাং নিবেশনম্।
হিংস্রাণাং প্রাণিঘাতানামাসসাদ বনে কচিৎ ॥ ২৮
বিভিন্নকলসাকীর্ণং শ্বচর্মাস্থিনাবৃতম্
বরাহ-খরতন্ত্রাস্থিকপালঘটসঙ্কুলম্ ॥ ২৯
মৃতচৈলপরিস্তীর্ণং নির্মাল্যাক্তভূষণম্।
সর্পনির্মোকমালাভিঃ কৃতচিহ্নকুটীমঠম্ ॥ ৩০
কুক্কুটারাববহুলং গর্দভধ্বনিনাদিতম্।
উদ্‌ঘোষদ্ভিঃ খরৈর্বাক্যৈঃ কলহদ্ভিঃ পরস্পরম্ ॥ ৩১
উলূকপক্ষিধ্বনিভির্দেবতায়তনৈর্বৃতম্।
লোহঘণ্টাপরিক্ষারং শ্বযূথপরিবারিতম্ ॥ ৩২
তৎ প্রবিশ্য ক্ষুধাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
আহারান্বেষণে যুক্ত পরং যত্নং সমাস্থিতঃ ॥৩৩
ন চ কচিদবিন্দৎ স ভিক্ষমাণোঽপি কৌশিকঃ।
মাংসমন্নং ফলং মূলমন্যদ্ বা তত্র কিঞ্চন ॥ ৩৪
অহো কৃচ্ছ্রং মহা প্রাপ্তমিতি নিশ্চিত্য কৌশিকঃ।
পপাত ভূমৌ দৌর্বল্যাৎ তস্মিংশ্চাণ্ডালপত্তনে ॥ ৩৫
স চিন্তয়ামাস মুনিঃ কিং নু মে সুকৃতং ভবেৎ।
কথং বৃথা ন মৃত্যুঃ স্যাদিতি পার্থিবসত্তম ॥ ৩৬
স দদর্শ শ্বমাংসস্য কুণ্ডলীং বিততাং মুনিঃ।
চাণ্ডালস্য গৃহে রাজন্ সদ্যঃ শস্ত্রহতস্য বৈ ॥ ৩৭
স চিন্তয়ামাস তদা স্বৈরস্তং কার্যমিতো ময়া।
ন হীদানীমুপায়ো মে বিদ্যতে প্রাণধারণে ॥ ৩৮
আপৎসু বিহিতং স্বৈরং বিশিষ্ট-সম-হীনতঃ।
বিপ্রেণ প্রাণরক্ষার্থং কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯

হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করত চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন ।২৬

তিনি নিজের পত্নী ও পুত্রদিগকে কোন জনসমূহে ত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র এবং আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে সন্ধানভাব রাখিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । ২৭

সেই সময় কোন একদিন তিনি বনের মধ্যে প্রাণিবধকারী হিংস্র চাণ্ডালগণের পল্লীতে অনাহারজনিত দুর্বলতাবশতঃ কোনরূপে পতিত হইতে হইতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ২৮

সেখানে হত-বিগত পুরুষকলের অংশবিশেষ পতিত ছিল, কুকুরের চর্মসমূহ ছেদন করিবার জন্য নানাবিধ অস্ত্র রক্ষিত ছিল, শূকর-গর্দভসমূহের চূর্ণ বিচূর্ণ অস্থি, কপাল (মাথার খুলি) ও ঘটসকল চারিদিকে পূর্ণ ছিল ।২৯

মৃত ব্যক্তিগণের বস্ত্রে চারিদিক পরিবৃত ছিল এবং মৃতদেহ হইতে গৃহীত মাল্যসমূহে চাণ্ডালগণের গৃহসকল সজ্জিত ছিল। চাণ্ডালদের কুটীর ও ঘটসমূহ সর্পের নির্মোক (খোলোস) সকলের দ্বারা বিভূষিত ও চিহ্নিত ছিল ।৩০

সেই পল্লীতে চারিদিক্ কুক্কুট (মুরগী)-গণের রবে পূর্ণ ছিল। গর্দভদিগের ধ্বনিতে চারিদিক্ নিনাদিত ছিল। আর সেই চণ্ডালগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে করিতে অভিশয় কর্কশ বাক্যের দ্বারা কোলাহল করিতেছিল । ৩১

সেখানে বহু দেবালয় ছিল। এই সব দেবালয়ের মধ্যে উলূক (পেচক) পক্ষীর শব্দ হইতেছিল। চাণ্ডালদের গৃহসকল লৌহনির্মিত বহু ঘণ্টায় সজ্জিত এবং দলে দলে কুক্কুরগণ সেই সব গৃহকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল । ৩২

এই চাণ্ডাল-পল্লীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুধাপীড়িত মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় যত্নের সহিত আহারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । ৩৩

বিশ্বামিত্র সেখানে গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোথাও মাংস, অন্ন, ফল, মূল ও অপর কোন বস্তু পাইলেন না । ৩৪

অহো ! আমি অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছি, এরূপ নিশ্চয় করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত দুর্বলতার জন্য সেখানে কোন এক চাণ্ডালের গৃহে ভূতলে পতিত হইলেন । ৩৫

ভূপতিশ্রেষ্ঠ ! তখন সেই মুনি বিশ্বামিত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে ? কি উপায় করা যায়, যাহাতে অন্নের জন্য বৃথা মৃত্যু না হয় ? ৩৬

রাজন্ ! এই সময়ে তিনি দেখিলেন,—চাণ্ডালের গৃহে নষ্টই অস্ত্রের দ্বারা নিহত কুক্কুরের মাংসের একটি বড় খণ্ড আড়ীসহ পড়িয়া আছে । ৩৭

তখন মুনি চিন্তা করিলেন,—এখন এই মাংস আমার এস্থান হইতে চুরি করিতে হইবে ; কারণ, এই সময় আমার পক্ষে নিজের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে ইহা ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই । ৩৮

আপৎকালে প্রাণরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকর্তৃক শ্রেষ্ঠ, সমান ও হীন মনুষ্যের গৃহ হইতে চুরি করা কর্তব্য, ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চিত বিধান । ৩৯

হীনাদ্দানেরমাদ্যো স্যাৎ সমানাৎ তদনন্তরম্।
অসম্ভবে ত্বাহরদপীত বিশিষ্টাদপি ধার্মিকাৎ ॥ ৪০
সোঽহমন্ত্যাবসায়ানাং হরামোনাং প্রতিগ্রহাৎ
ন ত্বৈতদোষং পশ্যামি হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥ ৪১
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
তস্মিন্ দেশে স সুষাপ শ্বপচো যত্র ভারত ॥ ৪২
স বিগ্যাচারং নিশায়াং দৃষ্ট্বা সুপ্তে চাণ্ডালপক্কণে।
শনৈরুত্থায় ভগবান্ প্রবিবেশ কুটীমুখম্ ॥ ৪৩
স সুপ্ত ইব চাণ্ডালঃ শ্লেষ্মালিপ্তলোচনঃ।
পরিভ্রষ্টস্বরো রুক্ষঃ শ্লোবাচাপ্রিয়দর্শনঃ ॥ ৪৪

শ্বপচ উবাচ।

কঃ নুতন্ত্রীং ঘট্টয়তি সুপ্তে চাণ্ডালপক্কণে।
জাগর্মি নাত্র সুপ্তোঽস্মি হতোঽসীতি চ দারুণঃ ॥ ৫

বিশ্বামিত্রস্ততো ভীতঃ সহসা তমুবাচ হ।
তত্র ব্রীড়াকুলমুখঃ সোদ্বেগস্তেন কর্মণা ॥ ৬
বিশ্বামিত্রোঽহমায়ুষ্মন্নাগতোঽহং বৃভুক্ষিতঃ।
মা বধীর্মম সদ্বুদ্ধে যদি সম্যক্ প্রপশ্যসি ॥ ৭
চাণ্ডালস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
শয়নাদুপসন্ত্রাস উদ্বঘৌ প্রতি তং ততঃ ॥ ৪৮
স বিসৃজ্যাশ্রু নেত্রাভ্যাং বহমানাৎ কৃতাঞ্জলিঃ
উবাচ কৌশিকং রাত্রৌ ব্রহ্মন্ কিংতে চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪৯
বিশ্বামিত্রস্ত মাতঙ্গমুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্
ক্ষুধিতোঽহং গতপ্রাণো হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥ ৫০
ক্ষুধিতঃ কলুষং যান্তো নাস্তি হ্রীরশনাশিনঃ
ক্ষুচ্চ মাং দূষয়ত্যত্র হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥ ৫১

প্রথমে হীন মানুষের গৃহ হইতে তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্য চুরি করা উচিত। সেখানে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সমান ব্যক্তির গৃহে খাদ্য বস্তু অপহরণ করিবেন। যদি সেখানেও নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়, তবে নিজের অপেক্ষা বিশিষ্ট কোন ধর্ম্মাত্মা পুরুষের গৃহে সেই ভোজ্য বস্তু অপহরণ করিবেন। ৪০

অতএব এই চাণ্ডালের গৃহ হইতে আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা-মাংস অপহরণ করিব। কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ অপেক্ষা অধিক দোষ এই হীন কার্য্যে আমি দেখিতেছি না, অতএব আমি ইহা অবশ্যই অপহরণ করিব। ৪১

হে ভারত! এইরূপ নিশ্চয় করত মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই স্থানে শয়ন করিলেন, যেখানে সেই চাণ্ডাল রহিয়াছে। ৪২

যখন প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত অর্দ্ধরাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্ বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া সেই চাণ্ডালের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ৪৩

সেখানে চাণ্ডাল যেন নিদ্রিত বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহার লোচনদ্বয় শ্লেষ্মায় আবৃত ছিল। কিন্তু সে জাগরিত ছিল। দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর সেই চাণ্ডালের স্বভাব অতিশয় রুক্ষ ছিল, সেই মুনিকে আসিতে দেখিবামাত্র ব্যক্তস্বরে বলিয়া উঠিল। ৪৪

চাণ্ডাল বলিল,—অরে! চাণ্ডালগণের গৃহে ত' সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। তবে কে এখানে আসিয়া কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? আমি জাগরিত আছি, নিদ্রিত হই নাই আমি দেখিতেছি, তুমি নিহত হইলে কুরুরভার সেই চাণ্ডাল যখন এই কথা বলিল, তখন বিশ্বামিত্র ভীত হইয়া পড়িলেন। লজ্জা তাঁহার মুখকে আবৃত করিয়া ফেলিল। সেই নীচকর্ম্মে উদ্যত হইয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন। ৪৫-৪৬

মহামুনে! আমি বিশ্বামিত্র। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া এ স্থানে আসিয়াছি। উত্তম বুদ্ধিযুক্ত চাণ্ডাল, যদি তুমি যথার্থ দেখিতে পাও যে আমাকে বুঝিতে পার, তবে আমাকে বধ করিও না। ৪৭

পবিত্রচিত্ত সেই মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করত চাণ্ডাল অতিশয় লজ্জাসহকারে নিজ শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকটে আসিল। ৪৮

এই সময় সে অতিশয় লজ্জাসহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে বলিল,—ব্রহ্মন্! এই রাত্রিকালে আপনার কোন্ কার্য্য করিবার বাসনা জন্মিয়াছে? ৪৯

বিশ্বামিত্র চাণ্ডালকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, আমার প্রাণ যেন বহির্গত হইতেছে, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা লইয়া যাইব। ৫০

ক্ষুধিত হইয়া এই পাপকর্ম্ম করিবার জন্য আসিয়াছি। ভোজন করিতে অভিলাষী ক্ষুধার্ত্ত মানুষের পক্ষে কোনও কার্য্য করিতে লজ্জা হয় না। ক্ষুধা আমাকে কলুষিত করিতেছে, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা লইয়া যাইব। ৫১

অবসীদন্তি মে প্রাণাঃ শ্রুতির্মে নশ্যতি ক্ষুধা।
দুর্বলো নষ্টসংজ্ঞশ্চ ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৫২
সোঽধর্মং বুভুক্ষানোঽপি হরিষ্যামি পশুধনীম্।
অটন্ বৈক্ষ্যং ন বিন্দামি যদা বৃদ্ধাকুলালয়ে ॥ ৫৩
তদা বুদ্ধিঃ কৃতা পাপে হরিষ্যামি পশুধনীম্।
অগ্নির্মুখঃ পুরোধাশ্চ দেবানাং শুচিরব্যয়ঃ বিভুঃ ॥ ৫৪
যথাবৎ সর্বভুক্ ব্রহ্মা তস্মা মাং বিদ্ধি ধর্মতঃ।
তমুবাচ স চাণ্ডালো মহর্ষে শৃণু মে বচঃ ॥ ৫৫
শ্রুত্বা তৎ ত্বং তথাঽবস্থিষ্ঠ যথা ধর্মো ন হীয়তে।
ধর্মং তথাপি বিপ্রর্ষে শৃণু ত্বং তে ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫৬
শৃগালাদধমং শ্বানঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
তস্যাপ্যধম উদ্দেশঃ পশুরস্মি পশুধনী ॥ ৫৭
নেদং সমাপ্তং ব্যবসিতং মহর্ষে ধর্মগর্হিতম্।
চাণ্ডালস্য হরণমভক্ষ্যস্য বিশেষতঃ ॥ ৫৮
সাধ্বক্তমনুপশ্য ত্বমুপায়ং প্রাণধারণে।
ন মাংসলোভাৎ তপসো নাশস্তে স্যাদ্মহামুনে ॥ ৫৯
জানতা বিহিতং ধর্মং ন কার্যো ধর্মসঙ্করঃ।
মা স্ম ধর্মং পরিত্যাক্ষীস্ত্বং হি ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ৬০
বিশ্বামিত্রস্ততো রাজর্ষিচ্ছাত্রো ভরতর্ষভ
ক্ষুধার্তঃ প্রত্যুবাচেদং পুনরেব মহামুনিঃ ॥ ৬১
নিরাধারস্য মুমহান্ মম কালোঽতিধাবতঃ
ন বিদ্যতেঽন্যপায়শ্চ কশ্চিন্মে প্রাণধারণে ॥ ৬২
যেন যেন বিশেষেণ কর্মণা যেন কেনচিৎ।
অস্তু)জীবেৎ সাম্প্রমানঃ সমর্থো ধর্মমাচরেৎ ॥ ৬৩
ঐজ্রো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং ব্রাহ্মণানামথাশ্বিকঃ।
ব্রহ্মবহ্নির্মম বলং তস্মাদ্যামি শময়ন্ ক্ষুধাম্ ॥৬৪

আমার প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুধা আমার শ্রবণশক্তি নষ্ট করিয়া দিতেছে। আমি দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। আমার চেতনা যেন নষ্ট হইয়া যাইতেছে; অতএব এখন আমার ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য বিচার করিবার সময় নাই। ৫২

আমি জানি, ইহা আমার অধর্ম, তথাপি আমিশীঘ্রই কুকুরের চর্ম্মা লইয়া যাইব। আমি ভোমাদের সকলের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়াও যখন কোন কিছু পাইলাম না, তখন আমি এই পাপ কর্ম করিবার চিন্তা করিলাম। অতএব আমি এই কুকুরের চর্ম্মা লইয়া যাইব। ৫৩½

অগ্নিদেব দেবগণের মুখ ও পুরোহিত। তিনি পবিত্র দ্রব্যই গ্রহণ করেন এবং অতিশয় প্রভাবশালী, তথাপি তিনি যেরূপ অবস্থায় বৈশ্যরীতে সর্বভক্ষী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি চাণ্ডাল হইয়াও সর্বভক্ষী হইব, সুতরাং তুমি ধর্মানুসারে আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিবে। ৫৪½

তখন চাণ্ডাল তাঁহাকে বলিল,—মহর্ষে! আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং উহা শ্রবণ করত এরূপ কার্য করুন, যাহাতে আপনার ধর্ম নষ্ট না হয়। ৫৫½

ব্রহ্মর্ষে! আমি আপনার জন্য যে ধর্মযুক্ত বাক্য বলিব, তাহা শ্রবণ করুন। মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, কুকুর শৃগাল হইতেও অধম। কুকুরের দেহেও আবার তাহার চর্ম্মা অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ৫৬-৫৭

মহর্ষি! আপনি যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, উহা যথার্থ নহে; কারণ, চাণ্ডালের ধন, উহাতেও আবার বিশেষভাবে অভক্ষ্য পদার্থ অপহরণ করার মধ্যে অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম। ৫৮

মহামুনে! নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য অন্য কোন উত্তম উপায় অনুসন্ধান করুন। মাংসের লোভে আপনার তপস্যা নাশ যেন না হয়। ৫৯

আপনি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম জানেন, অতএব আপনার দ্বারা ধর্মসঙ্কর উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। আপনি ধর্ম পরিত্যাগ করিবেন না; কারণ, আপনি ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ। ৬০

রাজন্ ভরতশ্রেষ্ঠ! চাণ্ডাল এই কথা বলিলে পর ক্ষুধায় পীড়িত মহামুনি বিশ্বামিত্র তাহাকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন। ৬১

আমি কোনরূপ আহার্য দ্রব্য না পাইয়া এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছি। এই কার্যে আমার বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষার জন্য এখন আর কোনও উপায় নাই। ৬২

যে ব্যক্তির ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যে কোন বিশেষ উপায়ে বা যে কোনও কর্মের দ্বারা সক্ষম হইলে, নিজের জীবন রক্ষা করিবে, তারপর পুনরায় সমর্থ হইলে সেই ব্যক্তি ধর্মাচরণ করিবে। ৬৩

ইন্দ্রদেবের যে পালন ধর্ম, উহা ক্ষত্রিয়গণেরও ধর্ম এবং অগ্নিদেবের যে সর্বভক্ষিত্ব নামক গুণ, উহা হইল ব্রাহ্মণগণের। আমার বল বেদরূপী অগ্নি, অতএব আমি ক্ষুধার শান্তির জন্য এখন সব কিছুই ভক্ষণ করিব। ৬৪

যথা যথৈব জীবেদ্ধি তৎ কর্তব্যমহেলয়া।
জীবিতং মরণাচ্ছ্রেয়ো জীবন্ ধর্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫
সোঽহং জীবিতমাকাঙ্ক্ষন্ন ভক্ষ্যস্যাপি ভক্ষণম্।
ব্যবসো বুদ্ধিপূর্বং বৈ তদ্ ভবাননুমন্যতাম্ ॥ ৬৬
বলবন্তং করিষ্যামি প্রণোদ্যাত্মানমাশুভানি তু।
তপোভিরিষ্টয়া চৈব জ্যোতীংষীব মহত্তমঃ ॥ ৬৭

শ্বপচ উবাচ।

নৈতৎ খাদন্ প্রাপ্নুতে দীর্ঘমায়ু-
র্নৈব প্রাপ্যামৃতসোম তৃপ্তিঃ
ভিক্ষামন্যাং ভিক্ষ মা তে মনোঽস্তু
শ্বভক্ষণে খা ভুবভক্ষ্যো দ্বিজানাম্ ॥ ৬৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

ন দুর্ভিক্ষে সুলভাঃ মাংসমন্যা
চতুষ্পাদ মনো মে চ মেঽস্তি বিত্তম্।
ক্ষুধার্তশ্চাহমগতিনিরাশঃ
ক্ষমাংসে চাস্মিন্ মজ্জরসান্ সাধু মন্যে ॥ ৬৯

শ্বপচ উবাচ।

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ বিশঃ।
যদা শাস্ত্রং প্রমাণং তে মা ভক্ষ্যে মানসং কৃথাঃ ॥ ৭০

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অগস্ত্যোনাপুরো জঘ্নে বাতাপিং ক্ষুধিতেন বৈ।
অহমাপদ্গতঃ ক্ষুত্তো ভক্ষয়িষ্যে শ্বজাঘনীম্ ॥ ৭১

শ্বপচ উবাচ।

ভিক্ষামন্যামাহরেতি ত্বং কর্তুমিহার্হসি।
ন নূনং কার্যমেতদ্ বৈ হর কামং শ্বজাঘনীম্ ॥ ৭২

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শিষ্টা বৈ কারণং ধর্মে তদ্ ভবমনুবর্তয়ে
পরাং মেধামনাসেনাং ভক্ষ্যাং মন্যে শ্বজাঘনীম্ ॥ ৭৩

সেভাবে যেভাবে জীবন সুরক্ষিত থাকিবে, সেই বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা না করিয়াই উহা পালন করা কর্তব্য। মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা জীবিত থাকা শ্রেষ্ঠ ; কারণ, জীবিত পুরুষ পুনরায় ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। ৬৫

সেইজন্য আমি জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বুদ্ধিপূর্বক এই অভক্ষ্য পদার্থও ভক্ষণ করিতে স্থির করিয়াছি। ইহা তুমি অনুমোদন কর। ৬৬

যেরূপ সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণ গ্রহণ মোক্ষের অন্তকাল লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও পুনরায় তপস্যা ও বিদ্যার দ্বারা যখন নিজেকে নিজেই সবল করিয়া লইব, তখন সমস্ত অশুভ কর্মকে নাশ করিব। ৬৭

চাণ্ডাল বলিল,—মুনে! এই কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিয়া আপনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহার দ্বারা প্রাণশক্তিও পাইবেন না এবং অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিও ইহার দ্বারা আপনার হইবে না। অতএব আপনি কোন অন্য বস্তু ভিক্ষা করুন। কুকুরের মাংস ভোজনের দিকে আপনার মন যাওয়া উচিত নয় কুকুর দ্বিজগণের পক্ষে অভক্ষ্য। ৬৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—চাণ্ডাল! সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, অতএব অন্য কোন মাংস সুলভ হইবে না, ইহাই আমি মনে করি। আমার নিকট কোন ধনও নাই, যাহার দ্বারা আমি ভোজ্য বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হইব। অন্যদিকে আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি এবং আমি নিরাশ্রয় বলিয়া যে অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া আমার মন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে আমি মনে করি, এই কুকুরের মাংসেই মজ্জা রস ভোজনের আনন্দ আমার সর্বাপেক্ষাভাবে হইবে। ৬৯

চাণ্ডাল বলিল,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পক্ষে আপৎকালে পঞ্চনখবিশিষ্ট সজারু, গণ্ডার, গোধা, কচ্ছপ ও খরগোস—এই পাঁচ প্রাণী ভক্ষণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে যদি আপনি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তবে এই অভক্ষ্য কুকুরের মাংস ভক্ষণের দিকে মনকে সঞ্চালিত করিবেন না। ৭০

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ক্ষুধিত মহর্ষি অগস্ত্য বাতাপি নামে এক অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আমিও ক্ষুধারই বশ অত্যন্ত বিপদে পতিত হইয়াছি, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা অবশ্যই ভক্ষণ করিব। ৭১

চাণ্ডাল বলিল,—মুনে! আপনি অন্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন এই কুকুরের মাংস গ্রহণ করা আপনার উচিত নহে। আপনার ইচ্ছা হয় তো, আপনি এই কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করুন, কিন্তু আমি ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতেছি যে, আপনার ইহা ভক্ষণ করা উচিত নয়। ৭২

বিশ্বামিত্র বলিলেন, শিষ্ট পুরুষগণই ধর্মে প্রবৃত্তির কারণ, আমি তাঁহাদেরই আচারকে অনুসরণ করি অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘাকেই পবিত্র ভোজনের তুল্য বলিয়া মনে করি। ৭৩

শ্বপচ উবাচ।

অসন্তা যৎ সমাচীর্ণং ন চ ধর্মঃ সনাতনঃ।
নাকার্যমিতি কার্যং বৈ যা ছলেনাশুভং কৃথাঃ ॥৭৪

বিশ্বামিত্র উবাচ

ন পাতকং নাবমন্তুমিঃ দন্ কর্তুমর্হতি।
সমৌ চ স্ব-মৃগৌ মনো তস্মাদ্ ভোক্ষ্যে শ্বভাষনীম্ ॥৭৫

শ্বপচ উবাচ।

যদ্ ব্রাহ্মণার্থে কৃতমবিতেন
তেনবিনা তদবস্থাবিকারে।
স বৈ ধর্মো যত্র ন পাপমস্তি
সর্বৈরুপায়ৈস্তরবো হি রক্ষ্যাঃ ॥ ৭৬

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মিত্রঞ্চ মে ব্রাহ্মণস্যায়মাত্মা
প্রিয়শ্চ মে পূজ্যতমশ্চ লোকে।
তং রক্ষিতুকামোঽহমিমাং জিহীর্ষে
নৃশংসানামীদৃশানাং ন বিদ্যে ॥ ৭৭

চাণ্ডাল বলিল,—কোন অসাধু পুরুষ যদি কোন অশুচিত কার্য্য করে, তবে উহাকে সনাতন ধর্ম বলা হয় না, অতএব আপনি ছলের আশ্রয় গ্রহণ করত কোনরূপ পাপ কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইবেন না ॥ ৭৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—কোন শ্রেষ্ঠ ঋষি এরূপ কর্ম করিতে পারেন না, যাহা পাপযুক্ত এবং কাহারও দ্বারা নিন্দিত হইয়া থাকে। কুক্কুর ও মৃগ উভয়েই পশু বলিয়া আমার মতে উভয়েই সমান, অতএব আমি এই কুক্কুরের ভক্ষ্য অবশ্যই ভক্ষণ করিব ॥৭৫

চাণ্ডাল বলিল,—যদি অপর ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণিত হইলে পর সে অবস্থায় তিনি যাতনাকে ভক্ষণরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন (তাঁহার এই কার্য্যকরণে বহু ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইয়াছিলেন; অন্যথায় সেই রাক্ষস সকল ব্রাহ্মণকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত; অতএব ঋষির সেই কার্য্য ধর্মোচিতই ছিল)। ধর্ম হইলেন তাহাই, যাহাতে লেশমাত্রও পাপ নাই। ব্রাহ্মণগণ হইলেন সকল বর্ণেরই গুরু; অতএব তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার উপায়ে রক্ষা করা উচিত (এবং তাঁহাদের ধর্মকেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য) ॥ ৭৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—(যদি অপরা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্যই সেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে আমিও মিত্রকে রক্ষা করিবার জন্য এই কার্য্য করিব) এই ব্রাহ্মণের শরীর আমার

শ্বপচ উবাচ।

কামং বরা জীবিতং সন্ত্যজন্তি
ন চাভক্ষ্যে কচিৎ কুর্বন্তি বুদ্ধিম্।
সর্বান্ কামান্ প্রাপ্নুবন্তীহ বিদ্বন্
প্রিয়শ্চ কামং সহিতঃ শুনৈব ॥৭৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

স্থানে ভবেৎ সংশয়ঃ প্রেত্যভাবে
নিঃসংশয়ং কর্মণাং বৈ বিনাশঃ।
অথা পুনস্ত্বনিত্যঃ শমাত্মা
মূলং রক্ষ্যং তৎক্রিয়ায়াস্তথাত্মা ॥ ৭৯

বুদ্ধ্যাত্মকে বাক্যমস্তীতি পূর্বং
মোহাত্মকে যত্র যথা শুভক্ষ্যে।
যদ্যপ্যেতৎ সংশয়াত্মা চরামি
নাহং ভবিষ্যামি যথা ত্বমেব ॥ ৮০

মিত্র। আর এই জগৎ আমার পরম প্রিয় এবং আদরণীয়। ইহাকে জীবিত রাখিবার জন্যই আমি এই কুক্কুরের ভক্ষ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব এইরূপ নৃশংস কার্য্যের জন্য আমার অন্যত্র ভয় হইতেছে না ॥ ৭৭

চাণ্ডাল বলিল,—বিদ্বন্! উত্তম ব্যক্তিগণ নিজেদের প্রাণও ত্যাগ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা অভক্ষ্য-ভক্ষণ করিতে বুদ্ধিস্থির করেন না। ইহার দ্বারা তাঁহারা সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হন, অতএব আপনিও সুখের সহিতই—উপবাসের দ্বারা নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করুন ॥ ৭৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যদি উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করা হয়, তবে মৃত্যুর পর কি হইবে? ইহাতে সংশয় আছে; কিন্তু এরূপ করিলে পুণ্য কর্মফলের ক্ষয় হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই, (কারণ, শরীরই ধর্মাচরণের মূল), অতএব আমি জীবনরক্ষার পর প্রতিদিন ব্রত এবং শম-দমাদিতে নিরত থাকিয়া পাপ কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই সময় ত' ধর্মের মূলভূত শরীরকেই রক্ষা করা আবশ্যক; অতএব আমি এই অভক্ষ্য পদার্থকে ভক্ষণ করিব ॥ ৭৯

এই কুক্কুরের মাংসভক্ষণ দুই প্রকারে হইতে পারে, প্রথম, হইল বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা চিন্তা করত ধর্মের মূল এবং জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধনভূত শরীরের রক্ষায় পুণ্য, এই কথা যখন স্পষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ মোহ এবং আসক্তি পূর্বক সেই কার্য্যে

শ্বপচ উবাচ

গোপনীয়মিদং দুঃখমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ
দুষ্কৃতোঽব্রাহ্মণঃ সত্রং যদ্ধ্যমহমুপালভে ॥৮১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

নিয়ন্তোবোদকং গাধো মণ্ডূকেষু রুবৎস্বপি
ন তেঽধিকারো ধর্মেঽস্তি মা ত্বরাত্মপ্রশংসকঃ ॥ ৮২

শ্বপচ উবাচ।

সুহৃদ্ ভূত্বানুশাসে ত্বাং কৃপা হি ঘৃণি মে ধ্রুব।
যদিদং ব্রূহি আবৎস্য মা লোভাৎ পাতকং কৃথাঃ ॥ ৮৩
সুহৃদ্ধে ত্বং সুবেলা ছেদাপদো যাঃ সমুদ্ধর।
জানেঽহং ধর্মতোঽহস্থানং শৌনীমুৎসৃজ জাঘনীম্ ॥৮৪

শ্বপচ উবাচ।

নৈবোৎসহে ভবতো দাতুমেতাং
নোপেক্ষিতুং দ্বিরমাণং ধনঞ্জয়।
উভৌ সাবঃ পাপলোকাবলিপ্তৌ
দাতা চাদঃ ব্রাহ্মণস্বং প্রতীচ্ছন্ ॥৮৫

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অস্যাহমেতদ্ বৃজিনং কর্ম কৃত্বা
জীবংশ্চরিষ্যামি মহাপবিত্রম্।
স পূতাত্মা ধর্মমেবাভিপৎস্যে
যদেতয়োর্বৃক্ত তদ্ বৈ ব্রবীহি ॥ ৮৬

শ্বপচ উবাচ।

আত্মৈব সাক্ষী কুলধর্মকৃত্যে
ত্বমেব জানাসি যদত্র দুষ্কৃতম্
যো ত্রাস্যিষ্যাদ্ ভক্ষামিতি ধনার্থঃ
মন্যে ন তস্যাস্তি বিবর্জনীয়ম্ ॥ ৮৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

উপাদানে খাদনে চাস্তি দোষঃ
কার্যাত্যয়ে নিত্যমন্ত্রাপবাদঃ।
যস্মিন্ হিংসা নানৃতং বাচ্যলেশো-
হভক্ষ্যাক্তিয়া যত্র ন তদ্গরীয়ঃ ॥ ৮৮

প্রভুত্ব হইলে দোষ হইবে—ইহাও স্পষ্ট। যদিও আমি মনে সংশয় লইয়া এই কার্য করিতে যাইতেছি, তথাপি আমার এই বিশ্বাস যে, আমি এই যাগ ভক্ষণ করত তোমার ন্যায় চাণ্ডাল হইয়া যাইব না (তপস্যার দ্বারা সেই দোষ ক্ষালন করিয়া দিব)। ৮০

চাণ্ডাল বলিল,—এই কুকুরের মাংসভক্ষণ আপনার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক পাপ। ইহা হইতে আপনার নিজেকে রক্ষা করা উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত। সেইজন্য আমি মহাপাপী ও ব্রাহ্মণেতর হইলে পরও আপনাকে বারংবার তিরস্কার করিতেছি। (যদিও এইভাবে ধর্মের উপদেশ করা আমার পক্ষে উচিত নহে।)। ৮১

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মণ্ডূকের জল (যাহার জল) জলমধ্যে বসিয়া করিতে থাকিলেও গোপকূল যেরূপ জলাশয়ে জলপান করিয়া থাকে (সেইরূপ তুমি নানারূপ উপদেশ-বাক্যের বহু করিতে থাকিলেও আমি অবশ্যই এই কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিব)। ধর্মোপদেশ করিবার অধিকার তোমার নাই, অতএব তুমি নিজের আত্মপ্রশংসা করিও না। ৮২

চাণ্ডাল বলিল,—ব্রহ্মন্! আমি ত' আপনার হিতৈষী সুহৃদ্ হইয়া এই ধর্মাচরণের উপদেশ করিতেছি; কারণ, আপনার উপর আমার দয়া হইতেছে। আমি এই যে কল্যাণকারী বাক্য বলিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন। লোভবশতঃ পাপকার্য করিবেন না। ৮৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যদি তুমি আমার হিতৈষী সুহৃদ্ হও এবং আমাকে সুখদান করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। আমি নিজের ধর্ম জানি তুমি এই কুকুরের জন্য আমাকে প্রদান কর। ৮৪

চাণ্ডাল বলিল,—আমি অভক্ষ্য বস্তু আপনাকে প্রদান করিতে পারিব না এবং আমার এই বাক্য আপনার দ্বারা অপকৃত হউক, আমি ইহারও উপেক্ষা করিতে পারিব না। ইহার দাতা আমি এবং গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ আপনি—এই আমরা উভয়েই পাপলিপ্ত হইয়া নরকে পতিত হইব। ৮৫

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আমি এই পাপ কর্ম করিয়াও যদি আমি জীবিত থাকি, তবে পরম পবিত্র ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিব। ইহাতে আমার দেহ মন পবিত্র হইয়া যাইবে এবং ধর্মেরই ফল লাভ করিব। জীবিত থাকিয়া ধর্মাচরণ করা এবং উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করা—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, ইহা আমাকে বল। ৮৬

চাণ্ডাল বলিল,—কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কার্য ধর্ম, সে বিষয়ে এই আত্মাই সাক্ষী। এই অভক্ষ্য-ভক্ষণে যে পাপ হয়, উহাও আপনি জানেন। আমি মনে করি, যে ব্যক্তি কুকুরের মাংসকে ভক্ষ্যরূপ বলিয়া উহার সমাদর করে, তাহার পক্ষে এ জগতে কিছুই ত্যাজ্য নহে। ৮৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আমি ইহা মনে করি যে, তোমার নিকট হইতে দান গ্রহণ করা এবং এই অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করা এই

শ্বপচ উবাচ।

যজ্ঞেষু হেতুস্তব যাজনে স্যা-
ন্ন তে বেদঃ কারণং নায্যবদ্যঃ।
তস্মাদ্ ভক্ষোঽভক্ষণে বা দ্বিজেন্দ্র
দোষং ন পশ্যামি যথেদমত্র ॥ ৮৯

বিশ্বামিত্র উবাচ

নৈবাতিপাপঃ ভক্ষ্যমাণস্য দৃষ্টঃ
সুরাং তু পীত্বা পততীতি শঙ্কা।
অন্যোন্যকার্য্যাণি যথা তথৈব
ন পাপমাত্রেণ কৃতং হিনস্তি ॥ ৯০

শ্বপচ উবাচ।

অস্থানতো হীনতঃ কুৎসিতাদ্ বা
তদ্ বিদ্বাংসঃ বারয়তে সাধুবৃত্তম্।
স্থানং পুনর্যো লভতেঽভিগম্যাৎ
তেনাপি দত্তং সহিতব্য এব ॥ ৯১

ভীষ্ম উবাচ

এবমুক্ত্বা নিবর্ত্তে মাতঙ্গঃ কৌশিকং তদা।
বিশ্বামিত্রো জহারৈব কৃতবুদ্ধিঃ শ্বজাঘনীম্ ॥ ৯২
ততো জগ্রাহ স শ্বাঙ্গং জীবিতার্থী মহামুনিঃ।
সদারস্তাপূপাহৃত্বা বনে ভোক্তুমিয়েষ সঃ ॥ ৯৩
অথাস্য বুদ্ধিরভবদ্ বিধিনাহং শ্বজাঘনীম্।
ভক্ষয়ামি যথাকামং পূর্বং সন্তর্প্য দেবতাঃ ॥ ৯৪
ততোঽগ্নিমুপসংস্তৃত্য ব্রাহ্মেণ বিধিনা মুনিঃ।
ঐন্দ্রাগ্নেয়েন বিধিনা চরুং শ্রপয়ত স্বয়ম্ ॥ ৯৫
ততঃ সমারভৎ কর্ম দৈবং পিত্র্যঞ্চ ভারত।
আহূয় দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাগং ভাগং বিধিক্রমাৎ ॥ ৯৬

উহাতেই দোষ আছে কিন্তু যেস্থলে ভক্ষণ না করিলে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে, সেস্থলে শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই অপবাদ বাক্যও পাওয়া যায়। যাহার যজ্ঞে হিংসা ও অন্যায় কোন দোষ নাই, পরন্তু উহাতে কেবল দেবমন্ত্রে নিক্ষারণ দোষ রহিয়াছে। প্রাণ যাইবার সময়েও যে অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধকারী সংজ্ঞা আছে, উহা ভক্তির বা আদরণীয় নহে ॥ ৮৮

চণ্ডাল বলিল,—দ্বিজেন্দ্র! যদি এই অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ বিষয়ে আপনার প্রাণরক্ষারূপ হেতুই প্রধান হয়, তবে আপনার যজ্ঞে বেদ প্রমাণ-স্বরূপ নহে এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের আচারও ধর্ম্মস্বরূপ নহে অতএব আমি আপনার পক্ষে ভক্ষ্য বস্তুর অভক্ষণে অথবা অভক্ষ্য বস্তুর ভক্ষণে কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না, যাহার ফলে এস্থানে আপনার এই মাংসের জন্য পতিত আগ্রহ দেখা যাইতেছে ॥ ৮৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, অন্যান্য বস্তু ভোজনকারীর ব্রহ্মহত্যাদি তুল্য মহাপাতক স্পর্শ করে, এরূপ কোন শাস্ত্রীয় বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য, সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, এতাদৃশ শাস্ত্রবাক্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়; অতএব সেই সুরা পান অবশ্যই ত্যাজ্য। যেরূপ অন্যান্য কর্ম্মসমূহও নিষিদ্ধ আছে, সেইরূপ অভক্ষণও নিষিদ্ধ। আপৎকালে কৃত একবার কোন সামান্য পাপের দ্বারা কাহারও আজীবন করিয়া কৃত পুণ্য কর্ম্ম-সমূহের নাশ হয় না ॥ ৯০

চণ্ডাল বলিল, যে ব্যক্তি অযোগ্য স্থান হইতে, অনুচিত কর্ম্ম হইতে এবং নিন্দিত পুরুষ হইতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, সেই বিদ্বানের সদাচারই তাদৃশ কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে থাকে। (অতএব আপনি জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া স্বয়ংই এই নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে দূরে থাকুন।) কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বারবার অত্যন্ত আগ্রহ করত কুকুরের মাংস গ্রহণ করে, তাহাকে তাহার ফলও সহ্য করিতে হইবে। (আমার ইহাতে কোনও দোষ নাই) ॥ ৯১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া চণ্ডাল মুনিকে নিষেধ করা হইতে নিবৃত্ত হইল। বিশ্বামিত্র কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধি স্থির করিয়াছিলেন, অতএব তিনি উহা গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৯২

জীবিত থাকিতে অভিলাষী মহামুনি বিশ্বামিত্র কুকুরের সেই অংশ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে বনে লইয়া গমন করত পত্নী সহ ভোজন করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন ॥ ৯৩

এই সময়ে তাঁহার মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, আমি কুকুরের এই জঙ্ঘাংশ বিধিপূর্ব্বক প্রথমে দেবতাগণকে অর্পণ করিব এবং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পরে নিজের ইচ্ছানুসারে উহা ভোজন করিব ॥ ৯৪

এই কথা চিন্তা করত মুনি বেদোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্বয়ংই চরুপাক প্রস্তুত করিলেন ॥ ৯৫

হে ভারত! তারপর তিনি দেবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করত তাঁহাদের জন্য ক্রমশঃ বিধিপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাগ অর্পিত করিলেন ॥ ৯৬

এতস্মিন্নেব কালে তু প্রববর্ষ স বাসবঃ
সঞ্জীবয়ন্ প্রজাঃ সর্বা জনয়ামাস চৌষধীঃ ॥ ৯৭
বিশ্বামিত্রোঽপি ভগবাংস্তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
কালেন মহতা সিদ্ধিমবাপ পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ৯৮
স সংস্কৃতা চ তৎ কর্ম অনাস্বাদ্য চ তদ্ধবিঃ
তোষয়ামাস দেবাংশ্চ পিতৄংশ্চ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৯৯
এবং বিধানদীনাত্মা ব্যসনস্থো জিজীবিষুঃ।
সর্বোপায়ৈরুপায়জ্ঞো দীনমাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ১০০

সেই সময় ইন্দ্র সমস্ত প্রজাগণকে জীবন দান করিতে করিতে প্রচুর জল বর্ষণ করিলেন এবং অন্যান্য ওষধিসমূহ উৎপন্ন করিলেন ॥ ৯৭

ভগবান্ বিশ্বামিত্রও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরাহার ব্রত ও তপস্যা করত নিজের সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯৮

সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনি উক্ত কর্ম সমাপ্ত করত সেই হবিষ্য আস্বাদন না করিয়াই দেবতা ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাদেরই কৃপায় পবিত্র ভোজন প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করিলেন ॥ ৯৯

রাজন্! এইভাবে জীবনসঙ্কটে পতিত হইয়া জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে দীনচিত্ত না হইয়া কোন উপায় অন্বেষণ করা উচিত এবং সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করত নিজেকে নিজেরই আপৎকাল হইতে উদ্ধার করা উচিত ॥ ১০০

এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত সদা জীবিত থাকিবার প্রযত্ন করা উচিত ; কারণ, জীবিত পুরুষই পুণ্য কর্ম করিবার সুযোগ পায় এবং ফলভাগী হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির! নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি জগতে ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় করিবার জন্য নিজেরই বিশুদ্ধ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত যথাযোগ্য আচরণ করিবেন ॥ ১০২

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে বিশ্বামিত্র ও কুক্কুরের সংবাদ-বিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[আপৎকালে রাজ্ঞো ধর্মনিশ্চয়ঃ, ব্রাহ্মণান্ সেবিতুমুপদেশশ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদি ঘোরং সমুদ্দিষ্টমস্মাভের্নিবানৃতম্।
অস্তি স্বিদ্ দস্যুমর্যাদা যামহঃ পরিবর্জয়ে ॥ ১

সম্মুহ্যামি বিষীদামি ধর্মো মে শিথিলীকৃতঃ
উদ্যমং নাধিগচ্ছামি কদাচিৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

নৈতচ্চ্রুত্বাঽহসমাদেব তব ধর্মানুশাসনম্।
প্রজাসমবহারোঽয়ং কবিভিঃ সম্মতো মনুঃ ॥ ৩

বহ্বয়ঃ প্রতিবিধাতব্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা ততস্ততঃ।
নৈকশাখেন ধর্মেণ যত্নেমো সম্প্রবর্ততে ॥ ৪

বুদ্ধিসংজননো ধন্য আচারশ্চ সতাং সদা।
জ্ঞেয়ো ভবতি কৌরব্য সদা তদ্ বিদ্ধি মে বচঃ ॥ ৫

বুদ্ধিশ্রেষ্ঠা হি রাজানশ্চরন্তি বিজয়ৈষিণঃ।
ধর্মঃ প্রতিবিধাতব্যো বুদ্ধ্যা রাজ্ঞা ততস্ততঃ ॥ ৬

নৈকশাখেন ধর্মেণ রাজ্ঞো ধর্মো বিধীয়তে।
দুর্বলস্য কুতঃ প্রজ্ঞা পুরস্তাদনুপাশ্নুতা ॥ ৭

অদৈবজ্ঞঃ পথি দৈবে সংশয়ঃ প্রাপ্তুমর্হতি
বুদ্ধিদৈবং বেদিতব্যং পুরস্তাদেব ভারত ॥ ৮

পার্থিবঃ করণং প্রাজ্ঞো বিজ্ঞায়েহ প্রকারতঃ।
জনস্তচ্চরিতং ধর্মং বিজানাত্যনুশাস্তি চ ॥ ৯

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[আপৎকালে রাজার ধর্ম নিশ্চয় এবং ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবার উপদেশ]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যদি মহাপুরুষগণের পক্ষেও মিথ্যার ন্যায় অধর্মের এইরূপ ভয়ঙ্কর ফল (সঙ্কটকালে) কথিতরূপে বর্ণিত হয়, তবে দুরাচারী দস্যুগণের দুষ্কৃত-সকলের কীদৃশ সীমা থাকে, যাহা সর্বদা আমার ত্যাগ করা উচিত? (ইহা হইতে অধিক দুষ্কৃত হওয়া করিতে পারে না।)। ১

আপনার মুখ হইতে এই উপাখ্যান শ্রবণ করত আমি মোহিত ও বিষাদগ্রস্ত হইতেছি। আপনি আমার ধর্মবিষয়ক উৎসাহ শিথিল করিয়া দিয়াছেন। আমি নিজের মনকে বারংবার বুঝাইয়াও কোনরূপে ধর্মবিষয়ক উদ্যমের জন্য উৎসাহ বোধ করিতেছি না। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! আমি কেবল শাস্ত্র হইতেই শ্রবণ করত তোমায় এই ধর্মোপদেশ করিতেছি না। যেরূপ অনেক স্থান হইতে অনেক প্রকারের পুষ্পের রস গ্রহণ করত মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ বিদ্বান্‌গণ এই নানাপ্রকারের বুদ্ধি সঞ্চলন করিয়াছেন। (এইরূপ বুদ্ধি কদাচিৎ সঙ্কটকালে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা সর্বদা কার্যে পরিণত করিবার জন্য উপদেশ করা হয় নাই, অতএব তোমার মনে মোহ ও বিষাদ করা উচিত হইবে না।)। ৩

যুধিষ্ঠির! রাজার এদিক্ ওদিকে নানাপ্রকারের বহুরূপের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি শিক্ষা করা উচিত। তাঁহার একশাখাবিশিষ্ট ধর্মকে লইয়া বসিয়া থাকা উচিত হইবে না। যে রাজার মধ্যে সঙ্কটসময়ে এই বুদ্ধি স্ফূরিত হয়, তাঁহার আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। ৪

কুরুনন্দন! ধর্ম ও সৎপুরুষগণের আচার এই বুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং সজ্জনেরা ইহারই দ্বারা উহা জানিবার যোগ্য। তুমি আমার এই কথাকে উত্তমরূপে জান। ৫

বিজয়াভিলাষী ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ সকল রাজাই ধর্মের আচরণ করিয়া থাকেন। অতএব বুদ্ধির দ্বারা এদিক্ ওদিক্ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করত রাজার সর্বতোভাবে ধর্মপালন করা উচিত।৬

একশাখাবিশিষ্ট (একদেশীয়) ধর্ম হইতে রাজার ধর্ম নির্বাহ হয় না। যিনি প্রথমে অধ্যয়নকালে একদেশীয় ধর্মবিষয়ক বুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দুর্বল রাজার পূর্ব প্রজ্ঞা কোথা হইতে হইবে? ৭

একই ধর্ম যা কর্ম কোন সময়ে ধর্ম বলিয়া গণ্য হয় এবং কোন সময় অধর্ম বলিয়া গণ্য হয়। তাহার এই যে দুই প্রকার স্থিতি, উহার নাম হইল 'দৈব'। যিনি এই বিবিধ তত্ত্ব জানেন না, তিনি দৈব মার্গে উপস্থিত হইয়া সংশয়ে পতিত হন্। হে ভারত! বুদ্ধির দৈবকে প্রথমেই উত্তমরূপে জানিতে হইবে।৮

বুদ্ধিমান্ পুরুষ বিচার করিবার সময় প্রথমে নিজের প্রত্যেক কার্যকে গুপ্ত রাখিয়া উহা আরম্ভ করিবেন; তারপর উহা সর্বত্র প্রচার করিবেন; অন্যথা উহার দ্বারা আচরিত ধর্মকে সকল লোকে অন্যরূপ বুঝিতে থাকিবে। ৯

অমিথ্যাজ্ঞানিনঃ কেচিন্মিথ্যাবিজ্ঞানিনঃ পরে
তদ্ বৈ যথার্থং বুদ্ধ্যা জ্ঞানমাদত্তে সত্তম ॥ ১০
পরিমুহ্যন্তি শাস্ত্রাণি ধর্মস্য পরিপন্থিনঃ।
বৈরম্যমর্থবিজ্ঞানাঃ নিরর্থাঃ খ্যাপয়ন্তি তে ॥ ১১
আজিজীবিষবো বিদ্বাঃ যশঃ কামো দমস্তুতঃ
তে সর্বে নৃপ পাপিষ্ঠা ধর্মস্য পরিপন্থিনঃ ॥ ১২
অপক্বমতয়ো মন্দা ন জানন্তি যথাতথম্
যথা শ্রুতাস্ত্রকুশলাঃ সর্বত্রাযুক্তিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৩
পরিমুহ্যন্তি শাস্ত্রাণি শাস্ত্রদোষানদর্শিনঃ
বিজ্ঞানমর্থবিজ্ঞানাং ন সম্যগিতি বর্ততে ॥ ১৪
নিন্দন্তো পরবিজ্ঞানাং অবিদ্বাঃ খ্যাপয়ন্তি চ।
বাগস্ত্রা বাক্ছরীভূতা ক্রুদ্ধবিদ্যাফলা ইব ॥ ১৫

তান্ বিদ্যাবণিজো বিদ্ধি রাক্ষসানিব ভারত।
বাচ্যেন সন্নিগিরিতো ধর্মস্তে পরিধাস্যতি ॥ ১৬
ন ধর্মবচনং বাচা কৈব বুদ্ধ্যেতি নঃ শ্রুতম্।
ইতি বার্হস্পত্যং জ্ঞানং প্রোবাচ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৭
ন হ্যেব বচনং কিঞ্চিদনিমিত্তাদিহোচ্যতে
সুবিনীতেন শাস্ত্রেণ ন ব্যবসায়াপরেণ হ ॥ ১৮
লোকযাত্রানিমিত্তৈকে তু ধর্মং প্রাহুর্মনীষিণঃ
সমুদ্দিষ্টং সতাং ধর্মং স্বয়মুহেত পণ্ডিতঃ ॥ ১৯
অনর্থজ্ঞাস্ত্রসম্মোহাদবিজ্ঞানাচ্চ ভারত।
শাস্ত্রং প্রাজ্ঞস্য বদতঃ সমুহে যাত্যধর্মতাম্ ॥ ২০
আগত্যাগময়া বুদ্ধ্যা বচনেন প্রশস্যতে।
অজ্ঞানং জ্ঞানহেতুত্বাদ্ বচনং সাধু মন্যতে ॥ ২১

কিছু লোক যথার্থ জ্ঞানী হন্ এবং কিছু লোক মিথ্যা জ্ঞানী হয়। এই বিষয় যথাযথভাবে বুঝিয়া রাজা সত্যজ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষগণের জ্ঞানকেই গ্রহণ করিবেন।

ধর্মদ্রোহী মনুষ্যরা শাস্ত্রসকলের প্রামাণিকতারই উপর দস্যুবৃত্তি করে, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করে এই সব অর্থজ্ঞানশূন্য বহুজ্ঞ অর্থশাস্ত্রের বিফলতার মিথ্যা প্রচার করে। ১১

হে নৃপ! যাহারা জীবিকার ইচ্ছায় বিদ্যা অর্জন করে, সমস্ত বিদ্বৎসমূহে সেই বিদ্যার বলে যশোলাভ করিতে ইচ্ছা করে এবং মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহারা সকলে পাপাত্মা ও ধর্মদ্রোহী। ১২

যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, সেই মন্দমতি মানবগণ যথার্থ তত্ত্ব জানে না। তাহারা শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ না হইয়া সর্বত্র অসঙ্গত যুক্তিই অবলম্বন করে। ১৩

নিরন্তর শাস্ত্রের দোষদর্শনকারী মনুষ্যগণ শাস্ত্রের মর্যাদা হরণ করে এবং বলিতে থাকে যে, অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান সনাতন নহে। ১৪

বাক্যই যাহাদের অস্ত্র এবং যাহাদের বাক্য বাণের ন্যায় হৃদয়ে আঘাত করে, তাহারা যেন বিদ্যার ফল তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিদ্রোহ করে। এরূপ ব্যক্তিগণ অপরের বিদ্যার নিন্দা করত নিজের বিদ্যার মিথ্যা খ্যাতি করিতে থাকে। ১৫

হে ভারত! এরূপ মনুষ্যদিগকে তুমি বিদ্যার ব্যবসায়কারী এবং রাক্ষসদের ন্যায় পরদ্রোহী বলিয়াই মনে কর। তাহাদের ছল চাতুরীতে তোমার সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিপাদিত ও আচরিত ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। ১৬

আমরা শুনিয়াছি যে, কেবল বাক্যের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধির (তর্কের) দ্বারাই ধর্মের নির্ণয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ও তর্ক উভয়ের সমুচ্চয়ের দ্বারা ধর্মের নির্ণয় হইয়া থাকে—ইহা বৃহস্পতির অভিমত, যাহা স্বয়ং তিনিই উপদেশ করিয়াছেন। ১৭

বিদ্বান্ পুরুষ অকারণে কোন বাক্য বলেন না এবং অপর বহু মানুষ উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত শাস্ত্র অনুসারে কার্য করিবার চেষ্টা করে না। ১৮

এ জগতে কোন কোন মনীষী পুরুষ শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা পরিচালিত লোকাচারকেই ধর্ম বলেন, কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ স্বয়ংই উহাপোহ (তর্ক-বিতর্ক) করত সৎপুরুষগণের শাস্ত্রবিহিত ধর্মের নির্ণয় করিয়া থাকেন। ১৯

হে ভারত! যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইয়া শাস্ত্রকে যথার্থ রূপে না বুঝিয়াই মোহে আবদ্ধ হইয়া অতিশয় অমর্ষ সহকারে শাস্ত্রের প্রবচন করে, তাহার সেই বাক্যের লোক-সমাজে কোনই প্রভাব পড়ে না। ২০

বেদ-শাস্ত্রসমূহের দ্বারা অনুমোদিত তর্কযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা যে বাক্য কথিত হয়, উহার দ্বারা শাস্ত্রের প্রশংসা হইয়া থাকে অর্থাৎ শাস্ত্রের সেই বাক্য মানুষের মনে রেখাপাত করে। অপর মানুষ অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কেবল তর্ককেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, কিন্তু ইহা তাহার না বুঝারই ফল। ২১

অন্যথা হন্তবেদমিতি শাস্ত্রস্যার্থক্রমঃ।
দৈত্যেরানুনয়ন্ প্রাহ সংশয়চ্ছেদনঃ পুরা ॥ ২২
জ্ঞানমপ্যপদিশ্যাহং যথা মাস্থি তথৈব তৎ
তং তথা ছিন্নমূলেন সংমোহয়িতুমর্হসি ॥ ২৩
অনর্থাবহিতং যো বা বেদঃ বাক্যানুপাশ্নুতে।
উগ্রাত্বৈব হি সৃষ্টোঽসি কর্মণে ন ত্বমীক্ষসে ॥ ২৪
অজ্ঞ ব্যাসবচেক্ষস্ব রাজন্যায় বুভূষতে।
যথা প্রমুচ্যতে ত্বজ্ঞো যদর্থং ন প্রমোদতে ॥ ২৫
অজোঽসুঃ ক্ষত্রমিত্যেতৎ সদৃশং ব্রহ্মণা কৃতম্
তস্মাদভীক্ষ্ণং ভূতানাং যাত্রা কাচিৎ প্রসিধ্যতি ॥ ২৬
বধ্যবধ্যবধে দোষঃ স বৈ ব্যাসাবধে স্মৃতঃ।

সেই বাক্তি কেবল তর্কের প্রধানতা দিয়া অযুক্ত যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের এই বাক্য খণ্ডন হইয়া যায়, সেইজন্য উহা 'ব্যর্থ' এরূপ বলিয়া থাকে ; কিন্তু এই কথাও অজ্ঞানের কারণ (অতএব তর্কের দ্বারা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের দ্বারা তর্ক না বুঝিয়া উভয়ের সহযোগে যে কর্তব্য বোধ হইবে, উহাই পালন করা উচিত।) পুরাকালে এই সংশয়নাশক বাক্য স্বয়ং শুক্রাচার্য দৈত্যদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ২২

সংশয়াত্মক যে জ্ঞান, উহা বলবত্তা না হওয়া—সমানই ; অতএব তুমি সেই সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করত উহাকে দূরে অপসারিত কর অর্থাৎ সংশয়হীন জ্ঞান অবলম্বন কর ॥ ২৩

যদি তুমি আমার এই নীতিযুক্ত বাক্য স্বীকার না কর, তবে তোমার এরূপ আচরণ করা উচিত নহে ; কারণ, তুমি (ক্ষত্রিয় বলিয়া) উগ্র হিংসাপূর্ণ কর্ম করিবার জন্যই বিধাতার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছ। এই বিষয়ের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত করিতেছ না ॥ ২৪

বৎস যুধিষ্ঠির ! আমার দিকে লক্ষ্য কর, আমি কোন্ কর্ম করিয়াছি ? ভূমণ্ডলের রাজন্যবর্গী ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত আমি সেইরূপ আচরণই করিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন (অর্থাৎ তাঁহাদের সকলকে আমি যুদ্ধস্থলে বধ করত স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি।) যদিও আমার এই কার্য অনেক ব্যক্তি অনুমোদন করেন না, অর্থাৎ আমাকে ক্রূর ও হিংস্র বলিয়া আমার নিন্দা করেন (, তথাপি আমি সেই সব গণ্য না করিয়া নিজের কর্তব্য পালন করিয়াছি, সেইরূপ তুমিও নিজের কর্তব্য দৃঢ়তাসহকারে স্থির থাক) ॥ ২৫

ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় এই তিন প্রাণীকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা

সা চৈব খলু মর্যাদা সাময়ঃ পরিবর্জিতে ॥ ২৭
তস্মাৎ তীক্ষ্ণঃ প্রজা রাজা স্বধর্মে স্থাপয়েৎ ততঃ
অন্যোন্যং ভক্ষয়ন্তো হি প্রচরেয়ুর্বৃকা ইব ॥ ২৮
যথা দস্যুগণা রাষ্ট্রে ক্ষাংক্ষা মৎস্যান্ জলাদিব।
বিহরন্তি পরস্বানি স বৈ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ ॥ ২৯
বৃদ্ধীনান্ সচিবান্ কৃত্বা বেদবিদ্যাসমন্বিতান্।
প্রশাধি পৃথিবীং রাজন্ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩০
বিহীনঃ কর্মণান্যায়ঃ যঃ প্রগৃহ্ণাতি ভূমিপঃ।
উপায়সাবিশেষজ্ঞঃ তদ্ বৈ ক্ষত্রং ন পুংসকম্ ॥ ৩১
নৈবোগ্রঃ নৈব চাক্রূরঃ ধর্মেণেহ প্রশস্যতে।
উভয়ং ন ব্যতিক্রামেত্তস্মাদুগ্রো ভূত্বা মৃদুর্ভব ॥ ৩২

একপর্যায় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা অন্য সমস্ত প্রাণিগণের পুনঃ পুনঃ কোন না কোন জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে থাকে ॥ ২৬

অথবা মানুষকে বধ করিলে যে দোষ হইয়া থাকে, সেই দোষই হইবে যদি ব্যাসকে বধ করা না হয়। অকর্তব্যের ইহাই মর্যাদা (সীমা), যাহা ক্ষত্রিয় রাজার পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২৭

অতএব তীক্ষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট রাজাই প্রজাগণকে নিজ নিজ ধর্মে স্থাপিত করিতে পারেন ; অন্যথা প্রজাবর্গের সকল লোক চিতাবাঘদকলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দভাবে সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে ॥ ২৮

যাহারা রাজ্যে দস্যুগণ জল হইতে মৎস্যদিগকে ধরিতে সমর্থ বকসকলের ন্যায় পরের ধন অপহরণ করে, সেই রাজা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ ॥ ২৯

রাজন্ ! উত্তমকুলে উৎপন্ন এবং বেদবিদ্যাসম্পন্ন পুণ্যবানদিগকে মন্ত্রী করিয়া প্রজাদিগকে ধর্মানুসারে পালন করিতে করিতে তুমি এই পৃথিবীকে শাসন কর ॥ ৩০

যে রাজা সৎকর্মহীন, ন্যায়শূন্য এবং কার্যসাধন করিবার উপায়সমূহে অনভিজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করেন, তিনি হইলেন নপুংসক ক্ষত্রিয় ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির ! রাজধর্মের অনুসারে কেবল উগ্রতার অথবা কেবল মৃদুতাবের প্রশংসা করা হয় নাই। এই উভয়ের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সেইজন্য তুমি প্রথমে উগ্র হইয়া পরে পুনরায় মৃদু হইয়া যাও ॥ ৩২

কষ্টঃ ক্ষত্রিয়ধর্মোঽয়ং সৌহৃদং হ্যত্র মে স্থিতম্
উগ্রকর্মণি সৃষ্টোঽসি তস্মাদ্ রাজ্যং প্রশাধি বৈ ॥ ৩৩
অনিষ্টনিগ্রহো নিত্যং শিষ্টস্য পরিপালনম্ ।
এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্তি চেদিহ মর্য্যাদা যামনো নাতিলঙ্ঘয়েৎ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং সতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৩৫

ভীষ্ম উবাচ ।

ব্রাহ্মণানেব সেবেত বিদ্যাবৃদ্ধাংস্তপস্বিনঃ

বৎস ! এই ক্ষত্রিয়ধর্ম কষ্টসাধ্য । তোমার উপর আমার অত্যন্ত স্নেহ আছে, সেইজন্য বলিতেছি । বিধাতা তোমাকে উগ্র কর্ম করিবার জন্যই উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই কারণে তুমি নিজের ধর্মে অবস্থিত থাকিয়া রাজ্য শাসন কর । ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপৎকালেই সর্বদা দুষ্টগণের দমন ও শিষ্ট পুরুষদিগের পালন করা উচিত, এরূপ কথাই বুদ্ধিমান্ শুক্রাচার্য বলিয়াছেন । ৩৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! এ জগতে যদি এরূপ কোন মর্য্যাদা থাকে, যাহাকে অন্য কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, তবে আমি উহা জানিবার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; আপনি উহা আমাকে বলুন । ৩৫

শ্রুতচারিত্রবৃত্তাঢ্যান্ পণ্ডিতাংস্ত্রৈকজন্মকম্ ॥ ৩৬
যা দেবত্বেষু বৃত্তিস্তে সাস্তু বিপ্রেষু নিত্যদা ।
ক্রুদ্ধৈর্হি বিপ্রৈঃ কর্মাণি কৃতানি বহুধা নৃপ ॥ ৩৭
প্রীত্যা যজ্ঞো হবেন্মুখ্যপ্রীত্যা পরমং তপঃ ।
প্রীত্যা ত্রয়স্ত্রবদ্ বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধাস্তৈব বিদা যথা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি
দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি বিদ্যায় প্রবীণ, তপস্বী এবং শাস্ত্র-জ্ঞান, উত্তম চরিত্র ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবে, ইহাই উত্তম ও পবিত্র আর্য্য । ৩৬

হে নৃপ ! দেবগণের উপর তোমার যাহা আচরণীয় ব্যবহার আছে, সেই ভাব ও ব্যবহার ব্রাহ্মণগণের প্রতিও তোমার হওয়া উচিত ; কারণ, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অনেক প্রকারের অদ্ভুত কর্ম করিয়া থাকেন । ৩৭

ব্রাহ্মণগণের প্রসন্নতায় সর্বোত্তম যজ্ঞের বিস্তার হইয়া থাকে । তাঁহাদের প্রসন্নতায় মহাতপঃপ্রাপ্তি হয় । প্রসন্ন থাকিলে পর ব্রাহ্মণগণ অমৃতের ন্যায় জীবনদায়ক হন্ এবং ক্রুদ্ধ হইলে পর বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর মৃত্যুদায়ক হইয়া থাকেন । ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শরণাগতরক্ষণবিষয়ে ব্যাধ-কপোত-কপোতীনাং সংবাদারম্ভঃ, অত্র প্রসঙ্গে পীড়িতস্যাকস্মা ব্যাধস্য কস্যচিৎ বৃক্ষস্য তলে শয়নম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
শরণং পালয়ানস্য যো ধর্মস্তং বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

মহান্ ধর্মো মহারাজ শরণাগতপালনে।
অর্হঃ প্রাপ্তুং তথাংস্তৈব প্রাপ্তঃ তত্রভবানপি ॥ ২

শিবিপ্রভৃতয়ো রাজন্ রাজানঃ শরণাগতান্।
পরিপাল্য মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৩

শ্রূয়তে চ কপোতেন শক্রঃ শরণমাগতঃ।
পূজিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

কথং কপোতেন পুরা শক্রঃ শরণমাগতঃ
স্বমাংসং ভোজিতঃ কাঞ্চ গতিং লেভে স ভারত ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন কথাং দিব্যাং সর্বপাপপ্রণাশিনীম্
নৃপতের্মুচুকুন্দস্য কথিতাং ভার্গবেণ যৈ ॥ ৬

ইমমর্থং পুরা পার্থ মুচুকুন্দো নরাধিপঃ
ভার্গবং পরিপপ্রচ্ছ প্রণতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৭

তস্মৈ শুশ্রূষমাণায় ভার্গবোঽকথয়ৎ কথাম্
ইমাং যথা কপোতেন সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা নরাধিপ ॥ ৮

মুনিরুবাচ।

ধর্মনিশ্চয়সংযুক্তাং কামার্থসহিতাং কথাম্
শৃণুষাবহিতো রাজন্ মমতো মে মহাভুজ ॥ ৯

কস্মিংশ্চিৎ ক্ষুদ্রসমাচারঃ পৃথিব্যাং কালসম্মিতঃ
বিচচার মহারণ্যে ঘোরঃ শকুনিলুব্ধকঃ ॥ ১০

কাকোল ইব কৃষ্ণাঙ্গো রক্তাক্ষঃ কালসম্মিতঃ।
দীর্ঘজঙ্ঘো দুষ্পপাতো মহাবক্ত্রো মহাহনুঃ ॥ ১১

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[শরণাগতকে রক্ষা করিবার বিষয়ে এক ব্যাধ ও কপোত কপোতীর সংবাদ আরম্ভ এবং এই প্রসঙ্গে শীতে পীড়িত হইয়া এক ব্যাধের কোন এক বৃক্ষের তলায় যাইয়া শয়ন

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সর্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ; অতএব আপনি আমাকে এই কথা বলুন যে, শরণাগতকে রক্ষাকারী ব্যক্তির কোন্ ধর্ম লাভ হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন, মহারাজ! শরণাগতকে রক্ষা করিলে পর মহান্ ধর্ম পালিত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমিই এরূপ প্রশ্ন করিবার যথার্থ অধিকারী। ২

রাজন্! শিবি প্রভৃতি মহাত্মা রাজারা ও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৩

এরূপ এক উপাখ্যান শুনা যায় যে, কোন এক কপোত (পায়রা) শরণাগত শত্রু ব্যাধের যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছিল এবং নিজের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিল। ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! পুরাকালে এক কপোত শরণাগত শত্রুকে কি প্রকারে নিজের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল এবং এরূপ করিলে পর তাহার কিরূপ সদ্গতি লাভ হইয়াছিল? ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই দিব্য কথা শ্রবণ কর, যাহা সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। কুরুবংশজাত পরশুরামশিষ্য রাজা মুচুকুন্দকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬

পুরুষপ্রবর কুরুনন্দন! পুরাকালের ঘটনা, একদিন রাজা মুচুকুন্দ পরশুরামকে প্রণাম করত তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৭

হে নরাধিপ! তখন পরশুরাম শুনিবার জন্য উৎসুক মুচুকুন্দকে কপোত যেভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া শুনাইলেন। ৮

মুনি পরশুরাম বলিলেন,—এই কথা ধর্মনিশ্চয়সংযুক্ত এবং অর্থ ও কামসম্পর্কযুক্ত। রাজন্! তুমি সাবধান হইয়া এই বিষয় বর্ণনাকারী আমার নিকট হইতে তুমি শ্রবণ কর। ৯

কোন এক সময়ের কথা, একদিন বিশাল ঘোর বনে কোন এক ক্ষুদ্রস্বভাব পক্ষিঘাতক ব্যাধ চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল। সে অতিশয় ক্রূর আচার পরায়ণ ছিল এবং সে পৃথিবীতে কালের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ১০

তাহার সর্বাঙ্গ দাঁড় কাকের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ছিল। সে দেখিতে কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। তাহার জঙ্ঘাদ্বয় দীর্ঘ, পদযুগল স্থূল, মুখ বিশাল এবং গ্রীবা হ্রস্বতর ছিল। ১১

* কেহ কেহ এস্থলে ভার্গব-শব্দের অর্থ শুক্রাচার্য করিয়াছেন।

নৈব তস্য সুহৃৎ কশ্চিন্ন সম্বন্ধী ন বান্ধবঃ।
স হি তৈঃ সম্পরিত্যক্তস্তেন রৌদ্রেণ কর্মণা ॥ ১১
নরঃ পাপসমাচারস্ত্যক্তব্যো দূরতো বুধৈঃ।
আত্মানং যোঽভিসন্ধত্তে সোঽন্যস্য স্যাৎ কথং হিতঃ॥১২
যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ প্রাণিপ্রাণহরা নরাঃ।
উদ্বেজনীয়া ভূতানাং ব্যালা ইব ভবন্তি তে ॥ ১৩
স বৈ ক্ষারকমাদায় দ্বিজান্ হত্বা বনে সদা
চকার বিক্রয়ং তেষাং পক্ষিণানাং জনাধিপ ॥ ১৪
এবং তু বর্তমানস্য তস্য বৃত্তিঃ দুরাত্মনঃ।
অগমৎ সুমহান্ কালো ন চাধর্মমবুধ্যত ॥ ১৫
তস্য ভার্যাসহায়স্য রমমাণস্য শাশ্বতম্।
দৈবযোগবিমূঢ়স্য নান্যা বৃত্তিররোচত ॥ ১৬
ততঃ কদাচিৎ তস্যাথ বনস্থস্য সমন্ততঃ।
পাতয়ন্নিব বৃক্ষাংস্তান্ সুমহান্ বাতসম্ভ্রমঃ ॥ ১৭
মেঘসঙ্কুলমাকাশং বিদ্যুদ্গুণসমন্বিতম্।
সংছন্নন্তু মুহূর্তেন নৌসার্থৈরিব সাগরঃ ॥ ১৮
বারিধারাসমূহেন সম্প্রবিষ্টঃ শতক্রতুঃ।
জলেন পূরয়ামাস সলিলেন বসুন্ধরাম্ ॥
ততো ঘোরাকুলে কালে সম্ভ্রমন্ নষ্টচেতনঃ।
শীতার্তস্তম্ বনঃ সর্বমাকুলেনান্তরাত্মনা ॥ ২১
নৈব নিম্নং স্থলং বাপি সোঽবিন্দত বিহঙ্গহা
পূরিতো হি জলৌঘেন তস্য মার্গো বনস্য চ ॥ ২২
পক্ষিণো বর্ষবেগেন হতা ভীনাস্তথাভবন্
মৃগ-সিংহ-বরাহাংশ্চ স্থলমাশ্রিত্য শেরতে ॥ ২৩
মহতা বাতবর্ষেণ ত্রাসিতাস্তে বনৌকসঃ
ভয়ার্তাশ্চ ক্ষুধার্তাশ্চ বভ্রমুঃ সহিতা বনে ॥ ২৪
স তু শীতহতৈর্গাত্রৈর্ন জগাম ন তস্থিবান্
দদর্শ পতিতাং ভূমৌ কপোতীং শীতবিহ্বলাম্ ॥ ২৫

তাহার কোন সুহৃৎ ছিল না, সম্বন্ধী ছিল না এবং ভ্রাতাদি বান্ধবও ছিল না। সে অতিশয় ক্রূর কর্ম করিত বলিয়া তাহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ১২

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পাপাচারী, সেই মানুষকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা জ্ঞানী পুরুষগণের কর্তব্য। যে নিজেকে নিজেই দুরভিসন্ধিতে আবদ্ধ করে, সে অপরের হিতৈষী হইবে কি করিয়া? ১৩

যে সকল মানুষ ক্রূর, দুরাত্মা ও অন্য সকল প্রাণীর প্রাণ অপহরণ করে, তাহারা হিংস্র জীবজন্তু বা সর্পগণের ন্যায় সকল জীবেরই উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে। ১৪

নরনাথ! সে প্রতিদিন জাল লইয়া বনে গমন পূর্বক বহু সংখ্যক পক্ষীকে বিনাশ করিয়া সেই সব পক্ষীকে বিক্রয় করিত। ১৫

ইহাই ছিল তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। এই বৃত্তিতে অবস্থান করত সেই দুরাত্মার সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যাইল, কিন্তু সে নিজের এই কার্যকে অধর্ম বলিয়া মনে করিত না। ১৬

সদা নিজের স্ত্রী সহিত বিহার করিতে করিতে সেই ব্যাধ দৈবযোগে এরূপ মূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার আর অন্য কোন বৃত্তিই ভাল লাগিত না ॥১৭

তদনন্তর একদিন যখন সেই ব্যাধ বনেই বিচরণ করিতেছিল, তখন চারিদিক্ হইতেই প্রবল বায়ু (প্রচণ্ড ঝড়) উত্থিত হইল। সেই সময় বায়ুর তীব্র বেগ যে বনের সকল বৃক্ষকে ধরাশায়ী করিতেছিল। ১৮

আকাশ মেঘমালায় পূর্ণ হইয়া যাইল এবং বিদ্যুদ্গুণে সেই আকাশের অপূর্ব শোভা হইতেছিল। যেরূপ সমুদ্র নৌকারোহী বণিক্ সমুদায়ের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ মুহূর্তকালের মধ্যেই জলধারাসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া ইন্দ্রদেব ব্যোমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি এই পৃথিবীকে জল-রাশিতে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ১৯-২০

সেই সময় মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল, ইহাতে শীতে পীড়িত ব্যাধ যেন অচেতন হইয়া পড়িল এবং ব্যাকুলহৃদয়ে সে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। ২১

বনের যে পথ দিয়া সে যাইতেছিল, উহা জলের প্রবাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে ব্যাধের উচ্চ নিম্নভূমি কিছু বোধ হইল না। ২২

বর্ষার বেগে বহু সংখ্যক পক্ষী নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বহু পক্ষী আবার নিজের বাসায় প্রবিষ্ট হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মৃগ, সিংহ ও শূকর স্থলভূমি আশ্রয় করত শয়ন করিয়া রহিল। ২৩

তদ্দর্শনে বায়ু ও বর্ষণে আতঙ্কিত বনবাসী জীবজন্তুগণ ভয়ার্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া দলে দলে একসঙ্গে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ২৪

ব্যাধের সর্বাঙ্গ শীতে অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল সেইজন্য সে চলিতে পারিতেছিল না এবং একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিতে

দৃষ্ট্বাঽঽহর্তোঽপি হি পাপাত্মা স তাং পঞ্জরকেঽক্ষিপৎ।
স্বয়ং দুঃখাভিভূতোঽপি দুঃখমেবাকরোৎ পরে ॥ ২৬
পাপাত্মা পাপকারিত্বাৎ পাপমেব চকার সঃ।
সোঽপশ্যৎ তরুখণ্ডেষু মেঘনীলবনস্পতিম্ ॥ ২৭
সেব্যমানং বিহঙ্গৌঘৈশ্ছায়াবাসফলার্থিভিঃ
ধাত্রা পরোপকারায় স সাধুরিব নির্মিতঃ ॥ ২৮
অথাভবৎ ক্ষণেনৈব বিদ্যুদ্ বিমলতারকম্
মহৎসর ইবোৎফুল্লং কুমুদস্থগিতোদকম্ ॥ ২৯
তারাঢ্যাং কুমুদাকারমাকাশং নির্মলং বহু
ঘনৈর্মুক্তং নভো দৃষ্ট্বা লুব্ধকঃ শীতবিহ্বলঃ ॥ ৩০

দিশো বিলোকয়ামাস বিস্ফারং প্রেক্ষ্য সর্বতঃ।
দূরতো মে নিবেশশ্চ অস্মাদ্ দেশাদিতি প্রভো ॥ ৩১
কৃতবুদ্ধির্ক্রমে তস্মিন্ বস্তুং তাং রজনীং ততঃ
সাঞ্জলিঃ প্রণতিং কৃত্বা বাক্যমাহ বনস্পতিম্ ॥ ৩২
শরণং যামি যাস্তস্মিন্ দৈবতানি বনস্পতৌ
স শিলায়াঃ শিরঃ কৃত্বা পর্ণান্তাস্তীর্য ভূতলে।
দুঃখেন মহতাঽঽবিষ্টস্ততঃ সুষ্বাপ পক্ষিহা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতলুব্ধকসংবাদোপক্রমে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩

ছিল না। এই অবস্থায় সে ধরাতলে পতিত একটি কপোতীকে দেখিতে পাইল, এই কপোতী ইতোমধ্যে কষ্টে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। ২৫

সেই পাপাত্মা ব্যাধ ইতিপূর্বে নিজে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, তথাপি সে সেই কপোতীকে তুলিয়া লইয়া পিঞ্জর-মধ্যে রাখিয়া দিল। স্বয়ং দুঃখে পীড়িত হইতেও সে অন্য প্রাণীর দুঃখোৎপাদনই করিতে লাগিল। বস্তুতঃ পাপেই প্রবৃত্ত থাকায় সেই পাপাত্মা ব্যাধ পাপকার্যই করিতে থাকিল। ২৬½

এই সময়ে সে বৃক্ষসকলের মধ্যে মেঘবর্ণ তুল্য নীল এক বনস্পতিকে দেখিতে পাইল। এই বৃক্ষে বহুসংখ্যক পক্ষী ছায়া, নিবাস ও ফলের ইচ্ছায় সেবা করিত। বিধাতা যেন পরোপকারের জন্যই সাধুতুল্য এই বিশাল বৃক্ষকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ২৭-২৮

তদনন্তর এককালে মধ্যেই আকাশ হইতে মেঘমণ্ডল সরিয়া যাইল এবং উহাতে নির্মল তারকাসকল সমুদিত হইল। বোধ হইতেছিল—কুমুদ (শালুক) পুষ্পসমূহে সুশোভিত জলপূর্ণ কোন এক সরোবর যেন প্রকাশিত হইতেছিল। ২৯

প্রভো! তারাসমূহে পূর্ণ অত্যন্ত নির্মল আকাশ বিকসিত কুমুদপুষ্পসকলে সুশোভিত সরোবরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। আকাশকে মেঘমুক্ত হইতে দেখিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ব্যাধ সম্পূর্ণ দিক্‌সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রিকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—আমার বাসভূমি ত' এ স্থান হইতে বহু দূরে। ৩০-৩১

ইহার পর ব্যাধ সেই বৃক্ষেরই তলায় রাত্রিতে বাস করিবার বিষয় স্থির করিল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত সেই বনস্পতিকে বলিল—এই বৃক্ষে যে সমস্ত দেবতাগণ আছেন, আমি তাঁহাদের সকলের শরণ গ্রহণ করিলাম। ৩২½

এই কথা বলিয়া সেই ব্যাধ ভূতলে পত্রসকল বিছাইয়া এক শিলাখণ্ডে নিজের মস্তক স্থাপন করত অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিদ্রিত হইল। ৩৩

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কপোত ব্যাধের সংবাদ আরম্ভ-বিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কপোতেন স্বভার্য্যায়া গুণগানম্, পতিব্রতায়াঃ স্ত্রিয়ঃ প্রশংসা চ ।]

ভীষ্ম উবাচ

অথ বৃক্ষস্য শাখায়াং বিহঙ্গঃ সমুদ্ভজনঃ ।
দীর্ঘকালোষিতো রাজংস্তত্র চিত্রকনূরুহঃ ॥ ১

তস্য কদাগতা ভার্য্যা চরিতুং নাভ্যবর্ত্তত ।
প্রাপ্তাঞ্চ রজনীং দৃষ্ট্বা স পক্ষী পর্য্যতপ্যত ॥ ২

বাতবর্ষং মহচ্চাসীন্ন চাগচ্ছতি মে প্রিয়া
কিং নু তস্যাঃ কারণং যেন সাদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩

আশু স্বস্তি ভবেৎ তস্যাঃ প্রিয়ায়া মম কাননে
তয়া বিরহিতং হীনং শূন্যমদ্য গৃহং মম ॥ ৪

পুত্র-পৌত্র-বধূ-ভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ব্বতঃ ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্যাস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ ॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে
গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্ ॥ ৬

যদি সা রক্তনেত্রান্তা চিত্রাঙ্গী মধুরস্বরা
অদ্য নায়াতি মে কান্তা ন কার্য্যং জীবিতেন মে ॥ ৭

ন ভুঙ্‌ক্তে মদ্যভুক্তে বা নাস্নাতে স্নাতি সুব্রতা
নাতিষ্ঠত্যুপতিষ্ঠেত শেতে চ শয়িতে ময়ি ॥ ৮

হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা
প্রোষিতে দীনবদনা ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী ॥ ৯

পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা
যস্য স্যাৎ তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি ॥ ১০

সা হি ভ্রান্তং ক্ষুধার্ত্তঞ্চ জানীতে মাং তপস্বিনী ।
অনুরক্তা শিবা চৈব ভক্তা শ্রদ্ধা যশস্বিনী ॥ ১১

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[পারব্রা কর্ত্তৃক নিজের ভার্য্যার গুণগান এবং পতিব্রতা স্ত্রীর প্রশংসা।]

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! সেই বৃক্ষের শাখায় বহুদিন হইতে এক কপোত পারব্রা) নিজের যুথবর্গের সহিত বাস করিতেছিল। তাহার দেহের রোমসকল বিচিত্র ছিল। ১

তাহার ভার্য্যা প্রাতঃকালেই আহার সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল, কিন্তু সে তখনও ফিরিয়া আসে নাই। এখন রাত্রি হইতে দেখিয়া সেই পারব্রা তাহার জন্য অত্যন্ত বিকল হইতে লাগিল। ২

পারব্রা দুঃখিত হইয়া এইভাবে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল যে, আহা! আজ তীব্র ঝড় উঠিয়াছিল এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা এখানে ফিরিয়া আসে নাই। এরূপ কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, সে এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিল না? ৩

আমার সেই প্রিয়া ভার্য্যা এই বনে কুশলেই আছে ত'? আজ আমার এই গৃহ সেই ভার্য্যা ব্যতীত সব শূন্য বোধ হইতেছে। ৪

পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ ও ভরণ-পোষণযোগ্য অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ থাকিলেও গৃহস্থ ব্যক্তির এই গৃহ তাহার পত্নী ব্যতীত শূন্য বলিয়াই মনে হয়। ৫

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানিগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহে অবস্থিত ভার্য্যাকেই গৃহ বলিয়া থাকেন। গৃহে যদি ভার্য্যা না থাকে, তবে সেই গৃহ অরণ্যানী বলিয়া মনে হইবে। ৬

যাহার নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ, অঙ্গসকল বিচিত্র এবং কণ্ঠস্বর মধুর, সেই আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা যদি আজ না আসে, তবে আমার এই জীবনের প্রয়োজন কি? ৭

আমার সেই ভার্য্যা উত্তম ব্রত পালনকারিণী পতিব্রতা ছিল, সেইজন্য সে আমাকে ভোজন না করাইয়া ভোজন করিত না, আমি স্নান না করিলে স্নান করিত না, আমি না বসিলে সে উপবেশন করিত না এবং আমি শয়ন করিলে পরই সে শয়ন করিত। ৮

আমি হৃষ্ট থাকিলে সে হৃষ্টমনা হইত এবং আমি দুঃখিত থাকিলে সে দুঃখিতা হইত। আমি যখন বাহিরে যাইতাম, তখন তাহার মুখে দীনতা দেখা যাইত এবং আমি যদি কোন কারণে ক্রোধ প্রকাশ করিতাম, তথাপি সে প্রিয় কথাই বলিয়া যাইত। ৯

সে পতিব্রতা ছিল, পতি ব্যতীত তাহার আর কোন গতি (অবলম্বন) ছিল না এবং সর্ব্বদা পতির প্রিয় ও হিতেই নিরত থাকিত। যাহার এরূপ পত্নী লাভ হয়, সেই পুরুষ ধন্য হইয়া যায়। ১০

সেই তপস্বিনী ইহা জানিত যে, আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার

বৃক্ষমূলেঽপি সহিতা যস্য তিষ্ঠতি তদ্ গৃহম্
প্রাসাদোঽপি তয়া হীনঃ কান্তার ইতি নিশ্চিতম্ ॥১২
ধর্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী
বিদেশগমনে চাস্য সৈব বিশ্বাসকারিকা ॥ ১৩
ভার্য্যা হি পরমো স্বর্গঃ পুরুষস্যেহ পঠ্যতে।
অপত্য রূপা লোকেঽস্মিংল্লোকযাত্রাসহায়িনী ॥ ১৪
তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং দুষ্কৃতকর্মণঃ চ।
নাস্তি ভার্য্যাসমঃ কশ্চিদ্বয়সাস্তস্য তেষজম্ ॥ ১৫

পীড়িত, তথাপি তাহিনা তোমার সে এখনও আসিল না? আমার প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল তাহার বুদ্ধি স্থির ছিল এবং সেই ধর্মচিনী ভার্য্যা আমার প্রতি স্নেহপরায়ণা ও আমার পরম ভক্ত ছিল ॥ ১১

যাহার সহিত পত্নী থাকে, বৃক্ষের মূলও তাহার গৃহ এবং অতিশয় দুঃখ অট্টালিকাও যদি স্ত্রীশূন্য থাকে, তবে উহাও নিশ্চয় দুর্গম গহন বনসদৃশ ॥ ১২

পুরুষের ধর্ম, অর্থ ও কামের সময়ে তাহার পত্নীই তাহার মুখ্য সহায়িকা। বিদেশ গমনকালেও সেই পত্নীই তাহার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যা অবলম্বন ॥ ১৩

এ জগতে পুরুষের প্রধান সম্পত্তি তাহার স্ত্রীকেই বলা

নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্মসংগ্রহে ॥ ১৬
যস্য ভার্য্যা গৃহে নাস্তি সাধ্বী চ প্রিয়বাদিনী
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ভার্য্যাপ্রশংসায়াং
চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

হইয়াছে। এই ভূলোকে যে ব্যক্তি অনাথ, তাহার লোকযাত্রার সহায়কারিণী তাহার স্ত্রীই হইয়া থাকে ॥ ১৪

যে পুরুষ রোগে পীড়িত এবং দীর্ঘকাল বিপদে পতিত আছে, সেই পীড়িত মানুষের পক্ষে স্ত্রীসদৃশ অন্য কোন ঔষধি নাই ॥ ১৫

জগতে ভার্য্যা তুল্য কোন বন্ধু (উপকারী) নাই, স্ত্রীসদৃশ কোন আশ্রয় নাই এবং ধর্ম সংগ্রহের সহায়কও স্ত্রীর সমান অপর আর কেহ নাই ॥ ১৬

যাহার গৃহে সাধ্বী ও প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যা নাই, তাহার তো বনে চলিয়া যাওয়াই উচিত, কারণ, তাহার নিকট যেমন গৃহ, সেইরূপই বন ॥ ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ভার্য্যার প্রশংসাবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কপোতসমীপে কপোতা শরণাগতব্যাধসেবার্থে প্রার্থনা]

ভীষ্ম উবাচ

এবং বিলপতস্তস্য শ্রুত্বা তু করুণং বচঃ।
গৃহীতা শকুনিস্নেন কপোতী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

কপোত্যুবাচ

অহোঽতীব সুভাগ্যাহং যস্যা মে হরিতঃ পতিঃ
অসতো বা সতো বাপি গুণানেবং প্রভাষতে ॥ ২
ন সা স্ত্রী স্তুতিমন্তব্যা যস্যাং ভর্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৩
অগ্নিসাক্ষিকমিত্যেব ভর্তা যৈ দৈবতং পরম্।
দাবাগ্নিনেব নির্দগ্ধা সপুষ্পস্তবকা লতা ॥ ৪
ভস্মীভবতি সা নারী যস্যা ভর্তা ন তুষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্ত্য দুঃখার্তা ভর্তারং দুঃখিতং তদা ॥ ৫
কপোতী লুব্ধকেনাপি গৃহীতা বাক্যমব্রবীৎ

হন্ত বক্ষ্যামি তে শ্রেয়ঃ শ্রুত্বা তু কুরু তৎ তথা ॥ ৬
শরণাগতসন্ত্রাতা ভব কান্ত বিশেষতঃ
এষ বাকুনিকঃ শেতে তব বাসং সমাশ্রিতঃ ॥ ৭
শীতার্তশ্চ ক্ষুধার্তশ্চ পূজামস্মৈ সমাচর
যো হি কশ্চিদ্‌দ্বিজঃ হন্যাৎ গাঞ্চ লোকস্য মাতরম্ ॥ ৮
শরণাগতঞ্চ যো হন্যাৎ ভূতানাঞ্চ বৈষাকৃতম্
অস্মাকং বিহিতা বৃত্তিঃ কাপোতী জাতিধর্মতঃ ॥ ৯
সা নাথাচ্চাস্মদর্থায় দিত্সোঃ স্বদ্‌বিধেনাসুরক্ষিতুম্।
যস্তু ধর্মং যথাশক্তি গৃহস্থো নানুবর্ততে ॥
স প্রেত্য লভতে লোকানকৃত্বানিতি নঃ শ্রুতম্
সন্তঃ সন্তানবানস্তু পুত্রবানসি চ দ্বিজ ॥ ১১
তৎ স্বদেহে দয়াং তাবৎ কৃত্বা ধর্মার্থবিৎ পরিগৃহ্য চ
পূজামস্মৈ প্রযুঙ্‌ক্ষ্ব ত্বং প্রীয়েতাশু যথা হ্যসৌ ॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

কপোতীকর্তৃক কপোতের নিকট শরণাগত ব্যাধের সেবার জন্য প্রার্থনা।

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এইভাবে বিলাপরত সেই কপোতের পায়রার) করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করত ব্যাধ কর্তৃক গৃহীতা কপোতী বলিল। ১

কপোতী (পায়রার ভার্যা) বলিল, অহো! আমি অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী যে, আমার প্রিয়তম পতিদেব এইভাবে আমার গুণসকল, তাহাতে সেই সব গুণ আমার থাকুক বা না থাকুক, উহাদের গান করিতেছেন। ২

সেই স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না, যাহার পতি তাহার উপর সন্তুষ্ট না থাকেন; কারণ, পতি সন্তুষ্ট থাকিলে সব স্ত্রীগণের প্রতি সমস্ত দেবতাগণ তুষ্ট থাকেন। ৩

অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া স্ত্রী যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তিনিই তাঁহার পতি এবং তিনিই সেই স্ত্রীর পরম দেবতা। যাহার পতি তুষ্ট থাকেন না, সেই নারী দাবানলে দগ্ধ পুষ্পস্তবক-সমূহের সহিত লতাসকলের ন্যায় ভস্মীভূতা হইয়া যায়। ৪-৫

এইরূপ চিন্তা করিয়া দুঃখপীড়িতা ও ব্যাধ কর্তৃক গৃহীতা পায়রা ভার্যা নিজের দুঃখিত পতিকে সেই সময় এইভাবে বলিল। ৫½

প্রাণনাথ! আমি আপনার কল্যাণের কথা বলিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করত তাহার পালন করুন। এই সময় বিশেষ প্রযত্ন করত এক শরণাগত প্রাণীকে রক্ষা করুন। ৬½

এই ব্যাধ আপনার বাসস্থানে আসিয়া শীত ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আপনি ইহার যথোচিত সেবা করুন। ৭½

যে কোনও মানুষ ব্রাহ্মণ, যে কোন মানুষ লোকমাতা গাভী ও যে কোন মানুষ শরণাগতকে হত্যা করে, তবে এই তিন জনেরই সমানভাবে পাতক হইয়া থাকে। ৮½

বিধাতা জাতিধর্মানুসারে আমাদের কপোতী-বৃত্তি (পায়রার বৃত্তি) স্থির করিয়া দিয়াছেন। আপনার ন্যায় মনস্বী পুরুষের সর্বদা সেই বৃত্তি পালন করা উচিত। ৯½

যে গৃহস্থ যথাশক্তি নিজের ধর্ম পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর অক্ষয় লোকসকল লাভ করেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ১০½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি এখন সন্তানবান্ এবং পুত্রবান্ হইয়াছেন। অতএব আপনি নিজের দেহের উপর দয়া না করিয়া ধর্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক এই ব্যাধকে সেই ভাবে সমাদর করুন, যাহাতে ইহার মন প্রীত হইয়া থাকে। ১১-১২

মৎকৃতে বা চ সন্তাপং কৃষীষ্ঠাস্ত্বং বিহঙ্গম।
শরীরযাত্রাকৃতার্থমনয়ান্ দারানুপৈষ্যসি ॥ ১৩
ইতি সা শকুনী বাক্যং পতয়ন্তং তপস্বিনী।
অভিচুক্রোশ বাষ্পিত্বা প্রোক্ষ্য চৈনং সমুপৈক্ষত ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতং প্রতি কপোতীবাক্যে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৫

বিহঙ্গম (গগনবিহারিন্) : আপনি আমার জন্য সন্তাপ করিবেন না। আপনার নিজের শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য অন্য স্ত্রী মিলিয়া যাইবে। ১৩

এইভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ সেই তপস্বিনী কপোতী পতিকে এই কথা বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ সহকারে পতির মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কপোতের প্রতি কপোতীর বাক্যবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কপোতস্যাতিথিসৎকারঃ, ব্যাধায় স্বস্য দেহত্যাগশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স পত্ন্যা বচনং শ্রুত্বা ধর্মযুক্তিসমন্বিতম্
হর্ষেণ মহতা যুক্তো বাক্যং ব্যাকুললোচনঃ ॥ ১
তং বৈ শাকুনিকং দৃষ্ট্বা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
স পক্ষী পূজয়ামাস যত্নাৎ তং পক্ষিজীবিনম্ ॥ ২
উবাচ স্বাগতং তেঽস্তু ব্রূহি কিং করবাণি তে।
সন্তাপশ্চ ন কর্তব্যঃ স্বগৃহে বর্তসে ভবান্ ॥ ৩
তদ্ ব্রবীতু ভবান্ ক্ষিপ্রং কিং করোমি কিমিচ্ছসি।
প্রণয়েন ব্রবীমি ত্বাং ত্বং হি নঃ শরণাগতঃ ॥ ৪

অরাবপ্যুচিতঃ কার্যো মানিষ্যাং গৃহমাগতে।
ছেত্তুমপ্যাগতে ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥ ৫
শরণাগতস্য কর্তব্যমাতিথ্যং হি প্রযত্নতঃ
পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্তেন গৃহস্থেন বিশেষতঃ ॥ ৬
পঞ্চযজ্ঞাংস্তু যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমে।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্মতঃ ॥ ৭
তদ্ ব্রূহি মাং শুচিস্মিতে যৎ ত্বং বাঞ্ছসি বল্গিতুসি।
তৎ করিষ্যাম্যহং সর্বং যা ত্বং শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৮

ষট্ চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

[কপোতকর্তৃক অতিথি সৎকার এবং নিজের দেহকে ব্যাধের জন্য পরিত্যাগ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পত্নীর সেই ধর্মানুকূল ও যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করত কপোত (পায়রা) অতিশয় হর্ষান্বিত হইল। তাহার নেত্রদ্বয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। ১

সেই পক্ষী পক্ষিগণের হিংসায় জীবন নির্বাহকারী সেই ব্যাধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যত্ন সহকারে তাহার পূজা করিল। ২

এবং সেই পক্ষী ব্যাধকে বলিল আপনার সুখে আগমন হইয়াছে তো? বলুন, আপনার কি সেবা করিব? আপনার সন্তাপ করা উচিত নহে; যেহেতু আপনি বর্তমানে আপনার গৃহেই আছেন। ৩

অতএব শীঘ্র বলুন, আপনি কি ইচ্ছা করেন? আমি আপনার কি সেবা করিব? আমি প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি; কারণ, এখন আপনি আমারই গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। ৪

যদি শত্রুও গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার যথাযোগ্য আদর সৎকার করা উচিত। যেমন করিবার জন্য যে ব্যক্তি বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর হইতেও বৃক্ষ নিজের ছায়া সরাইয়া নেয় না। ৫

যে ব্যক্তি গৃহে আসিয়াছে, তাহার প্রতি যত্নসহকারে অতিথিজনোচিত কর্তব্য পালন করিতে হয়। যেহেতু ব্রহ্ম যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞের অধিকারী গৃহস্থের ইহাই প্রধান ধর্ম। ৬

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সেই ব্যক্তি ধর্মানুসারে ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৭

অতএব আপনি পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে আপনার কথা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শকুনের্মূষিকোঽব্রবীৎ
বাধতে খলু মে ক্ষুত্তঃ সন্ত্রাসং হি বিধীয়তাম্ ॥ ৯
এবমুক্তস্ততঃ পক্ষী পর্ণান্যাস্তীর্য ভূতলে।
যথাশক্ত্যা হি পর্ণেন জল-মর্থং ক্রতং যযৌ ॥ ১০
স গৃহাজ্জারকর্মান্তং গৃহীত্বাগ্নিমথাগমৎ।
ততঃ শুষ্কেষু পর্ণেষু পাবকঃ সোঽপাদীপয়ৎ ॥ ১১
স সন্দীপ্তঃ মহৎ কৃত্বা তমাহ শরণাগতম্
প্রস্তাপয় সুবিস্রব্ধঃ স্বগাত্রাণ্যাকুলোভয়ঃ ॥ ১২
স তথোক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সুহৃদো গাঢ়মাতাপয়ৎ।
অগ্নিং প্রত্যাগতপ্রাণস্ততঃ প্রাহ বিহঙ্গমম্ ॥ ১৩
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।
তথেমং শকুনিং দৃষ্ট্বা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৪
কস্তমাহারমিচ্ছামি ত্বয়া ক্ষুদ্র বাধতে হি মাম্।
স তদ্বচঃ প্রতিশ্রুত্য বাক্যমাহ বিহঙ্গমঃ ॥ ১৫

বলুন। আপনি আমাকে যাহা কিছু বলিবেন, আমি তৎসমস্তই সম্পন্ন করিব, অতএব আপনি মনে শোক করিবেন না। ৮

পায়রার এই বাক্য শ্রবণ করত ব্যাধ বলিল,- এই সময় আমার ক্ষিধে কষ্ট হইতেছে, অতএব ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন এক উপায় স্থির কর। ৯

ব্যাধ এই কথা বলিলে পর পক্ষী ভূতলে বহু পত্র একত্র করিয়া পাতিয়া রাখিল এবং অগ্নি আনিবার জন্য নিজের পক্ষ দ্বারা যথাশক্তি তীব্র গতিতে উড়িতে লাগিল। ১০

সে লৌহ-কর্মকারের গৃহে যাইয়া অগ্নি গ্রহণ করত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুষ্ক পত্রসকলের উপর সেই অগ্নি রাখিয়া উহা প্রজ্বলিত করিয়া দিল। ১১

এইভাবে সন্তেজে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পায়রা শরণাগত অতিথিকে বলিল;- এখন আপনার কোন ভয় নাই। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের সর্বাঙ্গ অগ্নিতে সন্তাপিত করুন। ১২

তখন সেই ব্যাধ 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সর্বাঙ্গ সন্তাপিত করিল। অগ্নিসন্তাপ গ্রহণ করিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং তখন সে পায়রাকে বলিল। ১৩

শত্রুবিধি অনুসারে সংকার লাভ করত সেই ব্যাধ অতিশয় হর্ষান্বিত হইল এবং আনন্দে অধীর নয়নে পায়রার দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিল। ১৪

ন মেঽস্তি বিভবো যেন নাশয়েয়ং ক্ষুধাং তব।
উৎপত্তেন হি জীবামো বয়ং নিত্যং বনৌকসঃ ॥ ১৬
সঞ্চয়ো নাস্তি চাস্মাকং মুনীনামিব ভোজনে।
ইত্যুক্ত্বা তং তদা তত্র বিবর্ণবদনোঽভবৎ ॥ ১৭
কথং ন খলু কর্তব্যমিতি চিন্তাপরস্তদা।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ গর্হয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১৮
মুহূর্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু স পক্ষী পক্ষিণাং বরম্।
উবাচ তর্পয়িষ্যে ত্বাং মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা শুষ্কপর্ণৈস্তু সমুজ্জ্বাল্য হুতাশনম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ স পক্ষী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
শ্রুতির্মে দেবতানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
শ্রুতং পূর্বং ময়া ধর্মো মহানতিথিপূজনে ॥ ২১
কুরুষ্বানুগ্রহং সৌম্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
নিশ্চিতা খলু মে বুদ্ধিরতিথিপ্রতিপূজনে ॥ ২২

এখন আমাকে ক্ষুধা পীড়নে কষ্টিতেছে সেইজন্য তোমার দেহ কোন কিছু বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া পায়রা বলিল,—আমার নিকট কোন ধন-সম্পত্তি নাই, যাহার দ্বারা আমি আপনার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিব। আমরা বনবাসী পক্ষী প্রতিদিন লব্ধ শস্যকণাদির দ্বারাই জীবননির্বাহ করিয়া থাকি মুনিগণের ন্যায় আমাদের নিকটও কোন ভোজন সংগৃহীত থাকে না। ১৩-১৬½

এই কথা বলিয়া পায়রা বিবর্ণবদন হইয়া উঠিল। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, আমার এখন কি করা কর্তব্য? ভরতশ্রেষ্ঠ! সে এই সময় নিজের কপোতী বৃত্তির নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। ১৭-১৮

মুহূর্তকাল পরে সে পুনরায় নিজের জ্ঞান ফিরিয়া পাইল এবং সেই পক্ষী ব্যাধকে বলিল—আচ্ছা, আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি আপনাকে তৃপ্তিদান করিব। ১৯

এই কথা বলিয়া সেই পায়রা শুষ্ক পত্রসকলের দ্বারা পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল এবং অতিশয় হর্ষসহকারে ব্যাধকে বলিল। ২০

আমি শ্রুতি, দেবতা, পিতৃগণ ও মহাত্মাদিগের মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, অতিথির পূজা করিলে মহান্ ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ২১

সৌম্য! অতএব আমিও আজ অতিথির উত্তম পূজা করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছি। আপনি আমাকেই গ্রহণ

ততঃ কৃতপ্রতিজ্ঞো বৈ স পক্ষী প্রহসন্নিব।
তমগ্নিং ত্রিঃ পরিক্রম্য প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥ ২৩
অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্টং তু লুব্ধো দৃষ্ট্বা তু পক্ষিণম্।
চিন্তয়ামাস মনসা কিমিদং বৈ ময়া কৃতম্ ॥ ২৪
অহো মম নৃশংসস্য গর্হিতস্য স্বকর্মণা।
অধর্মঃ সুমহান্ ঘোরো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫

এবং বহুবিধং ভূরি বিললাপ স লুব্ধকঃ।
গর্হয়ন্ স্বানি কর্মাণি ধিগ্ মাং দৃষ্ট্বা তথাগতম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতলুব্ধকসংবাদে
ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬

করিয়া আমার উপর কৃপা করুন ইহা আমি আপনাকে সত্য কথা বলিতেছি। ২২

এই কথা বলিয়া অতিথিপূজার প্রতিজ্ঞা করত সেই পরম বুদ্ধিমান্ পক্ষী তিনবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যেন হাস্য করিতে করিতেই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল। ২৩

পক্ষীকে অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ব্যাধ মনে মনেই চিন্তা করিতে লাগিল—ইহা আমি কি করিলাম? ২৪

অহো! আমার নিজের কর্মের দ্বারা নিন্দিত, ক্রূরকর্মা ব্যাধ; তাহাপেক্ষা এই ঘটনায় আমার জীবনে আর পর্যাপেক্ষা অধমতর মহাপাপ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৫

এইভাবে পাখীর অবস্থা দেখিয়া নিজের কার্যের নিন্দা করিতে করিতে সেই ব্যাধ অনেক প্রকার কথা বলিয়া বহু ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। ২৬

শ্রীবরদরাজ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কপোত ও ব্যাধের সংবাদবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাধস্য বৈরাগ্যম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স লুব্ধকঃ পশ্যন্ ক্ষুধয়াপি পরিপ্লুতঃ।
কপোতমগ্নিপতিতং বাক্যং পুনরুবাচ হ ॥ ১
কিমীদৃশং নৃশংসেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা।
ভবিষ্যন্তি হি মে নিত্যং পাতকং কৃতজীবিনঃ ॥ ২
স বিনিন্দংস্তথাত্মানং পুনঃ পুনরুবাচ হ।
অবিধাস্যঃ সুদুর্বুদ্ধিঃ সদা নিষ্কৃতিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩
ততঃ কর্ম পরিত্যজ্য সোঽহং শকুনিলুব্ধকঃ
নৃশংসস্য মমাত্মায়ং প্রত্যাদেশো ন সংশয়ঃ ॥৪
হন্ত ত্যক্ষ্যামি দেহং স্বং মহতা কপোতেন মহাত্মনা।
সোঽহং ত্যক্ষ্যে প্রিয়ান্ প্রাণান্ পুত্রান্ দারাংস্তথৈব চ ॥৫

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্যাধের বৈরাগ্য।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ক্ষুধায় ব্যাকুল হইলে পরও ব্যাধ যখন দেখিল যে, কপোত অগ্নিতে পতিত হইয়াছে, তখন সে দুঃখিত হইয়া পুনরায় এই কথা বলিল। ১

হায়! ক্রূর ও বুদ্ধিহীন আমি কিরূপ পাপ করিয়াছি? আমি নিজের জীবনকে এরূপ করিয়া রাখিলাম, যাহাতে আমার এই পাপ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। ২

এইভাবে পুনঃ পুনঃ নিজের নিন্দা করিতে থাকিয়া ব্যাধ পুনরায় বলিল,—আমি অতিনিম্ন দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, আমার উপর আর কাহারও বিশ্বাস থাকিবে না। শঠতা ও ক্রূরতাই আমার জীবনের কার্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ৩

উত্তম কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি পক্ষিগণকে বিনাশ করিবার কার্য ও উহাদের ধরিবার কার্যই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ক্রূর ও দুষ্কৃতকারী আমাকে মহাত্মা পাখীরা নিজের শরীরকে আহুতি দিয়া নিজের স্থান অর্পিত করিয়াছে। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অপূর্ব ত্যাগের দ্বারা সে আমাকে বিক্রয়ের দান করিতে করিতে ধর্মাচরণ করিবার আদেশ দিয়াছে। ৪½

এখন আমি পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও নিজের প্রিয় প্রাণকেও পরিত্যাগ করিব। মহাত্মা পাখীরা আমাকে বিশুদ্ধ ধর্ম উপদেশ করিয়াছে ॥ ৫½

উপদিষ্টো হি মে ধর্মঃ কপোতেন মহাত্মনা।
অতঃপ্রভৃতি দেহং স্বং সর্বভোগৈর্বিবর্জিতম্ ॥ ৬
যথা স্বল্পং সরো গ্রীষ্মে শোষমিষ্যাম্যহং তথা।
ক্ষুৎপিপাসাতপসহঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ৭
উপবাসৈর্বহুবিধৈশ্চরিষ্যে পারলৌকিকম্।
অহো দেহপ্রদানেন দর্শিতাতিথিপূজনা ॥ ৮
তস্মাদ্ ধর্মং চরিষ্যামি ধর্মো হি পরমা গতিঃ।
দৃষ্টো ধর্মো হি ধর্মিষ্ঠৈ র্যাদৃশো বিহগোত্তমে ॥ ৯

আজ হইতে আমি নিজের দেহকে সমস্ত ভোগসকল হইতে বঞ্চিত করিয়া সেইভাবে শুষ্ক করিব, যেরূপ গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ৬½

ক্ষুধা, পিপাসা ও রৌদ্রাদির তাপ সহ্য করিতে করিতে দেহকে এরূপ শুষ্ক করিয়া দিব যে, দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসকল স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইবে। আমি বারংবার অনেক প্রকারের উপবাস ব্রত পালন করত পরলোকে সুখদায়িনী পুণ্য কর্ম করিব ॥ ৭½

অহো! মহাত্মা পারাবা নিজের শরীরকে দান করত আমার সম্মুখে অতিথি সৎকারের এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, অতএব আমিও এরূপ ব্যবহারই করিব, কারণ, ধর্মই পরম গতি। শ্রেষ্ঠ পক্ষীর মধ্যে যেরূপ ধর্ম দেখা গিয়াছে, উহাই আমার অভীষ্ট ॥ ৮-৯

এই কথা বলিয়া ধর্মাচরণের নিশ্চয় করত সেই ভয়ানক কর্মকারী ব্যাধ কঠোর ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাপ্রস্থানের পথে গমন করিল। ১০

সেই সময় ব্যাধ সেই বৃদ্ধা কপোতীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া নিজের যষ্টি (লাঠী), শলাকা, জাল, পিঞ্জর সব কিছু পরিত্যাগ করিল। ১১

এবমুক্ত্বা নিশ্চিতা রৌদ্রকর্মা স লুব্ধকঃ।
মহাপ্রস্থানমাস্থিতা প্রযযৌ সংশিতব্রতঃ ॥ ১০
ততো যষ্টিং শলাকাঞ্চ জালকং পঞ্জরং তথা।
তাঞ্চ বধ্বাং কপোতীং স প্রমুচ্য বিসসর্জ হ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি লুব্ধকোপরতৌ
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ব্যাধের বৈরাগ্যবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কপোত্যা বিলাপঃ, অগ্নিপ্রবেশঃ, তয়োঃ কপোত-কপোত্যোঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অতো গতে শাকুনিকে কপোতী প্রাহ দুঃখিতা।
সংস্মৃত্য সা চ ভর্তারং ক্রন্দতী শোককর্শিতা ॥ ১
নাহং তে বিপ্রিয়ং কান্ত কদাচিদপি সংস্মরে।
সর্বাপি বিধবা নারী বহুপুত্রাপি শোচতে ॥ ২
শোচ্যা ভবতি বন্ধুনাং পতিহীনা তপস্বিনী।
লালিতাহং ত্বয়া নিত্যং বহুমানাচ্চ পূজিতা ॥ ৩
বচনৈর্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈরসংক্লিষ্টমনোহরৈঃ
কন্দরেষু চ শৈলানাং নদীনাং নির্ঝরেষু চ ॥৪

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

[কপোতীর বিলাপ ও অগ্নিতে প্রবেশ এবং তাহাদের উভয়ের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সেই ব্যাধ চলিয়া যাইলে পর কপোতী নিজের পতিকে স্মরণ করিয়া শোকে কাতরা হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল। ১

প্রিয়তম! আপনি কখনও আমার অপ্রিয় করিয়াছেন, ইহা আমার স্মরণ হয় না। সকল নারীই নিজের নিজের বহুপুত্র থাকিলেও পতিহীনা হইলে পরই শোকগ্রস্তা হইয়া যান। ২

পতিহীনা তপস্বিনী নারী নিজের ভ্রাতাদি বন্ধুগণেরও শোচনীয়া হইয়া যান। আপনি সর্বদা আমার লালন-পালন করিয়াছেন এবং সম্মানের সহিত আমাকে সন্মানিত করিতেন ॥৩

আপনি স্নেহসিক্ত, সুখদ, মনোহর ও মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা আমাকে আনন্দিতা করিয়াছেন। আমি আপনার সহিত পর্বতসকলের গুহাসমূহে, নদীসকলের তীরে, ঝরনাসমূহের

ক্রমাগ্রেষু চ রম্যেষু রহিতাহং ত্বয়া সহ।
আকাশগমনে চৈব বিশ্রুতাহং ত্বয়া সুখম্ ॥ ৪
ইমানি চ পুরা কান্ত ভদ্রে নান্যান্ত কিঞ্চন।
মিত্রং দদাতি হি পিতা মিত্রং ভ্রাতা মিত্রং সুতঃ ॥৬
অমিত্রস্তু হি দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ।
নাস্তি ভর্তৃসমো নাথো নাস্তি ভর্তৃসমং সুখম্ ॥ ৭
বিসৃজ্য ধনসর্বস্বং ভর্তা বৈ শরণং স্ত্রিয়াঃ।
ন কার্যমিহ মে নাথ জীবিতেন ত্বয়া বিনা ॥ ৮
পতিহীনা তু কা নারী সতী জীবিতুমুৎসহেৎ।
এবং বিলপ্য বহুধা করুণং সা সুদুঃখিতা ॥ ৯

পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনম্।
ততশ্চিত্রাম্বরধরং ভর্তারং সাধুসম্মতা ॥ ১০
বিমানস্থং সুকৃতিভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥ ১১
বিমানশতকোটীভিরাবৃতঃ পুণ্যকর্মভিঃ।
ততঃ স্বর্গং যতঃ পক্ষী বিমানবরমাস্থিতঃ।
কর্মণা পূজিতস্তত্র রেমে স সহ ভার্য্যয়া ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতস্বর্গগমনে
অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮

সমীপে এবং বৃক্ষসকলের সুরম্য শাখাসমূহে রমণ করিয়াছি। আকাশযাত্রা সময়েও আমি সদা আপনার সহিত সুখ পূর্বক বিচরণ করিয়াছি। ৪-৫

প্রাণনাথ! পূর্বে আমি যে ভাবে আপনার সহিত আনন্দ সহকারে রমণ করিয়াছি, এখন সেই সব সুখের মধ্যে আর কিছু মাত্রও আমার পক্ষে অবশিষ্ট নাই। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র—ইঁহারা সকলেই নারীকে পরিমিত সুখদান দান করিয়া থাকেন, কেবল পতিই তাঁহাকে অপরিমিত বা অসীম সুখ প্রদান করেন। সুতরাং এরূপ পতিকে কোন্ ইষ্ট পূজা না করিবেন? ৬-৭

স্ত্রীর পক্ষে পতিতুল্য আর কোন রক্ষক নাই এবং পতিতুল্য কোনও সুখও নাই। এইজন্য ধন ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পতিই কেবল ইলোকের আশ্রয়। ৭½

নাথ! এখন তুমি ব্যতীত আমার এই জীবনের কি প্রয়োজন? এরূপ কোন্ পতিব্রতা স্ত্রী আছেন, যিনি পতি-হীনা হইয়া জীবিতা থাকিতে সমর্থা হন্। ৮½

এইভাবে অনেক প্রকারে করুণস্বরে বিলাপ করত অত্যন্ত দুঃখিতা সেই পতিব্রতা কপোতী প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল। ৯½

তদনন্তর কপোতী নিজের পতিকে দেখিতে পাইল। তিনি বিচিত্র অম্বর ধারণ করত বিমানে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বহু সংখ্যক পুণ্যাত্মা মহাত্মা তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে ছিলেন। ১০½

তিনি বিচিত্র হার ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং সর্ববিধ আভরণে বিভূষিত ছিলেন। অর্বুদসংখ্যক পুণ্যকর্মা পুরুষগণের দ্বারা আরূঢ় বিমানে তিনি পরিবৃত ছিলেন। ১১½

এইভাবে শ্রেষ্ঠ বিমানে উপবিষ্ট সেই পক্ষী নিজের স্ত্রীর সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন এবং নিজের সৎকর্মের দ্বারা পূজিত হইয়া সেখানে আনন্দ সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কপোতের স্বর্গগমনবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাধস্য স্বর্গলোকপ্রাপ্তিঃ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

বিমানস্থৌ তু তৌ রাজন্ লুব্ধকঃ যে দদর্শ হ ।
দৃষ্ট্বা তৌ দম্পতী রাজন্ ব্যাচিন্তয়ত তাং গতিম্ ॥ ১

ঈদৃশেনৈব তপসা গচ্ছেয়ং পরমাং গতিম্
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য গমনায়োপচক্রমে ॥ ২

মহাপ্রস্থানমাস্থিতো লুব্ধকঃ পক্ষিজীবকঃ ।
নিশ্চেষ্টো মরুদাহারো নির্মমঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩

ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণং হ্রদং পদ্মাভিভূষিতম্ ।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং সরঃ শীতজলং শিবম্ ॥ ৪

পিপাসার্তোঽপি তদ্ দৃষ্ট্বা তৃপ্তঃ স্যাদ্রাত্র সংশয়ঃ
উপবাসকৃশোঽত্যর্থং স তু পাখিব লুব্ধকঃ ॥ ৫

অনবেক্ষ্যৈব সংহৃষ্টঃ শ্বাপদাধ্যুষিতং বনম্ ।
মহাস্থৈর্য নিশ্চয়ং কৃত্বা লুব্ধকঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৬

প্রবিশন্নেব স বনং নিগৃহীতঃ সকণ্টকৈঃ
স কণ্টকৈর্বিভিন্নাঙ্গো লোহিতাক্তীকৃতচ্ছবিঃ ॥ ৭

বভ্রাম তস্মিন্ বিজনে নানামৃগসমাকুলে ।
ততো ক্রমাণাং মহতা পবনেন বনে তদা ॥ ৮

উত্থিষ্ঠত সমুদ্ধূতঃ সুমহান্ হব্যবাহনঃ ।
তদ্ বনং বৃক্ষসম্পূর্ণং লতাবিটপসঙ্কুলম্ ॥ ৯

দদাহ পাবকঃ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ ।
স জ্বালৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১০

দদাহ তদ্ বনং ঘোরং মৃগপক্ষিসমাকুলম্ ।
ততঃ স দেহমোক্ষার্থং সম্প্রহৃষ্টেন চেতসা ॥ ১১

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

[ব্যাধের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! ব্যাধ সেই দুই পক্ষীকে দিব্যরূপ ধারণ করত বিমানের উপর আরোহণ করিতে ও আকাশমার্গে যাইতে দেখিল। সেই দিব্য দম্পতিকে দর্শন করত ব্যাধ তাহাদের সদ্গতি বিষয়ে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল । ১

আমিও এইভাবে তপস্যা করত পরম গতি প্রাপ্ত হইব, এইরূপ নিজ বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পক্ষিগণের দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহকারী সেই ব্যাধ সেস্থান হইতে মহাপ্রস্থানের পথের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। সে আহারসংগ্রহের সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ছিল। কেবল বায়ু পান করত অবস্থান করিতে লাগিল। স্বর্গের অভিলাষের জন্য অন্য সব বস্তুসমূহের মমতা সে বিসর্জন দিয়াছিল । ২-৩

তারপর অগ্রসর হইতে হইতে সে সম্মুখে এক বিস্তৃত ও মনোরম সরোবর দেখিতে পাইল। এই সরোবর বহু পদ্মে সুশোভিত ছিল এবং নানাবিধ জলচর পক্ষী উহাতে কলরব করিতেছিল। শীতলজলে পরিপূর্ণ এই সরোবর সকলেরই অত্যন্ত সুখপ্রদ ছিল । ৪

রাজন্ ! যে কোন মানুষ যতই পিপাসার্ত থাকুক না কেন এই সরোবর দেখিবামাত্রই নিঃসন্দেহে তৃপ্ত হইয়া যায়। অন্যদিকে ব্যাধ উপবাসের জন্য অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল, তথাপি উহার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই অতিশয় হর্ষের সহিত হিংস্র জন্তুসমূহে পূর্ণ বনে প্রবেশ করিল। বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ব্যাধ বনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল সে বনে প্রবেশ করিতে করিতেই কণ্টকজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল কণ্টক সকলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইলে পর তাহার আকৃতি আর্দ্র হইয়া পড়িল । ৫-৭

নানাবিধ বনজাত পশুসকলে পূর্ণ সেই নির্জন বনে ব্যাধ এদিক্ ওদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রচণ্ড বায়ুর বেগে বৃক্ষসকলের পরস্পর-ঘর্ষণ হওয়ায় অতিশয় বিশাল অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল সেই অগ্নির বড় বড় শিখাসমূহ উপরের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রলয়কালের সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত এবং ফুলিঙ্গ অগ্নিদেব লতা, পাতা ও বৃক্ষসকলে পরিব্যাপ্ত সেই বনকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ।। ৮-১০½

বায়ুর দ্বারা উদ্ভীয়মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ ও জ্বালাসকলের দ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত সেই দাবানল পশু-পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর সেই বনকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল । ১০½

ব্যাধ নিজের শরীর পরিত্যাগ করিবার জন্য হর্ষ ও উল্লাস-পূর্ণ মনে সেই ক্রমবর্দ্ধমান অগ্নির দিকে ধাবিত হইতে লাগিল । ১১½

অভ্যধাবত বর্ষদ্ভিঃ পাবকং লুব্ধকস্তদা।
তত্ততেনাগ্নিনা দগ্ধো লুব্ধকো নষ্টকল্মষঃ।
জগাম পরমাং সিদ্ধিং ততো ভরতসত্তম ॥ ১১
ততঃ স্বর্গসমাস্থানমপশ্যদ্ বিগতজ্বরঃ
যক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধানাং মধ্যে ভ্রাজন্তমিন্দ্রবৎ ॥ ১৩
এবং খলু কপোতশ্চ কপোতী চ পতিব্রতা।
লুব্ধকেন সহ স্বর্গং যতাঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ১৪
যাপি চৈবংবিধা নারী ভর্তারমনুবর্ততে।
বিরাজতে হি সা ক্ষিপ্রং কপোতীব দিবি স্থিতা ॥ ১৫
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং লুব্ধকস্য মহাত্মনঃ
কপোতস্য চ ধর্মিষ্ঠা গতিঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ১৬

যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চেদং পরিকীর্তয়েৎ।
নাশুভং বিদ্যতে তস্য মনসাপি প্রমাদতঃ ॥ ১৭
যুধিষ্ঠির মহাংস্ত্বেষ ধর্মো ধর্মভৃতাং বর।
গোঘ্নেষ্বপি ভবেন্নিষ্কৃতিঃ পাপকর্মণঃ ॥ ১৮
ন নিষ্কৃতির্ভবেৎ তস্য যো হন্যাচ্ছরণাগতম্।
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি লুব্ধকস্বর্গগমনে
একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই অগ্নিতে প্রজ্বলিত হওয়ায় ব্যাধের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইল এবং উহাতে সে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥ ১২

তাহার পর নিজেকে নিজে দেখিতে পাইল যে, সে অতিশয় আনন্দ সহকারে স্বর্গলোকে বিরাজমান রহিয়াছে এবং বহু যক্ষ, সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ১৩

এইরূপ ধর্মাত্মা কপোত, পতিব্রতা কপোতী ও ব্যাধ—এই তিন প্রাণী একসঙ্গে নিজ নিজ পুণ্যকর্মবলে স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৪

এইভাবে যে স্ত্রী নিজ পতির অনুসরণ করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় শীঘ্রই স্বর্গলোকে অবস্থান করত নিজ তেজে প্রকাশিত হইতে থাকেন ॥ ১৫

এই প্রাচীন বৃত্তান্ত পরশুরাম যুধিষ্ঠিরকে শুনাইয়াছিলেন। যথার্থভাবে এইরূপই ছিল। ব্যাধ ও ধর্মাত্মা কপোত তাহাদের পুণ্য কর্মের প্রভাবে ধর্মাত্মাদিগের গতি প্রাপ্ত হইল ॥ ১৬

যে মানুষ প্রতিদিন এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করে এবং যে মানুষ ইহার বর্ণনা করে, তাহাদের উভয়ের মনের দ্বারাও প্রমাদজনিত অশুভ প্রাপ্তি হয় না ॥ ১৭

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই শরণাগতের পালন মহান্ ধর্ম। এইরূপ করিলে পর গোবধকারী পুরুষগণের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি শরণাগতকে বধ করে, তাহার কখনও সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয় না। এই পাপনাশক পুণ্যময় ইতিহাস শ্রবণ করিলে পর মানুষ কখনও দুর্গতি লাভ করে না ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ব্যাধের স্বর্গলোক-গমনবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রোতমুনিনা রাজ্ঞো জনমেজয়স্য তিরস্কারঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

অবুদ্ধিপূর্বং যৎ পাপং কুর্য্যাদ্ ভরতসত্তম।
মুচ্যতে স কথং তস্মাদেতৎ সর্বং বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাণমৃষিসংস্তুতম্।
ইন্দ্রোতঃ শৌনকো বিপ্রো যদাহ জনমেজয়ম্ ॥ ২
আসীদ্ রাজা মহাবীর্যঃ পরিক্ষিজ্জনমেজয়ঃ।
অবুদ্ধিপূর্বমাসাদ্য ব্রহ্মহত্যাং মহীপতিঃ ॥ ৩
ব্রাহ্মণাঃ সর্ব এবৈনং ত্যক্তবন্তঃ সপুরোহিতাঃ।
স জগাম বনং রাজা দহ্যমানো দিবানিশম্ ॥ ৪
প্রজাভিঃ স পরিত্যক্তশ্চকার কুশলং মহৎ
অতিষেণং তপস্তেপে দহ্যমানঃ স মন্যুনা ॥ ৫
ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থমপৃচ্ছদ্ ব্রাহ্মণান্ বহূন্

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রোত মুনি কর্তৃক রাজা জনমেজয়কে তিরস্কার।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি কোন পুরুষ না জানিয়া কোন পাপকর্ম করিয়া থাকে, তবে সে সেই পাপ হইতে কিভাবে মুক্তিলাভ করিবে? এ সমস্ত আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,- রাজন্! এ বিষয়ে ঋষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত এক প্রাচীন ইতিহাস ও উপদেশ তোমাকে শুনাইব, যাহা শৌনক-কথিত বিপ্রবর ইন্দ্রোত রাজা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন ॥ ২

পুরাকালে পরিক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। (এই পরিক্ষিৎ ও জনমেজয় অর্জুনের পৌত্র এবং প্রপৌত্র নহে।) কিন্তু এই ভূপতি না জানিয়াই ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইয়াছিলেন ॥ ৩

ইহা জানিয়া পুরোহিতসহ সকল ব্রাহ্মণ জনমেজয়কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা চিন্তায় দিবা-রাত্রি জ্বলিতে জ্বলিতে বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪

প্রজাগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিল; অতএব তিনি বনে অবস্থিত থাকিয়া প্রভূত পুণ্য কর্ম করিতে লাগিলেন। দুঃখে দগ্ধ হইতে থাকিয়া তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত তপস্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৫

রাজা সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে ভ্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা-নিবারণের পুণ্য উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬

রাজন্! এ বিষয়ে আমি যে এখন এক ইতিহাস বর্ণনা করিব, উহা ধর্মের বৃদ্ধিকারী। রাজা জনমেজয় নিজ পাপ-কর্মে দগ্ধ হইতে হইতে এবং বনে বিচরণ করিতে করিতে কঠোর ব্রতপালনকারী শৌনকবংশীয় ইন্দ্রোত মুনির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭

সে স্থানে যাইয়া তিনি মুনির দুই পদ ধারণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে উহা টিপিতে লাগিলেন। ঋষি সেখানে রাজাকে দেখিয়া সেই সময় তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিলেন। তিনি বলিলেন,—অরে! তুই ত' অতিশয় পাপাচারী ও ব্রহ্মহত্যাকারী। এখানে কিরূপে আসিলে? আমাদের মধ্যে তোমার আবার কি কর্তব্য আছে? আমাকে কোনরূপেই স্পর্শ করিবে না। যাও, যাও, তোমার এখানে থাকা আমাদের ভাল লাগিতেছে না ॥ ৮-১০

তোমার দেহ হইতে রক্তের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বাহির হইতেছে। তোমার দর্শনও সেইরূপ, যেরূপ মৃতদেহের দর্শন। তুমি দেখিতে মঙ্গলস্বরূপ হইলেও পরন্তু তুমি মূর্তিমান্ অমঙ্গলের স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তুমি মরিয়া গিয়াছ, কিন্তু জীবিতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ পর্যটন করিতেছ ॥ ১১

তুমি ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ, তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত

মোঘং তে জীবিতং রাজন্ পরিক্লিষ্টেন জীবসি।
পাপায়ৈব হি সৃষ্টোঽসি কর্মণে হি বরীয়সে ॥ ১৩
বহুকল্যাণমিচ্ছন্তি ঈহন্তে পিতরঃ সুতান্।
তপসা দৈবতেজ্যাভির্দমেন ত্রিতিক্ষয়া ॥ ১৪
পিতৃবংশমিমং পশ্য ত্বৎকৃতে নরকং গতম্
নিরর্থাঃ সর্ব এবৈষামাশাবন্ধাস্ত্বয়াঽঽত্মনঃ ॥ ১৫
যান্ পূজয়ন্তো বিন্দন্তি স্বর্গমায়ুর্যশঃ প্রজাঃ।
তেষু ত্বং সততং জ্যেষ্ঠো ব্রাহ্মণেষু নিরর্থকঃ ॥ ১৬
ইমং লোকং বিমূঢ়া যমযাড়ং মূঢ়া পতিষ্যসি
অশাশ্বতীঃ শাশ্বতীশ্চ সমাঃ পাপেন কর্মণা ॥ ১৭
অর্দ্যমানো যত্র গৃধ্রৈঃ শিতিকণ্ঠৈরয়োমুখৈঃ।
ততশ্চ পুনরাবৃত্তঃ পাপযোনিং গমিষ্যসি ॥ ১৮
যদিদং বদসে রাজন্ নাস্তমস্তি কৃতঃ পরঃ।
প্রতিমাস্তরিতারস্ত্বাং যমদূতা যমক্ষয়ে ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ইন্দ্রোতপরিক্ষিতীয়সংবাদে
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১৫০

অতএব। তুমি পাপের কথাই চিন্তা করিতে করিতে আসক্তিত্যাগ এবং ইহাতেই নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে কর। ১২

রাজন্! তোমার জীবনই বৃথা এবং অত্যন্ত ক্লেশভোগের জন্যই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি পাপের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছ এবং নীচ কর্ম করিবার জন্যই তোমার জন্ম হইয়াছে। ১৩

মাতা ও পিতা তপস্যা, দেবপূজা, নমস্কার এবং সংযমশীলতা দ্বারা কিম্বা প্রভৃতির দ্বারা বহু পুত্রলাভ করিতে বাসনা করেন। পুত্রলাভের পর তাঁহারা সেই পুত্রগণের দ্বারা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন। ১৪

কিন্তু তোমার জন্য তোমার এই পিতৃবংশই নরকে পতিত হইয়াছে। তুমি ইহা প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃগণ তোমার নিকট হইতে যাহা যাহা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই সব আশা আজ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ১৫

যাহাদিগের পূজা করিয়া সকল প্রাণী স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্তান লাভ করে, সেই ব্রাহ্মণগণকে তুমি দ্বেষ কর, অতএব তোমার জীবনই বৃথা। ১৬

তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর ঘোর পাপ কর্মের ফলস্বরূপ অনন্ত কালব্যাপী অধোমস্তকে নরকে পতিত থাকিবে। ১৭

সেখানে লৌহসদৃশ চঞ্চুযুক্ত শকুনি ও গৃধ্রসকল তোমাকে আঘাত পূর্বক আকর্ষণ করিতে করিতে পীড়িত করিতে থাকিবে এবং ইহার পরও নরক হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর তোমাকে কোনও পাপযোনিতে জন্মলাভ করিতে হইবে। ১৮

রাজন্! তুমি যে এই মনে করিতেছ, যখন এই লোকে পাপের ফল লাভ হইতেছে না, তখন পরলোকের অস্তিত্ব কোথায়? এই ধারণার বিপরীত পরলোকে যাইলে যম-যমদূতের দূত তোমাকে এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবে। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ইন্দ্রোত মুনি ও পারিক্ষিতের সংবাদবিষয়ক পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মহত্যাপরাধেনাপরাধিনা জনমেজয়েনেন্দ্রোতমুনেঃ শরণগ্রহণম্, 'ব্রাহ্মণদ্রোহং ন করিষ্যামী'তি প্রতিজ্ঞায়েন্দ্রোতমুনিনা তস্মৈ শরণদানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ তং মুনিং জনমেজয়ঃ
গর্হ্যং ভবান্ গর্হয়তে নিন্দ্যং নিন্দতি মাং পুনঃ ॥ ১
ধিক্কার্য্যং মাং বিকুরুতে তস্মাৎ ত্বাহং প্রসাদয়ে।
সর্বং হীদং দুষ্কৃতং মে অলাভ্যাদ্বিবাহিতঃ ॥ ২
স্বকর্মাদ্যাভিসন্ধায় নাভিনন্দতি মে মনঃ।
প্রাপ্যং ঘোরং ভয়ং নূনং ময়া বৈবস্বতাদপি ॥ ৩
তত্ত্ব শলাঘনিস্তত্য কথং শক্ষ্যামি জীবিতুম্
সর্বং মদ্যাং বিনীয় ত্বমতি মাং বদ শৌনক ॥৪
মহানাসং ব্রাহ্মণানাং ভূয়ো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
অন্ত শেষং কুলস্যাস্য মা পরাক্ষীদিমং কুলম্ ॥ ৫

ন হি মো ব্রহ্মশপ্তানাং শেষঃ ভবিতুমর্হতি।
তৃতীয়লভমানানাং সংবিদং বেদনিশ্চিতাম্ ॥ ৬
নিবিদ্যমানঃ সুকৃশঃ ক্ষুধা বক্ষ্যামি শাশ্বতম্।
ক্ষুত্তৈবাভিরক্ষন্ত নির্ধনান্ নির্জিনা ইব ॥ ৭
ন হ্যবজ্ঞা অমুং লোকং প্রাপ্নুবন্তি কথঞ্চন
আপাতান্ প্রতিতিষ্ঠন্তি পুলিন্দশবরা ইব ॥ ৮
অবিজ্ঞাতৈব মে প্রজ্ঞা বালস্যেব ন পণ্ডিতঃ
ব্রহ্মন্ পিতেব পুত্রস্য প্রীতিমান্ ভব শৌনক ॥ ৯

শৌনক উবাচ।

কিমাশ্চর্য্যং যদপ্রাজ্ঞো বহু মূর্খাদসাম্প্রতম্।
ইতি বৈ পণ্ডিতো ভূত্বা ক্ষন্তামাং নাত্মকুপ্যতে ॥ ১০

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মহত্যার অপরাধে অপরাধী জনমেজয় কর্তৃক ইন্দ্রোত মুনির শরণ গ্রহণ এবং ব্রাহ্মণদ্রোহ না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া ইন্দ্রোত মুনি কর্তৃক তাঁহাকে শরণ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! মুনিবর ইন্দ্রোতের এই কথা বলিলে পর জনমেজয় তাঁহাকে ইহার উত্তরে বলিলেন,—মুনে! আমি তিরস্কারের যোগ্য, সেইজন্য আপনি আমার তিরস্কার করুন। আমি নিন্দার পাত্র, অতএব আপনি বারংবার আমার নিন্দা করিতেছেন। আমি বিকৃতাচারের যোগ্য, সুতরাং আপনি বিকৃতাচরণ করিতেছেন, সেইহেতু আমিও আপনাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১।

আমার মধ্যে সমস্ত পাপ বিদ্যমান আছে, অতএব আমি চিন্তায় সেই ভাবে জ্বলিতেছি, যেন কেহ আমাকে অগ্নিতে রাখিয়া দিয়াছে। নিজের দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়া আমার মন আনন্দিত হইতেছে না। ২।

নিশ্চয়ই আমার যমরাজ হইতে ভয়ের ভয় প্রাপ্তি হইবে, এই কথা আমার হৃদয়ে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে। নিজের হৃদয় হইতে ইহাকে নিঃসারিত করিতে না পারিলে আমি কি ভাবে জীবিত থাকিব? হে শৌনক! আপনি সমস্ত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে উদ্ধারের কোন উপায় বলুন। ৩-৪

আমি ব্রাহ্মণগণের অতিশয় ভক্ত, সেইজন্য এই সময়ে পুনরায় আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, আমার এই বংশের অল্প ভাগও অবশিষ্ট থাকুক। এই বংশের সম্পূর্ণ পরাভব বা বিনাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ৫

ব্রাহ্মণগণ শাপদান করিলে পর আমার বংশের আর কিছু অবশেষ থাকিবে না। আমি নিজের পাপের জন্য সমাজে প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেছি না এবং সজাতীয় বন্ধুবর্গের সহিত একমত হইতেও পারিতেছি না। অতএব, আমি অত্যন্ত খেদ ও বিরক্তি লাভ করিয়া পুনরায় বেদসমূহের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান-ভাজন আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদা ইহাই বলিব যে, যেরূপ নির্ধন স্থানে অবস্থিত যোগী ব্যক্তি ক্ষুধা-সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনারাও দয়াবশতই আমার ন্যায় দুঃখী মানুষকে রক্ষা করুন। ৬-৭

যে সব ক্ষত্রিয় নিজেদের পাপের জন্য যজ্ঞের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহারা পুলিন্দ ও শবরগণের ন্যায় নরকে পতিত হয়। কোনরূপ পরলোকে উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৮

ব্রহ্মন্! শৌনক! আপনি বিদ্বান্ ও আমি মূর্খ। আপনি আমার অপকর্মতি বালক-বুদ্ধির কথা চিন্তা না করিয়া যেরূপ পিতা পুত্রের প্রতি স্বভাবতই সন্তুষ্ট থাকেন, সেইরূপ আমার প্রতিও আপনি প্রসন্ন হউন। ৯

শৌনক বলিলেন,—যদি অজ্ঞান মানুষ অনুচিত কার্য করিয়াও থাকে, তবে ইহাতে আর আশ্চর্যের কথা কি আছে?

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতে জনান্।
ভূমিষ্ঠান্ সর্বতো মর্ত্যান্ প্রজ্ঞয়া প্রতিপদ্যতে ॥ ১১
ন চোপলভ্যতে স্তেন ন চাশ্চর্যাণি কুর্বতে।
নির্বিদ্যাত্মা পরোক্ষো বা দৃষ্টকৃতঃ পূর্বসাধুষু ॥ ১২
বিদিতঃ ভবতো বীর্যাৎ মাহাত্ম্যাৎ বেদ আগমে
কুরুষ্বেহ যথাশাস্ত্রি ব্রহ্মা শরণমস্তু তে ॥১৩
তদ্ বৈ পারত্রিকং তাত ব্রাহ্মণানামকুপ্যতাম্।
অথবা তপসে পাপে ধর্মমেবানুপশ্য বৈ ॥ ১৪

জনমেজয় উবাচ

অনুতপ্যে চ পাপেন ন চ ধর্মং বিলোপয়ে।
বুভূষুঃ ভূতিমানস্ম প্রীতিমান্ ভব শৌনক ॥ ১৫

শৌনক উবাচ

হিত্বা দম্ভঞ্চ মানঞ্চ প্রীতিমিচ্ছামি তে নৃপ।
সর্বভূতহিতং ভিক্ষুং ধর্মমেব প্রতিস্মরন্ ॥ ১৬
ন ত্বয়ার্থার্থিনার্থ্যেণ লোভাৎ ত্বামুপাহ্বয়ে।
তাং মে দৈবীং গিরং সত্যাং শৃণু ত্বং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥১৭
নোহহং ন কেনচিচ্ছাপী ত্যাজ্য ধর্মানুপাহ্বয়ে।
ক্রোশন্তং সর্বভূতানাং বা বা বিগর্হন্তি তন্নৃতাম্ ॥১৮
বক্ষ্যন্তি মামধর্মজ্ঞং ত্যক্ষ্যন্তি সুহৃদো জনাঃ।
তা বাচঃ সুহৃদঃ শ্রুত্বা সংতরিষ্যন্তি মে ভৃশম্ ॥ ১৯
কেচিদেব মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞাস্যন্তি তত্ত্বতঃ।
জানীহি মৎকৃতং তাত ব্রাহ্মণান্ প্রতি ভারত ॥ ২০
যথা তে মৎকৃতে ক্ষেমং লভন্তে তে তথা কুরু।
প্রতিজানীহি চাত্যোহং ব্রাহ্মণানাং নরাধিপ ॥২১

অতএব এই মহৎ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি প্রাণিগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ১০

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির অট্টালিকায় আরোহণ করত স্বয়ং শোক-রহিত হইয়া অন্য দুঃখী মনুষ্যগণের জন্য শোক করিয়া থাকেন, তিনি নিজের জ্ঞানবলে সব কিছুই সেইভাবে জানিতে পারেন, যেরূপ পর্বত-শিখরে আরোহণকারী মানুষ সেই পর্বতে চারিদিকের ভূমিতে অবস্থিত সকল মানুষকে দেখিতে পায় ॥ ১১

যে ব্যক্তি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে থাকে এবং তাঁহাদের দ্বারা তিরস্কার প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না ও এরূপ পুরুষের জন্য অন্য মনুষ্য কোন আশ্চর্য কার্যসকলও করে না ॥ ১২

ঋষিগণের শক্তির জ্ঞান তোমার আছে। বেদে ও শাস্ত্রে তাঁহাদের যে মহিমা উপলব্ধ হইয়া থাকে, উহাও তোমার জানা আছে; অতএব তুমি শান্তিসহকারে এরূপ প্রযত্ন কর। যাহাতে ব্রাহ্মণগণ তোমাকে শরণদান করিতে পারেন ॥ ১৩

তাত! ক্রোধহীন ব্রাহ্মণগণের সেবায় তুমি যাহা কিছু করা হয়, উহা পারলৌকিক লাভেরই হেতু হইয়া থাকে অথবা যদি তোমার পাপের জন্য অনুতাপ হইতে থাকে, তবে নিরন্তর ধর্মের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ ॥ ১৪

জনমেজয় বলিলেন,—শৌনক! নিজের পাপের জন্য আমার অতিশয় অনুতাপ হইতেছে, এখন আমি ধর্মের কখনও বিলোপ সাধন করিব না। কল্যাণ লাভ করিবার আমার বাসনা জাগিয়াছে; অতএব আপনি ভক্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৫

শৌনক বলিলেন,—হে নৃপ! আমি তোমার দম্ভ ও অভিমান নাশ করিয়া তোমার প্রিয় করিতে অভিলাষী। তুমি নিরন্তর ধর্মকে স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত প্রাণিগণের হিতসাধন কর ॥১৬

রাজন্! আমি তব, দীনতা ও লোভবশতঃ তোমাকে নিজের নিকটে আসিতে বলি নাই। তুমি এই ব্রাহ্মণগণের সহিত দৈবী বাণী-সদৃশ আমার এই সত্য কথা শ্রবণ কর ॥ ১৭

আমি তোমার নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করি না। যদি সমস্ত প্রাণী আমাকে নীচ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, হায়, হায় বলিয়া আমার নিন্দা করিতে থাকে এবং ধিক্কার দান করিতেও থাকে, তবে আমি তাহাদের অবহেলা করত কেবল ধর্মের জন্য তোমাকে আমার নিকটে আমন্ত্রিত করিতেছি ॥ ১৮

আমাকে অনেক মানুষ অধর্মজ্ঞ বলিবে। আমার হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তোমাকে ধর্মোপদেশ দানের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত রোষে আমার প্রতি সুহৃদ্‌গণ জ্বলিয়া উঠিবেন ॥ ১৯

তাত! তাহাদের কোন কোন মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণই আমার অভিপ্রায়কে যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভাল করিবার জন্যই আমার এই সমস্ত চেষ্টা। ইহা তুমি বিশেষভাবে জান ॥ ২০

আমার জন্য ব্রাহ্মণগণ যাহাতে কুশল সহকারে থাকিতে পারেন, সেইরূপ [illegible] ই তুমি কর। নরাধিপ! তুমি আমার

জনমেজয় উবাচ

নৈব বাচা ন মনসা পুনর্জাতু ন কর্মণা।
দ্রোষ্যামি ব্রাহ্মণান্ বিপ্র চরণাবপি তে স্পৃশে ॥ ১১

সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, আমি এখন হইতে ব্রাহ্মণগণকে কখনও দ্রোহ করিব না। ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ইন্দ্রোতপারিক্ষিতীয়ে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কখনও ব্রাহ্মণগণকে দ্রোহ করিব না। ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ইন্দ্রোতমুনি ও পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সংবাদ-বিষয়ক একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রোত-মুনের্ধর্মোপদেশেন জনমেজয়স্যাশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানম্, নিষ্পাপস্য রাজ্ঞো জনমেজয়স্য পুনঃ স্ব-রাজ্যে প্রবেশশ্চ।

সৌনক উবাচ

তস্মাৎ তেঽহং প্রবক্ষ্যামি ধর্মমাবৃতচেতসে।
শ্রীমান্ মহাবলস্তুষ্টঃ স্বয়ং ধর্মমবেক্ষসে ॥ ১
পুরস্তাদ্ দারুণো ভূত্বা সুচিত্রতরমেব তৎ।
অনুগৃহ্ণাতি ভূতানি যেন বৃত্তেন পার্থিবঃ ॥ ২
কৃৎস্নং নূনং ন দহতি ইতি লোকো ব্যবস্যতি
যত্র ত্বং তাদৃশো ভূত্বা ধর্মমেবানুপশ্যসি ॥ ৩
হিত্বা তু সুচিরং তীক্ষ্ণাং ভোজ্যাংশ্চ তপ আস্থিতঃ।
ইন্দ্রোতদভিভূতানামমৃতং জনমেজয় ॥ ৪

যোঽদুর্লভো ভবেদ্ দাতা কৃপণো বা তপোধনঃ
অনাশ্চর্যং তদিত্যাহুর্নাতিদূরেণ বর্ততে ॥ ৫
এতদেব হি কার্পণ্যং সমগ্রস্য সমীক্ষিতম্।
যচ্চেৎ সমীক্ষ্যৈব স্যাদ্ ভবেৎ তস্মিংস্ততো গুণঃ ॥ ৬
যজ্ঞো দানং দয়া বেদাঃ সত্যঞ্চ পৃথিবীপতে।
পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি ষষ্ঠঃ সুচরিতং তপঃ ॥ ৭
তদেব রাজ্ঞাং পরমং পবিত্রং জনমেজয়।
তেন সম্যগ্ গৃহীতেন শ্রেয়োঽসঃ ধর্মমাপ্স্যসি ॥ ৮

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রোতমুনির ধর্মোপদেশে জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং নিষ্পাপ রাজা জনমেজয়ের পুনরায় স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ

শৌনকবংশীয় মুনি ইন্দ্রোত বলিলেন,—রাজন্! তুমি যখন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তোমার মন পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য আমি আজ তোমাকে ধর্মোপদেশ করিব; কারণ, তুমি শ্রীসম্পন্ন, মহাবলবান্ ও তুষ্টচিত্ত এবং তুমি ধর্মের দিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছ। ১

রাজা প্রথমে কঠোর স্বভাবসম্পন্ন হইয়া পরে কোমলভাব অবলম্বন করত নিজের সদ্ব্যবহারে যে সমস্ত প্রাণিগণের উপর অনুগ্রহ করেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ২

দীর্ঘকাল তীক্ষ্ণ স্বভাব অবলম্বনকারী রাজা নিশ্চয়ই নিজের সব কিছু প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করেন, ইহাই সকল লোকের ধারণা; কিন্তু তুমি সেরূপ হইয়াও ধর্মের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছ। (ইহাও অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়)। ৩

জনমেজয়! তুমি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া তীক্ষ্ণ-ভোজ্য প্রভৃতি পদার্থসকল পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিরত আছ, ইহা পাপের দ্বারা অভিভূত মনুষ্যগণের নিকট এক অমৃত বিষয়। ৪

যদি ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি দাতা হন্ এবং কৃপণ বা দরিদ্র ব্যক্তি তপস্যার বলে ধনী হন্, তবে ইহা কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে; কারণ, এরূপ পুরুষের পক্ষে দানী ও তপস্বী হওয়া কঠিন নয়। ৫

যদি সমগ্র বিষয়ের উপর পূর্ণরূপে বিচার না করিয়া কোন কার্য আরম্ভ করা হয়, তবে উহাতে কার্পণ্য দোষ হয় এবং যদি উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়া কোন কার্য করা হয়, তবে উহাতে গুণ হয়। ৬

কৃপণতে! যজ্ঞ, দান, দয়া, বেদ ও সত্য এই পাঁচটিকে পবিত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। ইহাদের সহিত উত্তমরূপে আচরিত তপস্যাও ষষ্ঠ পবিত্র কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭

জনমেজয়! রাজাদের পক্ষে এই ষষ্ঠ বস্তুই পরম পবিত্র। ইহাতে উত্তমরূপে আচরণ করিলে পর তুমি শ্রেষ্ঠতম ধর্মপ্রাপ্ত হইবে। ৮

পুণ্যদেশাভিগমনং পবিত্রং পরমং স্মৃতম্
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমাঃ গাথাঃ গীতাঃ যযাতিনা ॥ ৯

যো মর্ত্যঃ প্রতিপদ্যেত আত্মজীবিতমাত্মনঃ।
যজ্ঞমেকাত্মতঃ কৃত্বা তৎ সংন্যস্য তপশ্চরেৎ ॥ ১০

পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতীম্।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্ ॥ ১১

তত্রাবগাহ্য শীত্বা চ নৈনঃ শোচিতুমর্হতি।
মহাসরঃ পুষ্করাণি প্রভাসোত্তরমানসে ॥ ১২

কালোদকঞ্চ গত্বাসি লব্ধ্বাজীবিতে পুনঃ
সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোঃ সঙ্গমে মানসঃ সরঃ ॥ ১৩

স্বাধ্যায়শীলঃ স্থানেষু সর্বেষু সমুপস্পৃশেৎ
ত্যাগধর্মঃ পবিত্রাণাং সংন্যাসং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথাঃ সত্যবতা কৃতাঃ।
যথা কৃমারঃ সত্যো বৈ নৈব পুণ্যো ন পাপকৃৎ ॥ ১৫

ন হ্যস্তি সর্বভূতেষু দুঃখমস্মিন্ কৃতঃ সুখম্
এবং প্রকৃতিভূতানাং সর্বসংসর্গধারিণাম্ ॥ ১৬

ত্যজতাং জীবিতং শ্রেয়ো নিবৃত্তে পুণ্যপাপকে।
যত্ত্বেব রাজ্ঞো জ্যায়িষ্ঠং কার্যং তন্মে ব্রবীহি তে ॥ ১৭

বলেন সংবিভাগৈশ্চ জয় স্বর্গং জনেশ্বর।
যত্নৈব বলমোজশ্চ স ধর্মস্য প্রভুর্নরঃ ॥ ১৮

ব্রাহ্মণানাং সুখার্থং হি ত্বং পাহি বসুধাং নৃপ
যথৈবৈতান্ পুরাকেশী তথৈবৈতান্ প্রসাদয় ॥ ১৯

অপি বিদ্ধ ক্রিয়মাণোঽপি ত্যজ্যমানোঽপানেকধা
আত্মনো দর্শনাদ্ বিপ্রাঃ হন্তাস্মীতি মার্গয়।
ঘটমানঃ স্বকার্যেষু কুরু নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ২০

পুণ্য তীর্থসমূহে গমনও পরম পবিত্র কর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা যযাতি কর্তৃক গীত এক গাথা মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৯

যে মানুষ নিজের জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করে, সেই মানুষ মনঃসংযোগে যজ্ঞানুষ্ঠান করত তাহার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিবে। ১০

কুরুক্ষেত্রকে পবিত্র তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র হইতেও অধিক পবিত্র তীর্থ সরস্বতী নদী, উহা হইতেও অধিক পবিত্র উহার ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ। সেই সব তীর্থের মধ্যে অন্যান্য অপেক্ষা 'পৃথূদক' তীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

এই তীর্থে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মানুষের আগামী কালের মৃত্যুর ভয় তাহাকে সন্তাপিত করিতে পারে না। সেইজন্য সে মৃত্যুকে ভয় করে না। যদি তুমি মহাসরোবর পুষ্কর, প্রভাস, উত্তরমানস, কালোদক, দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর সঙ্গম এবং মানসসরোবরাদি তীর্থে গমন করত স্নান কর, তবে তুমি পুনরায় নিজের জীবনের জন্য দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ১২-১৩

সমস্ত তীর্থস্থানে স্বাধ্যায়শীল হইয়া স্নান করিবে। মনু বলিয়াছেন যে সর্বত্যাগ রূপ সন্ন্যাস সমস্ত পবিত্র কর্ম সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৪

এই বিষয়েও সত্যবান্ কর্তৃক নির্দিষ্ট গাথাসমূহের উদাহরণ বিদ্বান্‌গণ দিয়া থাকেন। যেরূপ বালক রাগ-দ্বেষশূন্য হওয়ায় সদা সত্যপরায়ণ থাকে এবং সে পাপকার্য ও পুণ্য কার্য করে না, সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও হওয়া আবশ্যক। ১৫

এ জগতে যখন সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে দুঃখই নাই, তখন সুখ কোথা হইতে হইবে? এই সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রকৃতির সঙ্গী প্রাণিগণের কর্ম, যাহা সর্বপ্রকার সংসর্গ দোষ স্বীকার করত তাহার অনুসারে চলিয়া থাকে। যাহারা যজ্ঞ ও অহঙ্কারাদির সহিত সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, সেই সব পুরুষের জীবন কল্যাণময় হয়। ১৬-১৭

এখন আমি রাজার কার্যসকলের মধ্যে যাহা প্রধান, উহা বর্ণনা করিব। জনেশ্বর! তুমি বৈধানুরূপ বল ও ধনের দ্বারা স্বর্গলোক জয় কর। যাহার বল (শারীরিক) ও ওজ (মানসিক তেজ ও বীর্য) আছে, সেই মানুষ ধর্মাচরণে সমর্থ। ১৭-১৮

হে নৃপ! তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পালন কর। যেরূপ পূর্বে এই ব্রাহ্মণগণের উপর তুমি অত্যাচার করিয়াছিলে, এখন তুমি তাঁহাদের সকলকে সদ্‌ব্যবহারের দ্বারা প্রসন্ন কর। ১৯

তাঁহারা বারংবার তোমাকে বিদ্বেষপরায়ণ করিলেন এবং তোমাকে বহুবার পরিত্যাগ করিলেও তুমি তাঁহাদের উপর আত্মদৃষ্টি রাখিয়া এই নিশ্চয় কর যে, এখন আমি এই ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিব না। নিজের কর্তব্য পালনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিতে করিতে তুমি পরম কল্যাণ সাধন কর। ২০

দ্বিমাসিষোরসদৃশো রাজা ভবতি কশ্চন।
লাঙ্গলাশনিকল্পো বা তেজসস্তঃ পরন্তপ ॥ ১১
ন বিশেষেণ গন্তব্যমবিজ্ঞিন্নেন বা পুনঃ
ন জাতু নাহমস্মীতি সুপ্রসক্তমনাধৃষু ॥ ১২
বিকর্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্যতে
নৈতৎ কার্য্যং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥ ১৩
করিষ্যে ধর্ম্মমেবেতি তৃতীয়াৎ পরিমুচ্যতে।
শুচিস্তীর্থান্যনুচরন্ বহ্বহাৎ পরিমুচ্যতে ॥
কল্যাণমনুকর্ত্তব্যং পুরুষেণ বুভূষতা
যে সুগন্ধীনি সেবন্তে তথা গন্ধা ভবন্তি তে ॥ ১৫
যে দুর্গন্ধীনি সেবন্তে তথাগন্ধা ভবন্তি তে।
উপশর্য্যাপরঃ সদ্যঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্যতে ॥ ১৬
সংবৎসরমুপাস্যাগ্নিমভিশস্তঃ প্রমুচ্যতে।
ত্রীণি বর্ষাণ্যুপাস্যাগ্নিং ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১৭
মহাসরঃ পুষ্করাণি প্রভাসোত্তরমানসে
অভ্যেত্য যোজনশতং ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১৮
যাবতঃ পাণিনো হন্যাৎ তজ্জাতীয়াংস্তু তাবতঃ।
প্রমীয়মানানুদ্দিশ্য প্রাণিহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১৯
অপি চাপ্সু নিমজ্জেত জপংস্ত্রিঃসপ্তসপ্তধা
যথাশ্বমেধাবভৃথস্তথা তস্মাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ২০
তৎ ক্ষিপ্রং মুচ্যতে পাপং সংকারং লভতে তথা
অপি চৈনং প্রশীদন্তি ভূতানি জড়মূকবৎ ॥ ২১
বৃহস্পতিং দেবগুরুং সুরাসুরাঃ
সর্বে সমেত্যাত্যনুযুজ্য রাজন্
ধর্ম্যং ফলং বেত্থ ফলং মহর্ষে
তবৈব তস্মিন্নরকে পারলৌকে ॥ ২২

শত্রুতাপন! কোন রাজা দ্বিজের (বয়স্কের) ন্যায় শীতল হন, কোন রাজা অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী হন্, কোন রাজা যমরাজের ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হন্, কোন রাজা তৃণ-ওষধির মূলোচ্ছেদকারী হলতুল্য দুষ্টদলের সমূলে উচ্ছেদ করেন এবং কোন রাজা আমার পাপাচারীদিগের উপর অকস্মাৎ বজ্রের ন্যায় নিপতিত হন। ১১

আমার যাহাতে কখনও অভাব না হয়, ইহা জানিয়া রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি কখনও দুষ্ট পুরুষগণের সঙ্গ করিবেন না তিনি কখনও তাহাদের বিনেয় ভাগের উপর আরূঢ় হইবেন না, তাহাদের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত করিবেন না এবং তাহাদের উপর অত্যন্ত আসক্তও হইবেন না। ১২

যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তবে তিনি যদি পরে অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন। ইহাতেও যদি দ্বিতীয় বার পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে 'অতঃপর আমি এরূপ কার্য্য করিব না' এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিলে পর সেই ব্যক্তি পাপ মুক্ত হইয়া থাকেন। ১৩

আজ হইতে কেবল ধর্ম্মাচরণই করিব, এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে পর সেই ব্যক্তি তৃতীয় বার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৪

শুভাভিলাষকারী পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি সতত কল্যাণকারী কর্ম্মকলের অনুষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি সুগন্ধিত পদার্থসকলের সেবন করে, তাহার দেহ হইতে সুগন্ধ নির্গত হয় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থসকলের সেবন করে, তাহার নিজ দেহ হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইতে থাকে যে মানুষ উপস্থান নিয়ত থাকে, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫-১৬

অবিচ্ছিন্নভাবে এক বর্ষ পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র কার্য্য করিলে পর কলঙ্কিত মানুষ নিজের উপর আরোপিত কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তিন বর্ষ পর্য্যন্ত অগ্নির উপাসনা করিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। ১৭

মহাসরোবর পুষ্কর, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর মানস সরোবর আদি তীর্থে শতযোজন পর্য্যন্ত পদব্রজে যাত্রা করিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১৮

প্রাণিহত্যাকারী মানুষ যত প্রাণীকে হত্যা করে, সে যদি সেই সেই জাতির তত সংখ্যক প্রাণীকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। ১৯

যদি মানুষ তিনবার অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে অবগাহন স্নান করে, তবে সেই মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভৃথ-স্নানের ফল লাভ করে, এই কথা মনু বলিয়াছেন। ২০

এই অঘমর্ষণ-মন্ত্রজপকারী মানুষ সত্বরই নিজের সমস্ত পাপ অপসারিত করে এবং সে সকলের সম্মান লাভ করে। সকল প্রাণী অন্ধ ও মূকের ন্যায় তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া যায়। ২১

রাজন্! এক সময় সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ অভিনয় সমাদরের সহিত দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—মহর্ষে! আপনি ধর্ম্মের ফল জানেন। এইরূপ

উভে তু যস্য সদৃশে ভবেতাং
কিংস্বিৎ তয়োস্তত্র জয়োঽথ ন স্যাৎ।
আচক্ষ্ব নঃ পুণ্যফলং মহর্ষে
কথং পাপং দুদতে ধর্মশীলঃ ॥৩৩

বৃহস্পতিরুবাচ।

কৃত্বা পাপং পূর্বমবুদ্ধিপূর্বং
পুণ্যানি চেৎ কুরুতে বুদ্ধিপূর্বম্।
স তৎ পাপং দুদতে কর্মশীলো
বাসো যথা মলিনং ক্ষারযুক্তম্ ॥৩৪

পাপং কৃত্বাভিমন্যেত নাহমস্মীতি পূরুষঃ
তচ্ছিক্ষীর্ষতি কল্যাণং শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ॥৩৫
ছিদ্রাণি বিবৃতান্যেব সাধূনাং চাবৃণোতি যঃ।
যঃ পাপং পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে ॥৩৬

যথাদিত্যঃ প্রাতরুদ্যন্তমঃ সর্বং ব্যপোহতি।
কল্যাণমাচরন্নেবং সর্বপাপং ব্যপোহতি ॥৩৭

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজানমিন্দ্রোতো জনমেজয়ম্
যাজয়ামাস বিধিবদ্ বাজিমেধেন সৌনকঃ ॥৩৮

ততঃ স রাজা ব্যপনীতকল্মষঃ
শ্রেয়োবৃতঃ প্রজ্বলিতাগ্নিরূপবান্।
বিবেশ রাজ্যং স্বমমিত্রকর্ষণো
যথা দিবং পূর্ণবপুর্নিশাকরঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ইন্দ্রোতপারিক্ষিতীয়ে
দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২

পরলোকে যাইয়া পাপসমূহের ফলস্বরূপ যে নরকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাও আপনার অবিদিত নাই, কিন্তু যে যোগীর নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান বোধ হয়, তিনি এই উভয়ের কারণস্বরূপ পুণ্য ও পাপকে ক্ষয় করেন। মহর্ষে! আপনি আমাদের সম্মুখে পুণ্যের ফল বর্ণন করুন এবং ইহাও বলুন যে, ধর্মাত্মা পুরুষ কিভাবে নিজের পাপসমূহ বিনষ্ট করেন? ৩২-৩৩

বৃহস্পতি বলিলেন,—যদি মানুষ প্রথমে না জানিয়া শুনিয়া পাপ করার পরে জানিয়া পুণ্যকর্মফলের অনুষ্ঠান করে, তবে সেই সৎকর্মপরায়ণ মানুষ নিজের পাপকে সেইভাবে ক্ষালিত করে, যেরূপ ক্ষার (সোডা, সাবানাদি) সংযোগ করিলে পরে বস্ত্রের মলিনতা ক্ষালিত হইয়া যায়। ৩৪

মানুষের কর্তব্য হইল—সে কোন পাপকার্য করিয়া তাহার জন্য অহংকারপ্রকাশ করিবে না, পরন্তু দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করত কল্যাণময় কর্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইবে। ৩৫

যে মানুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উদ্ঘাটিত ছিদ্রকে আবৃত করে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকাশিত দোষসকলকে গোপন করিবার চেষ্টা করে এবং যে ব্যক্তি পাপ করার পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণময় কর্মে নিরত হয়, ইহারা উভয়ে পাপহীন হইয়া যায়। ৩৬

যেরূপ সূর্য প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সমস্ত অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ শুভকর্মের আচরণকারী মানুষ নিজের সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। ৩৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া জনকবংশীয় মুনিবর ইন্দ্রোত রাজা জনমেজয়কে দিয়া বিধিপূর্বক অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। ৩৮

ইহার দ্বারা রাজা জনমেজয়ের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইল, তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজীয়ান হইয়া উঠিলেন এবং সর্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠ গুণে হইলেন যেরূপ পূর্ণ চন্দ্র আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুসূদন জনমেজয় পুনরায় নিজরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ইন্দ্রোতমুনি ও পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সংবাদবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[মৃতস্য পুনর্জীবনপ্রাপ্তিবিষয়ে কস্যচিদেকস্য ব্রাহ্মণ-বালকস্য জীবনলাভস্য বৃত্তান্তকথনম্, তত্র গৃধ্র-শৃগাল যোর্বুদ্ধিমত্তা চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কচ্চিৎ পিতামহেনাসীচ্ছ্রুতং বা দৃষ্টমেব চ।
কচ্চিন্মর্ত্যো মৃতো রাজন্ পুনরুজ্জীবিতোঽভবৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু পার্থ যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
গৃধ্রজম্বুকসংবাদং যো বৃত্তো নৈমিষে পুরা ॥ ২
কস্যচিদ্ ব্রাহ্মণস্যাসীদ্ দুঃখলব্ধঃ সুতো মৃতঃ।
বাল এব বিশালাক্ষো বালগ্রহনিপীড়িতঃ ॥ ৩
দুঃখিতাঃ কেচিদাজগ্মুর্বালমপ্রাপ্তযৌবনম্।
কুলসর্বস্বভূতং বৈ রুদন্তঃ শোকবিহ্বলাঃ ॥ ৪
বালং মৃতং গৃহীত্বাথ শ্মশানাভিমুখাঃ স্থিতাঃ
অন্যৈরেব চ সংক্রম্য রুরুদুর্দুঃখপীড়িতাঃ ॥ ৫
শোচন্তস্তস্য পূর্বোক্তান্ ভাষিতাংশ্চাসকৃৎ পুনঃ।
তং বালং ভূতলে ক্ষিপ্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ ন শক্নুবুঃ ॥ ৬
তেষাং কপিঞ্জলেনাথ গৃধ্রোঽন্তোত্তা বচোঽব্রবীৎ।
একাত্মজমিমং লোকে ত্যক্ত্বা গচ্ছত মা চিরম্ ॥ ৭
ইহ পুংসাং সহস্রাণি স্ত্রীণাং সহস্রাণি চৈব হ
সমানীতানি কালেন হিত্বা বৈ যান্তি বান্ধবাঃ ॥ ৮
সম্পশ্যত জগৎ সর্বং সুখদুঃখৈরধিষ্ঠিতম্
সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ পর্যায়েণোপলভ্যতে ॥ ৯
পূজয়িত্বা যে চ গচ্ছন্তি যে যান্তি চ তান্ মৃতান্।
হেহপ মানুষঃ প্রমাণেন যেন গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ১০
অলং স্থিত্বা শ্মশানেঽস্মিন্ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুলে।
কঙ্কালবহুলে রৌদ্রে সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করে ॥ ১১
ন পুনর্জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ।
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী ॥ ১২

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

[মৃতের পুনর্জীবনপ্রাপ্তিবিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের জীবন লাভের কথা, এ বিষয়ে গৃধ্র ও শৃগালের বুদ্ধিমত্তা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি কি কখনও ইহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন যে, কোন মানুষ মরিয়া গিয়া পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিয়াছে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! প্রাচীনকালে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে গৃধ্র ও শৃগালের যে সংবাদ হইয়াছিল, উহা শ্রবণ কর। ইহা এক পুরাবৃত্তিত যথার্থ ইতিহাস। ২

কোন এক ব্রাহ্মণের অতিশয় কষ্টে এক পুত্র লাভ হইয়াছিল। কিন্তু বিশাল নেত্রশোভিত সেই বালক বালগ্রহে পীড়িত হইয়া বাল্যকালেই নিহত হয়। ৩

যে যুবাবস্থায় তখনও উপনীত হয় নাই এবং যে নিজের কুলের সর্বস্ব ছিল, সেই মৃত বালককে লইয়া তাহার দুঃখিত বহু বান্ধব শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৪

সেই মৃত বালককে কোলে লইয়া তাঁহারা শ্মশানের দিকে গমন করিলেন এবং সেখানে যাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫

তাঁহারা সেই বালকের পূর্ববিষয় বারংবার স্মরণ করত শোকমগ্ন হইলেন, সেইজন্য তাহাকে শ্মশানে রাখিয়া ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। ৬

তাঁহাদের রোদনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি গৃধ্র (শকুনি) সেখানে আসিল এবং এই কথা বলিল,—এ সংসারে এই একমাত্র পুত্রকে এখানে পরিত্যাগ করত ফিরিয়া যাও, বিলম্ব করিও না। এখানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষ কালের দ্বারা আনীত হইয়াছে এবং তাহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের ভ্রাতাদি বন্ধুরা ফিরিয়া গিয়াছে। ৭-৮

দেখ, এই সমগ্র জগৎই সুখ ও দুঃখে ব্যাপ্ত, এখানে সকলেই পর্যায়ক্রমে সংযোগ ও বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯

যাহারা নিজেদের মৃত আত্মীয়দিগকে লইয়া শ্মশানে গমন করে এবং করে না, সেই জীবজন্তু সকলেই নিজ নিজ আয়ু শেষ হইলে পর এই সংসার হইতে চলিয়া যায়। ১০

গৃধ্র ও শৃগালে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর শ্মশানে সর্বদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। এই স্থানসকল প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর। এখানে তোমাদের অবস্থান করা উচিত নহে এবং অবস্থান করিলে পর কোনও লাভও হইবে না। ১১

নিজের প্রিয় অথবা দ্বেষ্যপাত্র—কেহই কালবশে (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জীবিত হয় নাই। সমস্ত প্রাণীর ইহাই গতি। ১২

সর্বেণ খলু মন্তব্যা মর্ত্যলোকে প্রসূয়তা
কৃতান্তবিহিতে মার্গে মৃতং কো জীবয়িষ্যতি ॥ ১৩
কর্মান্তবিরতে লোকে অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
গমাতাং স্বনিষ্ঠানং সুতস্নেহং বিসৃজ্য বৈ ॥ ১৪
ততো পৃথগ্বঃ শ্রুত্বা প্রাক্রোশন্তস্তদা নৃপ।
বান্ধবাংস্তদ্বহুত্যাগচ্ছন্ত পুত্রমুৎসৃজ্য ভূতলে ॥
বিনিশ্চিত্যাথ চ তদা বিক্রোশন্তস্ততস্ততঃ।
মৃতমিত্যেব গচ্ছন্তো নিরাশাস্তস্য দর্শনে ॥ ১৬
নিশ্চিতার্থাশ্চ তে সর্বে সন্ত্যজন্তঃ স্বমাত্মজম্।
নিরাশা জীবিতে চাস্য মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠিতাঃ। ১৭
শ্বাঙ্কপক্ষসবর্ণস্তু বিলাদ্বিঃসৃত্য জন্তুকঃ।
গচ্ছমানান্ স তানাহ নির্ঘৃণাঃ খলু মানুষাঃ ॥ ১৮
আদিত্যোঽয়ং স্থিতো মূঢ়াঃ স্নেহং দুষ্কৃত মা তদম্।

বহুরূপো মুহূর্তশ্চ জীবেদপি কদাচন ॥ ১৯
মূঢ়াং ভূমৌ বিনিক্ষিপ্য পুত্রস্নেহবিনাকৃতাঃ।
শ্মশানে ত্বমুৎসৃজ্য কস্মাদ্ গচ্ছত নির্ঘৃণাঃ ॥২০
ন বোঽস্ত্যস্মিন্ সুতে স্নেহো বালে মধুরভাষিণি
যস্য তাম্যিমাত্রেণ প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২১
তে শ্রুত্বা তস্য তৎস্নেহো যাদৃশঃ পক্ষপক্ষিণাম্
ন তেষাং বারয়িত্বা তান্ কশ্চিদস্তি ফলাগমঃ ॥ ২২
চতুষ্পাৎপক্ষিকীটানাং প্রাণিনাং স্নেহসঙ্গিনাম্
পরলোকগতিস্থানাং মুনিযজ্ঞক্রিয়া ইব ॥ ২৩
তেষাং পুত্রাভিরামাণামিহলোকে পরত্র চ।
ন গুণো দৃশ্যতে কশ্চিৎ প্রজাঃ সন্তানরক্ষি চ ॥ ২৪
অপশ্যতাং প্রিয়ান্ পুত্রাংস্তেষাং শোকো ন তিষ্ঠতি।
ন চ পুত্রসি সংরুদ্ধান্তে মাতাপিতরৌ ক্বচিৎ ॥ ২৫

যে এই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে একদিন না একদিন মরিতে হইবেই। কালদ্বারা নির্দিষ্ট পথে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীকে কোন্ ব্যক্তি জীবিত করিতে সমর্থ হয়? ১৩

সূর্যদেব অস্ত গমন করিতেছেন, জগতের সকল প্রাণী দৈনন্দিন কার্য সমাপ্ত করত তাহা হইতে বিরত হইতেছে; অতএব তোমরাও এখন পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। ১৪

হে নৃপ! তখন মৃতের কথা শ্রবণ করত সেই মৃতের বন্ধুগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নিজের পুত্রকে ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। ১৫

তাঁহারা একদৃষ্টে রোদন করিতে করিতে এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন যে, এখন ত' এই বালক নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, অতএব তাহার দর্শনবিষয়ে নিরাশ হইয়া যে স্থান হইতে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ১৬

যখন তাঁহাদের এই নিশ্চয় হইল যে, এখন এই বালক আর বাঁচিতে সমর্থ হইবে না, তখন তাঁহারা তাহার জীবন হইতে নিরাশ হইয়া নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করত গৃহে যাইবার জন্য পথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭

এই সময়ে কাকের পক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের একটি শৃগাল নিজ গর্ত হইতে বাহির হইয়া সেই প্রত্যাবর্তনরত বান্ধবগণকে বলিল, —বন্ধুগণ! তোমরা অতিশয় নির্দয়। ১৮

অরে মূর্খগণ! এখন ত' সূর্যাস্ত হয় নাই; অতএব ভীত হইও না, পুত্রকে স্নেহ কর। বহুপ্রকারের মুহূর্ত আসিয়া থাকে। সুতরাং সম্ভব হইলে হয় ত' কোন এক শুভ মুহূর্তে এই বালক জীবিত হইয়া উঠিবে। ১৯

তোমরা কিরূপ নির্দয় মানুষ? পুত্রস্নেহ ত্যাগ করত এই মৃত বালককে শ্মশান ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া এবং এই শ্মশানে নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ? ২০

মনে হইতেছে, এই মধুরভাষী বালকপুত্রের উপর তোমাদের অল্পও স্নেহ নাই। এ সেই শিশু বালক, যাহার (মিষ্টি মধুর) বাক্য স্ফূর্তি হইবামাত্রই তোমাদের হৃদয় হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিত। ২১

পশু ও পক্ষীদেরও নিজ নিজ শিশুপুত্রের উপর যেরূপ স্নেহ থাকে, তাহা তোমরা দেখ। যদিও স্নেহে আসক্ত সেই পশু-পক্ষী-কীটাদি প্রাণিগণের নিজ নিজ শিশুপুত্রদিগকে পালন-পোষণ করিলে পরও পরলোকে সেরূপ কোন ফললাভ হয় না, যেরূপ পরলোকের গতিতে অবস্থিত মুনিগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। ২২-২৩

যদিও পুত্রের উপর স্নেহবশত পশু-পক্ষী প্রভৃতির পক্ষে ইহলোক ও পরলোকে সন্তান লালন-পালনে কোন লাভ দেখা যায় না, তথাপি তাহারা নিজ নিজ পুত্রদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। ২৪

যদিও তাহাদের পুত্রগণ মরিয়া যাইলে নিজেদের মাতা-পিতাকে পালন-পোষণ করে না, তথাপি তাহারা নিজ নিজ প্রিয় পুত্রদিগকে না দেখিলে পর তাহাদের শোক থাকিতে থাকে না। ২৫

মাতৃষাণাং কৃতঃ স্নেহো যেষাং শোকো ভবিষ্যতি
ইমং কৃপণকং পুত্রং ত্যক্ত্বা ক্ব গমিষ্যথ ॥ ২৬
চিরং মুক্তস্ত বাষ্পশ্চ চিরং স্নেহেন পশ্যত
এবংবিধানি হীনানি দুস্ত্যজানি বিশেষতঃ ॥ ২৭
ক্ষীণস্তার্থাভিযুক্তস্ত স্নানমাল্যবিভূষিতম্ চ ।
যান্তমা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্রাস্তো নাবিতিষ্ঠতি ॥ ২৮
সর্বস্ত হরিতাঃ প্রাণাঃ সর্বঃ স্নেহঞ্চ বিন্দতি ।
তির্যগ্‌যোনিষ্বপি সতাং স্নেহঃ পশ্যত যাদৃশম্ ॥২৯
ত্যক্ত্বা কথং গচ্ছথেমং পশ্যলোলায়তাক্ষিকম্ ।
যথা নবোদাহকৃতং স্নানমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ৩০
জুষুকস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃপণং পরিদেবতঃ ।
সুবর্তন্ত তদা সর্বে শবার্থং তে চ মানুষাঃ ॥ ৩১

পুত্র উবাচ

অহো বত নৃশংসেন জুষুকেনাল্পমেধসা

কুতেনোক্তা হীনসত্ত্বা মানুষাঃ কিং নিবর্তধ্ব ॥ ৩২
পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্তং শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগতম্
কস্মাচ্ছোচধ্ব তিষ্ঠন্তমাত্মানং কিং ন শোচধ্ব ॥ ৩৩
তপঃ কুরুত বৈ তীব্রং মুচ্যধ্বং যেন কিল্বিষাৎ
তপসা লভতে সর্বং বিলাপঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৪
অনিষ্টানি চ ভাগ্যানি জাতানি সহ মৃত্যুনা
যেন গচ্ছন্তি বালোঽয়ং ধৃত্বা শোকমনন্তকম্ ॥ ৩৫
ধনং গাবঃ সুবর্ণঞ্চ মণিরত্নমথাপি চ
অপত্যঞ্চ তপোমূলং তপোযোগাচ্চ লভ্যতে ॥৩৬
যথাকৃতা চ কৃতেষু প্রাপ্যতে সুখদুঃখিতা
পৃহীত্বা জায়তে জন্তুর্দুঃখানি চ সুখানি চ ॥৩৭
ন কর্মণা পিতুঃ পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্মণা
মার্গেণানেন গচ্ছন্তি বদ্ধাঃ সুকৃতদুষ্কৃতৈঃ ॥ ৩৮

কিন্তু মনুষ্যদের মধ্যে এরূপ স্নেহ কোথায়, যাহার ফলে তাহাদের পুত্রগণের জন্য শোক হইবে? অরে! এই তোমাদের কৃপণের বালককে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?২৬

এই নিজ বালকের জন্য বহুকাল ধরিয়া অশ্রুত্যাগ কর এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে নিরীক্ষণ কর। কারণ, এভাবে প্রিয় পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ॥ ২৭

যে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, যাহার উপর অর্থের অতি যোগ আনা হইয়াছে এবং যে স্নানাদির দিকে যাইতেছে, এরূপ সময়ে নিজাদি বন্ধুগণই তাহার সঙ্গে থাকেন। অন্য আর কেহও থাকে না ॥ ২৮

সকলেরই নিজ নিজ প্রাণ প্রিয় এবং সকলেই অন্যের নিকট হইতে স্নেহ লাভ করে। পশু-পক্ষীর যোনিতেও যে সকল প্রাণী থাকে, তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণের প্রতি কিরূপ প্রেম থাকে, উহা দেখ ॥ ২৯

এই বালকের কমলতুল্য চঞ্চল ও বিশাল নয়নদ্বয় কিরূপ সুন্দর। ইহার শরীর স্নান ও পুষ্পমালা প্রভৃতিতে বিভূষিত নূতন বিবাহ করিয়া উপস্থিত বরের ন্যায় কিরূপ মনোমুগ্ধকর। এভাবে মনোজ্ঞ বালককে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ? ৩০

করুণাপূর্ণ বিলাপকারী সেই শৃগালের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব মানুষ মৃত বালকের শরীর রেখিতে রেখিতে শ্মশানে ফিরিয়া আসিল ॥ ৩১

পুত্র বলিল,—অরে! সেই মন্দবুদ্ধি ও ক্রূরস্বভাব মূঢ় শৃগালের বাক্যে তোমরা কেন ফিরিয়া আসিতেছ? মনুষ্যগণ! তোমরা অতিশয় অধৈর্য ॥ ৩২

এই বালকের স্নেহ শূন্য ইন্দ্রিয়কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় তোমার সম্মুখে পতিত হইয়াছে। তোমরা ইহার জন্য শোক করিতেছ কেন? একদিন তোমাদেরও এরূপ অবস্থা আসিবে, সুতরাং নিজেদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? ৩৩

তোমরা তীব্র তপস্যা কর, যাহাতে সমস্ত পাপসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। তপস্যার দ্বারা সব কিছুই লাভ হয়। তোমাদের এই বিলাপ কি করিতে পারিবে? ৩৪

ভাগ্য শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনিষ্ট ফলও সঙ্গে সঙ্গে আসে, যাহার জন্য এই বালক তোমাদের অপরিসীম শোক দান করিয়া যাইতেছে ॥ ৩৫

ধন, গো, স্বর্ণ, মণি, রত্ন ও পুত্র এই সবের মূল কারণ হইল তপস্যা। তপস্যার যোগেই ইহাদের লাভ হয় ॥ ৩৬

জীব নিজ নিজ পূর্বজন্মের কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সমস্ত প্রাণী সুখ ও দুঃখের ভোগ কর্মানুসারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭

পিতার কর্মের দ্বারা পুত্র ও পুত্রের কর্মের দ্বারা পিতার ভোগ সম্ভব নাই। নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের বন্ধনে বদ্ধ জীব স্ব স্ব কর্মানুসারে বিভিন্ন মার্গে গমন করে ॥ ৩৮

ধর্মং চরত যত্নেন ন চার্থে মনঃ কৃথাঃ
যত্তঞ্চ যথাকালং দৈবতেষু দ্বিজেষু চ ॥ ৩৯
শোকং ত্যজত দৈন্যঞ্চ মৃতস্যেহাদ্নিবর্তত
তাজ্যতাময়মাকাশে ততঃ শীঘ্রং নিবর্ত্যতাম্ ॥ ৪০
যৎ করোতি শুভং কর্ম তথা কর্ম সুদারুণম্
তৎ কর্ত্রৈব সমশ্নাতি বান্ধবানাং কিমত্র হ ॥ ৪১
ইহ ত্যক্ত্বা ন তিষ্ঠন্তি বান্ধবা বান্ধবং প্রিয়ম্।
স্নেহমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তি বাষ্পপূর্ণাবিলেক্ষণাঃ ॥ ৪২
প্রাজ্ঞো বা যদি বা মূর্খঃ সধনো নির্ধনোঽপি বা।
সর্বঃ কালবশং যাতি শুভাশুভসমন্বিতঃ ॥ ৪৩
কিং করিষ্যথ শোচিত্বা মৃতং কিমনুশোচথ
সর্বস্য হি প্রভুঃ কালো ধর্মতঃ সমদর্শনঃ ॥ ৪৪
যৌবনস্থাংশ্চ বালাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি।
সর্বানাবিশতে মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ ॥ ৪৫

তোমরা বন্ধুসহকারে ধর্মাচরণ কর এবং অর্থে কখনও মনঃসংযোগ করিও না। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় যথাসময়ে আত্মনিয়োগ কর ॥ ৩৯

শোক ও দীনতা পরিত্যাগ কর এবং পুত্রস্নেহ হইতে মনকে অপসারিত কর। এই বালককে শূন্যস্থানে ত্যাগ কর এবং তারপর শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর ॥ ৪০

প্রাণী যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, তাহার ফলও তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। এবিষয়ে ভ্রাতা-বন্ধুগণের কি আছে ? ৪১

বন্ধুগণ ইহজগতে প্রিয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা স্নেহ পরিত্যাগ করত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে এ স্থান হইতে চলিয়া যান ॥ ৪২

বিদ্বান্ হউন্ অথবা মূর্খ, ধনবান্ হউক বা নির্ধন, সকলকেই নিজ নিজ শুভ অথবা অশুভ কর্মফলের সহিত কালের অধীন হইয়া যাইতে হয় ॥ ৪৩

আচ্ছা, তোমরাই বল, তোমরা শোক করিয়া কি করিবে ? তোমরা কি ইহাকে জীবিত করিতে পারিবে ? তবে কেন মৃতের জন্য শোক করিতেছ ? কালই সকলের প্রভু—শাসক ও স্বামী, যিনি ধর্মানুসারে সকলের উপর সমান দৃষ্টি রাখেন ॥ ৪৪

এই মরণাত্মক কাল যুবক, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভস্থ শিশু—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করিতে পারেন। এই মৃত্যুময় জগৎ এইরূপই ॥ ৪৫

কপুক উবাচ।

অহো মন্দীকৃতঃ স্নেহো গৃধ্রেণেহাল্পবুদ্ধিনা
পুত্রস্নেহাভিভূতানাং বৃথাকঃ শোচতাং ভৃশম্ ॥ ৪৬
সদৈঃ সমাকৃপ্রযুক্তৈশ্চ বচনৈঃ প্রত্যয়োত্তরৈঃ।
যন্ন গচ্ছতি জনস্যাঃ স্নেহমুৎসৃজ্য দুস্ত্যজম্ ॥ ৪৭
অহো পুত্রবিয়োগেন মৃতমুদ্দোপসেবনাৎ
ক্রোশতাং শূন্যশঃ দুঃখং বিবৎসানাং গবামিব ॥ ৪৮
অদ্য শোকং বিজানামি মানুষাণাং মহীতলে।
স্নেহং হি কারণং কৃত্বা মমাপ্যাক্রন্দমাপতৎ ॥ ৪৯
হয়ো হি সততং কার্যান্ততো দৈবেন সিধ্যতি।
দৈবং পুরুষকারশ্চ কৃতান্তেনোপপদ্যতে ॥ ৫০
অনির্বেদঃ সদা কার্য্যো নির্বেদাদ্ধি কুতঃ সুখম্।
প্রযত্নাৎ প্রাপ্যতে হ্যর্থঃ কস্মাদ্ গচ্ছথ নির্ঘৃণম্ ॥ ৫১

ইহার পর শৃগাল বলিল,—অহো! এই মন্দবুদ্ধি গৃধ্র কি তোমাদের স্নেহকে বিনষ্ট করিয়া দিল ? তোমরা ত' পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া তাহার জন্য অতিশয় শোক করিতেছ ॥ ৪৬

গৃধ্রের উত্তম যুক্তিসমূহে যুক্ত, জ্ঞানসম্মত ও বিশ্বাসোৎপাদক বাক্যসকলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই সব মানুষ যে দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইতেছে, ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় ! ৪৭

অহো! পুত্রের বিয়োগে পীড়িত হইয়া মৃতদেহের এই শূন্যস্থানে আগমন করত অত্যন্ত দুঃখে রোদনকারী এই দুঃখী বনচারী মনুষ্যগণের হৃদয়ে বৎসহীনা গাভীদিগের ন্যায় কিরূপ শোক হইয়া থাকে, তাহার অনুভব আজ আমার হইতেছে। কারণ, ইহাদের স্নেহকে নিমিত্ত করিয়া আমার নেত্রদ্বয় হইতেও অশ্রু নির্গত হইতেছে ॥৪৮-৪৯

নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে হয়, তখন দৈবযোগে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষার্থ—এই উভয়কে কালই সম্পন্ন করিয়া থাকে ॥ ৫০

খেদ ও শৈথিল্যকে কখনও নিজের মনে স্থান দিবে না, কারণ মনের মধ্যে খেদ থাকিলে কোথা হইতে সুখলাভ হইবে ? প্রচেষ্টার দ্বারাই অভিলষিত অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব তোমরা এই বালককে রক্ষা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নির্দয় সহকারে কোথায় চলিয়া যাইতেছ ? ৫১

আত্মমাংসোপমৃত্তক শরীরার্ধকরীং তনুম্ ।
পিতৃণাং বংশকর্তারং বনে ত্যক্ত্বা ক যাস্তথ ॥ ৫১
অথবাস্তংগতে সূর্যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে
ততো নেষ্যথ বা পুত্রমিহস্থা বা ভবিষ্যথ ॥ ৫৩

গৃধ্র উবাচ ।

অদ্য বর্ষসহস্রং মে সাগ্রং জাতস্য মানুষাঃ ।
ন চ পশ্যামি জীবন্তং মৃতং স্ত্রীপুংনপুংসকম্ ॥ ৫৪
মৃতা গর্ভেষু জায়ন্তে জাতমাত্রা ম্রিয়ন্তি চ ।
চঙ্ক্রম্যন্তো ম্রিয়ন্তে চ যৌবনস্থাস্তথা পরে ॥ ৫৫
অনিত্যানীহ ভাগ্যানি চতুষ্পাৎপক্ষিণামপি
জঙ্গমানাং নগানাং বাপ্যাযুরগ্রেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৫৬
ইষ্টদারবিযুক্তাশ্চ পুত্রশোকার্দিতাস্তথা ।
গচ্ছমানাঃ স্ম শোকেন গৃহং গচ্ছন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫৭
অনিষ্টানাং সহস্রাণি তথেষ্টানাং শতানি চ ।
উৎসৃজ্যেহ প্রযাতা বৈ বান্ধবা দুঃখিতাঃ ॥ ৫৮
তাজাতামেব নিস্তেজাঃ শুষ্কঃ কাষ্ঠমিবাগতঃ ।
অস্যদেহবিযুক্তং হি শাবং কাষ্ঠমিবাগতম্ ॥ ৫৯
ত্যক্তুকামস্য চৈবাস্য কস্মাদ্ধিত্বা ন গচ্ছত ।
নিরর্থকো জ্বরঃ স্নেহো নিষ্ফলশ্চ পরিশ্রমঃ ॥ ৬০
চক্ষুর্ভ্যাং ন চ কর্ণাভ্যাং সংপশ্যতি সমীক্ষতে ।
কস্মাদেনং সমুৎসৃজ্য ন গৃহান্ গচ্ছতাশু বৈ ॥ ৬১
মোক্ষধর্মার্জিতৈর্বাক্যৈর্হেতুমদ্ভিঃ সুনিষ্ঠুরৈঃ ।
ময়োক্তা গচ্ছত ক্ষিপ্রং স্বং স্বমেব নিবেশনম্ ॥ ৬২
প্রজ্ঞাবিজ্ঞানযুক্তেন বুদ্ধিসংজ্ঞাপ্রদায়িনা ।
বচনং শ্রাবিতা নূনং মানুষাঃ সংনিবর্তত ।
শোকো দ্বিগুণতাং যাতি দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা চ চেষ্টিতম্ ॥ ৬৩

এই বালক তোমার নিজের রক্ত-মাংসের দ্বারা উৎপন্ন, অর্ধ শরীর-তুল্য এবং পিতৃগণের বংশবৃদ্ধিকর, ইহাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ ?৫২

আচ্ছা, আপাততঃ তোমরা ইহাই কর যে, যতক্ষণ না সূর্যাস্ত হয় এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তোমরা এখানেই থাক ; তারপর এই পুত্রকে তোমরা লইয়া যাইবে অথবা তোমরাই এখানে থাকিবে ।৫৩

গৃধ্র বলিল,—মহাত্মগণ ! আমার বয়স আজ এক হাজার বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু আমি কখনও কোন স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক কাহাকেও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে দেখি নাই ।৫৪

কিছু গর্ভেই মৃত্যুবরণ করত জন্মগ্রহণ করে, কিছু প্রাণী আবার জন্মিয়াই মরিয়া যায়, কিছু প্রাণী আবার চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে (হামাগুড়ি দিতে দিতে) মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কিছু প্রাণী পূর্ণ যৌবনে মৃত্যুবরণ করে ।৫৫

এ জগতে পশু ও পক্ষিগণের ভাগ্যফল অনিত্য । স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগের জীবনে আয়ুরই প্রধানতা থাকে ।৫৬

প্রিয় পত্নীর বিয়োগ ও পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া কত প্রাণী প্রতিদিন শোকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকিয়া এই শ্মশানভূমি হইতে গৃহে ফিরিয়া যায় ।৫৭

বহু জ্ঞাতি বন্ধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এখানে সহস্র সহস্র অপ্রিয় বাক্তি এবং শত শত প্রিয় ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে ।৫৮

তেজোহীন এই মৃত বালক শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে । ইহাকে পরিত্যাগ কর । ইহার প্রাণ অন্য দেহে বালক হইয়াছে । এই নিষ্প্রাণ বালকের এই শব (মৃতদেহ) কাষ্ঠের সদৃশ হইয়া গিয়াছে । তোমরা ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ না কেন ? তোমাদের এই স্নেহ নিরর্থক এবং তোমাদের এই পরিশ্রমেরও কোন ফল নাই ।৫৯-৬০

এই বালক এখন নিজের চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না এবং নিজের কর্ণের দ্বারা কিছু শুনিতেও সমর্থ হয় না । অতএব ইহাকে ত্যাগ করিয়া তোমরা কেন অতি সত্বর নিজ গৃহে গমন করিতেছ না ? ৬১

আমার এই কথা যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইতেছে, তথাপি ইহাতে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে এবং মোক্ষ-ধর্মের সহিত ইহারা অনেক সম্বন্ধও আছে . অতএব ইহাকে মানিয়া তোমরা নিজ নিজ গৃহে সত্বর গমন কর ।। ৬২

মহাত্মগণ ! আমি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং অপর ব্যক্তিদিগকেও জ্ঞানদান করিতে সমর্থ । আমি তোমাদের বিবেক উৎপন্ন করিতে সমর্থ বহু কথা শুনাইয়াছি । এখন তোমরা ফিরিয়া যাও । নিজের মৃত স্বজনের শব দেখিয়া এবং তাহার চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া শোক দ্বিগুণ হইয়া যায় ।৬৩

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সংনিবৃত্তাস্তু মানুষাঃ।
অপশ্যৎ তং তদা মুগ্ধং ক্রতমাগত্য জম্বুকঃ ॥ ৬৪

জম্বুক উবাচ

ইমং কনকবর্ণাভং তুষারৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
পৃথ্বাক্যাৎ কথং পুত্রং ত্যজধ্বং পিতৃপিণ্ডদম্ ॥ ৬৫

ন স্নেহস্য চ বিচ্ছেদো বিলাপরুদিতস্য চ
মৃতস্যাস্য পরিত্যাগাৎ তাপো বৈ ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ৬৬

শ্রূয়তে নামুকে সূত্রে হতে ব্রাহ্মণবালকঃ।
জীবিতো ধর্মরাজাচ্চ রামাৎ সত্যপরাক্রমাৎ ॥ ৬৭

তথা শ্বেতস্য রাজর্ষের্বালো দৃষ্টান্তমাগতঃ
শ্বেতেন ধর্মনিষ্ঠেন মৃতঃ সঞ্জীবিতঃ পুনঃ ॥ ৬৮

তথা কশ্চিন্নভেৎ সিদ্ধো মুনির্বা দেবতাপি বা।
কৃপণানামমুক্রোশং কুর্যাদ্ যো রুদতামিহ ॥ ৬৯

ইত্যুক্তাস্তে ন্যবর্তন্ত শোকার্তাঃ পুত্রবৎসলাঃ।
অথে শিবঃ সমাধায় রুরুহুর্বহ্বিবস্তরম্
তেষাং রুদিতশব্দেন পৃথ্বোঽত্যেত্য বচোঽব্রবীৎ ॥৭০

পৃথ্ব উবাচ।

অশ্রুপাতপরিক্লিষ্টঃ পাণিস্পর্শপ্রপীড়িতঃ।
ধর্মরাজপ্রয়োগাচ্চ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৭১

তপস্বী বা হি সংযুক্তা ধনবন্তো মহাধিয়ঃ।
সর্বে মৃত্যুবশং যান্তি তদিদং প্রেতপত্তনম্ ॥ ৭২

বালবৃদ্ধসহস্রাণি সদা সন্ত্যজ্য বান্ধবাঃ।
দিনানি চৈব রাত্রীশ্চ দুঃখং তিষ্ঠন্তি ভূতলে ॥ ৭৩

অলং নির্বন্ধমাগত্য শোকস্য পরিবারণে।
অপ্রত্যয়ং কৃতো হ্যস্য পুনরস্যেহ জীবিতম্ ॥ ৭৪

মৃতস্যোৎসৃষ্টদেহস্য পুনর্দেহো ন বিদ্যতে
নৈব মুক্তিপ্রদানেন জম্বুকস্য শতৈরপি ॥ ৭৫

পৃথ্বের এই বাক্য শ্রবণ করত এই সব মানুষ পৃথ্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন শৃগাল অতিদ্রুত আসিয়া সেই মৃত বালককে দেখিতে লাগিল। ৬৪

শৃগাল বলিল,—এই বালকের গাত্রবর্ণ স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল। নানাবিধ আভরণে বিভূষিত ও পিতৃগণের পিণ্ডদাতা এই বালক পুত্রকে পৃথ্বের কথায় কেন তোমরা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ? ৬৫

এই মৃত বালককে ত্যাগ করিয়া যাইলে তোমাদের স্নেহের বিলুপ্তি হইবে না, তোমাদের বিলাপ করা ও ক্রন্দন করাও বন্ধ হইবে না। বরং তোমাদের আরও সন্তাপ বাড়িয়া যাইবে—ইহা সুনিশ্চিত। ৬৬

শুনা যায়, সত্যপরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিবার পরে সেই যজ্ঞের প্রভাবে এক মৃত ব্রাহ্মণ-বালক জীবিত হইয়াছিল। ৬৭

এইরূপ রাজর্ষি শ্বেতেরও বালক-পুত্র নিহত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ শ্বেত তাহাকে পুনরায় জীবিত করিয়াছিলেন। ৬৮

সেইরূপ সম্ভব হইলে কোন সিদ্ধ মুনি বা দেবতা যদি আসিয়া উপস্থিত হন্, তবে তিনি দীন-দুঃখী তোমাদের উপর কৃপা করিতে পারেন। ৬৯

শৃগাল এই কথা বলিলে পর সেই পুত্রবৎসল বান্ধবগণ শোকে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই মৃত বালকের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই রোদনধ্বনি শ্রবণ করত পৃথ্ব নিকটে আসিল এবং এই কথা বলিল। ৭০

পৃথ্ব বলিল,—তোমাদের অশ্রুপাতের দ্বারা যাহার দেহ আর্দ্র হইয়া গিয়াছে এবং যে তোমাদের হস্তের দ্বারা সবলে মৃত হইয়াছে, সেই এই বালক ধর্মরাজের আজ্ঞায় চির নিদ্রায় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৭১

তপস্বী, ধনবান্ ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও এ সংসারে মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকেন; সুতরাং ইহা একটি প্রেতনগর। ৭২

এই ভূতলে সমস্ত পিতা-ভ্রাতাদি বন্ধুগণ সর্বদা সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধগণকে পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি দুঃখে অবস্থান করেন। ৭৩

সুতরাং বারংবার ফিরিয়া আসিয়া শোকভার বহন করিলে কোন লাভ নাই। এবং ইহার জীবনলাভের কোনও আশা নাই। আজ ইহার এস্থানে পুনর্জীবন লাভ কিরূপে হইবে? ৭৪

যে ব্যক্তি একবার এই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু বরণ করে, তাহার পক্ষে পুনরায় সেই দেহে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। শত শত শৃগাল যদি নিজেদের শরীর বলিদান করেও, তথাপি শত বর্ষকালেও এই বালককে জীবিত করিতে সমর্থ হইবে না। ৭৫

শক্যং জীবয়িতুং হ্যেষ বালো ধর্মনভৈরপি।
অথ রুদ্রঃ কুমারো বা ব্রহ্মা বা বিষ্ণুরেব চ ॥ ৭৬
বরমস্মৈ প্রযচ্ছেযুস্ততো জীবেদয়ং শিশুঃ
নৈব বাষ্পবিমোক্ষেণ ন বা ঘ্রাসকৃতে ন চ ॥ ৭৭
ন দীর্ঘরুদিতেনায়ং পুনর্জীবং গমিষ্যতি
অহঞ্চ ক্রোষ্টুকশ্চৈব যূয়ং যে চাস্য বান্ধবাঃ ॥ ৭৮
ধর্মাধর্মৌ গৃহীত্বেহ সর্বে বর্তামহেঽধ্বনি
অস্মিন্নং পুরুষং চাপি পরলোকং পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৭৯
অধর্মমনৃতং চৈব সুরাং প্রাজ্ঞো বিবর্জয়েৎ
ধর্মং সত্যং ধ্রুবং ন্যায্যং মহতীঃ প্রাণিনাং দয়াম্ ॥ ৮০
অজিহ্মমশঠঞ্চাপি যত্নতঃ পরিমার্গত
মাতরং পিতরং বাপি বান্ধবান্ সুহৃদস্তথা ॥ ৮১
জীবতো যে ন পশ্যন্তি তেষাং ধর্মবিপর্যয়ঃ।
যো ন পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং নেক্ষতে চ কথঞ্চন ॥ ৮২
তস্য নিষ্ঠাবসানান্তে কৃতন্তঃ কিং করিষ্যথ।

ইত্যুক্তান্তে সুতং ত্যক্ত্বা সুপ্তং শোকপরিপ্লুতাঃ।
যন্ত্রযানাঃ সুতস্নেহাৎ প্রযযুর্যান্তমব্যয়ম্ ॥ ৮৩

জম্বুক উবাচ

দারুণো মর্ত্যলোকোঽয়ং সর্বপ্রাণিবিনাশনঃ
ইষ্টৈঃ সুবিয়োগশ্চ তথেহাদ্ধ্রুব জীবিতম্ ॥ ৮৪
বহ্বলীকমসত্যং চাপ্যতিবাদপ্রিয়ংবদম্
ইমং প্রেক্ষ্য পুনর্ভাবং দুঃখশোকবিবর্ধনম্ ॥ ৮৫
ন মে মানুষলোকোঽয়ং মুহূর্তমপি রোচতে
অহো ধিগ্ পুত্রবাক্যেন যথৈষাবুদ্ধরস্তথা ॥ ৮৬
কথং গচ্ছন্ত নিঃস্নেহাঃ সুতস্নেহং বিসৃজ্য চ।
প্রদীপ্তাঃ পুত্রশোকেন সংনিবর্তন্ত মানুষাঃ ॥ ৮৭
শ্রুত্বা গৃধ্রস্য বচনং পাপস্যেহাকৃতাত্মনঃ
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ॥ ৮৮
সুখদুঃখাবৃতে লোকে নেহাত্যন্তমনন্তরম্
ইমং ক্ষিতিতলে ত্যক্ত্বা বালং রূপসমন্বিতম্ ॥ ৮৯

যদি ভগবান্ শিব, কুমার কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা ও ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে বর দান করেন, তবে এই বালক জীবিত হইতে পারে। ৭৬½

বা অঙ্গ মোচনে, না দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগে এবং না দীর্ঘকাল রোদনের দ্বারা এই বালক জীবিত হইবে। ৭৭½

আমি, এই শৃগাল ও ইহার বন্ধুবর্গ তোমরা সকলে—এই আমরা সকলে ধর্ম ও অধর্ম লইয়া এ জগতে নিজ নিজ পথে চলিতেছি। ৭৮½

বুদ্ধিমান্ পুরুষ অগ্নির আচরণ, কঠোর বচন, অপরের সহিত দ্বেষ, পরের স্ত্রী, অধর্ম ও অসত্য জানিয়া দূর হইতেই এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। ৭৯½

তোমরা সকলে ধর্ম, সত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ন্যায়পূর্ণ আচরণ, সমস্ত প্রাণীর প্রতি অভিদয় দয়া, অকৌটিল্য ও অশঠতা—এই সব সদ্গুণসমূহকে যত্নসহকারে অনুসরণ কর। ৮০½

যে ব্যক্তি জীবিত মাতা-পিতা, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতাদি বন্ধুবর্গকে সদ্ব্যবহারের সহিত দেখাশুনা করে না, তাহার ধর্মের হানি হয়। ৮১½

গৃধ্র এই কথা বলিলে পর সেই শোকদগ্ধ বন্ধুগণ নিজের সেই পুত্রকে যন্ত্রাসনে শয়ন করাইয়া তাহার স্নেহ বশ হইতে হইতে নিজেদের গৃহ-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৮২-৮৩

শৃগাল বলিল,—এই মর্ত্যলোক অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহাতে সমস্ত প্রাণীরই নাশ হইয়া থাকে। প্রিয় বন্ধুগণের বিয়োগও ইহাতে প্রাপ্ত হইতে হয়। এখানে জীবন অল্প। ৮৪

এখানের সব কিছুই অসত্য ও অত্যন্ত অরুচিকর। এখানে বহু কিছুই অতিশয়োক্তি করিয়া বলা হয়, কিন্তু প্রিয়ভাষী লোক অতিশয় বিরল। এখানকার ভাব দুঃখ ও শোকবৃদ্ধিকারী, ইহা দেখিয়া আমার এই মনুষ্যলোক মুহূর্তকালও ভাল লাগিতেছে না। ৮৫½

অহো! ধিক্ তোমাদের তোমরা পুত্রের বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ও দুর্খলদের ন্যায় স্নেহহীন হইয়া পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করত কিরূপে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছ? ৮৬½

বন্ধুগণ! এই গৃধ্র ত' অতিশয় পাপী ও অপবিত্রস্বভাব ইহার কথা শ্রবণ করত তোমরা পুত্রশোকে জ্বলিতে থাকিয়াও কেন ঘরে প্রত্যাবর্তন করিতেছ? ৮৭½

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিয়া থাকে। সুখ ও দুঃখে পরিবৃত এই জগতে নিরন্তর সুখ বা দুঃখ ইহাদের মধ্যে কোন কিছুই একক থাকে না ৮৮½

এই সুন্দর বালক তোমার কুলের শোভা বর্ধনকারী। সে রূপ ও যৌবনসম্পন্ন এবং নিজ কান্তিতে প্রকাশিত হইতেছে।

কুলশোভাকরঃ মূঢ়াঃ পুত্রং ত্যক্ত্বা ক যাস্যথ ।
রূপযৌবনসম্পন্নঃ স্তোতব্যানমিব শ্রিয়া ॥ ৯০
জীবন্তমেব পশ্যামি মনসা নাত্র সংশয়ঃ ।
বিনাশো নাস্য ন হি বৈ সুখং প্রাপ্স্যথ মানুষাঃ ॥ ৯১
পুত্রশোকাভিতপ্তানাং মৃতানামন্ত যঃ ক্ষয়ম্ ।
সুখসম্ভাবনং কৃত্বা ধারয়িত্বা সুখং ক্ষয়ম্ ।
ত্যক্ত্বা গমিষ্যথ কাদ্য মদুৎসৃজ্যাদ্রুবুদ্ধিবৎ ॥ ৯২

ভীষ্ম উবাচ

তথা ধর্মবিরোধেন প্রিয়মিথ্যাভিধায়িনা
শ্মশানবাসিনা নিত্যং রাত্রিঃ মৃগয়তা নৃপ ॥ ৯৩
ততো মধ্যস্থতাং নীত্বা বচনৈরমৃতোপমৈঃ ।
জম্বুকেন স্বকার্যার্থং বান্ধবাস্তস্য বিস্মিতাঃ ॥ ৯৪

পৃথ্র উবাচ ।

অয়ং প্রেতসমাকীর্ণো যক্ষ-রাক্ষসসেবিতঃ ।
দারুণঃ কাননোদ্দেশঃ কৌশিকৈরভিনাদিতঃ ॥ ৯৫
ভীমঃ সুঘোরশ্চ তথা নীলমেঘসমপ্রভঃ ।
অস্মিন্নহং পরিত্যজ্য প্রেতকার্য্যাণ্যুপাসত ॥ ৯৬
তাবদুর্যাবৎ প্রযাত্যস্তং যাবচ্চ বিমলা দিশঃ ।
তাবদেনং পরিত্যজ্য প্রেতকার্য্যাণ্যুপাসত ॥ ৯৭
নদন্তি পরুষং ক্ষেমাঃ শিবাঃ ক্রোশন্তি দারুণম্ ।
মৃগেন্দ্রাঃ প্রতিনদন্তি রবিরস্তঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৮
চিতাধূমেন নীলেন সংরক্তান্তে চ পাদপাঃ ।
শ্মশানে চ নিরাহারাঃ প্রতিনর্দন্তি বেহিনঃ ॥ ৯৯
সর্বে বিকৃতদেহাশ্চাপ্যস্মিন্ দেশে সুদারুণে ।
মূঢ়ান্ প্রবর্ধয়িষ্যন্তি বিকৃতা মাংসভোজিনঃ ॥ ১০০
ক্রূরশ্চায়ং বনোদ্দেশো ভয়মস্ত ভবিষ্যতি ।
ত্যজ্যতাং কাষ্ঠকূতোঽয়ং মৃতস্তাং জাম্বুকং বচঃ ॥১০১

মূর্খ বন্ধুগণ ! এই পুত্রকে কৃতঘ্নে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ ? ৮৯-৯০

বন্ধুগণ ! আমি ত' নিজের মনে এই বালককে জীবিতই দেখিতে পাইতেছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ইহার নাশ হইবে না । তোমরা অবশ্যই সুখলাভ করিবে । ৯১

পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া তোমরা নিজেরাই মৃততুল্য হইয়া গিয়াছ, অতএব তোমাদের পক্ষে এইভাবে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে । এই বালক হইতে সুখের সম্ভাবনা করিয়া সুখ লাভের সুদৃঢ় আশা ধারণ করত তোমরা সকলে অল্পবুদ্ধি মনুষ্য-তুল্য হইয়া এই বালককে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ ? ৯২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! এই শৃগাল সর্বদা শ্মশান ভূমিতেই বাস করিত এবং নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য রাত্রি-কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, অতএব সে ধর্মবিরোধী, মিথ্যা ও অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া সেই বালকের পিত্রাদি বান্ধবগণকে পরিবর্তেই বিশ্বাসিত করিয়া রাখিল । তাঁহারা তখন গৃহে যাইতেও পারিতেছিলেন না এবং শ্মশান-ভূমিতে অবস্থান করিতেও সাহস পাইতে ছিলেন না । কিন্তু শেষে তাঁহারা অবস্থান করিতেই বাধ্য হইলেন । ৯৩-৯৪

পৃথ্র বলিল,—মনুষ্যগণ ! এই বনা প্রদেশ প্রেতগণে পরিপূর্ণ । ইহার মধ্যে বহু যক্ষ ও রাক্ষস বাস করে এবং বহু পেচক কর্কশ শব্দ করিতেছে ; অতএব এস্থান অতিশয় ভয়ঙ্কর । ৯৫

এই বন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ভীষণ ও নীলবর্ণ মেঘ-সদৃশ অন্ধকারে পরিপূর্ণ । এই মৃতকে এ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা প্রেত কার্যের অনুষ্ঠান কর । ৯৬

যতক্ষণ না সূর্যদেব অস্তমিত হন্ এবং যতক্ষণ দিঙ্মণ্ডল নির্মল থাকে, ততক্ষণের মধ্যে তোমরা এই মৃত বালককে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া ইহার প্রেত কার্যসকলের অনুষ্ঠান কর । ৯৭

এই বনে বাক্ষসগণ ঘোর কঠোর স্বরে নিনাদ করিতেছে, শৃগালগণ ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে 'হুয়া হুয়া' শব্দ করিতেছে, সিংহ-সকল গর্জন করিতেছে এবং সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন । ৯৮

চিতার কৃষ্ণবর্ণ ধূমে সেখানকার সকল বৃক্ষ নীল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল । শ্মশান ভূমিতে এখানকার নিরাহার প্রাণীরা (প্রেত-পিশাচাদি) অতিশয় গর্জন করিতেছে । ৯৯

এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে অবস্থানকারী সকল প্রাণী অতিশয় বিকরাল দেহধারী । ইহারা সকলেই মাংসাশী ও বিকৃত অঙ্গ-বিশিষ্ট । ইহারা তোমাদের সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে । ১০০

বনের এই অংশ ক্রূর প্রাণিগণে পরিপূর্ণ । এখন তোমাকে অতিশয় ভয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে । এই বালক ত' এখন কাষ্ঠ-সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে । ইহাকে পরিত্যাগ কর এবং শৃগালের বাক্য সত্য কর অর্থাৎ তাহার কথায় লোভে পতিত হইও না । ১০১

যদি তুষ্টুকবাক্যানি নিষ্ফলান্যনৃতানি চ
শ্রোষ্যথ ভ্রষ্টবিজ্ঞানাস্ততঃ সর্বে বিনঙ্ক্ষ্যথ ॥ ১০১

তুষ্টুক উবাচ।

স্থীয়তাং নেহ ভেতব্যং যাবৎ তপতি ভাস্করঃ
তাবদস্মিন্ মৃতে স্নেহাদনির্বেদেন বর্ত্তত ॥ ১০৩

বৈস্বরং ক্রন্দন্তো বিস্রব্ধাশ্চিরং স্নেহেন পশ্যত
(দারুণেঽস্মিন্ বনোদ্দেশে ভয়ং বো ন ভবিষ্যতি
অয়ং সৌম্যো বনোদ্দেশঃ পিতৃণাং নিধনাকরঃ ॥)
স্থীয়তাং যাবদাদিত্যঃ কিঞ্চ ক্রব্যাদভাষিতৈঃ ॥১০৪

যদি গৃধ্রস্য বাক্যানি তীক্ষ্ণানি রভসানি চ।
গৃহীত মোহিতাস্মান: মৃতো যো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৫

ভীষ্ম উবাচ।

গৃধ্রোঽব্রুবমিত্যাহ গতো গতো নেতি চ তুষ্টুকঃ।
মৃতস্য তং পরিজনমূচতুস্তৌ ক্ষুধার্দিতৌ ॥ ১০৬
স্বকার্য্যবদ্ধকক্ষৌ তৌ রাজন্ গৃধ্রোঽথ তুষ্টুকঃ।
স্নৃৎপিপাসোপরিশ্রান্তৌ শ্বাশ্রমাদস্য তস্থতঃ ॥ ১০৭
তয়োর্বিজ্ঞানবিদুষোর্হেয়ুপাদেয়য়োস্তদা।
বাক্যৈরমৃতকল্পৈস্তৈঃ প্রতিষ্ঠন্তি ব্রজন্তি চ ॥১০৮
শোকদৈন্যসমাবিষ্টা রুদন্তস্তস্থিরে তদা
স্বকার্য্যকুশলাভ্যাং তে সন্ত্রাসান্তেন নৈপুণাৎ ॥১০৯
তথা তয়োর্বিবদতোর্বিজ্ঞানবিদুষোর্ষয়োঃ।
বান্ধবানাং স্থিতানাং চাপ্যুপাতিষ্ঠত শঙ্করঃ ॥ ১১০
দেব্যা প্রণোদিতো দেবঃ কারুণ্যাদ্ভীকৃতেক্ষণঃ।
ততস্তানাহ মনুজান্ বরদোঽস্মীতি শঙ্করঃ ॥ ১১১
তে প্রভ্বূচুরিদং বাক্যং দুঃখিতাঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ।
একপুত্রবিহীনানাং সর্বেষাং জীবিতাধিনাম্ ॥ ১১২

যদি তোমরা বিবেকভ্রষ্ট হইয়া শৃগালের মিথ্যা ও নিষ্ফল বাক্য শুনিতে থাক, তবে তোমরা সকলেই নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১০২

শৃগাল বলিল,—অবস্থান কর, অবস্থান কর যতক্ষণ এখানে সূর্য্যের প্রকাশ থাকিবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও ভয় নাই সেই সময় পর্য্যন্ত তোমরা এই বালকের প্রতি স্নেহবশতঃ মমতাপূর্ণ আচরণ কর। নির্ভয় হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে থাক এবং মনুষ্যকাতরস্বরে ক্রন্দন কর। যদিও এই বন প্রবেশ ভয়ঙ্কর, তথাপি এখানে তোমাদের কোন ভয় নাই; কারণ, এই ভূ-ভাগ পিতৃগণের নিবাসস্থান বলিয়া শ্মশান হইলেও অতিশয় সুখদ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব আছেন, ততক্ষণ এখানে অবস্থান কর। এই মাংসভক্ষী গৃধ্রের বাক্য শুনিয়া কি ফল লাভ হইবে? ১০৩-১০৪

যদি তুমি মোহিতচিত্ত হইয়া এই গৃধ্রের অসত্য ও বিস্রাব্যিকর বাক্যসকল যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ কর, তবে তোমরা এই মৃতকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ১০৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই গৃধ্র ও শৃগাল উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত ছিল এবং নিজ নিজ উদ্দেশসিদ্ধির জন্য মৃতের বন্ধু-বান্ধবগণের সন্নিধ্যে কথা বলিতেছিল। গৃধ্র বলিতেছিল যে, সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে এবং শৃগাল বলিল যে, না, এখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই ॥ ১০৬

রাজন্! গৃধ্র ও শৃগাল নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিতে কটিবদ্ধ করিয়াছিল অর্থাৎ নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধার জন্য কোমর বাঁধিয়া যুক্তিজালে বিস্তার করিতেছিল উভয়েই ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত হইতেছিল এবং উভয়েই শ্মশানকে অবলম্বন করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। ১০৭

ইহাদের মধ্যে একজন পশু ও একজন পক্ষী ছিল উভয়েই জ্ঞানের কথা জানিত এই উভয়ের অমৃততুল্য বাক্যের প্রভাবে সেই মৃত বালকের বান্ধবগণ কখনও গৃহ-অভিমুখে যাইতেছিলেন এবং কখনও অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০৮

শোক ও দীনতায় আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সেই সময় রোদন করিতে করিতে অবস্থান করিলেন নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে নিপুণ গৃধ্র ও শৃগাল নিজেদের চাতুর্য্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে ভুলাইতে লাগিল। ১০৯

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই দুই জন এইভাবে যখন বিবাদ চলিতেছিল এবং মৃতের বান্ধবগণও সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়েই ভগবতী শ্রীপার্ব্বতীদেবীর প্রেরণায় ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন তাঁহার নেত্রদ্বয় করুণাবশে আর্দ্র ছিল। বরদাতা ভগবান্ শঙ্কর সেই মনুষ্য-দিগকে বলিলেন,—আমি তোমাদের বরদান করিব ॥ ১১০-১১১

তখন সেই দুঃখিত মনুষ্যগণ ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—প্রভো! এই একবার পুত্রহীন হইয়া আমরা মৃততুল্য হইয়াছি। আপনি আমাদের পুত্রকে জীবিত করিয়া জীবনার্থী আমাদের সকলকে জীবনদান করিতে কৃপা করুন ॥ ১১২॥

পুত্রস্য মে জীবদানাজ্জীবিতং দাতুমর্হসি
এবমুক্তঃ স ভগবান্ বারিপূর্ণেন চক্ষুষা ॥ ১১৩
জীবিতং স্ম কুমারায় প্রাদাদ্ বর্ষশতানি বৈ
তথা গোমায়ু পুত্রাভ্যাং প্রাদদৎ ক্ষুদ্‌বিনাশনম্ ॥১১৪
বরং পিনাকী ভগবান্ সর্বভূতহিতে রতঃ ।
ততঃ প্রসন্না তে দেবং প্রাহুঃ হর্ষসমন্বিতাঃ ১১৫
কৃতকৃত্যাঃ সুখং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তিষ্ঠন্ত তদা বিভো
অনির্বেদেন বীর্যেণ নিশ্চয়েন দমেন চ ॥ ১১৬
দেবদেবপ্রসাদাচ্চ ক্ষিপ্রং ফলমবাপ্যতে
পশ্য দৈবস্য সংযোগং বান্ধবানাঞ্চ নিশ্চয়ম্ ॥ ১১৭
কৃপণানাং তু রুদতাং কৃতমন্যুপ্রযাচনম্
পশ্য চাত্রেন কালেন নিস্তরাদেবণেন চ ॥ ১১৮

প্রসাদং শঙ্করাৎ প্রাপ্য দুঃখিতাঃ সুখমাপ্নুবন্ ।
তে বিস্মিতাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ পুত্রসঞ্জীবনাৎ পুনঃ ॥ ১১৯
বভূবুর্ভরতশ্রেষ্ঠ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য বৈ ।
ততস্তে হৃষিতা রাজংস্ত্যক্ত্বা শোকং সিসৃক্ষবম্ ॥১২০
বিবিক্তঃ পুত্রমাদায় নগরং হৃষ্টমানসাঃ
এষা বুদ্ধিঃ সমস্তানাং চাতুর্বর্ণ্যে নিদর্শিতা ॥ ১২১
ধর্মার্থমোক্ষসংযুক্তমিতিহাসমিমং শুভম্ ।
শ্রুত্বা মনুষ্যঃ সততমিহামুত্র চ মোদতে ॥ ১২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি গৃধ্রগোমায়ুসংবাদে
কুমারসঞ্জীবনে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩

তাঁহার যখন অক্ষপূর্ণনেত্রে ভগবান্ শঙ্করের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি সেই বালকদ্বয়কে জীবিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে শতবর্ষ আয়ু প্রদান করিলেন ।১১৩-১১৪।

কেবল ইহাই নহে, সর্বভূতহিতকারী পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর গৃধ্র ও গৃধ্রাদেরও ক্ষুধা-নিবারক বর প্রদান করিলেন ।১১৪।

প্রভাবশালী ঋষিগণ তখন তাঁহারা সকলে হর্ষে উল্লসিত ও কৃতকার্য হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করত সুখ ও প্রসন্নতার সহিত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ।১১৫।

যদি মানুষ অক্ষুব্ধচিত্তে দৃঢ় ও প্রবল নিশ্চয়তার সহিত প্রচেষ্টা করিয়া যায়, তবে দেবতাদিগের ভগবান্ শঙ্করের প্রসাদে সেই মানুষ অতি সত্বর মনোবাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে ।১১৬-১১৭।

দেখ, দৈবের সংযোগ ও বন্ধু-বান্ধবগণের দৃঢ়নিশ্চয়, যাহার ফলে দীনতার সহিত রোদনকারী মনুষ্যগণের অল্প আয়াসকালের মধ্যেই যাচিত হইল । ইহা নিশ্চয়তার সহিত কৃত অনুসন্ধান ও প্রযত্নের ফল ।১১৭-১১৮।

ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় সেই দুঃখিত মনুষ্যগণ সুখলাভ করিলেন । পুত্রের পুনর্জীবনে তাঁহারা বিস্মিত ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন ।১১৯।

রাজন্ ! ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় সেই সব মনুষ্যগণ অতি সত্বর পুত্রশোক ত্যাগ করত প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন ।১২০-।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণে উৎপন্ন সকল মানুষের পক্ষেই এই বুদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে । ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ সমন্বিত এই শুভ ইতিহাস সর্বদা শ্রবণ করিলে মনুষ্য ইহলোক ও পরলোকে আনন্দ অনুভব করেন ।১২১-১২২।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে গৃধ্র ও গৃধ্রাদের সংবাদপ্রসঙ্গে মৃত বালকের পুনর্জীবনলাভবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(নারদস্য শাল্মলিবৃক্ষসমীপে তস্য প্রশংসাপূর্ব্বকং প্রশ্নঃ)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বলিনঃ প্রত্যমিত্রস্য নিত্যমাসন্নবর্ত্তিনঃ
উপকারাপকারাভ্যাং সমর্থস্যোদ্যতস্য চ ॥ ১
মোহাদ্ বিকত্থনামাত্রৈরসারোঽল্পবলো লঘুঃ।
বাগ্ভিরপ্রতিরূপাভিরিচ্ছন্ত্র পিত্তামব ॥ ২
আত্মনো বলমাস্থায় কথং বর্ত্তেত মানবঃ
আগচ্ছতোঽভিক্রুদ্ধস্য তদোদ্ধরণকামস্য ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
সংবাদং ভরতশ্রেষ্ঠ শাল্মলেঃ পবনস্য চ ॥ ৪
হিমবন্তং সমাসাদ্য মহানাসীদ্ বনস্পতিঃ
বর্ষপুগাভিসংবৃদ্ধঃ শাখী স্কন্ধী পলাশবান্ ॥ ৫
তত্র স্ম মত্তমাতঙ্গা ঘর্মার্ত্তাঃ শ্রমকর্শিতাঃ
বিশ্রাম্যন্তি মহাবাহো যথাকাময়ং মুহুরুত্তমঃ ॥ ৬
নক্তমাত্রপতীশাহো ঘনচ্ছায়ো বনস্পতিঃ।
সারিকাশুকসংজুষ্টঃ পুষ্পবান্ ফলবানপি ॥ ৭
সায়িকা বলিভুক্তাপি তাপসাশ্চ বনৌকসঃ
বসন্তি তত্র সাগর্ষ্যাঃ সুহৃদো নগসত্তমে ॥ ৮
তস্য তা বিপুলাঃ শাখা দৃষ্ট্বা স্কন্ধঞ্চ সর্ব্বশঃ
অভিগম্যাব্রবীদেনং নারদো ভরতর্ষভ ॥ ৯
অহো নু রমণীয়ত্বমহো চাসি মনোহরঃ।
প্রীয়ামহে ত্বয়া নিত্যং তরুপ্রবর শাল্মলে ॥ ১০
সদৈব শকুনাস্তাত মৃগাশ্চাথ তথা গজাঃ
বসন্তি তব সংহৃষ্টা মনোহর মনোহরাঃ ॥ ১১
তব শাখা মহাশাখ স্কন্ধাংশ্চ বিপুলাংস্তথা।
ন বৈ প্রভগ্নান্ পশ্যামি মারুতেন কথঞ্চন ॥ ১২
কিং নু তে পবনস্তাত প্রীতিমানথবা সুহৃৎ।
যঃ রক্ষতি সদা যেন বনেঽত্র পবনো ধ্রুবম্ ॥ ১৩

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

[নারদ কর্ত্তৃক শাল্মলিবৃক্ষের নিকটে তাহার প্রশংসাপূর্ব্বক প্রশ্ন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহারা বলবান্, নিত্য নিকটবর্ত্তী, উপকার ও অপকার করিতে সমর্থ এবং নিত্য উদ্যোগশীল, এরূপ শত্রুদের সহিত যদি কোন অল্প বলশালী, অসার ও সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র মনোভাব প্রকাশকারী মানুষ মোহবশতঃ আত্মপ্রশংসাসূচক অযোগ্য কথা বলিয়া শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং সেই বলবান্ শত্রু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দুর্বল মানুষকে উৎখাত করিবার জন্য যদি আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে সেই আক্রান্ত মানুষ নিজেই বলেই সাহসে সেই আক্রমণকারীর সহিত কিরূপ আচরণ করিবে? (যাহাতে তাহার রক্ষা হইতে পারে।) ১-৩

ভীষ্ম বলিলেন, এই বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষেরা বায়ু ও শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৪

হিমালয়ের পর্ব্বতে এক অতি বৃহৎ বনস্পতি ছিল। এই বৃক্ষটি বহু বর্ষ ধরিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং শাখা, স্কন্ধ ও পল্লবসমূহে এই বৃক্ষ পরিপূর্ণ ছিল। ৫

মহাবাহো! ইহার নিম্নে বহুসংখ্যক মদমত্ত হস্তী এবং অন্যান্য বহু পশু গ্রীষ্মতাপে পীড়িত ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। ৬

এই বৃক্ষ চারি শত হস্ত লম্বা এবং ইহার ছায়া অতিশয় ঘন ছিল। ইহার উপর সারি ও শুক পক্ষীর দল বাসা করিয়া বাস করিত। এই বৃক্ষ ফল ও পুষ্পসমূহে পূর্ণ ছিল। ৭

ফলভক্ষণ করিয়া যাহারা তৃপ্ত পরমকারুণিক ঋষিক, বনবাসী তপস্বী এবং অন্যান্য পথিকগণও সেই রমণীয় ও শ্রেষ্ঠ বৃক্ষের নিম্নে নিবাস করিত। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বৃক্ষের বহু বিশালকায় শাখা ও বিরাট স্কন্ধ দেখিয়া দেবর্ষি নারদ তাহার নিকট গমন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ৯

অহো! শাল্মলে! তুমি অতিশয় রমণীয় ও মনোহর তরুশ্রেষ্ঠ! তোমার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা প্রীতিলাভ করি। ১০

তাত! মনোহর বৃক্ষরাজ! তোমার শাখাসমূহে সর্ব্বদাই বহু পক্ষী এবং নিম্নে বহু বন্য ও হস্তী অতিশয় আনন্দের সহিত বাস করে। ১১

বিশাল শাখাসমূহে সুশোভিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠ! আমি দেখিতেছি যে, তোমার শাখাসকল ও বিশাল স্কন্ধসকল বায়ুদেবও কোনরূপেই ভগ্ন করেন না। ১২

তাত! পবনদেব কি কারণে তোমার উপর বিশেষ প্রসন্ন

ভগবান্ পবনঃ স্থানাদ্ বৃক্ষানুচ্চাবচানপি।
পর্বতানাঞ্চ শিখরাণ্যাচালয়তি বেগবান্ ॥ ১৪
শোষয়ত্যেব পাতালং বহন্ গন্ধবহঃ শুচিঃ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব সাগরাংশ্চ তথৈব চ ॥ ১৫
সংরক্ষতি ত্বাং পবনঃ সন্নিধেন স সংশয়ঃ।
তস্মাৎ ত্বং বহুশাখোঽপি সর্ণবান্ পুষ্পবানপি ॥ ১৬
ইদঞ্চ রমণীয়ং তে প্রতিভাতি বনস্পতে।
যদিমে বিহগাস্তাত রমন্তে যুদ্ধিত ত্বয়ি ॥ ১৭
এষাং পৃথক্ সমস্তানাং শ্রূয়তে মধুরস্বর
পুষ্পসম্মোদনে কালে বাশতাং সুমনোহরম্ ॥ ১৮

তথেমে গর্জিতা নাগাঃ ঋতুধর্মসমোদিতাঃ
বর্ষার্তাস্ত্বাং সমাসাদ্য সুখং বিন্দন্তি শাদ্বলে ॥ ১৯
তথৈব মৃগজাতীভিরঙ্গাভিরভিশোভসে
তথা সর্বাবিবাসৈশ্চ শোভসে মেরুবদ্রুম ॥ ২০
ব্রাহ্মণৈশ্চ তপঃসিদ্ধৈস্তাপসৈঃ সমলৈস্তথা।
ত্রিবিষ্টপসমং মন্যে তবায়তনমেব হি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে
চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

আছেন অথবা তিনি তোমার সুহৃৎ, যাহাতে তুমি এই বনে সর্বদা তিনি তোমাকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করেন ? ১৩

ভগবান্ বায়ু এতাদৃশ বেগশালী যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষসকলের কথা কি বলিবার আছে, তিনি পর্বতসমূহের সমস্ত শিখরকেও স্থান হইতে চালিত করিতে পারেন। ১৪

গন্ধবহনকারী ও পবিত্র পবন পাতাল, সরোবর, নদী ও সমুদ্র-সকলকেও শুষ্ক করিতে সমর্থ হন। ১৫

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, বায়ুদেব তোমাকে নিজের মিত্র বলিয়া মনে করায় তোমাকে রক্ষা করেন ; সেইজন্য তুমি বহু শাখাসমূহে সম্পন্ন এবং পত্র ও পুষ্পসকলে পূর্ণ রহিয়াছ। ১৬

তাত বনস্পতে ! তোমার নিকটে এই অতিশয় রমণীয় দৃশ্য অনুভূত হইতেছে যে, এই সব পক্ষী তোমার শাখাসমূহের উপরে অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে রমণ করিতেছে। ১৭

এষাং পৃথক্ সমস্তানাং শ্রূয়তে মধুরস্বর
পুষ্পসম্মোদনে কালে বাশতাং সুমনোহরম্ ॥ ১৮

যখন ঋতুতে অত্যন্ত মনোহর কূজনকারী এই পক্ষিগণের পৃথক্ পৃথক্ আবার যখনও সকলের একসঙ্গে মধুর স্বর শুনা যাইতেছে। ১৮

শাল্মলে ! নিজের পুষ্পসমূহে সুশোভিত গর্জনকারী এই সব গজরাজগণ অত্যন্ত রৌদ্রতাপে পীড়িত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করত সুখলাভ করে। ১৯

বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ! তুমি এইরূপ অন্যান্য জাতির পশুগণের দ্বারা পর্বতোত্তাবে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছ এবং তুমি সকলের নিবাসস্থান হওয়ায় মেরুপর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছ। ২০

তপস্যার দ্বারা সিদ্ধ (অথবা শুদ্ধ) তাপস, ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকগণের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া তোমার এই স্থান স্বর্গের ন্যায় মনে হইতেছে। ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে বায়ু-শাল্মলির সংবাদবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্মলিবৃক্ষস্তাহঙ্কারং দৃষ্ট্বা নারদেন তস্য তিরস্কারঃ।]

নারদ উবাচ।

বন্ধুত্বাদথবা সখ্যাচ্ছাল্মলে নাত্র সংশয়ঃ।
পালয়ত্যেব সততং ভীমঃ সর্বত্রগোঽনিলঃ ॥ ১

ভগ্নভাবং পরমং বায়োঃ শাল্মলে ত্বমুপাগতঃ।
তবাহমস্মীতি সদা যেন রক্ষতি মারুতঃ ॥ ২

ন তং পশ্যাম্যহং বৃক্ষং পর্বতং বেশ্ম বেশ্মনম্।
যং ন বায়ুবলাদ্ ভগ্নং পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৩

ত্বং পুনঃ কারণৈর্নূনং রক্ষ্যসে শাল্মলে যথা।
বায়ুনা সপরীবারস্তেন তিষ্ঠস্যসংশয়ম্ ॥ ৪

শাল্মলিরুবাচ।

ন মে বায়ুঃ সখা ব্রহ্মন্ ন বন্ধুর্ন চ মে সুহৃৎ।
পরমেষ্ঠী তথা নৈব যেন রক্ষতি মানিলঃ ॥ ৫

মম তেজো বলং ভীমং বায়োরপি হি নারদ
কলামষ্টাদশীং প্রাপ্তৈর্ন মে প্রাপ্নোতি মারুতঃ ॥ ৬

আগচ্ছন্ পুরুষো বায়ুর্মম বিষ্টম্ভিতো বলাৎ।
ভঞ্জন্ দ্রুমান্ পর্বতাংশ্চ যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ৭

স ময়া বহুশো ভগ্নঃ প্রভঞ্জন্ মে প্রভঞ্জনঃ।
তস্মান্ন বিভ্যে দেবর্ষে ক্রুদ্ধাদপি সমীরণাৎ ॥ ৮

নারদ উবাচ।

শাল্মলে বিপরীতং তে দর্শনং নাত্র সংশয়ঃ।
ন হি বায়োর্বলেনাস্তি ভূতং তুল্যবলং ক্বচিৎ ॥ ৯

ইন্দ্রো যমো বৈশ্রবণো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ।
নৈতেঽপি তুল্যা মরুতঃ কিং পুনস্ত্বং বনস্পতে ॥ ১০

যচ্চে কিঞ্চিদীহ প্রাণী চেষ্টতে শাল্মলে ভুবি
সর্বত্র ভগবান্ বায়ুশ্চেষ্টাপ্রাণকরঃ প্রভুঃ ॥ ১১

পঞ্চ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[শাল্মলিবৃক্ষের অহঙ্কার দেখিয়া তাহাকে নারদের তিরস্কার।]

নারদ বলিলেন, শাল্মলে! ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, তোমাকে নিজের বন্ধু (উপকারকারী) এবং মিত্র (সহায়তাকারী) বলিয়া মনে করায় সর্বত্র গমনকারী ভগবান্ বায়ুদেব সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। ১

শাল্মলে! মনে হইতেছে, তুমি বায়ুর সুমুখে অত্যন্ত বিনম্র হইয়া বলিয়া থাক যে, 'আমি ত' আপনারই,' সেই কারণে তিনি তোমাকে রক্ষা করেন। ২

আমি এ পৃথিবীতে এরূপ কোন বৃক্ষ, পর্বত বা গৃহ দেখি নাই, যাহা বায়ুর বলে ভগ্ন না হয়। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, বায়ুদেব সকলকেই ভগ্ন করিতে পারেন। ৩

শাল্মলে! কিন্তু এরূপ কারণ অবশ্যই আছে, যাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বায়ুদেব সর্বদা পরিবারবর্গের সহিত তোমাকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। এই কারণের জন্য নিঃসন্দেহে তুমি অবস্থান করিতেছ। ৪

শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষ বলিল,—ব্রহ্মন্! বায়ু আমার সাহায্যকারী মিত্র নন্, উপকারকারী বন্ধু নন্ এবং একত্রে বিচরণকারী ও ক্রীড়াকারী সুহৃদও নন্ আর তিনি ব্রহ্মাও নন্ যে, আমাকে রক্ষা করিবেন। ৫

নারদ! আমার তেজ ও বল বায়ু হইতেও অধিক। বায়ু নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা আমার আঠার ভাগের একভাগকেও ভগ্ন করিতে সমর্থ হইবেন না। ৬

যে সময় নিষ্ঠুর বায়ুদেব বৃক্ষ, পর্বত ও অন্যান্য বস্তুসকলকে ভগ্ন করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন্, সেই সময় আমি তাঁহার গতিকে নিজ বলে প্রতিরোধ করি। ৭

দেবর্ষে! এইভাবে আমি নানারূপে ভয়কারী বায়ুর গতিকে বহুবার রুদ্ধ করিয়াছি, অতএব তিনি যদি কুপিত হন্, তবে উহাতে আমি ভীত হই না। ৮

নারদ বলিলেন,—শাল্মলে! এই বিষয়ে তোমার দৃষ্টি বিপরীত অর্থাৎ বোধশক্তি (ধারণা) বিপরীত, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কারণ, বায়ুর বলসদৃশ কোনও প্রাণীরই বল নাই। ৯

বনস্পতে! ইন্দ্র, যম, কুবের ও জলাধিপতি বরুণ—ইঁহারা সকলেও বায়ুতুল্য বলশালী নহেন, সুতরাং তোমার ন্যায় এক সাধারণ বৃক্ষের কথা আর কি বলিবার আছে? ১০

শাল্মলে! প্রাণীরা এই জগতে যাহা কিছু চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার শক্তি ও প্রাণদায়কারী হইলেন সর্বত্র সামর্থ্যশালী ভগবান্ পবনদেব। ১১

এষ চেষ্টয়তে সম্যক্ প্রাণিনঃ সম্যগাহতঃ।
অসম্যগাহতো ভূয়শ্চেষ্টতে বিকৃতং নৃষু ॥ ১১
স ত্বমেবংবিধং বায়ুং সর্বসত্ত্বভৃতাং বরম্।
ন পূজয়সি পূজ্যং ত্বং কিমন্যদ্ বুদ্ধিলাঘবাৎ ॥ ১৩
অসারশ্চাপি দুর্মেধাঃ কেবলং বহু ভাষসে।
ক্রোধাদিভিরবচ্ছন্নো মিথ্যা বদসি শাদ্বলে ॥ ১৪
মম রোষঃ সমুৎপন্নস্ত্বয্যেবং সম্প্রভাষতি।
স্তবীমোষ স্বয়ং বায়োস্তব দুর্ভাষিতং বহু ॥ ১৫
চন্দনৈঃ সুমনৈঃ শালৈঃ সরলৈর্দেবদারুভিঃ।
বেতসৈর্বঞ্জুলৈশ্চাপি যে চান্যে বলবত্তমাঃ ॥ ১৬
তৈশ্চাপি নৈবং দুর্বুদ্ধে ক্ষিপ্তো বায়ুঃ কৃতাঞ্জলিঃ
তেঽপি জানন্তি বায়োশ্চ বলমাত্মন এব চ ॥ ১৭
তস্মাৎ ত্বং বৈ নমস্তস্তি বলনঃ শুক্লসত্ত্বতাঃ
যং তু মোহাত্ত জানীষে বায়োর্বলমনন্তকম্
এবং তস্মাদ্ গমিষ্যামি সকাশং মাতরিশ্বনঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবন-শাল্মলিসংবাদে
পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫

ইনি যখন যেসকলকে প্রকৃতভাবে প্রাণাদিরূপে বিস্তার লাভ করেন, তখন সমস্ত প্রাণীরাই সম্যক্‌ভাবে চেষ্টাশীল হইয়া থাকে কিন্তু ইনি যখন প্রকৃতভাবে বিস্তার লাভ না করেন, তখন প্রাণিগণের দেহে বিকৃতি আসিতে থাকে। ১১

এইরূপ সমস্ত বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় বায়ুদেবের তুমি যে সম্মান করিতেছ না, ইহা তোমার বুদ্ধির লঘুতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ১৩

শাল্মলে! তুমি সারহীন (বৈর্যহীন) ও দুর্মতি, কেবল বহু কথা বলিতেছ এবং ক্রোধাদি দুর্ভাবে প্রেরিত হইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া যাইতেছ। ১৪

তোমার এইরূপ কথাবার্তায় আমার মনে রোষ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমি স্বয়ংই বায়ুর সম্মুখে তোমার এই সব দুর্বচনকে বলিয়া শুনাইব। ১৫

চন্দন, সুমন (তিনিশ), শাল, সরল, দেবদারু, বেতস (বেত) বঞ্জুল এবং অন্য যে সব বলবান্ বৃক্ষ আছে, সেই শিক্ষিতবুদ্ধি বৃক্ষগণও কখনও এইভাবে বায়ুদেবের প্রতি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে নাই। দুর্বুদ্ধে! তাহারাও নিজেদের এবং বায়ুর বল উত্তমরূপে জানে; সেই কারণে এই সব শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ বায়ুদেবের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া থাকে। ১৬-১৭

তুমি ত' মোহবশতঃ বায়ুর অনন্ত বলের কিছুই বুঝিতে পার নাই; অতএব এখন আমি এস্থান হইতেই বায়ুর নিকটে গমন করিব। ১৮

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে পবন ও শাল্মলির সংবাদবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[নারদবাক্যমাকর্ণ্য বায়ুনা শাল্মলেস্তিরস্কারঃ, বায়ুং তিরস্কুর্বতঃ শাল্মলেশ্চিন্তা চ]

ভীষ্ম উবাচ

এবমুক্ত্বা তু রাজেন্দ্র শাল্মলিং ব্রহ্মবিত্তমঃ
নারদঃ পবনে সর্বং শাল্মলের্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

নারদ উবাচ

হিমবৎপৃষ্ঠজঃ কশ্চিচ্ছাল্মলিঃ পরিবারবান্ ।
বৃহন্মূলো বৃহচ্ছাখঃ স ত্বাং বায়োঽবমন্যতে ॥ ২
বহুব্যাক্ষেপযুক্তানি মামাহ বচনানি সঃ
ন যুক্তানি যথা বায়ো তানি বক্তুং তবাগ্রতঃ
জানামি ত্বামহং বায়ো সর্বপ্রাণভৃতাং বরম্
বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ ক্রোধে বৈবস্বতং যথা ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা নারদস্য সমীরণঃ ।
শাল্মলিং তমুপাগম্য ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

বায়ুরুবাচ

শাল্মলে নারদো গন্ধংবয়োক্তো মদ্বিগর্হণম্ ।
অহং বায়ুঃ প্রভাবং তে দর্শয়ামাত্মনো বলম্ ॥ ৬
অহং স্থানবিজানামি বিনিবন্ধাসি যে ক্রম
পিতামহঃ প্রজাসর্গে সৃষ্টি বিশ্রান্তবান্ প্রভুঃ ॥ ৭
তস্য বিশ্রমণার্থেষ প্রসাদো মৎকৃতস্তব
রক্ষ্যসে তেন দুর্বুদ্ধে নাস্তবীর্যাদ্ ক্রমাবম ॥ ৮
যস্মাং ত্বমবজানীষে যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা
দর্শয়াম্যেষ চাত্মানং যথা মাং নাবমংস্যসে ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

এবমুক্তস্ততঃ প্রাহ শাল্মলিঃ প্রহসন্নিব ।
পবন যুক্ত যে ক্রুদ্ধো দর্শয়াত্মানমাশু না ॥ ১০
ময়ি বৈ ত্যজ্যতাং ক্রোধঃ কিং মে ক্রুদ্ধঃ করিষ্যসি
ন তে বিভাম্যি পবন যদ্যপি ত্বং স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১১
বলাধিকোঽহং ত্বত্তশ্চ ন ভীঃ কার্যা ময়া তব
যে তু বুদ্ধ্যা হি বালিশস্তে ভবন্তি বলীয়সঃ ॥ ১২

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[নারদের বাক্য শ্রবণ করত বায়ুকর্তৃক শাল্মলির তিরস্কার এবং বায়ুকে তিরস্কারকারী শাল্মলির চিন্তা]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! শাল্মলিকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ বায়ুদেবের নিকট পবন করত তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। ১

নারদ বলিলেন,—বায়ুদেব! হিমালয়ের পৃষ্ঠে উৎপন্ন একটি শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষ আছে। সে পুত্র, পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ। ইহার বৃহৎ মূল ও ঘন ছায়া বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে সেই বৃক্ষ তোমাকে অপমান করিতেছে। ২

সে তোমাকে এরূপ বহু নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছে, যাহা তোমার সম্মুখে বলা আমারও উচিত নহে। ৩

বায়ো! আমি তোমাকে জানি। তুমি সমস্ত প্রাণধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহান্ ও গৌরবমণ্ডিত এবং ক্রোধে তুমি সূর্যপুত্র যমের ন্যায়। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নারদের এই কথা শ্রবণ করত বায়ুদেব শাল্মলির নিকটে পবন করত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন। ৫

বায়ু বলিলেন,—শাল্মলে! তুমি এস্থান দিয়া পবনকারী নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি বায়ু। তোমাকে আমার নিজের বল ও প্রভাব দেখাইতেছি। ৬

বৃক্ষ! আমি তোমাকে ভালভাবেই জানি তোমার বিষয়ে আমার সব কিছুই জানা আছে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার সময় তোমার ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন ৭

দুর্বুদ্ধে! তিনি বিশ্রাম করায় আমি তোমার উপর এই কৃপা করিয়াছি, ইহাতে তোমার রক্ষা হইতেছে। বৃক্ষাধম! তুমি নিজের বলে নিজে রক্ষিত হইতেছ না। ৮

কিন্তু তুমি এক সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আমার যে অপমান করিতেছ; ইহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের সেই স্বরূপ দেখাইব, যাহার দ্বারা তুমি আর কখনও আমার অপমান করিবে না। ৯

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! পবনদেব এই কথা বলিলে পর শাল্মলি যেন হাস্য করিতে করিতেই বলিল—পবন! তুমি কুপিত হইয়া তোমার পূর্ণ শক্তি দেখাও। ১০

আমার উপর তোমার ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবে? পবন! যদিও তুমি স্বয়ং অতিশয় প্রভাবশালী, তথাপি আমি তোমাকে ভয় করি না। ১১

আমি তোমা অপেক্ষা অধিক বলশালী, অতএব তোমাকে আমার ভয় করা উচিত নহে। যে বুদ্ধির বলে বলীয়ান্, তাহাকেই বলিষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হয় আমার মধ্যে কেবল শারীরিক

প্রাণমাত্রবলা যে বৈ নৈব তে বলিনো মতাঃ।
ইত্যেবমুক্তঃ পবনঃ খ ইত্যেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৩
দর্শয়িষ্যামি তে তেজস্ততো রাত্রিক্ষপাগমে।
অথ নিশ্চিত্য মনসা শাল্মলীর্বাতকাতিলম্ ॥ ১৪
পশ্যমানস্তদাত্মানমসমং মাতরিশ্বনা
নারদে যন্ময়া প্রোক্তং বচনং প্রতি তন্মৃষা ॥ ১৫
অসমর্থো হ্যহং বায়োর্বলেন বলবান্ হি সঃ।
সংক্রুদ্ধো বলবান্ নিত্যং যথা বৈ নারদোঽব্রবীৎ ॥ ১৬
অহং তু দুর্বলোঽশক্তো যুদ্ধেভ্যো নাত্র সংশয়ঃ

বল বিদ্যমান আছে, সে প্রকৃতপক্ষে বলবান্ বলিয়া গণ্য নহে। ১২½

শাল্মলি এই কথা বলিলে পর বায়ুদেব বলিলেন, আচ্ছা, আগামী কাল আমি তোমাকে নিজের পরাক্রম দেখাইব। ইহার পর রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩½

সেই সময় শাল্মলি বায়ুর সব কিছু কার্য মনে মনে বিচার করত নিজেকে বায়ুর তুল্য বলবান্ না দেখিয়া চিন্তা করিল। ১৪½

অহো! আমি নারদকে যে কথা বলিয়াছিলাম, উহা মিথ্যা ছিল। আমি বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, কারণ, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক বলশালী। ১৫½

কিং তু যুদ্ধ্বা সখে নাস্তি ময়া কশ্চিদ্ বনস্পতিঃ ॥ ১৭
তদহং বুদ্ধিমাস্থায় ভয়ং মোক্ষ্যে সমীরণাৎ।
যদি তাং বুদ্ধিমাস্থায় তিষ্ঠেয়ুঃ পক্ষিনো বনে ॥ ১৮
অরিষ্টাঃ স্যুঃ সদা ক্রুদ্ধাৎ পবনাদ্ধাত্র সংশয়ঃ
তে তু বালা ন জানন্তি যথা বৈ তান্ সমীরণঃ।
সমীরয়তি সংক্রুদ্ধো যথা জানাম্যহং তথা ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে
ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬

নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, বায়ুদেব সর্বদাই বলবান্ আমি ত' অন্য বৃক্ষ হইতেও দুর্বল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু বুদ্ধিতে কোন বৃক্ষই আমার সমান নহে। ১৬-১৭

আমি বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে বায়ুর ভয় হইতে মুক্তি পাইব। যদি বনে স্থিত অন্য বৃক্ষেরাও সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে নিঃসন্দেহে ক্রুদ্ধ বায়ু হইতে তাহাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ১৮

কিন্তু তাহারা মূর্খ, অতএব বায়ুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যেভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করে, উহা তাহারা জানে না, আমি কিন্তু ভালভাবেই জানি। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে বায়ু ও শাল্মলির সংবাদবিষয়ক ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[শাল্মলেঃ পরাজয়স্বীকারঃ, বলবতা সহ শত্রুতা ন করণীয়েত্যুপদেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততো নিশ্চিত্য মনসা শাল্মলিঃ ক্ষুভিতস্তদা।
শাখাঃ স্কন্ধান্ প্রশাখাশ্চ স্বয়মেব ব্যশাতয়ৎ ॥ ১
স পরিত্যজ্য শাখাশ্চ পত্রাণি কুসুমানি চ।
প্রভাতে বায়ুমায়ান্তং প্রত্যৈক্ষত বনস্পতিঃ ॥ ২

তঃ ক্রুদ্ধঃ পবন বায়ুঃ পাতয়ন্ বৈ মহাদ্রুমান্।
আজগামাথ তং দেশমাতে যত্র স শাল্মলিঃ ॥ ৩
তং হীনপর্ণং পতিতাগ্রশাখং
নিশীর্ণপুষ্পং প্রসমীক্ষ্য বায়ুঃ
উবাচ বাক্যং স্মরমান এবং
পূর্বং যুক্তং শাল্মলিমগ্রশাখম্ ॥ ৪

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

শাল্মলির পরাজয় স্বীকার এবং বলবানের সহিত শত্রুতা না করিবার উপদেশ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মনে মনে এরূপ পরামর্শ করত শাল্মলি ক্ষুভিত হইয়া নিজের শাখা, স্কন্ধ, প্রশাখাসকলকে স্বয়ংই নিজে পাতিত করিয়া দিল। ১

সেই বনস্পতি নিজের শাখা, পত্র ও পুষ্পসমূহ ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে বায়ুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ২

তাহার পর প্রাতঃকালে বায়ুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বড় বড় বৃক্ষসকলকে ধরাশায়ী করিতে করিতে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে সেই শিমুল বৃক্ষ ছিল। ৩

তারপর বায়ু দেখিলেন যে, শিমুলের পত্রসকল পতিত

বায়ুরুবাচ।

অহমপ্যেবমেব ত্বাং কুর্য্যাণঃ শাল্মলে তথা।
আত্মনা যৎকৃতং কৃচ্ছ্রং শাখানামলকর্ষণম্ ॥ ৫
হীনপুষ্পাগ্রশাখত্বং শীর্ণাঙ্কুরপলাশকঃ।
আত্মদুর্বৃদ্ধিহেতোর্হি মহীধ্রবশগঃ কৃতঃ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচো বায়োঃ শাল্মলিস্ত্রীড়িতস্তদা।
অতপ্যত বচঃ শ্রুত্বা নারদো যৎ তদাব্রবীৎ ॥ ৭
এবং হি রাজশার্দূল দুর্বলঃ সন বলীয়সা
বৈরমারভতে বালস্তূলপাতে শাল্মলির্যথা ॥ ৮
তস্মাদ্ বৈরং ন কুর্বীত দুর্বলো বলবত্তরৈঃ।
শোচেদ্ধি বৈরং দুর্বুদ্ধো যথা বৈ শাল্মলিস্তথা ॥ ৯
ন হি বৈরং মহাস্থানো বিসৃজন্ত্যপকারিষু
শনৈঃ শনৈর্দহন্ত্যগ্নের্মর্মাণ্যস্য তে বলম্ ॥ ১০
বৈরং ন কুর্বীত নরো দুর্বুদ্ধির্বুদ্ধিজীবিনা
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতো যাতি তূলেষ্বিব হুতাশনঃ ॥ ১১
ন হি বুদ্ধ্যা সমং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে পুরুষে নৃপ
তথা বদন্তি রাজেন্দ্র ন মনোঽস্তীহ কস্যচন ॥ ১২
তস্মাৎ ক্ষমেত বালাংস্তু জড়ান্ধবধিরাংশ্চ
বলাধিকান্ রাজেন্দ্র তথা দৃষ্টঃ ত্বয়ি শক্রহন্ ॥ ১৩
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ সপ্ত চৈব মহাত্মনে।
বলেন স সমারাজংস্তূর্ণমস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৪
নিহতাংশ্চৈব তত্রান্যান্ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
চরতা বলমাস্থায় পাকশাসনিনা মৃধে ॥ ১৫
উক্তাস্তে রাজধর্মা আপদ্ধর্মাশ্চ ভারত।
বিস্তরেণ মহারাজ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭

হইয়াছে, তাহার সেই শাখাসমূহও ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এবং সে পুষ্পহীনও হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া যাহার শাখাসকল পূর্ব্বে তরুর ছিল, সেই বিপুল বৃক্ষকে ঈষৎ হাস্যসহকারে এই কথা বলিলেন। ৪

বায়ু বলিলেন,—শাল্মলে! আমি আজ রোষভরে তোমাকে এইরূপই করিতে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি স্বয়ংই এই কষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছ, তোমার শাখাসকল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে তোমার পুষ্প, পত্র, প্রশাখা ও অঙ্কুরসমূহও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি নিজেরই দুর্বুদ্ধির ফলে এই বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছ তোমাকে আমার বল ও পরাক্রমে বশীভূত হইতে হইয়াছে ॥৫-৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বায়ুর এই কথা শ্রবণ করত বিপুল সেই সময় লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং নারদ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে যে মূর্খ মানুষ স্বয়ং দুর্বল হইয়া কোন বলবানের সহিত শত্রুতা করে, সে বিমূলবৃক্ষেরই ন্যায় সন্তাপভাগী হইয়া থাকে। ৮

অতএব দুর্বল মানুষ বলবানের সহিত কখনও শত্রুতা করিবে না। যদি কেহ শত্রুতা করে, তবে তাহাকে বিপুলের ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া শোচনীয় হইতে হইবে। ৯

মহারাজ! মহাত্মাগণ নিজেদের অপকারকারীদিগের উপর শত্রুতা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ধীরে ধীরে নিজেদের বল দেখাইয়া থাকেন। ১০

দুর্মতি মানুষ কোন বুদ্ধিজীবী মানুষের সহিত শত্রুতা করিবে না; কারণ, তূলাদিতে প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি সকল সময় করিয়া থাকে। ১১

হে নৃপ! হে রাজেন্দ্র! পুরুষের বুদ্ধির ন্যায় দ্বিতীয় কোন বল নাই। জগতে যে সকল বুদ্ধিবলযুক্ত, তাহার তুল্য অন্য কেহই আর হইতে পারে না। ১২

শত্রুনাশক রাজেন্দ্র! যে বালক, জড়, অন্ধ, বধির ও বলে যাহা অপেক্ষা অধিক, তাহার দ্বারা কৃত প্রতিকূল ব্যবহারও ক্ষমা করা উচিত; এই ক্ষমাভাব তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ১৩

মহাত্মেজস্বী রাজন্ যুধিষ্ঠির! আপনার অক্ষৌহিণী সৈন্যও বলে মহাত্মা অর্জুনের তুল্য নহে। ১৪

ইন্দ্র ও পাণ্ডুর বলশালী পুত্র অর্জুন নিজের বলের সাহায্যে যুদ্ধে বিচরণ করিতে করিতে এখানে সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছে ও বিতাড়িত করিয়াছে। ১৫

হে ভরতবংশধর মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকটে রাজধর্ম ও আপদ্ধর্ম বিস্তারের সহিত বর্ণনা করিয়াছি। এখন তুমি আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর? ১৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে বায়ু ও শাল্মলির সংবাদবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সর্ব্বানর্থকারণং লোভ ইত্যুক্ত্বা তেন জাতানাং পাপানাং বর্ণনম্, শ্রেষ্ঠমহাপুরুষলক্ষণনিরূপণঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

পাপস্য যদধিষ্ঠানং যতঃ পাপং প্রবর্ত্ততে
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

পাপস্য যদধিষ্ঠানং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ।
একো লোভো মহাগ্রাহো লোভাৎ পাপং প্রবর্ত্ততে ॥২
অতঃ পাপমধর্ম্মশ্চ তথা দুঃখমনুত্তমম্
নিকৃত্যা মূলমেতদ্ধি যেন পাপকৃতো জনাঃ ॥ ৩
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রবর্ত্ততে
লোভাদ্দ্বেষশ্চ মায়া চ মানঃ স্তম্ভঃ পরাসুতা ॥ ৪
অকৃত্যা ত্রীপরিত্যাগঃ শ্রীনাশো ধর্ম্মসঙ্করঃ।
অভিধ্যাপ্রত্যয়া চৈব সহ লোভাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
অত্যাগশ্চাতিতর্ষশ্চ বিকর্ম্মসু চ যাঃ ক্রিয়া
কুলবিদ্যামদশ্চৈব রূপৈশ্বর্য্যমদস্তথা ॥ ৬

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সমস্ত অনর্থের কারণ লোভ—ইহা বলিয়া তাহাতে যাহা উৎপন্ন বিভিন্ন পাপসমূহের বর্ণন এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণের লক্ষণ নিরূপণ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যথার্থরূপে ইহা জানিতে অভিলাষী যে, পাপের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) কি? এবং যাহার দ্বারা উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—হে নরাধিপ! পাপের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই পাপের অধিষ্ঠান। উহা মানুষকে গ্রাস করিবার জন্য একটি বিশাল গ্রাহ। লোভ হইতেই পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২

লোভ হইতেই পাপ, অধর্ম্ম এবং আত্যন্তিক দুঃখের উদ্ভব হয়। শঠতা ও ছলকপটতার মূল কারণ হইল লোভ। ইহার জন্যই মানুষ পাপাচারী হইয়া থাকে। ৩

লোভ হইতেই ক্রোধ জন্মায়, লোভ হইতেই কামের প্রবৃত্তি হয় এবং লোভ হইতেই মায়া, মোহ, অভিমান, ঔদ্ধত্য ও পরাধীনতা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪

কৃপা না করা, লজ্জাত্যাগ, সম্পত্তিবিনাশ, ধর্ম্মলঙ্ঘন, নিন্দা অপযশ—এই সব লোভ হইতেই উদ্ভূত হয়। ৫

সর্ব্বভূতেষ্বভিদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষ্বসংকৃতিঃ
সর্ব্বভূতেষ্ববিশ্বাসঃ সর্ব্বভূতেষ্বনার্জ্জবম্ ॥ ৭
হরণং পরবিত্তানাং পরদারাভিমর্শনম্।
বাগ্‌বেগো মনসো বেগো নিন্দাবেগস্তথৈব চ ॥৮
উপস্থোদরয়োর্বেগো মৃত্যুবেগশ্চ দারুণঃ
ঈর্ষ্যাবেগশ্চ বলবান্ মিথ্যাবেগশ্চ দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৯
রসবেগশ্চ দুর্বার্য্যঃ শ্রোত্রবেগশ্চ দুঃসহঃ।
কুৎসা বিকত্থা মাৎসর্য্যং পাপং দুষ্করকারিতা ॥১০
সাহসানাঞ্চ সর্ব্বেষামকার্য্যাণাং ক্রিয়াস্তথা।
জাড্যো বাল্যো চ কৌমারে যৌবনে চাপি মানবাঃ ॥১১
ন সন্ত্যজন্ত্যাত্মকর্ম্ম যো ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ
যো ন পূরয়িতুং শক্যো লোভঃ প্রাপ্যা কৃতঘ্নতা ॥ ১২
নিত্যং গম্ভীরতোয়াভিরাপগাভিরিবোদধিঃ।
ন প্রস্রবতি যো লাভৈঃ কামৈর্যশ্চ ন তৃপ্যতি ॥ ১৩

লোভ হইতেই কৃপণতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কুল ও বিদ্যাবিষয়ে অভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, সমস্ত প্রাণিগণের উপর দ্বেষ, সকলকে তিরস্কার, সকলের প্রতি অবিশ্বাস ও কুটিলতাপূর্ণ আচরণ হইয়া থাকে। ৬-৭

পরধন অপহরণ, পরস্ত্রীর প্রতি বলাৎকার, বাক্যবেগ, মনের বেগ, নিন্দা করিবার বিশেষ প্রবৃত্তি, জননেন্দ্রিয়ের বেগ, উদরের বেগ, মৃত্যুর বেগের অর্থাৎ আত্মহত্যা, ঈর্ষ্যার প্রবল বেগ, মিথ্যার দুর্জ্জয় বেগ, অনিবার্য্য রসনেন্দ্রিয়ের বেগ, দুঃসহ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বেগ, ঘৃণা, নিজের প্রশংসাসূচক অসত্য বাক্য বলা, মাৎসর্য্য, পাপ, দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য দোষ—এ সবেরই মূল হইল লোভ। ৮-১০½

মূঢ়তার বশে বাল্যকালে, বাল্যকালে, কৌমারে ও যৌবনে যাহার জন্য নিজের দুষ্কর্মসকল পরিত্যাগ করে না, যে মানুষ বৃদ্ধ হইলেও জীর্ণ হয় না, উহা হইল লোভ যেমন গভীর জলযুক্ত নদীসকলের মিলনেও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া উঠে না, সেইরূপ যত পদার্থই লাভ হউক না, উহাতে লোভ কখনও পূর্ণ হয় না। ১১-১২½

লোভী মানুষ বহু কিছু লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় না। ভোগের দ্বারাও কখনও তৃপ্ত হয় না হে যুধিষ্ঠির! না দেবতা, না গন্ধর্ব,

যো ন দেবৈর্ন গান্ধর্বৈর্নাসুরৈর্ন মহোরগৈঃ।
জায়তে নৃপ তদ্বেদ সর্বৈর্ভূতগণৈস্তথা ॥১৪
স লোভঃ সহ মোহেন বিজ্ঞেতব্যো জিতাত্মনা।
দম্ভো দ্রোহশ্চ নিন্দা চ পৈশুন্যং মৎসরস্তথা ॥ ১৫
ভবন্ত্যেতানি কৌরব্য দুষ্টানামকৃতাত্মনাম্।
সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তি বহুশ্রুতাঃ ॥ ১৬
হেত্বাত্মঃ সংশয়ানাঞ্চ ছিন্দন্ত্যুদ্ধারবুদ্ধয়ঃ
দ্বেষ-ক্রোধপ্রসক্তাশ্চ শিষ্টাচারবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৭
অন্তঃক্রূরা বাহ্যদৃষ্টা: কূপাচ্ছন্নাস্তৃণৈরিব
ধর্মবৈতংসিকাঃ ক্ষুদ্রা মুহ্যন্তি জটিনো জগৎ ॥ ১৮
কুর্বতে চ বহূন্ মার্গাংস্তান্ হেতুবলমাশ্রিতাঃ
সতাং মার্গান্ বিলুপ্যাপি লোভাজ্ঞানেষু নিষ্ঠিতাঃ ১৯
ধর্মস্য স্থিরমাস্থায় লোভগ্রস্তৈর্দুরাত্মভিঃ
যা যা বিক্রিয়তে সংস্থা তত: সাপি প্রপদ্যতে ॥ ২০

না অহুত, না যজ্ঞানাগ এবং না দেবগণ কৃতঘ্নগণের দ্বারা এই লোভের স্বরূপ জানিতে পারা যায় ॥ ১৩-১৪

যিনি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার কর্তব্য—মোহসহ লোভকে জয় করা। দম্ভ, দ্রোহ, নিন্দা, খলতা ও মাৎসর্য—এ সমস্ত দোষ অজিতেন্দ্রিয় লোভী পুরুষদের মধ্যেই থাকে ॥ ১৫½

বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অতিশয় বিশাল শাস্ত্রসকলও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত সংশয় ছেদন করেন কিন্তু তাঁহারাও যদি লোভগ্রস্ত হন্, তবে তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১৬½

দ্বেষ ও ক্রোধে আসক্ত মানুষ হইয়া শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং উপরে উপরে মধুর বাক্য বলিতে থাকিলেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু অতিশয় ক্রূর হইয়া যায়। তাহাদের অবস্থা তখন তৃণাচ্ছাদনে আবৃত কূপের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহারা ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করিতে থাকে এবং ভীতাত্মা ও ধর্মধ্বজী হইয়া জগৎকে মুগ্ধ করে ॥ ১৭-১৮

যুক্তিবলের আশ্রয় করত সেই সব মানুষ বহুসংখ্যক অসৎপথ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং লোভ ও অজ্ঞানে অবস্থান করত সৎপুরুষগণের স্থাপিত মার্গসকল (ধর্মব্যবস্থা) লোপ করিয়া দেয় ॥ ১৯

লোভগ্রস্ত দুরাত্মা পুরুষগণের দ্বারা অপহৃত (বিকৃত) ধর্মের যে যে স্থিতি বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া যায়, উহা সেইরূপেই প্রতিপন্ন হইতে থাকে ॥ ২০

দর্প: ক্রোধো মদ: স্বপ্নো হর্ষ: শোকোঽভিমানিতা।
এত এব হি কৌরব্য দৃশ্যন্তে ক্ষুদ্রবুদ্ধিষু ॥ ২১
এতানশিষ্টান্ বুধ্যস্ব নিত্যং লোভসমন্বিতান্।
শিষ্টাংস্তু পরিপৃচ্ছেথা যান্ বক্ষ্যামি শুচিব্রতান্ ॥ ২২
যেষামুদ্বৃত্তিভয়ং নাস্তি পরলোকভয়ং ন চ।
নাপ্রিয়েষু প্রসঙ্গোঽস্তি ন প্রিয়েষ্বপ্রিয়েষু চ ॥ ২৩
শিষ্টাচার: প্রিয়ো যেষু মনো যেষু প্রতিষ্ঠিত:।
সুখং দুঃখং সমং যেষাং সত্যং যেষাং পরায়ণম্ ॥ ২৪
দাতারো নাপ্রদাতারো দয়াবন্তস্তথৈব চ।
পিতৃদেবার্চিতেষ্টাশ্চ নিত্যোদ্যুক্তাস্তথৈব চ ॥ ২৫
সর্বোপকারিণো বীরা: সর্বধর্মানুপালকা:।
সর্বভূতহিতাশ্চৈব সর্বদেবাশ্চ ভারত ॥ ২৬
ন তে চালয়িতুং শক্যা ধর্মব্যাপারকারিণ:
ন তেষাং ভিদ্যতে বৃত্তং সৎপুরা সাধুভি: কৃতম্ ॥ ২৭

কৃতঘ্নগণ। যাহাদের বুদ্ধি লোভগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব দুষ্টাত্মার মধ্যে দর্প, ক্রোধ, মদ, দুঃস্বপ্ন, হর্ষ, শোক এবং অন্যান্য অভিমান—এই সব দোষ দেখা যায় ॥ ২১

যাহারা সর্বদা লোভগ্রস্ত থাকে, এইরূপ দুষ্টাত্মাদিগকে তুমি অশিষ্ট বলিয়া জানিবে। শিষ্ট পুরুষগণের নিকটেই তোমার মনের শঙ্কা জিজ্ঞাসা করা উচিত। পবিত্র নিয়মসমূহ পালনকারী সেই শিষ্ট পুরুষগণের পরিচয় আমি প্রদান করিতেছি ॥ ২২

যাঁহাদের পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণের ভয় থাকে না, যাঁহাদের পরলোকের ভয় নাই, যাঁহাদের ভোগে আসক্তি নাই এবং প্রিয়ে অনুরাগ ও অপ্রিয়ে দ্বেষ নাই (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৩

যাঁহাদের শিষ্টাচার প্রিয়, যাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাঁহাদের সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান এবং সত্যই যাঁহাদের পরম আশ্রয় (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৪

যাঁহারা কেবল দান করেন, কিন্তু কোন কিছু গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করেন না, যাঁহাদের স্বভাবই হইল দয়ায় পূর্ণ, যাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথিসকলের সেবক ও যাঁহারা সৎকর্ম করিবার জন্য সর্বদা উদ্যত থাকেন (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৫

হে ভারত! যাঁহারা বীর পুরুষ, সকলের উপকারী, সমস্ত ধর্মের রক্ষক এবং প্রাণিগণের হিতৈষী। যাঁহারা পরের হিতের জন্য নিজেদের সর্বস্ব দান করিয়া থাকেন (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৬

তাঁহাদিগকে সৎকর্ম হইতে বিচলিত করিতে পারা যায় না, তাঁহারা কেবল ধর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকেন, পুরাকালে শ্রেষ্ঠ

ন ত্রাসিনো ন চপলা ন রৌদ্রাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
তে সেব্যাঃ সাধুভির্নিত্যং যেষ্বহিংসা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮
কাম-ক্রোধব্যপেতা যে নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
সুব্রতাঃ স্থিরমর্য্যাদাস্তানুপাস্ব চ পৃচ্ছ চ ॥ ২৯
ন ধনার্থং যশোঽর্থং বা ধর্মস্তেষাং যুধিষ্ঠির
অবশ্যং কার্য্য ইত্যেব শরীরস্য ক্রিয়াস্তথা ॥ ৩০
ন ভয়ং ক্রোধচাপল্যে ন শোকস্তেষু বিদ্যতে
ন ধর্মব্যতিলঙ্ঘী চ শুদ্ধং কল্পিষ্যতি ॥ ৩১
যেষ্বলোভস্তথামোহো যে চ সত্যার্জবে স্থিতাঃ
তেষু কৌন্তেয় বৃত্তেষু যেষাং ন ভ্রশ্যতে পুনঃ ॥ ৩২
যে ন হৃষ্যন্তি লাভেষু নালাভেষু ব্যথন্তি চ।
নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৩৩
লাভালাভৌ সুখ-দুঃখে চ তাত
প্রিয়াপ্রিয়ে মরণং জীবিতঞ্চ।
সমানি যেষাং স্থিরবিক্রমাণাং
বুভুৎসতাং সত্পথে স্থিতানাম্ ॥ ৩৪
ধর্মপ্রিয়াংস্তান্ সুমহানুভাবান্
দান্তোঽপ্রমত্তশ্চ সমর্চয়েথাঃ।
দৈবাৎ সর্বে গুণবন্তো ভবন্তি
তত্তাশুভে বাক্প্রলাপাস্তথান্যে ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি আপন্মূলভূতদোষকথনে
অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৮

পুরুষগণ যাহার পালন করিয়াছেন, সেই সদাচারকে ইঁহারাও পালন করেন। তাঁহাদের আচার কখনও নষ্ট হয় না। ২৭

যাঁহারা কাহাকেও ভয় দেখান না, চপলতা প্রকাশ করেন না, যাঁহাদের স্বভাব কখনও ভয়ঙ্কর হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা সৎপথে অবস্থান করেন এবং অহিংসা যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে (পিতৃগণকে)-ই সতত সেবা করা কর্ত্তব্য। ২৮

যাঁহারা কাম-ক্রোধ-রহিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, উত্তম ব্রত-পালনকারী এবং ধর্ম্ম-মর্য্যাদায় সদা স্থির, সেই মহাপুরুষগণেরই তুমি সঙ্গ কর এবং তাঁহাদিগকে নিজের সন্দেহ জিজ্ঞাসা কর। ২৯

যুধিষ্ঠির! তাঁহাদের ধর্ম্মপালন ধনার্জ্জনের জন্য নহে কিংবা যশোলাভের জন্যও নহে। তাঁহারা ধর্ম্ম ও শরীরের সুস্থতা বা কর্ত্তব্যতার জন্য কতকটা কাযাদিরূপ অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে পালন করেন। ৩০

তাঁহাদের মধ্যে ভয়, ক্রোধ, চপলতা এবং শোক থাকে না। তাঁহারা ধর্ম্মলঙ্ঘী (পাপী) হন না ও কোন গোপনীয় (দুষ্কর্ম্মের আচরণীয়) কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ৩১

কুন্তীনন্দন! যাঁহাদের মধ্যে লোভ ও মোহ নাই, যাঁহারা সত্য ও সরলতায় অবস্থিত এবং সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হন না, এরূপ পুরুষগণের উপর তুমি অনুরাগ রাখিবে। ৩২

বৎস যুধিষ্ঠির! যাঁহারা লাভে হর্ষবশতঃ উৎফুল্ল এবং ক্ষতিতে ব্যথিত হন না, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, যাঁহারা সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাঁহাদের দৃষ্টিতে লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় এবং জীবন-মরণ সমান, যাঁহারা সুদৃঢ় পরাক্রমশালী, আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, সত্যপথে স্থিত, সেই ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবগণকে তুমি সাবধান হইয়া এবং জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া সেবা করিবে। এইসব মহাপুরুষগণ স্বভাবতই অতিশয় গুণবান্ হইয়া থাকেন। শুভ ও অশুভ বিষয়ে তাঁহাদের যাহা সত্য হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সব মানুষ ত' কেবল কথাই বলিয়া থাকে। ৩৩-৩৫

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে আপদের মূলভূত দোষসকল বর্ণন-বিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[অজ্ঞানং লোভশ্চেত্যুভয়োঃ সমতাপ্রতিপাদনম্, অনয়োরুভয়োঃ সমস্তদোষাণাং কারণনিরূপণঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

অনর্থানামধিষ্ঠানমুক্তো লোভঃ পিতামহ ।
অজ্ঞানমপি বৈ তাত শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥

ভীষ্ম উবাচ

করোতি পাপং যোঽজ্ঞানাদ্রাত্মনো বেত্তি চ ক্ষয়ম্ ।
প্রদ্বেষ্টি সাধুবৃত্তাংশ্চ স লোকস্যৈতি বাচ্যতাম্ ॥ ১
অজ্ঞানাদ্ধিরয়ং যাতি তথাজ্ঞানেন দুর্গতিম্ ।
অজ্ঞানাৎ ক্লেশমাপ্নোতি তথাপৎসু নিমজ্জতি ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিঞ্চ স্থানং বৃদ্ধি-ক্ষয়োদয়ৌ
মূলং যোগং গতিং কালং কারণং হেতুমেব চ ॥ ৩
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন যথাবদিহ পার্থিব ।
অজ্ঞানপ্রভবং হীদং যদ্ দুঃখমুপলভ্যতে ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

রাগো দ্বেষস্তথা মোহো হর্ষঃ শোকোঽভিমানিতা ।
কামঃ ক্রোধশ্চ দর্পশ্চ তন্দ্রী চালস্যমেব চ ॥ ৬
ইচ্ছা দ্বেষস্তথা তাপঃ পরবৃদ্ধ্যুপতাপিতা ।
অজ্ঞানমেতন্নির্দিষ্টং পাপানাং চৈব যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭
এতস্য বা প্রবৃত্তেশ্চ বৃদ্ধ্যাদীন্ যাংশ্চ পৃচ্ছসি
বিস্তরেণ মহারাজ শৃণু তচ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮
উভাবেতৌ সমকলৌ সমদোষৌ চ ভারত
অজ্ঞানং চাতিলোভশ্চাপ্যেকং জানীহি পার্থিব ॥ ৯
লোভপ্রভবমজ্ঞানং বৃদ্ধঃ ভূয়ঃ প্রবর্ধতে
স্থানে স্থানে ক্ষয়ে চৈশ্বর্যমুপৈতি বিবিধাঃ গতিম্ ॥১০
মূলং লোভস্য মোহো বৈ কালাদ্গতিরেব চ
দ্বিধা ভিন্নে তথা লোভে কারণং কাল এব চ ॥ ১১

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় ।

{ অজ্ঞান ও লোভ এই উভয়ের সমতাপ্রতিপাদন এবং এই উভয়কেই সমস্ত দোষের কারণ নিরূপণ ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনি সমস্ত অনর্থের আধারভূত লোভের বর্ণনা করিলেন, এখন অজ্ঞানের কথাও যথাযথরূপে বর্ণনা করুন ; আমি তাহারও পরিণাম শুনিতে বাসনা করি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! যে মানুষ অজ্ঞানভাবশতঃ পাপ করে এবং তাহা হইতে নিজের যে ক্ষতি হয়, তাহা যে বুঝিতে পারে না এবং যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে দ্বেষ করে, তাহার জগতে অত্যন্ত নিন্দা হইতে থাকে ॥ ২

অজ্ঞান হইতেই জীব নরকে পতিত হয়, অজ্ঞান হইতেই তাহার দুর্গতি হয়, অজ্ঞান হইতেই ক্লেশ লাভ হয় এবং বিপদ-সমূহে নিমগ্ন হয় ॥ ৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভূপাল ! অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদ্ভব, মূল, যোগ, গতি, কাল, কারণ এবং হেতু কি ? ॥

পৃথ্বীনাথ ! আমি এই বিষয়ে যথাযথরূপে তত্ত্বের পর্য্যালোচনার সহিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, এই যে দুঃখ উপলব্ধ হইতেছে, তাহার উৎপত্তির কারণ অজ্ঞান ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! রাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, শত্রুতা, অন্যের উন্নতি দেখিয়া মনিতে থাকা এবং পাপাচার করা এ সমস্তকে (অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া) অজ্ঞান বলা হইয়াছে ॥ ৬-৭

মহারাজ ! এই অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতির বিষয়ে যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, উহার সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তারের সহিত কথা আমার বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৮

ভারত ! পৃথ্বীনাথ ! অজ্ঞান ও অত্যন্ত লোভ এই উভয়কে একই বলিয়া জানিও কারণ, ইহাদের পরিণাম ও দোষ সমান-ই ॥ ৯

লোভ হইতেই অজ্ঞান জন্মে এবং লোভ বর্দ্ধিত হইলে পর সেই অজ্ঞানও বর্দ্ধিত হয় । যতক্ষণ লোভ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানও বিদ্যমান থাকে এবং যখন লোভ ক্ষয় হইয়া যায়, তখন অজ্ঞানও ক্ষীণ হইয়া থাকে অজ্ঞান ও লোভের জন্যই জীব নানাপ্রকার যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১০

যোহই নিঃসংশয়ে লোভের মূল কারণ সেই কালস্বরূপ মোহাত্মক অজ্ঞানই মনুষ্যের অধোগতির কারণ যদি লোভ দ্বিধা-ভিন্ন হইয়াও যায়, তবে উহারও কারণ হইল কাল ॥ ১১

তস্মাজ্জানাদ্ধি লোভো হি লোভাদজ্ঞানমেব চ।
সর্বদোষাস্তথা লোভাৎ তস্মাল্লোভং বিবর্জয়েৎ ॥১১

জনকো যুবনাশ্বশ্চ বৃষাদর্ভিঃ প্রসেনজিৎ
লোভক্ষয়াদ্ দিবং প্রাপ্তাস্তথৈবান্যে নরাধিপাঃ ॥

মূঢ় মানুষের অজ্ঞান হইতে লোভ এবং লোভ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোভ হইতেই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইজন্য লোভকে ত্যাগ করা উচিত।

জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ এবং অন্যান্য নরপতি সকলে লোভের সর্বনাশকারী দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন। ১০

প্রত্যক্ষং তু কুরুশ্রেষ্ঠ তাত লোভমিহাত্মনা
ত্যক্ত্বা লোভং সুখং লোকে প্রেত্য চানুত্তমং বিদুঃ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি অজ্ঞানমাহাত্ম্যে
একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯

কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচরীভূত লোভকে পরিত্যাগ কর। লোভ ত্যাগ করিয়া এই মরজগতে সুখ এবং মৃত্যুর পর পরলোকেও আনন্দ লাভ করত সুখের সহিত বিচরণ করিবে। ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মনস ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমাত্মক-দমস্য মাহাত্ম্যবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

আধ্যায়ে কৃতবত্সস্য নরস্য চ পিতামহ
ধর্মকামস্য ধর্মাত্মন্ কিং নু শ্রেয় ইহোচ্যতে ॥ ১
বহবো দর্শনে লোকে শ্রেয়ো যদিহ মন্যসে
অস্মিল্লোকে পরে চৈব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২
মহানয়ং ধর্মপথো বহুশাখাশ্চ ভারত।
কিংবিদেবেহ ধর্মাণামনুষ্ঠেয়তমং মতম্ ॥ ৩
ধর্মস্য মহতো রাজন্ বহুশাখস্য তত্ত্বতঃ
যন্মূলং পরমং তাত তৎ সর্বং ব্রূহ্যশেষতঃ ॥৪

ভীষ্ম উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যেন শ্রেয়ো নুবাপ্স্যসি
পীত্বামৃতমিব প্রাজ্ঞো জ্ঞানতৃপ্তো ভবিষ্যসি ॥ ৫
ধর্মস্য বিবিধো নৈকে যে বৈ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণম্ ॥ ৬
দমং নিঃশ্রেয়সং প্রাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ দমো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৭

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ দমের মাহাত্ম্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে মানুষ আধ্যাত্মের জন্য যত্নশীল এবং ধর্মপালনের অভিলাষী, সেই মানুষের পক্ষে এজগতে শ্রেয় কাহাকে বলা হয়? ১

পিতামহ! জগতে শ্রেয় প্রতিপাদনকারী অনেক প্রকার দর্শন (মতবাদ) আছে, কিন্তু আপনি যাহাকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, যাহা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হইবে, উহা আমাকে বলুন। ২

ভারত! ধর্মের এই পথ অতিশয় বৃহৎ। ইহা হইতে বহু শাখা নির্গত হইয়াছে। এই সব ধর্ম হইতে কোন্ ধর্ম সর্বোত্তম এবং অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে? ৩

রাজন্! বহুসংখ্যক শাখাসমূহে যুক্ত এই মহান্ ধর্মের প্রকৃত পক্ষে মূল কারণ কি? তাত! এই সব কথা আমাকে পূর্ণরূপে বলুন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! আমি অতিশয় আনন্দের সহিত তোমাকে সেই উপায় বলিতেছি, যাহার দ্বারা তুমি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যেরূপ অমৃত পান করিলে পূর্ণ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ তুমি জ্ঞান লাভ করত এই জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত হইয়া যাইবে। ৫

মহর্ষিগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে ধর্মকে এক নহে, অনেক-বিধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকলেরই আধার হইল দম (মন ও ইন্দ্রিয়সংযম)। ৬

ধর্মের নিশ্চয়জ্ঞ অতিজ্ঞ বৃদ্ধ পুরুষগণ দমকে নিঃশ্রেয়সের (পরম কল্যাণের) সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে দমই ত' সনাতন ধর্ম। ৭

দমাৎ তস্য ক্রিয়াসিদ্ধির্যথাবদুপলভ্যতে
দমো দানং তথা যজ্ঞানবীক্তঃ চাভিবর্ত্ততে ॥ ৮
দমস্তেজো বর্দ্ধয়তি পবিত্রঞ্চ দমঃ পরম্।
বিপাপ্মা তেজসা যুক্তঃ পুরুষো বিন্দতে মহৎ ॥ ৯
দমেন সদৃশং ধর্ম্মং নান্যং লোকেষু শুশ্রুম
দমো হি পরমো লোকে প্রশস্তঃ সর্ব্বধর্ম্মিণাম্ ॥ ১০
প্রেত্য চাত্র মনুষ্যেন্দ্র পরমং বিন্দতে সুখম্
দমেন হি সদাযুক্তো মহান্তং ধর্ম্মমশ্নুতে ॥ ১১
সুখং দান্তঃ প্রবিশতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে
সুখং পর্য্যেতি লোকাংশ্চ মনশ্চাস্য প্রসীদতি ॥ ১২
অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশমভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে
অনর্থাংশ্চ বহূনন্যান্ প্রসূতত্যাত্মদোষজান্ ॥ ১৩
আশ্রমেষু চতুর্ষ্বাহুর্দমমেবোত্তমং ব্রতম্।
তস্য লিঙ্গানি বক্ষ্যামি তেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥ ১৪
ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দাক্ষ্যং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৫
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
অবিহিংসানসূয়া চাপ্যেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥ ১৬
গুরুপূজা চ কৌরব্য দয়া ভূতেষ্বপৈশুনম্
জনবাদঃ মৃষাবাদঃ স্তুতিনিন্দাবিসর্জ্জনম্ ॥ ১৭
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ দর্পঃ স্তম্ভঃ বিকত্থনম্
রোষমোর্ষ্যাবমানঞ্চ নৈব দান্তো নিষেবতে ॥ ১৮
অনিন্দিতো হ্যকামাত্মা নাল্পেষ্বর্থেষ্বসূয়কঃ।
সমুদ্রকল্পঃ স নরো ন কথঞ্চন পূর্য্যতে ॥ ১৯
অহং ত্বয়ি ময়ি ত্বঞ্চ ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্
পূর্ব্বসম্বন্ধিসংযোগং নৈতদ্ দান্তো নিষেবতে ॥ ২০

দমের দ্বারা তাঁহার নিজ শুভ কর্ম্মের যথাযথ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দম ব্রাহ্মণের পক্ষে দান, যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় হইতেও অধিক। ৮

দম তেজকে বর্দ্ধিত করে, দম পরম পবিত্র সাধন, দমের দ্বারা পাপহীন হইয়া তেজস্বী পুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯

আমরা এ জগতে দমের সদৃশ অন্য কোন ধর্ম্ম শ্রবণ করি নাই। জগতে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাগণ দমকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। সকলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। ১০

নরেন্দ্র! দমের দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সংযমের দ্বারা সংযুক্ত মানুষ সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন তিনি ইহলোক ও পরলোকেও সুখলাভ করেন। ১১

যিনি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছেন, তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে জাগরিত হন এবং সুখের সহিত লোকসকলে বিচরণ করেন। তাঁহার মনও সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। ১২

যাহার ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত নহে, সেই ব্যক্তি নিয়তই ক্লেশ ভোগ করে এবং নিজেরই দোষদুষ্ট উৎপন্ন অন্যান্য বহু অনর্থ সৃষ্টি করে। ১৩

ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমে দমকেই উত্তম তপস্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন আমি ইন্দ্রিয়দমন এবং মনোনিগ্রহের সেই লক্ষণসমূহ বলিব, যাহাদের উৎপত্তিকেই দম বলা হইয়াছে। ১৪

ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্যবাদিতা, সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জা, স্থিরতা, উদারতা, ক্রোধহীনতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া এবং অপরের দোষ না দেখা—এই সব সদ্‌গুণের উদয়কেই দম বলা হয়। ১৫-১৬

গুরুজন! যিনি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে গুরুপূজা অর্থাৎ গুরুজনগণের প্রতি সমাদরভাব, সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, কাহারও প্রতি খলতা না করা—এই সব প্রবৃত্তির উদয় হয়। তিনি জনাপবাদ, অসত্যভাষণ, নিন্দা ও স্তুতিতে প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, অহঙ্কার, আত্মপ্রশংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা এবং অন্যকে অপমান—এই সব দুষ্কর্ম্মের কখনও অনুষ্ঠায়ী হন না। ১৭-১৮

ইন্দ্রিয় ও মনের সংযমকারী ব্যক্তির কখনও নিন্দা হয় না। তাঁহার মনে কোন কামনা থাকে না। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন না অথবা তুচ্ছ বিষয়-সুখাভিলাষ করেন না, অপরের দোষ দর্শন করেন না, সেই মানুষ সমুদ্রের ন্যায় অগাধ গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন, যেরূপ সমুদ্র অনন্ত জলরাশি পাইয়াও পূর্ণ হয় না, সেইরূপ তিনিও নিয়তই ধর্ম্মসঞ্চয়ে কখনও তৃপ্ত হন না। ১৯

'আমি তোমাকে স্নেহ করি, তুমি আমাকে স্নেহ কর। তাহারা আমার উপর অনুরক্ত, আমি তাহাদের উপর অনুরাগী,' এইভাবে পূর্ব্বের সম্বন্ধিগণের সম্বন্ধ বিতেন্দ্রিয় পুরুষ চিন্তা করেন না। ২০

সর্বাশ্রম্যাগতাধারণা যচ্চ লোকে প্রবৃত্তয়ঃ।
নিন্দাং চৈব প্রশংসাঞ্চ যো নাশ্নুতি মুচ্যতে ॥ ২১
মৈত্রোঽথ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্চ যঃ।
মুক্তস্য বিবিধৈঃ পাশৈস্তস্য প্রেত্য ফলং মহৎ ॥ ২২
সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্ বুধঃ
প্রাপ্নোত্য লোকে সৎকারং সুগতিং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩
কর্ম যচ্ছুভমেবেহ সঞ্চিত্যাচরিতঞ্চ যৎ
তদেব জ্ঞানযুক্তস্য মুনের্নাস্তি ন হীয়তে ॥ ২৪
নিষ্ক্রিয়া বনমাস্থায় জ্ঞানযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
কালাকাঙ্ক্ষী চরংশ্চারঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৫
অভয়ং যস্য ভূতেভ্যো ভূতানামভয়ং যতঃ
তস্য দেহাদ্ বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥ ২৬
অবাচিনোতি কর্মাণি ন চ সম্প্রচিনোতি হ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মৈত্রায়ণগতিশ্চরেৎ ॥ ২৭
শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ
যথা গতির্ন দৃশ্যেত তথা তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২৮
গৃহানুৎসৃজ্য যো রাজন্ মোক্ষমেবাভিপদ্যতে
লোকাস্তেজোময়াস্তস্য কল্পন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ২৯
সংস্যস্য সর্বকর্মাণি সংস্যস্য বিধিবৎ তপঃ।
সংস্যস্য বিবিধা বিদ্যাঃ সর্বঃ সংস্যস্য চৈব হ ॥ ৩০
কামে শুচিরনাবৃত্তঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্ছুচিঃ।
প্রাপ্নোত্য লোকে সৎকারং স্বর্গং সমভিপদ্যতে ॥ ৩১
যচ্চ পৈতামহং স্থানং ব্রহ্মরাশিসমুদ্ভবম্।
গুহায়াং বিহিতং বিদ্বাংস্তদ্ দমেনাভিপদ্যতে ॥ ৩২
জ্ঞানারামস্য বৃদ্ধস্য সর্বভূতাবিরোধিনঃ।
নাবৃত্তিভয়মস্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ৩৩

ভগতে গ্রামবাসী মনুষ্যগণের ধন-ধান্য প্রভৃতির উপরে ও বনবাসিগণের ফল-মূলাদির উপরে যে প্রবৃত্তি হয়, যে ব্যক্তি সেই সমস্তের সেবন করেন না, অপরের নিন্দা ও প্রশংসা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখেন, তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। ২১

যিনি সকলের প্রতি মিত্রতা অনুভব করেন ও সুশীল, যাঁহার মন প্রসন্ন, যিনি নানাপ্রকার আসক্তিসমূহ হইতে মুক্ত ও আত্মজ্ঞানী, তিনি মৃত্যুর পর মোক্ষরূপ মহৎ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ২২

যিনি সদাচারী, শীলবান্, প্রসন্নচিত্ত এবং আত্মজ্ঞানী, সেই বিদ্বান্ পুরুষ এ জগতে সম্মান লাভ করত পরলোকে পরম গতি প্রাপ্ত হন। ২৩

এ জগতে যাহা কেবল শুভ (কল্যাণকারী) কর্ম এবং সৎপুরুষগণ যাহার আচরণ করিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানী মুনির পথ। তিনি স্বভাবতই উহার আচরণ করেন। তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। ২৪

জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বনের আশ্রয় গ্রহণ করত সেখানে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিচরণ করিবেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন। ২৫

যাহা হইতে সমস্ত প্রাণীর ভয় হয় না, যাঁহার অপর কোন প্রাণিগণের নিকট হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না, দেহত্যাগের পরও সেই মহাত্মা পুরুষের কোথা হইতেও ভয় হয় না। ২৬

তিনি উপভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মফল ক্ষয় করিয়া থাকেন এবং কৃতাকৃতবিষয়ে ও ফলাসক্তিহীন হওয়ায় তাঁহার নূতন কর্মের সঞ্চয় হয় না। সকল প্রাণীর উপর সমানভাব রাখিয়া সকলকেই মিত্রের ন্যায় অভয় দান করিতে করিতে ধরাতলে বিচরণ করেন। ২৭

যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের ও জলে মৎস্যাদি জলচর জন্তুগণের পথচিহ্ন দেখা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্মার গতিও জানিতে পারা যায় না, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৮

রাজন্! যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গই আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অনন্ত ব্রহ্মকালের জন্য দিব্য তেজোময় লোক প্রাপ্ত হন্। ২৯

যাঁহার আচার-বিচার শুদ্ধ এবং অন্তঃকরণ নির্মল, যাঁহার সকল কামনা শুদ্ধ এবং যিনি ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষ সমস্ত কর্ম, তপস্যা ও নানাবিধ বিদ্যাকে বিধি অনুসারে সন্ন্যাস (ত্যাগ) করত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ইহলোকে সম্মান লাভপূর্বক পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ (ব্রহ্মধাম) প্রাপ্ত হন। ৩০-৩১

ব্রহ্মরাশি হইতে (ব্রহ্মার তপঃপ্রভাব হইতে) উৎপন্ন পিতামহ ব্রহ্মার যে উত্তম ধাম, উহা হৃদয়গুহায় আবৃত আছে। উহার প্রাপ্তি সর্বদা দমের (ইন্দ্রিয় সংযম ও মনোনিগ্রহের) দ্বারা হইয়া থাকে। ৩২

যাঁহার কোনও প্রাণীর সহিত বিরোধ নাই, যিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেই রমণ করেন, এরূপ জ্ঞানীর এই লোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার ভয় থাকে না; সুতরাং তাঁহার পরলোকের ভয় কিরূপে হইতে পারে? ৩৩

এক এব দমে দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥ ৩৪
একোঽস্য সুমহাপ্রাজ্ঞ দোষঃ স্যাৎ সুমহান্ গুণঃ।
ক্ষময়া বিপুলা লোকাঃ সুলভা হি সহিষ্ণুতা ॥ ৩৫
দান্তস্য কিমরণ্যেন তথাদান্তস্য ভারত
যত্রৈব নিবসেদ্ দান্তস্তদরণ্যং স চাশ্রমঃ ॥ ৩৬

দম অর্থাৎ সংযমের একটীই দোষ আছে, দ্বিতীয় নাই তাহা হইল এই যে, ক্ষমাশীল হওয়ায় তাহাকে লোকে অসমর্থ বলিয়া মনে করে। ৩৪

মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির! উহার এই এক দোষ, ইহা আবার মহান্ গুণও হইতে পারে। ক্ষমা দ্বারা ক্ষমায় উহার বহু পুণ্যলোক সুলভ হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে ক্ষমার দ্বারা সহিষ্ণুতাও আসিয়া উপস্থিত হয়। ৩৫

ভারত! সংযমী পুরুষের বনে যাইবার কি আবশ্যকতা আছে? যে অসংযমী, তাহার আবার বনে থাকিয়া কি লাভ হইতে পারে? সংযমী পুরুষ যেখানে অবস্থান করেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বন ও আশ্রম। ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ
এতদ্ ভীষ্মস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
অমৃতেনেব সম্তৃপ্তঃ প্রহৃষ্টঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭
পুনশ্চ পরিপপ্রচ্ছ ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্
তপঃ প্রতি স চোবাচ তচ্চৈষ সর্বং কুরূদ্বহ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি দমকথনে
একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় তৃপ্ত হইলেন। তিনি যেন তখন অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইলেন। ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহার পর তিনি ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পুনরায় তপস্যাবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভীষ্ম তাঁহাকে সেই বিষয়ে সব কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে দমকথনবিষয়ক ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[তপোমহিমবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ
সর্বমেতৎ তপোমূলং কবয়ঃ পরিচক্ষতে
ন হ্যতপ্ততপা মূঢ়ঃ ক্রিয়াফলমবাপ্নুতে ॥ ১
প্রজাপতিরিদং সর্বং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ।
তথৈব বেদানৃষয়স্তপসা প্রতিপেদিরে ॥ ২
তপসৈব সদর্জাগ্রং ফলমূলানি যানি চ
ত্রীল্লোকাংস্তপসা সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ॥ ৩
ঔষধানাগদাদীনি ক্রিয়াশ্চ বিবিধাস্তথা
তপসৈব হি সিধ্যন্তি তপোমূলং হি সাধনম্ ॥ ৪
যদ্ দুরাপং ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং তপসো ভবেৎ
ঐশ্বর্যমুষয়ঃ প্রাপ্তাস্তপসৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৫

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

[তপস্যার মহিমা বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই সম্পূর্ণ জগতের মূল কারণ হইল তপস্যা, ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন। যে মূঢ় ব্যক্তি তপস্যা করে না, তাহার কোন শুভ কর্মফলের ফললাভ হয় না। ১

ভগবান্ প্রজাপতি তপস্যারই দ্বারা এই সমস্ত জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঋষিগণ তপস্যার দ্বারাই বেদসকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২

যে সমস্ত ফল, মূল ও অন্ন আছে, তৎসমস্তই বিধাতা তপস্যার দ্বারা উৎপন্ন করিয়াছেন। তপঃসিদ্ধ একাগ্রচিত্ত মহাত্মাগণ তিন লোক প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। ৩

ঔষধ, আরোগ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি এবং নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ, প্রত্যেক সাধনের মূল হইল তপস্যা। ৪

জগতে যাহা কিছু দুর্লভ বস্তু আছে, তৎসমস্তই তপস্যার দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে। ঋষিগণ তপস্যারই দ্বারা অধিক,

সুরাপোঽসম্মতাদাতা ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ
তপসৈব সুতপ্তেন নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
তপসো বহুরূপস্য তৈস্তৈর্দ্বারৈঃ প্রবর্ত্ততঃ
নিবৃত্ত্যা বর্ত্ততানস্য তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৭
অহিংসা সত্যবচনং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতেভ্যো হি মহারাজ তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৮
ন দুষ্করতরং দানাদ্ভূতমাত্তরমাত্মরঃ
ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ পরা নাস্তি সংন্যাসঃ পরমঃ
ইন্দ্রিয়াণীহ রক্ষন্তি স্বর্গধর্মাভিগুপ্তয়ে।
তস্মাদর্থে চ ধর্ম্মে চ তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ১০

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মনুষ্যা মৃগপক্ষিণঃ
যানি চান্যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১১
তপঃপরায়ণাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্তি তপসা চ তে।
ইত্যেবং তপসা দেবা মহত্ত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ১২
ইমানীষ্টবিভাগানি ফলানি তপসঃ সদা
তপসা শক্যতে প্রাপ্তুং দেবত্বমপি নিশ্চয়াৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি তপঃপ্রশংসায়ামেক-
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

অণিমা, প্রাপ্তি, লঘিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব—এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫

সুরাপায়ী, আহারের সম্মতি দিয়া তাহার বস্তু গ্রহণকারী (চোর ভ্রূণহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিও উত্তমরূপে কৃত তপস্যার দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬

তপস্যার অনেক রূপ আছে। ভিন্ন ভিন্ন সাধন ও উপায়-সকলের দ্বারা মানুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু যিনি নিবৃত্তি মার্গে গমন করেন, তাহার পক্ষে উপবাস হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোন তপস্যা নাই। ৭

মহারাজ! অহিংসা, সত্যভাষণ, দান ও ইন্দ্রিয়সংযম—এসব অপেক্ষাও তপস্যা অধিক (প্রধান) এবং উপবাস হইতে অধিক কোন তপস্যা নাই। ৮

দান হইতে অধিক কোন দুষ্কর কর্ম নাই, ত্রয়ীদেবা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন আশ্রম নাই, তিন বেদের বিদ্বান্ হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বিদ্বান্ নাই এবং সন্ন্যাস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা। ৯

এ জগতে ধার্ম্মিক পুরুষ স্বর্গের সাধনভূত ধর্ম্মের রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে সুরক্ষিত করিয়া রাখেন (সংযমশীল হন)। কিন্তু ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়ের সিদ্ধির জন্য তপস্যাই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং উপবাস হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তপস্যা নাই। ১০

ঋষিগণ ও পিতৃগণ এবং মনুষ্য, পশু-পক্ষী ও অন্যান্য যে সব চরাচর প্রাণী আছেন, তাঁহারা সকলে তপস্যাতে নিরত থাকেন। তপস্যাই দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন। এইরূপ দেবগণও তপস্যার দ্বারা মহত্ত্বপূর্ণ পদলাভ করিয়াছেন। ১১-১২

এই যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই কেবল তপস্যার দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে। তপস্যার দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে দেবত্বও লাভ করা যাইতে পারে। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে তপস্যার প্রশংসাবিষয়ক
একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সত্যস্য লক্ষণ-স্বরূপ-মহিমবর্ণনম্ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

সত্যং ধর্ম্মঃ প্রশংসন্তি বিপ্রর্ষিপিতৃদেবতাঃ
সত্যমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

সত্যং কিংলক্ষণং রাজন্ কথং বা তদবাপ্যতে ।
সত্যং প্রাপ্য ভবেৎ কিঞ্চ কথং চৈব তদুচ্যতাম্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

চাতুর্বর্ণস্য বর্ণানাং সঙ্করো ন প্রশস্যতে ।
অবিকারিতমং সত্যং সর্ববর্ণেষু ভারত ॥ ৩

সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ ॥ ৪

সত্যং ধর্ম্মস্তপো যোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫

আচারানিহ সত্যস্য যথাবদনুপূর্বশঃ
লক্ষণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি সত্যস্যেহ যথাক্রমম্ ॥ ৬

প্রাপ্যতে চ যথা সত্যং তচ্চ শ্রোতুমিহার্হসি ।
সত্যং ত্রয়োদশবিধং সর্বলোকেষু ভারত ॥ ৭

সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ
অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়তা ॥ ৮

ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং স্থিরা ।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারান্ত্রয়োদশ ॥ ৯

সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যমবিকার্যি তথৈব চ ।
সর্বধর্মাবিরুদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে ॥ ১০

আত্মনীষ্টে তথানিষ্টে ত্রিপৌ চ সমতা তথা ।
ইচ্ছাদ্বেষক্ষয়ঃ প্রাপ্য কামক্রোধক্ষয়ঃ তথা ॥ ১১

দমো নাকুৎসুহা নিত্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যমেব চ
অভয়ং রোগশমনং জ্ঞানেনৈতদবাপ্যতে ॥ ১২

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[সত্যের লক্ষণ, স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃগণ ও দেবতাগণ—ইঁহারা সকলে সত্যতাবলম্বন ধর্ম্মের প্রশংসা করেন অতএব আমি এখন ইহা শুনিতে অভিলাষী যে, সত্য কি? তাহা আমাকে বলুন। ১

রাজন্! সত্যের লক্ষণ কি? উহা কিরূপে লাভ করা যায়? সত্যপালন করিলে কি ফল লাভ হয়? এবং উহা কি প্রকার? ইহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভারত! ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যে ধর্ম, উহার পরস্পর সঙ্কর (সংমিশ্রণ) উত্তম বলিয়া কথিত হয় না। (নির্বিকার স্থির ভাব ও কর্ত্তব্যের স্থিতি) সত্য কিন্তু সকল বর্ণে সাধারণ ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৩

সৎপুরুষগণের মধ্যে সদা সত্যরূপ ধর্ম্মই বিদ্যমান থাকেন সত্যই হইলেন সনাতন ধর্ম। সত্যকেই নমস্কার করিবে; কারণ, সত্যই হইলেন জীবের পরম গতি। ৪

সত্যই ধর্ম, তপস্যা ও যোগ। সত্যই সনাতন ব্রহ্ম। সত্যকেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলা হইয়াছে এবং সব কিছুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ৫

এখন আমি তোমাকে ক্রমশঃ সত্যের আচারসমূহ ও লক্ষণ যথাযথভাবে অনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিব। ৬

সেই সঙ্গে ইহাও তোমাকে বলিব যে, সেই সত্য কিভাবে লাভ হইয়া থাকে? তুমি উহা শ্রবণ করিবার অধিকারী। ভারত! সমস্ত লোকে সত্যের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। ৭

রাজেন্দ্র! সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা (সহনশীলতা), অনসূয়া, ত্যাগ, পরমার্থের ধ্যান, আর্য্যতা (শ্রেষ্ঠ আচরণ), নিরন্তর স্থির ধৈর্য্য এবং অহিংসা—এই ত্রয়োদশটি হইল সত্যেরই স্বরূপ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮-৯

নিত্য এক রস, অবিনাশী ও অবিকারী হইল সত্যের লক্ষণ সমস্ত ধর্মের অনুকূল কর্ত্তব্য পালনরূপ যোগের দ্বারা এই সত্য লাভ হইয়া থাকে। ১০

নিজের প্রিয় মিত্র ও অপ্রিয় শত্রুতে সমানভাব রাখা হইল সমতা। ইচ্ছা (রাগ), দ্বেষ, কাম ও ক্রোধকে নষ্ট করিয়া দেওয়াই হইল সমতার প্রাপ্তির উপায়। ১১

অপরের কোন বস্তু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা না করা, সদা গাম্ভীর্য্য ভাব ও ধৈর্য্য ধারণ করা, ক্রোধ ত্যাগ করা এবং মনের রোগ-

অমাৎসর্যাং বুধাঃ প্রাহুঃপ্রাণে ধর্মে চ সংযমঃ।
অবস্থিতেন নিত্যঞ্চ সত্তেনামৎসরী ভবেৎ ॥ ৩
অকথায়াঃ কথায়াশ্চ প্রিয়াপ্রীয়াপ্রিয়াণি চ
ক্ষমতে সম্মতঃ সাধুঃ সাধ্বাপ্নোতি চ সত্যবাক্ ॥ ১৪
কল্যাণং কুরুতে বাঢ়ং ধীমান্ ন গ্লায়তে কচিৎ
প্রশান্তবাঙ্মনা নিত্যং হৃষ্টস্তু ধর্মাদবাপ্যতে ॥ ১৫
ধর্মার্থহেতোঃ ক্ষমতে তিতিক্ষা ক্ষান্তিরুচ্যতে
লোকসংগ্রহণার্থং বৈ সা তু বৈর্যেণ লভ্যতে ॥ ১৬
ত্যাগঃ স্নেহস্য যৎ ত্যাগো বিষয়াণাং তথৈব চ
রাগদ্বেষপ্রহীণস্য ত্যাগো ভবতি নান্যথা ॥ ১৭
আর্যাতা নাম কৃতানাং যঃ করোতি প্রযত্নতঃ
শুভং কর্ম নিরাকারো বীতরাগস্তথৈব চ ॥ ১৮
তৃপ্তির্নাম সুখে দুঃখে সর্বা নাপ্নোতি নিষ্ক্রিয়াম্

সকলকে শান্ত করা ইহাই 'দমের' (মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমের) লক্ষণ। জ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২

দান ও যজ্ঞ করা সম্বন্ধে মনকে সংযমে রাখা; অর্থাৎ এবিষয়ে অপর কাহাকেও ইহা না করা— ইহাকে বিদ্বান্ ব্যক্তি 'অমাৎসর্য' বলেন। সদা সত্য পালন করিলেই মানুষ মাৎসর্য-হীন হইয়া থাকে। ১৩

যে ব্যক্তি কথা ও অকথাযোগ্য ব্যবহার এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্যকে সমানরূপে সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই সজ্জনসম্মত ক্ষমাশীল শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কথিত হন। সত্যবাদী পুরুষেরই উত্তমগতিতে ক্ষমাভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৪

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকলের উপরে অপরে কল্যাণ করেন, মনে কোনরূপ গ্লানি পোষণ করেন না, যাঁহার মন ও বাক্য সর্বদা শান্ত থাকে, তাঁহাকে 'লজ্জাশীল' বলা হয়। এই লজ্জা-নামক গুণ মনের আচরণে লাভ হইয়া থাকে। ১৫

ধর্ম ও অর্থের জন্য মানুষ যে কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে, তাহার এই সহনশীলতাকে 'তিতিক্ষা' বলা হয়। লোকসকলের সম্মুখে আদর্শ উপস্থাপিত করিবার জন্য উহা অবশ্য পালন করিতে হয়। বৈর্যের দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। ১৬

'কাহারও দোষ দর্শন না করাকে 'অনসূয়া' বলে। বিষয়-সমূহে আসক্তির যে ত্যাগ, উহাই প্রকৃত 'ত্যাগ'। রাগ-দ্বেষ হীন হইলে পরই ত্যাগের সিদ্ধি হয় অন্যথা নহে। ১৭

(পরমাত্মচিন্তনের নাম ধ্যান।) যে ব্যক্তি নিজেকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ না করিয়া অভিনব ভাবের সহিত প্রাণি-

তাং হ্যেতে সদা প্রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১৯
সর্বথা ক্ষমিণা ভাব্যং তথা সত্যপরেণ চ।
বীতরাগভয়ক্রোধো বৃত্তিমাপ্নোতি পণ্ডিতঃ ॥ ২০
অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২১
এতে ত্রয়োদশাকারাঃ পৃথক্ সত্যস্যলক্ষণাঃ।
ভজন্তে সত্যমেবেহ যুক্তাশ্চ ভারত ॥ ২২
নাস্তঃ শক্যো গুণানাঞ্চ বক্তুং সত্যস্য পার্থিব।
অতঃ সত্যাঃ প্রশংসন্তি বিপ্রাঃ সপিতৃদেবতাঃ ॥২৩
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
স্থিতিহি সত্যে ধর্মস্য তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ ॥ ২৪
উপৈতি সত্যাদ্ দানং হি তথা যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
ত্রেতাগ্নিহোত্রং বেদাশ্চ যে চান্যে ধর্মনিশ্চয়াঃ ॥ ২৫

গণের মঙ্গল করিয়া থাকেন, তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ ভাব ও আচরণের নামই হইল 'আর্যতা'। উহা আসক্তিত্যাগের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। ১৮

সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তি হইলে পর মনে কোন বিকার না আসাকে 'তৃপ্তি' বলে। যিনি নিজের শীল রক্ষা করেন, সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্বদা 'তৃপ্তি'র সেবা করিবেন। ১৯

মানুষের সর্বদা ক্ষমাশীল হওয়া এবং সত্যপরায়ণ হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ এই তিনটিকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষেরই ধৈর্য লাভ হয়। ২০

মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা সকল প্রাণিগণের সহিত কখনও দ্রোহ না করা এবং দয়া ও দান ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষের সনাতন ধর্ম। ২১

আমি এই পৃথক্ পৃথকভাবে সত্যের ত্রয়োদশটি প্রকার বর্ণনা করিলাম। ভারত! এ জগতে সত্যাশ্রয়ী মহাত্মাগণ সত্যেরই সেবা করেন এবং উহার দ্বারা উন্নতিলাভ করেন। ২২

পৃথ্বীনাথ! সত্যের গুণসকলের সীমা বলিতে পারা যায় না। সেইজন্য পিতৃগণ ও দেবতাগণের সহিত সকল ব্রাহ্মণ সত্যেরই প্রশংসা করেন। ২৩

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে অধিক কোন পাপ নাই। সত্যই ধর্মের আধার, অতএব সত্যকে লোপ করিও না। ২৪

দান, দক্ষিণাসহ যজ্ঞ, ত্রিবিধ (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়)

অশ্বমেধসহস্রেণ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি সত্যপ্রশংসায়াং
ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩

যদি একদিকে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়, তবে একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা একমাত্র সত্যই অধিক ভার বহনে সমীচীন হইবে। ১৬

অগ্নিতে হোম, বেদসমূহের স্বাধ্যায় এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মের নির্দেশকারী শাস্ত্র আছে, সেই সকলেরও অধ্যয়নের ফল মানুষ সত্যের দ্বারা লাভ করে। ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কাম-ক্রোধাদিত্রয়োদশপ্রকারদোষাণাং নিরূপণম্, তেষাং নাশোপায়বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কুতঃ প্রভবতি ক্রোধঃ কামো বা ভরতর্ষভ
শোক-মোহৌ বিচিকিৎসা চ পরাসুতা তথা মদঃ ॥ ১
লোভো মাৎসর্য্যমীর্ষ্যা চ কৃৎস্নাসূয়া কৃপা তথা।
এতৎ সর্বং মহাপ্রাজ্ঞ যাথাতথ্যেন মে বদ ॥

ভীষ্ম উবাচ

ত্রয়োদশৈতেঽতিবলাঃ শত্রবঃ প্রাণিনাং স্মৃতাঃ
উপাসন্তে মহারাজ সমস্তাৎ পুরুষানিহ ॥ ৩
এতে প্রবৃত্তাঃ পুরুষমপ্রবৃত্তাশ্চাদদতি চ।
বৃকা ইব বিলুম্পন্তি দৃষ্ট্বৈব পুরুষং বলাৎ ॥ ৪
এতাঃ প্রবর্ত্ততে দুঃখমেভ্যঃ পাপঃ প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বো বিজানীয়াৎ সততং পুরুষর্ষভ ॥ ৫
এতেষামুদয়ং স্থানং কৃত্স্নঞ্চ পৃথিবীপতে।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি ক্রোধস্যোৎপত্তিমাদিতঃ
যথাতত্ত্বং ক্ষিতিপতে তদিহৈকমনাঃ শৃণু
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্যতে ॥৭
ক্ষময়া তিষ্ঠতে রাজন্ ক্ষময়া বিনিবর্ত্ততে
সম্ভবাজ্জায়তে কামঃ সেব্যমানো বিবর্ধতে ॥ ৮

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[কাম-ক্রোধাদি ত্রয়োদশপ্রকার দোষসমূহের নিরূপণ এবং উহাদের নাশের উপায় বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পরম জ্ঞানী পিতামহ! ক্রোধ, কাম, শোক, মোহ, বিচিকিৎসা (শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম করিবার ইচ্ছা), পরাসুতা (অপরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা), মদ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, নিন্দা, দোষদৃষ্টি ও কৃপণতা—এই সব দোষ কি ভাবে উৎপন্ন হয়? ইহা আমাকে যথাযথভাবে বলুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! তোমার দ্বারা কথিত এই ত্রয়োদশ প্রকার দোষ প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রবল শত্রু বলিয়া কথিত হয়। ইহারা মনুষ্যগণকে সর্বদিক্ দিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে। ৩

ইহারা সর্বদা সাবধানে থাকিয়া প্রমাদে পতিত মানুষকে অত্যন্ত পীড়াদান করে। মনুষ্যদিগকে দেখিবামাত্র ইহারা চিতাবাঘের ন্যায় তাহাদের উপর সবলে আক্রমণ করে। ৪

নরশ্রেষ্ঠ! ইহাদের দ্বারা সকলের দুঃখ প্রাপ্তি হয়, ইহাদেরই প্রেরণায় মনুষ্যগণের পাপ-কর্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষ সতত এই বিষয় মনে রাখিবে। ৫

পৃথিবীপতে! এখন আমি ইহা বলিতেছি যে, ইহাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়? ইহারা কিভাবে স্থির থাকে? এবং কিরূপে ইহাদের বিনাশ হয়? সর্ব প্রথমে আমি তোমাকে ক্রোধের উৎপত্তির কথা বলিব। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি এখন একাগ্রচিত্ত হইয়া এই বিষয় শ্রবণ কর। ৬

রাজন্! লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যদি অপরের দোষ দেখিতে থাকে, তবে ইহা বর্ধিত হয়, কিন্তু ক্ষমা করিলে শান্ত হইয়া যায় এবং ক্ষমারই দ্বারা ইহা নিবৃত্ত হয়। ৭

কাম সম্ভব হইতে উৎপন্ন হয়। যদি উহার সেবা করা হয়,

যদা প্রাজ্ঞো বিরমতে তদা সদ্যঃ প্রশস্যতি।
পরাসুরা ক্রোধ-লোভাবমুক্তা প্রজায়তে। ৯
দয়য়া সর্বভূতানাং নির্বেদাদ্ বিনিবর্ততে
অবস্তুদর্শনাদেতি তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ শীর্যতাম্। ১০
অজ্ঞানপ্রভবো মোহঃ পাপাভ্যাসাৎ প্রবর্ততে
যদা প্রাজ্ঞেষু রমতে তদা সদ্যঃ প্রশস্যতি॥ ১১
বিরুদ্ধানীহ শাস্ত্রাণি যে পশ্যন্তি কুরূদ্বহ
বিচিকিৎসা জায়তে তেষাং তত্ত্বজ্ঞানাদ্বিবর্ততে॥ ১২
প্রীত্যা শোকঃ প্রভবতি বিয়োগাৎ তস্য দেহিনঃ।
যদা নিরর্থকং বেত্তি তদা সদ্যঃ প্রশস্যতি॥ ১৩
পরাসুতা ক্রোধ-লোভাদভ্যাসাচ্চ প্রবর্ততে
দয়য়া সর্বভূতানাং নির্বেদাৎ সা নিবর্ততে॥ ১৪
সত্যত্যাগাৎ তু মাৎসর্যমিতরেষাঞ্চ সেবয়া
এতৎ তু ক্ষীয়তে তাত সাধূনামুপসেবনাৎ॥ ১৫
কৃপাজ্ঞানাৎ তথৈশ্বর্যাদ্বলতো ভবতি দেহিনাম্
এতিরেব তু বিজ্ঞাতৈঃ সা চ সদ্যঃ প্রশস্যতি॥ ১৬
ঈর্ষ্যা কামাৎ প্রভবতি সংহর্ষাচ্চৈব জায়তে
ইতরেষাং তু সত্ত্বানাং প্রজ্ঞয়া সা প্রশস্যতি॥ ১৭
বিত্তমাত্রোপবাজ্ঞানাং ক্ষেত্রৈর্বাক্যৈরসম্মতৈঃ।
কৃৎসা সঞ্জায়তে রাজন্নৌকান্ প্রেক্ষ্যাতিশাম্যতি॥ ১৮
প্রতিকর্তুং ন শক্তা যে বলস্থায়াপকারিণে
অসূয়া জায়তে তীব্রা কারুণ্যাদ্ বিনিবর্ততে॥ ১৯
কৃপণান্ সততং দৃষ্ট্বা ততঃ সঞ্জায়তে কৃপা।
ধর্মনিষ্ঠাং যদা বেত্তি তদা শাম্যতি সা কৃপা॥ ২০
অজ্ঞানপ্রভবো লোভো ভূতানাং দৃশ্যতে সদা।
অস্থিরত্বক ভোগানাং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা নিবর্ততে॥ ২১

তবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং যখন বুদ্ধিমান্ পুরুষ উহা হইতে বিরত হইয়া যান, তখন এই কাম তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ৮৪

ক্রোধ ও লোভ এই উভয় হইতে অপরের প্রতি অসূয়া উৎপন্ন হয়। সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়ার দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিবৃত্ত হয়। নিন্দনীয় বস্তু দর্শনেও ইহার উৎপত্তি হয় এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায়। ৯-১০

মোহ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং পাপের অভ্যাসে উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন মানুষ বিদ্বান্‌গণের উপর অনুরক্ত হয়, তখন এই মোহ সদ্যই নষ্ট হইয়া যায়। ১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাহারা বস্তুবিরুদ্ধ শাস্ত্রসকল নিরীক্ষণ করে, তাহাদের মনে অনুচিত কর্ম করিবার ইচ্ছারূপে বিচিকিৎসা (শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য করিবার ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়। উহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। ১২

যাহার উপর প্রীতি আছে, সেই প্রাণীর বিয়োগ হইতেই শোক উদ্ভূত হয়। কিন্তু যখন মানুষ ইহা বুঝিতে পারে যে, শোক ব্যর্থ অর্থাৎ উহার দ্বারা কোনই লাভ হয় না, তখন অতি সত্বর শোকের শান্তি হইয়া থাকে। ১৩

ক্রোধ, লোভ ও অভ্যাস হইতে পরাসুতা অর্থাৎ অপরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা জাগরিত হয়। সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া ও বৈরাগ্যের উদয় হইলে পর এই পরাসুতা নিবৃত্ত হয়। ১৪

সত্য ত্যাগ করিলে এবং দুষ্টগণের সংসর্গ করিলে পর মাৎসর্য দোষের উদ্ভব হয়। বৎস যুধিষ্ঠির! শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবা ও তাঁহাদের সহিত সদ্ভাবে স্থাপন করিলে এই মাৎসর্য দোষ ক্ষীণ হইয়া যায়। ১৫

নিজের উত্তম কুল, উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের অভিমান হইলে পর দেহাভিমানী মনুষ্যগণের মদ উদ্‌ভূত হয়। কিন্তু এই সকলের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা মদ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। ১৬

মনে বাসনা জন্মিলে এবং অপর মানুষের সুখ-আহ্লাদ দেখিলে ঈর্ষ্যার উৎপত্তি হয়। বিবেকশীল বুদ্ধির দ্বারা উহার নাশ হইয়া থাকে। ১৭

রাজন্! সমাজ হইতে বহিষ্কৃত নীচ মনুষ্যগণের দ্বেষ-পূর্ণ ও অপ্রামাণিক বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া সভায় পণ্ডিত হইলে কৃৎসা (নিন্দা) উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সন্দর্শনে উহা শান্ত হইয়া যায়। ১৮

যে ব্যক্তি নিজের অপকারকারী বলবান্ মনুষ্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহার হৃদয়ে তখন তীব্র অসূয়া (দোষ দর্শন প্রবৃত্তি) জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু দয়াভাব জাগরিত হইলে পর উহার নিবৃত্তি হইয়া যায়। ১৯

সর্বদা কৃপণ মনুষ্যদিগকে দেখিলে নিজেরও মধ্যে দৈন্য-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; ধর্মনিষ্ঠ পুরুষগণের উদার ভাব যখন সে জানিতে পারে, তখন তাহার সেই দৈন্যভাব চলিয়া যায়। ২০

প্রাণিগণের ভোগের প্রতি যে লোভ দেখা যায়, উহা অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভোগসমূহের অস্থিরতা দেখিলে ও জানিলে পর উহার নিবৃত্তি হয়। ২১

এতান্যেব জিঘাংসন্তি প্রশমাচ্চ ত্রয়োদশ।
এতে হি ধার্তরাষ্ট্রাণাং সর্বে দোষাস্ত্রয়োদশ ॥ ১১
যস্মা সত্যার্জবে নিত্যা বিজিতা জ্যেষ্ঠসেবনাৎ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি লোভনিরূপণে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩

মহাত্মাগণ বলেন যে, শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে এই ত্রয়োদশ প্রকার দোষ জয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকলের মধ্যে এই সকলবিধ দোষ বর্তমান ছিল এবং তুমি সত্যকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলে সেইজন্য তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেবার দ্বারা এই সব দোষ জয় করিয়াছ ॥ ১১-১২

ভীষ্মদেবপ্রোক্ত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে লোভ-নিরূপণবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(নৃশংসপুরুষলক্ষণকথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

আনৃশংস্যাৎ বিজানামি দর্শনেন সতাং সদা।
নৃশংসান্ বিজানামি তেষাং কর্ম চ ভারত ॥ ১
কণ্টকান্ দুর্গমার্গাংশ্চ বর্জয়ন্তি যথা নরাঃ
তথা নৃশংসকর্মাণঃ বর্জয়ন্তি নরা নরম্ ॥ ২
নৃশংসো মন্যতে নিত্যং প্রেত্য চেহ চ ভারত
তস্মাৎ ত্বং ব্রূহি কৌরব্য তস্য ধর্মবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

স্পৃহা স্যাদ্ গর্হিতা চৈব বিহিংসা চৈব কর্মণাম্।
আক্রোষ্টা ক্রুধ্যতে চৈব যাচিতো বৃণুতে ন চ ॥ ৪
সন্তাসুকীর্তিবিষমঃ ক্ষুদ্রো নৈকৃতিকঃ শঠঃ
অসংবিভাগী মানী চ তথা সঙ্কী বিকত্থনঃ ॥ ৫
সর্বাতিশঙ্কী পুরুষো বলীশঃ কৃপণোঽথবা
ধর্মপ্রশংসী সন্ততমাত্মসম্ভাবসম্ভৃতঃ ॥ ৬
হিংসাবিহারঃ সততমবিশেষগুণাগুণঃ
বহ্বলীকোঽনৃতী চ লুব্ধোঽতার্থং নৃশংসকৃৎ ॥ ৭
ধর্মশীলঃ গুণোপেতং পাপমিত্যবগচ্ছতি।
আত্মশীলপ্রমাণেন ন বিশ্বসিতি কস্যচিৎ ॥ ৮

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[নৃশংস অর্থাৎ অত্যন্ত নীচ পুরুষের লক্ষণ কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! সদা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেবা ও দর্শনে আমি এই কথা জানিতে পারিয়াছি যে, বিনয় ব্যবহার কিরূপে করা যায়, কিন্তু নৃশংস মনুষ্যগণ ও তাহাদের কর্ম-সকলের আমার বিশেষ জ্ঞান নাই ॥ ১

যেরূপ সকল মনুষ্য পথে চলিবার সময় কণ্টক, কূপ ও অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে যত্ন করে, সেইরূপ মানুষেরা নৃশংস কর্মকারী মানুষকে ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ২

ভারত! কুরুনন্দন! নৃশংস মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকেও সর্বদা লোকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকে; অতএব আপনি আমাকে নৃশংস মনুষ্য ও তাহার কর্ম-সকলের যথাযথ পরিচয় দান করুন ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! যাহার মনে অত্যন্ত গর্হিত ইচ্ছা থাকে, যে হিংসাপ্রধান কুৎসিত কার্য করিতে আরম্ভ করে, নিজে অপরের নিন্দা করে এবং অন্যে তাহার নিন্দা করে, যে নিজেকে সৎ হইতে বঞ্চিত বলিয়া মনে করে, পাপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, দান করিবার পর যে পুনঃ পুনঃ তাহার সুখ্যাতি করে, যাহার মন বিষয়ভাবে পূর্ণ আছে, যে নীচ কর্মকারী, যে অপরের জীবিকা নাশ করে, যে শঠ, যে ভোগ্য বস্তু অপরকে না দিয়া স্বয়ং একাকী ভোগ করে, যাহার মধ্যে অভিমানে পূর্ণ, যে বিষয়সমূহে আসক্ত, যে নিজের প্রশংসার জন্য বৃথা গৌরব-সূচক নানাপ্রকার কথা বলে, যাহার মনে সকলের প্রতি সন্দেহ আছে, যে কাকের ন্যায় বঞ্চনাকারী দৃষ্টিবিশিষ্ট, যাহার মধ্যে কৃপণতা বর্তমান আছে, যে নিজেই নিজের লোকজনের প্রশংসা করে, সদা আত্মজনকলের উপর হিংসা করে, যে ধর্ম সম্বন্ধে উৎপন্ন করে, যে সর্বদা হিংসার জন্যই ইতস্ততঃ বিচরণ করে, যে সকলকে অবগুণ বলিয়া মনে করে, যে বহু মিথ্যা কথা বলে, যাহার মনে কোন উদারতা নাই এবং যে অত্যন্ত লোভী, এরূপ মানুষকেই নৃশংস কর্মকারী বলে ॥ ৪-৭

এই নৃশংস মানুষ ধর্মাত্মা ও গুণবান্ ব্যক্তিকেই পাপী বলিয়া মনে করে এবং নিজের স্বভাবকেই আদর্শ মনে করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস করে না ॥ ৮

পরেষাং যত্র দোষঃ স্যাৎ তদ্ গুহ্যং সম্প্রকাশয়েৎ।
সমানেষেব দোষেষু বৃত্তার্থমুপধারয়েৎ ॥ ৯
তথোপকারিণং চৈব মন্যতে বঞ্চিতং পরম্
দত্ত্বাপি চ ধনং কালে সন্তপ্যত্যুপকারিণে। ১০
তস্যাং পোষমধ্যেহ্নঃ যচ্ছান্নং সাধু ভোজয়ন্
প্রেক্ষমাণেষু যোঽশ্নীয়াদ্ নৃশংসমিতি তং বদেৎ ॥ ১১
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়াগ্রং যঃ স্বয়ন্তি সহাপ্নুতে
স প্রেত্য লভতে স্বর্গমিহ চানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১২
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ নৃশংসঃ পরিকীর্তিতঃ।
সদা বিবর্জনীয়ো হি পুরুষেণ বিজানতা ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি নৃশংসাখ্যানে
চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪

যেখানে অপর ব্যক্তিগণের দোষ কীর্তন হয়, সেখানে তাহাদের গুপ্ত দোষ-সকলও প্রকাশ করিয়া দেয় এবং নিজের ও অপরের অপরাধ সমান হইলেও সে জীবিকার জন্য অপরেরই সর্বনাশ করে। ৯

যে তাহার উপকার করে, তাহাকে সে নিজের দ্বারা সর্বতোভাবে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করে এবং উপকারীকে যদি কখনও কোনও ধন দেয়, তবে সে তাহার জন্য বহুকাল পর্যন্ত অনুতাপ করিতে থাকে। ১০

যে ব্যক্তি অপরে দেখিতে থাকিলেও উত্তম ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য ও অন্যান্য ভোজ্য পদার্থসকল একাকীই ভোজন করিতে থাকে, তাহাকেও নৃশংস বলিতে হইবে। ১১

যিনি প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া পরে নিজের বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন। ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ভোজ্য প্রদের অনুসারে এস্থলে নৃশংস মানুষের পরিচয় দান করিলাম। নিজ পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি নিজেকে সর্বদা নৃশংস ব্যক্তির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া চলিবেন। ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে নৃশংসের বর্ণনা বিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিবিধপাপানাং তৎপ্রায়শ্চিত্তানাঞ্চ বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

ভৃত্যার্থো যজ্যমানশ্চ সর্ববেদান্তগশ্চ যঃ।
আচার্য-পিতৃকার্যার্থং স্বাধ্যায়ার্থমথাপি চ ॥১
এতে বৈ সাধবো দৃষ্টা ব্রাহ্মণা ধর্মচিন্তকাঃ।
নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং হি বিধিচোদিতম্ ॥ ২
অন্যত্র দক্ষিণাদানং দেয়ং ভরতসত্তম।
অন্যেভ্যোঽপি বহির্বেদি চাতুর্ভাগ্যং বিধীয়তে ॥ ৩
সর্বরত্নানি রাজা হি যথার্হং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণা এব বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যং বিভরাচার্যা যজন্তে গুণতঃ সদা ॥ ৪

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[নানাবিধ পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত বেদ ও উপনিষদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞকারী হন্ এবং তাঁহার ধন চোরে চুরি করে, তবে রাজার কর্তব্য হইল—তাঁহাকে তিনি আচার্যের দক্ষিণা দিবেন, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য এবং বেদপাঠ-সকলের স্বাধ্যায় করিবার জন্য ধনদান করিবেন। হে ভারত! এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কেবল ধর্মের জন্যই ধনের ভিক্ষা করেন। এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণগণকে রাজা দান করিবেন এবং বিদ্যাধ্যয়নের জন্যও তাঁহাদিগকে ধন দিবেন। ১-২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণকে কেবল দক্ষিণা দেওয়া উচিত এবং ব্রাহ্মণেতর মনুষ্যগণকেও যজ্ঞবেদীর বাহিরে অপর অন্য দানের বিধান আছে। ৩

রাজার কর্তব্য হইল—তিনি ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে সর্বপ্রকার রত্নসমূহ দান করিবেন; কারণ, ব্রাহ্মণগণ হইলেন বেদ ও যজ্ঞ দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞের স্বরূপ। নিজ সম্পত্তি অনুসারে সমস্ত কার্যের আয়োজনকারী এই ব্রাহ্মণগণ সততই পরস্পর মিলিত হইয়া গুণযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ৪

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে
অধিকং চাপি বিপ্রস্য স সোমং পাতুমর্হতি ॥ ৫
যজন্তেঽতং প্রতিগ্রহ্য স্যাদংশেনৈকেন যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্মিকে সতি রাজনি ॥ ৬
যো বৈদ্য স্যাদ্ বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্ বিত্তং যজার্থং পার্থিবো হরেৎ ॥ ৭
আহরেদপি নো ত্বিত্যং ন্যায়ঃ সূত্রস্য বেশ্মনঃ।
ন হি যজ্ঞেষু সূত্রস্য বিদ্যতে পরিগ্রহঃ ॥ ৮
যোজনানি ত্রিণি শতং ত্রয়শ্চ সহস্রশঃ
তত্রোরপি কুটুম্বাত্ত্যাহরেদবিচারয়ন্ ॥ ৯
অদাতৃভ্যো হরেদ্ বিত্তং বিধ্যাপ্য নৃপতিঃ সদা
তথৈবাচরতো ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্যাদখিলঃ ॥ ১০

যে ব্রাহ্মণের নিকট নিজের পালনীয় আত্মীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণের জন্য তিন বর্ষ পর্যন্ত উপভোগ-যোগ্য পর্যাপ্ত ধন অথবা তাহা হইতেও অধিক বৈভব বিদ্যমান থাকে, তিনিই সোমপানের অধিকারী অর্থাৎ তিনিই সোমযাগের অনুষ্ঠান করিবেন। ৫

যদি ধর্মাত্মা রাজা বর্তমান থাকিতে কোন যজ্ঞকর্তার, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ ধনের জন্য বাধিত হয় এ যজ্ঞের এক-অংশের পূর্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে রাজার কর্তব্য হইল—তাঁহার রাজ্যে যে যজ্ঞ শত শত বৈভবসম্পন্ন বৈদ্য যাগ করিতেছেন, যদি তিনি যজ্ঞ ও সোমযাগরহিত হন্, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে সেই সব ধন যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করিবেন। ৬-৭

কিন্তু রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে সূত্রের গৃহ হইতে অন্যত্র ধন গ্রহণ করিয়া আনিবেন না; কারণ, যজ্ঞে সূত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও অধিকার নাই। ৮

যে বৈদ্যের নিকটে এক শত বেশ্ম আছে অথচ তিনি অগ্নি-হোত্র করেন না এবং যাহার নিকট রাজার ঋণ আছে, কিন্তু তিনি যজ্ঞ করেন না, এই উভয়ের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে রাজা বিনা বিচারে ধন গ্রহণ করিয়া আনিবেন। ৯

যে সব ব্যক্তি ধন থাকিতেও উহা দান করে না, তাহাদের এই দোষ বিজ্ঞাপিত করিয়া রাজা সর্বদা ধর্মের জন্য তাহাদের ধন গ্রহণ করিবেন, এরূপ আচরণকারী রাজা সম্পূর্ণ ধর্ম প্রাপ্ত হন। ১০

যুধিষ্ঠির! এইরূপ আমি এই সব বিষয়ে যে কথা বলিতেছি,

তথৈব শৃণু মে ভক্তং ভক্তানি যজ্বনশ্চতঃ।
অন্নস্তনবিধানেন হর্তব্যঃ হীনকর্মণঃ ॥ ১১
খলাৎ ক্ষেত্রাৎ তথা রাষ্ট্রাদ্ যতো বাপ্যুপলভ্যতে।
আখ্যাতব্যং নৃপস্যৈতৎ পৃচ্ছতেঽপৃচ্ছতেঽপি বা ॥ ১২
ন তত্রৈব হরেদ্ দণ্ডং রাজা ধর্ম্মেণ ধর্মবিৎ।
ক্ষত্রিয়স্য তু বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্লিশ্যতে ক্ষুধা ॥ ১৩
প্রকৃতীনাং সমাজ্ঞায় বৃত্তিমস্য প্রকল্পয়েৎ।
অন্বেনং পরিরক্ষেত পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥ ১৪
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং নিত্যং নির্বপেদন্নসম্পদা।
অনুকল্পঃ পরো ধর্ম্মো ধর্মবাদৈস্তু কেবলম্ ॥ ১৫
বিশ্বৈর্দেবৈস্তু সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপৎসু মরণাদ্ ভীতৈর্বিধিঃ প্রতিনিবীকৃতঃ ॥ ১৬

উহা শ্রবণ কর যদি ব্রাহ্মণ অন্নাভাবের জন্য অবিহিতভাবে হয় বার ভোজন সময় পর্যন্ত উপবাস করেন, তবে তিনি সেই অবস্থায় কোন নিকৃষ্ট কর্মকারী যজমানের গৃহ হইতে সেই পরিমাণ ধন অপহরণ করিতে পারেন, যাহার দ্বারা তাঁহার সেদিনের ভোজন সম্ভব হইতে পারে এবং অন্য দিনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। ১১

উদূখল-মুষল হইতে, ক্ষেত্র হইতে, উপবন হইতে অথবা যেখান হইতে সম্ভব হইবে, সেখান হইতেই তিনি ভোজন মাত্রের জন্য অন্ন গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার পর রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন, তাঁহার নিকট গমন করত নিজের সেই কার্যের কথা বলিবেন। ১২

সেই অবস্থায় ধর্মজ্ঞ রাজা ধর্মানুসারে তাঁহাকে দণ্ডদান করিবেন না, কারণ, ক্ষত্রিয়-রাজাই না জানায় ফলে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন। ১৩

রাজা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বভাবের যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করত তাঁহার পক্ষে যথাযোগ্য জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং যেরূপ পিতা নিজের ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবেন। ১৪

প্রতিদিন অগ্নীয় আহুতাদি যজ্ঞ যদি না হয়, তবে তাহার পরিবর্তে প্রতিদিন বৈশ্বানরী ইষ্টি সম্পাদিত করিবেন। মুখ্য কার্য-স্থলে যে গৌণ কার্য করা হয়, তাহার নাম হইল অনুকল্প। ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ কর্তৃক কথিত অনুকল্পই পরম ধর্ম। ১৫

কারণ, বিশ্বেদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পে ন বর্ততে
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্মতের্বিদ্যতে ফলম্ ॥ ১৭
ন ব্রাহ্মণো নিবেদেত্ত কিঞ্চিদ্ রাজনি বেদবিৎ
স্ববীর্য্যাদ্ রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্ ॥ ১৮
তস্মাদ্ রাজ্ঞঃ সদা তেজো দুঃসহং ব্রহ্মবাদিনাম্
কর্ত্তা শাস্তা বিধাতা চ ব্রাহ্মণো দেব উচ্যতে ॥ ১৯
তস্মিন্নাকুশলং ব্রূয়াদ্ শুভকামীরয়েদ্ গিরম্
ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ ॥ ২০
ধনৈর্বৈশ্যস্তু শূদ্রস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈস্তু বৈ দ্বিজঃ
নৈব কন্যা ন যুবতীর্নাযজ্ঞো ন বালিশঃ ॥ ২১
পরিবেষ্টারমৌদ্গাত্রস্য তথেয়ানেঃ কৃতস্তথা।
নরকং নিপতন্ত্যেতে জুহ্বানাঃ স চ যস্য তৎ
তস্মাদ্ বৈতানকুশলো হোতা স্যাদ্ বেদপারগঃ ॥ ২২

প্রাজাপত্যামদত্ত্বাগ্নয়াধেয়স্য দক্ষিণাম্।
অনাহিতাগ্নিরিতি স প্রোচ্যতে ধর্মদর্শিভিঃ ॥ ২৩
পুণ্যানি যানি কুর্বীত শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ
অনাপ্তদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্ন যজেত কথঞ্চন ॥ ২৪
প্রজাঃ পশূংশ্চ স্বর্গঞ্চ হন্তি যজ্ঞো হ্যদক্ষিণঃ
ইন্দ্রিয়াণি যশঃ কীর্ত্তিমায়ুশ্চাপাবকৃন্ততি ॥ ২৫
উদক্কামাসতে যে চ দ্বিজাঃ কেচিদনগ্নয়ঃ
হোমং চাগ্নৌত্রিয়ং যেষাং তে সর্বে পাপকর্ম্মণি ॥ ২৬
উদপানোদকে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ।
উষিত্বা দ্বাদশ সমাঃ শূদ্রকর্ম্মৈব গচ্ছতি ॥ ২৭
অভার্য্যাং শয়নে বিভ্রচ্ছ্রং বৃদ্ধঞ্চ বৈ দ্বিজঃ।
অব্রাহ্মণং মন্যমানস্তৃণেষাসিত পৃষ্ঠতঃ ॥
তথা সংশুষ্যতে রাজন্ শৃণু চাত্র বচো মম ॥ ২৮

মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া আপৎকাল বিষয়ে প্রত্যেক বিধির প্রতিনিধি স্থির করিয়া দিয়াছেন। ১৬

যে ব্যক্তি মুখ্য বিধি অনুসারে কর্ম করিতে সমর্থ হইয়াও গৌণ বিধি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি পারলৌকিক ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৭

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইল,—তিনি রাজার নিকটে নিজের অভাবগ্রস্ততা নিবেদন করিবেন না; কারণ, ব্রাহ্মণের নিজ শক্তি ও রাজার শক্তি এই উভয়ের মধ্যে তাঁহার নিজেরই শক্তি প্রবল। ১৮

অতএব দেবতাদিগের মধ্যে রাজার পক্ষে সর্বদা দুঃসহ ব্রাহ্মণ এই জগতের কর্ত্তা, শাসক, ধারণ-পোষণকারী ও দেবতা বলিয়া কথিত হন। ১৯

সেইকারণে তাঁহার প্রতি অমঙ্গলসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিবে না এবং কুবাক্যও বলিবে না। ক্ষত্রিয় নিজ বাহুবলের দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র ধনের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোমের শক্তিবলে নিজ নিজ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন। ২০

না কন্যা, না যুবতী, না অযজ্ঞ, না মূর্খ এবং না সংস্কারহীন পুরুষ অগ্নিতে হোম করিবার অধিকারী। ২১

যদি ইহারা হোম করে, তবে নরকে পতিত হইবে। যাহার সেই যজ্ঞ, সে-ও নরকে পতিত হয়। অতএব যিনি যজ্ঞ-কর্মে নিপুণ ও বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্, তিনিই হোতা হইবার অধিকারী। ২২

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিয়া প্রজাপতি দেবতার জন্য অবশেষ দক্ষিণা দান করেন না, ধর্মদর্শী পুরুষ তাঁহাকে "অনাহিতাগ্নি" বলিয়া থাকেন। ২৩

মানুষ যে সকল ধর্মকার্য্য করিবেন, তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য শ্রদ্ধাসহকারে ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া করা কর্ত্তব্য এবং সেই সব কার্য্যে প্রচুর দক্ষিণাদান করিবে, কখনও অল্প দক্ষিণা দিবে না। ২৪

দক্ষিণাহীন যজ্ঞ প্রজা ও পশুগণকে নাশ করে এবং স্বর্গপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কেবল ইহাই নহে, সেইরূপ যজ্ঞ ইন্দ্রিয়সকল, যশ, কীর্তি ও আয়ুকেও ক্ষীণ করিয়া দেয়। ২৫

যে ব্রাহ্মণগণ হবনযুক্ত স্ত্রীর সহিত সহবাস করেন, যাহারা গৃহে অগ্নি স্থাপন করেন না এবং অবৈধিক রীতিতে হোম করেন, তাঁহারা সকলেই পাপাচারী। ২৬

যে গ্রামে একই কূপের জল সকলে পান করে, সেখানে বার বৎসর বাস করিলে এবং শূদ্র জাতির স্ত্রী সহিত বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যান। ২৭

যদি ব্রাহ্মণ নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রীকে শয্যায় শয়ন করাইলে পর অথবা বৃদ্ধ শূদ্রকে বা ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকে সম্মান দান করিতে করিতে তাঁহাদের উচ্চাসনে বসাইয়া স্বয়ং তুচ্ছাসনে নিম্নে উপবেশন করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হন। রাজন্! তাঁহার বুদ্ধি যেরূপ হয়, তাহাও আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৮

যদেকরাত্রেণ করোতি পাপং
নিকৃষ্টবর্ণঃ ব্রাহ্মণঃ সেবমানঃ।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ ব্রতী স
ত্রিভির্বর্ষৈঃ ক্ষপয়েদাত্মপাপম্ ॥ ২৯
ন নর্মযুক্তমনৃতং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
ন গুর্বর্থং নাত্মনো জীবিতার্থে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৩০
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাং হীনাদপি সমাপ্নুয়াৎ।
সুবর্ণমপি চামেধ্যাদাদদীতাবিচারয়ন্ ॥ ৩১
স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাচ্চাপি বিষাদপ্যমৃতং পিবেৎ
অদুষ্টা হি স্ত্রিয়ো রত্নমাপ ইত্যেব ধর্মতঃ ॥ ৩২
গোব্রাহ্মণহিতার্থঞ্চ বর্ণানাং সঙ্করেষু চ
বৈশ্যো গৃহ্ণীত শস্ত্রাণি পরিত্রাণার্থমাত্মনঃ ॥ ৩৩
সুরাপানং ব্রহ্মহত্যা গুরুতল্পমথাপি বা
অনির্দেশ্যানি মন্যন্তে প্রায়শ্চিত্তমিতি ধারণা ॥ ৩৪
সুবর্ণহরণং স্তৈন্যং বিপ্রস্বং ক্ষেতি পাতকম্।
বিহরন্ মদ্যপানাচ্চ অগম্যাগমনাদপি ॥ ৩৫
পতিতৈঃ সম্প্রয়োগাচ্চ ব্রাহ্মণীযোনিতস্তথা।
অচিরেণ মহারাজ পতিতো বৈ ভবত্যুত ॥ ৩৬
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ ॥ ৩৭
এতানি দ্বিষতোঽস্যানি নির্দেশ্যানীতি ভারত।
নির্দেশ্যানেন বিদ্বিনা কালেনাবাসনী ভবেৎ ॥ ৩৮
আত্মং বীর্যাং প্রহীতব্যাঃ প্রেতকর্মণ্যপাপাত্মিতে।
স্ত্রিষু ষেতেষু পূর্বেষু ন কুর্বীত বিচারণাম্ ॥ ৩৯

যদি ব্রাহ্মণ এক রাত্রিও কোন নীচ বর্ণের মনুষ্যের সেবা করেন অথবা তাহার সহিত একই স্থানে অবস্থান করেন কিংবা একই আসনে উপবেশন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার যে পাপ হয়, উহা তিন বৎসর পর্যন্ত ব্রত পালন করিতে করিতে ভূতলে (নানা তীর্থে) বিচরণ করিলে শান্ত হইয়া যায়। ২৯

রাজন্! পরিহাস ছলে, স্ত্রীর নিকটে, বিবাহের সময়ে, গুরুর হিতের জন্য অথবা নিজের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে কথিত অসত্য (মিথ্যা) হানিকর হয় না। এই পাঁচ স্থলে মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয় না। ৩০

নীচ বর্ণের মানুষের নিকটেও যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তবে উহা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিবে এবং স্বর্ণ যদি অপবিত্র স্থানেও পতিত থাকে, তাহা হইলে কোন বিচার না করিয়াই উহা গ্রহণ করিবে। ৩১

নীচকুল হইতেও উত্তম স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে, বিষের স্থান হইতেও যদি অমৃত পাওয়া যায়, তবে উহা পান করিবে; কারণ, স্ত্রী, রত্ন ও জল ইহারা ধর্মানুসারে দূষিত হয় না। ৩২

গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য, বর্ণসঙ্করতা নিবারণ এবং নিজের রক্ষার জন্য বৈশ্যগণও অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন। ৩৩

মদ্যপান, ব্রহ্মহত্যা ও গুরুপত্নীগমন—এই মহাপাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই। যে কোন উপায়ে নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া দিলে এই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, ইহাই বিদ্বান্‌গণের ধারণা। ৩৪

সুবর্ণাপহরণ, অন্য কোন দ্রব্য অপহরণ, এবং ব্রাহ্মণের ধন চুরি করা—ইহা পাপ। মহারাজ! মদ্যপান, অগম্যা স্ত্রীর সহিত সহবাস, পতিতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং ব্রাহ্মণেতর হইয়াও ব্রাহ্মণীর সহিত সহবাস করিলে পর স্বেচ্ছাচারী পুরুষ শীঘ্রই পতিত হইয়া যায়। ৩৫-৩৬

পতিতের সহিত অবস্থান করিলে, তাহাকে যজ্ঞ করাইলে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইলে মানুষ একবর্ষ মধ্যে পতিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার সন্তানের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, এক যানে বা এক আসনে উপবেশন করিলে এবং তাহার সহিত ভোজন করিলে পর সেই মানুষ এক বৎসরে নহে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। ৩৭

হে ভারত! উপরোক্ত পাপ অনির্দেশ্য (প্রায়শ্চিত্তরহিত) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আরও যে সব পাপ আছে, সেই সমস্ত হইল নির্দেশ্য পাপ, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত ত্যাগ করিতে হয়। ৩৮

পূর্বোক্ত (মদ্যপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী) তিন পাপীর মরণ হইলে তাহাদের দাহাদি কার্য না করিয়াই স্বজনগণ তাহাদের অস্ত্র ও ধন অধিকার করিবে। ইহাতে অন্য কিছু আর বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৩৯

অমাত্যান্ বা গুরূন্ বাপি ভ্রষ্টাদ্ ধর্মেণ যো নৃপঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণৈস্তৈস্তৈরিতি সংবিদম্ ॥ ৪০
অধর্মকারী ধর্মেণ তপসা হন্তি কিল্বিষম্
ব্রুবন্ স্তেন ইতি স্তেনঃ তাবৎ প্রাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪১
অস্তেনং স্তেন ইত্যাহুঃ ত্রিগুণং পাপমাপ্নুয়াৎ।
ত্রিভাগং ব্রহ্মহত্যায়াঃ কন্যা প্রাপ্নোতি দুষ্যতী ॥ ৪২
যস্তু দূষয়িতা তস্যাঃ সেষং প্রাপ্নোতি পাপ্মনঃ।
ব্রাহ্মণানবমর্দ্যৈহ স্পৃষ্টা গুরুতরং ভবেৎ ॥ ৪৩
বর্ষাণাং হি শতং তাবৎ প্রতিষ্ঠাং নাধিগচ্ছতি।
সহস্রং চৈব বর্ষাণাং নিপত্য নরকং বসেৎ ॥ ৪৪
তস্মাদ্ধৈবাবমর্দ্যেত নৈব জাতু নিপাতয়েৎ।
শোণিতং যাবতঃ পাংসূন্ সংগৃহ্ণীয়াৎ ক্ষিতৌ নৃপঃ ॥৪৫
তাবতীঃ স সমা রাজন্ নরকে প্রতিপদ্যতে।

ভ্রূণহাহ্যবমন্যো তু শুধ্যতে শস্ত্রপাতিতঃ ॥ ৪৬
আত্মানং জুহুয়াদগ্নৌ সমিদ্ধে স্তেন শুধ্যতে।
সুরাপো বারুণীমুক্তাং পীত্বা পাপাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৪৭
তথা স কার্ষ্ণ্যে নির্দগ্ধে মৃত্যুং বা প্রাপ্য শুধ্যতি।
লোকাংশ্চ লভতে বিপ্রো নাস্তথা লভতে হি সঃ ॥ ৪৮
গুরুতল্পমধিষ্ঠায় দুরাত্মা পাপচেতনঃ।
স্ত্রীকারাং প্রতিমাং লিঙ্গ্য মৃত্যুনা সোঽভিশুধ্যতি ॥৪৯
অথবা শিশ্নবৃষণাবাদায়াঞ্জলিনা স্বয়ম্ ॥ ৫০
নৈর্ঋতীং দিশমাস্থায় নিপতেৎ স বজিস্বগঃ।
ব্রাহ্মণার্থেঽপি বা প্রাণান্
সন্ত্যজেৎ স্তেন শুধ্যতি ॥ ৫১
অশ্বমেধেন বাপীষ্ট্বা অথবা গোসবেন বা।
অগ্নিষ্টোমেন বা সম্যগিষ্ট্বা প্রেত্য চ পূজ্যতে ॥৫২

যার্দ্ধিক রাজা নিজের মন্ত্রী ও গুরুজনগণও পতিত হইয়া যাইলে পর ধর্মানুসারে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিবেন এবং যতকাল না তাঁহারা নিজেদের পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ততকাল তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিবেন। ৪০

পাপাচারী মানুষ যদি ধর্মাচরণ ও তপস্যা করে, তবে সে নিজের পাপকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। চোরকে 'এ চোর' এই কথা বলিলে পর চোরেরই তুল্য পাপভাগী হইয়া থাকে। ৪১

যে চোর নহে, তাহাকে চোর বলিলে মানুষের চোর হইতে দ্বিগুণ পাপ হয়। কুমারী কন্যা যদি নিজের ইচ্ছায় চরিত্রভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ পাপ হয়। ৪২

যে সেই কন্যাকে কলঙ্কিত করে, সেই পুরুষ অবশিষ্ট দুই ভাগ পাপভাগী হয়। এ জগতে ব্রাহ্মণদিগকে কটূক্তিদ্বারা তাড়না করিতে করিতে (অর্থাৎ গালিগালাজ করিতে করিতে) তাঁহাদিগকে সবলে ধাক্কা দিলে গুরুতর পাপ হয় ॥৪৩

শতবর্ষ পর্যন্ত তাহাকে প্রেত হইয়া থাকিতে হয়, তাহার কোন অবস্থানের স্থান থাকে না। তাহার পর এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তাহাকে নরকে পতিত হইয়া থাকিতে হয়। ৪৪

অতএব ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিবে না এবং তাঁহাকে কখনও ক্রোধে আঘাত করত ভূতলে পাতিত করিবে না। রাজন্! (আঘাত করত ভূপাতিত করিলে পর) তাহাতে যদি ব্রাহ্মণের দেহে রক্তের সৃষ্টি হয়, তবে যেখান হইতে রক্ত নিঃসারিত হইয়া যত ধূলিকণা ভিজাইয়া দিবে, ব্রাহ্মণকে আঘাতকারী মানুষ তত সংখ্যক বর্ষকাল নরকে পতিত থাকে। ৪৫-৪৫½

গর্ভস্থ শিশুহত্যাকারী যদি যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়, তবে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া থাকে অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে যদি লম্ফ প্রদান পূর্বক নিজেকে নিজেই হোম করে, তাহা হইলেও সে শুদ্ধি লাভ করে। ৪৬-৪৭½

মদ্যপানকারী পুরুষ যদি মদ্যকে অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া পান করে, তবে পাপ হইতে সে শুদ্ধ হইবে। এইভাবে শুদ্ধ হইলে পর সেই ব্রাহ্মণ উত্তম লোকসকল লাভ করেন, অন্যথা নহে। ৪৭-৪৮

পাপপূর্ণচিত্ত দুরাত্মা পুরুষ যদি গুরুপত্নীগমনের পাপ করে, তবে সে তপ্ত-লৌহনির্মিত নারী প্রতিমা আলিঙ্গন করত মৃত্যু লাভ করিলে পর সেই পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। ৪৯

অথবা নিজের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ নিজেই ছেদন করত অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ পূর্বক অবক্রভাবে নৈর্ঋত কোণের দিকে গমন করিতে করিতে পতিত হয় কিংবা ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে শুদ্ধ হইয়া যায়। ৫০-৫১

অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোসব নামক যজ্ঞ বা অগ্নিষ্টোমনামক যজ্ঞের দ্বারা উত্তমরূপে যজন করে, তবে সে ইহলোক ও পরলোকে পূজিত হয়। ৫২

তথৈব ঘাদশসমাঃ কপালী ব্রহ্মহা ভবেৎ।
ব্রহ্মচারী ভবেদ্বিদ্বাংস্ত্বকর্ম খ্যাপয়ন্ ঋষিঃ ॥ ৫৩
এবং বা তপসা যুক্তো ব্রহ্মহা সবনী ভবেৎ।
এবং তু সমতিক্রান্তামাত্রেয়ীং বা নিপাতয়েৎ ॥ ৫৪
দ্বিগুণা ব্রহ্মহত্যা বৈ আত্রেয়ীনিধনে ভবেৎ;
সুরাপো নিয়তাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৫
ঊর্ধ্বং ত্রিভ্যোঽপি বর্ষেভ্যো যজেতাগ্নিষ্টুতা পশুম্।
অথবৈকশতং বা গা দত্ত্বা শৌচমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬
বৈশ্যং হত্বা তু বর্ষে বৈ অথবৈকশতঞ্চ গাঃ।
শূদ্রং হত্বাপ্যমেবৈকমৃষভঞ্চ শতঞ্চ গাঃ ॥ ৫৭
খ-বরাহ-খরান্ হত্বা শৌদ্রমেব ব্রতং চরেৎ
মার্জার-চাষ-মণ্ডূকান্ কাকং ব্যালঞ্চ মূষিকম্ ॥ ৫৮

উক্তঃ পশুসমো দোষো রাজন্ প্রাণিনিপাতনাৎ।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥ ৫৯
অন্নে বাপাথ শৌচেতে পৃথক্ সংবৎসরং চরেৎ।
ত্রীণি শ্রোত্রিয়ভার্যায়াঃ পরদারে চ যে স্মৃতে ॥ ৬০
কালে চতুর্থে ভুঞ্জানো ব্রহ্মচারী ব্রতী ভবেৎ।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ ত্রিরহ্নাভ্যুপয়ন্নপঃ।
এবমেব নিরাকর্তা যস্ত্বাগ্নীনপবিধ্যতি ॥ ৬১
ত্যক্তত্যাকারণে যশ্চ পিতরং মাতরং গুরুম্।
পতিতঃ স্যাৎ স কৌরব্য যথা ধর্মেষু নিশ্চয়ঃ ॥ ৬২
গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রং তু দদ্যাদিতি নিদর্শনম্;
(ব্রহ্মচারী দ্বিজেভ্যশ্চ দত্ত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে।)
ভার্য্যায়াঃ ব্যভিচারিণ্যাং নিরুদ্ধায়াং বিশেষতঃ।
হৃৎ পুংসঃ পরদারেষু তদেনাং চারয়েদ্ব্রতম্ ॥ ৬৩

ব্রহ্মহত্যাকারী মানুষ সেই নিহত ব্রাহ্মণের মাথার খুলি গ্রহণ পূর্বক নিজের পাপ কর্মফল লোককে শুনাইতে শুনাইতে বার বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল ও দ্বিপ্রহর—এই তিন সময়ে স্নান করিবে। এই ভাবে সে তপস্যায় নিরত থাকিবে। ইহাতে সে শুদ্ধিলাভ করিবে। ৪৩-৪৪

এইরূপ যে সর্প বিষয় জানিয়া গর্ভিণী স্ত্রীকে হত্যা করে, তাহার সেই গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভস্থ দুইটি ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়া থাকে। ৪৪½

মদ্যপানকারী মানুষ পিতৃঘাতী ও ব্রহ্মচারী হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। এই ভাবে তিন বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিবার পর 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞ করিবে। তাহার পর এক হাজার দুগ্ধবতী ও এক হাজার গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে পর সে শুদ্ধ হইবে। ৪৫-৪৬

যদি বৈশ্যকে হত্যা করে, তবে দুই বর্ষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মে অবস্থান করিবার পর তাহাকে এক শত দুগ্ধবতী ও এক শত গাভী দান করিতে হইবে আর যদি শূদ্র হত্যা করে, তবে হত্যাকারী ব্যক্তি এক বর্ষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মে অবস্থানের পর একটি বৃষ ও এক শত গাভী দান করিবে। ৪৭

কুকুর, শূকর ও গর্দভ হত্যা করিয়া মানুষ শূদ্র-বধতুল্য ব্রতই আচরণ করিবে। রাজন্! বিড়াল, নীলকণ্ঠ, ভেক (ব্যাঙ), কাক, সর্প ও ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণিগণকে বধ করিলে পরও পূর্বোক্ত পশুবধ-তুল্যই পাপ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৮½

এখন অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত সকলও ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি। না জানিয়া কীটাদি বধ প্রভৃতি যদি ক্ষুদ্র পাপ হইয়া যায়, তবে তাহার জন্য অনুতাপ করিবে। ইহাতে তাহার শুদ্ধি হইবে। গোবধ ব্যতীত অন্য যত উপপাতক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক এক বর্ষ পর্যন্ত ব্রতাচরণ করিতে হইবে। শ্রোত্রিয়-পত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী ব্যক্তি তিন বৎসর এবং অন্য পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে দুই বর্ষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে দিনের চতুর্থ প্রহরে একবার ভোজন করিবে। নিজের জন্য পৃথক্ স্থান ও আসনের ব্যবস্থা রাখিয়া পর্যটন করিতে থাকিবে। দিনে তিনবার জলের দ্বারা স্নান করিবে। এরূপ করিলে পরই সে পূর্বোক্ত পাপসকলকে নাশ করিতে সমর্থ হইবে। যে অগ্নিকে নষ্ট করে, তাহার পক্ষেও এই প্রায়শ্চিত্ত (অথবা যে ব্যক্তি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, সে-ও উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে)। ৪৯-৬১

কুরুনন্দন! যে ব্যক্তি অকারণ পিতা, মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে পতিত হয়। তাহাকে কেবল অন্ন ও বস্ত্র দিবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবে। সে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবে। (এবং তাহার পর পিতা মাতা ও গুরুকে পূর্ববৎ সম্মানের করিবে।) ইহার দ্বারা সে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে—ইহাই ধর্মশাস্ত্রের নির্ণয়। ৬২½

যদি পত্নী ব্যভিচার করে ও বিশেষতঃ এই কার্য্যে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীগমনকারী পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, উহাই সেই পত্নীকে দিয়া করাইবে। ৬৩

জ্যেষ্ঠাংসং শয়নং হিত্বা যাত্যং পাপং নিগচ্ছতি।
অভিস্তাম্যেদ্ রাজা সংস্থানে বহ্নিবিস্তরে ॥ ৬৪
পুমাংসমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ শয়নে তপ্ত আয়সে।
অপ্যাদধীত দারূণি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥ ৬৫
এষ দণ্ডো মহারাজ স্ত্রীণাং ভর্তৃব্যতিক্রমাৎ।
সংবৎসরাভিশস্তস্য দুষ্টস্য দ্বিগুণো ভবেৎ ॥ ৬৬
দ্বে তস্য ত্রীণি বর্ষাণি চত্বারি সহসোবিনি।
কৃচ্ছ্রঃ পঞ্চবর্ষাণি চরেদ্ ভৈক্ষ্যং মুনিব্রতঃ ॥ ৬৭
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যশ্চৈব পরিবিদ্যতে।
পাণিগ্রহাত্ত্বয়মেব সর্বে তে পতিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৮
চরেয়ুঃ সর্ব এবৈতে বীরহা যদ্ ব্রতং চরেৎ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসং কৃচ্ছ্রং বা পাপশুদ্ধয়ে ॥ ৬৯

পরিবেত্তা প্রযচ্ছেত তাং স্নুষাং পরিবিত্তয়ে।
জ্যেষ্ঠেন ত্বভ্যনুজ্ঞাতো যবীয়ানপ্যনন্তরম্ ॥
এবঞ্চ মোক্ষমাপ্নোতি দ্বৌ চ সা চৈব ধর্মতঃ ॥ ৭০
অমানুষীষু গোবর্জ্যমনাবৃষ্টিং দুস্তুতি।
অবিষ্ঠাহবমন্তারং পশূনাং পুরুষং বিদুঃ ॥ ৭১
পরিবারোর্ধবালং তু পাত্রমাদায় মৃন্ময়ম্।
চরেৎ সপ্তগৃহান্নিত্যং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্ ॥ ৭২
তত্রৈব লব্ধভোজী স্যাদ্ দ্বাদশাহাৎ স শুধ্যতি।
চরেৎ সংবৎসরং চাপি তদ্ ব্রতং যেন দুষ্যতি ॥ ৭৩
ভবেত্তু মানুষেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্।
দানং বা দানশক্তেষু সর্বমেতৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৪

যে নিজের জ্যেষ্ঠ পত্নিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পাপীর শয্যায় শয়ন করে, সেই দুষ্টা স্ত্রীকে বিস্তীর্ণ ও বিস্তৃত কোন স্থানে তাহাকে রাখিয়া রাজা কুকুরগণের দ্বারা পীড়িতা করিবেন। ৬৪

এইরূপ ব্যভিচারী পুরুষকেও বুদ্ধিমান্ রাজা তপ্ত লৌহার খট্টায় শয়ন করাইয়া উপরে কাষ্ঠ-খণ্ডসকল স্থাপন করাইবেন এবং অগ্নি জ্বালাইয়া দিবেন, যাহাতে সেই পাপী জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়। পতিকে অবহেলা করিয়া পর-পুরুষগণের সহিত ব্যভিচারকারিণী স্ত্রীলিঙ্গের পক্ষেও এইরূপ দণ্ডের বিধান। পূর্বে যে সব দুষ্টগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহাও বিহিত আছে যে, এক বৎসরমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর দুই ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি দুই, তিন, চার বা পাঁচ বর্ষ পর্যন্ত পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকে, সেই ব্যক্তি মুনিজনোচিত ব্রত ধারণ করত ঐ বৎসরকাল পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসেবন দ্বারা নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবননির্বাহ করিবে। ৬৫-৬৭

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবার পূর্বেই যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধর্মানুসারে বিবাহ করে, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'পরিবিত্তি' বলে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 'পরিবেত্তা' বলা হয় এবং তাহার স্ত্রীকে পরিবেদন (দোষ) করা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিবেদনীয়া বলা হয়। ইহারা সকলেই পতিত। ৬৮

এই তিন জনের পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ শুদ্ধির জন্য সেই ব্রত আচরণ কর্তব্য, যে ব্রত ব্রহ্মহীন ব্রাহ্মণের পক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে অথবা তাহারা এক বাদ করিয়া চান্দ্রায়ণ বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে। ৬৯

পরিবেত্তা পুরুষ সেই নববধূকে পুত্রবধূরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সমর্পণ করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞালাভ হইলে পর তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে পর তাহারা তিন জনে ধর্মানুসারে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৭০

পশুজাতির মধ্যে গো-ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর অজ্ঞাতসারে হিংসা (বধ) হইয়া যায়, তবে উহা দোষাবহ নহে ; কারণ, মানুষকে পশুগণের অধিষ্ঠাতা ও পালক বলা হইয়াছে। ৭১

গোবধকারী পাপী সেই গোরুর পুচ্ছকে এই ভাবে ধারণ করিবে, যাহাতে তাহার অগ্রভাগ উপরের দিকে থাকে। তারপর হস্তে মৃত্তিকাপাত্র ধারণ করত প্রতিদিন সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবে এবং নিজের পাপ-কর্মের কথা বলিয়া লোককে শুনাইবে। সেই সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিয়া যে অন্ন পাওয়া যাইবে, তাহাই ভোজন করত অবস্থান করিবে। এরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বার দিনে শুদ্ধ হইয়া যাইবে। যদি পাপ অধিক হইয়া যায়, তবে এক বর্ষ পর্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, তাহাতে নিজের পাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। ৭২-৭৩

এইভাবে মনুষ্যগণের জন্য সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দান করিতে সমর্থ, তাহাদের জন্য দানেরও বিধি আছে। এই সব প্রায়শ্চিত্ত বিচার সহকারে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৭৪

অনাত্তিকেষু গোমাত্রং দানমেকং প্রচক্ষতে।
শ-বরাহ-মনুষ্যাণাং কুক্কুটস্য খরস্য চ ॥ ৭৫

মাংসং মূত্রং পুরীষঞ্চ প্রাপ্য সংস্কারমর্হতি।
ব্রাহ্মণস্য সুরাপস্য গন্ধমাঘ্রায় সোমপঃ ॥ ৭৬

অপত্র্যহং পিবেদুষ্ণং ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ
ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পীত্বা বায়ুভক্ষো ভবেৎ ত্র্যহম্ ॥ ৭৭

এবমেতৎ সমুদ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং সনাতনম্
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ যদজ্ঞানেন সম্ভবেৎ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়ে
পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫

অনাত্তিক পুরুষদিগের জন্য এক গোদান মাত্রই প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে। কুক্কুর, শূকর, গর্দভ, কুক্কুট (মুরগ) ও মানুষ মাংস এবং মল-মূত্র ভোজন করিলে পর দ্বিজের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) পুনরায় সংস্কার করিতে হইবে ৭৫।

সোমপানকারী ব্রাহ্মণ যদি কোন মদ্যপায়ীর গন্ধও আঘ্রাণ করেন, তবে তিনি তিন দিন উষ্ণ জল পান করিয়া অবস্থান করিবেন। তারপর তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবেন। তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পানের পর তিন দিন কেবল পান করত অবস্থান করিবেন। ইহার দ্বারা তিনি শুদ্ধ হইয়া যাইবেন ॥ ৭৬-৭৭

এইভাবে এই সনাতন প্রায়শ্চিত্তসকলের জন্য কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জন্যই ইহার বিশেষরূপে বিধান রহিয়াছে না জানিয়া যে পাপ তাহার জন্যই এই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে ॥ ৭৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে প্রায়শ্চিত্তবিধিবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(খড়্গস্যোৎপত্তিঃ, তৎপ্রাপ্তিমহিমবর্ণনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কথান্তরমথাসাদ্য খড়্গযুদ্ধবিশারদঃ।
নকুলঃ শরতল্পস্থমিদমাহ পিতামহম্ ॥ ১

নকুল উবাচ।

ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতামহ।
মতস্তু মম ধর্মজ্ঞ খড়্গ এব সুসংশিতঃ ॥ ২

বিশীর্ণে কার্মুকে রাজন্ প্রক্ষীণেষু চ বাজিষু।
খড়্গেন শক্যতে যুদ্ধে সাধ্বাত্মা পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩

শরাসনধরাংশ্চৈব গদাশক্তিধরাংস্তথা।
একঃ খড়্গধরো বীরঃ সমর্থঃ প্রতিবাধিতুম্ ॥ ৪

অত্র মে সংশয়শ্চৈব কৌতূহলমতীব চ।
কিংস্বিৎ প্রহরণং শ্রেষ্ঠং সর্বযুদ্ধেষু পার্থিব ॥ ৫

কথং চোৎপাদিতঃ খড়্গঃ কস্মৈ চার্থায় কেন চ।
পূর্বাচার্যশ্চ খড়্গস্য প্রব্রূহি প্রপিতামহ ॥ ৬

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

[খড়্গের উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিবিধির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কথাপ্রসঙ্গের সমাপ্তির সুযোগ পাইয়া খড়্গযুদ্ধনিপুণ নকুল বাণশয্যায় শয়নকারী পিতামহ ভীষ্মকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ॥ ১

নকুল বলিলেন,—পিতামহ! যদিও এ জগতে বহুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলা হইয়াছে, তথাপি আমার ত' অত্যন্ত তীক্ষ্ণ খড়্গই উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২

রাজন্! যখন ধনু ভাঙ্গিয়া যায় এবং অশ্বগণও নষ্ট হইয়া যায়, তখনও যুদ্ধস্থলে খড়্গের দ্বারাই নিজের রক্ষা করা যাইতে পারে ॥ ৩

খড়্গধারী বীর একাকী বহু, গদা ও শক্তিধারী বহু যোদ্ধাকে বাধাদান করিতে সমর্থ ॥ ৪

পৃথিবীপালক! এ বিষয়ে আমার মনে এই সংশয় ও কৌতূহলও রহিয়াছে যে, সমর যুদ্ধে কিরূপ অস্ত্র শ্রেষ্ঠ ॥ ৫

পিতামহ! খড়্গের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে এবং কি প্রয়োজনেই বা উদ্ভূত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? খড়্গযুদ্ধের প্রথম আচার্য কে ছিলেন? এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ
স তু কৌশলসাধুক্তং সূক্ষ্মচিত্রার্থসম্মতম্ ॥ ৭
তত্তত্তস্যোত্তরং বাক্যং স্বরবর্ণোপপাদিতম্।
শিক্ষিত্বা চোপপন্নায় দ্রোণশিষ্যায় ভারত ॥ ৮
উবাচ স তু ধর্মজ্ঞো বহুবেদস্য পারগঃ।
শরতল্পগতো ভীষ্মো নকুলায় মহাবনে ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

তত্ত্বঃ শৃণুষ্ব মাদ্রেয় যদেতৎ পরিপৃচ্ছসি
প্রবোধিতোঽস্মি ভবতা ধাতুমানিব পর্বতঃ ॥ ১০
সলিলৈকার্ণবং তাত পুরা সর্বমভূদিদম্
নিষ্প্রকম্পমনাকাশমনির্দেশ্যমহীতলম্ ॥ ১১
তমসাবৃতমস্পর্শমতিগম্ভীরদর্শনম্
নিঃশব্দং চাপ্রমেয়ঞ্চ তত্র জজ্ঞে পিতামহঃ ॥ ১২
সোঽসৃজদ্ বায়ুমগ্নিঞ্চ ভাস্করং চাপি বীর্যবান্।
আকাশমসৃজচ্চোর্বীমথো ভূমিঞ্চ নৈর্ঋতীম্ ॥ ১৩
নভঃ সচন্দ্রতারঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
সংবৎসরানৃতূন্ মাসান্ পক্ষানথ লবান্ ক্ষণান্ ॥ ১৪
ততঃ শরীরং লোকস্য স্থাপয়িত্বা পিতামহঃ।
জনয়ামাস ভগবান্ পুত্রানাত্মতপোবলঃ ॥ ১৫
মরীচিমত্রিমঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্
বসিষ্ঠাত্রিরসৌ চৌভৌ ক্রতুঞ্চ প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ১৬
প্রাচেতসস্তথা দক্ষঃ কন্যাষষ্টিমজীজনৎ।
তা বৈ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বাঃ প্রজার্থং প্রতিপেদিরে ॥ ১৭
তাভ্যো বিশ্বানি ভূতানি দেবাঃ পিতৃগণাস্তথা।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব রক্ষাংসি বিবিধানি চ ॥ ১৮
পশুত্রিমৃগসীনাংশ্চ প্রবঙ্গাংশ্চ মহোরগাঃ
তথা পক্ষিগণাঃ সর্বে জলস্থলবিচারিণঃ ॥ ১৯
উদ্ভিদঃ স্থাবরাশ্চৈব সাণ্ডজাশ্চ জরায়ুজাঃ।
জজ্ঞে তাত জগৎ সর্বং তথা স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ২০
ভূতসর্গমিমং কৃত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
শাশ্বতং বেদপঠিতং ধর্মং প্রাযুঙ্ক্ত ততঃ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত জনমেজয়! বুদ্ধিমান্ মাদ্রীপুত্র নকুলের এই বাক্য কৌশলপূর্ণ ছিল এবং সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অর্থসম্পন্নও ছিল। ইহা শ্রবণ করত বাগ্‌বিশারদ, বহুবেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ও ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম শিক্ষাপ্রাপ্ত মহাত্মা দ্রোণশিষ্য নকুলকে সুন্দর স্বর ও বর্ণসমূহে যুক্ত বাক্যে এইরূপ উত্তরদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১-৯

ভীষ্ম বলিলেন,— মাদ্রীনন্দন! তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছ, ইহার যথার্থ বিষয় শ্রবণ কর। আমি শরে আহত হইয়া ধাতুরসের দ্বারা রঞ্জিত পর্বতের ন্যায় পতিত আছি। তুমি এই প্রশ্ন করিয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। ১০

বৎস! পূর্বকালে এই সম্পূর্ণ জগৎ একমাত্র জলের মহাসাগররূপে অবস্থিত ছিল। সেই সময় ইহার মধ্যে কোন কম্পন ছিল না। আকাশেরও কোন চিহ্ন ছিল না এবং মহীতলেরও কিছুই অবস্থিতি ছিল না। ১১

সমস্ত কিছুই অন্ধকারে আবৃত ছিল। শব্দ ও স্পর্শেরও কোনরূপ অনুভব ছিল না। এই একার্ণব দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। উহার কোন সীমাও ছিল না। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পিতামহ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ১২

এই শক্তিশালী পিতামহ বায়ু, অগ্নি ও সূর্যকে সৃষ্টি করিলেন। আকাশ, ঊর্ব, নিঋ, ভূমি ও রাক্ষসগণকেও সৃজন করিলেন। ১৩

চন্দ্র ও তারাসকলের সহিত আকাশ, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমূহের সৃষ্টিও তিনি করিলেন। ১৪

তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা লৌকিক শরীর ধারণ করত মুনিবর মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও প্রভাব এবং ঐশ্বর্যশালী রুদ্র—এই তেজস্বী পুত্রগণকে উৎপন্ন করিলেন। ১৫-১৬

প্রচেতার পুত্র দক্ষ ষাট কন্যার জন্ম দিয়াছিলেন। প্রজাগণের উৎপত্তির জন্য এই সব কন্যাগণকে পূর্বোক্ত ব্রহ্মর্ষিগণ পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭

এই সব কন্যাগণ হইতেই সমস্ত প্রাণী, দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নানাপ্রকার রাক্ষস, পশু, পক্ষী, সর্প, মানব, মহাসর্প, জল ও স্থলে বিচরণকারী সর্ববিধ পক্ষিগণ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ প্রাণিগণ উৎপন্ন হন্। তাত! এইভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ জগৎ উদ্ভূত হয়। ১৮-২০

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করত তাহাদের উপর বেদোক্ত সনাতন ধর্ম পালন করিবার ভার ন্যস্ত করিলেন। ২১

তস্মিন্ ধর্মে স্থিতা দেবাঃ সহাচার্যাপুরোহিতাঃ
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সসাধ্যা মরুদশ্বিনঃ ॥ ১২
ভৃগবত্রাঙ্গিরসঃ সিদ্ধাঃ কাশ্যপাশ্চ তপোধনাঃ।
বসিষ্ঠ-গৌতমাগস্ত্যাস্তথা নারদ-পর্বতৌ ॥ ১৩
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ প্রভাসাঃ সিকতাস্তথা
ঘৃতপাঃ সোমবায়ব্যা বৈশ্বানরমরীচিপাঃ ॥ ১৪
অকৃষ্টাশ্চৈব হংসাশ্চ ঋষয়ো বাগ্বিযোনয়ঃ।
বানপ্রস্থাঃ পৃশ্নয়শ্চ স্থিতা ব্রহ্মানুশাসনে ॥ ১৫
দানবেন্দ্রাস্ত্বতিক্রম্য তৎ পিতামহশাসনম্
ধর্মস্যাপচয়ং চক্রুঃ ক্রোধলোভসমন্বিতাঃ ॥ ১৬
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষো বিরোচনঃ।
সম্বরো বিপ্রচিত্তিশ্চ বিরাধো নমুচির্বলিঃ ॥ ১৭
এতে চান্যে চ বহবঃ সগণা দৈত্য-দানবাঃ

ধর্মসেতুমতিক্রম্য রেমিরেঽধর্মনিশ্চয়াঃ ॥ ১৮
সর্বে তুল্যাভিজাতীয়া যথা দেবাস্তথা বয়ম্
ইত্যেবং ধর্মমাস্থায় স্পর্ধমানাঃ সুরৈস্তিভিঃ ॥ ১৯
ন ত্রিয়ং নাপ্যনুক্রোশং চক্রুর্ভূতেষু ভারত
স্ত্রীভুপাহারমতিক্রম্য যজ্ঞেন রুরুধুঃ প্রজাঃ ॥ ২০
ন তস্থুঃ সংবিদং চৈব ধর্মাদস্যরসস্তমাঃ
অথ বৈ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিভিরুপস্থিতঃ ॥ ২১
তদা হিমবতঃ পৃষ্ঠে সুরম্যে পদ্মতারকে
শতযোজনবিস্তারে মণিরত্নচয়াচিতে ॥ ২২
তস্মিন্ গিরিবরে পুত্র পুষ্পিতদ্রুমকাননে
তপ্তো স বিবুধশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা লোকার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৩
ততো বর্ষসহস্রান্তে বিতানমকরোৎ প্রভুঃ
বিধিনা কল্পসূত্রেণ চষালচ্ছোলপাদিতম্ ॥ ২৪

আচার্য ও পুরোহিতবৃন্দের সহিত দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্‌গণ এবং অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে সেই সনাতন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১২

ভৃগু, অত্রি ও অঙ্গিরা—এই সিদ্ধ মুনিগণ, তপোধন কাশ্যপগণ, বসিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, দেবর্ষি নারদ, পর্বত, বালখিল্য ঋষিগণ, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপ (ঘৃতপান করিয়া জীবিত), সোমপ (সোমপানকারী), বায়ব্য (বায়ুপানকারী), মরীচিপ (সূর্যের রশ্মিপানকারী), বৈশ্বানর, অকৃষ্ট (কর্ষণ না করিয়া উৎপন্ন অন্নের দ্বারা জীবন নির্বাহকারী), হংসমুনি সন্ন্যাসী), অগ্নি হইতে উৎপন্ন ঋষিসকল, বানপ্রস্থ ও পৃশ্নিগণ ইঁহারা সকলে মহাত্মা ব্রহ্মার আজ্ঞাধীনে অবস্থান করত সনাতন-ধর্মপালন করিতে লাগিলেন। ১৩-১৫

কিন্তু দানবেশ্বরগণ ক্রোধ ও লোভে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মার সেই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত ধর্মের হানি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬

হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, সম্বর, বিপ্রচিত্তি, বিরাধ, নমুচি এবং বলি ইঁহারা ও আরও অন্যান্য বহু দৈত্য এবং দানবগণ নিজ নিজ বলের সহিত ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম করিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত আমোদ-প্রমোদে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

এই সব দৈত্যগণ বলিতে থাকিলেন যে, আমরা ও দেবগণ একই জাতীয়, অতএব যেরূপ দেবগণ, সেইরূপই আমরা। এইরূপ একই জাতীয় ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত দৈত্যেরা দেবর্ষিগণের সহিত স্পর্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯

হে ভারত! তাঁহারা প্রাণিসকলের প্রিয়ও করিতেছিলেন না এবং তাহাদের প্রতি দয়াভাবও দেখাইতেছিলেন না। ইঁহারা দান, দান ও ভেদ—এই তিন উপায় অতিক্রম করিয়া কেবল যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২০

সেই সব অসুরশ্রেষ্ঠগণ দর্পবশতঃ প্রজাদিগের সহিত কোন কথাবার্তাও বলিতে ছিলেন না। তদনন্তর ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা হিমালয়ের সুরম্য শিখরের উপর উপস্থিত হইলেন। সেই শিখর এতাদৃশ উচ্চ ছিল যে, তাহার উপর আকাশের সকল তারা বিকসিত পদ্মপুষ্পের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইহার বিস্তার শত যোজন পরিমিত ছিল এবং এই শিখর মণি ও রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। ২১-২২

পুত্র নকুল! এ স্থানের বৃক্ষ ও বন পুষ্পসমূহে পূর্ণ ছিল, এই শ্রেষ্ঠ পর্বতের শিখরের উপরে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সমস্ত জগতের কার্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৩

তদনন্তর বহু বর্ষ সহস্রের শেষে ভগবান্ ব্রহ্মা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সেস্থানে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞমূলে মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যথাযথরূপে বিধি অনুসারে সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। ২৪

ঋষিভির্যজ্ঞপটুভির্বধাবৎ কর্মকর্তৃভিঃ ।
সমিদ্ভিঃ পরিসঙ্কীর্ণঃ দীপ্যমানৈশ্চ পাবকৈঃ ॥ ৩৫
কাঞ্চনৈর্যজ্ঞভাণ্ডৈশ্চ ভ্রাজিষ্ণুভিরলঙ্কৃতম্ ।
বৃতঃ দেবগণৈশ্চৈব প্রবরৈর্যজ্ঞমণ্ডলম্ ॥ ৩৬
তথা ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সদস্যৈরুপশোভিতম্ ।
অত্র ঘোরতমঃ বৃত্তমুদীর্ণাঃ মে পরিক্রতম্ ॥ ৩৭
চন্দ্রমা বিমলঃ ব্যোম যথাভ্যুদিততারকম্
বিকীর্য্যাগ্নিঃ তথা কৃত্তমুখিরঃ সমৃতে তদা ॥৩৮
নীলোৎপলসবর্ণাভঃ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ কৃশোদরম্
প্রাংশুঃ সুদুর্দ্ধর্ষতরঃ তথৈব ভূমিভৌজসম্ ॥ ৩৯
তস্মিন্ উৎপতমানে চ প্রচচাল বসুন্ধরা
মহোর্মিকলিতাবর্তঞ্চ ক্ষুভে স মহোদধিঃ ॥ ৪০
পেতুশ্চুক্কা মহোৎপাতাঃ সাধ্বাশ্চ মুমুচুর্ভয়াঃ
অপ্রশান্তা দিশঃ সর্বাঃ পবনশ্চাশিবো ববৌ ॥ ৪১

যে স্থানে যজ্ঞবেদীর উপরে বহু সমিধ্ পরিব্যাপ্ত ছিল। স্থানে স্থানে অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। দেদীপ্যমান সুবর্ণনির্মিত যজ্ঞপাত্রসকল যজ্ঞমণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। সেই যজ্ঞ মণ্ডলস্থলে দেবতাগণ ও সত্যসদ্ মহর্ষিবৃন্দের দ্বারা সুশোভিত হইতেছিল। ৩৫-৩৬½

সেই সময় সেখানে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা আমি ঋষিগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। যেরূপ নক্ষত্রসকলের উদয়ের নির্দ্দিষ্ট আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত যজ্ঞ মণ্ডপে অগ্নিকে এদিক্ ওদিকে বিকীর্ণ করিয়া এক ভয়ঙ্কর কৃত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা শুনা যায়। ৩৭-৩৮

তাঁহার শরীরের বর্ণ নীলপদ্মসদৃশ ছিল, দন্তসকল তীক্ষ্ণ ছিল এবং তাঁহাদের উদর অতিশয় কৃশ ছিল তিনি অতিশয় উচ্চ দুর্দ্ধর্ষ ও অমিত তেজস্বী ছিলেন। ৩৯

তিনি উৎপন্ন হইলে পর পৃথিবী কম্পিতা হইলেন, সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং উহাতে উত্তালতরঙ্গমালা সহ ঘূর্ণী হইতে লাগিল। ৪০

আকাশ হইতে বহু উল্কা পতিত হইতে থাকিল, প্রচণ্ড উৎপাতসমূহ উত্থিত হইল, দুষ্টসকল পরস্পর নিজ নিজ শাখা-সমূহকে অধঃপাতিত করিতে আরম্ভ করিল, সমস্ত দিঙ্মণ্ডল অশান্ত হইয়া উঠিল এবং অমঙ্গলকারী বায়ু ভীম বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৪১

মুহুর্মুহুশ্চ কৃত্তানি প্রাবাষন্ত ভয়াৎ তথা
ততঃ স তুমুলং দৃষ্ট্বা তং কৃত্তমুপস্থিতম্ ॥ ৪২
মহর্ষিসুরসঙ্ঘর্বানুবাচেদং পিতামহঃ
ঋষৈবং চিন্তিতং কৃত্তমসির্নামৈষ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৩
রক্ষণার্থায় লোকস্য ময়ায় চ সুরদ্বিষাম্ ।
ততস্তদ্রূপমুৎসৃজ্য বভৌ নিস্ত্রিংশ এব সঃ ॥ ৪৪
বিমলস্তীক্ষ্ণধারশ্চ কালান্তক ইবোদ্যতঃ
ততঃ স শিতিকণ্ঠায় রুদ্রায়ার্দ্ধতনেতবে ॥ ৪৫
ব্রহ্মা দদাবসিং তীক্ষ্ণমধর্মপ্রতিবারণম্
ততঃ স ভগবান্ রুদ্রো মহর্ষিজনসংস্তুতঃ ॥ ৪৬
প্রগৃহ্যাসিমমেয়াত্মা রূপমন্যচ্চকার হ ।
চতুর্বাহুঃ স্পৃশন্ মূর্দ্ধা ভূম্বিতোঽপি দিবাকরম্ ॥ ৪৭
ঊর্দ্ধদৃষ্টির্মহালিঙ্গো মুখাজ্জ্বালাঃ সমুৎসৃজন্ ।
বিকুর্বন্ বহুধা বর্ণান্ নীলপাণ্ডুরলোহিতান্ ॥ ৪৮

সকল প্রাণীই ভীত হইয়া বারংবার বমিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ানক কৃত্তকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণকে বলিলেন। ৪২½

আমিই এই কৃত্তকে চিন্তা করিয়াছিলাম। ইহা 'অসি' নামধারী প্রবল অস্ত্র। আমি সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষা এবং দেবদ্রোহী অসুরদিগের বধের জন্য ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছি। ৪৩½

তাহার পর সেই কৃত্ত সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশূল অঙ্গুলি হইতে কিছু অধিক বিশাল খড়্গ হইয়া কাল ও অন্তকের ন্যায় উদ্যত রহিল। ৪৪½

ইহার পর ব্রহ্মা অর্দ্ধ নিবারণ করিবার জন্য সেই তীক্ষ্ণ-ধারবিশিষ্ট ধর্মবিরোধী নীলকণ্ঠ ভগবান্ রুদ্রকে প্রদান করিলেন। ৪৫½

সেই সময় মহর্ষিগণ রুদ্রদেবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ রুদ্র সেই তরবারি গ্রহণ করত অপর এক চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিলেন, যাহা কৃত্তরূপে অবস্থিত হইয়া নিজের মস্তকের দ্বারা সূর্য্যদেবকে স্পর্শ করিতেছিলেন। ৪৬-৪৭½

তাঁহার দৃষ্টি উপরের দিকে ছিল, তিনি মহৎ চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল এবং নিজের দেহ হইতে নীল, শ্বেত ও লোহিত (রক্তবর্ণ) অনেক প্রকারের বর্ণ উদ্ভূত হইতেছিল। ৪৮

বিভ্রৎকৃষ্ণাজিনং বাসো হেমপ্রবরভাস্বরম্ ।
নেত্রং চৈকং ললাটেন ভাস্করপ্রতিমং বহন্ ॥ ৪৯

তস্তস্তাতেঽতিবিমলে যে নেত্রে কৃষ্ণপিঙ্গলে ।
ততো দেবো মহাদেবঃ শূলপাণির্ভগাক্ষিহা ॥ ৫০

সম্প্রগৃহ্য তু নিস্ত্রিংশং কালাগ্নিসমবর্চসম্
ত্রিকূটং চর্ম চোত্তম্য সবিদ্যুত্তমিবাম্বুদম্
চচার বিবিধান্ মার্গান্ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫১
বিধূয়তং সিমাকাশে তথা যুদ্ধচিকীর্ষয়া ।

তস্য নাদং বিনদতো মহাত্রাসকরং মৃধে ॥ ৫২

যতো প্রতিষ্ঠয়ং রূপং তদা রুদ্রস্য ভারত ।
তদ্রূপধারিণং রুদ্রং রৌদ্রকর্মাচিকীর্ষয়া ॥ ৫৩

নিশম্য দানবাঃ সর্বে হৃষ্টাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ
অস্মভিশ্চাভাবর্ষন্ত প্রদীপ্তৈশ্চ তথোল্মুকৈঃ ॥ ৫৪

ঘোরৈঃ প্রহরণৈশ্চান্যৈঃ ক্ষুরধারৈরয়োময়ৈঃ ।
ততস্তু দানবানীকং সম্প্রশেষ্টারমচ্যুতম্ ॥ ৫৫

রুদ্রং দৃষ্ট্বা বলোদ্ভূতং প্রমুমোহ চচাল চ ।
চিত্রং শীঘ্রপদত্বাচ্চ চরণৌ সিপাশিনম্ ॥ ৫৬

তমেকমসুরাঃ সর্বে সহস্রমিতি মেনিরে ।
ছিন্দন্ ভিন্দন্ কৃন্তন্ দারয়ন্ পোথয়ন্নপি ॥ ৫৭

অচরদ্ বৈরিসঙ্ঘেষু দাবাগ্নিরিব কক্ষগঃ ।
অসিবেগপ্রভগ্নাস্তে ছিন্নবাহূরুকন্ধরাঃ ॥ ৫৮

সম্প্রকীর্ণাস্ত্রগাত্রাশ্চ পেতুর্ভূম্যাং মহাবলাঃ ।
অপরে দানবা ভগ্নাঃ খড়্গপাতাবশীড়িতাঃ ॥ ৫৯

অন্যোন্যমভিনর্দন্তো দিশঃ সম্প্রতিপেদিরে
ভূমিং কেচিৎ প্রবিবিশুঃ পর্বতানপরে তথা ॥ ৬০

তিনি কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে সুবর্ণনির্মিত তাঁহার সংযুক্ত ছিল। তিনি নিজ ললাটে সূর্যের ন্যায় এক তেজস্বী নেত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কৃষ্ণ এবং পিঙ্গল বর্ণের দুইটি অত্যন্ত নির্মল নেত্র শোভা পাইতেছিল। ৪৯-৫০½

তদনন্তর ভগনেত্রহন্তা চক্ষুনাশক, অত্যন্ত বল ও পরাক্রমশালী, শূলপাণি ভগবান্ মহাদেব কাল এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী খড়্গকে এবং বিদ্যুৎসহ মেঘসদৃশ শোভাসম্পন্ন তিন কোণ যুক্ত চর্মকে হস্তে গ্রহণ করত নানাবিধ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই তরবারি আকাশে ঘুরাইতে থাকিলেন। ৫০-৫১½

হে ভারত! সেই সময় তীব্র স্বরে গর্জনকারী এবং প্রচণ্ড রূপে অট্টহাস্যকারী রুদ্রদেবের ঐরূপ অভিনয় তরবর প্রতীত হইতে লাগিল। ৫২½

তদানন্তর যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া এতাদৃশরূপ ধারণ করত বিরাজমান রুদ্রদেবকে দর্শন করিয়া সমস্ত দানবগণ হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল। ৫৩½

কিছু দানব তখন প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল, কিছু দানব প্রজ্বলিত উল্কা নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, কাহারা অন্যান্য তরবর অস্ত্র-সকলের দ্বারা যুদ্ধ করিতে থাকিল এবং লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকার দ্বারা বহু দানব আঘাত করিতে লাগিল। ৫৪½

তাহার পর দানব-সৈন্যগণ দেখিল যে, দেবদেবাদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু সম্পন্ন করিতে করিতে উৎকট বলশালী রুদ্রদেব দৃষ্টি হইতে পলায়নপরায়ণ হইতেছেন না, তখন তাহারা রোমাঞ্চিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। ৫৫½

অতিক্রান্ত পরাক্রম প্রকাশন করিতেছিলেন বলিয়া বিচিত্র শক্তিতে বিচরণকারী একমাত্র অজন্ বারণ পূর্বক অবস্থিত রুদ্রদেবকে সেই সব অসুরগণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় বিরাজমান বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ৫৬½

যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছে সংযোজিত দাবানল বনের সমস্ত বৃক্ষকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ রুদ্র শত্রুদলের মধ্যে দৈত্যবিগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে করিতে, পীড়িত ও বিদারিত করিতে করিতে এবং ছেদন ও পোথন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৫৭½

তরবারির বেগে তাহাদের মধ্যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হইল। তত দানবের বাহু ও জঙ্ঘা ছিন্ন হইয়া যাইল। বহু দৈত্যের স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ হইল এবং বহু দৈত্যের দেহ হইতে অঙ্গসকল বাহির হইয়া আসিয়াছিল। এইভাবে নিহত হইয়া সেই সব দানবগণ ধরাশায়ী হইল। ৫৮½

অপর বহু দানব তরবারির আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়ন করিল এবং পরস্পর গর্জন করিতে করিতে তাহারা সকলে নানাদিকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৫৯½

কত দৈত্য এই সময় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, বহু দৈত্য পর্বতে আত্মগোপন করিল, বহু দৈত্য আকাশ-পথে উড়িয়া যাইল এবং অপর বহু দানব তদবধি প্রবিষ্ট হইল। ৬০½

অপরে জম্ভরাক্ষাসমপরেঽন্তঃ সমাবিশন্
তস্মিন্ মহতি সংবৃত্তে সমরে তুমুলাকুলে ॥ ৬১
বভূব ভূঃ প্রতিভয়া মাংসশোণিতকর্দমা
দানবানাং শরীরৈশ্চ পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ॥ ৬২
সমাকীর্ণা মহাবাহো শৈলৈরিব সকিংশুকৈঃ।
স রুদ্রো দানবান্ হত্বা কৃত্বা ধর্মোত্তরং জগৎ ॥ ৬৩
রৌদ্রং রূপমথোৎক্ষিপ্য চক্রে রূপং শিবং শিবঃ।
ততো মহর্ষয়ঃ সর্বে সর্বে দেবগণাস্তথা ॥ ৬৪
জয়েনাদ্ভুতকল্পেন দেবদেবং তথার্চয়ন্।
ততঃ স ভগবান্ রুদ্রো দানবক্ষতজোক্ষিতম্ ॥ ৬৫
অসিং ধর্মস্য গোপ্তারং দদৌ সংকৃত্য বিষ্ণবে।
বিষ্ণুর্মরীচয়ে প্রাদাত্তমরীচির্ভগবানপি ॥ ৬৬
মহর্ষিভ্যো দদৌ খড়্গমৃষয়ো বাসবায় চ
মঘবেন্দ্রো লোকপালেভ্যো লোকপালাস্তু পুত্রক ॥ ৬৭

সেই অত্যন্ত নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ভূতলে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইয়া গেল। যাহার দ্বারা সেই স্থল অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ৬১½

মহাবাহো! রক্তে আপ্লুত হইয়া পতিত দানবগণের মৃত দেহে পরিব্যাপ্ত এই ভূমি পলাশপুষ্পযুক্ত পর্বত-শিখরসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৬২½

দানবগণকে বধ করিয়া জগতে ধর্মের প্রধানতা স্থাপিত করিবার পর ভগবান্ রুদ্রদেব সেই রৌদ্র (ভয়ঙ্কর) রূপ পরিত্যাগ করিলেন। তারপর সেই মঙ্গলময় রুদ্র নিজের স্বাভাবিক রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬৩½

তদনন্তর সমস্ত মহর্ষি ও দেবতাগণ সেই অদ্ভুত তেজে সন্তুষ্ট হইয়া দেবাধিদেব মহাদেবের পূজা করিলেন। ৬৪½

তাহার পর ভগবান্ রুদ্র দানবগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়া সেই ধর্মরক্ষক খড়্গকে অতিশয় সমাদরের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৬৫½

ভগবান্ বিষ্ণু মরীচিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে ও মহর্ষিরা ইন্দ্রকে সেই খড়্গ প্রদান করিলেন। ৬৬½

পুত্র! তারপর মঘেন্দ্র লোকপালগণকে ও লোকপালগণ সূর্য-পুত্র মনুকে সেই বিশাল খড়্গ প্রদান করিলেন। ৬৭½

খড়্গধারী রুদ্রের এই সব লোকপালগণ মনুকে বলিলেন,—তুমি মনুষ্যগণের পালক হও। অতএব এই ধর্মযুক্ত খড়্গের দ্বারা

মনবে সূর্যপুত্রায় দত্তঃ খড়্গঃ সুবিস্তরম্।
উচুশ্চৈনং তদা বাক্যং মানুষাণাং ত্বমীশ্বরঃ ॥ ৬৮
অসিনা ধর্মগর্ভেণ পালয়স্ব প্রজা ইতি।
ধর্মসেতুমতিক্রান্তাঃ স্থূলাস্থূলাপকারিণঃ ॥ ৬৯
বিতত্য দণ্ডং রক্ষাস্তু সর্বতো ন যদৃচ্ছয়া।
দুর্বাচা নিগ্রহো দণ্ডো দ্বিরনাবরণস্তথা ॥ ৭০
বাচস্তা চ শরীরস্য বধো বাদ্যপকারণাৎ
অসেরেতানি রূপাণি দুর্বাচাদীনি নির্দিশেৎ ॥ ৭১
অসেরেষঃ প্রমাণানি পরিপাল্য ব্যতিক্রমাৎ।
স বিসৃজ্যাথ পুত্রং স্বং প্রজানামধিপং ততঃ ॥ ৭২
মনুঃ প্রজানাং রক্ষার্থং ক্ষুপায়ৈ প্রদদাবসিম্।
ক্ষুপাচ্ছক্রাচ্চ ইক্ষ্বাকুরিক্ষ্বাকোশ্চ পুরূরবাঃ ॥ ৭৩
আয়ুশ্চ তস্মাল্লেভে তং নহুষশ্চ ততো ভুবি
যযাতির্নহুষাচ্চাপি পুরুস্তস্মাচ্চ লব্ধবান্ ॥ ৭৪

প্রজাদিগকে পালন কর। ৬৮½

যে সব মানুষ নিজ নিজ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সুখের জন্য ধর্মের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে তুমি তাহানুসারে পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডদান করিবে। তুমি ধর্মানুসারে সমস্ত প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। কাহারও প্রতি স্বেচ্ছাচার করিবে না। কটু বাক্যের দ্বারা অপরাধীর দমনকে 'বাগ্‌দণ্ড' বলা হয়। যে স্থলে অপরাধীর নিকট হইতে সুবর্ণ দণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়, সে স্থলে উহাকে 'অর্থদণ্ড' বলে। শরীরের কোন অঙ্গবিশেষের ছেদন করাকে বলে 'কায়-দণ্ড'। কোন গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধীকে যদি বধ করা হয়, তবে উহাকে 'প্রাণদণ্ড' বলে। এই কথা সমস্ত প্রজাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত। ৬৯-৭১½

যখন প্রজার দ্বারা ধর্মের উল্লঙ্ঘন হইবে, তখন ধর্মের দ্বারা প্রযোজিত (লাঞ্ছিত) এই দণ্ডকে যথাযোগ্য রূপে প্রয়োগ করত ধর্মের রক্ষা করা উচিত। এই কথা বলিয়া লোকপালগণ নিজ পুত্র প্রজাপালক মনুকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর মনু প্রজার রক্ষার জন্য সেই খড়্গ ক্ষুপকে প্রদান করিলেন। ক্ষুপ হইতে ইক্ষ্বাকু ও ইক্ষ্বাকু হইতে পুরূরবা সেই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭২-৭৩

তারপর পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি এবং যযাতি হইতে পুরু এই ভূতলে সেই খড়্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৪

অমূর্ত্তরয়সস্তস্মাত্ততো ভূমিশয়ো নৃপঃ
ততস্তস্যাপি দৌষন্তির্লেভে ভূমিশয়াদসিম্ ॥ ৭৫
তস্মাল্লেভে চ ধর্মজ্ঞো রাজৈলবিলস্তথা
ততস্তৈলবিলাল্লেভে ধুন্ধুমারো নরেশ্বরঃ ॥ ৭৬
ধুন্ধুমারাচ্চ কাম্বোজো মুচুকুন্দস্ততোঽলভৎ।
মুচুকুন্দাচ্চ বল্কস্তু মল্লস্তাদাপ চৈবতঃ ॥ ৭৭
চৈবতাদ্ যুবনাশ্বশ্চ যুবনাশ্বাত্ততো রঘুঃ
ইক্ষ্বাকুবংশজস্তস্মাদ্ধরিণাশ্বঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭৮
হরিণাশ্বাদসিং লেভে শুনকঃ শুনকাদপি।
ঔশীনরো বৈ ধর্মাত্মা তস্মাদ্ ভোজঃ স যাদবঃ ॥ ৭৯
যদুভ্যশ্চ শিবির্লেভে শিবেরপ্যপি প্রতর্দনঃ।
প্রতর্দনাদষ্টকশ্চ পুষদশ্বোঽষ্টকাদপি ॥ ৮০
পুষদশ্বাদ্ ভরদ্বাজো দ্রোণস্তস্মাৎ কৃপস্ততঃ।
ততস্ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং পরমাসিমবাপ্তবান্ ॥ ৮১
কৃত্তিকাস্তস্য নক্ষত্রমগ্নেরগ্নিশ্চ দৈবতম্।
রোহিণী গোত্রমস্যাথ ব্রহ্মশ্চ গুরুরুত্তমঃ ॥ ৮২
অসেরষ্টৌ হি নামানি রহস্যানি নিবোধ মে।
পাণ্ডবেয় সদা যানি কীর্তয়ন্ লভতে জয়ম্ ॥ ৮৩
অসিবিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালস্তথৈব চ ॥ ৮৪
অষ্টাঃ প্রহরণানাঞ্চ খড়্গো মাত্রকতীয়ুত।
ব্রহ্মেশ্বরপ্রণীতশ্চ পুরাণে নিশ্চয়ঃ গতঃ ॥ ৮৫
(এতানি চৈব নামানি পুরাণে নিশ্চিতানি বৈ।)
পৃথুস্তূৎপাদয়ামাস মনুরাত্মমরিন্দম।
তেনেয়ং পৃথিবী দুগ্ধা শস্যানি সুবহূন্যপি।
ধর্মেণ চ যথাপূর্বং বৈণেন পরিরক্ষিতা ॥ ৮৬
তদেতদার্ষং মাত্রেয় প্রমাণং কর্তুমর্হসি
অসেশ্চ পূজা কর্তব্যা সদা বৃদ্ধবিশারদৈঃ ॥ ৮৭
ইত্যেষ প্রথমঃ কল্পো ব্যাখ্যাতস্তে সুবিস্তরাৎ।
অসেরুৎপত্তিসংসর্গো যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৮৮

পূরু হইতে অমূর্ত্তরয়া, অমূর্ত্তরয়া হইতে রাজা ভূমিশয় এবং ভূমিশয় হইতে দুষ্মন্তকুমার ভরত সেই খড়্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৫

রাজন্! সেই ভরত হইতে বল্ক ঐলবিল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐলবিল হইতে মহারাজ ধুন্ধুমার লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৬

ধুন্ধুমার হইতে কাম্বোজ, কাম্বোজ হইতে মুচুকুন্দ, মুচুকুন্দ হইতে মল্ল, মল্ল হইতে চৈবত, চৈবত হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশজাত রঘু, রঘু হইতে প্রতাপশালী হরিণাশ্ব, হরিণাশ্ব হইতে শুনক, শুনক হইতে ধর্মাত্মা ঔশীনর, ঔশীনর হইতে যদুবংশীয় ভোজ, যদুবংশীয়গণ হইতে শিবি, শিবি হইতে প্রতর্দন, প্রতর্দন হইতে অষ্টক এবং অষ্টক হইতে পুষদশ্ব সেই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৭-৮০

পুষদশ্ব হইতে ভরদ্বাজবংশীয় দ্রোণাচার্য্য এবং দ্রোণাচার্য্য হইতে কৃপাচার্য্য খড়্গবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কৃপাচার্য্য হইতে ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি সেই উত্তম খড়্গ বিদ্যা লাভ করিয়াছ ॥ ৮১

সেই 'অসির' নক্ষত্র হইল কৃত্তিকা, দেবতা হইলেন অগ্নি, গোত্র হইল রোহিণী এবং ব্রহ্মদেব হইলেন উহার গুরু ॥ ৮২

পাণ্ডুনন্দন! অসির আটটি গোপনীয় নাম আছে। উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। সেই সকল নাম কীর্তন করিলে পর মানুষ যুদ্ধে জয় লাভ করে ॥ ৮৩

অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্মপাল এই সেই আটটি অসির নাম ॥ ৮৪

মাদ্রীনন্দন! খড়্গ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ ব্রহ্ম সকল প্রথমে ইহার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পুরাণে ইহার শ্রেষ্ঠতা নিশ্চয় করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত নামই পুরাণমধ্যে নিশ্চিতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৮৫

শত্রুদমন পৃথু সর্ব্ব প্রথমে ধনুর উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তিনিই এই পৃথিবী হইতে নানা প্রকার শস্য (অন্নসমূহের বীজ) দোহন করিয়াছিলেন। সেই বেণনন্দন পৃথু পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৮৬

মাদ্রীনন্দন! ইহাই হইল ঋষিগণের অভিমত। ইহাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার উপর বিশ্বাস করিও। যুদ্ধবিশারদ যোদ্ধাগণের সর্ব্বদাই এই খড়্গের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৮৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আমি অসির উৎপত্তির বৃত্তান্ত তোমাকে সবিস্তারে যথাযথভাবে বলিলাম। ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, খড়্গই অস্ত্রসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৮৮

সর্বৈতদ্বিদঃ শ্রুত্বা ষড়ঙ্গসাধনমুত্তমম্
লভতে পুরুষঃ কীর্তিং প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে ॥৮৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ষড়ঙ্গোৎপত্তিকথনে
ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬

ষড়ঙ্গ-প্রাপ্তির এই উত্তম প্রণালী সর্বজ্ঞ একাগ্র হৃদয়ে শ্রবণ করিয়া মানুষ এ জগতে কীর্তি লাভ করে এবং দেহত্যাগের পর অক্ষয় সুখভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ষড়ঙ্গের উৎপত্তি-কথনবিষয়ে ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্মার্থকামবিষয়ে বিদুরের ও পাণ্ডবগণের পৃথক্ পৃথগভিমতবর্ণন, শেষে যুধিষ্ঠিরের তদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্তজ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তবতি ভীষ্মে তু তূষ্ণীম্ভূতে যুধিষ্ঠিরঃ
পপ্রচ্ছাবসথং গত্বা ভ্রাতৃন্ বিদুরলক্ষ্মান্ ॥ ১
ধর্মে চার্থে চ কামে চ লোকবৃত্তিঃ সমাহিতা
তেষাং গরীয়ান্ কতরো যবীয়ঃ কো লঘুশ্চ কঃ ॥ ২
কস্মিংশ্চাত্মা নিয়ততমস্ত্রিবর্গবিজয়ায় বৈ।
সংশ্রুত্য তৈষ্টিকং বাক্যং যথাবদ্ বক্তুমর্হথ ॥ ৩
ততোঽর্থগতিতত্ত্বজ্ঞঃ প্রথমঃ প্রতিভানবান্।
জগাদ বিদুরো বাক্যং ধর্মশাস্ত্রমনুস্মরন্ ॥ ৪

বিদুর উবাচ

বাহুল্যতাং তপস্ত্যাগঃ শ্রদ্ধা যজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা।
ভাবশুদ্ধির্দয়া সত্যং সংযমশ্চাত্মসম্পদঃ ॥ ৫
এতদেবাভিপদ্যস্ব মা ত্বেহ্যুচ্ছলিতং মনঃ।
এতন্মূলো হি ধর্মার্থাবেতদেকপদং হি মে ॥ ৬
ধর্মেণৈবর্ষয়স্তীর্ণা ধর্মে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ধর্মেণ দেবা বর্ধন্তে ধর্মে চার্থঃ সমাহিতঃ ॥ ৭
ধর্মো রাজন্ গুণঃ শ্রেষ্ঠো দমো মধ্যম উচ্যতে।
কামো যবীয়ানিতি চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৮
তস্মাদ্ ধর্মপ্রভাবেণ ভবিতব্যং যতাত্মনা।
তথা চ সর্বভূতেষু বর্তিতব্যং যথাত্মনি ॥ ৯

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ধর্ম, অর্থ ও কামের বিষয়ে বিদুর এবং পাণ্ডবগণের পৃথক্ পৃথক্ অভিমত বর্ণন এবং শেষে যুধিষ্ঠিরের তদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! এই কথা বলিয়া ভীষ্ম যখন নীরব হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির গৃহে গমন করত নিজের চারি ভ্রাতা ও সঞ্জয় বাকি বিদুরকে প্রশ্ন করিলেন। ১

সকল মানুষের প্রবৃত্তি ধর্ম, অর্থ ও কামেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (উত্তম) কোন্‌টি? কোন্‌টি মধ্যম এবং লঘু (অধম) কোন্‌টি? ২

এই তিনটিকে জয় করিবার জন্য কাহার উপর বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিতে হইবে? তোমরা সকলে অভিমত যুক্তি ও উদাহরণের সহিত এই প্রশ্নের যথাযথভাবে উত্তর দান কর এবং এরূপ বাক্য বল, যাহার উপর তোমাদের পূর্ণ আস্থা আছে? ৩

তখন অর্থের গতি ও তত্ত্বনির্ণয়ে অভিজ্ঞ প্রতিভাশালী বিদুর শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করত সর্বপ্রথমে উত্তর দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

বিদুর বলিলেন, রাজন্! বহু শাস্ত্রের অনুশীলন, তপস্যা, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞকর্ম, ক্ষমা, ভাবশুদ্ধি, দয়া, সত্য ও সংযম—এ সমস্ত আত্মার সম্পত্তি। ৫

যুধিষ্ঠির! তুমি এই বিবিধ সম্পদ লাভ কর। এই সব হইতে তোমার মন যেন বিচলিত না হয়। ধর্ম ও অর্থের মূল ইহারাই। আমার মতে ইহাই পরম পদ। ৬

ধর্মেরই দ্বারা ঋষিগণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ধর্মেরই উপর লোকসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্মের দ্বারা দেবতাদিগেরও উন্নতি হইয়াছে এবং ধর্মেই অর্থ সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ৭

রাজন্! ধর্মই শ্রেষ্ঠ গুণ, দমন মধ্যম এবং কাম সর্বাপেক্ষা লঘু—ইহাই মনীষী পুরুষগণ বলিয়াছেন। ৮

অতএব মনকে বশীভূত রাখিয়া ধর্মকে নিজের প্রধান ধ্যেয়-

বৈশম্পায়ন উবাচ

সমাপ্তবচনে তস্মিন্নর্থশাস্ত্রবিশারদঃ।
পার্থো ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞো জগৌ বাক্যং প্রচোদিতঃ ॥ ১০

অর্জুন উবাচ

কর্মভূমিরিয়ং রাজন্নিহ বার্তা প্রশস্যতে
কৃষির্বাণিজ্যগোরক্ষ্যং শিল্পানি বিবিধানি চ ॥ ১১
অর্থ ইত্যেব সর্বেষাং কর্মণামবিজানতাম্
ন স্যাত্তেঽর্থেন বর্তেতে ধর্ম-কামাবিতি শ্রুতিঃ ॥ ১২
বিষয়ৈরর্থবান্ ধর্মমারাধয়িতুমুদ্যতম্
কামশ্চ চরিতুং শক্তো দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ১৩
অর্থস্যাবয়বাবেতৌ ধর্ম-কামাবিতি শ্রুতিঃ
অর্থসিদ্ধ্যা বিনির্বৃত্তাবুভাবেতৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ১৪
তদলভার্থং হি পুরুষং বিশিষ্টেতরযোনয়ঃ।
ব্রহ্মাণমিব ভূতানি সততং পর্যুপাসতে ॥ ১৫

জটাজিনধরা দান্তাঃ পঙ্কদিগ্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ
মুণ্ডা নিষ্কম্বলাশ্চাপি বল্কলাম্বরধারিণঃ পৃথক্ ॥ ১৬
কাষায়বসনাশ্চান্যে শুক্লা হ্রীনিষেবিণঃ।
বিদ্বাংসশ্চৈব শান্তাশ্চ মুক্তাঃ সর্বপরিগ্রহৈঃ ॥ ১৭
অর্থাধিনঃ সন্তি কেচিদপরে স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ।
কুলপ্রত্যাগমাশ্চৈকে স্বং স্বং ধর্মমনুষ্ঠিতাঃ ॥ ১৮
আস্তিকা নাস্তিকাশ্চৈব নিয়তাঃ সংযমে পরে
অপ্রজ্ঞানং তমোকৃৎস্নং প্রজ্ঞানং তু প্রকাশিতা ॥ ১৯
ভৃত্যান্ ভোগৈর্বিযো দদ্যৈর্যো যোজয়তি সোঽর্থবান
এতন্মতিমতাং শ্রেষ্ঠ মতং মম যথাতথম্
অনয়োস্তু নিবোধ ত্বং বচনং বাক্য-কণ্ঠয়োঃ ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো ধর্মার্থকুশলৌ মাদ্রীপুত্রাবনন্তরম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ বাক্যং জগদতুঃ পরম্ ॥ ২১

মনে গণ্য করিবে। সমস্ত প্রাণিগণের সহিত এরূপ ব্যবহারই করিবে, যেরূপ আমরা নিজের জন্য করিয়া থাকি। ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! বিদুরের এই কথা শেষ হইলে পর ধর্ম ও অর্থ উভয়বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পাইয়া বলিলেন। ১০

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! এই পৃথিবী কর্মভূমি এখানে জীবিকার উপায়স্বরূপ কর্ম-সকলেরই প্রশংসা করা হয়। ক্ষেত্র (জমি), বাণিজ্য, গোপালন ও নানাবিধ শিল্প—এ সমস্তই হইল অর্থপ্রাপ্তির উপায়। ১১

অর্থই সমস্ত কর্মফলের রক্ষণপোষণের সহায়ক। অর্থ ব্যতীত ধর্ম এবং কামও সিদ্ধ হয় না, ইহাই শ্রুতির অভিমত। ১২

ধনবান্ মানুষ ধনের দ্বারা উভয় ধর্মের পালন ও অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে দুর্লভ কামনাসকল লাভ করিয়া থাকে। ১৩

শ্রুতি বলেন ধর্ম ও কাম অর্থেরই দুইটি অবয়ব। অর্থের সিদ্ধিতে এই উভয়েরই সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৪

যেরূপ সকল প্রাণী সর্বদা ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকে, সেইরূপ উত্তম জাতির মনুষ্যগণও সর্বদা ধনবান্ পুরুষের উপাসনা করে। ১৫

জটা ও মৃগচর্মধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংযতচিত্ত, শরীরে পঙ্ক ধারণ করত মুণ্ডিতমস্তক এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরাও অর্থাভিলাষী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাস করেন। ১৬

সর্বপ্রকার সংগ্রহহীন, লজ্জাশীল, শান্ত, গেরুয়া বস্ত্রধারী ও শুভ্রবেশভূষিত বিদ্বান্ পুরুষগণও ধনাভিলাষী হইয়া অবস্থান করেন। অন্য এরূপ বহু পুরুষ আছেন, যাঁহারা স্বর্গলাভের কামনা করেন এবং কুল-পরম্পরাগত নিয়মসকল পালন করিতে করিতে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহারাও ধনকামনা করেন। ১৭-১৮

অপর এরূপ বহু সংযত আস্তিক-নাস্তিক সংযম-নিয়মপরায়ণ পুরুষ আছেন, যাঁহারা অর্থ কামনা করেন। অর্থের প্রধানতা না জানা তমোময় 'অজ্ঞান' আর অর্থের প্রধানতা-জ্ঞান হইল প্রকাশময়। ১৯

তিনিই ধনবান্ পুরুষ, যিনি নিজের ভৃত্যগণকে উত্তম ভোগসকল এবং শত্রুদিগকে হতমান করত তাহাদের সকলকে বশীভূত করিয়া রাখেন। বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার এই মত যথার্থই সত্য। আপনি এখন এই দুই জনের অভিমত শ্রবণ করুন। ইহাদের বাক্য কণ্ঠগত হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা বলিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ধর্ম ও অর্থের জ্ঞানে নিপুণ মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব নিজেদের উত্তম বাক্য এই ভাবে উপস্থাপিত করিলেন। ২১

নকুল-সহদেবাবূচতুঃ।

আসীনশ্চ শয়ানশ্চ বিচরন্নপি বা স্থিতঃ।
অর্থযোগং দৃঢ়ং কুর্য্যাদ্ যোগৈরুচ্চাবচৈরপি ॥২২

অস্মিংস্তু বৈ বিনির্বৃত্তে দুর্লভে পরমপ্রিয়ে
ইহ কামানবাপ্নোতি প্রত্যক্ষঃ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩

যোঽর্থো ধর্মেণ সংযুক্তো ধর্ম্যো যশ্চার্থসংযুতঃ।
তদ্ধি হ্যমৃতসংবাদং তস্মাদেতৌ মতাবিহ ॥ ২৪

অনর্থস্য ন কামোঽস্তি তথার্থোঽধর্মিণঃ কুতঃ।
তস্মাদুভিষ্ঠতে লোকো ধর্মার্থাদ্ যো বহিষ্কৃতঃ ॥২৫

তস্মাদ্ ধর্মপ্রধানেন সাধ্যোঽর্থঃ সংযতাত্মনা
বিধত্তেষু হি ভূতেষু কল্পতে সর্বমেব হি ॥ ২৬

ধর্মং সমাচরেৎ পূর্বং ততোঽর্থং ধর্মসংযুতম্।
ততঃ কামং চরেৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থঃ স হি তৎপরম্ ॥২৭

নকুল ও সহদেব বলিলেন,—মহারাজ! মানুষ উপবেশন শয়ন ও বিচরণ করিতে করিতে অথবা অবস্থান করিতে করিতে সব সময় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলবিধ উপায়ে ধনের সঞ্চয় সুদৃঢ় করিবে ।২২

ধন অত্যন্ত প্রিয় ও দুর্লভ বস্তু তাহার প্রাপ্তি অথবা সিদ্ধি হইলে পর মানুষ সংসারে নিজের সমস্ত কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৩

যে ধন ধর্মযুক্ত এবং যে ধর্ম ধনসম্পন্ন, উহা নিশ্চিতরূপে আপনার পক্ষে অমৃততুল্য হইবে—ইহাই আমাদের উভয়ের অভিমত। ২৪

নির্ধন মানুষের কামনা পূর্ণ হয় না এবং ধর্মহীন মানুষের ধনই বা কিভাবে লাভ হইবে? যে মানুষ ধর্মসংশ্লিষ্ট ধন হইতে বঞ্চিত, তাহা হইতে সকল লোকে উদ্বিগ্ন হয়। ২৫

সেইজন্য মানুষ নিজের মনকে সংযমে রাখিয়া জীবনে ধর্মের প্রধানতা দানপূর্বক প্রথমে ধর্মাচরণ করত পরে ধনের অর্জন করিবে; কারণ, ধর্মসহায়ে পুরুষেরই প্রাপ্তি সমস্ত প্রাপ্তির শিরোধার্য থাকে এবং সকল প্রাপ্তি যখন বিদ্যমান করিতে থাকে, তখন মানুষের সকল কার্য্য খুবই সিদ্ধ হইয়া যায়। ২৬

অতএব সর্বপ্রথমে ধর্মাচরণ করিবে, পরে ধর্মযুক্ত ধন সংগ্রহ করিবে। ইহার পর উভয়েরই আনুকূল্য করিতে করিতে কামের উপভোগ করিবে। এইভাবে ত্রিবর্গের সংগ্রহের দ্বারা মানুষ সকলমনোরথ হইয়া যায়। ২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিরেমতুস্তু তদ্ বাক্যমুক্ত্বা ভারতিনোঃ সুতৌ
ভীমসেনস্তদা বাক্যমিদং বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ২৮

ভীমসেন উবাচ

নাকামঃ কামযত্যর্থং নাকামো ধর্মমিচ্ছতি
নাকামঃ কামযানোঽস্তি তস্মাৎ কামো বিশিষ্যতে ॥ ২৯

কামেন যুক্তা ঋষয়স্তপস্যেব সমাহিতাঃ।
পলাশফলমূলাদা বায়ুভক্ষাঃ সুসংযতাঃ ॥ ৩০

বেদোপবেদেষ্বপরে যুক্তাঃ স্বাধ্যায়পারগাঃ
শ্রাদ্ধযজ্ঞক্রিয়াহাস্তে তথা দানপ্রতিগ্রহে ॥ ৩১

বণিজঃ কর্ষকা গোপাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা।
দেবকর্মকৃতশ্চৈব যুক্তাঃ কামেন কর্মসু ॥ ৩২

সমুদ্রং বা বিশন্ত্যন্তে নরাঃ কামেন সংযুতাঃ।
কামো হি বিবিধাকারো সর্বং কামেন সন্ততম্ ॥ ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া নকুল ও সহদেব বিরত হইলেন। তখন ভীমসেন এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন ।২৮

ভীমসেন বলিলেন,—ধর্মরাজ! যাহার মনে কোন কামনা নাই, তাহার ধনার্জনের কোন ইচ্ছা থাকে না এবং ধর্মাচরণেরও কোনরূপ অভিলাষ হয় না। কামনাহীন মানুষ ত' কামের (ভোগের)-ও কামনা করে না; সেইজন্য ত্রিবর্গের মধ্যে কামই সর্বশ্রেষ্ঠ। ২৯

কোন না কোন কামনায় সংযুক্ত হইয়াই ঋষিগণ তপস্যায় মনঃসংযোগ করেন। তাঁহারা ফল, মূল ও পত্র ভোজন করেন এবং বায়ুমাত্র পান করত মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখেন। ৩০

কামনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সকল মানুষ বেদ ও উপবেদসমূহের স্বাধ্যায় করেন এবং উহাতে পারদর্শী বিদ্বান্ হন্। কামনার জন্যই শ্রাদ্ধকর্ম, যজ্ঞকর্ম, দান ও প্রতিগ্রহে মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ৩১

বণিক্, কৃষক, গোপ, কারু ও শিল্পিগণ এবং দেবসম্বন্ধী কার্যকারী মনুষ্যগণ কামনাপ্রভাবে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত থাকে ।৩২

কামনাযুক্ত অনেক মানুষ সমুদ্রেও প্রবিষ্ট হয়। কামনা বিবিধ রূপবিশিষ্ট এবং সমস্ত কার্যই কামনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ।৩৩

নাস্তি নাসীদ্রাজবিদ্বদ্ ভূতঃ কামাত্মকাৎ পরম্ ।
এতৎ সারং মহারাজ ধর্মার্থবিদ্ভ্য সংশ্রিতো ॥ ৩৪

নবনীতং যথা দধ্নস্তথা কামোঽর্থধর্মতঃ ।
শ্রেয়স্তৈলং হি পিণ্যাকাদ্ ঘৃতং শ্রেষ্ঠ উদাহৃতঃ ।
শ্রেয়ঃ পুষ্পফলং কাষ্ঠাৎ কামো ধর্মার্থয়োর্বরঃ ॥ ৩৫

পুষ্পতো মধ্বিব রসঃ কাম আজ্ঞ্যাৎ তথা স্মৃতঃ ।
কামো ধর্মার্থয়োর্যোনিঃ কামশ্চাথ তদাত্মকঃ ॥ ৩৬

নাকামতো ব্রাহ্মণাঃ স্বয়মর্থা-
ন্নাকামতো দদতি ব্রাহ্মণেভ্যঃ
নাকামতো বিবিধা লোকচেষ্টা
তস্মাৎ কামঃ প্রাক্ ত্রিবর্গস্য দৃষ্টঃ ॥ ৩৭

সুচারুবেশাভিরলঙ্কৃতাভি-
র্মদোৎকটাভিঃ প্রিয়দর্শনাভিঃ
রমস্ব যোষাভিরুপেত্য কামং
কামো হি রাজন্ পরমো ভবেহ ॥ ৩৮

নবনীত প্রাণীই কামনাযুক্ত। সকাম হইতে ভিন্ন নিষ্কাম প্রাণী কেহই নাই, দেহ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইবে না, অতএব এই কামই ত্রিবর্গের সার। মহারাজ! ধর্ম ও অর্থও এই কামেরই উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত আছে। ৩৪

যেরূপ দধির সার মাখন, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থের সার হইল কাম। যেরূপ পিণ্যাক (খোল) হইতে শ্রেষ্ঠ তেল, তক্র (ঘোল) হইতে শ্রেষ্ঠ ঘৃত এবং বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার পুষ্প ও ফল, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থ এই উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইল কাম। ৩৫

যেরূপ পুষ্প হইতে উহার মধুতুল্য রস শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থ হইতে কামই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাম ধর্ম ও অর্থের কারণ, অতএব উহাই ধর্ম এবং অর্থস্বরূপ। ৩৬

কোন কামনা না করিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তম অন্ন ভোজন করেন না এবং কোন কামনা না করিয়া কেহই ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন না। জগতে প্রাণিগণের যে নানাপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়, উহাও বিনা কামনায় হয় না; অতএব ত্রিবর্গের মধ্যে কামেরই প্রথম প্রধান স্থান দেখা যায়। ৩৭

রাজন্! অতএব আপনি কাম অবলম্বন করত সুন্দর বেশধারিণী, আভরণে বিভূষিতা, দেখিতে মনোহরা ও মদমত্তা যুবতীগণের সহিত বিহার করুন। আমাদের এ জগতে কামকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা উচিত। ৩৮

ধর্মপুত্র! আমি পরিষারূপে অবস্থান করত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অনুশীলন করত এই নিশ্চয় করিয়াছি। আমার এই অভিমত আপনার কোনরূপ বিচার বিবেচনা করা উচিত নহে। আমার এই বাক্য উত্তম, কোমল, শ্রেষ্ঠ, তুচ্ছতাহীন এবং সারযুক্ত, অতএব শ্রেষ্ঠ পুরুষও ইহাই স্বীকার করেন। ৩৯

আমার বিচার হইতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের একই সঙ্গে সেবন করা উচিত। যে ব্যক্তি এই ত্রিবর্গের মধ্যে একেরই সেবা করে, সেই ব্যক্তি অধম, যে ব্যক্তি দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম এবং যে ত্রিবর্গে সমানভাবে অনুরক্ত, সেই মানুষ উত্তম হয়। ৪০

বুদ্ধিমান্, সুহৃৎ, চন্দনসারে চর্চিত, বিচিত্র, মালা ও আভরণে বিভূষিত ভীমসেন সেই বীর বন্ধুগণকে সংক্ষেপ এবং বিস্তার সহকারে পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া নীরব হইলেন। ৪১

যিনি মহাত্মাগণের নিকট হইতে ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, সেই ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্তকাল বক্তাদিগের সকল বাক্য সমভাবে পর্যালোচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে এই যথার্থ বাক্য বলিলেন। ৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ

নিঃসংশয়ং নিশ্চিতধর্মশাস্ত্রাঃ
সর্বে ভবন্তো বিদিতপ্রমাণাঃ
বিজ্ঞাতুকামস্তু মমেহ বাক্য-
মুক্তং যদ্ বৈ নৈষ্টিকং তচ্ছ্রুতং মে

ইদং ত্বকার্যং মমতো মমাপি
বাক্যং নিবোধক্ষমমন্তরাত্মা ॥ ৪৩

যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে
নার্থে ন ধর্মে মমতো ন কামে।
বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্টকাঞ্চনো
বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ ॥ ৪৪

তৃতীয়ানি জাতিস্মরণাত্মকানি
জরাবিকারৈশ্চ সমন্বিতানি।
তুরন্ত তৈস্তৈঃ প্রতিবোধিতানি
মোক্ষং প্রশংসন্তি ন তত্ত্ব বিদ্মঃ ॥ ৪৫

স্নেহেন মুক্তস্য ন চাস্তি মুক্তি-
রিতি স্বয়ম্ভূর্ভগবানুবাচ।
বৃথাশ্চ নির্বাণপরা ভবন্তি
তস্মান্ন কুর্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ং ॥ ৪৬

এতৎ প্রধানং ন কামকারো
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
কৃতানি সর্বাণি বিধিনিযুক্তে
বিধির্বলীয়ানিতি বিদ্ধি সর্বে ॥ ৪৭

ন কর্মণাপ্রোত্তানবাপ্যমর্থং
যদ্ ভাবি তদ্ বৈ ভবতীতি বিদ্ধি।
ত্রিবর্গহীনোঽপি হি বিন্দতেঽর্থং
তস্মাদ্বহো লোকহিতায় যুক্তম্ ॥ ৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততস্তদগ্র্যং বচনং মনোজ্ঞং
সমস্তরাজ্ঞাং তদ্ভো হি হেতুমৎ।
তথা প্রশেতুশ্চ তদ্বিপ্রিয়ে চ তে
কুরু প্রবীরায় চ চক্রিরেঽঞ্জলিম্ ॥ ৪৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, আপনারা সকলে ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের উপর বিচার করত এই নিশ্চয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনারা সর্ববিধ প্রমাণেরও জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। আমি সকলের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই আমার সম্মুখে এই যে আপনারা নিজ নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তৎসমস্তই আমি একমনে শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমি যাহা কিছু বলিব, আমার সেই বাক্য আপনারা একাগ্রচিত্ত হইয়া অবশ্যই শ্রবণ করুন ॥৪৩

যিনি পাপে নিরত থাকেন না এবং পুণ্যেও রত থাকেন না, যিনি অর্থোপার্জনে তৎপর থাকেন না, যিনি কোন ধর্মানুষ্ঠান করেন না ও যিনি নিজেরও কামনা পূরণে চেষ্টা করেন না, সেই সর্ববিধ দোষশূন্য মানুষ দুঃখ এবং সুখপ্রদ সিদ্ধি হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া যান। এই সময় তাঁহার মৃত্তিকা ও স্বর্ণে সমান ভাব উদয় হয় ॥৪৪

যাহারা পূর্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে সমর্থ এবং জরাবিকার-যুক্ত, সেই সব মনুষ্যগণ নানাপ্রকার দৈহিক দুঃখসুখের উপভোগ হইতে নিরন্তর পীড়িত হইয়া মুক্তিরই প্রশংসা করেন, কিন্তু আমরা সেই মোক্ষের বিষয়ে কিছুই জানি না ॥৪৫

স্নেহযুক্ত মানুষ কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যাহার মনে আসক্তি আছে, তাহার কখনও মুক্তি হয় না। আসক্তিশূন্য জ্ঞানী মানুষই মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব মুমুক্ষু পুরুষের কর্তব্য হইল—কাহারও প্রিয় অথবা অপ্রিয় না করা ॥৪৬

এইরূপ বিচার করাই মোক্ষের প্রধান উপায়, স্বেচ্ছাচার তাহা নহে। বিধাতা আমাকে যে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেই কার্য করি, অতএব আপনাদের সকলের ইহা জানা আবশ্যক যে, বিধাতাই সকলের বলবান্ ॥৪৭

মানুষ কর্মের দ্বারা অপ্রাপ্য অর্থ লাভ করিতে পারে না। যাহা হইবার, উহা হইবেই, এই বিষয় আপনারা অবগত হউন। মানুষ ত্রিবর্গশূন্য হইলেও পরই আবশ্যক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির গূঢ় উপায় (জ্ঞান)-ই জগতের বাস্তবিক কল্যাণ করিয়া থাকে ॥৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের যাহা করিতে বাকী অতিশয় উত্তম, যুক্তিযুক্ত ও মনের অনুকূল। উহা পূর্ণরূপে বুঝিয়া সেই সব রাজা তখন প্রসন্ন হইয়া বর্ণনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মুক্তকুলের প্রধান বীর যুধিষ্ঠিরকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রণাম করিলেন ॥৪৯

সুচারুবর্ণাক্ষরচারুভূষিতাং
মনোনুগাং নির্ধূতবাক্যকণ্টকাম্।
নিশম্য তাং পার্থিব পার্থভাষিতাং
গিরং নরেন্দ্রাঃ প্রশশংসুরেব তে ॥ ৫০

স চাপি তান্ ধর্মসুতো মহামনা—
স্তথা প্রতীতান্ প্রশশংস বীর্যবান্

পুনশ্চ পপ্রচ্ছ সহিদ্ধবরাসুতঃ
ততঃ পরং ধর্মমহীনচেতসম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ষড়্ভ্রগীতায়াং
সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যে কোনরূপ দোষ ছিল না। এই বাক্য অত্যন্ত সুন্দর ও অক্ষর সকলের সন্নিবেশে বিভূষিত এবং মনের অনুকূল ছিল. ইহা শ্রবণ করত সমস্ত ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৫০

পরাক্রমশালী ধর্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও সেই সব বিদ্বান্‌গণ নরপতিগণ এবং বন্ধুদিগের প্রশংসা করিলেন ও পুনরায় উপায়-জ্ঞেতা গন্ধবন্ধন ভীষ্মের নিকট গমন করত উত্তম ধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ষড়্ভ্রগীতাবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ধেয়াসন্ধেয়পুরুষাণাং লক্ষণবর্ণনম্, কৃতঘ্ন-গৌতমস্য বৃত্তান্তারম্ভশ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ কুরূণাং প্রীতিবর্ধন।
প্রশ্নং কঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
কীদৃশা মানবাঃ সৌম্যাঃ কৈঃ প্রীতিঃ পরমা ভবেৎ।
আয়ত্ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ কে ক্ষমাস্তান্ বদস্ব মে ॥২
ন হি তত্র ধনা স্ফীতা ন চ সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ।
তিষ্ঠন্তি যত্র সুহৃদস্তিষ্ঠন্তীতি মতির্মম ॥ ৩

দুর্লভো হি সুহৃচ্ছ্রোতা দুর্লভশ্চ হিতঃ সুহৃৎ
এতদ্ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ সর্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ

সন্ধেয়ান্ পুরুষান্ রাজন্নসন্ধেয়াংশ্চ তত্ত্বতঃ
যদতো মে নিবোধ ত্বং নিখিলেন যুধিষ্ঠির ॥ ৫
লুব্ধঃ ক্রূরস্তাক্তধর্মা নিকৃতিঃ শঠ এব চ।
ক্ষুদ্রঃ পাপসমাচারঃ সর্বশঙ্কী তথালসঃ ॥ ৬

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[সন্ধি করিবার যোগ্য ও অযোগ্য পুরুষের লক্ষণ বর্ণন এবং কৃতঘ্ন গৌতমের কথা আরম্ভ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কৌরবকুলের প্রীতিবর্ধন মহাজ্ঞানী পিতামহ! আমি আরও কিছু প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। আপনি আমার এই প্রশ্নের বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া উত্তর দান করুন। ১

মনুষ্যগণ কিভাবে সৌম্য-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে? কাহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন করা কল্যাণজনক হইয়া থাকে? বর্তমান ও ভবিষ্যতে কিরূপ মনুষ্যগণ উপকার করিতে সমর্থ হয়? এ সমস্তই আমার নিকট বর্ণন করুন। ২

আমার ত' এই ধারণা আছে যে, যেখানে সুহৃদ্‌গণ বর্তমান থাকে, সেখানে প্রকৃত ধনও কোন কিছু ত্যাগ করিতে পারে না এবং সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধবগণ অবস্থান করিতে পারেন না। ৩

হিতবাক্য শ্রবণকারী সুহৃদ্ দুর্লভ এবং হিতকারী সুহৃদ্‌ও দুর্লভ। ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! এই সব প্রশ্ন-বিষয়ে আপনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করত উত্তর দান করুন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! কোন্ পুরুষগণের সহিত সন্ধিস্থাপন (মিত্রতা) করা উচিত এবং কাহাদের সহিত উচিত নহে? এই কথা আমি তোমাকে যথাযথভাবে বলিব। তুমি সব কিছু একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৫

যে ব্যক্তি লোভী, ক্রূর, ধর্মত্যাগী, কপটী, শঠ, ক্ষুদ্র, পাপাচারী, সকলের প্রতি সন্দেহকারী, অলস, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, নিন্দিত, গুরুপত্নীগামী, সকলের সময় যে পরিত্যাগ করিয়া যায়, যে দুরাত্মা, নির্লজ্জ, সর্বদিকে পাপপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন, নাস্তিক, বেদনিন্দাকারী, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত না করিয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী, বিদ্যাবাদী, সকলের দ্বেষপাত্র, নিজের

দীর্ঘসূত্রোঽলসঃ ক্রূরো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ ।
ব্যসনে যঃ পরিত্যাগী দুরাত্মা নিরপত্রপঃ ॥ ৭

সর্বতঃ পাপদর্শী চ নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ।
সম্প্রকীর্ণেন্দ্রিয়ো লোকে যঃ কামঃ নিরন্তরম্ ॥ ৮

জনতো লোকবিদ্বিষ্টঃ সময়ে চানবস্থিতঃ
পিশুনোঽধাকৃতপ্রজ্ঞো মৎসরী পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ৯

দুঃশীলোঽধাকৃতাত্মা চ নৃশংসঃ ক্লিষ্টবৃত্তয়া
মিত্রৈরপকৃতিমিত্যামিচ্ছতেঽর্থং পরস্য যঃ ॥ ১০

দদতশ্চ যথাশক্তি যো ন তৃপ্যতি মন্দধীঃ
অধৈর্যমপি যো যুদ্ধে কথা মিত্রং ন রক্ষতি ॥ ১১

অস্থানক্রোধনোঽযুক্তো যশ্চাকস্মাদ্ বিরুধ্যতে ।
সুহৃদশ্চৈব কল্যাণান্নাশু আয়তি ভিন্নধীঃ ॥ ১২

অল্পেঽপ্যপকৃতে মূঢ়স্তথাজ্ঞানাৎ কৃতেঽপি চ
কার্যাসেবী চ মিত্রেষু মিত্রদ্বেষী নরাধিপঃ ॥ ১৩

শত্রুমিত্রমুখো দম্ভ লিপ্সাপ্রেক্ষী বিলোচনঃ ।
ন বিরজ্যতি কল্যাণে যস্যাজেৎ তাদৃশঃ নরম্ ॥ ১৪

পানপো দ্বেষণঃ ক্রোধী নির্ঘৃণঃ পরুষস্তথা ।
পরোপতাপী মিত্রদ্রুক্ তথা প্রাণিবধে রতঃ ॥ ১৫

কৃতজ্ঞস্ত্যাগমো লোকে ন সন্ত্যেয়ঃ কদাচন ।
দ্বিত্রাস্ত্যেষী গুণসন্ত্যেয়ঃ সন্ত্যেয়াস্তানপি মে শৃণু ॥ ১৬

কুলীনা বাক্যসম্পন্না জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদাঃ ।
ক্ষমবন্তো গুণোপেতাস্তথাঽলুব্ধা জিতশ্রমাঃ ॥ ১৭

সন্ধিত্রাস্ত কৃতজ্ঞাস্ত সর্বজ্ঞা লোভবর্জিতাঃ
মাধুর্যাদ্গুণসম্পন্না: সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৮

ব্যায়ামশীলাঃ সততং কুলপুত্রাঃ কুলোদ্বহাঃ ।
দোষৈঃ প্রমুক্তাঃ প্রথিতাস্তে গ্রাহ্যাঃ পার্থিবৈর্নরাঃ ॥ ১৯

যথাশক্তি সমাচারাঃ সন্তুষ্টাস্তুষ্টি হি প্রভো ।
স্থানে ক্রোধস্তথা ন চাকস্মাদ্ বিরাগিণঃ
বিরক্তাস্ত ন দুষ্যন্তি মনসাপার্থকোবিদাঃ ॥ ২০

আত্মানং পীড়য়িত্বাপি সুহৃৎকার্যপরায়ণাঃ ।
বিরজ্যন্তি ন মিত্রেভ্যো বাসো রক্তমিবাধিকম্ ॥ ২১

প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকে না এমন, অপবিত্রবুদ্ধি, উদাসীন, পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, দুষ্টস্বভাব, মনকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ, নৃশংস, দুষ্ট, মিত্রগণের অনিষ্টকারী, সর্বদা অপরের ধন গ্রহণ করিতে অভিলাষী, যথাশক্তি দানকারীর উপরও অসন্তুষ্ট, অসাবধান, মন্দবুদ্ধি, মিত্রকেও সতত বৈরী হইতে বিচলিত করিয়া থাকে, অস্থানে ক্রোধপ্রকাশকারী, অকস্মাৎ বিরোধী হইয়া কল্যাণকারী সুহৃদ্গণকেও সত্বর পরিত্যাগ করে, না জানিয়া অল্প অপরাধ করিলে মিত্রের অনিষ্টকারী, পাপী, নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যই মিত্রগণের সহিত সদ্ভাববন্ধন-কারী, প্রকৃতপক্ষে মিত্রদ্বেষী, মুখে মিত্রতার কথা বলিয়া অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী, কুটিলদৃষ্টি, বিপরীতবুদ্ধি, উপকার লাভ হইতে অবিরত মিত্রকে পরিত্যাগকারী, রক্তপায়ী, দ্বেষী, ক্রোধী, নির্দয়ী, রূঢ়, অপরকে সন্তাপদায়ী, মিত্রদ্রোহী, প্রাণিগণের হিংসায় তৎপর, কৃতঘ্ন ও নীচ, জগতে এরূপ মানুষের সহিত কখনও সন্ধি স্থাপন করিবে না। যে অপরের মিত্রদ্বেষী, সেই ব্যক্তিও সন্ধির যোগ্য নহে। এখন সন্ধিস্থাপনের যোগ্য পুরুষের কথা বলিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬-১৬

যাহারা কুলীন, বলিতে সমর্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, ক্ষমাবান্, গুণবান্, লোভহীন, শ্রমসাধ্য কার্য করিয়া শ্রান্ত হন্ না, উত্তম মিত্রসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, নির্লোভ, মধুর স্বভাববিশিষ্ট, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সতত ব্যায়ামশীল, উত্তম বংশের সন্তান, নিজের ভার বহন করিতে সমর্থ, দোষহীন ও লোকবিখ্যাত, এরূপ ব্যক্তিদিগকে রাজা নিজের মিত্ররূপে গ্রহণ করিবেন ॥ ১৭-১৯

প্রভো ! যাঁহারা নিজের শক্তি অনুসারে কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, অকারণ ক্রোধ করেন না, অকস্মাৎ স্নেহত্যাগ করেন না, উদাসীন হইলে পরও মনে কখনও কাহাকে দোষারোপ করেন না, অর্থতত্ত্ব-নির্ণয়ে অভিজ্ঞ, নিজেকে কষ্টমধ্যে পাতিত করিয়াও হিতৈষী সুহৃদ্গণের কার্যসিদ্ধি করেন, যেরূপ রক্তবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র কখনও নিজের বর্ণ ত্যাগ করে না, সেইরূপ যাঁহারা কখনও মিত্রদের প্রতি বিরক্ত হন্ না, যাঁহারা ক্রোধবশতঃ মিত্রের অনর্থ করিতে প্রবৃত্ত হন্ না, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রের যুবতী-গণের প্রতি নিজের আসক্তিভাব দেখান না, যাঁহারা মিত্রের বিশ্বাসপাত্র, ধর্মে অনুরক্ত, যাঁহাদের দৃষ্টিতে মৃত্তিকা ও স্বর্ণ উভয়ই সমান, যাঁহারা সুহৃদ্বর্গের প্রতি সর্বদা সুস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন, সকলের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রের অনুসারে শাস্ত্রপথে চলেন,

ক্রোধাচ্চ লোভ-মোহাভ্যাং মানধে যুবতীষু চ
ন কর্ষন্তি সুহৃদো বিদ্বন্তা ধর্মবৎসলাঃ ॥ ২১
লোষ্টকাঞ্চনতুল্যার্থঃ সুহৃৎসু দৃঢ়বুদ্ধয়ঃ।
যে চরন্ত্যভিমানানি সৃষ্টার্থমনুহর্ষিণঃ ॥ ২২
সংগৃহ্নন্তঃ পরিজনং স্বাম্যর্থপরমাঃ সদা।
ঈদৃশৈঃ পুরুষমৈর্যৈর্যঃ সন্ধিং কুরুতে নৃপঃ ॥ ২৩
তস্য বিত্তার্থিনো রাজ্যং জ্যোৎস্না গ্রহপতেরিব
শাস্ত্রনিত্যা জিতক্রোধা বলবন্তো রণে সদা ॥ ২৪
জন্মশীলগুণোপেতাঃ সন্ধেয়াঃ পুরুষোত্তমাঃ
যে চ দোষসমাযুক্তা নরাঃ প্রোক্তা ময়ানঘ ॥ ২৬
তেষামপ্যধমা রাজন্ কৃতঘ্না মিত্রঘাতকাঃ।
ত্যক্তব্যাস্তু দুরাচারাঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিস্তরেণাথ সম্বন্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যঃ প্রোক্তস্তদ্ যথা মে ॥ ২৮

ভীষ্ম উবাচ

হন্ত তে বর্ত্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।

প্রায়তনতঃ প্রাপ্ত বনেই সন্ধি থাকেন, কুটুম্ব সংগ্রহ করিতে করিতে সদা নিজের সুহৃদ্ ও প্রভুর কার্য্য-সাধনে তৎপর থাকেন, এরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত যে রাজা সন্ধি করেন, তাঁহার রাজ্য সেইভাবে বর্দ্ধিত হয়, যেরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ২০-২৫½

যাঁহারা প্রতিদিন শাস্ত্রের স্বাধ্যায় করেন, ক্রোধকে সংযত রাখেন এবং যুদ্ধে সর্ব্বদা প্রবল থাকেন, যাঁহারা উত্তম কুলে জন্মলাভ করিয়াছেন, শীলবান্ ও শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, এই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণই সন্ধি স্থাপনের যোগ্য। ২৫½

নিষ্পাপ রাজন্! আমি যে সব দোষযুক্ত মনুষ্যগণের কথা বলিয়াছি, তাহারা সকলেই অধম ও কৃতঘ্ন। তাহারা মিত্রদিগকে হত্যা পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। এরূপ দুরাচারী নরাধমদিগকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাই সমস্ত মনীষী পুরুষগণের নিশ্চয়। ২৬-২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আপনি যাকে মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন বলিয়াছেন, তার যথার্থ ইতিহাস আমি সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া উহা আমাকে বলুন। ২৮

ভীষ্ম বলিলেন,—নরেশ্বর! আমি প্রীতির সহিত তোমাকে এক পুরাতন ইতিহাস বলিব। এই ঘটনা উত্তর দিকে ম্লেচ্ছ

দেশে সংঘটিত হইয়াছিল। ২৯

মধ্যপ্রদেশের বেদাধ্যয়নহীন এক ব্রাহ্মণ কোন এক ঋদ্ধিযুক্ত গ্রাম দেখিয়া সেখানে ভিক্ষার ইচ্ছা করিয়া গমন করিলেন। ৩০

সেই গ্রামে এক ধনী বহু শাল কর্ত্তিত এই বহু সমস্ত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান্ ছিল। বহু হইলেও সে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মী ছিল। ৩১

ব্রাহ্মণ তাহার গৃহে যাইয়া ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বহু ব্রাহ্মণকে বাসোপযোগী একটি গৃহ দিয়া যথাকালব্যাপী ভোগযোগ্য অন্নের ভিক্ষার ব্যবস্থা করিল, উপযুক্ত নূতন বস্ত্র দিল এবং তাঁহার সেবা করিবার জন্য শক্তিহীন এক যুবতী দাসীও প্রদান করিল। ৩২-৩৩

রাজন্! বহুর নিকট হইতে এই সমস্ত বস্তু লাভ করত ব্রাহ্মণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং সুন্দর গৃহে দাসীর সহিত সেই ব্রাহ্মণ গৌতম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৪

তিনি দাসীর কুটুম্বগণের জন্য সাহায্যও করিতে থাকিলেন। ব্রাহ্মণ সেই সমৃদ্ধিশালী শবরালয়ে বহু বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। ৩৫

গৌতম এখানে বাস নিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যা বিধি করিবার জন্য বিশেষ অভ্যাস করিলেন। রাজন্! গৌতমও বহুদের

অথান গৌতমো রাজন্ যথা দস্যুগণাস্তথা।
হিংসাপরুষ্যাহীনঃ সদা প্রাণিবধে রতঃ ॥৩৭
গৌতমঃ সংনিকর্ষেণ দস্যুভিঃ সমতাম্যিয়াৎ।
তথা তু বসতস্তস্য দস্যুগ্রামে সুখং তদা ॥ ৩৮
অগমন্ বহবো মাসা নিঘ্নতঃ পক্ষিণো বহূন্
ততঃ কদাচিদপরো দ্বিজস্তং দেশমাগতঃ ॥ ৩৯
জটাচীরাজিনধরঃ স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ।
বিনীতো নিয়তাহারো ব্রহ্মণ্যো বেদপারগঃ ॥ ৪০
স ব্রহ্মচারী তদ্দেশ্যঃ সখা তস্যৈব সুপ্রিয়ঃ
তং দস্যুগ্রামমগমদ্ যত্রাসৌ গৌতমোঽবসৎ ॥ ৪১
স তু বিপ্রগৃহান্বেষী শূদ্রান্নপরিবর্জকঃ
গ্রামে দস্যুসমাকীর্ণে যাচরৎ সর্বতোদিশম্ ॥ ৪২
ততঃ স গৌতমগৃহং প্রবিবেশ দ্বিজোত্তমঃ।
গৌতমশ্চাপি সম্প্রাপ্তাবন্যোন্যেন সঙ্গতৌ ॥ ৪৩
চক্রাঙ্গভারষষ্ঠং তং বহুস্পাণিং দৃতাযুধম্।
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং দ্বারমুপাগতম্ ॥ ৪৪
তং দৃষ্ট্বা পুরুষাদাভমপক্রান্তং জরাগতম্।
অভিজ্ঞায় দ্বিজো ব্রীড়ান্বিতঃ বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৪৫
কিমিদং পুরুষো মোহাদ্ বিপ্রস্তং হি কুলোদ্বহঃ।
মহাদেশপরিজ্ঞাতো দস্যুভাবং গতঃ কথম্ ॥ ৪৬
পূর্বান্ স্মর দ্বিজ জ্ঞাতীন্ প্রখ্যাতান্ বেদপারগান্
তেষাং বংশোঽভিজাতস্ত্বমীদৃশঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৪৭
অবধূয্যাত্মনাঽঽত্মানং সদ্যঃ শৌচং ক্রতুং দমম্
অনুক্রোশঞ্চ সংযুক্তা ত্যজ বসমিমং দ্বিজ ॥ ৪৮
স এবমুক্তঃ সুহৃদা তেন তত্র হিতৈষিণা।
প্রত্যুবাচ ততো রাজন্ বিনিশ্চিত্য তদার্তবৎ ॥ ৪৯
নির্ধনোঽস্মি দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাপি বেদবিদপ্যহম্।
বিত্তার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ॥ ৫০

তাহা প্রতিদিন বনের চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে হংস শিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ হিংসাবৃত্তিতে অভিশয় নিপুণ হইয়া উঠিলেন, ক্রমশঃ নির্দয় হইয়া পড়িলেন, এবং সর্বদা প্রাণিগণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত থাকিতেন। ৩৬-৩৭

দস্যুগণের নিকটে বাস করিতে থাকায় গৌতমও তাহাদের ন্যায় দস্যু হইয়া উঠিলেন। দস্যুগণের গ্রামে সুখের সহিত বাস করত প্রতিদিন বহু সংখ্যক পক্ষীকে বধ করিতে করিতে তাঁহার বহু বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। ৩৮½

তদনন্তর একদিন অন্য এক জটা, বল্কল ও মৃগচর্মধারী ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বাধ্যায়-পরায়ণ, পবিত্র, বিনয়ী, নিয়মানুকূল ভোজনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত এবং বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। ৩৯-৪০

এই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ গৌতমেরই গ্রামবাসী ও তাঁহার পরম প্রিয় দ্বিজ ছিলেন। তিনি ভিক্ষাদির জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে দস্যুদের সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে গৌতম বাস করিতেছেন। ৪১

তিনি শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতেন না, সেইজন্য দস্যুগণে পূর্ণ সেই গ্রামে ব্রাহ্মণের গৃহ অন্বেষণ করিতে করিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪২

তারপর সেই দ্বিজোত্তম যখন গৌতমের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গৌতমও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইভাবে সেই দিনে তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ৪৩

ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—গৌতমের স্কন্ধে ধনু রহিয়াছে, হস্তে বহু ও বাণ রহিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়াছে। গৃহের দ্বারে উপস্থিত গৌতম নরভক্ষী রাক্ষসের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় গৃহে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৪৪-৪৫

অরে! তুমি মোহবশতঃ এ কি করিতেছ? তুমি মহাদেশের বিখ্যাত ও কুলীন ছিলে, অথচ কিভাবে তুমি দস্যু হইয়া যাইলে? ৪৬

দ্বিজ! তুমি নিজের পূর্বজগণের কথা স্মরণ কর। তাঁহাদের কিরূপে খ্যাতি ছিল, তাঁহারা কীদৃশ বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন! আর তুমি তাঁহাদের বংশে জন্মলাভ করিয়া এরূপ কুলকলঙ্ক হইয়াছ? ৪৭

এখন তুমি নিজেকে নিজে ত্যাগ করার জন্য সচেষ্ট হও। তুমি দ্বিজ (ব্রাহ্মণ), অতএব দ্বিজোচিত সত্য, শৌচ, সাধুজ্ঞান, সংযম ও দয়াভাব স্মরণ করত নিজের এই বাসভূমি পরিত্যাগ কর। ৪৮

রাজন্! নিজের সেই হিতৈষী সুহৃৎ এইরূপ বলিলে পর গৌতম মনে মনে কিছু নিশ্চয় করত যেন আর্ত হইয়া বলিলেন। ৪৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি নির্ধন এবং বেদও জানি না। দ্বিজপ্রবর! বিত্তের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, আমাকে এরূপ মনে করিবেন। ৫০

ত্বদ্দর্শনাৎ তু বিপ্রেন্দ্র কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ
আবাং হি সহ বাস্যাবঃ শ্বো বসত্বাদ্য শর্বরীম্ ॥ ৫১
স তত্র ন্যবসদ্ বিপ্রো ঘৃণী কিঞ্চিদসংস্পৃশন্
ক্ষুধিতশ্চুক্ষ্যমাণোঽপি ভোজনং নাভ্যনন্দত ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে
অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮

অতএব আমি ধনার্জন করিবার জন্যই এদিকে আসিয়াছি বলিয়া জান। ৫০

বিপ্রেন্দ্র! আজ আপনার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি ব্রহ্মন্! আজ রাত্রিতে এ স্থানেই বাস করুন, আগামী কাল আমরা উভয়ে একত্রে গমন করিব। ৫১

সেই ব্রাহ্মণ দয়ালু ছিলেন। গৌতমের অনুরোধে তিনি সেখানে অবস্থান করিলেন, কিন্তু সেখানকার কোনও বস্তু তিনি স্পর্শও করিলেন না। যদিও তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং গৌতম ভোজনের জন্য তাঁহাকে অতিশয় অনুনয় বিনয় করিতেছিলেন, তথাপি কোনরূপেই সেখানকার অন্ন গ্রহণ করিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সমুদ্রং প্রতি গৌতমস্য প্রস্থানম্, সন্ধ্যায়াং কস্যচিদ্ বক-পক্ষিণো গৃহে আতিথ্যগ্রহণঞ্চ।

ভীষ্ম উবাচ

তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে।
নিষ্ক্রম্য গৌতমোঽগচ্ছৎ সমুদ্রং প্রতি ভারত ॥ ১
সামুদ্রিকান্ স বণিজস্ততোঽপশ্যৎ স্থিতান্ পথি
স তেন সহ সার্থেন প্রযযৌ সাগরং প্রতি ॥ ২
স তু সার্থো মহান্ রাজন্ কস্মিংশ্চিদ্ গিরিগহ্বরে।
হস্তিনা ত্বরিতেনাথ নিহতঃ প্রায়শোঽভবৎ ॥ ৩
স কথঞ্চিদ্ ভয়াৎ তস্মাদ্ বিমুক্তো ব্রাহ্মণস্তথা
কাংদিগ্‌ভূতো জীবিতার্থী প্রদ্রুতাধোত্তরাং দিশম্ ॥ ৪
স তু সার্থপরিভ্রষ্টস্তস্মাদ্ দেশাৎ তথা চ্যুতঃ।
একাকী বাচরৎ তত্র বনে কিংপুরুষো যথা ॥ ৫
স পন্থানমথাসাদ্য সমুদ্রাভিমুখং তদা
আসসাদ বনং রম্যং দিব্যং পুষ্পিতপাদপম্ ॥ ৬

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সমুদ্রের দিকে গৌতমের প্রস্থান এবং সন্ধ্যায় সময় এক দিব্য বকপক্ষীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল হইল এবং সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলেন, তখন গৌতমও গৃহত্যাগ করত সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। ১

পথে তিনি দেখিলেন, সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী বহু বণিক্ বৈশ্য অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের এই দলের সহিত সমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ২

রাজন্! বৈশ্যদের সেই বিশাল দল কোন এক পর্বতগুহায় শিবির স্থাপন করিল। এই সময়ে এক মদমত্ত হস্তী তাহাদের উপর আক্রমণ করিল। সেই দলের তখন অধিকাংশ লোকই এই হস্তীর দ্বারা নিহত হয়। ৩

গৌতম ব্রাহ্মণ কোনরূপে সেই ভয় হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সময় তিনি বিভ্রান্ত হইয়া কোন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে,তিনি কোন্ দিকে যাইবেন? নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি উত্তরদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। ৪

বণিক্‌দিগের দল হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়াছিলেন, অতএব সেই দেশ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া তিনি একাকীই সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে মনে হইতেছিল, যেন কোন এক কিম্পুরুষ বিচরণ করিতেছে। ৫

সেই সময় সমুদ্রগামী একটি পথ তিনি পাইলেন এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এক দিব্য ও রমণীয় বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সমস্ত বৃক্ষ সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত ছিল। ৬

সর্বর্তুকৈরাত্মগুণৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্
নন্দনোদ্দেশসদৃশং যক্ষ-কিন্নরসেবিতম্ ॥ ৭
তালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কালাগুরুবনৈস্তথা
চন্দনৈশ্চ সুগন্ধাঢ্যৈ পাদপৈরুপশোভিতম্ ॥
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু তেষু তেষু সুসঙ্কটেষু । ৮
সমন্ততো দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্রাকূজন্ত বৈ তদা
বহুস্তুবদনাশ্চাণ্ডে তারুণ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৯
তূলিজঙ্ঘকুলাশ্চাণ্ডে সামুদ্রাঃ পর্বতোদ্ভবাঃ
স তাস্তিমনোজ্ঞানি বিহগানাং রুতানি বৈ ॥ ১০
শৃণন্ সুরমণীয়ানি বিপ্রোঽসঙ্গত গৌতমঃ ।
ততোঽপশ্যৎ সুরম্যেষু সুবর্ণসিকতাচিতে ॥ ১১
দেশে সমে সুখে চিত্রে স্বর্গোদ্দেশসমে নৃপ ।
স্থিরো জুষ্টঃ মহাবৃক্ষঃ ন্যগ্রোধক সুমণ্ডলম্ ॥ ১২
শাখাভিরসুরূপাভির্ভূরিষ্টঃ ক্ষত্রসন্নিভম্
তস্য মূলঞ্চ সংসিক্তং বরচন্দনবারিণা ॥ ১৩

দক্ষের কন্যাদের দ্বারা আরব্ধ কলহের শ্রেষ্ঠ সেই বনের শোভা আরও বর্ধিত করিতেছিল যক্ষ ও কিন্নরগণের দ্বারা সেবিত সেই প্রদেশ নন্দনবনের ন্যায় মনোরম মনে হইতেছিল ॥ ৭

শাল, তাল, তমাল, কাল অগুরু বন ও শ্রেষ্ঠ চন্দন বৃক্ষসকল সেই বনকে সুশোভিত করিতেছিল ; সেখানকার রমণীয় ও সুসঙ্কটিত পর্বতীয় সমতল প্রদেশে চারিদিকে উৎকৃষ্টবর্ণের পক্ষীরা কলরব করিতেছিল ॥ ৮-৯

কোথাও মদুস্তীরে ও পর্বতের উপরে অবস্থিত তূলিজ পক্ষিগণ ও অন্য সিংহগণ সুন্দর করিতেছে ॥ ১০

পক্ষিগণের সেই মধুর মনোহর এবং রমণীয় কলরব শ্রবণ করিতে করিতে গৌতম ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১১

নৃপ ! তদনন্তর সেই রমণীয় প্রদেশে এরূপ এক স্থান দেখিতে পাইলেন, যাহা সুবর্ণময় বালুকারাশিতে পূর্ণ, সমতল, সুন্দর, বিচিত্র এবং স্বর্গীয় ভূমির ন্যায় মনোরম ছিল। এখানে গৌতম এক অত্যন্ত সুশোভিত বিশাল বটবৃক্ষ দেখিলেন। এই বৃক্ষ চারিদিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত ছিল। বিস্তৃত বহু সুন্দর শাখা-সকলের দ্বারা এই বটবৃক্ষ এক বিশাল ছত্রের ন্যায় মনে হইতেছিল। ইহার মূল চন্দনবিমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত ছিল ॥ ১১-১৩

দিব্যপুষ্পাদ্বিতং শ্রীমৎ পিতামহসভোপমম্
তং দৃষ্ট্বা গৌতমঃ প্রীতো মনঃকান্তমনুত্তমম্ ॥ ১৪
সেব্যং সুরসুতপ্রখ্যৈঃ পুষ্পিতৈঃ পাদপৈর্বৃতম্ ।
তমাসাদ্য মুদা যুক্তস্তস্যাবস্তাদুপাবিশৎ ॥ ১৫
তত্রাসীনস্য কৌন্তেয় গৌতমস্য সুখঃ শিবঃ ।
পুষ্পাণি সমুপস্পৃশ্য প্রববাববনিলঃ শুভঃ ।
হ্লাদয়ন্ সর্বগাত্রাণি গৌতমস্য তদা নৃপ ॥ ১৬
স তু বিপ্রঃ প্রশান্তশ্চ স্পৃষ্টঃ পুণ্যেন বায়ুনা ।
সুখমাসাদ্য সুষ্বাপ তস্যাস্তরস্তাদ্যতস্তদা ॥ ১৭
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে
আজগাম স্বভবনং ব্রহ্মলোকাৎ খগোত্তমঃ ॥ ১৮
নাড়ীজঙ্ঘ ইতি খ্যাতো দয়িতো ব্রহ্মণঃ সখা ।
বকরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ কন্যপস্যাত্মসম্ভবঃ ॥ ১৯
রাজধর্মেতি বিখ্যাতো বভূবাপ্রতিমো ভুবি ।
দেবকন্যাসুতঃ শ্রীমান্ বিদ্বান্ দেবসমপ্রভঃ ॥ ২০

ব্রহ্মার সভার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত এই বৃক্ষ দিব্যপুষ্পসমূহে সুশোভিত ছিল এই মনোরম অত্যুত্তম বটবৃক্ষকে দর্শন করত গৌতম অতিশয় প্রীত হইলেন ॥ ১৪

এই পবিত্র, দেবসুতসদৃশ সুন্দর ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত বৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া তিনি আনন্দসহকারে তাহার তলার ছায়াতে উপবেশন করিলেন ॥ ১৫

কুন্তীনন্দন ! গৌতম সেখানে বসিলে পর পুষ্পস্পর্শ পূর্বক সুখকর মন্দ ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। হে নৃপ ! সেই গৌতমের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন আলোড়িত হইয়া উঠিল ॥ ১৬

সেই পবিত্র বায়ুর স্পর্শ লাভ করত গৌতম অতিশয় শান্তি-লাভ করিলেন। তিনি সুখ অনুভব করিতে করিতে সেখানে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অস্তাচলে সূর্যদেবও তখন অস্তমিত হইলেন ॥ ১৭

তদনন্তর সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় ব্রহ্মলোক হইতে এক শ্রেষ্ঠ পক্ষী সেখানে আসিলেন সেই বৃক্ষই এই পক্ষীর আবাস-স্থল ছিল ॥ ১৮

এই পক্ষী মহর্ষি কশ্যপের পুত্র এবং ব্রহ্মার প্রিয় সখা ছিলেন। তাঁহার নাম নাড়ীজঙ্ঘ এবং তিনি বকদলের রাজা ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন ॥ ১৯

সেই অনুপম পক্ষী ভূতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। দেবকন্যা হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার শরীরের কান্তি দেবতুল্য ছিল। তিনি বিদ্বান্ ও দিব্য তেজে সম্পন্ন ছিলেন ॥ ২০

বৃষ্টাস্তরণসম্পন্নো ভূষণৈরর্কসন্নিভৈঃ।
তৃপ্তিতঃ সর্বগাত্রেষু দেবগর্ভঃ স্ত্রিয়া বলন্ ॥ ১১
তমাগতং খগং দৃষ্ট্বা সৌভরো বিস্মিতোঽভবৎ
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তো হিংসার্থী চাভ্যবৈক্ষত ॥ ১২

রাজধর্মোবাচ।

স্বাগতং তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তোঽসি মে গৃহম্

তাঁহার অঙ্গসমূহে সূর্যদেবের কিরণাবলি-সদৃশ সমুজ্জ্বল আভরণসমূহ শোভা পাইতেছিল। সেই হেমকুমার নিজের সকল অঙ্গে বিভক্ত ও বিন্যস্ত আভরণসকলে বিভূষিত হইয়া দিবা দীপ্তিতে বেদীপ্যমান হইতেছিল। ১১

সেই পক্ষীকে আসিতে দেখিয়া সৌভর বিস্মিত হইলেন সেই সময় তিনি ক্ষুধা, পিপাসা ও পথশ্রমে পরিশ্রান্ত ছিলেন অতএব রাজধর্মাকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১২

রাজধর্মা (নিকটে আসিয়া) বলিলেন, দ্বিজবর! আপনার

অস্তঞ্চ সবিতা যাতঃ সন্ধ্যেয়ং সমুপস্থিতা ॥ ১৩
মম ত্বং নিলয়ং প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিরনিন্দিতঃ
পূজিতো যাস্যসি প্রাতর্বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি শয়নশাল্মলিসংবাদে
একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯

সুখে আগমন হইয়াছে ত'? ইহা আমার গৃহ আপনি এখানে আসিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে। ১৩

আপনি আমার গৃহে আগত প্রিয় ও উত্তম অতিথি অতএব আমি শাস্ত্রবিধি অনুসারে আপনার আজ পূজা করিব রাত্রিতে আমার আতিথ্য গ্রহণ করত আগামীকাল প্রাতঃকালে আপনি অন্যত্র গমন করিবেন। ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক একোন-সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজধর্মণা সৌভরস্যাতিথিসৎকারঃ, রাক্ষসরাজবিরূপাক্ষস্য ভবনে তস্য প্রবেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

গিরং তাং মধুরাং শ্রুত্বা সৌভরো বিস্মিতস্তদা
কৌতূহলাবিষ্টো রাজন রাজধর্মাণমৈক্ষত ॥ ১

রাজধর্মোবাচ

ভোঃ কণ্ডস্য সুতোঽহং বৈ মাতা দাক্ষায়ণী চ মে
অতিথিস্ত্বং গুণোপেতঃ স্বাগতং তে দ্বিজোত্তম ॥ ২

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজধর্মাকর্তৃক সৌভরের আতিথি সৎকার এবং রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের ভবনে তাঁহার প্রবেশ

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পক্ষীর সেই মধুর বাণী শ্রবণ করত সেই সময় সৌভর বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি কৌতূহলচিত্তে রাজধর্মাকে দেখিতে লাগিলেন। ১

রাজধর্মা বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি মহর্ষি কণ্ডের পুত্র। আমার মাতা হইলেন দক্ষপ্রজাপতির কন্যা দাক্ষায়ণী। আপনি গুণবান্ অতিথি, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া রাজধর্মা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সৌভরের সৎকার করিলেন এবং শালপুষ্প-নির্মিত একটি আসন তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রদান করিলেন। ৩

রাজা ভগীরথের রথের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে কূলদ্বয় দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গার জলে যে সব বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কিছু মৎস্য আনিয়া রাজধর্মা সৌভরের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। ৪

কণ্ডপুত্র এই রাজধর্মা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিশালকায় বহু মৎস্য আনয়ন পূর্বক নিজের অতিথি সৌভরকে সমর্পণ করিলেন। ৫

ভুক্তবন্তঞ্চ তং বিপ্রং প্রীতাত্মানং মহাতপাঃ
ক্রমাপনয়নার্থং স পক্ষাভ্যামভ্যবীজয়ৎ ॥ ৬
ততো বিশ্রান্তমাসীনং গোত্রপ্রশ্নমপৃচ্ছত।
সোঽব্রবীদ্ গৌতমোঽস্মীতি ব্রহ্ম মাতুরুদাহৃতম্ ॥ ৭
তস্মৈ পর্ণময়ং দিব্যং দিব্যপুষ্পাধিবাসিতম্।
সন্তাচ্য শয়নং প্রাদাৎ স দিব্যে তত্র বৈ সুখম্ ॥ ৮
অথোপবিষ্টং শয়নে গৌতমং ধর্মরাট্ তদা।
পপ্রচ্ছ কাশ্যপো বাগ্মী কিমাগমনকারণম্ ॥ ৯
ততোঽব্রবীদ্ গৌতমস্তং দরিদ্রোঽহং মহামতে।
সমুদ্রগমনাকাঙ্ক্ষী দ্রব্যার্থমিতি ভারত ॥ ১০
তং কাশ্যপোঽব্রবীৎ প্রীতো নোৎকণ্ঠাং কর্তুমর্হসি।
কৃতকার্য্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্রব্যো যাস্যসে গৃহান্ ॥ ১১
চতুর্বিধা হ্যর্থসিদ্ধির্বৃহস্পতিমতং যথা।
পারম্পর্য্যং তথা দৈবং কাম্যা মৈত্রমিতি প্রভো ॥১২
প্রাদুর্ভূতোঽস্মি তে মিত্রং সুহৃত্তঞ্চ মম ত্বয়ি।
সোঽহং তথা যতিষ্যামি ভবিষ্যসি যথার্থবান্ ॥ ১৩
ততঃ প্রভাতসময়ে সুখং দৃষ্ট্বাব্রবীদিদম্।
গচ্ছ সৌম্য পথানেন কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ১৪
ইতস্ত্রিযোজনং গত্বা রাক্ষসাধিপতির্মহান্।
বিরূপাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সখা মম মহাবলঃ ॥ ১৫
তং গচ্ছ দ্বিজমুখ্য ত্বং স মদ্বাক্যপ্রচোদিতঃ।
কামানভীপ্সিতাংস্তুভ্যং দাতা নাত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥ ১৬
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ রাজন্ গৌতমো বিগতজ্বরঃ।
ফলান্যমৃতকল্পানি ভক্ষয়ন্ স যথেষ্টতঃ ॥ ১৭
চন্দনাগুরুমুখ্যানি ত্বক্পত্রাণাং বনানি চ।
তস্মিন্ পথি মহারাজ সেবমানো ক্রতং যযৌ ॥ ১৮

যখন সেই ব্রাহ্মণ বহু মৎস্য প্রাপ্ত হইয়া ভোজন করিলেন এবং উহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইলেন, তখন সেই মহাতপস্বী পক্ষী তাঁহার শ্রম অপনোদনের জন্য নিজের পক্ষের দ্বারা বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬

বিশ্রামের পর যখন তিনি উপবেশন করিলেন, তখন রাজর্ষি তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতম বলিলেন,—আমার নাম গৌতম এবং আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহার অধিক আমি আর কিছু বলিতে পারিব না। ৭

তখন পক্ষী তাঁহার জন্য পত্রসকলের দ্বারা এক দিব্য শয্যা প্রস্তুত করিলেন। এই শয্যা পুষ্পসমূহে অধিবাসিত হওয়ায় সুগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। এই শয্যা তিনি গৌতমকে প্রদান করিলেন এবং তিনিও উহাতে সুখের সহিত শয়ন করিলেন। ৮

ধর্মরাজ! যখন গৌতম সেই শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন, তখন বাক্যালাপে নিপুণ কশ্যপনন্দন রাজর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণ! আপনি এদিকে কি কারণে আসিয়াছেন? ৯

ভারত! গৌতম তখন তাঁহাকে বলিলেন,—মহামতে! আমি দরিদ্র এবং ধনের জন্য সমুদ্রতীরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ১০

ইহা শ্রবণ করত কশ্যপপুত্র রাজর্ষি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন আপনি সেখানে যাইবার জন্য উৎসুক হইবেন না, এখানেই আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইবে। আপনি এখানেই ধনপ্রদান করত সুখে যাইবেন। ১১

প্রভো! বৃহস্পতির মতানুসারে অর্থের সিদ্ধি চারিপ্রকারে হইয়া থাকে,—পরম্পরাপ্রাপ্ত, প্রারব্ধের আনুকূল্যে, দৈবের অনুকূল সকাম কর্ম্মের দ্বারা এবং মিত্রের সহযোগিতায়। ১২

আমি আপনার মিত্র হইয়া গিয়াছি, আপনার উপর আমার সৌহার্দ্দও বর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএব এরূপ প্রযত্ন করিব, যাহাতে আপনার অর্থের প্রাপ্তি হইয়া যাইবে। ১৩

অনন্তর যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন রাজর্ষি ব্রাহ্মণের সুখের উপায় চিন্তা করত এই কথা বলিলেন,—সৌম্য! এই পথে গমন করুন, ইহাতে আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এখান হইতে তিন যোজন দূরে যে নগর প্রাপ্ত হইবেন, সেখানে বিখ্যাত মহাবল রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমার সখা। ১৪-১৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। তিনি আমার কথানুসারে আপনাকে যথেষ্ট ধন দান করিবেন এবং আপনার মনোবাঞ্ছিত কামনাসকল পূর্ণ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৬

রাজন্! রাজর্ষি এই কথা বলিলে পর গৌতম সেখান হইতে গমন করিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম অপনোদিত হইয়াছিল। মহারাজ! পথে যেখানে চন্দন ও অগুরু বৃক্ষসকলের প্রাধান্য ছিল, সেই তেজপাতার বনে বিশ্রাম করিতে করিতে এবং ইচ্ছানুসারে অমৃততুল্য মধুর ফল ভক্ষণ করিতে করিতে তিনি অতিশয় বেগের সহিত দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

ততো মেরুব্রজং নাম নগরং শৈলতোরণম্ ।
শৈলপ্রাকারবপ্রঞ্চ শৈলযন্ত্রাকুলং তথা ॥ ১৯
বিদিতস্তাতবৎ তস্য রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ।
প্রহিতঃ সুহৃদা রাজন্ প্রীয়মাণঃ প্রিয়াতিথিঃ ॥ ২০
ততঃ স রাক্ষসেন্দ্রঃ স্বান্ প্রেষ্যানাহ যুধিষ্ঠির ।
গৌতমো নগরদ্বারাজ্ঞীপ্রমানীয়তামিতি ॥ ২১
ততঃ পুরবরাৎ তস্মাৎ পুরুষাঃ ক্ষেমচেষ্টনাঃ ।
গৌতমেত্যভিভাষন্তঃ পুরদ্বারমুপাগমন্ ॥ ২২
তে তমূচুর্মহারাজ রাজপ্রেষ্যাস্তদা দ্বিজম্ ।
ত্বরস্ব তূর্ণমাগচ্ছ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ২৩

রাক্ষসাধিপতির্বীরো বিরূপাক্ষ ইতি শ্রুতঃ ।
স ত্বাং ত্বরতি বৈ দ্রষ্টুং তৎ ক্ষিপ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥ ২৪
ততঃ স প্রাদ্রবদ্ বিপ্রো বিস্ময়াদ্ বিগতক্লমঃ
গৌতমঃ পরমর্ষিঃ তাং পশ্যন্ পরমবিস্মিতঃ ॥ ২৫
তৈরেব সহিতো রাজ্ঞো বেশ্ম তূর্ণমুপাদ্রবৎ ।
দর্শনং রাক্ষসেন্দ্রস্য কাঙ্ক্ষমাণো দ্বিজস্তদা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে
সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭০

তারপর তিনি যাইতে যাইতে মেরুব্রজনামক নগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের চারিদিকে প্রস্তরসমূহের প্রাচীর ও স্তূপ ছিল। তাহার তোরণদ্বারও প্রস্তরেরই ছিল। নগরের রক্ষার জন্য চারিদিকে শিলার বড় বড় যন্ত্র পরিব্যাপ্ত ছিল ॥ ১৯

পরম বুদ্ধিমান্ রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ সেবকগণের দ্বারা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজন্! আপনার মিত্র রাজর্ষি আপনার নিকট নিজের এক প্রিয় অতিথিকে পাঠাইয়াছেন। সেই অতিথি সর্বদা প্রশস্য থাকেন ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! এই সংবাদ পাইয়াই রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নিজের সেবকদিগকে বলিলেন—গৌতমকে নগর দ্বার হইতে সত্বর এস্থানে লইয়া এস ॥ ২১

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই রাক্ষসেবকগণ গৌতমকে আহ্বান করিতে করিতে বায়ুসদৃশ তীব্র গতিতে সেই শ্রেষ্ঠ নগরের তোরণ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২২

মহারাজ! রাজার সেই সব সেবকগণ তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ত্বরা করুন এবং সত্বর আগমন করুন। রাজা আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ২৩

বিরূপাক্ষনামে প্রসিদ্ধ বীর রাক্ষসরাজ আপনাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছেন, অতএব আপনি সত্বর চলুন ॥ ২৪

আহ্বানের কথা শ্রবণ করিয়াই গৌতমের পরিশ্রম নষ্ট হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া তখন ধাবিত হইতে লাগিলেন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের সেই মহাসমৃদ্ধি দর্শন করতে গৌতম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৫

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সেই ব্রাহ্মণ গৌতম সেবকগণের সহিত সত্বর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাক্ষসরাজসমীপতঃ সুবর্ণরাশিমাদায় গৌতমস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, স্বমিত্রং বকং হন্তুং মনসি দুরভিসন্ধিপোষণঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স বিদিতো রাজ্ঞঃ প্রবিশ্য গৃহমুত্তমম্
পূজিতো রাক্ষসেন্দ্রেণ নিষসাদাসনোত্তমে ॥ ১

পৃষ্টশ্চ গোত্রচরণং আধ্যায়ং ব্রহ্মচারিকম্।
ন তস্য ব্যাজহারাথ গোত্রমাত্রাদৃতে দ্বিজঃ ॥ ২

ব্রহ্মবর্চসহীনস্য আধ্যায়োপরতস্য চ।
গোত্রমাত্রবিদো রাজা নিবাসং সমপৃচ্ছত ॥ ৩

রাক্ষস উবাচ

ক্ব তে নিবাসঃ কল্যাণ কিংগোত্রো ব্রাহ্মণী চ তে।
তন্মে ব্রূহি ন ভীঃ কার্য্যা বিশ্বসস্ব যথাসুখম্ ॥ ৪

গৌতম উবাচ।

মধ্যদেশপ্রসূতোঽহং বাসো মে শবরালয়ে।
শূদ্রা পুনর্ভূর্ভার্য্যা মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৫

ততো রাজা বিমনসং কথং কার্য্যমিদং ভবেৎ।
কথা বা সুকৃতং মে স্যাদিতি বুদ্ধ্যাবচিন্তয়ৎ ॥ ৬

অয়ং বৈ জল্পনা বিপ্রঃ সুহৃৎ তস্য মহাত্মনঃ।
সম্প্রেষিতশ্চ তেনায়ং কাঙ্ক্ষতেন মমান্তিকম্ ॥ ৭

তস্য প্রিয়ং করিষ্যামি স হি মমাশ্রিতঃ সদা
ভ্রাতা মে বান্ধবশ্চায়ং সখা চ সুহৃদুত্তমঃ ॥ ৮

কার্ত্তিক্যামদ্য ভোক্তারঃ সহস্রং যে দ্বিজোত্তমাঃ।
তত্রায়মপি ভোক্তা চ যেনমেবৈষ চ মে ধনম্ ॥ ৯

স চাদ্য দিবসঃ পুণ্যো দ্যুতিবিশ্চারমাগতঃ
সদ্ভিস্তুতং চৈব ধনং কিং বিচার্য্যমতঃ পরম্ ॥ ১০

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাক্ষসরাজের নিকট হইতে সুবর্ণরাশি লইয়া গৌতমের প্রত্যাবর্ত্তন এবং নিজের মিত্র বককে হত্যা করিবার পূর্ণ অভিপ্রায় মনে পোষণ করা।]

ভীষ্ম বলিলেন,— রাজন্! তদনন্তর রাজা বিরূপাক্ষকে গৌতমের আগমনের বার্ত্তা জানান হইল এবং তিনি রাজার উত্তম ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাঁহার বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। তাহার পর তিনি এক শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ১

বিরূপাক্ষ গৌতমকে তাঁহার গোত্র, আধ্যায় ও ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে কৃত আধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু তিনি গোত্র (জাতি) ব্যতীত আর কিছু বলেন নাই। ২

তখন যিনি ব্রাহ্মণোচিত তেজোহীন, আধ্যায় হইতে উপরত (বিরত), কেবল গোত্র অথবা জাতি ইহাই যিনি জানেন, সেই ব্রাহ্মণকে রাজা তাঁহার নিবাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ বলিলেন,—ভদ্র! তোমার নিবাস কোথায়? তোমার পত্নী কোন্ গোত্রের কন্যা? এ সমস্ত যথাযথ ভাবে বল। ভয় করিও না। আমার প্রতি বিশ্বাস কর এবং এখানে সুখে অবস্থান কর। ৪

গৌতম বলিলেন,—রাক্ষসরাজ! আমার জন্ম হইয়াছে মধ্যদেশে, কিন্তু আমি এক শবরালয়ে (বন্যাসূত্রে) বাস করি। আমার শূদ্র জাতির এবং আমার পূর্ব্বে সে অন্য একজনের ভার্য্যা ছিল। এই সত্য কথা আমি আপনাকে বলিলাম। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা শ্রবণ করত রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি করা যায়? কি ভাবে আমার পুণ্য লাভ হইবে? এইরূপে তিনি বুদ্ধি অনুসারে বারংবার চিন্তা করিতে থাকিলেন। ৬

তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইনি কেবল জন্মেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু মহাত্মা রাজধর্ম্মার সুহৃৎ। সেই কল্পপুত্র রাজধর্ম্মাই ইহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন; অতএব তাঁহার প্রিয় কার্য্য আমি অবশ্যই করিব। তিনি সর্ব্বদা আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং আমার ভ্রাতা, উপকারী বন্ধু ও হৃদয়গ্রাহী সুহৃৎ। ৭-৮

আজ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। আজ সহস্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার মুখে ভোজন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যক্তিও ভোজন করিবে; তাঁহাদের সহিত ইহাকেও তখন ধনদান করিতে হইবে। আজ পুণ্য দিবস। ইনি অতিথিরূপে আমার আলয়ে আসিয়াছেন এবং আমি ধনদান করিব বলিয়া সঙ্কল্পও করিয়া রাখিয়াছি। এখন ইহার পর আর কি বিচার করিতে হইবে? ৯-১০

ততঃ সহস্রং বিপ্রাণাং বিদ্বষাং সমলঙ্কৃতম্ ।
স্নাতানামনুসম্প্রাপ্তং সুমহৎ ক্ষৌমবাসসাম্ ॥ ১১
তানাগতান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ বিরূপাক্ষো বিশাম্পতে
যথার্হং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১২
তুষ্টুবুস্তেষাং তু সংস্তুতা রাক্ষসেন্দ্রস্য শাসনাৎ ।
তুষ্টৌ বরকৃপাঃ তীর্ণাঃ শ্রেষ্ঠৈর্ভরতসত্তম ॥ ১৩
তাসু তে পূজিতা রাজা নিষণ্ণা দ্বিজসত্তমাঃ
তিলদর্ভোদকেনাথ অর্চিতা বিধিবদ্ দ্বিজাঃ ॥ ১৪
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরঃ সাগ্নয়শ্চোপকল্পিতাঃ
বিলিপ্তাঃ পুষ্পবন্তশ্চ সুপ্রচারাঃ সুপূজিতাঃ ।
যাবদ্ভক্তং মহারাজ নক্ষত্রপথগো যথা ॥ ১৫
ততো ভাস্বন্তীঃ পাত্রীর্বিস্রাব্য বিমলাঃ শুভাঃ ।
বরান্নপূর্ণা বিপ্রেভ্যঃ প্রাদাদ্যমধৃগ্ভস্মুতাঃ ॥ ১৬
তস্য নিত্যং সদাঽঽষাঢ্যাং মাঘ্যাঞ্চ বহবো দ্বিজাঃ
ঔষ্ণিকং ভোজনবরং লভন্তে সংস্কৃতং সদা ॥ ১৭
বিশেষতস্তু কার্ত্তিক্যাং দ্বিজেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ।
শরদ্যপায়ে রত্নানি পৌর্ণমাস্যামিতি শ্রুতিঃ ॥১৮
সুবর্ণং রজতং চৈব মণীনথ চ মৌক্তিকান্ ॥ ১৯
বস্ত্রাণি মহার্হাণ্যৈব বৈদূর্য্যাজিনরাস্তবান্ ।
রত্নরাশীন্ বিনিক্ষিপ্য দক্ষিণার্থে স ভারত ॥ ২০
ততঃ প্রাহ দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ বিরূপাক্ষো মহাবলঃ ।
গৃহ্যতাং রত্নান্যেতানি যথোৎসাহং যথেষ্টতঃ ॥ ২১
যেষু যেষু চ ভাণ্ডেষু ভুক্তং বো দ্বিজসত্তমাঃ ।
তান্যেবাদায় গচ্ছধ্বং স্ববেশ্মানীতি ভারত ॥ ২২
ইত্যুক্তবচনে তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রে মহাত্মনি ।
যথেষ্টং তানি রত্নানি জগৃহুর্ব্রাহ্মণর্ষভাঃ ॥ ২৩
ততো মহার্হৈস্তে সর্বে রত্নৈরত্যর্চিতাঃ শুভৈঃ
ব্রাহ্মণা মৃষ্টবসনাঃ সুপ্রীতাঃ স্ম ততোঽভবন্ ॥ ২৪
ততস্তান্ রাক্ষসেন্দ্রশ্চ দ্বিজানাহ পুনর্বচঃ ।
নানাদেশগতান্ রাজন্ রাক্ষসান্ প্রতিষিধ্য বৈ ॥ ২৫

তদনন্তর ভোজনের সময় সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ স্নান করত ক্ষৌম (রেশমী) বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ করত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

প্রজানাথ! বিরূপাক্ষ সে স্থানে সমাগত সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পাদ্যাদি দ্বারা যথাযোগ্য সমাগত সৎকার করত গ্রহণ করিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের আদেশে সেবকগণ ভূমিতে তাঁহাদের জন্য সুন্দর কুশাসনসকল পাতিত করিল ॥ ১৩

রাজার দ্বারা সম্মানিত সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যখন সেই আসনসকলের উপর উপবিষ্ট হইলেন, তখন বিরূপাক্ষ তিল, কুশ ও জল গ্রহণ করত বিধি অনুসারে তাঁহাদের পূজা করিলেন ॥ ১৪

তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বদেব, পিতৃগণ ও অগ্নিদেবের ভাবনা করত তাঁহাদিগকে চন্দনে লিপ্ত ও পুষ্পমালা শোভিত করিলেন এবং সুন্দর রীতিতে তাঁহাদের পূজা করিলেন। মহারাজ! সেই কুশাসনে উপবিষ্ট সেই সব ব্রাহ্মণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাহার পর তিনি হীরকে মণ্ডিত স্বর্ণের নির্মল সুন্দর পাত্রে ঘৃতপক্ক মধুর ও সর্বোত্তম অন্ন সেই সব ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন ॥ ১৬

রাজা বিরূপাক্ষের ভবনে আষাঢ় ও মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে সর্বদা বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ সমাদরে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে উত্তম ভোজন লাভ করিতেন ॥ ১৭

বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে যখন শরদ্ ঋতু শেষ হইয়া যাইত, তখন তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহু রত্ন দান করিতেন, ইহা শুনা যায় ॥ ১৮

ভারত! ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে বহু স্বর্ণ, রূপা, মণি, মুক্তা, বহুমূল্য হীরক, বৈদূর্য্য মণি, বহুমূল্যের চর্ম এবং বস্ত্রসমূহের বহু রাশি স্থাপন করত মহাবল বিরূপাক্ষ সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—দ্বিজবরগণ! আপনারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ও উৎসাহের সহিত এই সব রত্ন গ্রহণ করুন এবং যাহাতে আপনারা ভোজন করিলেন, সেই স্বর্ণ পাত্রও আপনারা নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইবেন ॥ ১৯-২২

সেই মহাত্মা রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ এই কথা বলিলে পর সেই সব ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পূর্বোক্ত রত্নসকল গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩

তাহার পর সেই সুন্দর ও মহামূল্যবান্ রত্নসকলের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই সব উজ্জ্বল বস্ত্রধারী ব্রাহ্মণগণ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২৪

রাজন্! ইহার পর রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানা দেশসমূহ

অদ্যৈকা দিবসং বিপ্রা ন বোঢ়ব্যীয় ভয়ং ক্বচিৎ।
রাক্ষসেভ্যঃ প্রমোদধ্বমিতো যাত যথাবিধম্ ॥ ২৬
ততঃ প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে বিপ্রসত্তমাঃ সমন্ততঃ
গৌতমোঽপি সুবর্ণস্য ভারমাদায় সত্বরঃ ॥ ২৭
কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধরন্ ভারং স্রুগ্রোধং সমুপাগমৎ।
ক্ষুধার্তশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্লান্তশ্চ ক্ষুধিতশ্চ সঃ ॥ ২৮
ততস্তমভ্যগাদ্ রাজন্ রাজধর্মা খগোত্তমঃ।
আস্যতেত্যভিনন্দ্যাথ গৌতমং মিত্রবৎসলঃ ॥ ২৯
তদা পক্ষাগ্রবিক্ষেপৈঃ ক্লমং ব্যপনয়ৎ খগঃ।
পূজাং চাপ্যকরোদ্ ধীমান্ ভোজনং চাপ্যকল্পয়ৎ ॥ ৩০
স ভুক্তবান্ সুবিশ্রান্তো গৌতমোঽচিন্তয়ৎ তদা।
হাটকস্যাভিরূপস্য ভারোঽয়ং সুমহান্ ময়া ॥ ৩১
গৃহীতো লোভমোহাভ্যাং দূরঞ্চ গমনং মম।
ন চাস্তি পথি ভোক্তব্যং প্রাণসন্ধারণং মম ॥ ৩২
কিং কৃত্বা ধারয়েয়ং বৈ প্রাণানিত্যতাচিন্তয়ৎ।
ততঃ স পথি ভোক্তব্যং প্রেক্ষমাণো ন কিঞ্চন ॥ ৩৩
কৃতঘ্নঃ পুরুষব্যাঘ্র মনসেদমচিন্তয়ৎ
অয়ং বকপতিঃ পার্শ্বে মাংসরাশিঃ স্থিতো মহান্ ॥ ৩৪
ইমং হত্বা গৃহীত্বা চ মাংসেঽহং সমভিক্রমম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে
একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

হইতে আগত রাক্ষসগণকে হিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, বিপ্রগণ! আজ একদিনের জন্য আপনাদের এই রাক্ষসদিগের নিকট হইতে কোনও ভয় নাই, অতএব আনন্দ করুন এবং শীঘ্র নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না ॥ ২৪-২৬

এই কথা শ্রবণ করত সেই সব ব্রাহ্মণগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গৌতমও সুবর্ণের অতিশয় ভার বহন করিতে করিতে অতি কষ্টে দ্রুত গতিতে গমন করত সেই বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়াই তিনি শ্রান্তিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন তিনি ক্ষুধায় পীড়িত ছিলেন এবং ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২৭-২৮

রাজন্! তাহার পর পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিত্রবৎসল রাজধর্মা গৌতমের নিকটে আসিলেন এবং আদর সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৯

সেই বুদ্ধিমান্ পক্ষী নিজের পক্ষের অগ্রভাগ সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ক্লান্তি অপসারিত করিলেন। তাহার পর তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৩০

ভোজনের পর বিশ্রাম করত গৌতম এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'অহো! আমি লোভ ও মোহে প্রেরিত হইয়া সুদূর সুবর্ণের এই বিপুল ভার গ্রহণ করিয়াছি। এখন আমাকে বহু দূর যাইতে হইবে পথে ভোজন করিবার আমার কিছুই নাই, যাহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে ॥ ৩১-৩২

এখন আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব? এইভাবে তিনি চিন্তান্বিত হইলেন। পুরুষসিংহ! তদনন্তর পথে ভোজন করিবার জন্য কিছুও না দেখিয়া সেই কৃতঘ্ন মনে মনে এরূপ স্থির করিল যে, এই বকের রাজা রাজধর্মা আমারই পার্শ্বে রহিয়াছে। ইহাতে মাংসের এক বিরাট রাশি আছে। ইহাকে বধ করত গ্রহণ করিব এবং অতিক্রত এস্থান হইতে চলিয়া যাইব ॥ ৩৩-৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃতঘ্নেন গৌতমেন মিত্রস্য রাজধর্মণো বধঃ, রাক্ষসৈর্গৌতমস্য বিনাশঃ, কৃতঘ্নস্য মাংসভক্ষ্যমিতি নিরূপণঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অথ তত্র মহাতিমাননলো বাতসারথিঃ
তমাবিধূয়ে রক্ষার্থং খগেন্দ্রেণ কৃতোঽদ্ভবৎ ॥ ১

স চাপি পার্শ্বে সুষ্বাপ বিশ্বস্তো বকরাট্ তদা।
কৃতঘ্নস্তু স দৃষ্ট্বা তং জিঘাংসুরথাব্রতঃ ॥ ২

ততোঽসাতেন দীপ্তেন বিশ্বস্তং নিজঘান তম্।
নিহত্য চ মুদা যুক্তঃ সোঽনুবন্ধং ন দৃষ্টবান্ ॥৩

স তং বিপক্ষরোমাণং কৃত্বাগ্নাবপচৎ তদা
তং গৃহীত্বা সুবর্ণঞ্চ যযৌ ত্বরিতত্বরঃ দ্বিজঃ ॥ ৪

(ততো দাক্ষায়ণীপুত্রঃ নাগতং তং তু ভারত।
বিরূপাক্ষশ্চিন্তয়ন্ বৈ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥)

ততোঽস্মিন্ গতে চাহ্নি বিরূপাক্ষোঽব্রবীৎ সুতম্
ন প্রেক্ষে রাজধর্মাণমদ্য পুত্র খগোত্তমম্ ॥ ৫

স পূর্বসন্ধ্যাং ব্রহ্মাণং বন্দিতুং যাতি সর্বদা।
মাং বা দৃষ্ট্বা কদাচিৎ স ন গচ্ছতি গৃহং খগঃ ॥ ৬

উতো দ্বিরাত্রিসঙ্কো বৈ নাভ্যগাৎ স মমালয়ম্
তস্মান্ন তুষ্যতে ভাবো মম স আয়তাং সুহৃৎ ॥ ৭

স্বাধ্যায়েন বিযুক্তো হি ব্রহ্মবর্চসবর্জিতঃ।
তদ্ব্রতস্তত্র মে শঙ্কা হন্যাৎ তং স দ্বিজাধমঃ ॥ ৮

দুরাচারস্তু দুর্বুদ্ধির্নির্ঘৃণস্তৈর্ণাক্ষতো ময়া।
নিষ্কৃপো দারুণাকারো দুষ্টো দস্যুরিবাধমঃ ॥৯

গৌতমঃ স ততস্তত্র তেনোদ্বিগ্নং মনো মম।
পুত্র শীঘ্রমিতো গত্বা রাজধর্মনিবেশনম্ ॥ ১০

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কৃতঘ্ন গৌতম কর্তৃক মিত্র রাজধর্মাকে বধ, রাক্ষসগণের দ্বারা গৌতমের বিনাশ এবং কৃতঘ্নের মাংস ভক্ষ্য বলিয়া নিরূপণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পক্ষিরাজ রাজধর্মা নিজের মিত্র গৌতমকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে কিছু দূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বায়ুর জন্য তাঁহার পক্ষ বায়ু পাইয়া বৃহৎ বৃহৎ শিখাসমূহ উত্থিত হইতে লাগিল ॥১

বকরাজ রাজধর্মার মিত্রের উপর বিশ্বাস ছিল, সেইজন্য তিনি তাঁহার পার্শ্বেই শয়ন করিয়াছিলেন। অন্যদিকে সেই দুরাত্মা কৃতঘ্ন তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিল এবং বিশ্বাস সহকারে নিদ্রিত রাজধর্মার সম্মুখে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ যত বৃহৎ করত উহার দ্বারা বধ করিল। তাঁহাকে বধ করিয়া কৃতঘ্ন গৌতম আনন্দিত হইল, মিত্রের বধে যে পাপ হয়, উহা সে দেখিল না ॥২-৩

কৃতঘ্ন মৃত পক্ষীর পক্ষ ও লোমসমূহ উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল এবং উহাকে সঙ্গে লইয়া সুবর্ণের ভার বহন করত সেই ব্রাহ্মণ গৌতম অতিদ্রুত গমন করিতে লাগিল ॥ ৪

(ভারত! সেই দিন ব্রহ্মবেত্তার পুত্র রাজধর্মা নিজের মিত্র বিরূপাক্ষের ভবনে যাইতে পারেন নাই, সেইজন্য বিরূপাক্ষ ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

তদনন্তর দ্বিতীয় দিনও অতিক্রান্ত হইলে পর বিরূপাক্ষ নিজের পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! আমি আজ পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজধর্মাকে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫

সেই পক্ষিপ্রবর প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার জন্য গমন করেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে আমাকে সহিত মিলিত না হইয়া গৃহে যান না ॥ ৬

আজ দুই রাত্রি ও সন্ধ্যা চলিয়া যাইল, কিন্তু তিনি আমার গৃহে আসেন নাই; অতএব আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। তুমি আমার মিত্রের সংবাদ জানিয়া এস ॥ ৭

সেই অধম ব্রাহ্মণ গৌতম স্বাধ্যায়হীন, ব্রহ্মতেজ-শূন্য এবং হিংসুক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপর আমার এই সন্দেহ হইতেছে যে, সে আমার মিত্রকে বধ করিয়া না থাকে ॥ ৮

তাহার সকল চেষ্টা আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আমার তাহাকে দুর্বুদ্ধি, দুরাচারী ও ঘৃণাহীন বলিয়া মনে হইতেছিল। সে আকৃতিতেও অতি ভয়ঙ্কর ছিল এবং দুই দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৯

নীচ গৌতম এস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করত তাঁহারই নিবাসস্থানে গিয়াছিল, সেইজন্য আমার মনে উদ্বেগ হইতেছে। পুত্র! তুমি শীঘ্র যাও এবং সংবাদ নাও যে, সেই তত্ত্বজ্ঞ পক্ষিরাজ জীবিত আছেন কি না? এই কার্যে বিলম্ব করিও না ॥ ১০

আয়ত্তাঃ স বিশুদ্ধাত্মা যদি জীবতি মা চিরম্।
স এবমুক্তস্ত্বরিতো রক্ষোভিঃ সাহতো যযৌ ॥ ১১
স্তম্বোধং তত্র চাপশ্যৎ কঙ্কালং রাজবর্মণঃ
স ক্রব্যগন্ধং পুত্রো রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ১২
ঘ্রায়মাণঃ পরং শক্ত্যা গৌতমগ্রহণায় বৈ
ততোঽবিদূরে গুপ্তাগ্নৌ তমং রাক্ষসাত্তদা ॥
রাজবর্মশরীরঞ্চ পঞ্চাস্থিচরণোজ্ঝিতম্।
তমাদায়াথ রক্ষাংসি দ্রুতং মেরুব্রজং যযুঃ ॥ ১৪
রাজ্ঞশ্চ দর্শয়ামাসুঃ শরীরং রাজবর্মণঃ।
ইতশ্চঃ পুরুষঃ তক্ত গৌতমঃ পাপকারিণম্ ॥ ১৫
রুরোধ রাজা তং দৃষ্ট্বা সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ।
আর্তনাদস্তু সুমহানভূৎ তস্য নিবেশনে ॥ ১৬
সস্ত্রীকুমারঞ্চ পুরং বভূবাবস্থনানসম্
অথাব্রবীন্নৃপঃ পুত্রং পাপোঽয়ং বধ্যতামিতি ॥ ১৭
অথা ঘাংসৈরিমে সর্বে বিহরন্তু যথেষ্টতঃ।

পাপাচারঃ পাপকর্মা পাপাত্মা পাপসাধনঃ ॥ ১৮
হন্তব্যোঽয়ং মম মতির্ভবদ্ভিরিতি রাক্ষসাঃ।
ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসা ঘোরবিক্রমাঃ ॥ ১৯
নৈচ্ছন্ত তং ভক্ষয়িতুং পাপকর্মাণমিত্যুত।
দস্যূনাং দীয়তামেষ সাধ্বস্ত পুরুষাধমঃ ॥ ২০
ইত্যূচুস্তে মহারাজ রাক্ষসেন্দ্রং নিশাচরাঃ।
শিরোভিঃ প্রণতাঃ সর্বে ব্যাহরন্ রাক্ষসাধিপম্ ॥ ২১
ন দাতুমর্হসি ত্বং নো ভক্ষণায়েতি কিল্বিষম্।
এবমস্ত্বিতি তানাহ রাক্ষসেন্দ্রো নিশাচরান্ ॥ ২২
দস্যূনাং দীয়তামেষ কৃতঘ্নোঽয়ৈব রাক্ষসাঃ
ইত্যুক্তা রাক্ষসাস্তেন সূলপট্টিশপাণয়ঃ ॥ ২৩
কৃত্বা তং খণ্ডশঃ পাপং দস্যুভ্যঃ প্রদদুস্তদা
দস্যবশ্চাপি নৈচ্ছন্ত ভক্ষয়ং পাপকারিণম্।
ক্রব্যাদা অপি রাজেন্দ্র কৃতঘ্নং নোপভুঞ্জতে ॥ ২৪
ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা
নিষ্কৃতির্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫

পিতার এতাদৃশ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র অতি দ্রুত রাক্ষসগণের সহিত সেই বটবৃক্ষের নিকটে আসিল। সেখানে সে রাজবর্মার কঙ্কাল অর্থাৎ তাঁহার পঞ্জর, অস্থি ও পদযুগল দেখিতে পাইল। ১১½

রাক্ষসরাজের বুদ্ধিমান্ পুত্র রাজবর্মার সেই দশা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং সে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া গৌতমকে ধরিয়া ধরিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল। ১২½

তদনন্তর কিছুদূর যাইলে পর রাক্ষসগণ গৌতমকে ধরিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে তাহারা পক্ষ, পদ ও অস্থিসমূহ-রহিত রাজবর্মার দেহও প্রাপ্ত হইল। ১৩½

গৌতমকে লইয়া সেই রাক্ষসগণ অতিসত্বর মেরুব্রজে গমন করিল। সেখানে তাহারা রাজা বিরূপাক্ষকে রাজবর্মার মৃত শরীর দেখাইল এবং পাপাচারী কৃতঘ্ন গৌতমকেও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া দিল। ১৪-১৫

নিজের মিত্রকে সেই দশায় দেখিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রাজা বিরূপাক্ষ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরে অতিশয় আর্তনাদ হইতে লাগিল। স্ত্রী ও বালকগণের সহিত সম্পূর্ণ নগর শোকমগ্ন হইল। কাহারও মন তখন স্থির ছিল না। ১৬½

তখন রাজা নিজের পুত্রকে আজ্ঞা দিলেন—পুত্র! এই পাপীকে বিনাশ কর। আর এই সব রাক্ষসগণ ইহার মাংস যথেচ্ছভাবে ভক্ষণ করুক। ১৭½

রাক্ষসগণ! এই ব্যক্তি পাপাচারী, পাপকর্মা ও পাপাত্মা। ইহার সমস্ত সাধনই পাপময়। অতএব তোমাদের ইহাকে বধ করা উচিত, ইহাই আমার অভিমত। ১৮½

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ এইরূপ আদেশ করিলে পর তত্রত্য পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ গৌতমকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল না; কারণ, সে অতিশয় পাপাচারী ছিল। ১৯½

মহারাজ! সেই নিশাচরগণ রাক্ষসরাজকে বলিলেন,—প্রভো! এই নরাধমের মাংস দস্যুদিগকে দান করুন। আপনি আমাদের এই পাপীর মাংস ভোজন করিতে দিবেন না। এইভাবে সমস্ত রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজকে মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিল। ২০-২১

ইহা শ্রবণ করত রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ সেই নিশাচরগণকে বলিলেন,—রাক্ষসগণ! ইহাই হউক এই কৃতঘ্নকে আজই দস্যুদিগকে সমর্পণ কর। ২২½

রাজার এরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া হস্তে সূল ও পট্টিশ ধারণ করত রাক্ষসগণ পাপী গৌতমকে খণ্ড খণ্ড করত দস্যুদিগকে সমর্পণ করিল। ২৩½

রাজেন্দ্র! সেই দস্যুগণও এই পাপাচারী কৃতঘ্নের মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইল না। মাংসাহারী জীব-জন্তুরাও কৃতঘ্নের মাংস তখন করিল না। ২৪

রাজন্! ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, চোর ও ব্রতভঙ্গকারীর জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের উদ্ধারের কোন উপায় কথিত হয় নাই। ২৫

মিত্রদ্রোহী নৃশংসশ্চ কৃতঘ্নশ্চ নরাধমঃ।
ক্রব্যাদৈঃ কৃমিভিশ্চৈব ন ভুজ্যন্তে হি তাদৃশাঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২

রাজন্! ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, নরাধম ও কৃতঘ্ন—এরূপ মনুষ্যদিগের মাংস মাংসভক্ষী জীব-জন্তু এবং কৃমিরাও ভোজন করে না। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজধর্মণো গৌতমস্য চ পুনর্জীবনলাভঃ।)

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তস্যাং বকপতেঃ কারয়ামাস রাক্ষসঃ।
রত্নৈর্গন্ধৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ১
ততঃ প্রজ্বাল্য নৃপতির্বকরাজং প্রতাপবান্
প্রেতকার্য্যাণি বিধিবদ্ রাক্ষসেন্দ্রশ্চকার হ ॥ ২
তস্মিন্ কালে চ সুরভির্দেবী দাক্ষায়ণী শুভা
উপরিষ্টাৎ ততস্তস্য সা বভূব পয়স্বিনী ॥ ৩
তস্যা বক্ত্রাচ্চ্যুতঃ ফেনঃ ক্ষীরমিশ্রস্তদানঘ।
সোঽপতদ্ বৈ ততস্তস্যাং চিতায়াং রাজধর্মণঃ ॥ ৪
ততঃ সঞ্জীবিতস্তেন বকরাজস্তদানঘ
উৎপত্য চ সমীয়ায় বিরূপাক্ষং বকাধিপঃ ॥ ৫
ততোঽভ্যয়াদ্ দেবরাজো বিরূপাক্ষপুরং তদা।
প্রাহ চেন্দ্রো বিরূপাক্ষং দিষ্ট্যা সঞ্জীবিতস্ত্বয়া ॥ ৬
আহরামাস চেন্দ্রস্তং বিরূপাক্ষং পুরাতনম্।
যথা শাপঃ পুরা দত্তো ব্রহ্মণা রাজধর্মণঃ ॥ ৭
যদা বকপতী রাজন্ ব্রহ্মশাপং মোক্ষয়তি।
ততো রোষাদিদং প্রাহ খগেন্দ্রায় পিতামহঃ ॥ ৮
যস্মাদ্ঢ়ো মম সভাং নাগতোঽসৌ বকাধমঃ।
তস্মাদ্ বধং স দুষ্টাত্মা সচিরাৎ সমবাপ্স্যতি ॥ ৯
তদনন্তরং তস্য বচনাদ্বিহতো গৌতমেন বৈ।
তেনৈবামৃতসিক্তশ্চ পুনঃ সঞ্জীবিতো বকঃ ॥ ১০
রাজধর্মা বকঃ প্রাহ প্রণিপত্য পুরন্দরম্
যদি তেঽনুগ্রহকৃতা ময়ি বুদ্ধিঃ সুরেশ্বর ॥ ১১
সখায়ং মে সুদয়িতং গৌতমং জীবয়েতি তদা।
সভাগোপস্করং রাজংস্তমাসাদ্য বকাধিপঃ ॥ ১২

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজধর্মা ও গৌতমের পুনরায় জীবনলাভ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বিরূপাক্ষ বকরাজের জন্য এক চিতা প্রস্তুত করাইলেন এবং উহাকে বহু রত্ন, সুগন্ধিত চন্দন ও বস্ত্রসকলের দ্বারা সজ্জিতও করাইলেন। ১

তাহার পর বকরাজের শবদেহকে তাহার উপর রাখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং বিধিপূর্বক সেই রাজধর্মার দাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ২

সেই সময় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া সুরভিদেবী সেখানে আসিয়া আকাশে উক্ত চিতার উপরে অবস্থান হইলেন। ৩

অনন্তর! তখন তাঁহার মুখ হইতে যে দুগ্ধমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইয়া সেই রাজধর্মার চিতার উপরে পতিত হইল। ৪

নিষ্পাপ নরেশ! ইহাতে সেই সময় বকরাজ জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি উঠিয়া আসিয়া বিরূপাক্ষের সহিত মিলিত হইলেন। ৫

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিরূপাক্ষের নগরে আসিয়াছিলেন এবং তখন বিরূপাক্ষকে এই কথা বলিলেন, অতিশয় সৌভাগ্যের কথা এই যে, তোমার দ্বারা বকরাজ জীবিত হইয়াছে। ৬

ইন্দ্র বিরূপাক্ষকে এক প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনাইলেন, যখনদাতে ব্রহ্মা পূর্বে রাজধর্মাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ৭

রাজন্! এক সময় যখন বকরাজ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হন নাই, তখন পিতামহ ক্রোধবশতঃ সেই পক্ষিরাজকে শাপদান করত বলিলেন। ৮

এই দুর্মতি ও নীচ বক আমার সভায় এখনও আসে নাই, সেইজন্য অতিশয় সেই দুষ্টকে বধের কষ্টভোগ করিতে হইবে। ৯

ব্রহ্মার সেই বাক্যের দ্বারা গৌতম তাহাকে বধ করে এবং ব্রহ্মাও পুনরায় অমৃত সিঞ্চন করিয়া রাজধর্মাকে জীবন দান করেন। ১০

তদনন্তর বক রাজধর্মা ইন্দ্রকে প্রণাম করত বলিলেন,—সুরেশ্বর! যদি আমার উপর আপনার কৃপা থাকে, তবে আমার প্রিয় গৌতমকেও আপনি জীবিত করিয়া দিন। ১১-১২

পুরুষপ্রবর! তাঁহার অনুরোধ স্বীকার করত দেবরাজ ইন্দ্র

সম্পরিষজ্য সুহৃদঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
অথ তং পাপকর্মাণং রাজধর্মা ব্যকাষিপঃ ॥ ১৪
বিসর্জয়িত্বা সধনং প্রবিবেশ স্বমালয়ম্
যথোচিতঞ্চ স বকো মহৌ ব্রহ্মসমস্তথা ॥ ১৫
তত্রা চৈনং মহাত্মানমাতিথ্যেনাভ্যপূজয়ৎ।
গৌতমশ্চাপি সম্প্রাপ্য পুনস্তং শবরালয়ম্।
পূজায়াং জনয়ামাস পুত্রান্ দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ১৬
পাপশ্চ সুমহাংস্তস্য যস্তঃ সুতরাং তথা।
কুরুষে পুনরুক্তিঃ পাপোঽয়ং জনয়িষ্যতি চিরাৎ সুতান্ ॥১৭
নিরয়ং প্রাপ্স্যতি মহৎ কৃত্বাঽঽত্মমিতি প্রভো।
এবং প্রাহ পুরা সর্বং নারদো মম ভারত ॥ ১৮
সংশ্রুত্য চাপি সুমহদাখ্যানং ভরতর্ষভ।
যদ্যপি ভবতে সর্বং যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥ ১৯
কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অস্মদ্বেষঃ কৃতঘ্নো হি ন তরত্যে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ২০

মিত্রদ্রোহো ন কর্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা
মিত্রদ্রুহস্তরকা ঘোরমন্তঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২১
কৃতজ্ঞেন সদা ভাব্যং মিত্রকার্যেণ চৈব হ
মিত্রাচ্চ লভতে সর্বং মিত্রাৎ পূজাং স গচ্ছতি ॥২২
মিত্রাদ্ ভোগাংশ্চ ভূতিঞ্চ নিত্যমেবাপ্নুতে মহৎ।
সৎকারৈরুত্তমৈর্মিত্রং পূজয়েদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ২৩
পরিত্যাজ্যো বুধৈঃ পাপঃ কৃতঘ্নো নিষ্কৃতিক্রমঃ।
মিত্রদ্রোহী কুলাঙ্গারঃ পাপকর্মা নরাধমঃ ॥ ২৪
এষ ধর্মকৃতাং শ্রেষ্ঠ প্রোক্তঃ পাপো ময়া তব।
মিত্রদ্রোগী কৃতঘ্নো বৈ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তদা বাক্যং ভীষ্মোক্তং মহাত্মনা।
যুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনা বভূব জনমেজয় ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩

গৌতম ব্রাহ্মণকেও অক্ষত দিক করিয়া দীপ্তি করিলেন। ১২½

রাজন্! বকও ও সুবর্ণাদি সমস্ত ধনরাশিসহ প্রিয় সুহৃদকে প্রাপ্ত হইয়া বকরাজ প্রীতিসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৩½

তাহার পর বকরাজ রাজধর্মা সেই পাপাচারীকে ধন সহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের পুরে প্রবেশ করিলেন। ১৪½

বকরাজ যথোচিত রীতিতে ব্রহ্মর্ষি সভায় গমন করিলেন এবং শ্রদ্ধা সেই মহাত্মার আতিথ্য সৎকার করিলেন। ১৫½

গৌতমও পুনরায় শবরালয়ে (চণ্ডালপুরে) গমন করত বাস করিতে লাগিল; সেখানে সে সেই শূদ্র জাতির স্ত্রী হইতেই অনেক পাপাচারী পুত্র উৎপন্ন করিল। ১৬

তখন দেবতাগণ গৌতমকে ওরূপ ঘৃণিতাচার করিতে করিতে বলিলেন—এই পাপী কৃতঘ্ন ও অন্যের বিবাহিতা শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বহু দিন হইতে সন্তান উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। এই পাপের জন্য সে ঘোর নরকে পতিত হইবে। ১৭½

ভারত! এই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পূর্বকালে আমাকে মহর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বিশাল উপাখ্যান স্মরণ করত আমি তোমার সম্মুখে সমস্তই যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিলাম। ১৮-১৯

কৃতঘ্ন! কোথা হইতে যশোলাভ হইবে? উহার কিভাবে স্থানলাভ ও সুখের উপলব্ধি হইবে? কৃতঘ্ন বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে না। কৃতঘ্নের উদ্ধারের জন্য শাস্ত্রে কোনও প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই। ২০

মানুষের পক্ষে বিশেষ ভাবে মিত্রদ্রোহ করা উচিত নয় মিত্রদ্রোহী মানুষ অনন্তকাল ধরিয়া নরক ভোগ করে। ২১

প্রত্যেক মানুষের সদা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং মিত্রের কামনা করা আবশ্যক; কারণ, মিত্র হইতে সব কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিত্রের সংযোগে সদা সম্মান হয়। ২২

মিত্রের সহায়তায় ভোগসকলও ভোগ করিবার প্রয়োগ আসে এবং মিত্রদ্বারা মানুষ বিপদ হইতেও মুক্তি লাভ করে, অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ উত্তম সৎকারের দ্বারা মিত্রকে পূজা করিবেন। ২৩

যে পাপী, কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, মিত্রদ্রোহী, কুলাঙ্গার ও পাপাচারী, এরূপ অধম মানুষকে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের ত্যাগ করা উচিত। ২৪

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এইরূপে আমি তোমাকে পাপী, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন পুরুষের পরিচয় দিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ২৬

শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন-ন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি আবির্ভূত-হই। গৃহস্থগণের সাধারণ ধর্ম—প্রাতঃকালে উঠে শৌচ, স্নান, দেবতা-ব্রাহ্মণপূজা, গুরুজনের সেবা, বৃদ্ধগণের অভ্যর্থনা, দেবমন্দির দর্শন প্রণাম, অতিথি সৎকার, বৃদ্ধগণের উপদেশ মত আচরণ করা ভৃত্যগণকে পালন পোষণ করা, বিহিত কর্মের আচরণ, অন্যায় ও অহিতকর কার্যত্যাগ, স্ত্রীর সহিত সৎ প্রসঙ্গ, দোষ নিবারণ করা, পুত্রগণকে বিনয় শিক্ষা দেওয়া তাদের নিজ নিজ আবশ্যক কার্যে নিয়োগ করা, অশুভ পদার্থ ত্যাগ, শুভ পদার্থ সেবা, কুলোচিতধর্ম পালন, আপনার পুরুষার্থের দ্বারা আপনার কুলধর্ম রক্ষা, শাস্ত্রানুসারে গৃহী যদি আপনার কর্ম অনুষ্ঠান করে, তাহ'লে তারা পরমগতি প্রাপ্ত

১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস. [মষ্ঠসংখ্যা ছাদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক ভারের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রতিষ্ঠাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অবৈতনিক সম্পাদক)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সে, এম-বি, ডি. ও. এম. এস, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ (লণ্ডন)। এফ. আর.এস.টি.এম এণ্ড এইচ
শিবির বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৭৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা)

নিয়মাবলি

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৫-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫ আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।১, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(শোকাকুলচিত্তজনস্য শান্তয়ে রাজ্ঞঃ সেনজিতো ব্রাহ্মণস্য চ সংবাদবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধর্মাঃ পিতামহেনোক্তা রাজধর্মাশ্রিতাঃ শুভাঃ ।
ধর্মমাশ্রমিণাং শ্রেষ্ঠং বক্তুমর্হসি পার্থিব ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গ্যঃ সত্যফলস্তপঃ
বহুদ্বারস্তু ধর্মস্য নেহাস্তি বিফলা ক্রিয়া ॥ ২
যস্মিন্ যস্মিংস্তু বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্
স তমেবাভিজানাতি নান্যঃ ভরতসত্তম ॥ ৩
যথা যথা চ পর্যেতি লোকতন্ত্রমসারবৎ
তথা তথা বিরাগোঽত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
এবং ব্যবসিতে লোকে বহুদোষে যুধিষ্ঠির
আত্মমোক্ষনিমিত্তং বৈ যতেত মতিমান্ নরঃ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে ।
যদা বুদ্ধ্যা মুহ্যেচ্ছোকং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৬

(মোক্ষধর্মপর্ব)

(চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়)

(শোকাকুলচিত্ত ব্যক্তির শান্তির জন্য রাজা সেনজিৎ ও ব্রাহ্মণের সংবাদ বর্ণন ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বিশ্ববিশ্রুত পিতামহ ! আপনি রাজধর্মের অঙ্গীভূত উত্তম ধর্মগুলি বলিয়াছেন । এক্ষণে উত্তম আশ্রম ধর্মগুলি বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন, সমস্ত আশ্রমেই সত্যফলপ্রদ তপস্যা স্বর্গসাধক ধর্মরূপে বিহিত আছে । নানা ভাবে ধর্ম সাধন করা যায় । ধর্মের অনুষ্ঠান কখনও নিষ্ফল হয় না ॥ ২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে যে লোক যে যে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় তাহাতেই তাহার বুদ্ধি স্থির হয়, অন্যত্র নহে ॥ ৩

পর্য্যালোচনা করিয়া জাগতিক বিষয়সমূহকে যতই অসার বলিয়া বুঝিতে পারে ততই তাহাতে বৈরাগ্য জন্মে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪

এইভাবে সংসার বহু দোষদুষ্ট ইহাই যখন স্থির, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য যত্ন করা কর্তব্য ॥ ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন - হে পিতামহ ! ধননাশ হইলে কিংবা স্ত্রী, পুত্র বা পিতার মৃত্যু হইলে মানুষ যে বুদ্ধি দ্বারা শোক দূর করিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ ।

নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে ।
অহো দুঃখমিতি ধ্যায়ন্ শোকস্যাপচিতিং চরেৎ ॥ ৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
যথা সেনজিতং বিপ্রঃ কশ্চিদেত্যাব্রবীৎ সুহৃৎ ॥ ৮

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং রাজানং শোকবিহ্বলম্ ।
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা বিপ্রো বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

কিং নু মুহ্যসি মূঢ়স্ত্বং শোচ্যঃ কিমনুশোচসি
যদা ত্বামপি শোচন্তঃ শোচ্যা যাস্যন্তি তাং গতিম্ ॥ ১০

ত্বং চৈবাহঞ্চ যে চান্যে ত্বামুপাসন্তি পার্থিব ।
সর্বে তত্র গমিষ্যামো যত্র এবাগতা বয়ম্ ॥ ১১

সেনজিদুবাচ ।

কা বুদ্ধিঃ কিং তপো বিপ্র কঃ সমাধিস্তপোধন ।
কিং জ্ঞানং কিং শ্রুতং চৈব যৎ প্রাপ্য ন বিষীদসি ॥ ১২

ভীষ্ম বলিলেন, ধননাশ ঘটিলে কিংবা স্ত্রী, পুত্র অথবা পিতার মৃত্যু হইলে নষ্ট ধনাদিকে দুঃসহ দুঃখের কারণরূপে চিন্তা করিয়া শোকের হ্রাস সাধন করিবে ॥ ৭

এই বিষয়ে কোনও সুহৃৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া সেনজিৎ রাজাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন উপাখ্যানও এস্থলে মনীষিগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৮

রাজা সেনজিৎ পুত্র-শোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত, বিহ্বল ও বিষণ্ণ চিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ এই সকল কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৯

রাজন্ ! আপনি যে হাবিষ্ট হইতেছেন কেন ? ইহা আপনার মূঢ়তা ! যখন আপনার ভক্তও লোকে শোক করিতে থাকিয়া শোচনীয় হইয়া অন্যরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন আপনি নিজেও শোকের বিষয়, সুতরাং আপনার আর শোক করা কেন ? আমি, আপনি এবং অন্য যে সকল লোক আপনার সেবা করে, আমরা সকলেই যেখান হইতে আসিয়াছি সেইখানে [ফিরিয়া] যাইব ॥ ১০-১১

সেনজিৎ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! হে তপোধন ! সে কোন্ বুদ্ধি, কোন্ তপস্যা, কোন্ সমাধি, কোন্ জ্ঞান ও কোন্ শাস্ত্র

(হৃষ্টস্তুমবসীদন্তং সুখদুঃখবিপর্যয়ে
আত্মানমনুশোচামি মৎসৈম হৃদি সংস্থিতঃ ॥)

ব্রাহ্মণ উবাচ

পশ্য ভূতানি দুঃখেন ব্যতিষিক্তানি সর্বশঃ।
উত্তমাধমমধ্যানি তেষু তেষিহ কর্মসু ॥ ১৩
(অহমেকো ন মে কশ্চিন্নাহমন্যস্য কস্যচিৎ।
ন তং পশ্যামি যস্যাহং তং ন পশ্যামি যো মম) ॥
আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী ইয়ম্।
যথা মম তথান্যেষামিতি চিন্তা ন মে বাধা
এতাং বুদ্ধিমহং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যে ন চ ব্যথে ॥১৪
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥ ১৫
এবং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
তেষাং স্নেহো ন কর্তব্যো বিপ্রয়োগো ধ্রুবো হি তৈঃ ॥১৬
অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
ন তাসৌ বেদ ন ত্বং তং কঃ সন্ কিমনুশোচসি ॥ ১৭

যাহা প্রাপ্ত হইয়া আপনি (কিছুতেই) বিষাদগ্রস্ত হন না ? ১২

(সুখ-দুঃখের আবর্তনে হৃষ্ট ও বিষাদগ্রস্ত আত্মার জন্য আমি শোক করি ইহা আমার হৃদয়ে স্থিতিলাভ করিয়াছে) ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেখুন, উত্তম মধ্যম ও অধম সমস্ত প্রাণীই বিভিন্ন রূপে (আসক্ত হইয়া) দুঃখ ভোগ করিতেছে। (সত্য আমি একা, আমার কেহ নাই, আমি অপর কাহারও নহি। এরূপ কোন লোককে আমি দেখিতে পাই না, আমি যাহার হইতে পারি আবার এমন লোকও দেখি না, যে আমার হইতে পারে।) এই দেহও আমার নহে অথবা সমস্ত পৃথিবীই আমার, যেমন আমার তেমনই অন্য সকলের, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার কোন দুঃখ হয় না। এই ধারণা লাভ করিয়া আমি (কোন কিছুতে) আনন্দিতও হই না, দুঃখিতও হই না ।১৩-১৪

মহাসমুদ্রে যেমন একটী কাষ্ঠ ও আর একটী কাষ্ঠ আসিয়া সম্মিলিত হয় এবং সম্মিলিত হইয়া আবার বিশ্লিষ্ট হয়, প্রাণীদিগের সংযোগও সেইরূপ। এইভাবেই পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ পরস্পর মিলিত হয়। তাহাদের প্রতি স্নেহ কর্তব্য নহে, কারণ, তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ১৫-১৬

আপনার পুত্র অপ্রকাশ হইতে আসিয়াছিল আবার অপ্রকাশে চলিয়া গিয়াছে, [সুতরাং] সে আপনাকে জানিত না, আপনিও তাহাকে জানিতেন না, আপনি তাহার বাস্তবিক

তৃষ্ণাতিপ্রভবং দুঃখং দুঃখাতিপ্রভবং সুখম্।
সুখাৎ সঞ্জায়তে দুঃখং তচ্চমেবং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখ-দুঃখে মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥১৯
সুখাৎ ত্বং দুঃখমাপন্নঃ পুনরাপৎস্যসে সুখম্
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ॥ ২০
শরীরমেবায়তনং সুখস্য
দুঃখস্য চাপ্যায়তনং শরীরম্
পশ্যন্নরীরেণ করোতি কর্ম
তেনৈব দেহী সমুপাশ্নুতে তৎ ॥ ২১
জীবিতঞ্চ শরীরেণ জাত্যৈব সহ জায়তে।
উভে সহ বিবর্ধেতে উভে সহ বিনশ্যতঃ ॥ ২২
স্নেহপাশৈর্বহুবিধৈরাবিষ্টবিষয়া জনাঃ
অকৃতার্থাশ্চ সীদন্তে জলৈঃ সৈকতসেতবঃ ॥ ২৩
স্নেহেন তিলবৎ সর্বং সর্ষপক্রে নিপীড্যতে
তিলপীড়ৈরিবাক্রম্য ক্লেশৈরজ্ঞানসম্ভবৈঃ ॥ ২৪

কে ? কি জন্য শোক করিতেছেন ? ১৭

কামনার আকুলতাই দুঃখের কারণ, দুঃখের উচ্ছেদে সুখ হইয়া থাকে। সুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার দুঃখ হয়, এইভাবে পুনঃ পুনঃ দুঃখ হইতে থাকে ॥ ১৮

দুঃখের অন্তে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ এইভাবে মানুষের সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় আবর্তিত হইতে থাকে ॥ ১৯

আপনি সুখ হইতে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুনরায় সুখ লাভ করিবেন। কেহ চিরদিন দুঃখ ভোগ করে না যা চিরদিন সুখ ভোগ করিতে পায় না ॥ ২০

শরীরই সুখের আয়তন এবং দুঃখেরও আয়তন এই শরীরই। প্রাণী শরীর দ্বারা যে কর্ম করে, শরীর দ্বারাই তাহা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২১

জীবন ও শরীর স্বভাবতঃই সহজাত। উভয়ে একসঙ্গে বর্তমান থাকে এবং একই সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

জনগণ বহুবিধ স্নেহ পাশে আবদ্ধ হইয়া (পুত্র, ধনরত্ন ও শব্দ-স্পর্শাদি) বিষয়ের প্রতি আবিষ্ট হয় এবং অপরিতৃপ্ত অবস্থাতেই জলের বেগে বালির বাঁধের মত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩

তিল যেমন স্নেহ অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ তৈলের জন্য তৈলীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইতে নিষ্পীড়িত হয়, সমস্ত জনগণ সেইরূপ আভ্যন্তরস্থ স্নেহ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি আসক্তির ফলেই

সংচিনোত্যশুভং কর্ম ফলত্রাপেক্ষয়া নরঃ
একঃ ক্লেশানবাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥ ২৪
পুত্রদারকুটুম্বেষু প্রসক্তাঃ সর্বমানবাঃ
শোকপঙ্কার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥ ২৫
পুত্রনাশে বিত্তনাশে জ্ঞাতিসম্বন্ধিনামপি।
প্রাপ্যতে সুমহদ্ দুঃখং দারাগ্নিপ্রতিমং বিভো।
দৈবারত্তমিদং সর্বং সুখদুঃখে ভবাভবৌ ॥ ২৭
অমূঢ়ং সমুদ্ধতাপি সশস্ত্রমিত্রবানপি
সপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া হীনো দৈবেন লভতে সুখম্ ॥২৮
নাল্পং সুখায় সুহৃদো নালং দুঃখায় শত্রবঃ।
ন চ প্রজ্ঞালমর্থানাং ন সুখানামলং ধনম্ ॥ ২৯
ন বুদ্ধির্ধনলাভায় ন জাড্যমসমৃদ্ধয়ে।
লোকপর্য্যায়বৃত্তান্তং প্রাজ্ঞো জানাতি নেতরঃ ॥ ৩০
বুদ্ধিমন্তঞ্চ মূর্খঞ্চ মূঢ়ং ভীরুং শঠং কবিম্।
দুর্বলং বলবন্তঞ্চ ভাগিনং ভজতে সুখম্ ॥ ৩১
যেষুর্ষৎসসা গোপসা স্বামিনস্তস্করস্য চ।
পয়ঃ পিবতি যস্যা গৌস্তস্যেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩২
যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ
তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ৩৩
অন্যোন্যং রেমিরে ধীরা ন তে মধ্যেষু রেমিরে
অন্যপ্রাপ্তা সুখানাহুঃ সমন্তরমন্যয়োঃ ॥ ৩৪
(সুখং স্বপিতি দুর্মেধাঃ স্থানং কামাদচিন্তয়ন্
অবজ্ঞানেন মহতা কম্বলেনেব সংবৃতঃ ॥)
যে চ বুদ্ধিসুখং প্রাপ্তা ব্যত্যতীতা বিমৎসরাঃ
তান্ দৈবার্থা ন চানর্থা ব্যথয়ন্তি কদাচন ॥ ৩৫
অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মূঢ়তাম্।
তেঽতিবেলং প্রহৃষ্যন্তি সন্তাপমুপযান্তি চ ॥ ৩৬
নিত্যং প্রমুদিতা মূঢ়া দিবি দেবগণা ইব
অবলেপেন মহতা পরিভূতা বিচেতসঃ ॥ ৩৭

অজ্ঞানসম্ভূত নানাবিধ ক্লেশে আক্রান্ত হইয়া সংসারচক্রে নিপীড়িত হইতে থাকে ॥ ২৪

লোকে স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণাদির প্রয়োজনে দুষ্কর্ম করিয়া পাপ সঞ্চয় করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে নানা ক্লেশ একাই ভোগ করিতে থাকে ॥ ২৫

বন্য হস্তীরা যেমন মহাপঙ্কে মগ্ন হইলে অবসন্ন হইয়া পড়ে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনগণের প্রতি আসক্ত সমস্ত মানুষই সেইরূপ শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া (দিনে দিনে) জীর্ণ হইতে থাকে ॥ ২৬

রাজন্! পুত্র, ধন, জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ হইলে যাহাদের জন্য অসহ্য দুঃখ অনুভূত হয়। সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য এ সমস্ত দৈবায়ত্ত ॥ ২৭

মানুষ সজ্জনযুক্ত বা দিব্যযুক্ত যাহাই হউক, বুদ্ধিমান্ বা নির্বুদ্ধি যাহাই হউক, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী সহৃদয় ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক, অদৃষ্টবশতঃ সুখ লাভ করিয়া থাকে, সুহৃদ্‌গণ সুখ দিতে পারে না, শত্রুগণও দুঃখ দিতে পারে না, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিও অর্থ দিতে পারে না এবং অর্থও সুখ দিতে পারে না ॥ ২৮-২৯

বুদ্ধি ধনলাভের কারণ নহে, মূর্খতাও অসমৃদ্ধির কারণ নহে, জ্ঞানী ব্যক্তিই ভোগাপ্রকের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, অন্যে নহে ॥ ৩০

সুখভোগের ভাগ্য যাহার আছে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বা নির্বোধ, বীর বা ভীরু, বিদ্বান্ বা মূর্খ, বলবান্ বা দুর্বল যেমনই হউক না কেন, সুখলাভ তাহার হইবেই ॥ ৩১

যেষু বৎস, গোপাল, স্বামী ও চোর ইহাদের সকলেরই দুগ্ধ পান করে যেই তাহার, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৩২

জগতে যাহারা অতি নির্বোধ এবং যাহারা নিতান্তই জ্ঞানী তাহারাই সুখলাভ করে, মধ্যবর্তী লোকেরাই দুঃখভাগী হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ (ঋষি জনক প্রভৃতি) জ্ঞানের অন্তিম অবস্থায় আনন্দ পাইতেন, মধ্যাবস্থায় নহে। আদিম অবস্থাই সুখকর বলিয়া কথিত হয়। দুই প্রান্তের মধ্যাবস্থা দুঃখকর। (যাহারা অতিমূঢ়, তাহারা নিজ কর্মের শুভাশুভ পরিণাম চিন্তা না থাকায় মহা অজ্ঞানরূপ কম্বল দ্বারা যেন আবৃত হইয়াই সুখে নিদ্রা যায়।) ৩৩-৩৪

যাহারা জ্ঞানসুখে স্থিতিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ পরমানন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতীত হইয়াছেন এবং মাৎসর্যশূন্য হইয়াছেন। সম্পদ বা বিপদ তাঁহাদিগকে কখনও অপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তি দ্বারা ব্যথিত করিতে পারে না ॥ ৩৫

কিন্তু যাহারা চরম জ্ঞানলাভ করেন নাই, অথচ মূঢ়তাও অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হন, আবার অত্যন্ত সন্তাপও ভোগ করেন ॥ ৩৬

যাহারা মূঢ়, তাহারা স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় সর্বদা আনন্দে

সুখং দুঃখান্তমালস্যং দুঃখং দাক্ষ্যং সুখোদয়ম্
তৃপ্তিস্বেষং স্ত্রিয়া সার্ধং দক্ষে বসতি নালসে ॥ ৫৮
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥ ৫৯
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ৬০
বুদ্ধিমন্তং কৃতপ্রজ্ঞং শুশ্রূষুমনসূয়কম্
দান্তং জিতেন্দ্রিয়ং চাপি শোকো ন স্পৃশতে নরম্ ॥৬১
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় গুপ্তবিস্রম্ভরেদ্ বুধঃ।
উদয়াস্তময়জ্ঞং হি ন শোকঃ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥৬২
যন্নিমিত্তং ভবেদ্ভোক্তব্যাপো বা দুঃখমেব চ।
আয়াসো বা ভয়ো মূলমেকান্তরপি তৎ ত্যজেৎ ॥ ৬৩
কিঞ্চিদেব মনুষ্যেন ভদ্রং ভবতি কল্পিতম্
তদেব পরিতাপার্থং সর্বং সম্পদ্যতে তথা ॥ ৬৪
যদ্ যৎ যজতি কামানাং তৎ সুখস্যাভিপূর্যতে
কামানুসারী পুরুষঃ কামান্নুবিনশ্যতি ॥ ৬৫
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥৬৬
পূর্বদেহকৃতং কর্ম শুভং বা যদি বা শুভম্
প্রাজ্ঞঃ মূঢ়ং তথা শূরং ভজতে যাদৃশং কৃতম্ ॥ ৬৭
এবমেব কিলৈতানি প্রিয়াণ্যেবাপ্রিয়াণি চ।
জীবেষু পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৬৮
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় সুখবাতে গুণাধিতঃ
সর্বান্ কামান্ জুগুপ্সেত কামান্ কুর্বীত পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৯
বৃত্ত এষ হৃদি শ্রোত্রো মৃত্যুরেষ মনোভবঃ
ক্রোধো নাম শরীরস্থো দেহিনাং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৭০
যদা সংহরতে কামান্ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
তদাঽঽত্মজ্যোতিরাত্মায়মাত্মন্যেব প্রপদ্যতি ॥ ৭১

থাকে আবার শুভতর কর্ম ও পরকৃত পরিভবে বিকৃতচিত্তও হইয়া থাকে। ৩৭

সুখের অন্তে দুঃখ আছে, আলস্য দুঃখজনক, দক্ষতায় সুখের উৎপত্তি হয়, সম্পদ্ বিদ্যার সহিত দক্ষ ব্যক্তিতে বাস করে, অলস ব্যক্তিতে নহে। ৩৮

সুখ অথবা দুঃখ, প্রিয় অথবা অপ্রিয়, যাহা যখন উপস্থিত হইবে নির্বিকার চিত্তে তাহা ভোগ করিবে। ৩৯

সহস্র সহস্র শোকের বিষয় এবং শত শত ভয়ের বিষয়—প্রতিদিন মূঢ় ব্যক্তিকে অভিভূত করে, পণ্ডিতকে নহে। ৪০

বুদ্ধিমান্ শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাত্মবিষয় শ্রবণেচ্ছু অসূয়াশূন্য জিতেন্দ্রিয় চিত্তসংযমকারী ব্যক্তিকে শোক স্পর্শ করে না। ৪১

পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া বিচরণ করিবেন। কারণ, সূর্যের উদয়াস্তের ন্যায় সকল প্রাণীরই উন্নতি ও অবনতি আছে—ইহা যিনি বুঝেন, শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৪২

যাহার জন্য শোক, তাপ, দুঃখ হয়, অথবা যাহার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা যদি নিজের একটী প্রধান অঙ্গও হয় তথাপি তাহা ত্যাগ করিবে। ৪৩

যখন কোন বস্তুকে 'আমার' বলিয়া কল্পনা করা হয়, তখন তাহাই সর্বপ্রকার পরিতাপের কারণরূপে পরিণত হয়। ৪৪

যদ্ যৎ যজতি কামানাং তৎ সুখস্যাভিপূর্যতে
কামানুসারী পুরুষঃ কামান্নুবিনশ্যতি ॥ ৪৫
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥৪৬
পূর্বদেহকৃতং কর্ম শুভং বা যদি বা শুভম্
প্রাজ্ঞং মূঢ়ং তথা শূরং ভজতে যাদৃশং কৃতম্ ॥ ৪৭
এবমেব কিলৈতানি প্রিয়াণ্যেবাপ্রিয়াণি চ।
জীবেষু পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৪৮
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় সুখবাতে গুণাধিতঃ
সর্বান্ কামান্ জুগুপ্সেত কামান্ কুর্বীত পৃষ্ঠতঃ ॥ ৪৯
বৃত্ত এষ হৃদি শ্রোত্রো মৃত্যুরেষ মনোভবঃ
ক্রোধো নাম শরীরস্থো দেহিনাং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৫০
যদা সংহরতে কামান্ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
তদাঽঽত্মজ্যোতিরাত্মায়মাত্মন্যেব প্রপদ্যতি ॥ ৫১

কামা বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা পরিত্যাগ করা যায়, তাহাই সুখের পরিপূরক হইয়া থাকে। কামানুসারী মানুষ কল্পনার শতই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৪৫

জগতে যে ভোগসুখ আছে, তাহা এবং স্বর্গীয় যে মহাসুখ—ইহারা উভয়েই বাসনাক্ষয় বা বৈরাগ্যে যে সুখ হয় তাহার ষোল ভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে। ৪৬

পূর্বজন্মে শুভাশুভ যাদৃশ কর্ম করা হইয়াছে—এই জন্মে পণ্ডিত, মূর্খ বা বীর ব্যক্তিকেও তাহা আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪৭

এইরূপেই জীবগণের মধ্যে প্রিয়াপ্রিয় এবং সুখ-দুঃখসমূহ আবর্তিত হইতে থাকে। ৪৮

গুণবান্ পুরুষ এইরূপ ভাবনা করিয়া সুখে অবস্থান করেন। সমস্ত কামনাকে ঘৃণা করিবে, কামাবস্তুসমূহকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে। ৪৯

এই কাম হৃদয়ে অবস্থান করে এবং হৃদয়েই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উহা মনোভবাবস্থা মৃত্যুস্বরূপ পণ্ডিতেরা বলেন—উহাই প্রাণিদিগের শরীরস্থ ক্রোধ নাম ধারণ করে। (অর্থাৎ কামনা বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ হয় "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে"।)॥ ৫০

কূর্ম যেমন সমস্ত অঙ্গকে সঙ্কুচিত করিয়া লয়, সেইরূপ মানুষ যখন সমস্ত কামনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারে, তখন আপন হৃদয়েই পরমাত্ম-জ্যোতি দেখিতে পায়। ৫১

ন বিভেতি যদা চায়ং যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৫৫
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা শোকানন্দৌ ভয়াভয়ে
প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য প্রশান্তাত্মা ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্বভূতেষু পাপকম্
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৫৭
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৫৮
অত্র পিঙ্গলয়া গীতা গাথাঃ শ্রূয়ন্তি পার্থিব
যথা সা কৃচ্ছ্রকালেঽপি লেভে ধর্মং সনাতনম্ ॥ ৫৯
সন্ধেতে পিঙ্গলা বেশ্যা কান্তেনাসীদ্ বিনাকৃতা
অথ কৃচ্ছ্রগতা শান্তা বুদ্ধিমাস্থাপরং তদা ॥ ৬০

পিঙ্গলোবাচ

উষন্তাহমনুপ্রাপ্তং কান্তমদ্যবসং চিরম্
অস্মিন্ রমণং সন্তং নৈনমদ্যাগমং পুরা ॥ ৬১

যখন মানুষ ভয় পায় না, কাহারও ভয়ের কারণ হয় না এবং যখন রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্ত হয়, তখনই ব্রাহ্মী স্থিতিলাভ করে ॥ ৫২

সত্য-মিথ্যা উভয় ত্যাগ করিয়া শোক-হর্ষ, ভয়-নির্ভয়, প্রিয়-অপ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্ত হইতে পারা যায় ॥ ৫৩

যখন চঞ্চলতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সমস্ত প্রাণীর উপর কোনরূপ পাপ (দুরাচরণ) না করে, তখন ব্রহ্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৫৪

যাহা পরিত্যাগ করা দুর্মতি লোকের পক্ষে দুষ্কর, নিজে ক্ষীণ হইয়া আসিলেও যাহা ক্ষীণ হয় না এবং যাহা প্রাণান্তকর ব্যাধিস্বরূপ সেই তৃষ্ণাকে (বিষয় বাসনা) যিনি ত্যাগ করেন, তাঁহারই সুখ হয় ॥ ৫৫

হে রাজন্! এ-বিষয়ে পিঙ্গলা নারী বেশ্যা কর্তৃক যে গাথা গীত হইত, তাহা শুনা যায়। যেরূপে সে সঙ্কটকালেও সনাতন ধর্ম লাভ করিয়াছিল ॥ ৫৬

বেশ্যা পিঙ্গলা সঙ্কেতকালে ও সঙ্কেতিত স্থানে স্বামিসত্ত্ব পুরুষের সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছিল। অনন্তর কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াও শান্ত থাকিয়া এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়াছিল ॥ ৫৭

পিঙ্গলা বলিয়াছিল "আমি কামোন্মত্তা হইয়া কামোন্মাদযুক্ত প্রিয়তমের উদ্দেশে দীর্ঘকাল এইখানে অবস্থান করিলাম। কিন্তু আমার নিকটেই যে আনন্দপ্রদ অবস্থায়ী প্রিয়তম রহিয়াছেন, একদুঃখং নবদ্বারমপিধাস্যাম্যসাদ্বলম্ ।
কা হি কান্তমিবায়ান্তমন্যং কাঙ্ক্ষেত্তি মাং
অকামাং কামরূপেণ ধূর্তা নরকরূপিণঃ
ন পুনর্বঞ্চয়িষ্যন্তি প্রতিবুদ্ধাস্মি ভার্গবি ॥ ৬০
অনর্থো হি ভবেদর্থো দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা
সমুদ্ধাহং বিরাকারা নাহমদ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬১
সুখং নিরাশঃ স্বপিতি নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ।
আশামনাশাং কৃত্বা হি সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা ॥ ৬২

ভীষ্ম উবাচ

এতেনাক্তেন বিপ্রস্য হেতুমদ্ভিঃ প্রভাষিতৈঃ ।
পর্যাবস্থাপিতো রাজা সেনজিন্মুমুদে সুখী ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ সংবাদকথনে

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪

ইহাকে ইতিপূর্বে পাইবার চেষ্টা করি নাই ॥ ৫৮

অবিদ্যারূপ একত্বরহিত ইন্দ্রিয়াদি নবদ্বারযুক্ত শরীররূপ এই দুর্বলীকে কৃশ করিয়া দিব, অপর কোন ব্যক্তি যা বস্তুর জন্য উন্মুক্ত রাখিব না। এখানে সমাগত হৃদয়-বল্লভকে কে আর 'ইনি আমার কান্ত' এইরূপ (ভিন্ন) মনে করিবে? অর্থাৎ সর্বদাই ইহার পরিষেবা ইহার সহিত একীকৃত হইয়া থাকিব, আমি 'কান্তা' ইনি 'কান্ত' এই ভেদবুদ্ধিটুকুও থাকিবে না। আমি এক্ষণে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি, জাগরিত থাকিতেছি। আমার আর কামাদি নাই, নরকরূপী ধূর্তগণ কামোদ্দীপক রূপ দ্বারা আমাকে আর বঞ্চিত করিতে পারিবে না ॥ ৫৯-৬০

দৈবতার অনুগ্রহে অথবা পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে অনর্থের কারণ হইতেও শুভ হইতে পারে আজ আমার সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, আর আমি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নাই ॥ ৬১

আশাযুক্ত লোক দুঃখে নিদ্রা যায়। নৈরাশ্যই পরম সুখের কারণ। আশাকে অনাশায় পরিণত করিয়া অর্থাৎ আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা অনায়াসে উদ্বেগশূন্য হইল ॥ ৬২

ভীষ্ম বলিলেন,- ব্রাহ্মণের এই সমস্ত ও অন্যান্য কথা রাজা সেনজিৎকে আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিল, তিনি সুখ ও আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৩

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ব্রাহ্মণ ও সেনজিৎ রাজার সংবাদকথনে চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(আত্মকল্যাণকারিণো জনস্য কর্ত্তব্যবিষয়ে পিতুঃ পুত্রস্য চ কথোপকথনদ্বারা জ্ঞানোপদেশঃ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিক্রামতি কালেঽস্মিন্ সর্ব্বভূতক্ষয়াবহে।
কিং শ্রেয়ঃ প্রতিপদ্যেত তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
পিতুঃ পুত্রেণ সংবাদং তং নিবোধ যুধিষ্ঠির॥ ২

দ্বিজাতেঃ কস্যচিৎ পার্থ স্বাধ্যায়নিরতস্য বৈ
বভূব পুত্রো মেধাবী মেধাবী নাম নামতঃ॥ ৩

সোঽব্রবীৎ পিতরং পুত্রঃ স্বাধ্যায়করণে রতম্
মোক্ষধর্মার্থকুশলো লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ॥ ৪

পুত্র উবাচ

ধীরঃ কিংচিৎ তাত কুর্য্যাৎ প্রজানন্
ক্ষিপ্রং হ্যায়ুর্ব্রজতে মানবানাম্।
পিতস্তদাচক্ষ্ব যথার্থযোগং
মমানুপূর্ব্যা যেন ধর্ম্মং চরেয়ম্॥ ৫

পিতোবাচ।

বেদানধীত্য ব্রহ্মচর্য্যেণ পুত্র
পুত্রানিচ্ছেৎ পাবনার্থং পিতৃণাম্।
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্চেষ্টয়জ্ঞো
বনং প্রবিশ্যাথ মুনির্ভবেৎ॥ ৬

পুত্র উবাচ

এবমভ্যাহতে লোকে সমন্তাৎ পরিবারিতে।
অমোঘাসু পতন্তীষু কিং ধীর ইব ভাষসে॥ ৭

পিতোবাচ।

কথমভ্যাহতো লোকঃ কেন বা পরিবারিতঃ
অমোঘাঃ কাঃ পতন্তীহ কিং নু ভীষয়সীব মাম্॥ ৮

পুত্র উবাচ

মৃত্যুনাভ্যাহতো লোকো জরয়া পরিবারিতঃ।
অহোরাত্রাঃ পতন্ত্যেতে ননু কস্মান্ন বুধ্যসে॥ ৯

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

[আত্মকল্যাণকারী ব্যক্তির কর্তব্য সম্পর্কে পিতা-পুত্রের কথোপকথন দ্বারা জ্ঞানোপদেশ

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পিতামহ! সমস্ত প্রাণীর মরণাবহ এই কাল অতিক্রান্ত হইতেছে, এই অবস্থায় কিরূপ মঙ্গল-পথ অবলম্বন করা যায়, তাহা আমাকে বলুন।১

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! এই বিষয়েও বিদ্বান্‌গণ পুত্রের সহিত পিতার কথোপকথনের এই প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর।২

হে কৌন্তেয়! পিতা বেদপাঠ-নিরত কোন এক ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে একটী মেধাবী পুত্র ছিল।৩

মোক্ষ ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে নিপুণ লোকতত্ত্বজ্ঞ সেই পুত্র একদা বেদপাঠনিরত পিতাকে বলিয়াছিল।৪

পুত্র বলিয়াছিল পূজনীয় পিতৃদেব! মানবগণের আয়ু দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি করা উচিত তাহা আমাকে আনুপূর্ব্বিক বলুন, যাহাতে আমি সার্থক ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি।৫

পিতা বলিলেন, পুত্র! প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পুত্র কামনা করিবে, তারপর বিধি মত অগ্ন্যাধান পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া পরে অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মুনি হইতে অর্থাৎ বানপ্রস্থ আশ্রম করিতে ইচ্ছা করিবে।৬

পুত্র বলিল—যখন লোকসমূহ এইরূপে তাড়িত ও চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইতেছে, অমোঘাগুলি অতিবাহিত হইতেছে, তখন আপনি ধৈর্য্যশীলের মত এ কি বলিতেছেন?৭

পিতা বলিলেন—লোক তাড়িত হইয়াছে কিরূপে? কাহাদ্বারাই বা পরিবেষ্টিত হইয়াছে? কাহারই বা অমোঘা অতিবাহিত হইতেছে? তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ কেন?৮

পুত্র বলিল লোক মৃত্যুদ্বারা তাড়িত হইতেছে, জরা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিতেছে। এই দিন ও রাত্রিগুলি অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে (অর্থাৎ কালের চলিয়া যাইবার বিরাম নাই, অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে।) ইহা আপনি বুঝিতেছেন না কেন?৯

অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি নিত্যমায়ুর্হরন্তি চ।
যদাহমেতজ্জানামি ন মৃত্যুস্তিষ্ঠতীতি হ
সোঽহং কথং প্রতীক্ষিষ্যে জ্ঞাত্বেনামিহিতক্ষয়ম্ ॥ ১০
রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং যদা।
গাধোদকে মৎস্য ইব সুখং বিন্দেত কস্তদা ॥ ১১
(যস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ন কিঞ্চিদ্ধর্মমাচরেৎ।)
তদৈব বন্ধ্যাং দিবসমিতি বিদ্বান্ বিচক্ষণঃ
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবম্ ॥ ১২
শল্যাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্রগতমানসম্।
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ১৩
অতৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো মা ত্বাং কালোঽত্যগাদয়ম্
অকৃতেষেব কার্যেষু মৃত্যুর্বৈ সম্প্রকর্ষতি ॥ ১৪
যঃ কার্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্ ॥ ১৫
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।

(ন মৃত্যুরাগমন্নয়তে দুর্ভিক্ষো জগৎপ্রভুঃ।
অবৃদ্ধ এবাক্রমতে মীনান্ মীনগ্রহো যথা ॥)
যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদনিত্যা খলু জীবিতম্।
কৃতে ধর্মে ভবেৎ কীর্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখম্ ॥ ১৬
মোহেন হি সমাবিষ্টঃ পুত্রদারার্থমুদ্যতঃ
কৃত্বা কার্যাণ্যকার্যাণি বা পুষ্টিমেষাং প্রযচ্ছতি ॥ ১৭
তং পুত্রপশুসম্পন্নং ব্যাসক্তমনসং নরম্
সুপ্তং ব্যাঘ্রো মৃগমিব মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ১৮
সঞ্চিন্বানকৃতেষ্বেব কামানামবিতৃপ্তকম্
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাদায় মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ১৯
ইদং কৃতমিদং কার্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্
এবমীহাসুখাসক্তং কৃতান্তঃ কুরুতে বশে ॥ ২০
কৃতানাং ফলমপ্রাপ্তং কর্মণাং কর্মসংজ্ঞিতম্
ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্তং মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ২১
দুর্বলং বলবন্তঞ্চ শূরং ভীরুং জড়ং কবিম্
অপ্রাপ্তং সর্বকামার্থান্ মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ২২

(মৃত্যু জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। সে যখন করিতে উদ্যত হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করে করে না, ধীবর যেমন নিঃশব্দে মৎস্যকে আক্রমণ করে, সেইরূপ মৃত্যু ও অজ্ঞাতসারেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যৌবনেই ধর্মশীল হইবে, জীবন অনিত্য। ধর্মাচরণ করিলে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে সুখ হইয়া থাকে। ১৬

মোহাবিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রের জন্য উদ্‌যোগী হইয়া সুকার্য বা কু-কার্য করিয়া উহাদের পোষণ করে। ১৭

পুত্রবান্ ও পশু-সম্পন্ন এবং তাহাদের প্রতি আসক্তচিত্ত মানুষকে মৃত্যু লইয়া যায়—যেমন নিদ্রিত হরিণকে ব্যাঘ্র লইয়া চলিয়া যায়। ১৮

কামনার অপরিতৃপ্ত কার্যারম্ভ সংগ্রহনিরত মানুষকে যমরাজ যেমন পশুকে লইয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যু লইয়া চলিয়া যায়। ১৯

ইহা করা হইয়াছে, ইহা করিতে হইবে, আর এই অন্য কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, সমাপ্ত করিতে অবশিষ্ট আছে - এইরূপ কামনা-সুখাসক্ত মানুষকে কৃতান্ত বশীভূত করিয়া লয়। ২০

কৃতকার্যের ফল লাভ হয় নাই, কর্মানুসারে ক্ষেত্র, বণিক্, গৃহাদি প্রভৃতি সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃষি-বাণিজ্য-গৃহকার্যাদিতে ব্যাপৃত আছে এমন অবস্থাতেই মৃত্যু মানুষকে লইয়া যায়। ২১

দুর্বল ও বলবান্, বীর ও ভীরু, মূর্খ ও বিদ্বান্ সকল

মৃত্যুর্জরা চ ব্যাধিশ্চ দুঃখং চানেককারণম্ ।
অমৃতত্বং যদা দেহে কিং স্বস্থ ইব তিষ্ঠসি ॥ ২৩
জাতমেবান্তকোঽত্তার জরা চাদেতি দেহিনম্ ।
অমৃতত্বং ধ্রুবেনৈতে ভাবাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ ॥ ২৪
মৃত্যোর্বা সুখমেতদ্ বৈ যা গ্রামে বসতো রতিঃ
দেবানামেষ বৈ গোষ্ঠো যদরণ্যমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২৫
নিবন্ধনী রজ্জুরেষা যা গ্রামে বসতো রতিঃ
ছিত্ত্বৈতাং সুকৃতো যান্তি নৈনাং ছিন্দন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ২৬
ন হিনস্তি যো জন্তূন্ মনোবাক্কায়হেতুভিঃ ।
জীবিতার্থাপনয়নৈঃ প্রাণিভির্ন স হিংস্যতে ॥ ২৭
ন মৃত্যুসেনামায়ান্তীং জাতু কশ্চিৎ প্রবাধতে
ঋতে সত্যমসৎ ত্যাজ্যং সত্যো হ্যমৃতমাত্মজম্ ॥ ২৮
তস্মাৎ সত্যব্রতাচারঃ সত্যযোগপরায়ণঃ ।
সত্যাগমঃ সদা দান্তঃ সত্যেনৈবান্তকং জয়েৎ ॥ ২৯

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্
মৃত্যুমাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্ ॥ ৩০
সোঽহং হ্রহিংস্রঃ সত্যার্থী কামক্রোধবহিষ্কৃতঃ
সমদুঃখ-সুখঃ ক্ষেমী মৃত্যুং হাস্যামি মর্ত্যবৎ ।
শান্তিমক্ষয়তো দান্তো ব্রহ্মযজ্ঞে স্থিতো মুনিঃ
বাঙ্মনঃকর্মযজ্ঞশ্চ ভবিষ্যাম্যুদগায়নে ॥ ৩২
পশুযজ্ঞৈঃ কথং হিংস্রৈর্মাদৃশো যষ্টুমর্হতি ।
অন্তর্বহিরিব প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রযজ্ঞৈঃ পিশাচবৎ ॥ ৩৩
যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যক্ প্রণিহিতে সদা
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ স বৈ সর্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪
নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥ ৩৫
আত্মন্যেবাত্মনা জাত আত্মনিষ্ঠোঽপ্রজোঽপি বা
আত্মন্যেব ভবিষ্যামি ন মাং তারয়তি প্রজা ॥ ৩৬

মানুষকেই সর্ব প্রকার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইবার পূর্বেই মৃত্যু লইয়া চলিয়া যায় । ২২

মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং নানাকারণজনিত দুঃখ যখন দেহে লাগিয়াই রহিয়াছে, তখন আপনি নিশ্চিন্তের ন্যায় রহিয়াছেন কেন ? ২৩

প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করামাত্রই জরা ও ব্যাধি বিনাশ করিবার জন্য তাহাদের অনুসরণ করে। এই স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীসমূহ এই দুইটী দ্বারা অনুগত হইয়া আছে । ২৪

জনপদবাসীর যে পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি, তাহা মৃত্যুর মুখ ; আর যাহা অরণ্য বলিয়া শোনা যায়, তাহা দেবতাদের বিচরণ ভূমি । ২৫

জনপদবাসীর পুত্র-কলত্রাদির প্রতি যে আসক্তি, উহা বন্ধন-রজ্জুস্বরূপ । পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ইহা ছিন্ন করিয়া [অরণ্যে] প্রস্থান করেন। পাপীরা উহা ছেদন করিতে পারে না । ২৬

কায়, মন, বাক্য রূপ সাধন দ্বারা প্রাণীদিগের হিংসা করে না। জীবন ও অর্থাপহরণকারী প্রাণীরা তাহার হিংসা করে না । ২৭

মৃত্যুসেনা অর্থাৎ জরা-ব্যাধি প্রভৃতি আসিতে থাকিলে কেহ তাহার পতিরোধ করিতে পারে না। সুতরাং সত্য ভিন্ন অন্য সমস্তই পরিত্যাজ্য। মৃত্যি সত্যে আশ্রিত । ২৮

সুতরাং সত্যব্রত আচরণ করিবে, সত্য যোগপরায়ণ হইবে, শান্তবাক্য বিদ্বানী হইয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে, সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিবে। (সত্য = ব্রহ্ম) । ২৯

অমৃত অর্থাৎ মুক্তি ও মৃত্যু দুইটীই দেহে প্রতিষ্ঠিত আছে। মোহবশে মানব মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং সত্যের দ্বারা মুক্তিলাভ করে । ৩০

আমি সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া হিংসা, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া কালে থাকিব এবং দেবতার ন্যায় মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইব । ৩১

আমি নিবৃত্তিমার্গী হইয়া উত্তরায়ণে জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্ম-ধ্যান-রত, মৌনী, প্রশস্তজনপরায়ণ এবং কায়মনোবাক্যে ধর্মাচার-নিরত হইব । ৩২

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যেমন পিশাচের ন্যায় অনিষ্টজনক দেহযজ্ঞ ও হিংসাযুক্ত পশুযজ্ঞ করিতে পারেন না, মাদৃশ ব্যক্তিও তাহা কিরূপে করিতে পারে ? ৩৩

যাঁহার বাক্য ও মন এবং তপস্যা, ত্যাগ ও যোগ সর্বদা ব্রহ্মে সম্যক্ সমর্পিত থাকে, তিনি সমস্তকে প্রাপ্ত হন । ৩৪

জ্ঞানের তুল্য চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্যা নাই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নাই এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই । ৩৫

আমি স্বকৃতদ্বারা ব্রহ্মেতে জন্মিয়াছি, ব্রহ্মেতেই স্থিত আছি এবং নিঃসন্তান হইয়াও ব্রহ্মনিষ্ঠই থাকিব, সন্তান আমাকে উদ্ধার করিবে না । ৩৬

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং
ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥৩৭
কিং তে ধনৈর্বান্ধবৈর্বাপি কিং তে
কিং তে দারৈর্ব্রাহ্মণ যো মরিষ্যসি
আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টং
পিতামহাস্তে ক গতাঃ পিতা চ ॥ ৩৮

ঐক্য, সমতা, সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, উপরামাদি দ্বারা দেহের যত্নবিধান, সমদর্শিতা এবং সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তি—এগুলিই ব্রাহ্মণের বিত্ত, ব্রাহ্মণের এরূপ ধন আর নাই ॥ ৩৭

হে ব্রাহ্মণ! আপনি যখন অবশ্যই মরিবেন, তখন আপনার ধনের প্রয়োজন কি? বান্ধবের প্রয়োজন কি? পত্নীরই বা প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় গিয়াছেন? বুদ্ধিদ্বারা বেদ পরমাত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করুন ॥ ৩৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতা যেরূপ করিয়াছিলেন তুমিও সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া সেইভাবে জীবন যাপন কর ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পিতাপুত্রসংবাদকথনে
পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫

ভীষ্ম উবাচ ।

পুত্রস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা যথাকার্ষীৎ পিতা নৃপ ।
তথা ত্বমপি বর্তস্ব সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পিতাপুত্রসংবাদকথনে
পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫

ভীষ্ম উবাচ ।

পুত্রস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা যথাকার্ষীৎ পিতা নৃপ ।
তথা ত্বমপি বর্তস্ব সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পিতাপুত্রসংবাদকথনে
পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পিতাপুত্র সংবাদবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(ত্যাগমাহাত্ম্যমধিকৃত্য শম্পাকনামকব্রাহ্মণস্যোপদেশঃ)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ধনিনশ্চাধনা যে চ বর্তন্তে স্বতন্ত্রিণঃ
সুখ-দুঃখাগমস্তেষাং কঃ কথং বা পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
শম্পাকেনেহ মুক্তেন গীতং শান্তিগতেন চ ॥ ২
অব্রবীন্মাং পুরা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণস্ত্যাগমাশ্রিতঃ ।
ক্লিশ্যমানঃ কুদারেণ কুচৈলেন বুভুক্ষয়া ॥ ৩
উৎপন্নমিহ লোকে বৈ জন্মপ্রভৃতি মানবম্ ।
বিবিধাস্ত্বাপদস্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৪
তয়োরেকতরে মার্গে যদেনমভিসন্নয়েৎ ।
ন সুখং প্রাপ্য সংহৃষ্যেন্নাসুখং প্রাপ্য সংজ্বরেৎ ॥ ৫
ন বৈ চরসি যচ্ছ্রেয় আত্মনো বা যদীপ্সিষে ।
অকামাদ্বাপি হি সদা ধৃতমুন্মথ্য চৈব হ ॥ ৬

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ত্যাগের মহিমা সম্পর্কে শম্পাকনামক ব্রাহ্মণের উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! ধনবান্ বা নির্ধন যে সকল লোক স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের কিরূপ সুখ বা দুঃখ কি প্রকারে উপস্থিত হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন—এ বিষয়ে পরম শান্ত জীবন্মুক্ত শম্পাক কর্তৃক কথিত এই প্রাচীন বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ২

কুপত্নী, কুৎসিত বস্ত্র ও সুধার তাড়নায় ক্লিষ্ট শম্পাকনামক এক ত্যাগী ব্রাহ্মণ পূর্বে আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন। ৩

এই জগতে উৎপন্ন মানবের নিকটে জন্মাবধি বহুবিধ সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়। ৪

সুখ ও দুঃখের অন্যতর মার্গে যখন ইহাকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সুখলাভ করিয়া আনন্দিত হইতে নাই এবং দুঃখ পাইয়াও সন্তপ্ত হইতে নাই। ৫

তুমি যে ইচ্ছা না থাকিলেও সহস্র ভার বহন করিতে করিতে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আচরণ করিতেছ না, তাহার কারণ ধনের উপর তোমার প্রভুত্ব নাই। নিষ্কিঞ্চন হইয়া বিচরণ করিলে সুখলাভ

অকিঞ্চনঃ পরিপতন্ সুখমাস্বাদয়িষ্যসি ।
অকিঞ্চনঃ সুখং শেতে সমুত্তিষ্ঠতি চৈব হ ॥ ৭
আকিঞ্চন্যং সুখং লোকে পথ্যং বিষয়নাময়ম্ ।
অনমিত্রপথো হ্যেষ দুর্লভঃ সুলভো মতঃ ॥ ৮
অকিঞ্চনস্য শুষ্কস্য উপপন্নস্য সর্বতঃ ।
অবেক্ষমাণশ্চরীল্লোকান্ ন তুল্যমিহ লক্ষয়ে ॥ ৯
আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্ ।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্ ॥১০
আকিঞ্চন্যে চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ম্ ।
নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতো যথা ॥ ১১
তং বৈ সদা কামচরমনুপস্তীর্ণচারিণম্ ।
বাহুপধানং শায়ান্তং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ ॥ ১২
তং বৈ সদা কামচরমনুপস্তীর্ণচারিণম্ ।
বাহুপধানং শায়ান্তং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ ॥ ১৩
ধনবান্ ক্রোধ-লোভাভ্যামাবিষ্টো নষ্টচেতনঃ
তির্যগীক্ষঃ শুষ্কমুখঃ পাপকো ভ্রুকুটীমুখঃ ॥১৪
নির্দশন্নধরোষ্ঠঞ্চ ক্রুদ্ধো দারুণভাষিতা ।
কস্তমিচ্ছেৎ পরিত্রষ্টুং দাতুমিচ্ছতি চেশ্বরীম্ ॥ ১৫
শ্রিয়া জুষ্টস্য সংবাসো মোহয়ত্যবিচক্ষণম্ ।
সা তস্য চিত্তং হরতি শারদাভ্রমিবানিলঃ ॥ ১৬
অথৈনং রূপমানশ্চ ধনমানশ্চ বিন্দতি ।
অভিজাতোঽস্মি সিদ্ধোঽস্মি নাস্মি কেবলমানুষঃ ॥ ১৭
ইত্যেতৈঃ কারণৈস্তস্য ত্রিভিস্ত্রিভিস্তং প্রমাদ্যতি ।
সম্প্রসক্তমনা লোকান্ বিসৃজ্য পিতৃসঞ্চিতান্ ॥
পরিক্ষীণঃ পরস্থানামাদানং সাধু মন্যতে ॥ ১৮
তমভিক্রান্তমর্যাদমাদদানং ততস্ততঃ ।
প্রতিষেধন্তি রাজানো যুক্তা মৃগমিবেষুভিঃ ॥ ১৯
এবমেতানি দুঃখানি তানীহ ধনবন্ধম্ ।
বিবিধান্যুপপদ্যন্তে গাত্রসংস্পর্শজান্যপি ॥ ২০
তেষাং পরমদুঃখানাং বুদ্ধ্যা বৈষয়্যমাচরেৎ ।
লোকধর্মমবজ্ঞায় ধ্রুবাণামধ্রুবৈঃ সহ ॥ ২১

করিবে, যে ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ কোন কিছুর সংগ্রহ যাহার নাই বা সংগ্রহের প্রবৃত্তিও নাই, সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে আবার সুখেই উত্থিত হইতে পারে জগতে নিষ্কিঞ্চনতাই সুখ, উহাই মঙ্গলাবহ ও রোগনিবারক পথ্যস্বরূপ। পক্ষপুত্ত হইবার উহাই পন্থা। ইহা দুর্লভ হইলেও একান্ত অলভ্য নহে। ৬-৮

ত্রিভুবন পর্যবেক্ষণ করিয়া সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত শুদ্ধমতি নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির তুল্য আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। নিষ্কিঞ্চনতা ও রাজত্ব এই দুইটীকে তুলাদণ্ডে তুলিয়া দেখিয়াছি অধিক গুণশালী দারিদ্র্যই (নিষ্কিঞ্চনতাই) রাজ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। রাজা ও নিষ্কিঞ্চনতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, ধনবান্ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে প্রবিষ্টের ন্যায় নিত্যই উদ্বিগ্ন থাকে। ৯-১১

এই যে, ধন পরিত্যাগ করিয়া সর্বকামনাহীন হইয়া বাহুকে উপাধান করিয়াছে, তাহার নিকট কি ব্যাধি, কি অরিষ্টকারক গ্রহ, কি মৃত্যু কি যমরাজ, কোন কিছুই প্রভুত্ব করিতে পারে না। সেই ব্যক্তি ইচ্ছামত যত্র তত্র বিচরণ করিতে পারে, বিনা শয্যায় বাহু উপাধানে শয়ন করিতে পারে, সর্বদা শান্তিতে থাকিতে পারে, দেবতারাও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১২-১৩

ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধী ও লোভী হইয়া থাকে। উহার বিচারশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ধনমুগ্ধ, শুষ্কমুখ, পাপমতি ও ভ্রুকুটীমুখযুক্ত হইয়া থাকে। ১৪

ক্রুদ্ধ হইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিতে থাকে, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে। সে যদি সমগ্র পৃথিবীও দান করিতে চাহে তথাপি কেহ তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না। ১৫

ঐশ্বর্য্যের সহিত অতিমাত্র সংসর্গ অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মোহিত করিয়া থাকে। বাতাস যেমন শরৎকালের মেঘকে উড়াইয়া লইয়া যায়, ধনৈশ্বর্য্য সেইরূপ তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। তাহার পর রূপ ও ধনের অহঙ্কার উহাকে গ্রাস করে। মনে করে আমি মহাকুলীন, আমি সাফল্যের সহিত আয়োজন করিয়াছি, আমি সাধারণ মানুষ নই। ১৬-১৭

এই তিন কারণে তাহার চিত্ত প্রমত্ত হইয়া থাকে। ভোগাসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সম্পদ্ নিঃশেষ করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে এবং পরের ধনাপহরণ করা উত্তম বলিয়া বিবেচনা করে। এইভাবে তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া নানা স্থান হইতে সম্পদ আত্মসাৎ করিতে থাকিলে ব্যাধ যেরূপ বাণ দ্বারা মৃগের গতিরোধ করিয়া থাকে, রাজা সেইরূপ তাহার শাসন করিয়া থাকেন। ১৮-১৯

এইভাবে এই সমস্ত দুঃখ এবং দেহ ধারণজন্য আরও নানাবিধ দুঃখ মানুষকে ভোগ করিতে হয়। লোকধর্মকে অবজ্ঞাপূর্বক অনিত্য সাংসারিক বিষয়সমূহের সহিত নিত্যসম্পর্ক-

নাত্যক্ত্বা সুখমাপ্নোতি নাত্যক্ত্বা বিন্দতে পরম।
নাত্যক্ত্বা চাতয়ঃ শেতে ত্যক্ত্বা সর্বঃ সুখী ভব ॥ ১০
ইত্যেতদ্ধ্যাত্মিনপুরে ব্রাহ্মণেনোপবর্ণিতম্।
শম্পাকেন পুরা মহ্যং তস্মাৎ ত্যাগঃ পরো মতঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি শম্পাকগীতায়াং
সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১৭৬

মূলে সেই সমস্ত পরদুঃখের চিকিৎসা অর্থাৎ প্রতীকার করিবে ত্যাগ ব্যতিরেকে সুখলাভ হয় না, ত্যাগ না করিলে পরমার্থ লাভ হয় না, ত্যাগ না করিয়া নির্ভয়ে শয়ন করা যায় না, সমস্ত ত্যাগ করিয়া সুখী হও। ২০-২১

পূর্বে ধর্মারণ্যে শম্পাক ব্রাহ্মণ আমার নিকট এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন সুতরাং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। ২২

শ্রীবেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শম্পাকগীতাবিষয়ক একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মঙ্কিগীতা,—ধনতৃষ্ণয়া দুঃখম্, ধনতৃষ্ণাত্যাগেন সুখঞ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ

ঈহমানঃ সমারম্ভান্ যদি নাসাদয়েদ্ ধনম্
ধনতৃষ্ণাভিভূতশ্চ কিং কুর্বন্ সুখমাপ্নুয়াৎ

ভীষ্ম উবাচ

সর্বসাম্যমনায়াসঃ সত্যবাক্যঞ্চ ভারত।
নির্বেদশ্চাবিহিংসা চ যস্য স্যাৎ স সুখী নরঃ ॥ ২
এতাস্ত্বেব পদাঙ্যাহুঃ পঞ্চ বৃদ্ধাঃ প্রশান্তয়ে।
এষ স্বর্গশ্চ ধর্মশ্চ সুখং চানুত্তমং মতম্ ॥ ৩
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নির্বেদাদ্ভবিনা গীতং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৪
ঈহমানো ধনং মন্ত্রির্ভগ্নেহশ্চ পুনঃ পুনঃ
কেনচিদ্ ধনশেষেণ ক্রীতবান্ দ্বয়গোবৃষম্ ॥ ৫
সুসম্বদ্ধৌ তু তৌ দম্যৌ দমনায়াভিনিঃসৃতৌ
আসীনমুষ্ট্রং মধ্যেন সহসৈবাভ্যধাবতাম্ ॥ ৬
তয়োঃ সম্প্রাপ্তয়োরুষ্ট্রঃ স্কন্ধদেশমমর্ষণঃ।
উত্থায়োৎক্ষিপ্য তৌ দম্যৌ প্রসসার মহাজবঃ ॥ ৭
ভ্রিয়মাণৌ তু তৌ দম্যৌ বেগেনোষ্ট্রেণ প্রধাবিনা
ভ্রিয়মাণৌ চ সম্প্রেক্ষ্য মন্ত্রিণস্তত্রাব্রবীদিদম্ ॥ ৮

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[মঙ্কিগীতা, ধনতৃষ্ণার দুঃখ এবং ধনকামনা ত্যাগে সুখ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—মানুষ জীবনযাত্রার জন্য বা ধনার্জনের জন্য কৃষি, বাণিজ্য, যাজ্যাদি নানা কর্মে আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, সে যদি ধন না পায় এবং ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তবে কি করিয়া সুখলাভ করিবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভরতকুলধর! সুখ-দুঃখ লাভালাভ বিষয়ে সমভাবাপন্ন হওয়া, কোন বিষয়ে অন্যের প্রতি দ্বেষ না করা, সত্যবাদিতা, বৈরাগ্য ও কষ্ট করিতে অনিচ্ছা এই পাঁচটী যাহার হইয়া থাকে, সেই মানুষই সুখী। ২

এই পাঁচটী বস্তুকেই বৃদ্ধগণ শান্তিলাভের উপায় বলেন ইহাই স্বর্গ, ইহাই ধর্ম এবং সর্বোত্তম সুখ বলিয়া কীর্তিত। ৩

যে যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে মঙ্কিনামক কোন ব্যক্তি নিজের মনস্তঃ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাসও উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। ৪

মঙ্কি ধনার্জনের চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ ভগ্নমনোরথ হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্বার্জিত ধনের অবশিষ্টাংশ দ্বারা দুইটী গো-বৎস ও একটী জোয়ালে ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই গো বৎস দুইটী জোয়ালের দুই প্রান্তে উত্তমরূপে বাঁধা অবস্থায় শিক্ষার জন্য নির্গত হইয়া সহসা একটী উপবিষ্ট উষ্ট্রকে মধ্যভাগে রাখিয়া দৌড়াইতে লাগিল তাহারা উহার উপর আসিয়া পড়িলে উষ্ট্রটী ক্রুদ্ধ হইয়া উত্থিত হইল এবং সেই বৎস দুইটীকে তুলিয়া লইয়া মহাবেগে দৌড়াইতে লাগিল। বৎস দুইটী সেই ক্লেশকারী উষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মঙ্কি তখন বলিয়াছিলেন—লুব্ধ ব্যক্তিও মনোযোগী আগ্রহান্বিত

ন চৈবাবিদ্বিতং শক্যং দক্ষেণাপীতিতুং ধনম্ ।
যুক্তেন শ্রদ্ধয়া সম্যগীহাং সমনুতিষ্ঠতা ॥ ৯
কৃতস্য পূর্বং চানর্থৈর্যুক্তস্যাপ্যনুতিষ্ঠতঃ ।
ইমং পশ্যত সঙ্গত্যা মম দৈবমুপপ্লবম্ ॥ ১০
উদ্যম্যোদ্যম্য মে দণ্ডো বিফলশ্চৈব গচ্ছতঃ
উৎক্ষিপ্তা কাকতালীয়মুৎপথেনৈব ধাবতঃ ।
মমী বোঢ্টেতি লম্বেতে প্রিয়ৌ বৎসতরৌ মম
শুষ্কং হি দৈবমেবেদং হঠেনৈবাস্তি পৌরুষম্ ॥ ১১
যদি বাপ্যাপদোত্তীর্ণঃ পৌরুষং নাম কিঞ্চিৎ
অধিক্ষিপন্নঃ তদপি দৈবমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১২
তস্মাদ্বিদ্বান্ এবেহ গন্তব্যঃ সুখমিচ্ছতা
সুখং খলিতি নির্বিণ্ণো নিরাশশ্চার্থসাধনে ॥ ১৪
অহো সম্যক্ শুকেনোক্তং সর্বতঃ পরিমুচ্যতা ।
প্রতিষ্ঠতা মহারণ্যং জনকস্য নিবেশনাৎ ॥ ১৫
যঃ কামানাপ্নুয়াৎ সর্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ ।

এবং সম্যক্ চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভাগ্যে না থাকিলে ধনলাভ করিতে সমর্থ হয় না। পূর্বে ধনার্জনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি, নানা বিঘ্ন ঘটিয়াছে, তথাপি পুনরায় চেষ্টা করিলাম, তাহাতেও দেখুন বৎস দুইটীর উষ্ট্রের সহিত সংযোগের ফলে আমার এই দৈবকৃত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। ৫-১০

আমার প্রিয় গো-বৎস দুইটি লাফাইয়া লাফাইয়া অতিকষ্টে যাইতেছে। তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া উষ্ট্র যখন অপথে দৌড়াইতেছে, তখন তাহারা সেই উষ্ট্রের দুই পার্শ্বে দুইটি ঝুলির ন্যায় লম্বিত হইতেছে। এই ঘটনা কাকতালীয়বৎ একান্তই আকস্মিক। ইহা দৈব, এই আকস্মিক ঘটনায় পুরুষকারের স্থান নাই। ১১-১২

যদি কদাচিৎ পুরুষকার কার্যকারী হয়, তথাপি অনুসন্ধান করিলে তাহা দৈবেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখার্থী ব্যক্তির এক্ষেত্রে ঔদাসীন্যই অবলম্বনীয়। ঔদাসীন ব্যক্তি কার্য-সাধনে নিরাশ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। ১৩-১৪

আহা! শুকদেব সমস্ত বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রাজর্ষি জনকের গৃহ হইতে বনগমনে যাইবার কালে সমীচীন বাক্যই বলিয়াছিলেন। যিনি সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করিতে পারেন আর যিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন—তাহাদের

প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥ ১৬
নাস্তঃ সর্ববিদিৎসানাং গতপূর্বোঽস্তি কশ্চন
শরীরে জীবিতে চৈব তৃষ্ণা মন্দস্য বর্ধতে ॥ ১৭
নিবর্তস্ব বিদিৎসাতঃ শাম্য নির্বিদ্য কামুক ।
অসকৃচ্ছাদি নিকৃতো ন চ নির্বিদ্যসে ততঃ ॥ ১৮
যদি নাহং বিনাস্যন্তে যদ্যেবং রমসে ময়া ।
মা মাং যোজয় লোভেন বৃথা ত্বং বিত্তকামুক ॥ ১৯
সঞ্চিতং সঞ্চিতং ত্রব্যং নষ্টং তব পুনঃ পুনঃ ।
কদাচিন্মোক্ষ্যসে মূঢ় মনোহং ধনকামুক ॥ ২০
অহো নু মম বালিশ্যং যোঽহং ক্রীড়নকস্তব ।
কিং নৈবং জাতু পুরুষঃ পরেষাং প্রেষ্যতামিয়াৎ ॥ ২১
ন পূর্বে নাপরে জাতু কামানামন্তমাপ্নুবন্
ত্যক্ত্বা সর্বসমারম্ভান্ প্রতিবুদ্ধোঽস্মি জাগৃমি ॥ ২২
নূনং তে হৃদয়ং কাষ বজ্রসারময়ং দৃঢ়ম্ ।
যদনর্থশতাবিষ্টং শতধা ন বিদীর্যতে ॥ ২৩

মধ্যে সকলবিধ কাম্য বস্তু প্রাপ্তি অপেক্ষা পরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ১৪-১৬

পূর্বে কেহ কোনদিন সমস্ত প্রবৃত্তির অন্ত পায় নাই। মূর্খ ব্যক্তিরই দেহে ও জীবনে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৭

হে কামনাবশবর্তী মন! সর্বপ্রকার কাম বাসনা হইতে নিবৃত্ত হও, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শান্তি লাভ কর। তুমি বারে বারে বঞ্চিত হইয়াছ, তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেছ না। যদি আমি তোমার বিনাশ না হই এবং যদি এইরূপ আমার সহিত আনন্দে থাকিতে চাও, তাহা হইলে আমাকে বৃথা লোভের সহিত যুক্ত করিও না। হে ধন-কামুক! তোমার পুনঃ পুনঃ সঞ্চিত বিত্ত পুনঃ পুনঃ নষ্ট হইয়াছে। হে মূঢ়! তুমি ধনকামনা কোনদিন পরিত্যাগ করিবে কি? ১৮-২০

আমার কি বিস্ময়কর মূর্খতা যে, আমি তোমার ক্রীড়নক হইয়া রহিয়াছি। এরূপ না হইলে কোন মানুষ কি কখনও পরের দাস হইতে পারে? ২১

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকেরা কেহ কোনদিন কামনার অন্ত পায় নাই। সমস্ত কর্মোদ্যম ত্যাগ করিয়া আমি সাবধান হইয়াছি। আমার মোহনিদ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে। ২২

হে কাম! তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই কঠিন বজ্রসারময়। যেহেতু তাহা শত শত অনর্থের আঘাতেও শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। ২৩

জানামি কাম ত্বাং চৈব যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রিয়ং তব।
তথাহং প্রিয়মিচ্ছন্ত্যা ন ত্বন্মূলং লভে সুখম্ ॥ ২৪
কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি ॥ ২৫
ঈহা ধনস্য ন সুখা লব্ধা চিন্তা চ ভূয়সী।
লব্ধনাশে যথা মৃত্যুর্লব্ধং ভবতি বা ন বা ॥ ২৬
পরিত্যাগে ন লভতে ততো দুঃখতরং নু কিম্।
ন চ তৃপ্যন্তি লব্ধেন তৃষ এব চ মার্গতি ॥ ২৭
অন্তরমূলং এবার্থঃ স্বাদু গাঢ়মিবোদকম্।
মথিলাপনয়েত্তন্তু প্রতিবুদ্ধোঽস্মি সন্ত্যজ ॥ ২৮
য ইমং মামকং দেহং ভূতগ্রামঃ সমাশ্রিতঃ।
স যাদ্বিতো যথাকামং বসন্তাং বা যথাসুখম্ ॥ ২৯
ন মুমাশ্রিত মে প্রীতিঃ কামলোভানুসারিষু।
তস্মাদুৎসৃজ্য কামান্ বৈ সঙ্কল্পমেবাশ্রয়াম্যহম্ ॥ ৩০

হে কাম! আমি তোমাকে জানি এবং তোমার প্রিয় কি তাহাও জানি। তোমার প্রিয় কামনা করিয়া মনে কোনদিন প্রকৃত সুখ পাইলাম না ॥ ২৪

কাম! তোমার মূল কারণ আমি জানি, সঙ্কল্প হইতেই তোমার উৎপত্তি। আর তোমার সঙ্কল্প করিব না, তাহা হইলেই তুমি সমূলে বিনষ্ট হইবে ॥ ২৫

ধনকামনা সুখাবহ নহে। ধন লাভ হইবে কি না হইবে তাহা অনিশ্চিত, লাভ হইলে তাহার জন্য প্রকৃত চিন্তা। লব্ধ ধন নষ্ট হইলে মৃত্যুতুল্য কষ্ট হয় ॥ ২৬

ধান-মর্যাদা বন্ধুত্ব সমস্ত ত্যাগ করিয়াও ধন পাওয়া যায় না, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? তারপর ধন লাভ হইলেও তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট হয় না, পুনরায় ধন অন্বেষণ করে ॥ ২৭

হে কাম! ধন সুস্বাদু পরান্নের ন্যায় তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ইহা আমাকে বিলাপ করাইবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে পরিত্যাগ কর ॥ ২৮

যে কিত্যাদি পঞ্চভূত আমার এই দেহটীকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা ইচ্ছানুসারে এই দেহ হইতে চলিয়া যায় যাউক অথবা যথাস্থানে অবস্থান করে করুক ॥ ২৯

হে দেহাশ্রিত ভূতগণ! তোমরা দেহবন্ধে কাম ও লোভের অনুসরণকারী, তোমাদের উপর আমার প্রীতি নাই, সুতরাং আমি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্ব গুণেই আশ্রয় করিতেছি ॥ ৩০

সর্বভূতাত্মকং দেহে পশ্যন্ মনসি চাত্মনঃ।
যোগে বুদ্ধিং ক্রতে সম্যক্ মনো ব্রহ্মণি ধারয়ন্ ॥ ৩১
বিহরিষ্যামানাসক্তঃ সুখী লোকান্ নিরাময়ঃ।
যথা মাং ত্বং পুনর্নৈবং দুঃখেষু প্রণিধাস্যসি ॥ ৩২
তথা হি মে প্রণুন্নস্য গতিরন্যা ন বিদ্যতে।
ভূত্বাশোকশ্রমাণাং হি ত্বং কাম প্রভবঃ সদা ॥ ৩৩
ধননাশোঽধিকং দুঃখং মন্যে সর্বমহত্তরম্
জ্ঞাতয়ো জ্ঞাতমন্ত্যে মিত্রাণি চ ধনাচ্যুতম্ ॥ ৩৪
অবজ্ঞানসহস্রেভ্যো দোষাঃ কষ্টতরাঽধনে
ধনে সুখকলা যা তু সাপি দুঃখৈর্বিধীয়তে ॥ ৩৫
ধনমস্তেতি পুরুষঃ পুরো নিঘ্নন্তি দস্যবঃ।
ক্লিশ্যন্তি বিবিধৈর্দণ্ডৈর্নিত্যমুদ্বেজয়ন্তি চ ॥ ৩৬
অর্থলোলুপতা দুঃখমিতি বৃদ্ধঃ চিরাময়া
যদ্ যদালম্বসে কাম তত্তদেবানুরুধ্যসে ॥ ৩৭

হে কাম! আমি তোমাকে পরিচালিত করিতে থাকিলে আমার পরাভয় থাকে না। তুমি সর্বদাই তৃষ্ণা, শোক ও শ্রমের কারণ হইয়া থাক ॥ ৩১

ধন নষ্ট হইলে অত্যধিক দুঃখ হয়, সেই দুঃখই সর্বাপেক্ষা গুরুতর মনে করি। ধনচ্যুত ব্যক্তিকে জ্ঞাতিগণ এবং মিত্রগণও অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ৩৪

নির্ধন ব্যক্তি সহস্র অবজ্ঞা লাভ করে বলিয়া ধনহীনতায় অত্যন্ত কষ্টজনক বহু দোষ আছে। পরন্তু ধনে যে সামান্য সুখ আছে, তাহার বহু দুঃখেই উৎপাদিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫

ইহার ধন আছে এই বলিয়া দস্যুগণ ধনবান্ লোককে প্রথমেই হত্যা করে অথবা নানাপ্রকারে প্রহার করিয়া পীড়ন করে এবং সর্বদাই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে ॥ ৩৬

অর্থলুব্ধতা দুঃখজনক ইহা আমি বহুকাল পরে বুঝিতে পারিয়াছি। হে কাম! তুমি যাহা যাহা আশ্রয় কর, তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড় ॥ ৩৭

অতত্ত্বজ্ঞোঽসি বালশ্চ দুষ্টোষোঃ পুরুষোঽনলঃ
নৈব ত্বং বেত্থ সুলভঃ নৈব ত্বং বেত্থ দুর্লভম্ ॥ ৩৮
পাতালস্য ইব দুষ্পূরো মাং দুঃখৈর্যোক্তুমিচ্ছসি
নাহমদ্য সমাবেষ্টুং শক্তঃ কাম পুনস্ত্বয়া ॥ ৩৯
নির্বেদমহমাসাদ্য ত্বয়ানাশাদ্ যদৃচ্ছয়া।
নির্বৃত্তিং পরমাং প্রাপ্য নাদ্য কামান্ বিচিন্তয়ে ॥ ৪০
অতিক্রান্তান্ সহামীর নাহং বৃদ্ধ্যামবুদ্ধিমান্
বিকৃতো বৈমনাসেন শয়ে সর্বাঙ্গবিজ্বরঃ ॥ ৪১
পরিত্যক্তোঽসি কাম ত্বং হিত্বা সর্বমনোগতীঃ
ন ত্বং ময়া পুনঃ কাম বৎস্যসে ন চ রংস্যসে ॥ ৪২
ক্ষমিষ্যে ক্ষিপমাণানাং ন হিংসিষ্যে বিধি সিতঃ।
বেত্স্যুক্তঃ প্রিয়ঃ বক্ষ্যামানাদৃতা তদপ্রিয়ম্ ॥ ৪৩
তৃপ্তঃ স্বেষ্বিন্দ্রিয়ো নিত্যং যথালব্ধেন বর্তয়ন্।
ন সকামং করিষ্যামি ত্বামহং শত্রুমাত্মনঃ ॥ ৪৪

তোমার স্বরূপ জান নাই, তুমি বালকের ন্যায় মূঢ়, তোমার বিষয়েই সম্ভোষ নাই। তুমি অপুরুষের আত্মস্বরূপ। তুমি সুলভ দুর্লভ বোধ না ॥ ৩৮

পাতালের ন্যায় অপূরণীয় তুমি আমাকে দুঃখজালে জড়িত করিতে ইচ্ছুক। হে কাম! কিন্তু আজ তুমি আর আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না ॥ ৩৯

ঘটনাচক্রে বহুবার আমি বৈরাগ্য লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আর আমি তোমার চিন্তা করি না ॥ ৪০

পূর্বে আমি নির্বোধ ছিলাম, তাই বুঝিতে পারি নাই, অতি কষ্ট সহ্য করিয়াছি, বহু নীচ ব্যক্তির নিকটও ভোগ করিয়াছি এখন সম্পূর্ণ সন্তাপমুক্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছি ॥ ৪১

হে কাম! এখন আমি সমস্ত মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আর তুমি আমার সহিত বাস করিতে পারিবে না, আমাকে লইয়া খেলা করিতেও পারিবে না ॥ ৪২

যাহারা আমাকে নিন্দা বা তিরস্কার করিবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিব। কেহ আমাকে হিংসা বা আঘাত করিলে আমি তাহাকে হিংসা বা আঘাত করিব না। অপ্রিয় বাক্য বা ব্যবহার পাইলেও সেই অপ্রিয়কে সমাদর করিয়া প্রিয় বাক্যই বলিব ॥ ৪৩

আমার ইন্দ্রিয়গুলি প্রফুল্লিত হইয়াছে। আমি যথালব্ধ বস্তু নির্বেদঃ নির্বৃত্তিঃ তৃপ্তিঃ শান্তিঃ সত্যা দয়া ক্ষমা
সর্বভূতদয়া চৈব বিদ্ধি মাং সমুপাগতম্ ॥ ৪৫
তস্মাৎ কামস্য লোভস্য তৃষ্ণা কার্পণ্যমেব চ
ত্যক্তস্ত্বা মাং প্রতিষ্ঠন্তং সন্তাপো ন হি মাং স্পৃশেৎ ॥ ৪৬
প্রহায় কামং লোভঞ্চ সুখং প্রাপ্নোমি শাশ্বতম্
নাদ্য লোভবশং প্রাপ্তো দুঃখং প্রাপ্স্যামানাত্মবান্ ॥ ৪৭
যদ্ যৎ ত্যজতি কামানাং তৎ সুখস্যাভিপূর্যতে
কামস্য বশগো নিত্যং দুঃখমেব প্রপদ্যতে ॥ ৪৮
কামানুবন্ধং দুঃখস্য যৎ কিঞ্চিৎ পুরুষো রজঃ
কামক্রোধোদ্ভবং দুঃখমস্তীরমিবেহ চ ॥ ৪৯
এষ ব্রহ্মপ্রবিষ্টোঽহং শ্রীষ্মে শীতমিব হ্রদম্।
শাম্যামি পরিনির্বামি দুঃখং যস্যেতি কেবলম্ ॥ ৫০
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ৫১

দ্বারা ঐহিক নিত্যকর্ম করিব। নিত্যই সন্তুষ্ট থাকিব। হে কাম! তুমি আমার শত্রু, তোমার আশা আর পূরণ করিব না ॥ ৪৪

আমি নির্বেদ, নিবৃত্তি, তৃপ্তি, শান্তি, ইন্দ্রিয়দমন, ক্ষমা এবং সর্বভূতে দয়ালাভ করিয়াছি জানিও ॥ ৪৫

সুতরাং কাম, লোভ, তৃষ্ণা, কার্পণ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি আমি সন্তুষ্ট-স্বভাবশালী হইয়া (সংসার হইতে) প্রস্থান করিতেছি।

সম্প্রতি কাম ও লোভ ত্যাগ করিয়া আমি সুখলাভ করিয়াছি। আজ আর আমি ধৈর্যহীন বা অজিতেন্দ্রিয় নহি, সুতরাং লোভের বশীভূত হইয়া দুঃখ পাইব না ॥ ৪৭

কামনা যতই ত্যাগ করা যায়, ততই সুখের পূর্ণতা আসে। কামের বশীভূত হইয়া নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় ॥ ৪৮

মানুষ কামনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত যন্ত্রণাময় রজোগুণ ত্যাগ করিবে। দুঃখ, নিরুদ্যমতা, ও অসন্তোষ ইহারা কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৯

গ্রীষ্মকালে লোকে যেমন শীতল হ্রদে অবগাহন করে, সেইরূপ আমি এই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তি ও নির্বাণ লাভ করিয়াছি এখন কেবল আনন্দে আপ্লুত হইতেছি ॥ ৫০

জাগতিক যে কামসুখ রহিয়াছে এবং স্বর্গীয় যে মহাসুখ রহিয়াছে উভয়েই কামনাজাত সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে ॥ ৫১

আত্মনা সপ্তমং কামং হত্বা শত্রুমিবোত্তমম্
প্রাপ্যাবধ্যং ব্রহ্মপুরং রাজেব স্যামহং সুখী ॥ ৫১
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় মন্ধিনির্বেদমাগতঃ
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য প্রাপ্য ব্রহ্ম মহৎ সুখম্ ॥৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মঙ্কিগীতায়াং
সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

হে বিপুর! শত্রুতুল্য কাম মূল লোভের সহিত গণনায় সপ্তম। প্রবল শত্রুর ন্যায় সেই কামকে হত্যা করিয়া অবিনশ্বর ব্রহ্মপুরের অধিকার পূর্বক আমি রাজার ন্যায় সুখী হইব। ৫১

নির্বেদগ্রস্ত মঙ্কি এইরূপ বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্বক সর্বোত্তম ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥৫২

গোবংশ বিনষ্ট হইবার কালে মঙ্কি যুক্তিসহ করিয়াছিলেন তিনি কামনার মূল অবিদ্যাকে ছেদন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই মহাসুখ লাভ করিয়াছিলেন। ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মঙ্কিগীতাবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জনকস্যোক্তিঃ, রাজ্ঞো যযাতেঃ প্রশ্নোত্তররূপেণ বোধ্যগীতাকথনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং বিদেহরাজেন জনকেন প্রশাম্যতা। ১
অনন্তমিব মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন ॥ ২
অত্রৈবোদাহরন্তীমং বোধ্যস্য পদসঞ্চয়ম্
নির্বেদং প্রতি বিস্তীর্ণং তং নিবোধ যুধিষ্ঠির। ৩
বোধ্যং শান্তমৃষিং রাজা নাহুষঃ পর্যপৃচ্ছত:
নির্বেদাচ্ছান্তিমাপন্নং শাস্ত্রপ্রজ্ঞানতর্পিতম্ ॥ ৪
উপদেশং মহাপ্রাজ্ঞ মমস্যোপদিশস্ব মে।
কথং বুদ্ধিঃ সমুদ্যায় শাশ্বতীরসি নির্বৃতঃ। ৫

বোধ্য উবাচ।

উপদেশেন বর্তামি নাহুষাস্মীহ কর্মণা।
লক্ষণং তস্য বক্ষ্যেঽহং তৎ স্বয়ং পরিমৃশ্যতাম্ ॥ ৬
পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গাষেষণো বনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবো মম ॥ ৭

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[জনকের উক্তি এবং রাজা যযাতির প্রশ্নের উত্তরে বোধ্যগীতা।]

ভীষ্ম বলিলেন, এ বিষয়ে শান্তিপ্রাপ্ত বিদেহরাজ জনক কর্তৃক কথিত এই প্রাচীন ইতিহাসও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ১

জনক বলিয়াছিলেন—আমার যেমন অনন্তবিত্ত। অথচ প্রকৃত পক্ষে আমার কিছুই নাই। সমগ্র মিথিলা দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না। ২

এই প্রসঙ্গে বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া বোধ্যনামক মুনির কথিত বাক্যাবলিও উদ্ধৃত হয় যে যুধিষ্ঠির! তাহা শ্রবণ কর। ৩

ঋষি বোধ্য বৈরাগ্য হইতে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রার্থে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভে তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন। সেই শান্তিপ্রাপ্ত বোধ্য ঋষিকে নহুষের পুত্র রাজা যযাতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহাতে শান্তি পাওয়া যায় সেইরূপ উপদেশ করুন কিরূপ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া আপনি শান্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন? ৪-৫

বোধ্য বলিয়াছিলেন, আমি উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকি। স্বয়ং কাহাকেও উপদেশ দিই না। আমি সন্ধান বলিয়া দিতেছি, আপনি তাহা স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন। ৬

পিঙ্গলা বারাঙ্গনা বেশ্যা, কুররপক্ষী, সর্প, অন্বেষণকারী চাতক পক্ষীর অনুসরণ, বাণনির্মাণকারী এবং কুমারী কন্যা এই ছয়টী আমার উপদেষ্টা গুরু। ৭

ভীষ্ম উবাচ।

আশা বলবতী রাজন্ নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশাং নিরাশাং কৃত্বা তু সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা ॥ ৮
সামিষং কুররং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ কুররঃ সুখমেধতে ॥ ৯
গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১০
সুখং জীবন্তি মুনয়ো ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ।
অস্তোষেণৈব কৃতানাং সারঙ্গা ইব পক্ষিণঃ ॥ ১১
ইষুকারো নরঃ কশ্চিদ্বিষাবাসক্তমানসঃ
সমীপেনাপি গচ্ছন্তং রাজানং নাববুদ্ধবান্ ॥ ১২
বহূনাং কলহো নিত্যং দ্বয়োঃ সঙ্গমনং ধ্রুবম্
একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীশঙ্খকো যথা ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নীলকণ্ঠীয়ায়াং
অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আশা অতিশয় বলবতী। নৈরাশ্যই পরম সুখ। পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা আশাকে নিরস্ত করিয়া উপস্থিত আশা ত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিল। ৮

মাংসযুক্তবাহী এক কুরর পক্ষী যাহারা মাংস পায় নাই এইরূপ অন্যান্য পক্ষীদের দ্বারা আহত হইতেছিল। তখন সেই কুরর পক্ষী মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল। ৯

গৃহনির্মাণ দুঃখজনক, কখনও সুখকর নহে
গৃহে প্রবেশ করিয়া সুখে বাস করিতে থাকে। ১০

বাণনির্মাণকারী কোন ব্যক্তি বাণনির্মাণে এমনই একাগ্রমনা ছিল যে, তাহার পাশ দিয়া রাজা সসৈন্যবলে চলিয়া গেলেও সে তাহা জানিতে পারে নাই। ১২

বহু লোক একত্র থাকিলে নিত্যই কলহ হইয়া থাকে। দুইজন থাকিলেও নিশ্চয়ই কথাবার্তা হইবে। আমি কুমারীর হস্তস্থিত শাঁখার মত একাকী বিচরণ করিব। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নীলকণ্ঠীয়া বিবরণ
অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহ্লাদাবধূতয়োঃ সংবাদঃ, আজগরবৃত্তিপ্রশংসা চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেন বৃত্তেন বৃত্তজ্ঞ ভীতশোকশ্চরেন্মহীম্
কিঞ্চ কুর্বন্নরো লোকে প্রাপ্নোতি গতিমুত্তমাম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাজগরস্য চ ॥ ২

চরন্তং ব্রাহ্মণং কঞ্চিৎ কস্মিংশ্চিত্তমনাময়ম্
পপ্রচ্ছ রাজা প্রহ্লাদো বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিসম্মতম্ ॥ ৩

প্রহ্লাদ উবাচ

দক্ষঃ শক্তো মৃদুর্দান্তো নিদ্বিষ্টদ্বেষ্যচন্দ্রসূহৃদ্ধঃ।
সুবাক্ প্রগল্ভো মেধাবী প্রাজ্ঞস্চরসি বালবৎ ॥ ৪

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

[প্রহ্লাদ ও অবধূতের কথা—আজগরবৃত্তির প্রশংসা]

যুধিষ্ঠির বলিলেন হে অচারাভিজ্ঞ! কিরূপ আচরণ দ্বারা মানুষ শোকরহিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারে এবং কিরূপ কর্ম করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে? ১

ভীষ্ম বলিলেন এ বিষয়েও প্রহ্লাদ এবং অজগর-বৃত্তাবলম্বী কোন মুনির কথোপকথনের এই প্রাচীন ইতিহাস মনীষিগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

একদা সুস্থ ও নির্মলচিত্ত পথচারীকে কোন ব্রাহ্মণকে বুদ্ধিমান্ রাজা প্রহ্লাদ আপন বুদ্ধিমত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৩

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি দক্ষ, সমর্থ, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুস্বভাব, অসূয়াবিহীন, চিকীর্ষাযুক্ত, মধুরভাষী, চতুর, মেধাবী এবং বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। আপনি কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না, না পাইলেও অনুশোচনা করেন না। সকলই যেন পরিত্যক্ত হইয়া

নৈব প্রার্থয়সে লাভং নালাভেষ্বনুশোচসি।
নিত্যতৃপ্ত ইব ব্রহ্মন্ ন কিঞ্চিদিব মন্যসে ॥ ৫

শ্রোতসা হ্রিয়মাণাসু প্রজাসু বিমনা ইব
ধর্মকামার্থকার্যেষু ক্লৃপ্তস্ত ইব লক্ষ্যসে ॥ ৬

নানুতিষ্ঠসি ধর্মার্থৌ ন কামে চাপি বর্ততে
ইন্দ্রিয়ার্থানবাপ্যৈব মূকস্করসি সাক্ষিবৎ ॥ ৭

কা নু প্রজ্ঞা শ্রুতং বা কিং বৃত্তির্বা কা নু তে মুনে
ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ শ্রেয়ো যদিহ মন্যসে ॥ ৮

ভীষ্ম উবাচ।

অনুযুক্তঃ স মেধাবী লোকধর্মবিধানবিৎ
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহ্লাদমনপার্থয়া ॥ ৯

পশ্য প্রহ্লাদ ভূতানামুৎপত্তিমনিমিত্ততঃ।
হ্রাসং বৃদ্ধিং বিনাশঞ্চ ন প্রহৃষ্যে ন চ ব্যথে ॥ ১০

স্বভাবাদেব সম্পৃক্তা বর্তমানাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
স্বভাবনিরতাঃ সর্বাঃ পরিতুষ্যেন্ন কেনচিৎ ॥ ১১

পশ্য প্রহ্লাদ সংযোগান্ বিপ্রয়োগপরায়ণান্।
সঙ্কল্পাংশ্চ বিনাশান্তান্ ন ক্বচিদ্ বিদধে মনঃ ॥ ১২

অন্তবন্তি চ ভূতানি শরীরাণি পশ্যতঃ।
উৎপত্তিনিধনজ্ঞস্য কিং কার্যমবশিষ্যতে ॥ ১৩

জলজানামপি হ্যন্তঃ পর্য্যায়েণোপলক্ষয়ে।
মহতামপি কায়ানাং সূক্ষ্মাণাঞ্চ মহোদধৌ ॥ ১৪

জঙ্গম-স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানামসুরাবিপ
পার্থিবানামপি ব্যক্তং মৃত্যুঃ পশ্যামি সর্বশঃ ॥ ১৫

অন্তরিক্ষচরাণাঞ্চ দানবোত্তম পক্ষিণাম্
উত্তিষ্ঠতে যথাকালং মৃত্যুর্বলবতামপি ॥ ১৬

দিবি সঙ্কল্পজানি হ্যুদানি চ মহান্তি চ।
জ্যোতীংষ্যপি যথাকালং পতমানানি লক্ষয়ে ॥ ১৭

ইতি ভূতানি সম্পশ্যন্নুপযুক্তানি মৃত্যুনা।
সর্বসামান্যতো বিদ্বান্ কৃতকৃত্যঃ সুখং স্বপে ॥ ১৮

সুমহান্তমপি ত্রাসং প্রসে লব্ধং যদৃচ্ছয়া।
অহে পুনরভূজানো দিবসানি বহূন্যপি ॥ ১৯

আছেন। কোন বস্তুকেই যেন ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই মনে করেন না ॥ ৪-৫

লোকে যেখানে কামক্রোধাদির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে আপনি সেখানে যেন বিমনা, আপনার যেন মন নাই বলিয়া কোন বস্তু লাভ করিতেছি বলে, অর্থ এবং কাম-সম্বন্ধী সমস্ত বিষয়কে অবজ্ঞা করিয়া বন্ধন-মুক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন ॥ ৬-৭

হে মুনিবর! আপনার কিরূপ জ্ঞান, কিরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন, কি বৃত্তি—তাহা আমাকে বলুন হে ব্রাহ্মণ! আপনি ইহলোকে যাহা শ্রেয়স্কর মনে করেন, তাহাও সত্বর বলুন ॥৮

ভীষ্ম বলিলেন—এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া লৌকিক ও বৈদীয় বিধানজ্ঞ মেধাবী সেই ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকে মধুর ও অর্থপূর্ণ বাক্যে বলিলেন ॥ ৯

হেয় প্রহ্লাদ, কারণবিহীন এক অবিতীয় বস্তু হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং হ্রাস, বৃদ্ধি ও লয় হইতেছে। এজন্য আমি ইহার কোন কিছুতেই হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রাণীদিগের সমস্ত প্রবৃত্তিই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, সকলেই স্বভাবেই নিরত। সুতরাং কোন কিছু যাচা পঞ্চই হইবার হেতু নাই ॥ ১০-১১

হেয় প্রহ্লাদ! সমস্ত সংযোগের অর্থাৎ মিলনের বা প্রাপ্তির পরিণামে বিচ্ছেদ আছে; সকলের পরিণামে ক্ষয় আছে, এজন্য আমি কোন কিছুতেই মনোনিবেশ করি না ॥ ১২

সমস্ত ভূতই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত এবং বিনশ্বর ইহা যিনি জানেন, উৎপত্তি ও বিনাশ সম্পর্কে যাঁহার জ্ঞান আছে, তাহার আর করিবার কি অবশিষ্ট আছে? ১৩

মহাসমুদ্রে জলজাত ছোট বড় সমস্ত শরীরেরই বারংবার বিনাশ দেখিতেছি ॥ ১৪

হে অসুররাজ! জাগতিক স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীরই ব্যক্ত মৃত্যু চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি হে দানবরাজ! আকাশ-বিহারী মহাবলশালী পক্ষিগণকেও যথাকালে পতিত হইতে দেখি ॥ ১৫-১৬

এই প্রকারে সমস্ত ভূতগণকে মৃত্যুযুক্ত দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানে লাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি এবং সকল বস্তুর প্রতি নিস্পৃহতাপন্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছি ॥ ১৮

দৈবক্রমে প্রাপ্ত প্রচুর খাদ্যও খাইয়া থাকি, আবার বহুদিন যাবৎ না খাইয়াও শুইয়া থাকি। আবার কখনও অনেকে প্রচুর উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করায়, আবার কখনও খুব অল্প, কখনও

আসরন্ত্যপি যামন্নঃ পুনর্বহুগুণং বহু।
পুনরন্নং পুনঃস্তোকঃ পুনর্নৈবোপপদ্যতে ॥ ২০
কণং কদাচিৎ খাদামি পিণ্যাকমপি চ ত্রসে।
তক্রেণ শালিমাংসানি ভক্ষাংশ্চোচ্চাবচান্ পুনঃ ॥ ২১
শয়ে কদাচিৎ পর্যঙ্কে ভূমাবপি পুনঃ শয়ে।
প্রাসাদে চাপি যে শয্যা কদাচিদুপপদ্যতে ॥ ২২
ধারয়ামি চ চীরাণি শাণক্ষৌমাজিনানি চ।
মহার্হাণি চ বাসাংসি ধারয়াম্যহমেকদা ॥ ২৩
ন সংনিপত্তিতঃ ধর্ম্যামুপভোগঃ যদৃচ্ছয়া
প্রত্যাচষ্টে ন চাপ্যেনমুরুধ্যে সুহৃদর্জিতম্ ॥ ২৪
অচলমনিধনঃ শিবঃ বিশোকঃ
শুচিমতুলং বিদুষাং মতে প্রবিষ্টম্,
অনভিমতমসেবিতঃ বিমূঢ়ৈ-
র্ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ২৫
অচলিতমতিরচ্যুতঃ স্বধর্মাৎ
পরিমিতসংসরণঃ পরাবরজ্ঞঃ।
বিগতভয়কষায়লোভমোহো
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ২৬
অনিয়তফলভক্ষ্যভোজ্যপেয়ঃ
বিধিপরিণামবিভক্তদেশকালম্।
হৃদয়সুখমসেবিতঃ কদর্যৈ-
র্ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ২৭
ইদমিদমিতি তৃষ্ণয়াভিভূতঃ
জনমনবাপ্নুবনং বিষীদমানম্।
নিপুণমনুবিশম্য তত্ত্ববুদ্ধ্যা
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ২৮
বহুবিধমনুদৃশ্য চার্থহেতোঃ
কৃপণমিহার্যমনার্যমাশ্রয়ন্তম্।
উপশমরুচিরাত্মবান্ প্রশান্তো
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ২৯
সুখমনুখমলাভমর্থলাভঃ
রতিমরতিং মরণঞ্চ জীবিতঞ্চ।
বিধিনিয়তমবেক্ষ্য তত্ত্বতোঽহং
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ৩০

তদপেক্ষাও অল্প ভোজন করায় কখনও বা একেবারেই জোটে না। ১৯-২০

কখনও মুগ বা চাউলের কণা খাইয়া থাকি, কখনও খইল খাই, আবার কখনও শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মাংস এবং চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়াদি নানাবিধ খাদ্য খাইয়া থাকি। ২১

কখনও ভূমিতে শয়ন করি, আবার কখনও কুশেতেই শুইয়া থাকি। কখনও প্রাসাদেও আবার শয়ন ঘটিয়া থাকে। ২২

কখনও বল্কল, কখনও পট্টবস্ত্র, কখনও তন্তুর-পট্ট, কখনও মৃগচর্মাদি পরিধান করি, এক এক সময় বহু মহামূল্য বস্ত্রও পরিয়া থাকি। ২৩

ধর্ম্মানুগত কোন ভোগ্যবস্তু দৈবক্রমে উপস্থিত হইলে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করি না। আবার জোটেই না বলিলেও কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না। ২৪

আমি পবিত্র হইয়া এই অজগর-ব্রতের আচরণ করিতেছি। ইহা অবিকৃত অক্ষয় মহত্ত্বাবহ শোকশূন্য পবিত্র অতুলনীয় বিজ্ঞজনানুগত এবং মূঢ়গণেরই অসেবিত ও অনভিমত। ২৫

উত্তম ও অধম নিশ্চয়ে সমর্থ অভিজ্ঞ—আমি শুদ্ধচিত্তে মতিস্থির পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে নিয়ত থাকিয়া সংসার-বৃত্তি যথা-সংক্ষেপে নির্ব্বাহ করিয়া ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই অজগরোচিত ব্রতের আচরণ করিতেছি। ২৬

যান, ও কাল প্রভৃতির পরিণাম দ্বারা বিভক্ত এবং অনিয়ত ফলভোগী, অনিয়ত প্রাপ্তভোজনে পানাদিবিধিই এই ব্রত নিয়মশীলদিগের হৃদয়ে সুখদান করে না, আমি শুদ্ধচিত্তে সেই আজগর ব্রতের আচরণ করিতেছি। ২৭

আমি যাথার্থ বুদ্ধির দ্বারা নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যাহারা 'ইহা পাইব, ইহা পাইব' এইরূপ প্রাপ্তিতৃষ্ণায় অভিভূত থাকেন, তাঁহারা ঈপ্সিত বস্তু না পাইয়া মনস্তাপে বিষণ্ণ হইয়া কেবলমাত্র বিষাদকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব মূঢ়ের ন্যায় এই পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি শুদ্ধচিত্তে এই আজগর ব্রতের আচরণ করিতেছি। ২৮

আমি বারংবার "অর্থের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট কৃপণের দ্বার হইতে" দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখ হইয়াছি, অতএব আমি এখন আত্মরতি, প্রশান্ত। পবিত্রচিত্তে আমি এই আজগর ব্রতের আচরণ করিতেছি। ২৯

সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, আসক্তি-অনাসক্তি ও জীবন-মরণ এ সমস্তই দৈবাধীন, ইহা যথাযথভাবে জ্ঞাত হইয়া শুদ্ধচিত্তে আমি এই অজগরোচিত ব্রতের আচরণ করিতেছি। ৩০

অপগতভয়রাগমোহদর্পো
ধৃতিমতিবুদ্ধিসমন্বিতঃ প্রশান্তঃ
উপগতফলভোগিনো বিদিত্বা
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ৫১

অনিয়তশয়নাসনঃ প্রকৃত্যা
দমনিয়মব্রতসত্যশৌচযুক্তঃ।
অপগতফলসঞ্চয়ঃ প্রহৃষ্টো
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ৫২

অপগতসুখার্থমীহনার্থৈ-
রুপগতবুদ্ধিরবেক্ষ্য চাত্মসংস্থম্।
তৃষিতমনিয়তং মনো নিয়ন্তুং
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ৫৩

ন হৃদয়মনুরুণদ্ধ্যি বাঙ্মনো বা
প্রিয়সুখদুর্লভতামনিত্যতাঞ্চ।
তদুভয়মুপলক্ষয়ন্নিবাহং
ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥ ৫৪

বহুকবিতমিদং হি বুদ্ধিমদ্ভিঃ
কবিভিরপি প্রথয়দ্ভিরাত্মকীর্তিম্।
ইদমিদমিতি তত্র তত্র হস্ত
স্বপরমতৈর্গহনং প্রতর্কয়দ্ভিঃ ॥ ৫৫

তদিদমনুনিশম্য বিপ্রপাতং
পৃথগভিপন্নমিহাবুধৈর্মনুষ্যৈঃ
অনবসিতমনন্তদোষপারং
নৃষু বিহরামি বিনীতদোষতৃষ্ণঃ ॥ ৫৬

ভীষ্ম উবাচ

অজগরচরিতং ব্রতং মহাত্মা
য ইহ নরোঽনুচরেদ্ বিনীতরাগঃ।
অপগতভয়লোভমোহমন্যুঃ
স খলু সুখী বিচরেদিমং বিহারম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি আজগরপ্রহ্লাদসংবাদে
একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯

(হে প্রহ্লাদ,) আমি দেখিতেছি মানব, কেবলমাত্র পূর্বজন্ম কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে, সেইকারণ অতঃ, বিষয়ানুরাগ মোহ ও দর্প পরিশূন্য হইয়া সর্বতোভাবে ধৈর্যশীল বুদ্ধিকেই আশ্রয় পূর্বক আমি শান্ত চিত্ত হইয়াছি এবং পবিত্র-ভাবে আমি এই ব্রতাচরণ করিতেছি ॥ ৫১

আজ আর আমার শয়ন বা আসনের কোনও নিয়মিত স্থান নাই, শয়ন বা আসনেরও নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতই দম, নিয়মব্রত, সত্য ও শৌচান্বিত। কর্মফলের সঞ্চয় আর নাই। এখন প্রসন্নতালাভ পূর্বক শুদ্ধচিত্তে আমি এই আজগর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ৫২

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরিক্ত স্বর্গাদি ফলসাধনভূত কাম্য বিষয়সমূহ পরিণামে সুখকর নয় জানিয়া যিনি নিবৃত্তচিত্ত, সেই আত্মনিষ্ঠ মহাত্মাকে অবলোকন পূর্বক আমি এখন আশ্বস্ত, তথাপি অনিয়ন্ত্রিত তৃষ্ণাযুক্ত মনকে বশীভূত করিবার জন্য এই আজগরো-চিত ব্রতের আচরণ করিতেছি ॥ ৫৩

বুদ্ধি, বাক্য ও মনকে উপেক্ষা করিয়া বিষয়-সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রিয় সুখের দুর্লভতা ও অনিত্যতা জ্ঞাত হইয়া এই উভয়কেই উপেক্ষা পূর্বক আমি এই আজগরব্রত শুদ্ধচিত্তে আচরণ করিতেছি ॥ ৫৪

স্বকীর্তি-বিস্তারাভিলাষী বিদ্বান্ ও কবিগণ এই আজগর-সম্বন্ধী ব্রত-বিষয়ে বহুপ্রকার বিশ্লেষণ বহুপ্রকার প্রবাদ উপস্থাপিত করিয়া 'এরূপ করা প্রয়োজন, এইরূপ করা উচিত' এইরূপে স্ব-স্ব- মতকে সেই সেই স্থলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥৫৫

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনুষ্যগণ এই অজ্ঞাননাশক অনন্ত দোষ-শূন্য বৃত্তিকে গ্রহণ করিয়া উচ্চ দেশ হইতে পতনের ন্যায় ভয়ঙ্কর মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি দোষ ও তৃষ্ণা পরিহার পূর্বক মনুষ্য-মধ্যে বিচরণ করিতেছি ॥ ৫৬

ভীষ্ম বলিলেন—যে মহাত্মগণ বাক্তি বিষয়ানুরাগকে বশীভূত করিয়া ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধশূন্য হইয়া অজগর-আচরিত এই মহান্ ব্রতের আচরণ করেন, তিনিই সানন্দে ইহ জগতে বিচরণ করেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে আজগর-প্রহ্লাদ-সংবাদে একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সদ্‌বুদ্ধিমাশ্রিত্যাত্মহত্যাদিপাপকর্ম্মতো নিবৃত্তিবিষয়মধিকৃত্য কাশ্যপ-ব্রাহ্মণায় শৃগালরূপিণ ইন্দ্রস্যোপদেশঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বান্ধবাঃ কর্ম্ম বিত্তং বা প্রজ্ঞা বেহ পিতামহ
নরস্য কা প্রতিষ্ঠা স্যাদেতৎ পৃষ্টো বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ভূতানাং প্রজ্ঞা লাভঃ পরো মতঃ
প্রজ্ঞা নিঃশ্রেয়সী লোকে প্রজ্ঞা স্বর্গো মতঃ সতাম্ ॥২
প্রজ্ঞয়া প্রাপিতার্থো হি বলিরৈশ্বর্য্যসংক্ষয়ে।
প্রহ্লাদো নামুচিশ্চৈব তস্যাঃ কিং বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ইন্দ্র-কাশ্যপসংবাদং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৪
বৈশ্যঃ কশ্চিদৃষিসুতং কাশ্যপং সংশিতব্রতম্
রথেন পাতয়ামাস শ্রীমান্ বৃত্তস্থপক্ষিণম্ ॥ ৫

আর্ত্তঃ স পতিতঃ ক্রুদ্ধস্তাক্ত্বাঽঽত্মানমথাব্রবীৎ।
নিরিন্ধনায়াধনস্যেহ জীবিতার্থো ন বিদ্যতে ॥ ৬
তথা মুমূর্ষুমাসীনমকৃতপ্রমচেতসম্।
ইন্দ্রঃ শৃগালরূপেণ বভাষে লুব্ধমানসম্ ॥ ৭
বহুস্বযোনিষিদ্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বশঃ
বহুত্বে চ বিপ্রত্বং সর্ব এবাভিনন্দতি ॥ ৮
বহুত্বে ব্রাহ্মণশ্চাসি শ্রোত্রিয়শ্চাসি কাশ্যপ।
মুহূর্ত্তমিব বাপোহ্য দোষান্মর্ত্তুমর্হসি ॥ ৯
সর্বে লাভাঃ সান্ত্বিমানা ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
সন্তোষণীয়রূপোঽসি লোভাদ্ যদভিমন্যসে ॥ ১০
অহো সিদ্ধার্থতা তেষাং যেষাং সন্তীহ পাণয়ঃ।
অতীব স্পৃহয়ে তেষাং যেষাং সন্তীহ পাণয়ঃ ॥ ১১

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়

[সদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া আত্মহত্যাদি পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হওয়া বিষয়ে কাশ্যপব্রাহ্মণের প্রতি শৃগালরূপী ইন্দ্রের উপদেশ]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনি আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলুন, বন্ধুজন (আত্মবান্ধব পিতৃবান্ধব, মাতৃবান্ধব, উৎসব-ব্যসনাদি স্থলে সমাগত বান্ধব), কর্ম্ম, অর্থ সম্পত্তি ও বুদ্ধি ইহাদের মধ্যে কোনটি মানবের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্থল ও প্রতিষ্ঠার কারণ? ১

ভীষ্ম বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির! প্রাণিগণে বুদ্ধিই প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ লাভ, বুদ্ধিই মোক্ষ, বুদ্ধিই স্বর্গ ॥২

বুদ্ধিই অর্থাৎ প্রজ্ঞা জানই ঐশ্বর্য্যক্ষয়েতেও বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি যদি প্রভৃতি মহাত্মাকে প্রাপ্তির বিষয় জ্ঞান পূর্ব্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন, অতএব প্রজ্ঞা হইতে শ্রেষ্ঠ কি হইতে পারে? ৩

হে যুধিষ্ঠির! মনিষী পুরুষগণ এবিষয়ে ইন্দ্র ও কাশ্যপের পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ উপন্যাসিত করেন, তুমি অবহিতচিত্ত উহা শ্রবণ কর। ৪

পক্ষিত ধনাঢ্য কোনও বৈশ্য সম্যক্ আশ্রিত ব্রত অর্থাৎ ধর্ম্মির ব্রতাবলম্বী তপস্বী কাশ্যপকে রথাঘাতে পাতিত করিলেন। ৫

অনন্তর পতিত সেই কাশ্যপ আঘাতজনিত পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং আশ্রমচিত ব্রত ত্যাগ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ইন্ধনশূন্যে নির্ধনের বাঁচিয়া থাকার কোনই অর্থ হয় না অতএব আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ৬

অনন্তর মরণেচ্ছু উপবিষ্ট তিনি অত্যন্ত হীনমনা হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলে শৃগালরূপী ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন। ৭

হে বিপ্র! সমস্ত প্রাণী সর্ব্বপ্রকারে বহুত্বজন্মলাভ করিতে ইচ্ছা করে। আবার বহুত্ব জন্মের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বকে সকলেই অভিনন্দন করেন। ৮

হে কাশ্যপ! আপনি বহুত্ব হইয়া বিপ্রকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং আপনি বেদজ্ঞ। এইরূপ মুহূর্ত্ত কাল লাভ করিয়া মোহোৎপাদনহেতু মৃত্যুকে বরণ করা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। ৯

সমস্ত লাভই অভিমানযুক্ত (ফলপ্রাপ্তিই অহঙ্কারের বীজ) ইহা অযথার্থ বেদবাণী। তুমি সন্তোষণীয়রূপ (অর্থাৎ আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখাই তোমার কর্ম্ম, দুঃখোদ্বিগ্নতা বা সুখস্পৃহা তোমার কর্ম্ম নয়)। অতএব লোভবশতঃ তুমি নিজেকে অবমাননা করিতেছ। ১০

আহা!! তাঁহারাই সিদ্ধকাম (সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন) ইহ জগতে যাঁহাদের হস্ত আছে (এস্থলে ইন্দ্র শৃগালরূপী চতুষ্পদবিশিষ্ট জীব, তাঁহার হস্ত নাই, তাই তিনি বলিতেছেন যাঁহাদের হস্ত আছে,) আমি তাঁহাদের অত্যন্ত স্পৃহা করি। ১১

পাণিমন্ত্রাঃ স্পৃহাস্মাকং যথা তব ধনস্য বৈ
ন পাণিলাভাদধিকো লাভঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥ ১১
অপাণিত্বাদ্ ব্রুবং ব্রহ্মন্ কণ্টকং নোদ্ধরামহে
ক্ষন্তুমুচ্চাবচান্ হন্তে দশতো ন দয়াম বা ॥ ১২
অথ যেষাং পুনঃ পাণী দেহরন্ধ্রৌ দশাঙ্গুলী :
উদ্ধরন্তি ক্রমীনঙ্গাদ্ দশতো নিকষন্তি চ ॥ ১৩
বর্ষাতিঘাতপানাচ্চ পরিত্রাণানি কুর্বতে ।
চৈলমন্ত্রাঃ সুখং শয্যাং নিবাতং চোপভুঞ্জতে ॥ ১৪
অধিষ্ঠায় চ গাং লোকে ভুঞ্জতে বাহয়ন্তি চ
উপায়ৈর্বহুভিশ্চৈব বশ্যামাত্মনি কুর্বতে ॥ ১৬
যে ত্বন্যে ভিক্ষবঃ কৃপণা অল্পপ্রাণা অপাণয়ঃ
সহন্তে তানি দুঃখানি দিষ্ট্যা ত্বং ন তথা মুনে ॥ ১৭
দিষ্ট্যা ত্বং ন শৃগালো বৈ ন কৃমির্ন চ মূষকঃ ।
ন সর্পো ন চ মণ্ডূকো ন চান্যঃ পাপযোনিজঃ ॥ ১৮

তোমার যেমন অত্যন্ত ধনাকাঙ্ক্ষা, আমারও সেইরূপ হস্তাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। পাণি লাভ হইতে অধিক কোনও লাভ নাই ॥ ১১

হে ব্রাহ্মণ! আমার হস্ত নাই, সেইজন্য কাঁটা তুলিতে পারি না এবং নানাবিধ কীটাদি অন্ন ভক্ষণ করিলে তাহাদের দূর করিতে পারিনা ॥ ১২

আরও যাঁহাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলিবিশিষ্ট পাণিদ্বয় বিদ্যমান, তাঁহারা দেহ হইতে কীটাদি অনায়াসে করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৩

বর্ষা, শীত ও আতপ (উত্তাপ) হইতে নিজেকে রক্ষা করেন বস্ত্র, অন্ন, সুখ, শয্যা ও বায়ুকে উপভোগ করেন ॥ ১৪

ইহ জগতে যত্নবানগণ পৃথিবীর (রাজ্যের) অধীশ্বর হইয়া বহুবিধ ভোগ সাধন করেন। বলীবর্দাদিতে উঠিয়া বাহনীয় বস্তু বহন করাইয়া থাকেন ও বহুপ্রকার চেষ্টার দ্বারা সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকেন ॥ ১৬

হে কাশ্যপ! কৃমীকীটাদি বিষ্ঠাভোজী প্রাণিগণ, বিষ্ঠাদি নিম্নমুখ প্রাণিগণ, পীপিলিকাদি অল্পপ্রাণ প্রাণিগণ গবাদি অন্যান্য প্রাণিগণ উপর্যুক্ত ক্লেশসমূহ সহ্য করিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া থাকে। হে মুনে! ভাগ্যবশতঃ তুমি ত সেইরূপ নও? ১৭

সৌভাগ্যবশতঃ তুমি শৃগাল নও, কৃমিকীটাদি নও, ইন্দুর নও সর্প নও, ভেক (ব্যাঙ) নও, অন্য যমকাদি পাপযোনিজাতও নও ॥ ১৮

এতাবতাপি লাভেন তোষ্টুমর্হসি কাশ্যপ
কিং পুনর্যোঽসি সত্ত্বানাং সর্বেষাং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ১৯
ইমে মাং কৃময়োঽদন্তি যেষামুদ্ধরণায় বৈ ।
নাস্তি শক্তিরপাণিত্বাৎ পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥ ২০
অকার্যমিতি চৈবেমং নাত্মানং সন্ত্যজাম্যহম্
নাতঃ পাপীয়সীং যোনিং পতেয়মপরামিতি ॥ ২১
মধ্যে বৈ পাপযোনীনাং শ্বগাদীনাং যামহং গতঃ
পাপীয়সো বহুতরা হতোঽন্যাঃ পাপযোনয়ঃ ॥ ২২
জাত্যৈবৈকে সুখিতরাঃ সত্ত্বাস্তে দুঃখভাগিনঃ ।
নৈকান্তঃ সুখমেবেহ ক্বচিৎ পশ্যামি কস্যচিৎ ॥ ২৩
মনুষ্যা জাতাতাঃ প্রাপ্য রাজ্যমিচ্ছন্ত্যনন্তরম্
রাজ্যাদ্ দেবত্বমিচ্ছন্তি দেবত্বাদিন্দ্রতামপি ॥ ২৪
ভবেত্বং যদ্যপি ত্বাঢ্যো ন রাজা ন চ দৈবতম্
দেবত্বং প্রাপ্য চেন্দ্রত্বং নৈব তুষ্যেস্তথা সতি ॥ ২৫

হে কাশ্যপ! এতদ্বিধ বহুপ্রকার লাভের দ্বারাই তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত অধিক কি বলিব তুমি সমস্ত প্রাণিদের মধ্যে উত্তম ব্রাহ্মণরূপে বিরাজ করিতেছ ॥ ১৯

এই কীটাদি আমাকে ভক্ষণ করিতেছে), যাহাদের উদ্ধার করিবার কোনও শক্তি আমার নাই, যেহেতু আমার হস্ত নাই। আমার এই দুরবস্থা দেখ ॥ ২০

তথাপি আত্মহত্যা মহাপাপ ইহা বিবেচনাপূর্বক এখনও দেহত্যাগ করি নাই, ইহা হইতে অধিক পাপবিশিষ্ট যোনিতে অর্থাৎ নিম্নই যোনিতে আর পতিত হইতে ইচ্ছা করি না ॥ ২১

আমি শৃগাল হইয়া পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও আমা হইতে নিকৃষ্ট পাপীয়সী যোনিতে অনেকেই আছেন। আমি তাদৃশ নই, ইহাই আমার সুখ ॥ ২২

কেহ কেহ জন্মের দ্বারাই অত্যন্ত সুখী, যেমন দেবাদি; আবার কেহ জন্মের দ্বারাই অত্যন্ত দুঃখী, যেমন মনুষ্যাদি; ইহ জগতে কাহারও ঐকান্তিক সুখ কখনও দেখিনা ॥ নিয়তিরই ইহাই কারণ।) ॥ ২৩

মনুষ্যগণ জন্মলাভ করিয়া রাজ্যাভিলাষী হন, পুনঃ রাজা হইতে, দেবতা হইতে ইন্দ্রত্ব লাভে ইচ্ছুক হন। (মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি আর হয় না।) ॥ ২৪

তুমি যদি ধনী হও, তখন রাজা বা দেবতা হইতেছ না। যদি বা দেবতা হও অথবা ইন্দ্রত্বও লাভ কর, তাহা হইলেও তুমি

ন তৃপ্তিঃ প্রিয়লাভেঽস্তি তৃষ্ণা নাম্নঃ প্রশাম্যতি
সম্প্রজ্বলতি সা ভূয়ঃ সমিদ্ধিরিব পাবকঃ ॥ ২৬
অস্তোব ত্বয়ি শোকোঽপি হর্ষশ্চাপি তথা ত্বয়ি
সুখ-দুঃখে তথা ভোক্তে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৭
পরিচ্ছিত্তৈব কামানাং সর্বেষাং চৈব কর্মণাম্
মূলং বৃদ্ধিস্ত্রীণ্যাহুঃ শকৃন্ত্রানিব পঞ্চরে ॥ ২৮
ন দ্বিতীয়স্য শিবসংস্কেদনং বিদ্যতে কচিৎ
ন চ পাণেস্তৃতীয়স্য যন্নাস্তি ন ততো ভয়ম্ ॥ ২৯
ন স্বপ্নপারসঙ্কল্পঃ কামঃ কস্যন জায়তে
সংস্পর্শাদ্ দর্শনাদ্ বাপি শ্রবণাদ্ বাপি জায়তে
ন ত্বং স্বপ্নসি বাহুণ্যা লট্‌বাকানাঞ্চ পক্ষিণাম্
তাভ্যাঃ চাত্যধিকো ভক্ষ্যো
ন কশ্চিদ্ বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৩১

যানি চান্যানি ভূতেষু ভক্ষ্যভোজ্যানি কস্যচিৎ ।
যেষামভুক্তপূর্বাণি তেষাংস্তৃপ্তিরেব তে ॥ ৩২
অপ্রাশনমসংস্পর্শমদর্শনমেব চ
পুরুষস্যৈষ নিয়মো যস্তে শ্রেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
পাণিমন্তো বলবন্তো ধনবন্তো ন সংশয়ঃ
মনুষ্যা মানুষৈরেব দাসত্বমুপপাদিতাঃ ॥৩৪
বধবন্ধপরিক্লেশৈঃ ক্লিশ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ
তে বধ্যন্তি রুধ্যন্তে চ মোদন্তে চ হসন্তি চ ॥ ৩৫
অপরে বাহুবলিনঃ কৃতবিদ্যা ধনস্বিনঃ
জুগুপ্সিতাঞ্চ কৃপণাং পাপবৃত্তিমুপাসতে ॥ ৩৬
উৎসহন্তে চ তে বৃত্তিমন্যায়প্যুপসেবিতুম্ ।
স্বকর্মণা তু নিয়তাঃ ভবিতব্যাঃ তু তৎ তথা ॥ ৩৭

সন্তুষ্ট হইবে না (কারণোপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না) ॥ ২৪

জলপানেই যদি তৃষ্ণা নিবারিত হইত, তাহা হইলে প্রাণিগণ একবার জলপান করিলেই শান্তি পাইত, কিন্তু তাহা যেমন হয় না, সেইরূপ প্রিয়বস্তুর লাভেও তৃষ্ণা (তৃপ্তির মনের ইচ্ছা) দূর হয় না (তখন অন্য প্রিয় বস্তুর প্রতি মন প্রধাবিত হইতে থাকে) কাষ্ঠ যখনও অগ্নির তৃষ্ণা দূর করিতে পারে না, সে কাষ্ঠ সংযোগে যেমন আরও প্রজ্বলিত হয়। সেইরূপ প্রিয়বস্তু লাভেও কামনা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে ॥ ২৫

তোমার মধ্যে (নির্ধনত্বাদেতু) শোক আছে, আবার তোমাতেই (ব্রাহ্মণত্বাদেতু) আনন্দও আছে। দুঃখ ও সুখ উভয়ই বিদ্যমান এখানে, সুতরাং বিলাপের কারণ কি (আনন্দের দ্বারা দুঃখকে ধ্বংস করিতে পার) ? ২৭

সমস্ত কামনা ও সুখের মূল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহকে পক্ষীর ন্যায় দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া (রাখে যে মানব) ॥ ২৮

দ্বিতীয় বস্তুকের যেমন ছেদনভীতি নাই, তৃতীয় হস্তের যেমন খণ্ডনভীতি নাই (কারণ দ্বিতীয় হস্তক বা তৃতীয় হস্তই নাই) সেইরূপ যাহা নাই তাহা হইতে ভয় কোথায় ? অর্থাৎ নিষ্কণ্টক হইলে ভয় নাই ॥ ২৯

যিনি স্বপ্নজ্ঞ, তাঁহার কামনা হইবে না ; অর্থাৎ তুমি যাহা জান না, তাহাতে তোমার কামনা জন্মিবে না। সম্যক্‌রূপে স্পর্শের দ্বারা দর্শনের দ্বারা ও শ্রবণের দ্বারাই কামনার জন্মলাভ হয় ॥ ৩০

তুমি বাহ্লী-মন্থেঃ ও কুহুট পক্ষীর (মুরগীর) স্মরণ কর না অর্থাৎ মদ ও মুরগী খাও না (যেহেতু তুমি ব্রাহ্মণ), কিন্তু এতদুভয় হইতে শ্রেষ্ঠ খাদ্য আর কিছুই নাই ॥ ৩১

হে ব্রাহ্মণ ! প্রাণিগণের জন্য যে সকল ভক্ষ্যভোজ্য বস্তু আছে যাহাদের ভক্ষণ ইতঃপূর্বে তোমার হয় নাই, তোমার তৃপ্তিলাভে তাহারা উদ্বিগ্ন হয় না ॥ ৩২

অতএব, সংস্পর্শাভাব ও সম্যক্‌দর্শনাভাবকেই অবলম্বন করা পুরুষের নিয়ম। এই নিয়মকেই আমি মঙ্গলপ্রদ মনে করি কারণ তাহাতে কামনা জন্মে না ॥ ৩৩

ধনবান্, বলবান্ ও হস্তযুক্ত মানুষের মধ্যে এগুলি নিয়মভেদে দেখা যায়, আবার মানুষের দ্বারাই তাঁহারা দাসত্ব করাইয়া থাকেন ইহাও দেখা যায়। অতএব সুখ দুঃখ দৈবাধীন ॥ ৩৪

বধবন্ধনাদি ক্লেশের দ্বারা মানবগণ পুনঃ পুনঃ কষ্ট পাইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারাও স্ত্রীসম্ভোগোপভোগ করেন, আনন্দিত হইয়া থাকেন, আবার হাসেও করেন (তাঁহারা আত্মহত্যায় উদ্যত হন না) ॥ ৩৫

এবার অন্যে বাহুবলে বলীয়ান্, বিদ্বান্ ও ধনবী মানবকুল অতিনিন্দিত কৃপণ পাপবৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেছেন ॥ ৩৬

তাহারা সেইরূপ বৃত্তিকে অবলম্বন করিতে উৎসাহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বকীয় কর্ম-দ্বারাই তাহারা নিয়ন্ত্রিত। ভবিতব্যতা সেইভাবেই হইয়া থাকে ॥ ৩৭

ন পুষ্কলো ন চাণ্ডাল আত্মানং ত্যক্তুমিচ্ছতি।
তয়া তুষ্টঃ স্বয়া যোক্ত্যা মায়াঃ পশ্যস্ব যাদৃশীম্ ॥ ৫৮
দৃষ্ট্বা কৃমীন্ পঙ্কতলান্ মনুষ্যানামমাংসিনঃ
সুসম্পূর্ণঃ স্বয়া যোক্ত্যা লব্ধ্বালাভোঽসি কাশ্যপ ॥ ৫৯
যদি ব্রাহ্মণ দেহস্তে নিরাতঙ্কো নিরাময়ঃ।
অঙ্গানি চ সমগ্রাণি ন চ লোকেষু বিক্রুতঃ ॥ ৬০
ন কেনচিৎ প্রবাদেন সত্যোনৈবাপহারিণা।
ধর্মাদ্যোত্তিষ্ঠ বিপ্রর্ষে নাত্মানং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ৬১
যদি ব্রহ্মন্ শ্রুণোষ্যেতচ্ছ্রদ্দধাসি চ মে বচঃ
বেদোক্তস্যৈষ ধর্মস্য ফলং মুখ্যমবাপ্স্যসি ॥ ৬২
স্বাধ্যায়মগ্নিসংস্কারমপ্রমত্তোঽনুপালয়
সত্যং দমশ্চ দানঞ্চ স্থবিষ্ঠা যা চ কেনচিৎ ॥ ৬৩
যে কেচন স্বধ্যয়নাঃ প্রাপ্তা যজন-যাজনম্
কথং তে চানুশোচেয়ুর্যাতেষুর্বাপ্যশোভনম্
ইচ্ছন্তস্তে বিহারায় সুখং মহদবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬৪

উত্তে জাতাঃ সুনক্ষত্রে সুতিথৌ সুমুহূর্তজাঃ।
যজ্ঞদানপ্রজেহায়াঃ সততং শক্তিপূর্বকম্ ॥ ৬৫
নক্ষত্রেষ্বাসুরেষ্বন্তে দুষ্টিথৌ দুর্মুহূর্তজাঃ।
সম্পন্নস্যাসুরীং যোনিং যজ্ঞপ্রসববর্জিতাঃ ॥ ৬৬
অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥ ৬৭
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ
আক্রোষ্টা চাক্ষিপ্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥ ৬৮
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেহ ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥ ৬৯
অপি জাতু তথা তস্মাদহোরাত্রশতৈরপি।
যদহং মানুষীং যোনিং শৃগালঃ প্রাপ্নুয়াং পুনঃ ॥ ৭০
সন্তুষ্টশ্চাপ্রমত্তশ্চ যজ্ঞদানতপোরতিঃ
জ্ঞেয়জ্ঞাতা ভবেয়ং বৈ বর্জাবর্জবিত্তা তথা ॥ ৭১

উত্তম নক্ষত্রে, উত্তম তিথিতে ও উত্তম মুহূর্তে যাহারা জন্মলাভ করেন, তাঁহারা যজ্ঞ, দান ও সদাচারাদি উৎপাদনে যথাশক্তি চেষ্টা করেন। ৬৫

অন্যেরা অশুভ প্রভৃতি আসুর নক্ষত্রজাত হইয়া, চতুর্থাদি দুষ্ট তিথিজাত হইয়া, ত্রয়োদশ্যাদি দুষ্ট মুহূর্তে জাত হইয়া পুনঃ আসুরী-যোনিতেই পতিত হয় এবং যজ্ঞাদি ও পুত্রাদি বর্জিত হয়। ৬৬

আমি ছিলাম নিকৃষ্ট পণ্ডিত, হেতুবাদী, বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতাম নিরর্থক তর্ক বিদ্যায় আসক্ত ছিলাম। ৬৭

হেতুবাদ বলিতাম, সভাতেও বলিতাম, হেতুযুক্ত বাক্যের অভিবক্তা ছিলাম, বেদবাক্যে দ্বিজগণকে আক্রমণ পূর্বক বলিতাম। ৬৮

আমি ছিলাম নাস্তিক, সন্দেহযুক্ত, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী, হে ব্রাহ্মণ! আমার শৃগাল জন্ম তাহারই ফল। ৬৯

জানিনা, কতকাল পরে আবার আমি শৃগাল-যোনি ত্যাগ করিয়া মানুষ হইব? ৭০

যদি মানুষ হই, তাহা হইলেও সন্তুষ্ট থাকিব, বেদোক্ত কর্মাচরণ নিয়ত হইতে পারিব, যজ্ঞ-দানাদি করিতে পারিব, বেদবোধিত অনিষ্ট পরিত্যাগে যত্নবান্ হইতে পারিব কি? ৭১

ততঃ স মুনিরুত্থায় কাশ্যপস্তমুবাচ হ।
অহো বতাসি কুশলো বুদ্ধিমাংশ্চেতি বিস্মিতঃ ॥ ৫১
সমবৈক্ষত তং বিপ্রো জ্ঞানদীর্ঘেণ চক্ষুষা।
যদধর্ম চৈনং দেবানাং দেবমিন্দ্রং শচীপতিম্ ॥ ৫৫

ততঃ সম্পূজ্যমান কাশ্যপো হরিবাহনম্।
অনুজ্ঞাতস্তু তেনাথ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শৃগালকাশ্যপসংবাদে
অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮০

অনন্তর সেই কাশ্যপ মুনি উত্থিত হইয়া শৃগালকে বলিলেন, আশ্চর্য! তুমি কর্মকুশল ও বুদ্ধিমান্ তোমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ৫২

পুনঃ ব্রাহ্মণ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা শৃগালকে শচীপতি ইন্দ্র বলিয়া দেখিলেন। ৫৩

অনন্তর তিনি ইন্দ্রের পূজা পূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন। ৫৪

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শৃগাল ও কাশ্যপ সংবাদ-বিষয়ক অশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুভাশুভকর্মণাং ফলং কর্ত্রাবশ্যং ভোক্তব্যমিতি প্রতিপাদনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যজন্তি দত্তমিষ্টিং বা তপস্তপ্তং তথৈব চ।
শ্রুতানাং বাপি শুশ্রূষা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

আত্মনানর্থযুক্তেন পাপে নিবিশতে মনঃ
স্বকর্মফলমুদ্বং কৃত্বা কৃচ্ছ্রে লোকে বিষীদতে ॥ ২
দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ ভয়ম্।
মৃত্যোর্মৃত্যুঃ যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৩

উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্দধানাস্তু দান্তাশ্চ ধন্যাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ ॥ ৪
ব্যালকুঞ্জরদুর্গেষু সর্পচোরবলেষু চ।
হস্ত্যারোহেণ গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ কিমতঃ পরম্ ॥ ৫
প্রিয়দ্বেষাভিধেয়াশ্চ বদান্যাঃ প্রিয়দাতবঃ।
ক্ষেমমার্গস্থিতাঃ মার্গমাস্থিতা হস্তদক্ষিণম্ ॥ ৬
পুলাকো ইব ধান্যেষু পুত্তিকা ইব পক্ষিষু
তাদৃশাস্তে মনুষ্যাণাং যেষাং ধর্মো ন কারণম্ ॥ ৭

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

[শুভাশুভ কর্মসমূহের ফল কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে—ইহা নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে পিতামহ! দান, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, তপস্যা এবং গুরুশুশ্রূষা যদি থাকে অর্থাৎ ইহলোকে উক্ত কর্মফলের পুণ্যফল যদি থাকে, তাহা হইলে আমাকে তাহা বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—কাম-ক্রোধাদি অনর্থ-সমন্বিত বুদ্ধির দ্বারা মন পাপ কর্মে (পরস্ত্রী-সংসর্গাদি) প্রবেশ করে। মনের নিজ কর্মের দ্বারাই পাপাচরণ করিয়া দুঃখভাগী হইয়া থাকে। ২

এবম্ভূত পাপাচারী পুণ্যহীনগণ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষকে অধিক কষ্ট হইতে অধিক কষ্টকে, ভয় হইতে অধিক ভয়কে এবং মৃত্যু হইতে অধিক মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মরণ যন্ত্রণা অনুভব করে। ৩

আর যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রবাক্যানুগামী এবং নিয়ত শুভ কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধনাঢ্য হইয়া উৎসবাদি হইতে উৎসব, স্বর্গাদিক স্বর্গ এবং সুখ হইতেও অত্যন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ৪

নাস্তিকগণ সুশিক্ষিত হস্তে দুর্গম বনে বিতাড়িত হয়, যেখানে দুষ্ট হস্তী, সর্প ও চোরগণ বিচরণ করে। এইরূপ স্থানে যাতায়ত ভোগ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাদের প্রতি আর কি হইতে পারে? ৫

যাঁহাদের দেয়কার্য ও অভিধেয়কর্তা প্রিয়, যাঁহারা বদান্য অর্থাৎ দানেই আনন্দ লাভ করেন এবং সাধুগণ যাঁহাদের প্রিয়, তাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বকীয় দক্ষিণ হস্তের ন্যায় মঙ্গলজনক প্রশস্তচিত্ত যোগিগণের মুক্তিপথে উঠিয়া থাকেন। ৬

তুষ যেমন ধান্যের মধ্যে গণ্য হয় না, মশক যেমন পক্ষিদের

সুচীর্ণমপি যাবন্তং বিধানমনুধাবতি
শেতে সহ শয়ানেন যেন যেন যথা কৃতম্ ॥ ৮
উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি
করোতি কুর্বতঃ কর্ম ছায়েবানুবিধীয়তে ॥ ৯
যেন যেন যথা যদ্ যৎ পুরা কর্ম সমীহিতম্
তত্তদেকতরো ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনা ॥ ১০
স্বকর্মফলনিক্ষেপং বিধানেনাভিরক্ষিতম্
ভূতগ্রামমিমং কালঃ সমন্তাৎ পরিকর্ষতি ॥ ১১
অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
স্বং কালং নাতিবর্তন্তে তথা কর্ম পুরা কৃতম্ ॥ ১২
সম্মানঞ্চাবমানঞ্চ লাভালাভৌ ক্ষয়োদয়ৌ
প্রযুক্তা বিনিবর্তন্তে বিধানান্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩
আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখম্ ।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুজ্যতে পৌর্বদেহিকম্ ১৪

বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যৎ করোতি শুভাশুভম্ ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎ ফলং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৫
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্
তথা পূর্বকৃতং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১৬
সমুদ্যমগ্রতো বস্ত্রং পশ্চাদ্ধ্যাতি কর্মণা ।
উপবাসৈঃ প্রতপ্তানাং দীর্ঘং সুখমনন্তকম্ ॥ ১৭
দীর্ঘকালেন তপসা সেধিতেন তপোবনে ।
ধর্মনির্ধূতপাপানাং সম্পদ্যন্তে মনোরথাঃ ॥ ১৮
শকুনানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে ।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ ॥ ১৯
অলমন্যৈরুপালম্ভৈঃ কীর্তিতৈশ্চ ব্যতিক্রমৈঃ ।
পেশলং চানুরূপঞ্চ কর্তব্যং হিতমাত্মনঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি
একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮১

যথো গণ্য হয় না, সেইরূপ যত্ন যাহাদের সকল কর্মের মূল কারণ বলিয়া গৃহীত হয় না, তাহারা যত্নফলগণের মধ্যে গণ্য হয় না । ৭

যে যে ব্যক্তির দ্বারা সেইরূপ কর্ম কৃত হইয়াছে, সেই প্রাক্তন কর্ম, অভিমুখ দৌড়াইলেও সেই সেই ব্যক্তিকে অনুধাবন করিয়া থাকে এবং তাহারা শয়ন করিলে কর্মও তাহাদের সহিত শায়িত হয় । ৮

সেইরূপ সেই প্রাক্তন কর্ম দণ্ডায়মান ব্যক্তির নিকট দণ্ডায়মান থাকে, চলিলে চলিতে থাকে, কার্য করিলে সেও কার্য করে, কর্মের নিকট কর্ম ছায়ার ন্যায় থাকিবে ইহাই বিধাতার বিধান । ৯

যে যে ব্যক্তির দ্বারা যেমন প্রকারে যাহা যাহা কর্ম পূর্ব জন্মে চেষ্টার দ্বারা আচরিত হইয়াছিল, মানব সেই সেই আত্মচরিত কর্মফলকে নিত্যই ভোগ করে । ১০

কাল নিজ নিজ "শুভাশুভ" কর্মফলকে প্রাণিসমূহের উপর নিক্ষেপ করিয়া এবং প্রাক্তন কর্মের দ্বারাই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া সমস্ত দিকে তাহাদের পরিচালিত করিয়া থাকেন । ১১

কাহা কর্তৃক প্রেরিত না হইয়াও যেমন পুষ্প ও ফলসমূহ পরিণতির জন্য নিজ কালকে অতিক্রম করে না, সেইরূপ পূর্ব জন্মকৃত কর্ম নিজ ফলোৎপত্তি কালকে অতিক্রম করে না । ১২

সম্মান, অপমান, লাভ, ক্ষতি, অবনতি ও উন্নতি এই সকল পুরাকৃত কর্মানুসারে বার বার একরূপে উদিত হয় এবং নিবৃত্ত হয় । ১৩

পূর্বজন্মের আত্মকৃত সুখ ও দুঃখকে ইহজন্মে প্রাণিগণ নাড়ীগত হইতেই ভোগ করিতে থাকে । ১৪

বাল্যাবস্থায়, যৌবনে ও বৃদ্ধকালে কৃতগণ যে শুভাশুভ কর্মানুষ্ঠান করেন, পরজন্মে সেই সেই অবস্থায় সেই শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন । ১৫

যেমন হাজার হাজার গাভীর মধ্য হইতে বাছুর নিজের মাকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ পূর্বজন্মকৃত কর্ম স্বীয় কর্তাকেই প্রাপ্ত হয় । ১৬

যেমন প্রথমে যুপাদিদ্বারা বস্ত্র মলিন হয়, পরে ধৌত করিলে আবার স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ পাপাচরণের দ্বারা নিকৃষ্ট হইলেও পুনঃ ধর্মাচরণের দ্বারা সদ্গতি লাভ পূর্বক দীর্ঘকাল অনন্ত সুখলাভের অধিকার মানবকুল লাভ করে । ১৭

তপোবনে দীর্ঘকাল তপস্যানুষ্ঠানের দ্বারা কর্মানুষ্ঠান-জনিত পাপমুক্ত হইয়া মানবগণ মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন । ১৮

(এই শ্লোকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ যে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে সমর্থ হন তাহাই বলিতেছেন ।)

আকাশে যেমন বিহঙ্গকুলের এবং জলে যেমন মৎস্যগণের অবস্থিতি জানা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞদিগের গতি নিরূপণ করা যায় না । ১৯

অন্য তিরস্কারের প্রয়োজন নাই এবং শাস্ত্র-কথিত কর্তব্য অতিক্রমের কথাও পাপীদের বলিবার দরকার হয় না, মানবগণের নিপুণভাবে শাস্ত্রনিরূপিত কর্ম দ্বারাই স্বীয় মঙ্গলসাধন করিবে । ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগু-ভরদ্বাজয়োঃ সংবাদে জগত উৎপত্তিঃ, বিভিন্ন-তত্ত্বানাঞ্চ বর্ণনম্।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কুতঃ সৃষ্টমিদং বিশ্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্
প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

সসাগরঃ সগগনঃ সশৈলঃ সবলাহকঃ।
সভূমিঃ সাগ্নিপবনো লোকোঽয়ং কেন নির্মিতঃ ॥ ২

কথং সৃষ্টানি ভূতানি কথং বর্ণবিভক্তয়ঃ
শৌচাশৌচঞ্চ কথং তেষাং ধর্মাধর্মবিধিঃ কথম্ ॥ ৩

কীদৃশো জীবতাং জীবঃ ক বা গচ্ছন্তি যে মৃতাঃ।
পরলোকমিমং চাপি সর্বং শংসিতুমর্হসি ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ভৃগুণাভিহিতং শাস্ত্রং ভরদ্বাজায় পৃচ্ছতে ॥ ৫

কৈলাসশিখরে দৃষ্ট্বা দীপ্যমানং মহৌজসম্।
ভৃগুং মহর্ষিমাসীনং ভরদ্বাজোঽথপৃচ্ছত ॥ ৬

সসাগরঃ সগগনঃ সশৈলঃ সবলাহকঃ।
সভূমিঃ সাগ্নিপবনো লোকোঽয়ং কেন নির্মিতঃ ॥ ৭

কথং সৃষ্টানি ভূতানি কথং বর্ণবিভক্তয়ঃ।
শৌচাশৌচং কথং তেষাং ধর্মাধর্মবিধিঃ কথম্ ॥ ৮

কীদৃশো জীবতাং জীবঃ ক বা গচ্ছন্তি যে মৃতাঃ।
পরলোকমিমং চাপি সর্বং শংসিতুমর্হসি ॥ ৯

এবং স ভগবান্ পৃষ্টো ভরদ্বাজেন সংশয়ম্।
ব্রহ্মর্ষিব্রহ্মসঙ্কাশঃ সর্বং তস্মৈ ততোঽব্রবীৎ ॥ ১০

ভৃগুরুবাচ

(নারায়ণো জগন্মূর্তিরমূর্তাত্মা সনাতনঃ।
কূটস্থোঽক্ষর অব্যক্তো নির্লেপো ব্যাপকঃ প্রভুঃ ॥

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভৃগু ও ভরদ্বাজের সংবাদে জগতের উৎপত্তি এবং বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এই সম্পূর্ণ স্থাবর-জঙ্গমময় জগতের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? প্রলয়কালে উহা কাহার মধ্যে লীন হয়? তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১

সমুদ্র, আকাশ, পর্বত, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুসহ এই জগৎসংসার কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছে? ২

প্রাণিগণের সৃষ্টি কিভাবে হইয়াছে? বর্ণসমূহের বিভাগই বা কিরূপে হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে শৌচ ও অশৌচের ব্যবস্থা কিভাবে হইয়াছে? এবং ধর্ম ও অধর্মের বিধানই বা কিভাবে হইয়াছে? ৩

জীবিত প্রাণিগণের জীবাত্মা কীদৃশ? যাহারা মৃত হন, তাঁহারা কোথায় যান? এই ভূলোক হইতে সেই লোকে যাইবার ক্রম কিরূপ? এই সব কথা আপনি আমাদের বলুন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বিজ্ঞ পুরুষ এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। সেস্থলে ভরদ্বাজের প্রশ্ন করিবার পর ভৃগু যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ৫

কৈলাস পর্বতের শিখরের উপরে যাঁহাকে দেদীপ্যমান হইতে হইতে মহাতেজস্বী মহর্ষি ভৃগুকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬

সমুদ্র, আকাশ, পর্বত, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুসহ এই জগৎ সংসার কাহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে? ৭

(৩ শ্লোকে এই ব্যাখ্যা আছে)। ৮

জীবিত প্রাণিগণের জীবন কীদৃশ? যাহারা নিহত হন, তাঁহারা কোথায় গমন করেন? এবং ইহলোক ও পরলোক কিরূপ? এ-সমস্তই আপনি আমাদের বলুন। ৯

ভরদ্বাজ মুনি এইভাবে নিজের সংশয় জিজ্ঞাসা করিলে পর ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ ভৃগু তাঁহাকে সব কিছু উত্তর দান করিলেন। ১০

ভৃগু বলিলেন,—ব্রহ্মন্! (ভগবান্ নারায়ণ সম্পূর্ণ জগৎ-স্বরূপ। তিনিই সকলের অন্তরাত্মা ও সনাতন পুরুষ। তিনিই কূটস্থ, অবিনাশী, অব্যক্ত, নির্লেপ, সর্বব্যাপী, প্রভু, প্রকৃতি হইতে পর ও ইন্দ্রিয়গণের অতীত। সেই ভগবান্ নারায়ণের হৃদয়ে যখন সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি নিজের সত্ত্ব অংশ হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন), যিনি 'মানসপুরুষ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বকালে উৎপন্ন এই মানসদেব অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর ও অমর। ১১

(প্রকৃতে: পরতো নিত্যমিন্দ্রিয়ৈরপ্যগোচর: ।
স সিসৃক্ষু: সহস্রাংশাদসৃজৎ পুরুষং প্রভু: ॥)
মানসো নাম বিখ্যাত: শ্রুতপূর্বো মহর্ষিভি: ।
অনাদিনিধনো দেবস্তথাতেজোঽজরামর: ॥ ১১
অব্যক্ত ইতি বিখ্যাত: শাশ্বতোঽথাক্ষরোঽব্যয়: ।
যত: সৃষ্টানি ভূতানি জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তি চ ॥ ১২
সোঽসৃজৎ প্রথমং দেবো মহান্তং নাম নামত: ।
মহান্ সমর্জাহঙ্কারং স চাপি ভগবানথ ॥ ১৩
আকাশমিতি বিখ্যাতং সর্বভূতধর: প্রভু: ।
আকাশাদভবদ্ বায়ু: সলিলাগ্নি-মারুতৌ ।
অগ্নি-মারুতসংযোগাৎ তত: সমভবন্মহী ॥ ১৪
ততস্তেজোময়ং দিব্যং পদ্মং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা ।
তস্মাৎ পদ্মাৎ সমভবদ্ ব্রহ্মা বেদময়ো নিধি: ॥ ১৫
অহঙ্কার ইতি খ্যাত: সর্বভূতাত্মভূতকৃৎ ।
ব্রহ্মা বৈ স মহাতেজা য এতে পঞ্চ ধাতব: ॥ ১৬
শৈলাস্তস্যাস্থিসংঘাস্তু মেদো মাংসঞ্চ মেদিনী ।
সমুদ্রাস্তস্য রুধিরমাকাশমুদরং তথা ॥ ১৭
পবনশ্চৈব নিঃশ্বাসস্তেজোঽগ্নিনিলসা: শিরা: ।
অগ্নীষোমৌ তু চন্দ্রার্কৌ নয়নে তস্য বিশ্রুতে ॥ ১৮
নভশ্চোর্ধ্বং শিরস্তস্য ক্ষিতি: পাদৌ ভুজৌ দিশ:
দুর্বিজ্ঞেয়ো দুরচিন্ত্যাত্মা সিদ্ধৈরপি ন সংশয়: ॥ ১৯
স এষ ভগবান্ বিষ্ণুরনন্ত ইতি বিশ্রুত: ।
সর্বভূতাত্মভূতস্থো দুর্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভি: ॥ ২০
অহঙ্কারস্য য: স্রষ্টা সর্বভূতভবায় বৈ ।
যত: সমভবদ্ বিশ্বং পৃষ্টোঽহং যদিহ ত্বয়া ॥ ২১

ভরদ্বাজ উবাচ

গগনস্য দিশাং চৈব ভূতলস্যানিলস্য বা
কাৎস্ন্যেন পরিমাণানি সংশয়ং ছিন্ধি তত্ত্বত: ॥ ২২

ইনিই অব্যক্ত নামে বিখ্যাত এবং শাশ্বত, অক্ষয় ও অবিনাশী। তাঁহা হইতেই সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত হয় ॥ ১২

সেই স্বয়ম্ভু দেব প্রথমে মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধি) উৎপন্ন করেন। তারপর সেই মহত্তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ অহঙ্কারের (সমষ্টি অহঙ্কারের) সৃষ্টি করেন ॥ ১৩

সমস্ত ভূতসমূহের ধারক অহঙ্কারস্বরূপ সেই ভগবান্ শব্দ তন্মাত্ররূপ আকাশকে উৎপন্ন করেন। এইভাবে আকাশ হইতে জল এবং জল হইতে অগ্নি ও বায়ুর উৎপত্তি হয়। অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে এই পৃথিবীর আবির্ভাব হইয়াছে (এস্থলে সৃষ্টির যে ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা শ্রুতির মত হইতে-ভিন্ন, কারণ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়।) ১৪

ইহার পর সেই স্বয়ম্ভু মানসদেব প্রথমে এক তেজোময় দিব্য কমল (পদ্ম) উৎপন্ন করেন। সেই কমল হইতেই বেদময় নিধিরূপ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন ॥ ১৫

তিনি অহঙ্কার নামে বিখ্যাত এবং সমস্ত ভূতগণের আত্মা ও সেই ভূতগণের সৃষ্টিকারী। এই যে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), এই সব রূপে মহাতেজস্বী ব্রহ্মাই উদ্ভূত হইয়াছেন ॥ ১৬

পর্বতসকল তাঁহার অস্থি, পৃথিবী তাঁহার মেদ ও মাংস, সমুদ্র তাঁহার রক্ত এবং আকাশ তাঁহার উদর ॥ ১৭

এইরূপ বায়ু নিঃশ্বাস, অগ্নি তেজ, নদীসকল নাড়ী, অগ্নি ও সোম এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার নেত্রযুগলরূপে বিখ্যাত ॥ ১৮

আকাশের উপরিভাগ তাঁহার শির, পৃথিবী তাঁহার পাদযুগল এবং দিক্‌সকল তাঁহার বাহুযুগল। সেই অচিন্তনীয়-স্বরূপ ব্রহ্ম সিদ্ধ পুরুষগণেরও দুর্বিজ্ঞেয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৯

সেই স্বয়ম্ভুই ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। তিনিই সমস্ত ভূতগণের অন্তঃকরণে অন্তর্যামী আত্মারূপে বিদ্যমান আছেন। যাহাদের হৃদয় শুদ্ধ নহে, তাঁহাদের পক্ষে ইহাঁর স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন ॥ ২০

তিনিই সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তির জন্য প্রাকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, এই বিশ্বের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, আমি তৎ সমস্তই তোমাকে বলিলাম ॥ ২১

ভরদ্বাজ বলিলেন,—প্রভো! আকাশ, দিক্‌সকল, পৃথিবী ও বায়ুর কিরূপ পরিমাণ? ইহা যথাযথভাবে বলিয়া আমার সংশয় দূর করুন ॥ ২২

ভৃগুরুবাচ।

অনন্তমেতদাকাশং সিদ্ধদৈবতসেবিতম্
যত্রায়ং নানাপ্রত্যাকীর্ণঃ ধর্ম্যাত্মা নাধিগম্যতে ॥ ১৩
ঊর্দ্ধং গতেরবস্থাপ্তু চন্দ্রাদিত্যৌ ন দৃশ্যতঃ।
তত্র দেবাঃ স্বয়ং দীপ্তা ভাস্বরাস্তাধিবর্চসঃ ॥ ১৪
তে চাপ্যন্তং ন পশ্যন্তি নভসঃ প্রথিতৌজসঃ
দুর্গমত্বাদনন্তত্বাদিতি মে বিদ্ধি মানদ ॥ ১৫
উপরিষ্টোপরিষ্টাত্তু প্রজ্বলদ্ভিঃ স্বয়ম্প্রভৈঃ
নিরুদ্ধমেতদাকাশমপ্রমেয়ৈঃ সুরৈরপি ॥ ১৬
পৃথিব্যান্তে সমুদ্রান্ত সমুদ্রান্তে তমঃ স্মৃতম্
তমসোঽন্তে জলং প্রাহুর্জলস্যান্তেঽগ্নিরেব চ ॥ ১৭
রসাতলান্তে সলিলং জলান্তে পন্নগাধিপাঃ
তদন্তে পুনরাকাশমাকাশান্তে পুনর্জলম্ ॥ ১৮
এবমন্তঃ ভগবতঃ প্রমাণং সলিলস্য চ

অগ্নি-মারুত-তোয়েভ্যো দুর্জ্ঞেয়া দৈবতৈরপি ॥ ১৯
অগ্নি-মারুত-তোয়ানাং বর্ণাঃ ক্ষিতিতলস্য চ।
আকাশাদবসৃষ্টস্তে ভিন্নস্তেভ্যস্তদর্শনাৎ ॥ ৩০
পঠন্তি চৈব মুনয়ঃ শাস্ত্রেষু বিবিধেষু চ।
ত্রৈলোক্যো সাগরে চৈব প্রমাণং বিহিতং যথা ॥ ৩১
অদৃষ্ট্বান্ত ভগবান্ত কঃ প্রমাণমুদাহরেৎ
সিদ্ধানাং দেবতানাঞ্চ যথা পরিমিতা গতিঃ ॥ ৩২
ততো নৌমনসস্যেতি নামানন্তেতি বিশ্রুতম্
নামধেয়াকৃতপদা মানসস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
যদা তু দিবা তদ্ রূপং তুলতে বর্ধতে পুনঃ।
কোঽনন্তস্যাবেদিতুং শক্তো যোঽপি স্যাৎ
তদ্বিধোঽপরঃ ॥ ৩৪
ততঃ পুরুষতঃ সৃষ্টঃ সর্বজ্ঞো মূর্তিমান্ প্রভুঃ।
ব্রহ্মা ধর্মময়ঃ পূর্বঃ প্রজাপতিরনুত্তমঃ ॥ ৩৫

অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবী—ইহাদের বর্ণ এবং রূপ আকাশ হইতেই গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব আকাশ হইতে উহারা ভিন্ন নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে পরই উহাদের মধ্যে ভেদের প্রতীতি হইতে থাকে ॥ ৩০

ঋষিগণ বিবিধ শাস্ত্রে তিন লোক ও সমুদ্র বিষয়ে যে কিছু নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়াছেন; কিন্তু যিনি দৃষ্টিশক্তির অতীত ও ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, সেই পরমাত্মার পরিমাণ কোন্ ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হইবে? এবিষয়ে সিদ্ধ ও দেবতাগণের জ্ঞানও পরিমিত ॥ ৩১-৩২

অতএব পরমাত্মা যাহাদের নিজের নামের অনুরূপই অনন্ত। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অনন্ত নাম তাঁহার গুণেরই অনুসারে হইয়াছে ॥ ৩৩

যখন সেই পরমাত্মার এই বিশ্বরূপ তাঁহার মায়া হইতে কখনও অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং কখনও অতিশয় বৃহৎ হইয়া থাকে, তখন তিনি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার তায় প্রতিভাশালী আছেন, যিনি তাঁহার স্বরূপের যথার্থ পরিমাণ জানিতে সমর্থ হইবেন অর্থাৎ এরূপ কেহই নাই ॥ ৩৪

তদনন্তর পূর্বোক্ত কমল হইতে সর্বজ্ঞ, মূর্তিমান্, প্রভাবশালী, অতিশয় উত্তম এবং প্রথম প্রজাপতি ধর্মময় ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হয় ॥ ৩৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

পুষ্করাদ্ যদি সম্ভূতো জ্যেষ্ঠং ভবতি পুষ্করম্।
ব্রহ্মাণং পূর্বজং চাহ ভবান্ সন্দেহ এব মে ॥ ৩৬

ভৃগুরুবাচ

মানসো হ বা মূর্তির্ব্রহ্মণঃ সমুপাগতা
তস্যাসনবিধানার্থং পৃথিবী পদ্মমুচ্যতে ॥ ৩৭

ভরদ্বাজ বলিলেন,—প্রভো! যদি ব্রহ্মা কমল হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তবে ত' কমলই জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে; কিন্তু আপনি ব্রহ্মাকেই পূর্বজ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, অতএব এই সন্দেহ আমার মনে রহিয়া গেল ॥৩৬

ভৃগু বলিলেন, মুনে! মানসদেবের যে স্বরূপ বলা হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহারই (সেই ব্রহ্মারই) আসনের জন্য এই পৃথিবীকেই পদ্ম রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে

কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য মেরুর্গগনমুচ্ছ্রিতঃ।
তস্য মধ্যে স্থিতো লোকান্ সৃজতে জগতঃ প্রভুঃ ॥৩৮

এই কমলের কর্ণিকা আকাশ হইতেও উচ্চ মেরুপর্বত, সেই পর্বতের মধ্যভাগে অবস্থান করত জগদীশ্বর সমস্ত লোকসকলের সৃষ্টি করেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুক-ভরদ্বাজসংবাদে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মসম্বন্ধে ভৃগু ও ভরদ্বাজের সংবাদবিষয়ক ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আকাশস্থ ইতরেষাং চতুর্ণাং স্থূলপ্রাণিনামুৎপত্তিবর্ণনম্।]

ভরদ্বাজ উবাচ।

প্রজাবিসর্গং বিবিধং কথং স সৃজতে প্রভুঃ।
মেরুমধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা তদ্ ব্রূহি দ্বিজসত্তম ॥ ১

ভৃগুরুবাচ

প্রজাবিসর্গং বিবিধং মানসো মনসাসৃজৎ।
সংরক্ষণার্থং ভূতানাং সৃষ্টিঃ প্রথমতো জলম্ ॥ ২

যৎপ্রাণঃ সর্বভূতানাং বর্ধন্তে যেন চ প্রজাঃ।
পরিত্যক্তাশ্চ নশ্যন্তি তেনেদং সর্বমাবৃতম্ ॥ ৩
পৃথিবী পর্বতা মেঘা মূর্তিমন্তশ্চ যে পরে।
সর্বং তদ্ বারুণং জ্ঞেয়মাপস্তস্তম্ভিরে যতঃ ॥৪

ভরদ্বাজ উবাচ।

কথং সলিলমুৎপন্নং কথং চৈবাগ্নিমারুতৌ।
কথং বা মেদিনী সৃষ্টেত্যত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৫

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[আকাশ হইতে অন্য চারিপ্রকার স্থূল প্রাণীর উৎপত্তিবর্ণন।]

ভরদ্বাজ বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মেরুপর্বতের মধ্যভাগে অবস্থান করত ব্রহ্মা নানাপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি কিরূপে করিয়া থাকেন, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভৃগু বলিলেন,—সেই মানসদেব নিজের মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারাই নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন। তিনি প্রাণিগণের রক্ষার জন্য সর্বপ্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন ॥ ২

সেই জল সমস্ত প্রাণিগণের জীবন। তাহা হইতেই প্রজাগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জল না পাইলে প্রাণীরা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জলেরই দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩

পৃথ্বী, পর্বত, মেঘ এবং অন্য যে সমস্ত মূর্তিমান্ বস্তু আছে, তাহাদের সকলকেই জলময় বলিয়াই বুঝিতে হইবে; কারণ, জলই সেই সব বস্তুকে স্থির করিয়া রাখিয়াছে ॥৪

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভগবন্! জলের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে? অগ্নি ও বায়ুর সৃষ্টিই বা কিভাবে হইয়াছে? এবং পৃথিবীর সৃষ্টিই বা কিরূপে হইয়াছে? এ সব বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ রহিয়াছে ॥ ৫

ভৃগুরুবাচ।

ব্রহ্মকল্পে পুরা ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষীণাং সমাগমে।
লোকসম্ভবসম্ভেদঃ সমুৎপন্নো মহাত্মনাম্ ॥ ৬
তেঽতিষ্ঠন্ ধ্যানমালম্ব্য মৌনমাস্থায় নিশ্চলাঃ।
ত্যক্তাহারাঃ পবনপা দিবাঃ বর্ষশতং দ্বিজাঃ ॥ ৭
তেষাং ব্রহ্মময়ী বাণী সর্বেষাং শ্রোত্রমাগমৎ।
দিব্যা সরস্বতী তত্র সম্বভূব নভস্তলাৎ ॥ ৮
পূর্ণা স্তিমিতমাকাশমনলক্ষ্যচলোপমম্
নষ্টচন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ ॥ ৯
ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তমঃ
তস্মাচ্চ সলিলোৎপীড়াদ্বায়ুরুত্তিষ্ঠত মারুতঃ ॥ ১০
যথা তালনমচ্ছিদ্রং নিঃশব্দমিব লক্ষ্যতে।
তচ্ছান্যুষা পূর্যমাণং সশব্দং কুরুতেঽনিলঃ ॥ ১১
তথা সলিলসংরুদ্ধে নভসোঽন্তে নিরন্তরে
ভিত্ত্বার্ণবতলং বায়ুঃ সমুৎপততি বেগবান্ ॥ ১২
স এষ চরতে বায়ুরর্ণবোৎপীড়সম্ভবঃ।
আকাশস্থানমাসাদ্য প্রশান্তিং নাধিগচ্ছতি ॥ ১৩
তস্মিন্ বায়ুসমবর্ষে দীপ্ততেজা মহাবলঃ।
প্রাদুরভূদূর্ধ্বশিখঃ কৃত্বা নিস্তিমিরং নভঃ ॥ ১৪
অগ্নিঃ পবনসংযুক্তঃ স্বং সমাক্ষিপতে জলম্।
সোঽগ্নিমারুতসংঘোগাদ্ ঘনত্বমুপপদ্যতে ॥ ১৫
তস্যাকাশে নিপতিতঃ স্নেহস্তিষ্ঠতি যোঽপরঃ।
স সঙ্ঘাতত্বমাপন্নো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি ॥ ১৬
ত্রসানাং সর্বসঙ্ঘানাং স্নেহানাং প্রাণিনাং তথা।
ভূমির্যোনিরিহ জ্ঞেয়া সর্গাঃ সর্বে প্রসূয়তে ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে মানস-ভূতোৎপত্তিকথনে ত্রাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩

ভৃগু বলিলেন, ব্রহ্মন্! পুরাকালে যখন ব্রহ্মযজ্ঞ চলিতেছিল, তখন ব্রহ্মর্ষিগণের পরস্পর সম্মেলন হয়। সেই মহাত্মাগণের উক্ত সভাতেও লোকসৃষ্টিবিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৬

সেই ব্রহ্মর্ষিগণ আহার ত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু পান করত অবস্থান করিতে করিতে শত দিব্য বর্ষ পর্যন্ত ধ্যানস্থ হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্বক স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিলেন ॥

সেই ধ্যানাবস্থায় এই সব ব্রহ্মর্ষিগণের কর্ণে ব্রহ্মময়ী বাণী প্রতিগোচর হইতে লাগিলেন। সেই সময় সেস্থানে আকাশ হইতে দিব্যা সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন ॥৮

সেই আকাশস্থানী এইরূপ ছিল পুরাকালে অনন্ত আকাশ পর্বতের ন্যায় নিশ্চল ছিল। উহাতে চন্দ্র, সূর্য অথবা বায়ু কাহার দর্শন পাওয়া যাইত না। উহা যেন নিদ্রিত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৯

তদনন্তর আকাশ হইতে জলের উৎপত্তি হয়, যেন অন্ধকার হইতেই অপর অন্ধকারের আবির্ভাব। সেই জলপ্রবাহ হইতে বায়ুর উত্থান হয় ॥ ১০

যেরূপ কোন ছিদ্রহীন পাত্র নিঃশব্দের ন্যায় লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন উহাতে ছিদ্র করিয়া জল পূর্ণ করা হইতে থাকে, তখন বায়ু উহাতে শব্দ করিতে থাকে ॥ ১১

এইরূপ জলের দ্বারা আকাশের সকল প্রান্ত এইভাবে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, উহাতে অল্পও কোন স্থান নিরবকাশ ছিল না। তখন সেই একার্ণবের তলপ্রদেশ ভেদ করিয়া অতিশয় প্রচণ্ড এক শব্দের সহিত বায়ুর আবির্ভাব হইল ॥ ১২

এইভাবে সমুদ্রের জলসমূহ হইতে উত্থিত বায়ু সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল এবং আকাশের কোন এক স্থানে উপস্থিত হইয়াও শান্ত হইল না ॥ ১৩

বায়ু ও জলের সেই সঙ্ঘর্ষে অত্যন্ত তেজোময় মহাবল অগ্নিদেবের আবির্ভাব হয়, যাহার শিখাসমূহ উপরের দিকে উত্থিত হইতেছিল। সেই অগ্নি আকাশের সম্পূর্ণ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া দিয়া আবির্ভূত হইল ॥ ১৪

বায়ুর সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি জলকে আকাশে উদ্ধুলিত করিতে লাগিল। তারপর সেই জল অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে ঘনীভূত হইয়া যাইল ॥ ১৫

তাহার যে সেই তরলভাগ আকাশে পতিত হইল, উহাই ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীর রূপে পরিণত হইল ॥ ১৬

এই পৃথিবীকেই সমস্ত রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের কায় বলিয়া জানিবে। ইহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হয় ॥ ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভৃগু-ভরদ্বাজের সংবাদপ্রসঙ্গে মানস-ভূতগণের উৎপত্তিবিষয়ক আশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(পঞ্চমহাভূতগুণানাং সম্যক্ বর্ণনম্।)

ভরদ্বাজ উবাচ।

ত্ব এতে ধাতবঃ পঞ্চ ব্রহ্মা যানসৃজৎ পুরা
আবৃতা যৈরিমে লোকা মহাভূতাভিসংজ্ঞিতাঃ॥ ১
যদাসৃজৎ সহস্রাণি ভূতানাং স মহামতিঃ
পঞ্চানামেব ভূতত্বা কথং সমুপপদ্যতে॥ ২

ভৃগুরুবাচ।

অমিতানাং মহাশব্দো যাস্তি ভূতানি সম্ভবম্।
তস্মাত্তেষাং মহাভূতশব্দোঽয়মুপপদ্যতে॥ ৩
চেষ্টা বায়ুঃ খমাকাশমুষ্মাগ্নিঃ সলিলং দ্রবঃ।
পৃথিবী চাত্র সঙ্ঘাতঃ শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্॥ ৪
ইত্যেতৈঃ পঞ্চভির্ভূতৈর্মূর্তং স্থাবর-জঙ্গমম্।
শ্রোত্রং ঘ্রাণং রসঃ স্পর্শো দৃষ্টিশ্চেন্দ্রিয়সংজ্ঞিতাঃ॥ ৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

পঞ্চভির্যদি ভূতৈস্তু সৃষ্টাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
স্থাবরাণাং ন দৃশ্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ॥ ৬
অনুপলব্ধিচেষ্টানাং ঘনানাং চৈব তত্ত্বতঃ
বৃক্ষাণাং নোপলভ্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ॥ ৭
ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি ন গন্ধরসবেদিনঃ।
ন চ স্পর্শং বিজানন্তি তে কথং পাঞ্চভৌতিকাঃ॥ ৮
অশ্রবত্বাদনঘ্রাণাদভূমিত্বাদবায়ুতঃ
আকাশস্যাপ্রমেয়ত্বাদ্ বৃক্ষাণাং নাস্তি ভৌতিকম্॥ ৯

ভৃগুরুবাচ।

ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশোঽস্তি ন সংশয়ঃ
তেষাং পুষ্পফলব্যক্তির্নিত্যা সমুপপদ্যতে॥ ১০

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[পঞ্চ মহাভূতগণের গুণসমূহের বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন।]

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভগবন্! এই পঞ্চ ধাতুই জগতে 'মহাভূত' বলিয়া কথিত হয়, যাহাদিগকে ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে॥ ১

কিন্তু মহাবুদ্ধিমান্ ব্রহ্মা আরও হাজার হাজার ভূতসকলের যখন সৃষ্টি করিলেন, তখন এই পঞ্চকেই 'ভূত' বলা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?॥ ২

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! এই পঞ্চ ভূতই বহুল অসীম, সেইজন্য ইহাদের সহিত 'মহা' শব্দ যোগ করা হইয়া থাকে। ইহাদের নিকট হইতেই ভূতসকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'মহাভূত' বলা যুক্তিসঙ্গত॥ ৩

প্রাণিগণের শরীর এই পঞ্চ মহাভূতেরই সঙ্ঘাত। ইহার মধ্যে যে চেষ্টা বা গতি, উহাই বায়ুর অংশ। যাহা শূন্যস্থান (ব্যবধানহীন স্থান), উহা আকাশের অংশ। উষ্মা (তাপ) অগ্নির অংশ। স্নেহাদি তরল পদার্থ জলের অংশ এবং অস্থি-মাংস প্রভৃতি শক্ত পদার্থ পৃথিবীর অংশ॥ ৪

এইরূপে সম্পূর্ণ স্থাবর-জঙ্গমময় জগৎ এই পঞ্চভূতে যুক্ত। ইহাদেরই সূক্ষ্ম অংশ শ্রোত্র (কর্ণ), ঘ্রাণ (নাসিকা), রসনা (জিহ্বা), ত্বক্ (চর্ম্ম) ও নেত্র—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় নামে প্রসিদ্ধ॥ ৫

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভগবন্! আপনার কথানুসারে যদি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমময় পদার্থ এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা সংযুক্ত হয়, তবে স্থাবরের দেহে ত' পঞ্চ ভূতকে দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ৬

বৃক্ষসকলের দেহে উষ্মা নাই, কোন চেষ্টাও নাই এবং প্রকৃত পক্ষে উহারা ঘন; অতএব উহাদের শরীরে পঞ্চভূতের উপলব্ধি হয় না॥ ৭

উহারা শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না, উহাদের গন্ধ ও রসের অনুভব হয় না এবং স্পর্শেরও জ্ঞান নাই, তবে উহারা পাঞ্চভৌতিক কিভাবে হইতে পারে? উহাদের মধ্যে শ্রবণ দেখা যায় না, ঘ্রাণ নাই, পৃথিবী ও বায়ুর ভাগও উপলব্ধ হয় না। আকাশ ত' অপ্রমেয়; অতএব উহাও বৃক্ষসকলের মধ্যে নাই, অতএব বৃক্ষসকল পাঞ্চভৌতিক হইতে পারে না॥ ৮-৯

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! যদিও বৃক্ষসকল ঘন বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে আকাশ আছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নিত্য পুষ্প-ফলাদির উৎপত্তি সম্ভব হয়॥ ১০

উদ্ভিদো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেব চ
ম্লায়তে শীর্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে ॥ ১১
বায়ুস্তাপনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্যতে।
স্রোতোভির্গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছ্রবন্তি পাদপাঃ ॥ ১২
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
ন হ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ ॥ ১৩
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ ॥১৪
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাং চাপি দর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনঃ দ্রুমে ॥ ১৫
যস্তেষোৎপলনালেন যথোর্ধ্বং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ ॥ ১৬
সুখ-দুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

যেন তজ্জলমাদত্তং তরুত্বগ্নি-মারুতৌ।
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃক্ষেষু জায়তে ॥ ১৮
জঙ্গমানাঞ্চ সর্বেষাং শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ।
প্রত্যেকশঃ প্রদিষ্টস্তে যৈঃ শরীরং বিচেষ্টতে ॥ ১৯
ত্বক্ চ মাংসং তথাস্থীনি মজ্জা স্নায়ুশ্চ পঞ্চমম্
ইত্যেতদিহ সঙ্ঘাতং শরীরে পৃথিবীময়ম্ ॥ ২০
তেজো ঘ্রাণস্তথা ক্রোধশ্চক্ষুষ্যা তথৈব চ
অগ্নির্জরয়তে যশ্চ পঞ্চাগ্নেয়াঃ শরীরিণঃ ॥ ২১
শ্রোত্রং ঘ্রাণং তথাঽঽস্যঞ্চ হৃদয়ং কোষ্ঠমেব চ।
আকাশাৎ প্রাণিনামেতে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ ॥ ২২
শ্লেষ্মা পিত্তমথ স্বেদো বসা শোণিতমেব চ।
ইত্যাপঃ পঞ্চধা দেহে ভবন্তি প্রাণিনাং সদা ॥ ২৩
প্রাণাৎ প্রণীয়তে প্রাণী ব্যানাদ্ ব্যায়চ্ছতে তথা।
গচ্ছত্যপানোঽধস্তেব সমানো হৃদ্যবস্থিতঃ ॥ ২৪

বৃক্ষসকলের মধ্যে যে উদ্ভিদ (ভাল) আছে, উহারই প্রভাবে তাহাদের পত্র, পুষ্প, ছাল, ফল প্রভৃতি ম্লান হইয়া গিয়া পতিত হয়; এইভাবে ম্লান হইয়া পতিত হয় বলিয়া উহাদের স্পর্শ আছে—ইহা জানা যায়। ১১

ইহাও দেখা যায় যে, বায়ু, অগ্নি ও বিদ্যুতের প্রচণ্ড শব্দ হইলে পর বৃক্ষসকলের ফলপুষ্প ঝরিয়া পড়ে। শব্দের গ্রহণ ত' শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেই হয়; ইহাতে বুঝা যায় যে বৃক্ষ শ্রবণ করে। ১২

লতা বৃক্ষের চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করে এবং উহার উপর পর্যন্ত উঠিয়া যায়। না দেখিলে পরে কেহই নিজের যাইবার পথ পায় না, অতএব উহার দ্বারা জানা যায় বৃক্ষ দেখিতে পায়। ১৩

পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং নানাবিধ ধূপের গন্ধে বৃক্ষ নীরোগ হইয়া ফল-পুষ্পে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, বৃক্ষ গন্ধ গ্রহণ করে। ১৪

বৃক্ষ নিজের মূলের দ্বারা জল পান করে এবং কোন রোগ হইলে পর মূলে ওষধি দান করিয়া তাহার চিকিৎসাও করা হইয়া থাকে, ইহার দ্বারা জানা যায় যে, বৃক্ষে রসনেন্দ্রিয় আছে। ১৫

যেরূপ মানুষ পদ্মের নাল মুখে লইয়া তাহার দ্বারা উপরে জল আকর্ষণ করে, সেইরূপ বায়ুর সহায়তায় বৃক্ষ বৃক্ষ নিজের মূলের দ্বারা উপরের দিকে জল আকর্ষণ করে। ১৬

বৃক্ষ ছেদন করিলে পর উহাতে নূতন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং সে সুখ-দুঃখও গ্রহণ করে। ইহাতে আমি দেখি যে, বৃক্ষে জীবও রহিয়াছে। সে অচেতন নহে। ১৭

বৃক্ষ নিজের মূলের দ্বারা যে জল আকর্ষণ করে, উহাকে তাহার যথোচিত বায়ু ও অগ্নি পাক করে। আহার পরিপাক হইলে পর বৃক্ষে স্নিগ্ধতা আসে এবং সে বর্ধিত হয়। ১৮

সমস্ত জঙ্গমের দেহেও পঞ্চকৃত থাকে, কিন্তু সেখানে তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে। এই পঞ্চকৃতের সমবায়েই শরীর চেষ্টাশীল হয়। ১৯

শরীরে ত্বক্ (চর্ম), মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু এই পঞ্চ বস্তুর সমূহ পৃথ্বীময়। ২০

তেজ, ক্রোধ, নেত্র, উষ্মা ও জঠরানল—এই পঞ্চ বস্তু দেহধারিগণের শরীরে অগ্নিময়। ২১

কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হৃদয় ও উদর—প্রাণিগণের শরীরে এই পঞ্চ ধাতুময় অবয়ব আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। ২২

কফ, পিত্ত, স্বেদ, চর্বী ও রক্ত—প্রাণিসকলের শরীরে অবস্থিত এই পঞ্চ তরল বস্তু জলময়। ২৩

প্রাণ হইতে প্রাণী গমনাগমন কার্য করে, ব্যান হইতে ব্যায়াম (বলসাধ্য কার্য) করে, অপান বায়ু উপর হইতে নীচের দিকে গমন করে, সমান বায়ু হৃদয়ে অবস্থান করে, উদান হইতে পুরুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানসকলের

ঊদানাহুস্ত্বসিদ্ধি চ প্রতিভেদাচ্চ ভাষতে।
ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ চেষ্টয়ন্ত্যীহ দেহিনম্ ॥ ২৫

ভূমের্গন্ধগুণান্ বেত্তি রসঃ চাদ্ভ্যঃ শরীরধান্।
জ্যোতিষা চক্ষুষা রূপং স্পর্শং বেত্তি চ বায়ুনা ॥ ২৬

গন্ধঃ স্পর্শো রসো রূপং শব্দশ্চাত্র গুণাঃ স্মৃতাঃ।
তস্য গন্ধস্য বক্ষ্যামি বিস্তরাভিবিধান্ গুণান্ ॥ ২৭

ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরঃ কটুরেব চ।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রুক্ষো বিশদ এব চ ॥ ২৮

এবং নববিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধবিস্তরঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং স্পর্শং বেত্তি চ বায়ুনা ॥ ২৯

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চাপি গুণাঃ স্মৃতাঃ।
রসজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৩০

রসো বহুবিধঃ প্রোক্ত ঋষিভিঃ প্রবিভাগতঃ।
মধুরো লবণস্তিক্তঃ কষায়োঽম্লঃ কটুস্তথা ॥ ৩১

এষ ষড়্বিধবিস্তারো রসো বারিময়ঃ স্মৃতঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ ত্রিগুণং জ্যোতিরুচ্যতে ॥ ৩২

জ্যোতিঃ পশ্যন্তি রূপাণি রূপঞ্চ বহুধাস্মৃতম্।
হ্রস্বো দীর্ঘস্তথা স্থূলশ্চতুরস্রোঽণুবৃত্তবান্ ॥ ৩৩

শুক্লঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তঃ পীতো নীলারুণস্তথা।
কঠিনশ্চিক্কণঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলো মৃদুদারুণঃ ॥ ৩৪

এবং ষোড়শবিস্তারো জ্যোতীরূপগুণঃ স্মৃতঃ
শব্দ-স্পর্শৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বিগুণো বায়ুরিত্যুত ॥ ৩৫

বায়ব্যস্তু গুণঃ স্পর্শঃ স্পর্শশ্চ বহুধা স্মৃতঃ।
উষ্ণঃ শীতঃ সুখো দুঃখঃ স্নিগ্ধো বিশদ এব চ ॥ ৩৬

তথা খরো মৃদু রুক্ষো লঘুর্গুরুতরোঽপি চ
এবং দ্বাদশধা স্পর্শো বায়ব্যো গুণ উচ্যতে ॥ ৩৭

তত্রৈকগুণমাকাশং শব্দ ইত্যেব তৎস্মৃতম্
তস্য শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরং বিবিধাত্মকম্ ॥ ৩৮

ষড়্জ ঋষভ-গান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা।
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্ ॥ ৩৯

ভেদ হইতে শব্দ ও অক্ষরসমূহের উচ্চারণ করে। এইরূপে এই পঞ্চবায়ুর পরিণাম, যাহা শরীরধারীদিগকে চেষ্টাশীল করে ॥২৪-২৫

জীব ভূমি হইতেই (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) গন্ধগুণের অনুভব করে, রসনাবতী ইন্দ্রিয় রসনা হইতে শরীরধারী পুরুষ রস আস্বাদন করে, তেজোময় নেত্রের দ্বারা রূপ এবং গাত্রসম্ভূত ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে ॥ ২৬

গন্ধ, স্পর্শ, রস, রূপ এবং শব্দ—এই সব পৃথিবীর গুণ বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান গন্ধের গুণসকলকে আমি বিস্তারে বর্ণনা করিতেছি ॥ ২৭

অনুকূল, প্রতিকূল, মধুর, কটু, নির্হারী অর্থাৎ দূর হইতে উপস্থিত, ভেদক, গন্ধমিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ এবং বিশদ—গন্ধের এই নয় প্রকার ভেদ দেখা যায়। এইরূপে পৃথিবীর গন্ধের বিস্তার কথিত হইয়াছে ॥ ২৮½

মানুষ উভয় নেত্রের দ্বারা রূপ অবলোকন করে এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের অনুভব করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—ইহাই জলের গুণ বলিয়া বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রধান গুণ রস, উহা জানিবার জন্য এখন আমি উহার ভেদসমূহের বর্ণনা করিব। তুমি উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৯-৩০

উদারচেতা ঋষিগণ রসের অনেক প্রকার ভেদ বলিয়াছেন—মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। এই ছয়রূপে বিস্তৃত রস জলময় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩১

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—ইহা অগ্নির তিনগুণ উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিঃশব্দ নেত্র রূপকে বর্ণন করে। অগ্নির প্রধান গুণ রূপকেও অনেকপ্রকার বলা হইয়াছে ॥ ৩২½

হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চারিকোণ, সর্ব্বদিকে গোলাকার, শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও আকাশতুল্য নীল, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, মৃদু এবং দারুণ—এইরূপ জ্যোতিঃশব্দ গুণসমূহ গুণ ষোড়শপ্রকার ভেদপ্রাপ্ত হইয়া বিস্তারলাভ করিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪½

বায়ুর দুই প্রকার গুণ জানিতে হইবে—শব্দ ও স্পর্শ। বায়ুর প্রধান গুণ স্পর্শই। ইহার অনেক ভেদ বলা হইয়াছে ॥ ৩৫½

উষ্ণ, শীত, সুখ, দুঃখ, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু (হাল্কা) ভারী ও অধিক ভারী—এই বায়ু শব্দযুক্ত স্পর্শ গুণের দ্বাদশ প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে ॥ ৩৬-৩৭

আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। সেই শব্দগুণেরও অনেক প্রকার ভেদ বিস্তৃত হইয়াছে। উহা বর্ণনা করিতেছি ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই আকাশজনিত শব্দগুণের সপ্তভেদ কথিত হইয়াছে, এই সব জানা আবশ্যক ॥ ৩৮-৩৯½

এষ সপ্তবিধঃ প্রোক্তো গুণ আকাশসম্ভবঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ তু সর্বত্র স্থিতোঽপি পটহাদিষু ॥ ৪০
মৃদঙ্গ-ভেরি-শঙ্খানাং তন্ত্রীতন্ত্রো রবস্য চ।
যঃ কশ্চিচ্ছ্রূয়তে শব্দঃ প্রাণিনোঽপ্রাণিনোঽপি বা।
এতেষামেব সর্বেষাং বিষয়ে সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪১
এবং বহুবিধাকারঃ শব্দ আকাশসম্ভবঃ
আকাশস্থঃ শব্দমাত্রমেতির্বায়ুগুণৈঃ সহ ॥ ৪২

অব্যাহতৈস্তেস্তেষ্বেব বেত্তি বিষয়স্থিতৈঃ।
আপ্যায়ন্তে চ তে নিত্যং ধাতবস্তৈস্তু ধাতুভিঃ ॥ ৪৩
আপোঽগ্নির্মারুতশ্চৈব নিত্যং জাগ্রতি দেহিষু।
মূলমেতে শরীরস্য ব্যাপ্য প্রাণানিহ স্থিতাঃ ॥ ৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদে
চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪

নিত্যের ব্যাপক স্বরূপে দ্বারা শব্দ সর্বত্র বিদ্যমান থাকে, কিন্তু পটহ (নাকড়া) প্রভৃতিতে ইহার বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হয়। মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ, বেণু ও তন্ত্রের শব্দাদিতে যাহা কিছু শব্দ শুনা যায় এবং জড় বা চেতনের যাহা কিছুও শব্দ শুনা যায়, সেই সব শব্দও এই সপ্তপ্রকার শব্দেরই অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪০-৪১

এই প্রকার আকাশজনিত শব্দের অনেক প্রকার ভেদ আছে বায়ুসম্বন্ধী গুণের সহিতই আকাশজনিত শব্দ হইয়া থাকে, ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন। ৪২

যখন বায়ুসম্বন্ধী গুণ বাধিত না হইয়া শব্দের সহিত অবস্থান করে, তখন বায়ুর শব্দকে শ্রবণ করে ও জানিতে পারে ; কিন্তু যখন বায়ুসম্বন্ধী গুণ ভিন্নাদি অথবা প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা বাধিত হইয়া বিষম অবস্থায় অবস্থান করে, তখন শব্দের গ্রহণ হয় না। উহারা শব্দাদির উৎপাদক ধাতু (ইন্দ্রিয়গোলক) ধাতুসমূহের (এই পঞ্চভূতের) দ্বারাই পুষ্ট হয়। ৪৩

জল, অগ্নি ও বায়ু—এই তিন তত্ত্ব সদা দেহধারিগণের মধ্যে জাগরিত থাকে। ইহারাই শরীরের মূল ও প্রাণসমূহ ওতপ্রোত হইয়া শরীরে অবস্থান করে ॥ ৪৪

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভৃগু-ভরদ্বাজের সংবাদবিষয়ক চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শরীরস্থিত-জঠরানলসহ প্রাণাপানাদিবায়ুসমবস্থিতিপ্রভৃতীনাং বর্ণনম্।]

ভরদ্বাজ উবাচ

পার্থিবং ধাতুমাসাদ্য শরীরেঽগ্নিঃ কথং প্রভো।
অবকাশবিশেষেষু কথং বর্ততেঽনিলঃ ॥ ১

ভৃগুরুবাচ।

যাত্রোর্গতিমহং ব্রহ্মন্ কথয়িষ্যামি তেঽনঘ

প্রাণিনামনিলো দেহান্ যথা চেষ্টয়তে বলী ॥ ২
স্থিতো মূর্ধানমাত্মা তু শরীরং পরিপালয়ন্।
প্রাণো মূর্ধনি চাস্যে চ বর্তমানো বিচেষ্টতে ॥ ৩
স জন্তুঃ সর্বভূতাত্মা পুরুষঃ স সনাতনঃ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি বিষয়শ্চ সঃ ॥ ৪

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

[শরীরের মধ্যে জঠরানল এবং প্রাণ-অপানাদি বায়ুর অবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণন।]

ভরদ্বাজ বলিলেন,—প্রভো ! শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অগ্নি পার্থিব ধাতুর (পাঞ্চভৌতিক দেহের) আশ্রয় গ্রহণ করত কিরূপে অবস্থান করে এবং বায়ুও সেই পার্থিব ধাতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিরূপে অবকাশবিশেষের দ্বারা দেহকে চেষ্টাশীল করে ॥ ১

ভৃগু বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! নিষ্পাপ মহর্ষে ! আমি তোমার নিকট বায়ুর গতি বর্ণনা করিব। প্রবল বায়ু কিভাবে প্রাণিগণের শরীরকে চেষ্টাশীল করে ? ইহা বলিতেছি ॥ ২

আত্মা মস্তকের উপরিভাগে অবস্থান করত সম্পূর্ণ শরীরকে রক্ষা করিতে থাকেন এবং প্রাণ মস্তক ও অগ্নি উভয়েই অবস্থান করিয়া শরীরকে চেষ্টাশীল করেন ॥ ৩

এই প্রাণসংযুক্ত আত্মাই জীব, ইনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা সনাতন পুরুষ। ইনিই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চভূত ও বিষয়রূপে বিরাজমান ॥ ৪

এবং স্থিত স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে।
পৃষ্ঠতস্তু সমানেন স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫
বস্তিমূলং গুদং চৈব পাবকং সমুপাশ্রিতঃ।
বহন্ মূত্রং পুরীষং চাপানঃ পরিবর্ত্ততে ॥ ৬
প্রবর্ত্তে কর্মণি বলে য একস্মিন্ বর্ত্ততে।
উদান ইতি তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ ॥ ৭
সন্ধিষ্বপি চ সর্বেষু সংনিবিষ্টস্তথানিলঃ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥ ৮
ধাতুষন্নিস্তু বিততঃ সমানেন সমীরিতঃ।
রসান্ ধাতূংশ্চ দোষাংশ্চ বর্ত্তয়ন্নবতিষ্ঠতে ॥ ৯
অপানপ্রাণয়োর্মধ্যে প্রাণাপানসমাহিতঃ।
সমধিত্বগ্বিধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ ॥ ১০
আদ্যং হি পায়ুপর্য্যন্তমন্ত্রে স্যাদ্ গুদসংজ্ঞিতম্।
স্রোতস্তস্মাৎ প্রজায়ন্তে সর্বস্রোতাংসি দেহিনাম্ ॥ ১১
প্রাণানাং সংনিপাতাচ্চ সংনিপাতঃ প্রজায়তে।
উষ্মা চাগ্নিরিতি জ্ঞেয়ো যোঽয়ং পচতি দেহিনাম্ ॥ ১২
অগ্নিবেগবহঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহন্যতে।
স উর্দ্ধমাগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পাবকম্ ॥ ১৩
পক্বাশয়স্থধো নাভ্যামূর্দ্ধমামাশয়ঃ স্থিতঃ।
নাভিমধ্যে শরীরস্থ সর্বে প্রাণাশ্চ সংশ্রিতাঃ ॥ ১৪
প্রস্থিতা স্তনয়াং সর্বে তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
বহন্ত্যন্নরসান্ নাড্যো দশ প্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥ ১৫
এষ মার্গোঽথ যোগানাং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্।
ছিন্নদ্বৈধাঃ সদা ধীরা মূর্দ্ধস্থানমাপদ্যন্ ॥ ১৬

এইরূপ (জীবাত্মাসংযুক্ত) প্রাণের দ্বারা শরীরের যাবতীয় বিভাগ ও ইন্দ্রিয়াদি সকল যন্ত্র অল্প পরিচালিত হইতে থাকে। তাহার পর সমান বায়ুর রূপে পরিণত হইয়া প্রাণই নিজ নিজ গতির আশ্রিত শরীরের সঞ্চালক হয়॥ ৫

অপান বায়ু অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয় ও গুদের আশ্রয় গ্রহণ করত বল এবং মূত্র নিঃসারিত করিতে করিতে উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে থাকে॥ ৬

যে একই বায়ুর প্রযত্ন, কর্ম ও বল এই তিনে প্রবৃত্তি হয়, সেই বায়ুকে অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ উদান বলেন॥ ৭

যাবতীয় অস্থিসন্ধিতে ও তাহার সমস্ত সন্ধিতেও ব্যাপ্ত থাকে, সেই বায়ুকে 'ব্যান' বলা হয়॥ ৮

শরীরের সমস্ত ধাতুর মধ্যে ব্যাপ্ত যে অগ্নি আছে, উহা সমান বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত। এই সমান বায়ুই শরীরস্থ রস, ধাতু (ইন্দ্রিয়গণ) ও দোষসকলের (কফাদি) সঞ্চালন করিতে করিতে সম্পূর্ণ শরীরে অবস্থিত॥ ৯

অপান ও প্রাণের মধ্যভাগে (নাভিতে) প্রাণ এবং অপান উভয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থিত জঠরানলরূপ সপ্তবিধ অন্নকে সর্বতোভাবে পাক করে॥ ১০

মুখ হইতে পায়ু (গুদ) পর্য্যন্ত যে মহান্ স্রোত (প্রাণের প্রবাহিত হইবার পথ) আছে, তাহাই অগ্নির পর্য্যায়ে গুদ নামে আখ্যাত হয়। এই মহান্ স্রোত হইতেই দেহধারিগণের অন্য সর্ববিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত (প্রাণের সঞ্চারণমার্গ অথবা নাড়ী-সমূহ) উদ্ভূত হইয়াছে॥ ১১

এই সব স্রোতের দ্বারা সম্পূর্ণ অন্নে প্রাণের সমস্ত বা প্রসার হইলে পর তাহার সহিত স্থিত জঠরানলেরও সমস্ত বা প্রসার হইয়া থাকে। প্রাণিগণের দেহে যে উষ্মা (তাপ) অনুভব হয়, উহার সেই জঠরানলেরই তাপ জানিতে হইবে। এই অনলই দেহধারীদিগের ভুক্ত অন্ন পাক করিয়া থাকে॥ ১২

অগ্নির বেগের দ্বারা প্রবহমান প্রাণ গুদের নিকট গমন করত প্রতিহত হইয়া যায়। তারপর পুনরায় উপরের দিকে ফিরিয়া আসিয়া সন্নিকটবর্তী অগ্নিকেও উপরে উঠাইয়া লয়॥ ১৩

নাভির নিম্নে পক্বাশয় ও উপরে আমাশয় অবস্থিত এবং নাভির মধ্যভাগে শরীর-সম্বন্ধী সকল প্রাণ অবস্থিত॥ ১৪

সেই সমস্ত প্রাণ স্তন হইতে উপরে নিম্নে ও এদিক্ ওদিকে প্রধান করিতে থাকে; সেই দশ প্রাণসকলের (প্রাণ বায়ুর দশ প্রকার ভেদ হইল—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমস্ত নাড়ী অন্নের রস বহন করে॥ ১৫

এই মুখ হইতে গুদ পর্য্যন্ত যে মহান স্রোত রহিয়াছে, উহা যোগিগণেরই মার্গ। ইহার দ্বারা সেই যোগী পরমপদ প্রাপ্ত হন্। যাঁহারা সমস্ত ক্লেশকে জয় করিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদা সমদর্শী ও ধীর এবং যে সব মহাত্মা সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা মস্তকে

এবং সর্বেষু বিহিতঃ প্রাণাপানেষু দেহিনাম্
তস্মিন্ সমিধ্যতে নিত্যমগ্নিঃ স্থাল্যামিবাহিতঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পঞ্চাশীত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫

উপস্থিত হইয়া সেখানে নিজেকে নিজে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই হইলেন যোগী। ১৬

প্রাণিগণের প্রাণ, অপানাদি সমস্ত বায়ুতে স্থাপিত জঠরানল শরীরে অবস্থান করত সদা অগ্নিহোত্রে হিত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জীবসত্তোপরি নানাবিধযুক্তিভিঃ শঙ্কোপস্থাপনম্।]

ভরদ্বাজ উবাচ।

যদি প্রাণরতে বায়ুর্বায়ুরেব বিচেষ্টতে।
খসিত্যাভাষতে চৈব তস্মাজ্জীবো নিরর্থকঃ ॥ ১

ধমন্যামাত আগ্নেয়ো বহ্নিনা পচ্যতে যদি
অগ্নির্জীরয়তে চৈতৎ তস্মাজ্জীবো নিরর্থকঃ ॥ ২

জন্তোঃ প্রমীয়মাণস্য জীবো নৈবোপলভ্যতে
বায়ুরেব জহাত্যেনমুদ্ধমন্যাবশ্চ নশ্যতি ॥ ৩

যদি বায়ুময়ো জীবঃ সংশ্লেষো যদি বায়ুনা।
বায়ুরণ্ডজবদ্ বৃদ্ধো সঙ্ঘেৎ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥ ৪

সংশ্লেষো যদি বাতেন যদি তস্মাৎ প্রণশ্যতি।
মহার্ণববিমুক্তস্যাপস্তৎ সলিলভাজনম্ ॥ ৫

কূপে বা সলিলং ভস্ত্রাৎ প্রদীপ্তং বা হুতাশনে।
ক্ষিপ্রং প্রবিশ্য নশ্যেত যথা নশ্যত্যসৌ তথা ॥ ৬

পঞ্চধারণকে ত্বস্মিন্ শরীরে জীবিতং কুতঃ
তেষামন্যতরাভাবাচ্ছরীরং যাতি সংক্ষয়ঃ ॥ ৭

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[জীবের সত্তার উপর নানা প্রকার যুক্তির দ্বারা শঙ্কা উপস্থাপন।]

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভগবন্! যদি বায়ুই প্রাণীকে জীবিত রাখে, বায়ুই শরীরকে চেষ্টাশীল করে এবং বায়ুই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, তবে ত' এই দেহে জীবের সত্তা স্বীকার করা বৃথা। ১

যদি দেহে উষ্মা অগ্নির অংশ, যদি অগ্নির দ্বারাই ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া যায়, যদি অগ্নিই সর্ব্ব বস্তুকে জীর্ণ করে, তবে জীবের সত্তা নিরর্থক। ২

যখন কোন প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন সেখানে জীবের উপলব্ধি হয় না। প্রাণ বায়ুই সেই প্রাণীকে পরিত্যাগ করে এবং শরীরের উষ্মা নষ্ট হইয়া যায়। ৩

যদি জীব বায়ুময় হয়, যদি বায়ুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তবে বায়ুবেগের ন্যায় উহার প্রত্যক্ষ অনুভব হওয়া আবশ্যক। এই জীবকে মৃত্যুর পর বায়ুর সহিতই গমন করিতে দেখা যাইবে। ৪

যদি বায়ুর সহিত জীবের দৃঢ় সংযোগ থাকে এবং সেই কারণেই জীব বায়ুরই সহিত নষ্ট হইয়া যায়, তবে যেরূপ জলপাত্রে প্রস্তরপূর্ণ করিয়া কোন সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং উহা ডুবিয়া যায়, সেইরূপ বায়ুর সম্পর্কেই জীবের বিনাশ হয়, ইহা মানিতে হইবে। এই অবস্থায় যেরূপ প্রস্তরের দ্বারা পৃথক্ জলপাত্রের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ুর দ্বারা পৃথক্ জীবের উপলব্ধি হয়। ৫

অথবা যদি কূপের মধ্যে জল নিক্ষেপ করা হয় কিংবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রজ্বলিত দীপ নিক্ষেপ করা হয়, তবে উহারা উভয়েই উভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব লোপ করে, সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের নাশ হইলে পর জীবও পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, ইহা মানিয়া লইলে পঞ্চভূতের দ্বারা ভুক্ত এই দেহে জীবই বা কোথায়? অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, পাঞ্চভৌতিক সঙ্ঘাত হইতে ভিন্ন জীব

নশ্যত্যাপো হ্যনাহারাদ্ ধাতুরুচ্ছ্বাসনিগ্রহাৎ।
নশ্যতে কোষ্ঠভেদাৎ খমগ্নির্নশ্যত্যভোজনাৎ ॥ ৮

ব্যাধিভিশ্চপরিক্লেশৈর্মেদিনী চৈব শীর্য্যতে।
পীড়িতেঽল্পতরে হ্যেষাং সঙ্ঘাতো যাতি পঞ্চতা ॥ ৯

তস্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে জীবঃ কিমনুধাবতি।
কিং বেদয়তি বা জীবঃ কিং শৃণোতি ব্রবীতি চ ॥ ১০

এষা গৌঃ পরলোকস্থং তারয়িষ্যতি মানিনম্।
যো হন্তা ম্রিয়তে জন্তুঃ সা গৌঃ কং তারয়িষ্যতি ॥ ১১

গৌশ্চ প্রতিগ্রহীতা চ দাতা চৈব সমং ফলম্।
ইত্যেব বিলয়ং যান্তি কৃতত্বেষাং সমাগমঃ ॥ ১২

বিহগৈরুপভুক্তস্য শৈলাগ্রাৎ পতিতস্য চ।
অগ্নিনা চোপদগ্ধস্য কুতঃ সঞ্জীবনং পুনঃ ॥ ১৩

ছিন্নস্য যদি বৃক্ষস্য ন মূলং প্রতিরোহতি।
বীজাদ্ধ্যনা প্রবর্তন্তে মৃতঃ ক পুনরেষ্যতি ॥ ১৪

বীজমাত্রং পুরা সৃষ্টং যেনেদং পরিবর্ত্ততে।
মৃতামৃতাঃ প্রশম্যন্তি বীজাদ্ বীজং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জীবস্বরূপাক্ষেপে
ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬

নাই; এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে কোন একটির অভাব হইলে পর অবশিষ্ট চারি ভূতেরও অভাব হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬-৭

জল পর্ব্বতোপরি ত্যাগ করিলে শরীরের জলীয় অংশ নষ্ট হইয়া যায়, শ্বাসরুদ্ধ হইলে পবন বায়ু নাশপ্রাপ্ত হয় উদরের ভেদ হইলে আকাশ তত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং ভোজন বন্ধ করিয়া দিলে শরীরের অগ্নিতত্ত্ব নাশ হইয়া যায়। ৮

জরাদি রোগ, ক্লম ও অন্যান্য নানা প্রকার ক্লেশের দ্বারা শরীরের পৃথ্বীতত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। এই পঞ্চতত্ত্ব-মধ্যে একটি তত্ত্বেরও যদি হানি উপস্থিত হয়, তবে ইহাদের সমস্ত সঙ্ঘাতই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ৯

পাঞ্চভৌতিক সঙ্ঘাতের (শরীরের) নাশ হইলে পর যদি জীব থাকে, তবে সে কাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়? কি অনুভব করে? কি শ্রবণ করে এবং কি কথা বলে? ১০

মৃত্যুকালে মানুষ এই আশায় গো-দান করে যে, সেই গো পরলোকে যাইবার জন্য তাহাকে সন্তরণ করাইবে। কিন্তু গো-দান করিয়া যদি জীব মৃত্যু বরণ করে, তবে সেই গো কাহাকে তারণ করিবে? ১১

গো, গোদানকারী মানুষ ও দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ—এই তিনজনই যখন মরিয়া যায়, তখন পরলোকে ইহাদের কিরূপে মিলন হইবে? ১২

ইহাদের মধ্যে যে মৃত্যুবরণ করে তাহাকে যদি পক্ষীতে ভক্ষণ করে কিংবা সে পর্ব্বতের শিখর হইতে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় অথবা অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই অবস্থায় তাহাদের জীবিত হওয়া কিরূপে সম্ভব? ১৩

যদি মূল হইতে ছিন্ন বৃক্ষের মূল পুনরায় অঙ্কুরিত না হয়, কেবল তাহার বীজই উৎপন্ন হইতে থাকে, তবে মৃত মানুষ পুনরায় কোথা হইতে আসিবে? ১৪

পূর্ব্বকালে মাত্র বীজেরই সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা হইতে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে যে মানুষ মরিয়া যায়, সে ত নষ্টই হইয়া যায় এবং বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হইতে থাকে। ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে জীবের স্বরূপের উপর নিক্ষাবিষয়ক ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জীবস্য সত্তায়া নিত্যতায়াশ্চ যুক্তিভিঃ প্রতিপাদনম্।]

ভৃগুরুবাচ

ন প্রণাশোঽস্তি জীবস্য দত্তস্য সুকৃতস্য চ।
যাতি দেহান্তরং প্রাপ্য শরীরং তু বিমুঞ্চতে। ১

ন শরীরাশ্রিতো জীবস্তস্মিন্ নষ্টে প্রণশ্যতি।
সমিদ্বামিব দগ্ধানাং যথাগ্নিষু শ্যতে তথা। ২

ভরদ্বাজ উবাচ

অদৃষ্টেষ্বো তথা তস্য যদি নাশো ন বিদ্যতে।
ইন্ধনস্যোপযোগান্তে স চাগ্নির্নোপলভ্যতে॥ ৩

নশ্যতীত্যেব জানামি শাস্ত্রমগ্নিনিদর্শনম্।
গতির্যস্য প্রমাণং বা সংস্থানং বা ন বিদ্যতে। ৪

ভৃগুরুবাচ

সমিদ্বামুপযোগান্তে যথাগ্নির্নোপলভ্যতে।
আকাশানুগতত্বাদ্ধি দুর্গ্রাহ্যো হি নিরাশ্রয়ঃ। ৫

তথা শরীরসন্ত্যাগে জীবো দ্যাকাশবৎ স্থিতঃ।
ন গৃহ্যতে তু সূক্ষ্মত্বাদ্ যথা জ্যোতির্ন সংশয়ঃ। ৬

প্রাণান্ ধারয়তে হ্যগ্নিঃ স জীব উপধাব্যতাম্।
বায়ুসঞ্চারণো হ্যগ্নির্নশ্যত্যুচ্ছ্বাসনিগ্রহাৎ। ৭

তস্মিন্ নষ্টে শরীরাগ্নৌ ততো দেহমচেতনম্।
পতিতং যাতি ভূমিত্বময়নং তস্য হি ক্ষিতিঃ। ৮

জঙ্গমানাং হি সর্বেষাং স্থাবরাণাং তথৈব চ
আকাশঃ পবনোঽন্বেতি জ্যোতিস্তমনুগচ্ছতি
তেষাং ত্রয়াণামেকত্বাদ্ ধ্রুবঃ ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতম্। ৯

যত্র খং তত্র পবনস্তত্রাগ্নির্যত্র মারুতঃ।
অমূর্তত্বন্তু বিজ্ঞেয়া মূর্তিমন্তঃ শরীরিণাম্। ১০

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[জীবের সত্তা ও নিত্যতা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন।]

ভৃগু বলিলেন,—ভরদ্বাজ! জীবের এবং তাহার প্রদত্ত দান ও কৃত কর্মের কখনও নাশ হয় না। জীব ত' জীর্ণ শরীরে চলিয়া যায়, কেবল তাহার পরিত্যক্ত দেহটাই এখানে নষ্ট হয়। ১

শরীরের আশ্রয়ে অবস্থিত জীব তাহার বিনাশেও স্বয়ং নষ্ট হয় না। যেরূপ সমিধ সকলে অবলম্বিত অগ্নি সমিধ সকল দগ্ধ হইলেও দেখা যায়, সেইরূপ জীবের সত্তারও প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। ২

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভগবন্! যদি অগ্নির ন্যায় জীবের নাশ না হয়, তবে কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিও শান্ত হইয়া যায়; পুনরায় তাহার আর উপলব্ধি হয় না। ৩

অতএব আমি কাষ্ঠহীন শান্ত অগ্নিকে উহারই মত বলি যে, সে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কারণ, যাহার গতি, প্রমাণ অথবা স্থিতি নাই, তাহার নাশই হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এই দশা জীবেরও। ৪

ভৃগু বলিলেন,—বৎস! সমিধ সকল প্রজ্বলিত হইয়া যাইলে পর অগ্নি নাশ প্রাপ্ত হয় না। সে আকাশে অব্যক্তরূপে অবস্থান করে, সেইজন্য তাহার উপলব্ধি হয় না; কারণ, বিনা কোন আশ্রয়ে অগ্নির গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। ৫

সেইরূপ শরীর ত্যাগ করিলে পর জীব আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। সে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় বায়ু অগ্নির ন্যায় তাহার অনুভব হয় না, কিন্তু অবশ্যই অবস্থান করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

অগ্নি প্রাণ ধারণ করে। জীব সেই অগ্নির ন্যায়ই জ্যোতির্ময় বলিয়া মনে করিও। সেই অগ্নিকে বায়ু দেহের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে। শ্বাসরুদ্ধ হইলে পর বায়ুর সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিও নষ্ট হইয়া যায়। ৭

এই শরীরাগ্নি নষ্ট হইয়া যাইলে অচেতন শরীর পৃথিবীতে পতিত হইয়া পার্থিবভাগ প্রাপ্ত হইয়া যায়, কারণ, পৃথিবীই তাহার আধার। সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের প্রাণ বায়ু আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অগ্নিও সেই বায়ুরই অনুসরণ করে। এইরূপ আকাশ, বায়ু ও অগ্নি—এই তিন তত্ত্ব একত্র হইয়া যায় এবং জল ও পৃথিবী—এই দুই তত্ত্ব ভূতলেই থাকিয়া যায়। ৮-৯

যেখানে আকাশ থাকে, সেখানে বায়ুও অবস্থান করে এবং যেখানে বায়ু থাকে, সেখানে অগ্নিও থাকে। এই তিন তত্ত্ব যদিও নিরাকার, তথাপি দেহ ধারিগণের দেহে অবস্থান করায় মূর্তিমান্ বলিয়া মনে হয়। ১০

ভরদ্বাজ উবাচ।

পঞ্চস্থি-মারুতৌ ভূমি খমাপশ্চ শরীরিষু।
জীবঃ কিংলক্ষণস্তত্রেত্যেতদাচক্ষ্ব মেঽনঘ ॥ ১১

পঞ্চাত্মকে পঞ্চরতৌ পঞ্চবিজ্ঞানচেতনে।
শরীরে প্রাণিনাং জীবং বেত্তু মিচ্ছামি যাদৃশম্ ॥ ১২

মাংস-শোণিতসঙ্ঘাতে মেদঃ স্নায়ু স্থিসঙ্কটে।
ভিদ্যমানে শরীরে তু জীবো নৈবোপলভ্যতে ॥ ১৩

যদ্যজীবং শরীরে তু পঞ্চভূতসমন্বিতম্।
শারীরে মানসে দুঃখে কস্তাং বেদয়তে রুজম্ ॥ ১৪

শৃণোতি কশ্চিত্তং জীবং কর্ণাভ্যাং ন শৃণোতি তৎ।
মহর্ষে মনসি ব্যগ্রে তস্মাজ্জীবো নিরর্থকঃ ॥ ১৫

সর্বং পশ্যতি যদ্ দৃশ্যং মনোযুক্তেন চক্ষুষা।
মনসি ব্যাকুলে চক্ষুঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৬

ন পশ্যতি ন চাঘ্রাতি ন শৃণোতি ন ভাষতে।
ন চ স্পর্শ-রসৌ বেত্তি নিদ্রাবশগতঃ পুমান্ ॥ ১৭

স্তুতিং ক্রুধ্যতে কোঽত্র শোচত্যুদ্বিজতে চ কঃ।
ইচ্ছতি ধ্যায়তি দ্বেষ্টি বাচমীরয়তে চ কঃ ॥ ১৮

ভৃগুরুবাচ।

ন পঞ্চসাধারণমত্র কিঞ্চি-
চ্ছরীরমেকো বহতেঽন্তরাত্মা।
স বেত্তি গন্ধাংশ্চ রসাংশ্চ স্পৃষ্টাংশ্চ
স্পর্শঞ্চ রূপঞ্চ গুণাংশ্চ বেদ্যান্ ॥ ১৯

পঞ্চাত্মকে পঞ্চগুণপ্রদর্শী
স সর্বগাত্রানুগতোঽন্তরাত্মা।
স বেত্তি দুঃখানি সুখানি চাত্র
তদ্বিপ্রয়োগাৎ তু ন বেত্তি দেহঃ ॥ ২০

যদা ন রূপং ন স্পর্শো নোষ্মভাবশ্চ পঞ্চকে।
তদা শান্তে শরীরাগ্নৌ দেহত্যাগে ন নশ্যতি ॥ ২১

ভরদ্বাজ বলিলেন,—বিপ্রাগ্র মুনিবর! যদি দেহধারিগণের দেহে কেবল ক্ষিতি, বায়ু, তেজ, আকাশ ও জল তত্ত্বই বিদ্যমান থাকে, তবে উহাদের মধ্যে জীবের লক্ষণ কি? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১১

প্রাণিগণের শরীর পাঞ্চভৌতিক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে ইহাদের মতি থাকে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চিত্ত উপলব্ধ হয়। এই সকলের মধ্যে অবস্থিত জীবের লক্ষণ কীদৃশ? এই কথা আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১২

রক্ত ও মাংসের সমূহ, চর্বী, নাড়ী ও অস্থিসকলের সঙ্কটরূপ এই দেহকে ছিন্ন বিছিন্ন করিলে পর কোন জীব উপলব্ধ হয় না ॥ ১৩

যদি এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে জীবরহিত মনে করা হয়, তবে এই প্রশ্ন মনে জাগে যে, শরীর অথবা মনে পীড়া হইলে পর উহার কষ্টকে অনুভবকে করে? ১৪

মহর্ষে! জীব কাহারও কথিত বাক্যকে নিজের দুই কর্ণের দ্বারা প্রযত্নে শ্রবণ করে, কিন্তু যদি মনে কোন ব্যাকুলতা থাকে, তবে শুনিয়াও সে শুনিতে পায় না; সেইজন্য মনের অতিরিক্ত কোন জীবের সত্তা জানা নিরর্থক ॥ ১৫

জগতে যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, সেই সব দৃশ্যকে প্রাণী তখনই দেখিতে সমর্থ হয়, যখন তাহার দৃষ্টির সহিত মনের সংযোগ হয়। যদি মন ব্যাকুল থাকে, তবে সে দেখিয়াও দেখিতে পায় না ॥ ১৬

নিদ্রাবশীভূত মানুষ (সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ থাকিতেও) দেখিতে পায় না, আঘ্রাণ করিতে সমর্থ হয় না, শ্রবণ করিতে পারে না, বলিতে পারে না এবং স্পর্শ ও রসের অনুভব করিতে পারে না ॥ ১৭

অতএব এই জিজ্ঞাসা হয় যে, এই শরীরের মধ্যে কে হর্ষ ক্রোধ করে? কাহার শোক ও উদ্বেগ হয়? কে ইচ্ছা, ধ্যান এবং দ্বেষ করে ও কথাবার্তা কে বলে? ১৮

ভৃগু বলিলেন, মুনে! মনও পাঞ্চভৌতিক; অতএব উহা পঞ্চ ভূত হইতে ভিন্ন কোন পৃথক্ তত্ত্ব নহে। একমাত্র অন্তরাত্মাই এই দেহের ভার বহন করেন, তিনিই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এবং অপর যে সব গুণ আছে, সেই সব অনুভব করেন ॥ ১৯

এই অন্তরাত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গুণসকল ধারণকারী মনের দ্রষ্টা এবং তিনি এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্পূর্ণ অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করেন। যখন তাঁহার দেহের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, তখন এই দেহে সুখ-দুঃখের জ্ঞান হয় না (ইহার দ্বারা মনের অতিরিক্ত তাঁহার সাক্ষী আত্মার সত্তা স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ২০

যখন পাঞ্চভৌতিক শরীরে রূপ, স্পর্শ ও উষ্মা থাকে না, সেই অবস্থায় শরীরস্থিত অগ্নি শান্ত হইয়া যাইলেও জীবাত্মা সেই শরীরকে ত্যাগ করিয়াও নষ্ট হয় না ॥ ২১

আপোময়মিদং সর্বমাপো মূর্তিঃ শরীরিণাম্ ।
তত্রাত্মা মানসো ব্রহ্মা সর্বভূতেষু লোককৃৎ ॥ ২২
আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ॥ ২৩
আত্মানং তং বিজানীহি সর্বলোকহিতাত্মকম্ ।
তস্মিন্ যঃ সংশ্রিতো দেহে জ্ঞবিন্দুরিব পুষ্করে ॥ ২৪
ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীহি নিত্যং লোকহিতাত্মকম্ ।
তমো রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ বিদ্ধি জীবগুণানিমান্ ॥ ২৫
সচেতনং জীবগুণং বদন্তি
স চেষ্টতে চেষ্টয়তে চ সর্বম্ ।
অতঃ পরং ক্ষেত্রবিদো বদন্তি
প্রাবর্তয়দ্ যো ভুবনানি সপ্ত ॥ ২৬
ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে
মিথ্যৈতদাহুর্মৃত ইত্যবুদ্ধাঃ ।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি
দশার্ধভেদাস্তু শরীরভেদঃ ॥ ২৭
এবং সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়শ্চরতি সংবৃতঃ
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২৮
তং পূর্বাপররাত্রেষু যুঞ্জানঃ সততং যতিঃ ।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ২৯
চিত্তস্য হি প্রসাদেন হিত্বা কর্ম শুভাশুভম্ ।
প্রসন্নাত্মাঽঽত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ৩০
মানসোঽগ্নিঃ শরীরেষু জীব ইত্যভিধীয়তে ।
সৃষ্টিঃ প্রজাপতেরেষা ভূতাধ্যাত্মবিনিশ্চয়ে ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে জীবস্বরূপনিরূপণে সপ্তাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭

এই সমগ্র জগৎ জলময়, প্রাণিগণের এই শরীরও প্রায় জলময়ই। ইহার মধ্যে মনে অবস্থিত আত্মা বিদ্যমান আছেন। ইনিই সম্পূর্ণ ভূতসকলের মধ্যে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার নামে বিখ্যাত; (কারণ, সমস্ত জীবগণের সজ্ঞাতেরই নাম ব্রহ্মা)। ২২

আত্মা যখন প্রাকৃত গুণসমূহে যুক্ত থাকেন, তখন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় এবং যখন তিনি সেই সব গুণসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যান, তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। ২৩

তুমি ক্ষেত্রজ্ঞকে আত্মা বলিয়াই জান। তিনি সর্বলোক-হিতকারী। এই শরীরে অবস্থান করিয়াও তিনি পদ্মপত্রে স্থিত জল-বিন্দুর ন্যায় প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতে পৃথক্। ২৪

সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে সর্বদা আত্মাই জানিও। তিনি সম্পূর্ণ জগতের হিতস্বরূপ। তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ – এই তিন প্রাকৃত গুণসমূহের প্রকৃতিতে অবস্থিতি-হেতু জীবেরই গুণ বলিয়া জানিবে। ২৫

চেতন জীবের সম্বন্ধের দ্বারা পূর্বোক্ত সপ্তাদি গুণসকলকে চেতনযুক্ত বলা হয়। (যেরূপ লৌহ অগ্নিস্পর্শে দাহক ও দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে; সেইরূপ চেতন জীবের সংসর্গে সপ্তাদি গুণসকলকেও চৈতন্যযুক্ত বলা হয়।) সেই জীব স্বয়ং চেষ্টা করে এবং সর্বাপেক্ষা প্রথমে চেষ্টা করাইয়া থাকে। শরীরের তত্ত্ব-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মানুষ এই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা হইতে সেই পরমাত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলেন। ইনিই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক উৎপন্ন করিয়াছেন। ২৬

দেহের নাশ হইলে পরও জীবের নাশ হয় না। যে জীবের মৃত্যুর কথা বলে, সেই ব্যক্তি অজ্ঞান এবং তাহার সেই কথা মিথ্যা। জীব ত' এই মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহে চলিয়া যায়। শরীরের পাঁচ তত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাওয়াই নাম শরীরের নাশ। ২৭

এইরূপ আত্মা সম্পূর্ণ প্রাণিগণের অন্তরে তাহার হৃদয়-গুহায় গূঢ়ভাবে বাস করেন। তিনি তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের দ্বারা তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ২৮

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পরিমিত আহার করিয়া রাত্রির প্রথমে ও শেষের প্রহরে সদা ধ্যানযোগের অভ্যাস করেন, তিনি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর নিজ হৃদয়েই সেই আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ২৯

চিত্তশুদ্ধ হইলে পর শুভাশুভ কর্মের সহিত নিজের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া তিনি আত্মস্বরূপে স্থিত হন এবং অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ৩০

সমস্ত শরীরের মধ্যে মনে অবস্থিত যিনি অগ্নিতুল্য প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য, তাঁহাকেই সমষ্টি জীবস্বরূপ প্রজাপতি বলিয়া বর্ণিত হন্। সেই প্রজাপতি হইতেই এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথা অধ্যাত্ম তত্ত্বের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে। ৩১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভৃগু-ভরদ্বাজের সংবাদপ্রসঙ্গে জীবের স্বরূপনিরূপণ-বিষয়ক সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

। বর্ণবিভাগপূর্ব্বকং মনুষ্যাণাং সমস্ত-প্রাণিনাঞ্চ উৎপত্তিবর্ণনম্।

ভৃগুরুবাচ।

অসৃজদ্ ব্রাহ্মণানেব পূর্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোভিনির্ব্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্ ॥ ১

ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্।
আচারং চৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ ॥ ২

দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুর মহোরগাঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগাশ্চ পিশাচা মনুজাস্তথা ॥ ৩

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং সঙ্ঘাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে ॥ ৪

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥ ৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৬

কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভিদ্যতে ॥ ৭

স্বেদ-মূত্র-পুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ॥ ৮

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৯

ভৃগুরুবাচ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥ ১০

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ ১১

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ ১২

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[বর্ণবিভাগপূর্ব্বক মনুষ্যগণের ও সমস্ত প্রাণিদিগের উৎপত্তি-বর্ণন।]

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বীয় তেজে সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান ব্রাহ্মণগণ এবং মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে সৃজন করেন। ১

ইহার পর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত সত্য, ধর্ম্ম, তপ, সনাতন বেদ, আচার ও শৌচ নিয়ম স্থির করিলেন। ২

তদনন্তর দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর, মহাসর্প, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্যগণকে উৎপন্ন করেন। ৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তারপর তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণিগণের যে অন্য সঙ্ঘ তাহাও তিনি সৃজন করিলেন। ৪

ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শ্বেত, ক্ষত্রিয়দিগের রক্ত, বৈশ্যদকলের পীত এবং শূদ্রদের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন। (এই বর্ণ বিভাগ সূর্য্যরশ্মির তারতম্যে সৃষ্টির ক্রমবিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিতও হয়।)। ৫

ভরদ্বাজ বলিলেন,—প্রভো! যদি চারি বর্ণের মধ্যে এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের ভেদ থাকে, তবে ত সকল বর্ণের মধ্যে গৌর-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের মানুষ জন্মগ্রহণ করায় বর্ণসঙ্করতা দেখা যাইবে। ৬

কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম—এই সবেরই প্রভাব যদি আমাদের সকলের মধ্যে সমানভাবে পতিত হয়, তবে বর্ণের ভেদ কিভাবে সিদ্ধ হইবে? ৭

আমাদের সকলেরই দেহ হইতে ঘর্ম, মল, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্ত নিঃসারিত হয়। এরূপ অবস্থায় বর্ণের দ্বারা বর্ণ বিভাগ কি ভাবে হইতে পারে? ৮

পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি জঙ্গম প্রাণিগণ এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীবগণের অসংখ্য জাতি আছে। তাহাদের বর্ণও নানা প্রকারের, অতএব তাহাদের বর্ণের নিশ্চয় কিভাবে হইবে? ৯

ভৃগু বলিলেন,—প্রথমে বর্ণসকলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এই সম্পূর্ণ জগৎই ব্রাহ্মণ ছিল। পরে নানাবিধ কর্ম্মফলের দ্বারা তাহাদের মধ্যে বর্ণভেদ উদ্ভূত হয়। ১০

যাহারা নিজেদের ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত বিষয় ভোগে প্রীতিমান্, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধী ও সাহসপূর্ণ কর্ম্মকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। ১১

যাহারা গো-সকল হইতে ও কৃষি কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তি গ্রহণ করে এবং সেই কারণে যাহাদের শরীরের বর্ণ পীত হইয়া গিয়াছে, যাহারা নিজেদের ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ১২

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩

ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তাঃ দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ ১৪

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বং লোভাৎ ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ ১৫

ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থাস্তপস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥ ১৬

ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টেঃ যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥ ১৭

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥ ১৮

প্রজা ব্রাহ্মণসংস্কারাঃ স্বকর্মকৃতনিশ্চয়াঃ।
ঋষিভিঃ যেন তপসা সৃজ্যন্তে চাপরে পরৈঃ ॥ ১৯

আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূলাক্ষয়াব্যয়া।
সা সৃষ্টির্মানসী নাম ধর্মতন্ত্রপরায়ণা ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি তৃণ-তরুরাজসংবাদে
অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮

যাহারা শৌচ ও সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া হিংসা এবং অনৃতাকে নিজেদের প্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, লোভবশতঃ যাহারা ব্যাধের ন্যায় সর্বত্র নিন্দনীয় কর্ম করত জীবিকা চালাইতে থাকে, এইজন্য যাহাদের শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণগণ শূদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৩

এই সব কর্মের জন্য ব্রাহ্মণত্ব হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়া সেই সব ব্রাহ্মণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের পক্ষে নিত্য ধর্মানুষ্ঠান ও যজ্ঞ কর্মের কোন নিষেধ করা হয় নাই ॥ ১৪

এইভাবে যে চারি প্রকার বর্ণ হইল, ইহাদের জন্য ব্রহ্মা পূর্বে ব্রাহ্মী সরস্বতী (বেদবাণী) প্রকাশিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু লোভবিশেষের জন্য শূদ্র অজ্ঞানভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—বেদাধ্যয়নের অনধিকারী হইয়াছে ॥ ১৫

যে সকল ব্রাহ্মণ বেদের আজ্ঞার অধীনে থাকিয়া সমস্ত কার্য করে, বেদমন্ত্রসমূহ স্মরণে রাখে এবং সর্বদা ব্রত ও নিয়ম পালন করে, তাহাদের তপস্যা কখনও নষ্ট হয় না ॥ ১৬

যাহারা এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে পরমব্রহ্ম পরমাত্মার রূপ দেখিতে পায় না, তাহারা দ্বিজ বলিবার অধিকারীই নহে। এরূপ ব্যক্তিদিগকে নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৭

জ্ঞান-বিজ্ঞানহীন ও স্বেচ্ছাচারী সেই সব মানুষ পিশাচ, রাক্ষস প্রেত ও নানাবিধ ম্লেচ্ছ জাতিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৮

পরে ঋষিগণ নিজেদের তপস্যার বলে কিছু এরূপ প্রজা সৃষ্টি করিলেন, যাহারা বৈদিক সংস্কারসম্পন্ন ও নিজ নিজ ধর্ম-কর্মে দৃঢ়তা সহকারে স্থির থাকিতে সমর্থ। এইরূপ প্রাচীন ঋষিগণের দ্বারা অর্বাচীন ঋষিদিগের সৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ১৯

কিন্তু যে সৃষ্টি আদিদেব ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার মূল কেবল ব্রহ্মা এবং যাহা অক্ষয়, অবিকারী ও ধর্মের অধীনে অবস্থিত, সেই সৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলা হয় ॥ ২০

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে তৃণ ও তরুরাজের সংবাদ-প্রসঙ্গে বর্ণবিভাগকথনবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্ণাং বর্ণানাং পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মণাং সদাচারস্য চ বর্ণনম্, বৈরাগ্যেণ পরমব্রহ্মণঃ প্রাপ্তিকথনঞ্চ।]

ভরদ্বাজ উবাচ

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ ব্রূহি বদতাং বরঃ॥ ১

ভৃগু উবাচ।

জাতকর্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংকৃতঃ শুচিঃ
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ ২
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ক্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ৪
ক্ষত্রধর্মং সেবতে কর্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥ ৫
বণিজ্যাং পশুরক্ষাং চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ ৬
সর্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্বকর্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥ ৭
শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ ৮
সর্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎ পবিত্রং জ্ঞানানাং তথা চৈবাত্মসংযমঃ॥ ৯
বার্যৌ সর্বাত্মনা তৌ হি শ্রেয়োঘাতার্থমুদ্যতৌ।
নিত্যং ক্রোধাচ্ছিরঃ রক্ষেৎ তপো
রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ॥ ১০
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ।
যস্তু সর্বে সমাবস্থা নিরাশীর্বন্ধনো দ্বিজ॥ ১১

একোননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্মসমূহ ও সদাচার বর্ণন এবং বৈরাগ্যের দ্বারা পরমব্রহ্মের প্রাপ্তি কথন।]

ভরদ্বাজ বলিলেন,—বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মর্ষে! দ্বিজোত্তম! এখন আপনি আমাকে বলুন, মানুষ কোন কর্ম করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হইয়া থাকে? ১

ভৃগু বলিলেন,—যিনি জাতকর্মাদি সংস্কার কর্মসমূহের দ্বারা সংস্কৃত, পবিত্র ও বেদসকলের স্বাধ্যায়ে সংলগ্ন, (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই) ছয় কর্মে স্থির থাকেন, শৌচ ও সদাচারপালনকারী এবং সর্বোত্তম যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজনকারী, গুরুর প্রতি প্রেমপূর্ণ চিত্ত, নিত্য ব্রতপালনকারী ও সত্যে নিরত থাকেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। ২-৩

যাঁহার মধ্যে সত্য, দান, দ্রোহ না করার মনোভাব, ক্রূরতা-পূর্ণ কর্ম না করার অভিলাষ, লজ্জা, দয়া ও তপ—এই সব সদ্গুণ দেখা যায়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। ৪

যিনি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি কর্মের পালন করেন, বেদসকলের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থাকেন, ব্রাহ্মণগণকে দান করেন এবং প্রজাদের নিকট হইতে 'কর' লইয়া তাঁহাদিগকে সতত রক্ষা করেন, তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হন। ৫

এইভাবে যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হইয়া বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকার্যরূপ কর্মসকল প্রতিপালন করিয়া নিজের জীবিকা চালাইবার অভিলাষ করেন ও পবিত্র থাকেন, তাঁহাকে বৈশ্য বলা হয়। ৬

কিন্তু যে ব্যক্তি বেদ ও সদাচার পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সব কিছু ভোজন করিতে অনুরাগী হয়, সর্বপ্রকার কাজই করে এবং অন্তরে-বাহিরে অপবিত্র থাকে, তাহাকে শূদ্র বলা হয়। ৭

পূর্বোক্ত সত্যাদি সদ্গুণ যদি শূদ্রে দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে উহা না থাকে, তবে সেই শূদ্র শূদ্র নহে এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। সর্ববিধ উপায়ে লোভ ও ক্রোধকে জয় করা উচিত। ইহাই জ্ঞানসকলের মধ্যে পবিত্র জ্ঞান ও ইহাই আত্মসংযম। ৮-৯

ক্রোধ ও লোভ মানুষের কল্যাণে বাধা দিবার জন্য সর্বদা উদ্যুক্ত থাকে; অতএব পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই উভয়কে নিবারণ করিবে। ধনসম্পত্তিকে ক্রোধের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তপস্যাকে মাৎসর্যের আঘাত হইতে রক্ষা করিতে হয়। বিদ্যাকে মান-অপমান হইতে এবং নিজেকে নিজে প্রমাদের (অনবধানতার) আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। ১০½

ব্রহ্মন্! যাঁহার সকল কাজ কামনাবন্ধন শূন্য হয় এবং যিনি ত্যাগের অগ্নিতে সব কিছু হোম করিয়াছেন, তিনিই ত্যাগী ও তিনিই বুদ্ধিমান্ ১১½

ত্যাগে যস্য হৃতং সর্বং স ত্যাগী চ স বুদ্ধিমান্
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ ॥ ১২
পরিগ্রহান্ পরিত্যজ্য তথেষূ বুদ্ধ্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠেদিহ চামুত্র চাভয়ম্ ॥ ১৩
তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংযতাত্মনা।
অভিত্তঃ কেতুকামেন ভাব্যং সঙ্গেষ্বসঙ্গিনা ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়ৈর্যদ্ গৃহ্যতে যদ্ যৎ তত্তদ্ ব্যক্তমিতি স্থিতিঃ।
অব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৫

কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, সকলের সহিত মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করিবে। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মমতা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিবে এবং সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে, যাহা ইহলোক ও পরলোকে নির্ভয় এবং শোকরহিত ॥ ১২-১৩

নিত্য তপস্যা করা, মুনি হইয়া (মননশীল হইয়া) ইন্দ্রিয়গণকে দমন ও মনকে সংযত করা। আসক্তির আশ্রয়ভূত স্নেহ-মোহাদিতে আসক্ত না হইয়া অভিত্তকে (পরমাত্মাকে) জয় করিতে (প্রাপ্ত হইতে) ইচ্ছা করা ॥ ১৪

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাহার গ্রহণ হয়, তাহাকে ব্যক্ত বলা হয়। ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় যাহা অনুমানেরই দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, উহা অব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৫

অবিশ্রস্তে ন গন্তব্যং বিশ্রব্ধে ধারয়েন্মনঃ।
মনঃ প্রাণে নিগৃহ্নীয়াৎ প্রাণং ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ॥ ১৬
নির্বেদাদেব নির্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্ বিচিন্তয়েৎ।
সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্বেদেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৭
শৌচেন সততং যুক্তঃ সদাচারসমন্বিতঃ।
সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তদ্ দ্বিজাতিষু লক্ষণম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি হংসস্বরূপকথনে
একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯

যাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, সেই পথে চলিবে না এবং যাহা বিশ্বাসের যোগ্য, উহাতে মনঃসংযোগ করিবে। মনকে প্রাণে এবং প্রাণকে ব্রহ্মে স্থাপিত করিবে ॥ ১৬

বৈরাগ্যের দ্বারাই নির্বাণপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা প্রাপ্ত হইয়া মানুষ কোন অনাবশ্যক-পদার্থ চিন্তা করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণ সংসার হইতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলে পর সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭

সর্বদা শৌচ ও সদাচার পালন করিবে এবং সমস্ত প্রাণিগণের উপর সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে। ইহাই ব্রাহ্মণগণের প্রধান লক্ষণ ॥ ১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে তুণ্ড-তণ্ডবাজের সংবাদ-প্রসঙ্গে হংসের পরম স্বরূপ কথনবিষয়ক একোননবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যস্য মহিমবর্ণনম্, অসত্যস্য দোষকথনম্, ইহলোকে পরলোকে চ সুখ-দুঃখয়োর্বিচারশ্চ।]

ভৃগুরুবাচ।

সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিভ্রতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গঃ সত্যেন গচ্ছতি ॥ ১

অনৃতং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হ্রদঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাঽঽবৃতাঃ ॥ ২

স্বর্গঃ প্রকাশ ইত্যাহুর্নরকং তম এব চ
সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ ॥ ৩

তত্রাপ্যেবংবিধা লোকে বৃত্তিঃ সত্যানৃতে ভবেৎ।
ধর্মাধর্মৌ প্রকাশশ্চ তমো দুঃখং সুখং তথা ॥ ৪

তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্মঃ স প্রকাশো
যঃ প্রকাশস্তৎ সুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো
যোঽধর্ম্মস্তৎ তমো যৎ তমস্তদ্ দুঃখমিতি ॥ ৫

অত্রোচ্যতে।

শারীরৈর্মানসৈর্দুঃখৈঃ সুখৈশ্চাপ্যুপোদয়ৈঃ।
লোকসৃষ্টিঃ প্রপশ্যন্তো ন মুহ্যন্তি বিচক্ষণাঃ ৬

তত্র দুঃখবিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্তেত বিচক্ষণঃ।
সুখং দুর্লভ্যং ভূতানামিহলোকে পরত্র চ ॥ ৭

রাহুগ্রস্তস্য সোমস্য যথা জ্যোৎস্না ন ভাসতে।
তথা তমোঽভিভূতানাং ভূতানাং নশ্যতে সুখম্ ॥ ৮
তৎ খলু দ্বিবিধং সুখমুচ্যতে শারীরং মানসং
চ। ইহ খলমুষ্মিংশ্চ লোকে বস্তুপ্রবৃত্তয়ঃ সুখার্থ-
মভিধীয়ন্তে ন হ্যতঃ পরং ত্রিবর্গফলং বিশিষ্ট-
তরমস্তি। স এব কাম্যো গুণবিশেষো ধর্মার্থগুণারম্ভ-
স্তদ্ধেতুরুৎপত্তিঃ সুখপ্রয়োজনার্থ আরম্ভঃ ॥ ৯

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সত্যের মহিমা বর্ণন, অসত্যের দোষ কথন এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখ-দুঃখের বিচার।]

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই প্রজাসৃষ্টি করেন, সত্যেরই আশ্রয়ে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সত্যেরই প্রভাবে মানুষ স্বর্গে গমন করে। ১

অসত্য অন্ধকারস্বরূপ। উহা মানুষকে অধঃপাতিত করে। অজ্ঞানান্ধকার পরিবৃত মানুষ তমোগুণে গ্রস্ত হইয়া জ্ঞানের প্রকাশকে দেখিতে পায় না। ২

স্বর্গ প্রকাশময় এবং নরক অন্ধকারময়, ইহা মনীষীরা বলেন। সত্য ও অনৃতে যুক্ত যে মানবযোনি, উহা জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়ের সংমিশ্রণে জগতের জীবকে প্রাপ্ত হয়। ৩

উহার মধ্যে লোকে এরূপ বৃত্তি স্থির আছে, যাহা সত্য ও মিথ্যা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এবং সুখ ও দুঃখময় বলিয়া কথিত হয়। ৪

তাহার মধ্যে যাহা সত্য, উহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, উহাই প্রকাশময় এবং যাহা প্রকাশময়, উহাই সুখস্বরূপ। এরূপ যাহা মিথ্যা, উহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম, উহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, উহাই দুঃখস্বরূপ। ৫

এবিষয়ে ইহা বলা যায় যে, সংসারের সৃষ্টি শারীরিক ও মানসিক ক্লেশসমূহে যুক্ত। ইহার মধ্যে যাহা সুখ, উহাই শেষে দুঃখই উৎপাদন করে। এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তি কখনও মোহে পতিত হন না। ৬

অতএব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইল—সর্ব্বদা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করা। ইহলোক ও পরলোকেও প্রাণিগণের যে সুখলাভ হয়, উহাও অনিত্য। ৭

যেরূপ রাহুগ্রস্ত হইলে পর চন্দ্রের প্রভা প্রকাশ হইতে পারে না, সেইরূপ তমের (অজ্ঞান ও দুঃখের) দ্বারা পীড়িত হইয়া প্রাণিগণের সুখ নষ্ট হইয়া যায়। ৮

সুখ দুই প্রকার কথিত হয়। এক—শারীরিক, দ্বিতীয়—মানসিক। ইহলোক ও পরলোকে যে বস্তুসকলের প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তিসমূহ উদিত হয়, সেই সবই সুখের জন্য কথিত হয়। এই সুখ হইতে অধিক ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের) আর কোন বিশিষ্টতর ফল নাই। সেই সুখই প্রাণিগণের বাঞ্ছনীয় গুণ-বিশেষ। ধর্ম্ম ও অর্থ যাহার অঙ্গ, সেই সুখের জন্যই কর্ম্মসকলের আরম্ভ করা হয়; কারণ, সুখের উৎপত্তিই উভয়ের হেতু, অতএব সুখের উদ্দেশ্যেই কর্ম্মসকল আরম্ভ করা হয়। ৯

ভরদ্বাজ উবাচ।

যদেতদ্ ভবতাভিহিতং সুখানাং পরমা
স্তিতিরিতি ন তদুপপদ্যতে ন হোসাময়ীপাং
মধ্যে স্থিতানামপ্রাপ্য এব কামো গুণবিশেষো ন
চৈনমভিলষন্তি চ তপসি প্রবৃত্তে ত্রিলোককৃদ্ ব্রহ্মা-
প্রভৃতেরেকাকী তিষ্ঠতি ব্রহ্মচারী ন কামসুখেষা-
ত্মানমবসাদয়তি। অপি চ ভগবান্ বিশ্বেশ্বর উমাপতিঃ
কামমভিবর্তমানমনঙ্গত্বেন শমমনয়ৎ। তস্মাদ্ ব্রূমো
ন খলু মহাত্মভিরয়ং প্রতিগৃহীতো ন হেষাং তাবদ্বিশিষ্টো
গুণবিশেষ ইতি। নৈতদ্ ভগবতঃ প্রত্যেমি ভগবতা
তূক্তং সুখান্ত পরমন্তীতি লোকপ্রবাদো হি বিবিধঃ
ফলোদয়ঃ সুকৃতাৎ সুখমবাপ্যতে দুষ্কৃতাদ্
দুঃখমিতি ॥ ১০

ভৃগু উবাচ।

অত্রোচ্যতে—অনৃতাৎ খলু তমঃ প্রাদুর্ভূতং তত্ততমো-
দ্রস্তা অধর্মমেবানুবর্তন্তে ন ধর্মং ক্রোধলোভহিংসানৃতা-
দিভিরবদ্ধা ন খলস্মিঁল্লোকে নামুত্র সুখমাপ্নুবন্তি।
বিবিধব্যাধিরুজো প্রতাপৈরবকীর্যন্তে। বধবন্ধন-
পরিক্লেশাদিভিশ্চ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমকৃচ্ছ্রৈরুপতাপৈরুপ-
তপ্যন্তে। বর্ধবাতাতপাক্রান্তিশীতকৃচ্ছ্রৈশ্চ প্রতিস্তব্ধৈঃ
শারীরৈর্দুঃখৈরুপতপ্যন্তে। বন্ধুধনবিনাশবিপ্রয়োগ-
কৃচ্ছ্রৈশ্চ মানসৈঃ শোকৈরভিভূয়ন্তে জরামৃত্যু-
কৃচ্ছ্রৈশ্চাস্তৈরিতি ॥ ১১

যস্ত্বেতৈঃ শারীরমানসৈর্দুঃখৈর্ন সংস্পৃজ্যতে'সৌ
সুখং বেদ ন চৈতে দোষাঃ স্বর্গে প্রাদুর্ভবন্তি।
তত্র খলু ভবন্তি ॥ ১২

সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা।
ক্ষুৎপিপাসা শ্রমো নাস্তি ন জরা ন চ পাবকম্ ॥ ১৩

নিত্যমেব সুখং স্বর্গে সুখং দুঃখমিহোত্তমম্।
নরকে দুঃখমেবাহুঃ সুখং তৎ পরমং পদম্ ॥ ১৪

ভরদ্বাজ বলিলেন,—প্রভো! আপনি এই কথা বলিলেন যে, সুখই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহার স্থান সর্বোচ্চে। সুখ হইতে অধিক ত্রিদিবের আর কোন ফল নাই, আপনার এই কথা আমার মনে যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না; কারণ, যে মহাতপস্যায় স্থিত মহর্ষিগণ, তাঁহাদের পক্ষেও এই বাঞ্ছনীয় গুণবিশেষ সুখ যদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি তাঁহারা উহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুনা যায়,—ত্রিলোকের স্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা একাকীই অবস্থান করেন, ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন এবং কামসুখে কখনও মনোনিবেশ করেন না। ভগবতী উমাদেবীর প্রাণবল্লভ ভগবান্ বিশ্বনাথও নিজের সম্মুখে উপস্থিত কামকে ভস্ম করিয়া শান্তি করিয়াছিলেন এবং তাহাকে অনঙ্গ করিয়া দিয়াছেন; সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, মহাত্মা পুরুষগণ উহা কখনও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের পক্ষে এই কামসুখ অর্থাৎ সাংসারিক ভোগ-সমূহের সুখ সর্বাপেক্ষা অধিক সুখবিশেষ নাই; আপনার বাক্যে এরূপ আমার প্রতীতি হইতেছে না। আপনি ত' ইহা বলিলেন যে, এই সুখ হইতে অধিক অন্য কোন ফল নাই। জগতে এরূপ কথা বলা যাইতে পারা যায় যে, ফলের উৎপত্তি দুই প্রকারের হয়। এক—পুণ্যকর্মের দ্বারা সুখপ্রাপ্তি হয় এবং দ্বিতীয়—পাপ-কর্মের দ্বারা দুঃখলাভ হয়। ১০

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! অসত্য হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, অতএব তমোগ্রস্ত মানুষ অধর্মেরই অনুসরণ করে, ধর্মের অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অসত্য প্রকৃতিতে আচ্ছাদিত, সেই ব্যক্তি ইহলোকেও সুখভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সে নানা প্রকার রোগ, ব্যাধি এবং তাপের দ্বারা সন্তপ্ত হইতে থাকে। বধ ও বন্ধনাদি ক্লেশসমূহের দ্বারা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমবশতঃ উৎপন্ন সন্তাপেও পীড়িত হইতে থাকে। কেবল ইহাই নহে, তাহারা বাত, বর্ষা, প্রচণ্ড তাপ এবং অধিক শীতে উদ্ভূত তদ্বিষয়ক শারীরিক কষ্টও সহ্য করিতে থাকে। বন্ধু-বান্ধবগণের মৃত্যু, ধনবিনাশ এবং প্রিয় জনগণের বিয়োগের জন্য মানসিক শোকেও তাহারা অভিভূত হয়। বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর জন্য অন্যান্য সহ ক্লেশসমূহও পীড়া দান করিতে থাকে। ১১

যিনি এই শারীরিক ও মানসিক দুঃখসমূহের দ্বারা পীড়িত হন না; তিনিই সুখ অনুভব করেন। স্বর্গলোকে এই পূর্বোক্ত দুঃখরূপ দোষ উৎপন্ন হয় না। সেই স্বর্গে বিভিন্নবিধ বিষয় সকলের উদ্ভব হয়॥ ১২

স্বর্গে অত্যন্ত সুখদায়িনী বায়ু প্রবাহিত হয়, মনোহর সুগন্ধ চারিদিকে উদ্ভূত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম, বার্দ্ধক্য ও পাপের ফল কষ্ট সেখানে কখনও ভোগ করিতে হয় না। ১৩

স্বর্গে সর্বদা সুখভোগ হইতেই থাকে। এই মর্ত্যলোকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ হয়। নরকে কেবল দুঃখ ভোগই হয়, ইহা মহাত্মাগণ বলেন। বাস্তবিক সুখ ত' সেই পরমপদ স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই। ১৪

পৃথিবী সর্বভূতানাং জনিত্রী তদ্বিধাঃ স্ত্রিয়ঃ।
পুমান্ প্রজাপতিস্তত্র শুক্রং তেজোময়ং বিদুঃ ॥ ১৫

ইত্যেতল্লোকনির্মাণং ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা।
প্রজাঃ সমনুবর্তন্তে স্বৈঃ স্বৈঃ কর্মভিরাবৃতাঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

পৃথিবীদেবী সমস্ত প্রাণীরই জননী। সংসারে স্ত্রীগণও তাঁহারই ন্যায় সন্তানের জননী হইয়া থাকে। পুরুষই সেস্থলে প্রজাপতি-সদৃশ। পুরুষের যে বীর্য, উহা তেজঃস্বরূপ বলিয়া জানিবে। ১৫

পুরাকালে ব্রহ্মা এই স্ত্রী-পুরুষস্বরূপ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এস্থানে সমস্ত প্রজাই (প্রাণীই) নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা আবৃত হইয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে থাকে। ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভৃগু ও ভরদ্বাজের সংবাদবিষয়ক নবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাশ্রমবর্ণনম্।]

ভরদ্বাজ উবাচ।

দানস্য কিং ফলং প্রাহুর্ধর্মস্য চরিতস্য চ।
তপসশ্চ সুতপ্তস্য স্বাধ্যায়স্য হুতস্য বা ॥ ১

ভৃগুরুবাচ।

হুতেন শাম্যতে পাপং স্বাধ্যায়ৈঃ শান্তিরুত্তমা।
দানেন ভোগানিত্যাহুস্তপসা স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ২

দানং তু দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরত্রার্থায় চৈব চ।
সদ্ভ্যো যদ্ দীয়তে কিঞ্চিৎ তৎপরত্রোপতিষ্ঠতে ॥ ৩

অসদ্ভ্যো দীয়তে তত্তু তদ্ দানমিহ ভুজ্যতে।
যাদৃশং দীয়তে দানং তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ ৪

ভরদ্বাজ উবাচ।

কিং কস্য ধর্মাচরণং কিং বা ধর্মস্য লক্ষণম্
ধর্মঃ কতিবিধো বাপি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ৫

ভৃগুরুবাচ।

স্বধর্মাচরণে যুক্তা যে ভবন্তি মনীষিণঃ।
তেষাং স্বর্গফলাবাপ্তির্যোঽক্ষয়া স বিমুহ্যতে ॥ ৬

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমধর্ম বর্ণন।]

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আচরিত দানরূপ ধর্মের ফল কি? উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা, স্বাধ্যায় ও অগ্নিহোত্রেরই বা কি ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে? ১

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! অগ্নিহোত্রের দ্বারা পাপ নিবারণ করা হয়, স্বাধ্যায়ের দ্বারা উত্তম শান্তি লাভ হয়, দানের দ্বারা ভোগ প্রাপ্তি হয় এবং তপস্যার দ্বারা মানুষ স্বর্গলোক লাভ করে। ২

দান দুই প্রকার কথিত হয়,—এক—পরলোকের জন্য, দ্বিতীয় ইহলোকের জন্য। সৎপুরুষগণকে যাহা কিছু দেওয়া হয়, সেই দান পরলোকে নিজের ফল প্রদানের জন্য উপস্থিত হয় এবং অসৎ পুরুষগণকে যে দান করা হয়, তাহার ফল ইহলোকেই ভোগ করিতে হয়। যেরূপ দান প্রদত্ত হইবে, সেইরূপই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। ৩-৪

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! কাহার ধর্মাচরণ কিরূপ হইবে? অথবা ধর্মের লক্ষণ কি? কিংবা ধর্মের ভেদ কত প্রকার? এ সমস্ত আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৫

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! যে সব মনীষী পুরুষগণ সাবধানতার সহিত নিজের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের আচরণে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের স্বর্গরূপী ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা ইহার বিপরীত অধর্মের আচরণ করে, উহারা মোহের বশীভূত হইয়া পড়ে। (এই শ্লোকে ব্রহ্মর্ষি ভৃগু পূর্বোক্ত তিনপ্রকারের উত্তর একই সঙ্গে সামান্যভাবে প্রদান করিয়াছেন—১। যাহার যেরূপ বর্ণ ও আশ্রম, উহার ধর্মাচরণ সেইরূপ, ২। ধর্মের লক্ষণ—স্বর্গ-প্রাপ্তিকারক বর্ণাশ্রম-ধর্মাচার, এবং ৩। ধর্ম ও আশ্রমের যত ভেদ, ততই তাহার ধর্মের ভেদ॥) ৬

ভরদ্বাজ উবাচ।

যদেতচ্চাতুরাশ্রম্যং ব্রহ্মর্ষিবিহিতং পুরা।
তেষাং যে যে সমাচারাস্তান্ মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ৭

ভৃগুরুবাচ।

পূর্ব্বমেব ভগবতা ব্রহ্মণা লোকহিতমনুদ্দিশ্যেতদ্ধর্ম্মসংরক্ষণার্থমাশ্রমান্তরাণ্যভিনির্দ্দিষ্টানি। তত্র গুরুকুলবাসমেব প্রথমমাশ্রমমুদাহরন্তি। সমাগ্ যত্র শৌচসংস্কারনিয়মব্রতবিনিয়তাত্মা উভে সন্ধ্যে ভাস্করাগ্নিদৈবতান্যুপস্থায় বিধায় তন্ত্রালস্যে গুরোরভিবাদনবেদাভ্যাসশ্রবণপবিত্রীকৃতান্তরাত্মা ত্রিষবণমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচর্য্যাদিপরিচরণগুরুকুলাশ্রমানিত্যভিক্ষাভৈক্ষ্যাদি সর্ব্বনিবেদিতান্তরাত্মা গুরুবচননির্দ্দেশানুষ্ঠানাপ্রতিকূলো গুরুপ্রসাদলব্ধস্বাধ্যায়তৎপরঃ স্যাৎ ॥ ৮

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভগবন্! ব্রহ্মর্ষিগণ পুরাকালে যে চারি আশ্রমের বিভাগ করিয়াছেন, তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম কি? উহা আমাকে বলুন। ৭

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! জগৎকল্যাণকারী ভগবান্ ব্রহ্মা পুরাকালেই ধর্ম্মের রক্ষা করিবার জন্য চারি আশ্রমের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক গুরুকুলে বাসকেই প্রথম আশ্রম বলা হয়। এই আশ্রমে অবস্থিত ব্রহ্মচারীর অন্তর-বাহির শুদ্ধি, বৈদিক সংস্কার ও ব্রতনিয়ম পালন করিতে করিতে নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর প্রাতঃ ও সন্ধ্যা উভয়কালেই সন্ধ্যোপাসনা, সূর্য্যোপস্থান এবং অগ্নিহোত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। তন্দ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করত প্রতিদিন শ্রীগুরুকে প্রণাম করিবে, বেদমন্ত্রসমূহের অভ্যাস এবং শ্রবণের দ্বারা নিজের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করিবে। প্রাতঃ, সায়ং ও দ্বিপ্রহর এই তিন কালেই স্নান করিবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন, অগ্নির উপাসনা এবং শ্রীগুরুসেবা করিবে। প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া আনিবে। ভিক্ষার দ্বারা কিছু প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিবে। নিজের অন্তরাত্মাকে শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিয়া দিবে। শ্রীগুরুদেব যাহা কিছু বলিবেন, যাহার জন্য সঙ্কেত করিবেন এবং যে কার্য্যের স্পষ্ট ভাবায় আদেশ করিবেন, তাহার বিপরীত আচরণ করিবে না। শ্রীগুরুর কৃপাপ্রসাদে প্রাপ্ত স্বাধ্যায়ে সদা আরূঢ় থাকিবে। ৮

তথাচি চাত্র শ্লোকঃ—

গুরুং যস্তু সমারাধ্য দ্বিজো বেদমবাপ্নুয়াৎ।
তস্য স্বর্গফলাবাপ্তিঃ সিধ্যতে চাস্য মানসমিতি ॥ ৯

গার্হস্থ্যং খলু দ্বিতীয়মাশ্রমং বদন্তি। তস্য সমুদাচারলক্ষণং সর্ব্বমনুব্যাখ্যাস্যামঃ সমাবৃত্তানাং সদাচারাণাং সহধর্ম্মচর্য্যাফলাধিনা গৃহাশ্রমো নিষেব্যতে ধর্ম্মার্থকামাবাপ্তির্হ্যত্র ত্রিবর্গসাধনমপেক্ষ্যাগহিতেন কর্ম্মণা ধনান্যাহার্য্যারোপলব্ধপ্রকর্ষেণ বা ব্রহ্মনিমিত্তেন বা অভিসারগতেন বা। হব্যকব্যানিবহাভ্যাসদৈবতপ্রসাদোপলব্ধেন বা ধনেন গৃহস্থো গার্হস্থ্যং বর্ত্তয়েৎ তদ্ধি সর্ব্বাশ্রমাণাং মূলমুদাহরন্তি। ব্রতনিয়মধর্ম্মানুষ্ঠানিনস্তেষামপ্যত এব ভিক্ষাবলিসংবিভাগাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১০

এ বিষয়ে এই শ্লোকে আছে,—যে দ্বিজ শ্রীগুরুর আরাধনা করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহার স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার মানসিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। ৯

মহাপুরুষগণ গার্হস্থ্যকে দ্বিতীয় আশ্রম বলেন। এখন আমি উহাতে পালনযোগ্য সমস্ত উত্তম আচরণসমূহের ব্যাখ্যা করিব। যে সব সদাচারপালনকারী ব্রহ্মচারী বিদ্যা অধ্যয়ন করত গুরুকুল হইতে স্নাতক হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের যদি সহধর্ম্মিণীর সহিত বাস করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে এবং উহার ফললাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার বিধি আছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রাপ্তি হয়; সেইজন্য ত্রিবর্গ সাধনের ইচ্ছা রাখিয়া গৃহস্থকে উত্তম কর্ম্মের দ্বারা ধন সংগ্রহ করিতে হইবে, অর্থাৎ স্বাধ্যায় হইতে লব্ধ বিশেষ যোগ্যতা দ্বারা, ব্রহ্মর্ষিগণের সহায়তায় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে নির্দ্দিষ্ট মার্গের দ্বারা অথবা পর্ব্বত হইতে উপলব্ধ তাহার সারভূত মণি, রত্ন, দিব্যৌষধি এবং স্বর্ণাদি দ্বারা ধনসঞ্চয় করিবেন। কিংবা হব্য (যজ্ঞ), কব্য (শ্রাদ্ধ), নিয়ম, বেদাভ্যাস এবং দেবতাগণের প্রসন্নতায় প্রাপ্ত ধনের দ্বারা গৃহস্থ পুরুষ নিজের গার্হস্থ্য-ধর্ম্মোচিত কার্য্যসকল সম্পন্ন করিবেন; কারণ, গার্হস্থ্য আশ্রমই সকল আশ্রমের মূল বলা হয়। গুরুকুলে নিবাসকারী ব্রহ্মচারী, বনে বাস করত সঙ্কল্পানুসারে ব্রত, নিয়ম ও ধর্ম্মসমূহ পালনকারী অন্যান্য বানপ্রস্থী এবং সব কিছু পরিত্যাগ করত সর্ব্বত্র বিচরণকারী সন্ন্যাসীরাও এই গৃহস্থাশ্রমে ভিক্ষা, প্রদর্শনী, উপহার ও দানাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হন। ১০

বানপ্রস্থানাঞ্চ তত্রোপস্থান ইতি প্রায়শঃ বধেতে সাধবঃ সাধুপথোদনাঃ স্বাধ্যায়প্রসঙ্গিনস্তীর্থাভিগমনদেশদর্শনার্থং পৃথিবীং পর্যাটন্তি, তেষাং প্রত্যাবানাভিগমনাভিবাদনানুত্থানপ্রত্যুদ্গমনসুখশয্যাসনসুখশয়নাদ্যবহারসৎক্রিয়া চেতি ॥ ১১

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

অতিথিস্তস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১২

অপি চাত্র যজ্ঞক্রিয়াভির্দেবতাঃ প্রীয়ন্তে। নিবাপেন পিতরো বিদ্যাভ্যাসশ্রবণধারণেন ঋষয়ঃ। অপত্যোৎপাদনেন প্রজাপতিরিতি ॥ ১৩

শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ

বাৎসল্যাৎ সর্বভূতেভ্যো বাচ্যাঃ শ্রোত্রসুখা গিরঃ।
পরিতাপোপঘাতঞ্চ পাত্রঞ্চ চাত্র গর্হিতম্ ॥ ১৪

অনভ্যসূয়য়া চারো দম্ভস্যৈব বিগর্হিতঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধঃ সর্বাশ্রমগতং তপঃ ॥ ১৫

অপি চাত্র মাল্যাভরণবস্ত্রাভ্যঞ্জনিত্যোপভোগনৃত্যগীতবাদিত্রশ্রুতিসুখনয়নাভিরামদর্শনানাং প্রাপ্তির্ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়চোষ্যাদ্যমাস্বাদ্যবহার্য্যাণাং বিবিধানামুপভোগঃ। স্ববিহারসম্ভোগঃ কামসুখমবাপ্নোতীতি ॥ ১৬

ত্রিবর্গগুণনির্বৃত্তির্যস্য নিত্যং গৃহাশ্রমে।
স সুখান্যনুভূয়েহ শিষ্টানাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭

উঞ্ছবৃত্তির্গৃহস্থো যঃ স্বধর্মাচরণে রতঃ।
ত্যক্তকামসুখারম্ভঃ স্বর্গস্তস্য ন দুর্লভঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে
একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯১

বানপ্রস্থাবলম্বী পুরুষগণের পক্ষে ধনসংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ প্রায়শই শুভ ও হিতকর অন্নমাত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বাধ্যায়, তীর্থযাত্রা এবং দেশদর্শনের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ইঁহারা যদি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তবে উত্থিত হইয়া অগ্রে গমন করত ইঁহাদের স্বাগত সৎকার করিবেন। ইঁহাদের চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবেন, দোষ দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহাদের উত্তম বাক্য বলিবেন। যথাশক্তি প্রথমে আসনপ্রদান করিবেন, সুখ শয্যায় তাঁহাদের শয়ন করাইবেন এবং উত্তম ভোজনের ব্যবস্থা করিবেন। এইভাবে তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সৎকার করিবেন। ইহাই সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের কর্তব্য। ১১

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতিকথাপূর্ণ শ্লোক দেখা যায়,—যে গৃহস্থের দ্বার হইতে কোন অতিথি ভিক্ষা না পাওয়ায় নিরাশ হইয়া যদি ফিরিয়া যায়, তবে সেই অতিথি উক্ত গৃহস্থকে নিজের পাপ দান করত তাহার পুণ্য গ্রহণ করিয়া গমন করে। ১২

ইহা ব্যতীত গৃহস্থাশ্রমে বাস করত যজ্ঞ করিলে দেবগণ, শ্রাদ্ধতর্পণ করিলে পিতৃগণ, বেদশাস্ত্র-সকলের শ্রবণ, অভ্যাস ও ধারণে ঋষিগণ এবং সন্তানোৎপাদনে প্রজাপতি প্রসন্ন হন। ১৩

এ বিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে—এরূপ বাক্য বলা উচিত, যাহাতে সকল প্রাণীর প্রতিই স্নেহপূর্ণ থাকে এবং যাহা শ্রবণ করিবার সময় কর্ণদ্বয়ের সুখদ বলিয়া মনে হয়। অপর ব্যক্তিগণকে পীড়া দেওয়া, আঘাত করা এবং কটু বাক্য প্রয়োগ করান—এই সব হইল নিষিদ্ধ কার্য। ১৪

কাহাকেও অসূয়া করা, অহঙ্কার দেখান এবং দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা—এই দুর্গুণগুলিও বিশেষভাবে নিন্দনীয়। কোনও প্রাণীকে হিংসা না করা, সত্য (অথচ প্রিয়) কথা বলা এবং মনে ক্রোধ না করা—এগুলি সকল আশ্রমেরই পক্ষে উপযোগী তপস্যা। ১৫

ইহা ব্যতীত এই গৃহস্থাশ্রমে পুষ্পমালা, নানাবিধ আভরণ, বস্ত্র, অঙ্গরাগ (তেল-উবটন), নিত্য উপভোগ-যোগ্য বস্তু, নৃত্য, গীত, বাদ্য, শ্রবণসুখদ শব্দ এবং নয়নাভিরাম রূপের দর্শনও লাভ হইতে থাকে। ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চোষ্যরূপ নানাপ্রকার ভোজনসম্ভারী পরমসুস্বাদু ভোজন ও পানের বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিজের উদ্যানে বিচরণ করিবার আনন্দ ভোগ হয় এবং কামসুখেরও উপলব্ধি হয়। ১৬

যে পুরুষের গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ ও কামের ত্রিবর্গসমূহের সিদ্ধি হইতে থাকে, সেই পুরুষ ইহলোকে সুখ অনুভব করত অন্তে শিষ্ট পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৭

যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিজের ধর্মাচরণে তৎপর হইয়া উঞ্ছবৃত্তির (ক্ষেত্রে বা হট্টাদিতে পরিত্যক্ত একটি একটি শস্য-কণা সংগ্রহ করত তাহার) দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন এবং কাম সুখ পরিত্যাগ করেন, সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বর্গ কোন দুর্লভ বস্তু নহে। ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভৃগু ও ভরদ্বাজের সংবাদবিষয়ক একনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসধর্ম্মবর্ণনম্, হিমালয়স্যোত্তরপার্শ্বস্থিতোৎকৃষ্টলোকস্য বৈলক্ষণ্য-মহত্ত্বয়োঃ প্রতিপাদনম্, ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদস্যোপসংহারশ্চ।]

ভৃগুরুবাচ।

বানপ্রস্থাঃ খল্বপি ধর্ম্মমনুসরন্তঃ পুণ্যানি তীর্থানি নদীপ্রস্রবণানি সুবিবিক্তেষ্বরণ্যেষু মৃগ-মহিষ-বরাহ-শার্দ্দূল-বনগজাকীর্ণেষু তপস্তপ্যন্তোঽনুসঞ্চরন্তি ত্যক্তগ্রাম্যবস্ত্রাভরণাহারোপভোগা বন্যৌষধিফলমূলপর্ণপরিমিতবিচিত্রনিয়তাহারাঃ স্থানাসনিনো ভূমি-পাষাণ সিকতা-শর্করা-বালুকাভস্ম-শায়িনঃ কাশ-কুশ-চর্ম্ম-বল্কলসংবৃতাঙ্গাঃ কেশ-শ্মশ্রু-নখ-রোম-ধারিণো নিয়তকালোপস্পর্শনা অন্তশ্চিত্তকালবলিহোমানুষ্ঠায়িনঃ সমিৎকুশকুসুমাপহারসম্মার্জ্জনলব্ধবিশ্রামাঃ শীতোষ্ণবর্ষপবনবিষ্টম্ভবিভিন্নসর্ব্বত্বচো বিবিধনিয়মোপযোগচর্য্যানুষ্ঠানবিধূতপরিশুষ্কমাংসশোণিতত্বগস্থিভূতা ধৃতিপরাঃ সত্ত্বযোগাচ্ছরীরাণ্যুদ্বহন্তে ॥ ১

যত্তেতাং নিয়তশ্চর্য্যাং ব্রহ্মর্ষিবিহিতাং চরেৎ, স দেহেন্দ্রিয়দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ দুর্জ্জয়ান্ ॥ ২

পরিব্রাজকানাং পুনরাচারঃ—তদ্ যথা স্নেহপানানবধূয় পরিব্রজন্তি। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাস্থিবর্ণপ্রত্যেষদক্তবুদ্ধয়োঽবিভিন্নোদাসীনানাং তুল্যদর্শনাঃ স্থাবর-জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জানাং ভূতানাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিরনভিদ্রোহিণোঽনিকেতাঃ পর্ব্বতপুলিনবৃক্ষমূল-দেবতায়তনাদ্যনুচরন্তো বাসার্থমুপেয়ুর্নগরং গ্রামং বা নগরে পঞ্চরাত্রিকা গ্রামে চৈকরাত্রিকাঃ প্রবিশ্য চ প্রাপণারপার্থং দ্বিজাতীনাং ভবনাদ্যসঙ্কীর্ণকর্ম্মণামুপস্থিতেষু পাত্রপতিতায়াচিতভৈক্ষ্যাঃ কামক্রোধদর্পলোভমোহকার্পণ্যদম্ভপরিবাদাভিমানহিংসানিবৃত্তা ইতি ॥ ৩

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম বর্ণন, হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে স্থিত উৎকৃষ্ট লোকের বিলক্ষণতা ও মহত্ত্ব প্রতিপাদন এবং ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদের উপসংহার।]

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থপালনকারী মানুষ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে করিতে পবিত্র তীর্থসমূহ, নদী-তীরসকল, ঝরণার পার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থান ও মৃগ, মহিষ, শূকর, সিংহ এবং বনজাত হস্তীতে পরিপূর্ণ নির্জ্জন বনে তপস্যা করিতে করিতে বিচরণ করেন। মুনিগণের উপভোগের উপযোগী গ্রাম্যবস্ত্রোচিত সুন্দর বস্ত্র, বাহ্যিক ভোজন ও বিষয় ভোগসকল পরিত্যাগ করত তিনি বনে স্বতঃই উৎপন্ন অন্ন, ফল, মূল ও পত্রসমূহ পরিমিত, বিচিত্র এবং নিয়ত আহার করেন। তিনি ভূমিতে উপবেশন করেন। ক্ষেত্র, প্রস্তর, বালুকা, কাঁকরযুক্ত বালুকা ও ভস্মের উপরেই তিনি শয়ন করেন। কুশ, কাশ, মৃগচর্ম্ম ও বৃক্ষের ছালের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রে শরীর আবৃত করেন। মস্তকের কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোমসকল সর্ব্বদা ধারণ করেন। নিয়ত সময়ে স্নান করত নিশ্চিত কাল উল্লঙ্ঘন না করিয়া বলি বৈশ্বদেব ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করেন। প্রাতঃকালে যোগ-সূচনার জন্য সমিধ্, কুশ ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করত আশ্রম মার্জ্জনাদির পর তিনি কিছু বিশ্রাম করেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বায়ুর বেগ সহ্য করিতে করিতে তাঁহার শরীরে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যাইত। নানাপ্রকারের নিয়ম পালন ও সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অবস্থান করায় তাঁহার রক্ত ও মাংস শুষ্ক হইয়া যাইত এবং শরীরের নানাস্থানে চর্ম্মাবৃত অস্থিসকল যেন দৃশ্যগোচর হইত। এই অবস্থায় তিনি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সাহসের সহিত শরীরের বহন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ১

যে মানুষ নিয়মের সহিত অবস্থান করত ব্রহ্মর্ষি পুরুষগণের দ্বারা আচরিত এই বানপ্রস্থ ধর্ম্মের বিধানানুসারে অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় নিজের সমস্ত দোষ ভস্মীভূত করিয়া দুর্জ্জয় লোকসকল প্রাপ্ত হন। ২

এখন সন্ন্যাসী ব্যক্তিগণের আচরণ বলিতেছি। উহা এইরূপ—এই সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশকারী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র, ধন, স্ত্রী আদি পরিবার এবং গৃহের সমস্ত সামগ্রী পরিত্যাগ করত ভোগসকল ও সঞ্চয়সমূহের প্রতি নিজের আসক্তির বন্ধন ছেদন করিয়া চিরকালের জন্য গৃহের বাহিরে চলিয়া যান। মৃত্তিকাখণ্ড (ঢিল), প্রস্তর ও সুবর্ণকে সমান বোধন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসম্বন্ধী প্রবৃত্তিসকলে তাঁহার বুদ্ধি আসক্ত হয় না। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন (নিরপেক্ষ)—সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। স্থাবর, শিশুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিগণের প্রতি মন, বাক্য এবং ক্রিয়াসমূহের দ্বারা

তবত্রি চাত্র শ্লোকঃ –

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ ।
ন তস্য সর্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৪

কৃত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি ।
বিপ্রস্য বৈ ক্ষ্যোপগতৈর্হবির্ভি-
শ্চিতাগ্নিনাং স ব্রজতে হি লোকম্ ॥৫

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং
শুচিঃ সুসংস্কৃতমুক্তবুদ্ধিঃ ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং
স ব্রহ্মলোকং ব্রজতে মনুষ্যঃ ॥ ৬

ভরদ্বাজ উবাচ ।

অস্মাল্লোকাৎ পরো লোকঃ শ্রূয়তে নোপলভ্যতে ।
তমহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৭

ভৃগুরুবাচ ।

উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে ।
পুণ্যাঃ ক্ষেম্যাশ্চ কাম্যাশ্চ স পরো লোক উচ্যতে ॥ ৮

তত্র হ্যপাপকর্মাণঃ শুচয়োঽত্যন্তনির্মলাঃ ।
লোভমোহপরিত্যক্তা মানবা নিরুপদ্রবাঃ ॥ ৯

স স্বর্গসদৃশো দেশস্তত্র হ্যক্লাঃ শুভা গুণাঃ ।
কালে মৃত্যুঃ প্রভবতি স্পৃশন্তি ব্যাধয়ো ন চ ॥ ১০

ন লোভঃ পরদারেষু স্বদারনিরতো জনঃ ।
নান্যোন্যং বধ্যতে তত্র দ্রব্যেষু চ ন বিস্ময়ঃ ।
পরো ধর্ম্যো নৈবাস্তি সন্দেহো নাপি জায়তে ॥ ১১

ভোগ করিবেন না। কুটীর কিংবা মঠ নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিবেন না। তাঁহার কর্তব্য হইল -তিনি চারিদিকে বিচরণ করিতে থাকিবেন এবং রাত্রিতে অবস্থানের জন্য পর্বতের গুহা, নদীর তীর, বৃক্ষের মূল, দেব মন্দির, নগর অথবা গ্রামের মধ্যে চলিয়া যাইবেন। নগরে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রির অধিক বাস করিবেন না। প্রাণধারণের জন্য নিজের বিশুদ্ধ ধর্ম পালনকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজাতিগণের এরূপ গৃহে যাইয়া দণ্ডায়মান হইবেন, যেখানে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। বিনা প্রার্থনায় পাত্রে যতটুকু ভিক্ষা আসিবে, উহাই গ্রহণ করিবেন। কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ, মোহ, কপটতা, দম্ভ, নিন্দা, অভিমান এবং হিংসা হইতে সর্বদা দূরে থাকিবেন। ৩

এবিষয়ে একটি শ্লোক আছে, যথা—যে মুনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করত বিচরণ করেন, তাঁহার সমস্ত প্রাণী হইতেই কোনরূপ কোথাও ভয়োৎপাদন হয় না। ৪

যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র নিজের দেহে আরোপিত করিয়া দেহস্থিত অগ্নির উদ্দেশে নিজের মুখে প্রাণ ভিক্ষারূপ হবিষের হোম করেন, তিনি অগ্নিসংগ্রহকারী অগ্নিহোত্রগণের লোকে গমন করেন। ৫

যিনি বুদ্ধিকে সঙ্কল্পহীন করিয়া পবিত্রচিত্তে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে মোক্ষ আশ্রমের (সন্ন্যাসের) নিয়মসকল পালন করেন, সেই মনুষ্য কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় পরম শান্ত জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ৬

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই লোক হইতে কোন শ্রেষ্ঠ লোক আছে শুনা যায়, কিন্তু উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি উহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা আমাকে বলুন। ৭

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্শ্বভাগে যে সর্বগুণসম্পন্ন ও পুণ্যময় প্রদেশ আছে, সেখানকার ভূভাগকে শ্রেষ্ঠ লোক বলা যায়। উহা পবিত্র, কল্যাণকারী এবং কমনীয় লোক। ৮

সেখানে পাপকর্মহীন, পবিত্র, অত্যন্ত নির্মল, লোভ ও মোহশূন্য এবং সর্বপ্রকার উপদ্রব-রহিত মানুষগণ নিবাস করেন। ৯

এই দেশ স্বর্গতুল্য। এ স্থানে সমস্ত শুভ গুণসকলের অবস্থান করিতে হইয়াছে। এখানে যথা সময়েই মৃত্যু হয়। রোগ-ব্যাধি কাহাকেও স্পর্শ করে না। ১০

এখানে কাহারও মনে পরস্ত্রীর প্রতি লোভ হয় না। সকল মানুষ নিজের স্ত্রীর উপরেই অনুরক্ত থাকে। এখানবাসী মানুষ ধনলোভে পরস্পর পরস্পরকে বধ করে না। কাহাকেও বন্ধন করে না। সেখানে দ্রব্যসমূহের উপর কাহারও অতিশয় বিস্ময়-বোধ হয় না। অধর্ম সেখানে কোনরূপেই অবস্থান করিতে পায় না। সেখানে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় না। ১১

কৃতস্য তু ফলং তত্র প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে।
পানাসনাশনোপেতাঃ প্রাসাদভবনাশ্রয়াঃ ॥ ১১
প্রাণধারণমাত্রা তু কেষাঞ্চিদুপপদ্যতে।
শ্রমেণ মহতা কেচিৎ কুর্বন্তি প্রাণধারণম্ ॥ ১২
ইহ ধর্মপরাঃ কেচিৎ কেচিদ্বৈকৃতিকা নরাঃ।
সুখিতা দুঃখিতা কেচিদ্ধনিনোঽধনিনস্তথা ॥ ১৩
ইহ শ্রমো ভয়ং মোহঃ ক্ষুধা তীব্রা চ জায়তে।
লোভশ্চার্থকৃতো নৃণাং যেন মুহ্যন্ত্যপণ্ডিতাঃ ॥ ১৪
ইহ বার্তা বহুবিধা ধর্মাধর্মস্য কারিণঃ।
যস্তত্রোভয়ং প্রাজ্ঞঃ পাপং ন স লিপ্যতে ॥ ১৬
লোপহৃৎ নিকৃতিঃ স্তেয়ং পত্নীবাদো মৃষোক্তিতা।
পরোপঘাতো হিংসা চ পৈশুন্যমনৃতং তথা ॥ ১৭

এস্থানে কৃত কর্মের ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, এই দেশে কিছু লোকে অতিবৃহৎ অন্তঃপুরে বাস করে, উত্তম আসনে উপবেশন করে এবং সর্ব্বোত্তম বস্তুসমূহ উপভোগ করে। কেহ কেহ পরম কামনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রবর্দ্ধমান আয়তনে বিস্তৃতি থাকে এবং কিছু লোকের প্রাণধারণমাত্রোপযোগী ভোজন প্রাপ্তি হয়, কিছু লোক অতিশয় পরিশ্রমসহকারে উদ্যোগময় জীবনযাপন করিতে করিতে প্রাণধারণ করে (এইরূপ সেই লোক এই লোক হইতে সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট) ॥* ১২-১৩

এই মনুষ্যলোকে কিছু মানুষ যদি ধর্মপরায়ণ হয়, তবে অন্য কিছু মানুষ আবার শঠ প্রতারক হয়। সেই কারণে কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হয়। কিছু ব্যক্তি ধনবান্ ও কিছু ব্যক্তি নির্ধন হয় ॥১৩

ইহলোকে শ্রম, ভয়, মোহ ও তীব্র ক্ষুধার কষ্ট হয়। মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের লোভ বিশেষ হইয়া থাকে, যাহাতে অজ্ঞানী ব্যক্তি মোহে পতিত হয় ॥ ১৪

এই দেশে ধর্ম ও অধর্মকারী মনুষ্যদিগের বিষয়ে নানা প্রকারের বার্তা শুনা যায়। যিনি ধর্ম ও অধর্ম এই উভয়ের পরিণাম জানেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১৬

কপটতা, শঠতা, চৌর্য, নিন্দা, অপরের দোষদর্শন, অন্যের

এতানাসেবতে যস্তু তপস্তস্য মহীয়তে।
যদ্যেতান্ নাচরেদ্ বিদ্বাংস্তপস্তস্য প্রবর্ধতে ॥ ১৮
ইহ চিন্ত্যা বহুবিধা ধর্মাধর্মস্য কর্মণঃ।
কর্মভূমিরিয়ং লোকে ইহ কৃত্বা শুভাশুভম্ ॥
শুভৈঃ শুভমবাপ্নোতি তথাশুভমথাশুভৈঃ ॥ ১৯
ইহ প্রজাপতিঃ পূর্বং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
ইষ্ট্বেহোতপসঃ পূতা ব্রহ্মলোকমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২০
উত্তরঃ পৃথিবীভাগঃ সর্বপুণ্যতমঃ শুভঃ।
ইহস্থাস্তত্র জায়ন্তে যে বৈ পুণ্যকৃতো জনাঃ ॥ ২১
অসৎকর্মাণি কুর্বন্তস্তির্যগ্‌যোনিষু চাপরে।
কীটাণুত্বঞ্চথা চান্তে নশ্যন্তি পৃথিবীতলে ॥ ২২
অন্যোন্যভক্ষণাসক্তা লোভমোহসমন্বিতাঃ।
ইহৈব পরিবর্তন্তে ন তে যান্ত্যুত্তরাং দিশম্ ॥ ২৩

কটি করা, প্রাণিগণের হিংসা করা, খলতা এবং মিথ্যা কথা বলা —যে ব্যক্তি এইসব দুষ্কর্মের সেবা করে, তাহার তপস্যা ক্ষীণ হইয়া যায় ও যিনি বিদ্বান্ এই দোষসমূহে নিজের আচরণে স্থান দেন না, তাঁহার তপস্যা নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৭-১৮

এজগতে পুণ্য ও পাপ কর্মের সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিচার দেখা যায়। ইহা কর্মভূমি, অতএব এ জগতে শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়া মানুষ শুভ কর্মফলের শুভফল প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ কর্মফলের অশুভ ফল লাভ করে ॥ ১৯

পুরাকালে এস্থানে প্রজাপতি, দেবতা ও ঋষিগণ যজ্ঞ এবং অতীব তপস্যা করত পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২০

পৃথিবীর উত্তরভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র এবং মঙ্গলময়। এ জগতে যাঁহারা পুণ্যাত্মা মানুষ, তাঁহারাই মৃত্যুর পর সেই ভূভাগে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২১

অপর যাহারা এস্থানে পাপকার্য্য করে, তাহারা পশু-পক্ষি-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং অপর বহু ব্যক্তি আসুরিক হইলে পরই নষ্ট হইয়া যায় ও পাতালে গমন করে ॥ ২২

যাহারা লোভ ও মোহে যুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করিবার জন্য উদ্যত থাকে, তাহারাও ইহলোকে আগমন করিতে থাকে, উত্তর দিকের উৎকৃষ্ট লোকে যাইতে সমর্থ হয় না ॥ ২৩

---

* মহামতি আচার্য্য নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় 'উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে' ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি পরলোকে বা উৎকৃষ্ট লোকের অর্থ পরমাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি অনুসারে তিনি প্রতিটি প্রমাণ ও ন্যায়োচিত যুক্তি অবলম্বন করত এই প্রকরণের পূর্ণ অর্থসঙ্গতি দেখাইয়াছেন।

যে গুরূন্ পর্য্যুপাসন্তে নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ।
পন্থানং সর্বলোকানাং বিজানন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪
ইত্যুক্তোঽয়ং ময়া ধর্মঃ সংক্ষিপ্তো ব্রহ্মনির্মিতঃ।
ধর্ম্যাধর্ম্যৌ হি লোকস্য যো বৈ বেত্তি স বুদ্ধিমান্ ॥২৫

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তো ভৃগুণা রাজন্ ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্
ভৃগুং পরমধর্ম্মাত্মা বিস্মিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ২৬
এষ তে প্রসবো রাজন্ জগতঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিখিলেন মহাপ্রাজ্ঞ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯১

যাহারা মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে গুরুজনগণের উপাসনা করেন, সেই মনীষী পুরুষগণ সকল লোকের মার্গে গমন করিতে সমর্থ হন ॥ ২৪

এইরূপ আমি এস্থলে ব্রহ্মকর্তৃক নির্ম্মিত ধর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। যে ব্যক্তি ইহ জগতে করণীয় ও অকরণীয় ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম জানেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ॥ ২৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ভৃগুমুনি এই কথা বলিলে পর পরম ধর্ম্মাত্মা প্রতাপশালী ভরদ্বাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২৬

পরম বুদ্ধিমান্ নরেশ! এই প্রকারে আমি তোমাকে জগতের উৎপত্তিসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে ভৃগু ভরদ্বাজ-সংবাদবিষয়ক ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ফলসহিতস্য শিষ্টাচারস্য বর্ণনম্, পাপানাং গোপনে হানিঃ, ধর্ম্মস্য চ প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আচারস্য বিধিং তাত প্রোচ্যমানং ত্বয়ানঘ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ সর্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

দুরাচারা দুর্বিচেষ্টা দুষ্প্রজ্ঞাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
অসন্তস্ত্বিতি বিখ্যাতাঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ॥ ২

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ফলসহ শিষ্টাচার বর্ণন, পাপ গোপন করিলে হানি এবং ধর্ম্মের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ! এখন আমি আপনার নিকট হইতে সদাচারের বিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যাহারা দুরাচারী, দুশ্চেষ্টাপরায়ণ, দুর্বুদ্ধি ও দুঃসাহসকে প্রিয় বলিয়া গণ্য করে, তাহারা দুষ্টাত্মা নামে বিখ্যাত। শ্রেষ্ঠ পুরুষ ত' তাঁহারাই, যাঁহাদের মধ্যে সদাচার দেখা যায়—সদাচারই তাঁহাদের লক্ষণ ॥ ২

যে সকল মানুষ রাজপথে, গো-সকলের মধ্যে এবং যাজ্ঞাদি শস্যরাশির মধ্যে মল বা মূত্র ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানিবে ॥ ৩

প্রতিদিন অবশ্যকর্ত্তব্য শৌচাদি সম্পাদন করত আচমন করিবে; তারপর নদ্যাদিতে স্নান করিবে এবং নিজের অধিকার অনুসারে সন্ধ্যোপাসনাদির পর দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করিবে। ইহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ স্নানবর্ম্মেরই ধর্ম্ম বলেন ॥ ৪

নিত্য সূর্য্যোপস্থান করিবে। সূর্য্যোদয়ের সময় শয়ন করিয়া থাকিবে না। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয় সময়ে সন্ধ্যোপাসনা করত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে ॥ ৫

পক্ষাভ্যাং ভোজনং ভুঞ্জ্যাৎ প্রাঙ্‌মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
ন নিন্দ্যাদন্নভক্ষ্যাংশ্চ স্বাধ্যায়াংশ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ৬
আর্দ্রপাদঃ সমুত্তিষ্ঠেন্নার্দ্রপাদঃ স্বপেন্নিশি।
দেবর্ষির্নারদঃ প্রাহ এতদাচারলক্ষণম্ ॥ ৭
শুচিং দেশমনড্বাহং দেবযোষ্টং চতুষ্পথম্।
ব্রাহ্মণং ধার্মিকং চৈত্যং নিত্যং কুর্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥৮
অতিথীনাঞ্চ সর্বেষাং প্রেষ্যাণাং স্বজনস্য চ।
সায়াহ্নং ভোজনং দৃষ্টং পুরুষস্য প্রশস্যতে ॥ ৯
সায়ং প্রাতর্মুনিগণৈরশনং বেদনির্মিতম্
নান্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাসী তথা ভবেৎ ॥ ১০
হোমকালে তথা ভুঞ্জন্নৃতুকালে তথা ব্রজন্।
অনন্যস্ত্রীজনঃ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মচারী তথা ভবেৎ ॥ ১১
অমৃতং ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টং জনস্য হৃদয়ং কৃতম্।
তজ্জনাঃ পর্যুপাসন্তে সত্যাঃ সন্তঃ সমাসতে ॥ ১২
দোষদর্শী তৃণচ্ছেদী নখখাদী তু যো নরঃ।
নিত্যোচ্ছিষ্টঃ শঠুচুকো নেহামুত্রাপ্নুতে মহৎ ॥ ১৩
যজুষা সংস্কৃতং মাংসং নিবৃত্তো মাংসতক্ষণাৎ।
ন ভক্ষয়েদ্ বৃথামাংসং দৃষ্টমাংসঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৪
স্বদেশে পরদেশে বা অতিথির্নোপবাসয়েৎ।
কাম্যকর্মফলং লব্ধ্বা গুরবেদুপপাদয়েৎ ॥ ১৫
গুরুভ্য আসনং দেয়ং কর্তব্যং চাভিবাদনম্।
গুরুনর্চ্য যুজ্যন্তে আয়ুষা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৬
নেক্ষেতাদিত্যমুদ্যন্তং ন চ নগ্নাং পরস্ত্রিয়ম্।
মৈথুনং সততং ধর্ম্যং গুহ্যে চৈব সমাচরেৎ ॥ ১৭

দুই হস্ত, দুই পদ ও মুখ—এই পাঁচ অঙ্গ ধৌত করিয়া পূর্বমুখে ভোজন করিবে। ভোজনের সময় মৌন থাকিবে। পক্ষের কৃত ভোজনীয় অন্ন নিন্দা করিবে না, উহা স্বাদিষ্ট বা অস্বাদিষ্ট হউক ভোজন করিবে। ৬

ভোজনের পর হস্ত পদ ধৌত করিয়া উঠিবে। রাত্রিতে আর্দ্রপদে (ভিজা পায়ে) শয়ন করিবে না। দেবর্ষি নারদ ইহাকে সদাচারের লক্ষণ বলিয়াছেন। ৭

যজ্ঞশালা প্রভৃতি পবিত্র স্থান, বলীবর্দ (বলদ গরু), দেবালয়, চতুষ্পথ (চৌরাস্তা), ব্রাহ্মণ, ধর্মাত্মা, রাজা এবং চৈত্য (দেবসম্বন্ধী বৃক্ষ) ইহাদিগকে সর্বদা দক্ষিণে রাখিয়া চলিবে (কিংবা নিত্য প্রদক্ষিণ করিবে)। গৃহস্থ পুরুষগণের পুত্র অতিথি, সেবক ও স্বজনগণের জন্যও একই ভোজন প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত হয়। ৮-৯

শাস্ত্রে মনুষ্যগণের মধ্যে সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয় কালে ভোজন করিবার বিধান আছে। ইহার যথাকালে ভোজনের কোন বিধি দেখা যায় না। যিনি এই নিয়ম পালন করেন, তাঁহার উপবাস করিবার ফল প্রাপ্তি হয়। ১০

যিনি হোমের সময় প্রতিদিন হোম করেন, ঋতুকালে স্ত্রীর নিকট গমন করেন এবং পরস্ত্রীর প্রতি কখনও দৃষ্টি স্থাপন করেন না, সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ ব্রহ্মচারী তুল্য বলিয়া জানিবে। ১১

ব্রাহ্মণের ভোজনের পর অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) অন্ন অমৃতসদৃশ। উহা মাতার স্তনজাত দুগ্ধের ন্যায় হিতকারী। এই অন্ন যে সব মানুষ ভোজন করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ১২

যে ব্যক্তি তৃণিকাখণ্ড (ঘাটীর চিলা) বিদীর্ণ করে, তৃণসকল ছেদন করে, নখ চর্বণ করে, সদা উচ্ছিষ্ট (এঁটো) হস্ত ও উচ্ছিষ্ট মুখে অবস্থান করে এবং কাহারও বধ শুদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পরাধীন জীবন যাপন করে, সেই ব্যক্তি এজগতে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৩

যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, সেই ব্যক্তি যজুর্বেদের মন্ত্রসকলের দ্বারা সংস্কৃত মাংসও ভোজন করিবে না, বৃথা মাংস এবং প্রাণিবধজনিত মাংসও পরিত্যাগ করিবে। ১৪

মানুষ স্বদেশে বাস করুক বা পরদেশে বাস করুক, নিজের নিকটে উপস্থিত অতিথিকে উপবাস রাখিবে না। সকাম কর্তব্য কর্মসমূহের ফলরূপে প্রাপ্ত পদার্থসকল নিজের গুরুজনদিগকে নিবেদিত করিবে। ১৫

গুরুজনগণ যদি উপস্থিত হন, তবে তাঁহাদের উপবেশনের জন্য আসন দান করিবে, প্রণাম করিবে; কারণ, গুরুজনদিগকে পূজা করিলে পর মানুষ আয়ু, যশ ও ধন-ঐশ্বর্যবান্ হইয়া থাকে। ১৬

উদয়োন্মুখ সূর্যকে দর্শন করিবে না; বস্ত্রহীনা নগ্না পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না এবং সর্বদা ধর্মানুসারে ঋতুকালের সময় নিজেরই পত্নীর সহিত নির্জন স্থানে সমাগম করিবে। ১৭

• তাৎপর্য এই যে, ভোজনের জন্য গমন করিবার সময়েই হস্ত ও পদদ্বয় এবং মুখ ধৌত করিতে হয়। কিন্তু পূর্বে ধৌত করিয়া থাকিলেও, ভোজনের জন্য গমনকালীন পুনরায় ধৌত করা আবশ্যক।

তীর্থানাং হ্রদয়ং তীর্থং শুচীনাং হ্রদয়ং শুচিঃ।
সর্বমার্যকৃতং চৌক্ষ্যং বাললাম্পর্শনানি চ ॥ ১৮
দর্শনে দর্শনে নিত্যং মুখপ্রসাদমাহরেৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ বিপ্রাণাং প্রদিষ্টমভিবাদনম্ ॥ ১৯
দেবাগারে গবাং মধ্যে ব্রাহ্মণানাং ক্রিয়াপথে।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরেৎ ॥ ২০
সায়ং প্রাতশ্চ বিপ্রাণাং পূজনঞ্চ যথাবিধি।
পণ্যানাং শ্রোত্রিয়ে পণ্যং কৃষীণাং বাস্তুতে কৃষিঃ ॥ ২১
বহুকারঞ্চ শস্যানাং বাহ্যে বাহো গবাং তথা।
সম্পন্নং ভোজনে নিত্যং পানীয়ে তর্পণং তথা ॥ ২২
সুশ্রুতা পায়সে ক্রয়াদ্ যবাগ্বাং কৃশরে তথা।
শুশ্রূষকর্মণি সম্প্রাপ্তে ক্ষুতে স্নানেঽথ ভোজনে।
ব্যাবিতানাঞ্চ সর্বেষামাযুষ্যমভিনন্দনম্ ॥ ২৩
প্রত্যাদিত্যং ন মেহেত ন পন্থানমাক্রমেৎ শকৃৎ।
সহ স্ত্রিয়াথ শয়নং সহ ভোজ্যঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ২৪
ত্বংকারং নামধেয়েন জ্যেষ্ঠানাং পরিবর্জয়েৎ।
অবরাণাং সমানানামুত্তরেষাং ন তুদ্যতি ॥ ২৫
হৃদয়ং পাপবৃত্তানাং পাপমাখ্যাতি বৈকৃতম্।
জ্ঞানপূর্বং বিনশ্যন্তি গূহমানা মহাজনে ॥ ২৬
জ্ঞানপূর্বকৃতং পাপং হ্রাদয়ত্যবহ্রুতঃ।
নৈনং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি পশ্যন্ত্যেব দিবৌকসঃ ॥ ২৭
পাপেনাপিহিতং পাপং পাপমেবানুবর্ততে।
ধর্মেণাপিহিতো ধর্মো ধর্মমেবানুবর্ততে।
ধার্মিকেণ কৃতো ধর্মো ধর্মমেবানুবর্ততে ॥ ২৮

তীর্থসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিশুদ্ধ হৃদয়, পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে হৃদয়ের ন্যায় অতি পবিত্র বস্তু। শিষ্ট পুরুষগণ যাহা আচরণ করেন, সেই আচরণই শ্রেষ্ঠ। চাষবাসিতে সংযুক্ত চণ্ডাল প্রভৃতির পুদ্গলোকের স্পর্শও শিষ্টাচারোদ্দিষ্ট বলিয়া উক্ত ॥১৮

পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যখন যখনই দেখা হইবে, সর্বদা তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকাল এই উভয় কালে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে, ইহা শাস্ত্রের আজ্ঞা ॥ ১৯

দেবমন্দিরে, গোসকলের মধ্যে, ব্রাহ্মণাদির যজ্ঞ প্রভৃতি কার্যে, শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়নকালে ও ভোজনসময়ে দক্ষিণ হস্ত যজ্ঞোপবীতের উপরে উত্তোলন করিবে অর্থাৎ উপবীতী হইবে ॥ ২০

সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল—এই উভয় কালে বিধি পূর্বক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। তাহা হইলে পণ্যসকলের মধ্যে তাহারই পণ্যদ্রব্য (বিক্রেয় দ্রব্য) উত্তম পণ্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষেত্রসকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্রের ন্যায় তাহারই ক্ষেত্র স্থির থাকে অর্থাৎ সর্বদা ফলদায়ক হয়। ব্রাহ্মণপূজক ব্যক্তির বিবিধ অন্নসমূহের বৃদ্ধি হয় এবং বাহনসকলের মধ্যে সে-জাতিই তাঁহার অধিক লাভ হয় ॥ ২১½

ভোজন করাইবার পর যাচ্ঞা জিজ্ঞাসা করিবেন যে আপনার ভোজন কি সম্পন্ন হইয়াছে? ব্রাহ্মণ উত্তর দিবেন যে, সম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ জলপান করাইবার পর জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তৃপ্তি হইয়াছে ত'? ব্রাহ্মণ উত্তর দিবেন—উত্তম তৃপ্তি হইয়াছে। ক্ষীর ভোজনের পর যজমান যখন জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ভাল ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে ত? তখন ব্রাহ্মণ উত্তর দিবেন, অতিশয় ভালভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে। এইভাবে যবাগূ (যবের পালো) ও কৃশরান্ন (খিচুড়ী) ভোজন করাইবার পরও প্রশ্ন ও উত্তর করিতে হয় ॥ ২২½

শুশ্রূষার উপস্থিত হইলে (দাড়ি কামাইবার সময় হইলে) পর, ক্ষুতের (হাঁচিবার) সময়, স্নান ও ভোজন করিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সকল অবস্থায় সমস্ত রোগীদিগের কর্তব্য হইল, তাহারা ব্রাহ্মণগণকে প্রণামাদির দ্বারা প্রসন্ন করিবে। ইহাতে তাহাদের আয়ু বর্ধিত হইবে ॥ ২৩

সূর্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করিবে না। নিজের বিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না (প্রকাশ্যস্থানে) স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন এবং একপাত্রে একসঙ্গে ভোজন বর্জন করিবে ॥২৪

নিজ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন পূর্বক আহ্বান করিবে না এবং তাঁহাদের নাম ধরিয়া ডাকিবে না। যাহারা নিজ অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ অথবা সমান বয়স্ক, তাহাদিগকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিলে দোষ হয় না ॥ ২৫

পাপিগণের হৃদয়, নেত্র ও মুখাদির বিকারই তাহাদের পাপ কর্মের কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহারা জানিয়া শুনিয়া নিজের কৃত পাপকে মহাপুরুষের নিকট গোপন করে, তাহারা বিনষ্ট হয় ॥ ২৬

মূর্খ মানুষই নিজের জ্ঞানকৃত পাপ গোপন করিয়া থাকে। যদিও তাহার সেই পাপ মনুষ্যগণ দেখিতে পায় না, তথাপি দেবগণ ত' উহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন ॥ ২৭

পাপী মানুষের পাপের দ্বারা গুপ্ত পাপ পুনরায় তাহাকে পাপকার্যে প্রবৃত্ত করে এবং ধর্মাত্মা পুরুষের ধর্মানুষ্ঠানের গুপ্ত ধর্ম তাঁহাকে পুনরায় ধর্মকার্যে আসক্ত করে ॥ ২৮

পাপং কৃতং ন স্মরতীহ মূঢ়ো
বিবর্ত্তমানস্য তনেতি কর্তুঃ।
যাহুর্যথা চন্দ্রমুপৈতি চাপি
তথাবৃধং পাপমুপৈতি কর্ম ॥ ২৯

আশয়া সঞ্চিতং দ্রব্যং দুঃখেনৈবোপভুজ্যতে
তদ্ বুধা ন প্রশংসন্তি মরণং ন প্রতীক্ষতে ॥ ৩০

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ

মূর্খ মানুষ নিজের কৃত পাপের কথা স্মরণ করে না; কিন্তু পাপকার্যে প্রবৃত্ত পাপকারীর পাপ স্বয়ংই তাহার অনুসরণ করে। যেরূপ রাহু চন্দ্রের পার্শ্বে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ মূর্খ মানুষের নিকটে তাহার পাপ স্বয়ংই চলিয়া আসে ॥ ২৯

কোন বিশেষ কামনার পূর্তির আশায় যে ধন সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার উপভোগ দুঃখপূর্বকই করা হইয়া থাকে; অতএব বিদ্বান পুরুষ তাহার প্রশংসা করেন না; কারণ, মৃত্যু কাহারও কামনাপূরণের জন্য প্রতীক্ষা করে না ॥ ৩০

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥ ৩১
একঃ এব চরেদ্ ধর্মং নাস্তি ধর্মে সহায়তা।
কেবলং বিদিয়াসাদ্য সহায়ঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩২
ধর্মো যোনিমুপাদ্যানাং দেবানামমৃতং দিবি।
প্রেত্যভাবে সুখং ধর্মাচ্ছরীরস্যোপভুজ্যতে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে আচারবিধৌ ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৩

মনীষী পুরুষগণের বাণী এই যে, সমস্ত প্রাণিগণের জন্য মনের দ্বারা কৃত ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অতএব মনের দ্বারা সম্পূর্ণ জীবগণের কল্যাণ চিন্তা করিবে ॥ ৩১

কেবল বেদবিদ্যার আশ্রয় অবলম্বন পূর্বক একাকীই ধর্মাচরণ করিয়া যাইবে; উহাতে কাহারও সহায়তার আবশ্যক নাই; কারণ অন্য সহায়ক আসিয়া তাহার কি করিবে? ৩২

ধর্মই মনুষ্যগণের সুখের কারণ এবং স্বর্গে অমৃত দেবতাদিগের সুখের হেতু। ধর্মাত্মা মানুষ মৃত্যুর পর এই ধর্মের বলেই সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদপ্রসঙ্গে আচারবিধিবিষয়ক ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(অধ্যাত্মজ্ঞাননিরূপণম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অধ্যাত্মং নাম যদিদং পুরুষস্যেহ চিন্ত্যতে।
যদধ্যাত্মং যথা চৈতৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
কুতঃ সৃষ্টমিদং বিশ্বং ব্রহ্মন্ স্থাবর-জঙ্গমম্
প্রলয়ে কথমভ্যেতি তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অধ্যাত্মমিতি যাং পার্থ যদেতদনুপৃচ্ছসি।
তদ্ ব্যাখ্যাস্যামি তে তাত ক্ষেমং ক্ষেমতমং সুখম্ ॥ ৩
সৃষ্টিপ্রলয়সংযুক্তমাচার্যৈঃ পরিদর্শিতম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা পুরুষো লোকে প্রীতিং সৌখ্যঞ্চ বিন্দতি।
ফলপ্রাপ্তিঞ্চ তত্ত্বস্য তৎ সর্বভূতহিতঞ্চ তৎ ॥ ৪

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[অধ্যাত্মজ্ঞানের নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! শাস্ত্রসমূহে মনুষ্যগণের জন্য অধ্যাত্ম (মোক্ষধর্ম নামে যাহার বিচার করা হইয়াছে, সেই অধ্যাত্ম জ্ঞান কি এবং কিরূপ? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

ব্রহ্মন্! এই চরাচর জগতের সৃষ্টি কাহার দ্বারা হইয়াছে এবং প্রলয়কালে ইহার লয় কিভাবে কাহাতে হইবে? ইহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! কুরুনন্দন! তুমি যে অধ্যাত্মজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার ব্যাখ্যা আমি তোমাদের জন্য করিতেছি; উহা পরম কল্যাণকারী এবং সুখস্বরূপ ॥ ৩

আচার্যগণ সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যার সহিত অধ্যাত্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা জ্ঞাত হইয়া মানুষ এ সংসারে সুখ ও প্রসন্নতাভাগী হইয়া থাকে এবং তাহার অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তিও তাহাতে হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্ম জ্ঞান সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই হিতকর ॥ ৪

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
মহাভূতানি ভূতানাং সর্বেষাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৫
যতঃ সৃষ্টানি তত্রৈব তানি যান্তি পুনঃ পুনঃ ।
মহাভূতানি ভূতেভ্যঃ সাগরস্যোর্ময়ো যথা ॥ ৬
প্রলয়ার্থা চ যথাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে পুনঃ ।
তদ্বদ্ ভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি হরতে পুনঃ ॥ ৭
মহাভূতানি পঞ্চৈব সর্বভূতেষু ভূতকৃৎ ।
অকরোৎ তেষু বৈষম্যং তত্ত্ব জীবো ন পশ্যতি ॥ ৮
শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশযোনিজম্ ।
বায়োঃ স্পর্শস্তথা চেষ্টা ত্বক্ চৈব ত্রিতয়ং স্মৃতম্ ॥ ৯
রূপং চক্ষুস্তথা পাকস্ত্রিবিধং তেজ উচ্যতে ।
রসঃ স্নেহশ্চ জিহ্বা চ ত্রয়ো জলগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি—এই পাঁচ মহাভূত সমস্ত প্রাণীদিগের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের স্থান ॥ ৫

যেরূপ তরঙ্গসমূহ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই পঞ্চ মহাভূত (পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) যে পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেই সকল প্রাণীর সহিত বারংবার লীন প্রাপ্ত হয় ॥ ৬

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল বিস্তৃত করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত ভূতগণের আত্মা পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজেরই রচিত এই সম্পূর্ণ ভূতগণকে বিস্তৃত করিয়া পরে আবার নিজেরই মধ্যে বিলীন করিয়া থাকেন ॥ ৭

সম্পূর্ণ ভূতগণের সৃষ্টিকারী পরমাত্মা সকল প্রাণিগণের শরীরে পঞ্চ মহাভূতকে স্থাপিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিষমতা করিয়া দিয়াছেন—কোন মহাভূতের অংশ অধিক এবং কাহারও অংশ অল্প করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। এই বৈষম্যকে সাধারণ জীব দেখিতে পায় না ॥ ৮

শব্দগুণ, শ্রোত্র (কর্ণ) ইন্দ্রিয় ও শরীরে যাবতীয় ছিদ্রসকল — এই তিনটি আকাশের কার্য্য। স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বগিন্দ্রিয়—এই তিনটি বায়ুর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৯

রূপ, নেত্র ও পরিপাক—এই তিনটি অগ্নির (তেজের) কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। রস, জিহ্বা ও স্নেহ—এই তিনটি জলের গুণ অর্থাৎ জলের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১০

স্নেহঃ ঘ্রাণং শরীরঞ্চ এতে ভূমিগুণাস্ত্রয়ঃ ।
মহাভূতানি পঞ্চৈব ষষ্ঠঞ্চ মন উচ্যতে ॥ ১১
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বিজ্ঞানান্যস্য ভারত ।
সপ্তমী বুদ্ধিরিত্যাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুনরষ্টমঃ ॥ ১২
চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ ।
বুদ্ধির্ব্যবসনায় ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষিবৎ স্থিতঃ ॥ ১৩
ঊর্দ্ধং পাদতলাদ্যস্য যদর্বাক্ চোদ্গতং পশ্যতি ।
এতেন সর্বমেবেদং বিদ্ধ্যভিব্যাপ্তমস্তরম্ ॥ ১৪
পুরুষৈরিন্দ্রিয়াণীহ বেদিতব্যানি কৃৎস্নশঃ ।
তমো রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ তেঽপি ভাবাস্তদাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
এতাং বুদ্ধ্বা নরো বুদ্ধ্যা ভূতানামাগতিং গতিম্
সমবেক্ষ্য মনৈশ্চৈব লভতে পরমুত্তমম্ ॥ ১৬

গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর—এই তিনটি ভূমির গুণ অর্থাৎ কার্য্য। এইভাবে এই শরীরে পাঁচ মহাভূত এবং ষষ্ঠ মন অধিষ্ঠিত আছে—ইহাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ১১

হে ভারত ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন—ইহারা জীবাত্মার বিষয়সমূহের জ্ঞানপ্রদাতা। শরীরে এই ছয়ের অতিরিক্ত সপ্তমী হইল বুদ্ধি এবং অষ্টম হইলেন ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১২

ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ গ্রহণ করায় মন সংশয়াত্মক সঙ্কল্প বিকল্প করে। বুদ্ধি নিশ্চয় করে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) স্বয়ং সাক্ষীর ন্যায় দেহে অবস্থান করেন ॥ ১৩

দুই পদের তল হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্য্যন্ত যে দেহ আছে, উহাতে যিনি সাক্ষীভূত চেতন পুরুষ উপর নীচে সকলদিকে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই এই দেহের অন্তর বাহির সর্বস্থানে ব্যাপ্ত আছেন। এই কথা তুমি বিশেষভাবে জানিয়া রাখ ॥ ১৪

সকল মানুষের নিজের ইন্দ্রিয়গণ (ও মন-বুদ্ধি) কে সম্পূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক ; কারণ, সত্ত্ব, রজ ও তম—তিন গুণ ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ॥ ১৫

মানুষ নিজের বুদ্ধির বলে ইহাদের সকলের এবং জীবগণের আগমনের অবস্থা জানিয়া ধীরে ধীরে এই সব বিষয়ের উপর বিচার আরম্ভ করিলে উত্তম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৬

গুণৈর্নেনীয়তে বুদ্ধির্ন্তেরেবেন্দ্রিয়াণ্যপি
মনঃষষ্ঠানি সর্বাণি তদভাবে কুতো গুণাঃ ॥ ১৭
ইতি তত্ত্বময়মেবৈতৎ সর্বং স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
প্রলীয়তে চোদ্ভবতি তস্মান্নিদিশ্যতে তথা ॥ ১৮
যেন পশ্যতি তচ্চক্ষুঃ শৃণোতি শ্রোত্রমুচ্যতে ।
জিঘ্রতি ঘ্রাণমিত্যাহু রসং জানাতি জিহ্বয়া ॥ ১৯
ত্বচা স্পর্শয়তে স্পর্শং বুদ্ধিবিক্রিয়তেঽসকৃৎ
যেন প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা ভবতি তন্মনঃ ॥ ২০
অধিষ্ঠানানি বুদ্ধেস্তু পৃথগর্থানি পঞ্চধা ।
ইন্দ্রিয়াণীতি যান্যাহুস্তান্দৃশ্যোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ২১
পুরুষে তিষ্ঠতী বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ততে ।
কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদনুশোচতি ॥ ২২
ন সুখেন ন দুঃখেন কদাচিদপি বর্ততে ।

তব প্রভৃতি গুণগুলি বুদ্ধিকে বারংবার বিষয়সমূহের দিকে লইয়া যায় এবং বুদ্ধির সহিত মন সহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণের দিকে তাহার সমস্ত বৃত্তিও লইয়া যায়। সেই বুদ্ধির অভাবে গুণসকল কি ভাবে থাকিতে পারে ? ১৭

এই চরাচর জগৎ বুদ্ধির উদয় হইলে সবই উৎপন্ন হয় এবং তাহার সহিতই পরমেশ্বরে লীন হইয়া যায় ; সেইজন্য এই প্রপঞ্চ বুদ্ধিময় ; অতএব শ্রুতি সকলকে বুদ্ধিরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। ১৮

বুদ্ধি যাহার দ্বারা দেখে, তাহাকে নেত্র এবং যাহার দ্বারা শুনে, উহাকে শ্রোত্র বলে। এইরূপ ঘ্রাণের দ্বারা সে আঘ্রাণ করে, উহাকে ঘ্রাণ বলা হয়। এই বুদ্ধি জিহ্বার দ্বারা রসের অনুভব করে। ১৯

বুদ্ধি ত্বকের (চর্মের) দ্বারা স্পর্শ বোধ লাভ করে। এই ভাবে সেই বুদ্ধি বারংবার বিকারভাবে প্রাপ্ত হইতে থাকে। বুদ্ধি যাহার দ্বারা যাহা অনুভব করে, মন সেই সময় তদনুরূপ ধারণ করে। ২০

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সকল গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধির এই যে পাঁচটি অধিষ্ঠান, (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা) উহাদিগকেই পাঁচ ইন্দ্রিয় বলে। অদৃশ্য জীবাত্মা সেই সবেরই অধিষ্ঠাতা (প্রেরক)। ২১

জীবাত্মার আশ্রিত হইয়া অবস্থান করত বুদ্ধি (সুখ, দুঃখ ও মোহ) তিন ভাবে অবস্থান করে। সে কখনও প্রসন্নতা অনুভব করে, কখনও শোকে মগ্ন থাকে এবং কখনও সুখ ও দুঃখ এই দুইয়ের অনুভবহীন হওয়ায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ২২১

এবং নরাণাং মনসি ত্রিষু ভাবেষবস্থিতা ॥ ২৩
সেয়ং ভাবাত্মিকা ভাবাংস্ত্রীনেতানতিবর্ততে ।
সরিতাং সাগরো ভর্তা মহাবেলামিবোর্মিমান্ ॥ ২৪
অতিভাবগতা বুদ্ধির্ভাবে মনসি বর্ততে
প্রবর্তমানং তু রজস্তদ্ভাবমনুবর্ততে ॥ ২৫
ইন্দ্রিয়াণি হি সর্বাণি প্রবর্তয়তি সা তদা ।
ততঃ সত্ত্বং তমোভাবঃ প্রীতিযোগাৎ প্রবর্ততে ॥ ২৬
প্রীতিঃ সত্ত্বং রজঃ শোকস্তমো মোহস্তু তে ত্রয়ঃ ।
যে যে চ ভাবা লোকেঽস্মিন্ সর্বেষেতেষু বৈ ত্রিষু ॥২৭
ইতি বুদ্ধিগতিঃ সর্বা ব্যাখ্যাতা তব ভারত ।
ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি বিজ্ঞেতব্যানি ধীমতা ॥ ২৮
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব প্রাণিনাং সংশ্রিতাঃ সদা ।
ত্রিবিধা বেদনা চৈব সর্বসত্ত্বেষু দৃশ্যতে ॥ ২৯

এইরূপ সেই বুদ্ধি মনুষ্যগণের মনের মধ্যে তিন ভাবে অবস্থিত থাকে। নদীসকলের পতি সমুদ্র যেরূপ উত্তাল তরঙ্গসমূহে সংযুক্ত হইয়া তাহার বিশাল তটভূমিকে কখনও কখনও অতিক্রম করিয়া যায়, সেইরূপ এই ভাবাত্মিকা বুদ্ধি (সমাধি অবস্থায়) সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিন ভাবকে লঙ্ঘন করিয়া যায়। ২৩-২৪

পূর্বোক্ত ভাবসমূহকে অতিক্রম করিয়া যাইলেও বুদ্ধি-ভাবাত্মক মনে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। তাহার পর সমাধি হইতে উত্থানের সময় প্রবৃত্ত্যাত্মক রজোগুণ বুদ্ধিভাবের অনুসরণ করে। ২৫

সেই সময় রজোগুণযুক্তা বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্তিতে সংযুক্ত করে। তৎপরে বিষয়সমূহের সম্বন্ধের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হয়। ইহার পর ধনাদির বিষয়ে আসক্তি প্রভৃতি দোষসকলের দ্বারা তমোময় ভাবের উদয় হয়। ২৬

প্রসন্নতা বা সুখ সত্ত্বগুণের কার্য, শোক রজোগুণের স্বরূপ এবং মোহ হইল তমোগুণময়। এ জগতে যে যে ভাবসমূহ আছে, সেই সমস্তই এই তিনের অন্তর্গত। ২৭

হে ভারত ! এইরূপে আমি তোমার নিকটে বুদ্ধির সমস্ত গতির বিশদ ব্যাখ্যা করিলাম। বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্তব্য হইল তিনি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখিবেন। ২৮

ভারত ! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণ সর্বদাই প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থান করে এবং ইহারই জন্য সেই সব

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ভারত।
সুখস্পর্শঃ সত্ত্বগুণো দুঃখস্পর্শো রজোগুণঃ।
তমোগুণেন সংযুক্তৌ তুল্যতোঽব্যাবহারিকৌ ॥ ৩০
তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ত্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যাচক্ষীত তৎ তথা ॥ ৩১
অথ যদ্ দুঃখসংযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেব তত্র সংজ্ঞা নিবেশয়েৎ ॥ ৩২
অথ মোহসংযুক্তমব্যক্তবিষয়ং ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৩৩
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশান্তচিত্ততা।
কথঞ্চিদভিবর্ত্তন্তে ইত্যেতে সাত্ত্বিকা গুণাঃ ॥ ৩৪
অতুষ্টিঃ পরিতাপশ্চ শোকো লোভস্তথাক্ষমা।
লিঙ্গানি রজসস্তানি দৃশ্যন্তে হেতুহেতুভিঃ ॥ ৩৫

জীবগণের মধ্যে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারের অনুবৃত্তি দেখা যায়। ২৯½

সত্ত্বগুণ সুখের অনুবৃত্তিকর, রজোগুণ দুঃখ প্রাপ্তিকারক এবং যখন এই উভয় গুণ তমোগুণের দ্বারা (মোহের দ্বারা) সংযুক্ত হয়, তখন আর ব্যবহারের বিষয় থাকে না। ৩০

যখন শরীর বা মনে যে কোন প্রকারে প্রসন্নতাভাব থাকে, তখন ইহা বলিতে হইবে যে, সম্প্রতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। ৩১

যখন নিজের মনে দুঃখ সংযুক্ত থাকায় অপ্রসন্নতার ভাব উদিত থাকে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে রজোগুণের প্রবৃত্তি হইয়াছে। অতএব সেই দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া মনে চিন্তা করিবে না (কারণ, চিন্তার দ্বারা দুঃখ আরও বর্দ্ধিত হয়। ৩২

যখন মনে কোন মোহযুক্ত ভাব বিদ্যমান থাকে এবং কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, তাহার বিষয়ে কোনও তর্কও কার্য্যকর হয় না এবং উহা কোনরূপেই বোধগম্য হইতে পারে না, তখন ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে যে, এখন তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩৩

যখন মনে যে কোনও প্রকারে আনন্দ হর্ষ, প্রেম, আনন্দ, সুখ ও শান্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন এই সব গুণকে সাত্ত্বিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৩৪

যখন যে কোনও কারণে বা বিনা কারণেই অসন্তোষ, শোক, সন্তাপ, লোভ ও অসহনশীলতার ভাব দেখা যাইবে, তখন তাহাদিগকে রজোগুণের চিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৩৫

অবমানস্তথা মোহঃ প্রমাদঃ স্বপ্নতন্দ্রিতা।
কথঞ্চিদভিবর্ত্তন্তে বিবিধাস্তামসা গুণাঃ ॥ ৩৬
দূরগং বহুযামি প্রার্থনাসংশয়াত্মকম্।
মনঃ সুনিয়তং যস্য স সুখী প্রেত্য চেহ চ ॥ ৩৭
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরেতদন্তরং পশ্য সূক্ষ্ময়োঃ।
সৃজতে তু গুণানেক একো ন সৃজতে গুণান্ ॥৩৮
মশকোদুম্বরৌ যদ্বা সম্প্রযুক্তৌ যথা সদা।
অন্যোন্যমেতৌ স্যাতাঞ্চ সম্প্রযোগস্তথা তয়োঃ ॥ ৩৯
পৃথগ্ভূতৌ প্রকৃত্যা তৌ সম্প্রযুক্তৌ চ সর্বদা।
যথা মৎস্যো জলং চৈব সম্প্রযুক্তৌ তথৈব তৌ ॥ ৪০
ন গুণার্থবিদুরাত্মানং ন গুণান্ বেত্তি সর্বশঃ
পরিদ্রষ্টা গুণানাং তু সংসৃষ্টোঽপ্যবুধ্যতে তথা ॥ ৪১

এইরূপ যখন অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি দোষসকল যে কোনও প্রকারে আসিয়া পরিবেষ্টিত করিবে, তখন এই সবকে তমোগুণের বিবিধ রূপ বলিয়া মানিতে হইবে। ৩৬

দূর পর্য্যন্ত গমনকারী, অনেক বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে সমর্থ, কামনাযুক্ত ও সংশয়াত্মক মন যদি সম্পূর্ণভাবে বশীকৃত হয়, তবে মানুষ ইহলোকে এবং পরলোকেও সুখী হইয়া থাকে। ৩৭

বুদ্ধি ও আত্মা এই উভয়ই সূক্ষ্ম এবং ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর তুমি এই পার্থক্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধি ত' গুণ সকলকে সৃষ্টি করে এবং আত্মা গুণ-সৃষ্টি হইতে বিরত থাকেন। ৩৮

যেরূপ উদুম্বর ফল ও তাহার মধ্যে অবস্থিত কীট একসঙ্গে থাকিয়াও পরস্পরের সহিত পৃথক্, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মা উভয়ে একত্রে অবস্থান করেন এবং উভয়ে পরস্পর আবার ভিন্নও হইয়া যান—ইহা বুঝিতে হইবে। ৩৯

ইহারা উভয়ে স্বভাবতই পৃথক্ হইলেও কিন্তু উভয়ের পারস্পরিক মিলও রহিয়াছে। যেরূপ মৎস্য ও জল পরস্পর পৃথক্ হইলেও পরস্পর সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর সংযুক্ত থাকেন। ৪০

সত্ত্বাদি গুণসকল জড় বলিয়া আত্মাকে জানিতে পারে না, কিন্তু আত্মা চেতন, সেইজন্য তিনি গুণসকলকে সর্বতোভাবে জানেন। যদিও আত্মা গুণ সকলের সাক্ষী, অতএব তিনি

ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং কুরুতে বুদ্ধিসম্ভবৈঃ
নিষিঞ্চেদ্বৈরজ্ঞানস্থিঃ পরমাত্মা প্রদীপবৎ ॥ ৪২
সৃজতে হি গুণান্ সত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরিপশ্যতি
সম্প্রয়োগস্তয়োরেষ সত্ত্ব-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৩
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ কশ্চন।
সত্ত্বং মনঃ সংসৃজতে ন গুণান্ বৈ কদাচন ॥ ৪৪
রশ্মীংস্তেষাং স মনসা যদা সমাদ্ নিষেচতি
তদা প্রকাশতেঽত্মাত্মা ঘটে দীপো যথৈব ॥ ৪৫
তাক্ত্বা যঃ প্রাকৃতং কর্ম নিত্যমাত্মরতির্মুনিঃ।
সর্বভূতাত্মভূতস্থাৎ স গচ্ছেদ্ব্রহ্মণো গতিম্ ॥ ৪৬
যথা বারিচরঃ পক্ষী সলিলেন ন লিপ্যতে।
এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ভূতেষু পরিবর্ততে ॥ ৪৭
এবং স্বভাবমেবৈতৎ সুবুদ্ধ্যা বিষয়েষ্বরঃ।
অশোচেদ্গ্রন্থয়াংশ্চ সমো বিগতমৎসরঃ ॥ ৪৮
স্বভাবযুক্তা যুক্তস্য ন নিত্যাঃ সৃজতে গুণান্।
ঊর্ণনাভির্যথাসূত্রং বিজ্ঞেয়াস্তত্ত্ববদ্ গুণাঃ ॥ ৪৯
প্রসক্তা ন নিবর্তন্তে নিবৃত্তিনোপলভ্যতে
প্রত্যক্ষেণ পরোক্ষং তদনুমানেন সিধ্যতি ॥ ৫০
এবমেকেঽধ্যবস্যন্তি নিবৃত্তিরিতি চাপরে
উভয়ং সম্প্রধার্যৈতদ্ যাবদ্যোগে যথাগতি ॥ ৫১
ইত্যেতদ্ হৃদয়গ্রন্থিং বুদ্ধ্যভেদময়ং দৃঢ়ম্
বিযুচ্য সুখমাসীত ন শোচেচ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৫২
মলিনাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ শুদ্ধিং যথা পূর্ণাঃ নদীং নরাঃ।
অবগাহ্য সুবিদ্বাংসো বিদ্ধি জ্ঞানমিদং তথা ॥ ৫৩
মহানদ্যা হি পারজ্ঞস্তপ্যতে ন তদপ্লবাৎ।
ন তু তপ্যতি তত্ত্বজ্ঞঃ ফলে জ্ঞাতে তরত্যুত ॥ ৫৪

গুণসকল হইতে ভিন্ন, তথাপি তিনি নিজেকে ঐ সকল গুণের দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া মনে করেন। ৪১

যেরূপ গৃহে স্থিত প্রদীপ গৃহের ছিদ্রসকল দিয়া নিজের প্রকাশ বিস্তার করত বস্তুসমূহের জ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ পরমাত্মা শরীরের মধ্যে অবস্থান করত বুদ্ধি ও জ্ঞানযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ এবং মন-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা সম্পূর্ণ পদার্থসমূহের অনুভব করান। ৪২

বুদ্ধি গুণসকলের সৃষ্টি করে এবং আত্মা সাক্ষী হইয়া উহা দর্শন করেন এই বুদ্ধি ও আত্মার এতাদৃশ সংযোগ অনাদি। ৪৩

পরমাত্মা ব্যতীত বুদ্ধির অন্য আর কিছু আশ্রয় নাই এবং ক্ষেত্রজ্ঞেরও দ্বিতীয় কোন আশ্রয় নাই। বুদ্ধি মনের দ্বারাই যদিই সত্ত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। গুণসকলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক কখনও হয় না। ৪৪

যখন জীব বুদ্ধিরূপী নাড়ি এবং মনরূপী রশ্মি (লাগাম) দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণের রশ্মি সর্বতোভাবে সংযত রাখে, তখন গৃহমধ্যে রক্ষিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় নিজের মধ্যেই তাহার আত্মা প্রকাশিত হইতে থাকেন। ৪৫

যিনি সাংসারিক কর্মসকল পরিত্যাগ করিয়া সদা নিজেতেই মগ্ন থাকেন, সেই মননশীল মুনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৪৬

যেরূপ জলচর পক্ষী জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধি জ্ঞানী পুরুষ নির্লিপ্ত থাকিয়াই সমস্ত কৃতগণের মধ্যে বিচরণ করেন। ৪৭

এই আত্মতত্ত্ব এইরূপই নির্লিপ্ত এবং শুদ্ধ-বুদ্ধি স্বরূপ যে, উহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয়করত জ্ঞানী পুরুষ হর্ষ, শোক ও মাৎসর্য দোষহীন হইয়া সর্বত্র সমানভাবে রক্ষা করিতে করিতে বিচরণ করেন। ৪৮

আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও সদাই সেইভাবে গুণসকলের সৃষ্টি করেন, (যেরূপ ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) নিজস্বরূপে থাকিয়াই সূত্র (জাল) উদ্ভাবন করে) মাকড়সার জালের ন্যায় সমস্ত গুণসকলের সত্তা বুঝিতে হইবে। ৪৯

আত্মসাক্ষাৎকার হইলে পরই গুণ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সর্বথা নিবৃত্ত হয় না; কারণ, তাহার নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। যাহা পরোক্ষ সত্য, তাহার সিদ্ধি অনুমানের দ্বারাই হইয়া থাকে কোন কোন বিদ্বানের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অপর বিদ্বান্‌গণ ইহা মনে করেন যে গুণসকলের সর্বথা নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই উভয় মতের উপর বিশেষ ভাবে বিচার করত নিজের বুদ্ধি অনুসারে যথার্থ মতের নিশ্চয় করিতে হইবে। ৫০-৫১

বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত যে ভেদ, উহাই হৃদয়ের সুদৃঢ় গ্রন্থি। উহা উন্মুক্ত করত সংশয়হীন হইয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ সুখে অবস্থান করেন, কখনও শোক করেন না। ৫২

যেরূপ মলিনদেহ মনুষ্যগণ জলপূর্ণ কোন নদীতে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ এই জ্ঞানময়ী নদীতে অবগাহন করত মলিনচিত্ত মনুষ্যগণও শুদ্ধ এবং জ্ঞানী হইয়া যায়—ইহা অবগত হও। ৫৩

কোন এক মহানদীর পরপারে গমন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি কেবল নিজের জ্ঞানের দ্বারাই কৃতকৃত্য হইতে পারে না, যতক্ষণ

এবং যে বিদুরাধ্যাত্মং কেবলং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৫৫
এতাং বুদ্ধ্বা নরঃ সর্বাং ভূতানামাগতিং গতিম্ ।
অবেক্ষ্য চ মনৈর্বুদ্ধ্যা লভতে শমনং ততঃ ॥ ৫৬
ত্রিবর্গো যস্য বিদিতঃ প্রেক্ষ্য যশ্চ বিমুঞ্চতি ।
অধিষ্ঠ মনসা যুক্তস্তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ ॥৫৭
ন চাস্যা শক্যতে দ্রষ্টুমিন্দ্রিয়ৈশ্চ বিভাগশঃ ।
তত্র তত্র বিসর্গৈশ্চ দুর্বার্যৈশ্চাকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৮
এতদ্ বুদ্ধ্বা ভবেদ্ বুদ্ধঃ কিমন্যদ্ বুদ্ধলক্ষণম্ ।
বিজ্ঞায় তদ্ধি মন্যন্তে কৃতকৃত্যা মনীষিণঃ ॥ ৫৯
ন ভবতি বিদুষ্যাং ততো ভয়ং
যদবিদুষাং সুমহদ্ ভয়ং ভবেৎ ।
ন হি গতিরবিকাস্তি কস্যচিৎ
সন্তি হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্ ॥ ৬০

না সেই ব্যক্তি লোকান্তরে যাত্রা করিলে যাইতে পারে, ততক্ষণ সে নানা চিন্তাতে সমর্থ হইতে থাকে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জ্ঞান মাত্রেরই দ্বারা সংসার-সাগর পার হইয়া যাইতে পারেন, তাঁহার কোন সন্তাপও হয় না , কারণ, সেই জ্ঞান স্বয়ংই সেতুস্বরূপ । ৫৫

যে সকল মানুষ বুদ্ধি দ্বারা জীবগণের এই সংসারে আগমনের বিষয়ে ধীরে ধীরে বিচার করিয়া সেই বিশুদ্ধ ও উত্তম আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা পরম শান্তি প্রাপ্ত হন । ৫৫-৫৬

যিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি বিশেষভাবে বিচার করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি মনের দ্বারা আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতে যোগযুক্ত হইয়াছেন এবং আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুর জন্য উৎসুকতা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী পুরুষ । ৫৭

যে ব্যক্তি নিজের মনকে বশীভূত করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দিকে ধাবিত ও দুর্নিবার্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয় না । ৫৮

ইহা জানিয়া মানুষ জ্ঞানী হয় । জ্ঞানের ইহা ব্যতীত আর কি লক্ষণ আছে ? কারণ, মনীষী পুরুষগণ সেই পরমাত্মতত্ত্ব জানিয়াই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন । ৫৯

অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে যাহা মহাভয়ের স্থান, সেই সংসারে জ্ঞানী পুরুষদিগের কোন ভয় হয় না । জ্ঞান হইলে পর সকলেরই সমান গতি (মুক্তি) লাভ হইয়া থাকে । কাহারও উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট গতি হয় না ; কারণ, গুণসকলের সমত্ব থাকিলে পরই

যঃ করোত্যনভিসন্ধিপূর্বকং
তচ্চ নির্দহতি যৎ পুরাকৃতম্ ।
নাপ্রিয়ং তদুভয়ং কৃতঃ প্রিয়ং
তস্য তজ্জনয়তীহ সর্বতঃ ॥ ৬১
লোকমাতুরমসূয়তে জন-
স্তস্য তজ্জনয়তীহ সর্বতঃ ॥ ৬২
লোক আতুরজনান্ বিরাধিন-
স্তত্ত্বদেব বহু পশ্য শোচতঃ ।
তত্র পশ্য কুশলানশোচতো
যে বিদুস্তত্ত্বভয়ং পদং সতাম্ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি অধ্যাত্মকথনে
চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪

তাহাদের তারতম্য অনুসারে কাহারও গতিতেও অসমানতা দোষ যায়—ইহা বিদ্বান্‌গণ বলেন । (জ্ঞানীর কিন্তু গুণসকলের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না , সুতরাং তাঁহাদের গতিতে কোনরূপ অসমানতা দেখা যায় না) ৬০

যে ব্যক্তি নিজের ভালো কাজ করে, তাহার সেই কাজ প্রথমে পূর্বে কৃত সকাম কর্মসকলকে নাশ করিয়া থাকে । পূর্বকৃত (প্রারব্ধ) ও এই জন্মে কৃত (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) সেই উভয় বিধ কর্ম তাহার কোন অনিষ্ট ফল উৎপন্ন করে না এবং কোন প্রিয় ফলেরও জনক হয় না । (কারণ, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাশক্তি-শূন্য হইয়া কর্মসকল অনুষ্ঠিত হওয়ায় কৃত কর্মসকলের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না । ৬১

যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধাদি দুর্বাসনসমূহে আতুর (অত্যন্ত আসক্ত) থাকে, তাহাকে বিচারবান্ পুরুষগণ ধিক্কার দান করেন । তাহার নিন্দনীয় কর্মসকল সেই আতুর মানুষকে পশু পক্ষী প্রভৃতি নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করাইয়া থাকে । ৬২

জগতে ভোগাপেক্ষিতবশতঃ আতুর হইয়া অবস্থিত মানুষ স্ত্রী পুত্রাদি নাশ হইলে পর তাহাদের জন্য অত্যন্ত শোক করিতে এবং রোদন করিতে থাকে । তুমি তাহার সেই দুর্দশা লক্ষ্য কর আর যাহারা সার-অসার বিবেক বিষয়ে কুশল এবং সৎ পুরুষগণের প্রাপ্য দুই প্রকার পদ অর্থাৎ সগুণ উপাসনা ও নির্গুণ উপাসনার ফল জানেন, তাঁহারা কখনও শোক করেন না । তুমি তাঁহাদেরও অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর । (ইহার পর তুমি নিজের পক্ষে যাহা হিতকর হইবে বলিয়া মনে করিবে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিও ।) ৬৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে অধ্যাত্মতত্ত্ববর্ণনবিষয়ক
চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ধ্যানযোগবর্ণনম্ ।)

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি পার্থ ধ্যানযোগং চতুর্বিধম্।
যং জ্ঞাত্বা শাশ্বতীং সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যেব মহর্ষয়ঃ ॥ ১

যথা যদনুষ্ঠিতং ধ্যানং তথা কুর্বন্তি যোগিনঃ
মহর্ষয়ো জ্ঞানতৃপ্তা নির্বাণগতমানসাঃ ॥ ২

নাবর্তন্তে পুনঃ পার্থ মুক্তাঃ সংসারদোষতঃ।
জন্মদোষপরিক্ষীণাঃ স্বভাবে পর্যবস্থিতাঃ ॥ ৩

নির্ধূতা নিত্যসন্তুষ্টা বিমুক্তা নিয়মস্থিতাঃ।
অসঙ্গাস্তুবিবাদীনি মনঃশান্তিকরাণি চ ॥ ৪

তত্র ধ্যানেন সংশ্লিষ্টমেকাগ্রং ধারয়েন্মনঃ।
শিতীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামমাসীনঃ কাষ্ঠবন্মুনিঃ ॥ ৫

শব্দং ন শ্রোত্রেণ স্পর্শং ত্বচা ন বেদয়েৎ
রূপং ন চক্ষুষা বিদ্বা জিহ্বয়া ন রসাংস্তথা ॥ ৬

ঘ্রেয়াণ্যপি চ সর্বাণি জন্তাদ্ ধ্যানেন যোগবিৎ।
পঞ্চবর্গপ্রমাথিনী নেচ্ছেচ্ছৈতানি বীর্যবান্ ॥ ৭

ততো মনসি সংগৃহ্য পঞ্চবর্গং বিচক্ষণঃ।
সমাদধ্যাত্মনো জ্ঞাত্বমিন্দ্রিয়ৈঃ সহ পঞ্চভিঃ ॥ ৮

বিসঙ্গানি নিরালম্বা পঞ্চদ্বারং চলাচলম্
পূর্বং ধ্যানপথে ধীরঃ সমাদধ্যাত্মনোঽন্তরা ॥ ৯

ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যদা সিতীকরোত্যয়ম্।
এষ ধ্যানপথঃ পূর্বো যথা সমনুবর্ণিতঃ ॥ ১০

তস্য তৎ পূর্বসংরুদ্ধমাত্মনঃ ষষ্ঠমাত্মজম্।
স্ফুরিষ্যতি সমুদ্ভ্রান্তা বিদ্যুদম্বুধরে যথা ॥ ১১

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ধ্যানযোগ বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—কৃষ্ণানন্দন! এখন আমি তোমার নিকটে চারিপ্রকার ধ্যানযোগ বর্ণনা করিব। যাহা জানিয়া মহর্ষিগণ এই জগতে সনাতন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১

নির্বাণস্বরূপ মোক্ষে মনঃস্থাপনকারী, জ্ঞানতৃপ্ত ও যোগযুক্ত মহর্ষিগণ যেই সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, যাহাদের দ্বারা ধ্যান যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ২

কৃষ্ণানন্দন! তাঁহারা সংসারের রাগ, দ্বেষাদি দোষসমূহ হইতে মুক্ত এবং জন্মদায়ী দোষমুক্ত হইয়া পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া পুনরায় এই সংসারে আর তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ৩

ধ্যানযোগের সাধকগণ শীত-উষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিত, নিত্য সন্তুষ্টচিত্ত ও সর্বপ্রকার দোষহীন হইয়া শৌচ-সন্তোষাদি নিয়ম সকলে ব্যাপৃত থাকিবেন। যে সকল স্থান অসঙ্গ (সর্বপ্রকার ভোগশূন্য), ধ্যানবিরোধী বস্তুহীন এবং মনের শান্তিপ্রদ, সেই সব স্থানে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের দিক্ হইতে নিবৃত্ত করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে আসনে উপবেশন করিবেন এবং মনকে একাগ্র করত পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করিবেন। ৪-৫

যোগ জানিতে সমর্থ পুরুষ কর্ণকুহরের দ্বারা কোন শব্দ শ্রবণ করিবেন না, ত্বকের (চর্মের) দ্বারা স্পর্শসুখ অনুভব করিবেন না, চক্ষুর্গোলকের দ্বারা কোন রূপ দর্শন করিবেন না, জিহ্বার দ্বারা কোন রস গ্রহণ করিবেন না এবং ধ্যানের দ্বারা সব কিছু আঘ্রাণ করিবার প্রয়াসও বন্ধ করিয়া দিবেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বর্ধিত করিতে সমর্থ এই সব বিষয়কে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করিবেন না। ৬-৭

তাহার পর বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ পুরুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে মনে স্থির করিবেন। তদনন্তর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত চঞ্চল মনকে পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত করিবেন। ৮

মন নানা প্রকার বিষয়ে বিচরণকারী। ইহার কোন স্থির আশ্রয় নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার এদিক্ ওদিকে গমনাগমনের দ্বার এবং উহা অত্যন্ত চঞ্চল। এতাদৃশ মনকে ধীর যোগী পুরুষ প্রথমে নিজ হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান পথে একাগ্র করিবেন। ৯

যখন সেই যোগী ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হন্, তখন তাঁহার প্রাথমিক ধ্যানমার্গ আরম্ভ হয়। যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট এই প্রথম ধ্যানমার্গ বর্ণনা করিলাম। ১০

এইরূপ প্রযত্ন করিলে পর ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন যে কিছু কালের জন্য স্থির হয়, উহা পুনরায় সুযোগ পাইলেই মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎপুঞ্জের স্ফুরণের ন্যায় বারংবার বিষয়ের দিকে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। ১১

জলবিন্দুর্যথা লোলঃ পর্বস্থঃ সর্বতশ্চলঃ।
এবমেবাস্য চিত্তঞ্চ ভবতি ধ্যানবর্ত্মনি ॥ ১১
সমাহিতং ক্ষণং কিঞ্চিদ্ ধ্যানবর্ত্মনি তিষ্ঠতি।
পুনর্বায়ুপথং প্রাপ্তং মনো ভবতি বায়ুবৎ ॥ ১২
অনির্বেদো গতক্লেশো গতস্তন্দ্রিরসৎসরী
সমাদধ্যাৎ পুনশ্চেতো ধ্যানেন ধ্যানযোগবিৎ ॥ ১৪
বিচারশ্চ বিবেকশ্চ বিতর্কশ্চোপজায়তে।
মুনেঃ সমাদধানস্য প্রথমং ধ্যানমাদিতঃ ॥ ১৫
মনসা ক্লিশ্যমানস্তু সমাধানঞ্চ কারয়েৎ।
ন নির্বেদং মুনির্গচ্ছেৎ কুর্যাদেবাত্মনো হিতম্ ॥ ১
পাংশুস্তম্ভকরীষাণাং যথা বৈ রাশয়স্ত্রিতাঃ।
সহসা বারিণা সিক্তা ন যান্তি পরিভাবনম্ ॥ ১৭
কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধং যথা চ স্যাচ্ছুষ্কচূর্ণমভাবিতম্।
ক্রমশস্তু শনৈর্গচ্ছেৎ সর্বং তৎপরিভাবনম্ ॥ ১৮
এবমেবেন্দ্রিয়গ্রামং শনৈঃ সম্পরিভাবয়েৎ।
সংহরেৎ ক্রমশশ্চৈব স সম্যক্ প্রশমিষ্যতি ॥ ১৯
স্বয়মেব মনশ্চৈবং পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত।
পূর্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি ॥ ২০
ন তৎপুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ
সুখমেধতি তৎ তস্য যদেবং সংযতাত্মনঃ ॥ ২১
সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্মণি।
গচ্ছন্তি যোগিনো হ্যেবং নির্বাণং তদ্বিভাবয় ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ধ্যানযোগকথনে
পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫

যেরূপ পঙ্কের মধ্যে স্থিত অস্থির জল সর্বদিকে গড়াইয়া যায়, সেইরূপ ধ্যানপথে স্থিত সাধকের মনও প্রথমে চঞ্চল থাকে। ১২

একাগ্র করিলে পর কিছুকাল এই মন ধ্যানে স্থির থাকে; কিন্তু বাহ্যপথে উপস্থিত হইয়া প্রান্ত বায়ুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে। ১৩

ধ্যানযোগবিষয়ে অভিজ্ঞ সাধক এরূপ বিক্ষেপের সময়ে খেদ বা ক্লেশ অনুভব করিবেন না, বরং আলস্য ও মাৎসর্য ত্যাগ করত ধ্যানের দ্বারা পুনরায় মনকে একাগ্র করিবার প্রযত্ন করিবেন। ১৪

যোগী যখন প্রথম ধ্যান আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার মনে ধ্যানবিষয়ক বিচার, বিবেক ও বিতর্কাদি উদ্ভূত হয়। ১৫

ধ্যানের সময় মনে যতই ক্লেশ অনুভব হইতে থাকুক না কেন সাধক কখনই বিরক্ত হইয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, বরং আরও তৎপরতার সহিত মনকে একাগ্র করিবার প্রচেষ্টা করিয়া যাইবেন। ধ্যানযোগী মুনির পক্ষে সর্বথা নিজের কল্যাণেরই জন্য প্রযত্ন করা আবশ্যক। ১৬

যেরূপ ধূলি, ভস্ম ও শুষ্ক গোবরের পৃথক্ পৃথক্ রাশির উপর যদি জল সিঞ্চন করা হয়, তবে এসমস্ত সহসা জলে আর্দ্র হইয়া তাদৃশ তরল হইয়া যায় না, যাহাতে উহাদের দ্বারা কোন আবশ্যক কার্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। কারণ, পুনঃ পুনঃ জলসিঞ্চন করিলে পরই সেই সব শুষ্ক চূর্ণ অল্পই আর্দ্র হয়, পূর্ণ আর্দ্র হয় না, কিন্তু যদি সেই ভস্মাদিকে ক্রমানুসারে পুনঃ পুনঃ জলের দ্বারা আর্দ্র করা হয়, তবে সেই সব ধীরে ধীরে ভিজিয়া যায়, সেইরূপ যোগী বিষয়ের দিকে ধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে ধীরে ধীরে বিষয়সকল হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং চিত্তকে ধ্যানের অভ্যাসে ক্রমশঃ স্নেহযুক্ত করিবেন। এইরূপ করিলে পর সেই চিত্ত সর্বতোভাবে শান্ত হইয়া যাইবে। ১৭-১৯

হে ভারত! ধ্যানযোগী পুরুষ স্বয়ংই মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রথমে ধ্যান মার্গে স্থাপিত করত নিত্য অনুষ্ঠিত যোগাভ্যাসের বলে শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ২০

এইভাবে মনকে সংযত রাখিয়া ধ্যান-যোগাভ্যাসকারী যোগীর যে দিব্য সুখ লাভ হয়, উহা মানুষের কোন পৃথক্ পুরুষার্থ বা দৈবযোগের দ্বারাও লাভ হয় না। ২১

সেই ধ্যাননিমিত্ত সুখসম্পন্ন হইয়া যোগী উক্ত ধ্যানযোগে আরও অধিকভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইভাবে যোগী পুরুষ দুঃখ-শোকমুক্ত নির্বাণ (মোক্ষ) পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২২

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ধ্যানযোগ-কথনবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যন্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জপযজ্ঞবিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ, তদুত্তরে জপ-ধ্যানয়োর্মাহাত্ম্যকথনম্, তৎফলবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

চাতুরাশ্রম্যমুক্তং যে রাজধর্মাস্তথৈব চ।
নানাশ্রয়াশ্চ বহব ইতিহাসাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১
শ্রুতাস্ত্বত্তঃ কথাশ্চৈব ধর্মযুক্তা মহামতে।
সন্দেহোঽস্তি তু কশ্চিন্মে তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২
জাপকানাং ফলাবাপ্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত।
কিং ফলং জপতাযুক্তং ক বা তিষ্ঠন্তি জাপকাঃ ॥ ৩
জপান্তে চ বিধিঃ কৃৎস্নঃ বক্তুমর্হসি মেঽনঘ।
জাপকা ইতি কিংজ্ঞেয়ং সাংখ্যযোগক্রিয়াবিধিঃ ॥ ৪
কিং যজ্ঞবিধিরেবৈষ কিমেতজ্জপামুচ্যতে।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব সর্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যমস্য যং পুরাবৃত্তং কালস্য ব্রাহ্মণস্য চ ॥ ৬
সাংখ্য-যোগৌ তু যাবুক্তৌ মুনিভির্মোক্ষদর্শিভিঃ।
সংন্যাস এব বেদান্তে বর্ণ্যতে জপনঃ প্রতি ॥ ৭
বেদবাদাশ্চ নির্বৃত্তাঃ শান্তা ব্রহ্মণ্যবস্থিতাঃ।
সাংখ্য-যোগৌ তু যাবুক্তৌ মুনিভিঃ সমদর্শিভিঃ ॥ ৮
মার্গৌ তাবপ্যভাবেতৌ সংশ্রিতৌ ন চ সংশ্রিতৌ।
যথা সংশ্রূয়তে রাজন্ কারণং চাত্র বক্ষ্যতে ॥ ৯
মনঃসমাধিরত্রাপি তথেন্দ্রিয়জয়ঃ স্মৃতঃ।
সত্যমগ্নিপরীচারো বিবিক্তানাঞ্চ সেবনম্ ॥ ১০
ধ্যানং তপো দমঃ ক্ষান্তিরনসূয়া মিতাশনম্।
বিষয়প্রতিসংহারো মিতজল্পস্তথা সমঃ ॥ ১১
এষ প্রবর্তকো যজ্ঞো নিবর্তকমথো শৃণু।
যথা নিবর্ততে কর্ম জপতো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১২

যন্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[জপযজ্ঞবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, তাহার উত্তরে জপ ও ধ্যানের মহিমাকথন এবং তাহার ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম এবং রাজধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। নানা বিষয় সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বহু ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসও আপনি বলিয়াছেন ১

মহামতে! আমি আপনার নিকট হইতে ধর্মযুক্ত বহু কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমার মনে এক সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে, তাহার নিরসনের জন্য আপনি আমাকে উপদেশ করুন। ২

হে ভারত! আমি এখন শুনিতে বাসনা করি যে, যজ্ঞ-জপকারিগণের কি ফল প্রাপ্ত হয়? জাপকদিগের জপের ফল শাস্ত্রে কি কথিত হইয়াছে এবং জপকারী ব্যক্তিরা কোন্ লোকে অবস্থান করেন? ৩

বিশাল পিতামহ! আপনি আমাকে জপের সর্ববিধ বিধি উপদেশ করুন; 'জাপক' এই পদের তাৎপর্য কি? উহা সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ অথবা ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান? ৪

অথবা এই জপ কি কোন যজ্ঞেরই বিধি? আমার জপ করা হয়, উহা কোন যজ্ঞ? আপনি এই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন; কারণ, আপনি আমার মতে সর্বজ্ঞ পুরুষ। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহা পুরাকালে যম, কাল ও এক ব্রাহ্মণের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। ৬

মোক্ষদর্শী মুনিগণ যে সাংখ্য ও যোগের কথা বলিয়াছেন, উহাদের মধ্যে বেদান্তে (সাংখ্যে) ও' জপ ত্যাগ করার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। ৭

উপনিষদের বাক্যসকল নিবৃত্তি (পরমানন্দ), শান্তি এবং ব্রহ্মনিষ্ঠতার বোধক। সমদর্শী মুনিগণ যে সাংখ্য ও যোগ বর্ণনা করিয়াছেন, এই উভয় মার্গ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তিতে উপকারক হওয়ায় জপের আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার কখনও জপের আশ্রয় গ্রহণ করে না। ৮৯

রাজন্! এস্থলে যেরূপ কারণ সেই বিষয়ে শুনা যায়, উহাই অগ্রে বলিব। সাংখ্য ও যোগ—এই উভয় পথেই মনোনিগ্রহ এবং ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০

সত্য, অগ্নিহোত্র, একান্তসেবন, ধ্যান, তপস্যা, দম, ক্ষমা, অনসূয়া, মিতাহার, বিষয়সমূহের সংহার, মিতভাষণ ও শম—এ সমস্ত হইল প্রবর্তক যজ্ঞ। এখন নিবর্তক যজ্ঞের বর্ণনা শ্রবণ কর; অনুষ্ঠানে জপ করিলে পর ব্রহ্মচারী সাধকের সমস্ত কর্ম নিবৃত্ত হইয়া যায় (অর্থাৎ তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন্।) ১১-১২

এতৎ সর্বমশেষেণ যথোক্তং পরিবর্তয়েৎ।
নিবৃত্তং মার্গমাসাদ্য ব্যক্তাব্যক্তমনাশ্রয়ম্ ॥ ১৩
কুশোচ্চয়নিষণ্ণঃ সন্ কুশহস্তঃ কুশৈঃ শিখী।
কুশৈঃ পরিবৃতস্তস্মিন্ মধ্যে ছন্নঃ কুশৈস্তথা ॥ ১৪
বিষয়েভ্যো নমস্কুর্যাদ্ বিষয়াংশ্চ ন ভাবয়েৎ।
সামাদুৎপাদ্য মনসা মনস্যেব মনো দধৎ ॥ ১৫
তদ্ ধিয়া ধ্যায়তি ব্রহ্ম জপন্ বৈ সংহিতাং দ্বিজাম্।
সাস্তস্তত্যথবা তাং বৈ সমাধৌ পর্যবস্থিতঃ ॥ ১৬
ধ্যানমুৎপাদয়ত্যত্র সংহিতাবলসংশ্রয়াৎ।
শুদ্ধাত্মা তপসা দান্তো নিবৃত্তস্বেষকামবান্ ॥ ১৭
অরাগমোহো নির্দ্বন্দ্বো ন শোচতি ন সজ্জতে।
ন কর্তা কারণানাঞ্চ ন কার্য্যাণামিতি স্থিতি ॥১৮
ন চাহঙ্কারযোগেন মনঃ প্রস্থাপয়েৎ ক্বচিৎ।
ন চার্থগ্রহণে যুক্তো নাবমানী ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১৯
ধ্যানক্রিয়াপরো যুক্তো ধ্যানবান্ ধ্যাননিশ্চয়ঃ।
ধ্যানে সমাধিমুৎপাদ্য তদপি ত্যজতি ক্রমাৎ ॥ ২০
স বৈ তস্যামবস্থায়াং সর্বত্যাগকৃতঃ সুখম্।
নিরিচ্ছত্যুচ্ছ্বসিতি প্রাণান্ ব্রাহ্মীং সংবিশতে তনুম্ ॥ ২১
অথবা নেচ্ছতে তত্র ব্রহ্মকায়নিবেশনম্।
উৎক্রামতি চ মার্গস্থো নৈব কচন জায়তে ॥ ২২
আত্মবৃদ্ধ্যা সমাত্মায় শান্তিভূতো নিরাময়ঃ।
অমৃতং বিরজঃ শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জাপকোপাখ্যানে
ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬

এই মনোনিগ্রহাদি পূর্বোক্ত সকল সাধন নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করত সাধক প্রবৃত্তির বিপরীত নিবৃত্তি মার্গে পরিবর্তন করিবেন। নিবৃত্তি মার্গ তিন প্রকার – ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অনাশ্রয়, এই মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করত সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া যান ॥ ১৩

নিবৃত্তমার্গে গমনের বিধি—জপকারী সাধক কুশাসনে উপবেশন করিবেন। তিনি নিজ হস্তেও কুশ ধারণ করিয়া রাখিবেন। শিখাতেও কুশ বাঁধিবেন, কুশে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিবেন এবং মধ্যভাগেও কুশসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবেন ॥ ১৪

বিষয়সমূহকে দূর হইতেই নমস্কার করিবেন এবং কখনও নিজ মনে মনে সেই সবের চিন্তা করিবেন না। মনের মধ্যে সাম্য ভাবের উদয় করিয়া মনের দ্বারা মনকে লয় করিবেন ॥ ১৫

তারপর বুদ্ধির দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান করিবেন এবং সর্বহিতকারিণী বেদসংহিতা, প্রণব ও সাবিত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। কিন্তু সমাধিতে অবস্থান করিবার সামর্থ আসিলে পর সেই সংহিতা ও গায়ত্রী মন্ত্রাদি জপ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬

বেদসংহিতা জপের দ্বারা যে বল লাভ হইবে, উহার আশ্রয় গ্রহণ করত সাধক নিজের ধ্যান স্থির করিবেন। তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া তপস্যার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবেন। এই অবস্থায় সাধক দ্বেষ ও কামনাশূন্য এবং আসক্তি ও মোহহীন হইয়া শীত-গ্রীষ্মাদি সমস্ত দ্বন্দ্ব হইতে অতীত হইয়া যাইবেন। সুতরাং তিনি কখনও শোকও করেন না এবং কোন বিষয়ে আসক্তও হন্ না। তিনি কর্মফলের কারণ ও কোন কার্যের কর্তাও হন না (অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে কোন কর্তৃত্বাভিমান থাকে না) ॥ ১৭ ১৮

তিনি অহঙ্কারযুক্ত হইয়া কোনও কার্যে নিজের মনকে স্থাপিত করেন না তিনি কখনও নিজের স্বার্থসাধনে সংলগ্ন থাকেন না, কাহাকেও অপমান করেন না এবং অবজ্ঞা হইয়া কখনও বসিয়া থাকেন না ॥ ১৯

তিনি ধ্যানরূপ কার্যেই সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন, ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ধ্যানেরই দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করেন এবং ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়া ক্রমশঃ ধ্যানরূপ কার্যও পরিত্যাগ করিয়া দেন ॥ ২০

সেই যোগী এতাদৃশ অবস্থায় স্থিত হইয়া নিঃসন্দেহে সর্বস্ব ত্যাগরূপ নির্বীজ সমাধির দ্বারা প্রাপ্য দিব্য পরমানন্দ সুখ অনুভব করিতে থাকেন। তিনি যোগজনিত অণিমাদি সিদ্ধিসকলেরও ইচ্ছা না রাখিয়া সর্বথা নিষ্কামভাবে নিজ প্রাণ ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপে প্রবেশ করেন ॥ ২১

অথবা তিনি যদি এই অবস্থায় পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করিতে ইচ্ছুক না হন্, তবে দেবযানমার্গে অবস্থান করত উর্ধ্বলোকে গমন করেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধামে চলিয়া যান। পুনরায় এ সংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ২২

আত্মস্বরূপ বোধ হইয়া যাইলে পর সেই রজোগুণরহিত নির্মল শান্তস্বরূপ যোগী অমৃতময় বিশুদ্ধ আত্মাকে প্রাপ্ত হন্ ॥ ২৩

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে জাপকের উপাখ্যানবিষয়ক
ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[জাপকে দোষোপস্থিতে সতি তস্য নরকপ্রাপ্তিবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

গতীনামুত্তমা প্রাপ্তিঃ কথিতা জাপকেষিহ ।
একৈকৈষা গতিস্তেষামুত বাস্যাপরামপি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণুষাবহিতো রাজন্ জাপকানাং গতিং বিভো ।
যথা গচ্ছন্তি নিরয়াননেকান্ পুরুষর্ষভ ॥ ২

যথোক্তপূর্বং পূর্বং যো নানুতিষ্ঠতি জাপকঃ ।
একদেশক্রিয়স্তাত্র নিরয়ং স চ গচ্ছতি ॥ ৩

অবমানেন কুরুতে ন প্রীয়তি ন স্তুতি ।
ঈদৃশো জাপকো যাতি নিরয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪

অহঙ্কারকৃতশ্চৈব সর্বে নিরয়গামিনঃ
পরাবমানী পুরুষো ভবিতা নিরয়োপগঃ ॥ ৫

অভিধ্যাপূর্বকং জপ্যং কুরুতে যস্তু মোহিতঃ ।
যত্রাভিধ্যাং স কুরুতে তং বৈ নিরয়মৃচ্ছতি ॥ ৬

অথৈশ্বর্যাপ্রবৃত্তেষু জাপকস্তত্র রজ্যতে ।
স এব নিরয়স্তস্য বাসো ভবতি প্রোচ্যতে ॥ ৭

রাগেণ জাপকো জপ্যং কুরুতে তত্র মোহিতঃ ।
যত্রাসৌ রাগঃ পততি তত্র তত্রোপপদ্যতে ॥ ৮

দুর্বুদ্ধিরকৃতপ্রজ্ঞস্তলে মনসি তিষ্ঠতি ।
চলায়ামেব গতিং যাতি নিরয়ং বা নিষচ্ছতি ॥ ৯

অকৃতপ্রজ্ঞকো বালো মোহং গচ্ছতি জাপকঃ ।
স মোহান্নিরয়ং যাতি তত্র গত্বানুশোচতি ॥ ১০

দৃঢ়গ্রাহী করোমীতি জাপ্যং জপতি জাপকঃ ।
ন সম্পূর্ণো ন সংযুক্তো নিরয়ং সোঽনুগচ্ছতি ॥ ১১

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[জাপকের মধ্যে দোষ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার নরকপ্রাপ্তি বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনি এস্থলে জাপকগণের পক্ষে গতিসমূহের মধ্যে উত্তম গতিপ্রাপ্তির কথা বলিলেন । ইহাই কি তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র গতি ? অথবা তাঁহারা অন্য কোন গতিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি সাবধান হইয়া জাপকগণের গতির বর্ণনা শ্রবণ কর । প্রজ্ঞাবিশারী পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! আমি এখন সেই সব বিষয় বলিব, কিভাবে জাপকগণ নানাপ্রকার নরকে পতিত হইয়া থাকেন । ২

যে জাপক পূর্বে কথিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মসমূহ যথাযথভাবে পালন করে না, কিন্তু কেবল একদেশেরই অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ কোন একটি নিয়মকে পালন করিতে থাকে, সেই জাপক নরকে পতিত হয় । ৩

যে জাপক অবহেলা করিয়া জপ করে, জপের প্রতি নিজের প্রীতিপ্রকাশ করে না, এরূপ জাপক নিঃসন্দেহে নরকে পতিত হয় । ৪

জপের জন্য অহঙ্কারকারী সকল জাপকই নরকগামী হয় । অপরের অপমানকারী জাপক মানুষও নরকভাগী হইয়া থাকে । ৫

যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ফল কামনা করত জপ করে, সেই ব্যক্তি যে ফলের চিন্তা করিতে থাকে, তাহারই অনুরূপ সে নরকে গমন করে । ৬

যদি জপকারী সাধকের অনিষ্টকারী ঐশ্বর্যসকল লাভ হয় এবং তাহাদের উপর যদি জাপক অনুরক্ত হইয়া পড়ে, তবে ঐশ্বর্যও তাহার পক্ষে নরকস্বরূপ, ইহা হইতে সে কখনও মুক্ত হইতে পারে না । ৭

যে জাপক মোহের বশীভূত হইয়া বিষয়াসক্তিপূর্বক জপ করে, সেই জাপক যে ফলের উপর তাহার আসক্তি থাকে, তাহারই অনুরূপ শরীর লাভ করে । এইভাবে জাপকের পতন হয় । ৮

যাহার বুদ্ধি ভোগে আসক্তিবশতঃ দূষিত হইয়া গিয়াছে এবং যে বিবেকী নয়, সেই জাপক যদি চঞ্চল মনে জপ করিতে থাকে, তবে বিনাশশীল গতি প্রাপ্ত হয় অথবা নরকে পতিত হয় অর্থাৎ বিনাশশীল কিংবা বিচলিত স্বভাবযুক্ত স্বর্গাদি লোক লাভ করে বা তির্যক্ যোনিতে গমন করে । ৯

বিবেকহীন যে জাপক মোহগ্রস্ত হইয়া যায়, সে এতাদৃশ মোহবশতঃ নরকে পতিত হয় এবং তাহাতে পতিত হইয়া নিরন্তর শোকমগ্ন থাকে । ১০

"আমি নিশ্চয়ই জপের অনুষ্ঠান পূর্ণ করিব", এরূপ দৃঢ় আগ্রহ রাখিয়া যে জাপক জপে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু উহাতে উত্তমরূপে সংযম থাকে না এবং জপ পূর্ণ করে না, সেই জাপক নরকগামী হয় ।১১

---

* এই প্রকরণে পুনর্জন্মকেই নরক নামে উল্লিখিত হইয়াছে । এ বিষয়টি ৭ম ও ৯ম শ্লোকের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনিবৃত্তং পরং যত্তদব্যক্তং ব্রহ্মণি স্থিতম্।
তদ্ভূতো জাপকঃ কস্মাৎ স শরীরমিহাবিশেৎ ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

দুষ্প্রজ্ঞানেন নিরয়া বহবঃ সমুদাহৃতাঃ।
প্রস্তুতঃ জাপকস্তত্র দোষাংস্তেষু তথাত্মকান্ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জাপকোপাখ্যানে
সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাহা কখনও নিবৃত্ত হয় না এবং যাহা সনাতন অব্যক্ত ব্রহ্ম, সেই পরমেশ্বর রূপে অবস্থিত এবং উহার দ্বারা ভাবিত জাপক কি কারণে এ সংসারে শরীরে প্রবেশ করে অর্থাৎ পুনর্জন্মগ্রহণ করে ॥ ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কামাদিতে বুদ্ধি দূষিত হইয়া যাওয়ায় তাহার বহু বহু নরক প্রাপ্তি অর্থাৎ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণের কথা বলা হইয়া থাকে। জাপক হওয়া অতিশয় উত্তম। কিন্তু পূর্বোক্ত রাগাদি দোষসকল তাপ কর নরকের উৎপাদক হইয়া থাকে ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে জাপকের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্ত-নবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(পরমাত্মধামাধিকারিণো জাপকস্য কৃতে দেবলোকানামপি নরকতুল্যতয়া প্রতিপাদনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশং নিরয়ং যাতি জাপকো বদতস্ব মে।
কৌতূহলং হি রাজন্ মে তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

ধর্মস্যাংশপ্রসূতোঽসি ধর্মিষ্ঠোঽসি স্বভাবতঃ।
ধর্মমূলাশ্রয়ং বাক্যং শৃণুষাবহিতোঽনঘ ॥ ২
অমূনি যানি স্থানানি দেবানাং পরমাত্মনাম্।
নানাসংস্থানবর্ণানি নানারূপফলানি চ ॥ ৩
দিব্যানি কামচারীণি বিমানানি সভাস্তথা।
আক্রীড়া বিবিধা রাজন্ পদ্মিন্যশ্চৈব কাঞ্চনাঃ ॥৪
চতুর্ণাং লোকপালানাং শুক্রস্যাথ বৃহস্পতেঃ।
মরুতাং বিশ্বদেবানাং সাধ্যানামশ্বিনোরপি ॥৫
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তথান্যেষাং দিবৌকসাম্।
এতে বৈ নিরয়াস্তাত স্থানস্থ পরমাত্মনঃ ॥ ৬
অভয়ং চানিমিত্তঞ্চ ন তৎ ক্লেশসমাবৃতম্।
যাভ্যাং যুক্তং ত্রিভির্মুক্তমষ্টাভিস্ত্রিভিরেব চ ॥ ৭

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[পরমাত্মধামের অধিকারী জাপকের পক্ষে দেবলোকও নরকতুল্য বলিয়া প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—জপকারী ব্যক্তি তাহার দোষসকলের জন্য কিভাবে নরকে গমন করে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন। রাজন্! উহা জানিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; অতএব আপনি উহা অবশ্য বর্ণনা করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ পিতামহ! আপনি ধর্মের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং স্বভাবতই ধর্মনিষ্ঠ; অতএব সাবধান হইয়া ধর্মের মূলভূত বেদ ও পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ২

অতিশয় বুদ্ধিমান্ দেবগণের এই যে সমস্ত স্থান কথিত হইয়াছে, সেই সব স্থানের রূপ-বর্ণ নানা প্রকার এবং ফলও নানাবিধ। দেবগণের স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী দিব্য বিমান এবং দিব্য সভাসমূহও রহিয়াছে। রাজন্! তাঁহাদের আবাসভূমিতে নানাপ্রকার ক্রীড়াস্থল ও সুবর্ণময় পদ্মসমূহে সুশোভিত বহু পুষ্করিণী আছে। ৩-৪

তাত! বরুণ, কুবের, ইন্দ্র ও যমরাজ—এই চার লোকপাল, শুক্র, বৃহস্পতি, মরুদ্গণ, বিশ্বদেব, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণেরও যে সব লোক আছে, তৎসমস্তই পরমাত্মার পরমধামের নিকট নরকতুল্য। ৫-৬

পরমাত্মার পরমধাম বিনাশশূন্য, যেহেতু উহা কারণরহিত নিত্যসিদ্ধ। উহা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে। উহাতে প্রিয় ও অপ্রিয়

চতুর্ণামপবর্গং তু চতুর্ভাবপরিচ্যুতম্ ।
অপ্রহর্ষমনানন্দমশোকং বিগতক্লমম্ ॥ ৮
কালঃ সম্ভবতে তত্র কালস্তত্র ন বৈ প্রভুঃ ।
স কালস্য প্রভূ রাজন্ সর্বস্যাপি তথেশ্বরঃ ॥ ৯
আত্মকৈবল্যতাং প্রাপ্তস্তত্র গত্বা ন শোচতি ।
ঈদৃশং পরমং স্থানং নিরয়াস্তে চ তাদৃশাঃ ॥ ১০

এতে তে নিরয়াঃ প্রোক্তাঃ সর্ব এব যথাতথম্ ।
তস্য স্থানবরস্যেহ সর্বে নিরয়সংজ্ঞিতাঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জাপকোপাখ্যানে
অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯

এই দুই ভাবও নাই (১)। প্রিয় ও অপ্রিয়ের হেতুকৃত সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণও নাই। সেই পরমধাম ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, উপাদান, কর্ম, প্রাণ ও অবিদ্যা—এই আট পুরী (২) হইতেও মুক্ত এবং সেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটীভাবও দেখা যায় না ॥ ৭

কেবল ইহাই নহে, সেই পরমধাম দৃষ্টি, শ্রুতি ও মতি ও বিজ্ঞাতি—এই চতুর্বিধ লক্ষণযুক্ত(৩) এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চতুর্বিধ জ্ঞানের কারণবর্জিত। সেখানে ঐ বিষয়ের প্রাপ্তিতে হর্ষ ও উহার ভোগজনিত আনন্দও নাই। উহা সংভোগভাবে শোক ও শ্রমরহিত ॥ ৮

রাজন্! কালের উৎপত্তিও সেই স্থান হইতেই হয়। সেই স্থানের উপর কালের কোন প্রভুত্ব নাই। সেই পরমাত্মা কালেরও প্রভু এবং সর্বেরও উপর ॥ ৯

যিনি আত্মকৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহাত্মাই এই স্থানে গমন করত শোকহীন হইয়া যান। সেই পরমধামের স্বরূপ ইহাই এবং পূর্বে যে নানাপ্রকার সুখভোগসম্পন্ন লোক কথিত হইয়াছে, সেই সমস্তই ইহার তুলনায় নরক ॥ ১০

রাজন্! এইরূপে আমি তোমাকে যথাযথরূপে এই সমস্ত নরক বর্ণনা করিলাম। সেই পরমপদের নিকট এই সব লোক বস্তুতঃ 'নরক' বলিবারই যোগ্য ॥ ১১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে জাপকের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

(১) শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"।

(২) অষ্টপুরী বিষয়ে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য পাওয়া যায়—"কৃতেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি বাসনা-কর্ম-ধারবঃ অবিদ্যা চেত্যমূঃ সর্গাদ্যাঃ পুর্যষ্টকং বৃধাঃ"।

(৩) এই লক্ষণদ্বয়ের নামের নির্দেশ শ্রুতিতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ান্ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ"।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জাপকব্রাহ্মণায় সাবিত্রীদেব্যা বরদানম্, তস্য সমীপে ধর্ম্ম-যম-কাল-প্রভৃতীনামাগমনম্, রাজ্ঞ ইক্ষ্বাকোর্জাপকস্য ব্রাহ্মণস্য সংবাদঃ, সত্যস্য মহিমকথনম্, জাপকস্য পরমগতি বর্ণনঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কাল-মৃত্যু-যমানাং তে ইক্ষ্বাকোর্ব্রাহ্মণস্য চ।
বিবাদো ব্যাহৃতঃ পূর্বং তন্ মে ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ইক্ষ্বাকোঃ সূর্য্যপুত্রস্য যদ্ বৃত্তং ব্রাহ্মণস্য চ ॥ ২
কালস্য মৃত্যোশ্চ তথা যদ্ বৃত্তং তন্নিবোধ মে।
যথা স তেষাং সংবাদো যস্মিন্ স্থানেঽপি চাভবৎ ॥ ৩
ব্রাহ্মণো জাপকং কশ্চিদ্ ধর্মযুক্তো মহাযশাঃ।
ষড়ঙ্গবিন্মহাপ্রাজ্ঞঃ শৈঙ্গলাদিঃ স কৌশিকঃ ॥ ৪
তস্যাপরোক্ষং বিজ্ঞানং ষড়ঙ্গেষু বভূব হ।
বেদেষু চৈব নিষ্ণাতো হিমবৎপাদসংশ্রয়ঃ ॥ ৫

সোঽন্যং ব্রাহ্মং তপস্তেপে সংহিতাং সংযতো জপন্।
তস্য বর্ষসহস্রং তু নিয়মেন তথাগতম্ ॥ ৬
স দেব্যা বরিতঃ সাক্ষাৎ প্রীতাস্মীতি তদা কিল।
বেদমাতা ততস্তস্য তুষ্টাপ্যাং সমপূজয়ৎ ॥ ৭
তস্যানুকম্পয়া দেবী প্রীতা সমভবৎ তদা
বেদমাতা ততস্তস্য তুষ্টাপ্যাং সমপূজয়ৎ ॥ ৮
সমাপ্তজপ্যস্তুষ্টাপ্য শিরসা পাদয়োস্তদা
পপাত দেব্যা ধর্মাত্মা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৯
দিষ্ট্যা দেবি প্রসন্না ত্বং দর্শনং চাগতা মম।
যদি চাপি প্রসন্নাসি জপো মে রমতাং মনঃ ॥ ১০
কিং প্রার্থয়সি বিপ্রর্ষে কিং চেষ্টং করবাণি তে।
প্রব্রূহি জপতাং শ্রেষ্ঠ সর্বং তৎ তে ভবিষ্যতি ॥ ১১

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[জাপক ব্রাহ্মণকে সাবিত্রীদেবীর বরদান, তাঁহার নিকট ধর্ম্ম, যম ও কাল প্রভৃতির আগমন, রাজা ইক্ষ্বাকু ও জাপক ব্রাহ্মণের সংবাদ, সত্যের মহিমাকথন এবং জাপকের পরমগতি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি কাল, মৃত্যু, যম, ইক্ষ্বাকু ও ব্রাহ্মণের বিবাদসম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন, অতএব তাহা আপনি এখন উপদেশ করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এই প্রসঙ্গে মনীষী পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। যেস্থলে রাজা ইক্ষ্বাকু, সূর্য্যপুত্র যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে। যেখানে যেভাবে সেই সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২-৩

হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ বেদ জানিতেন, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং সর্ব্বদা জপে নিরত থাকিতেন। এই ব্রাহ্মণ শিঙ্গলাদের পুত্র ছিলেন ও কৌশিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বেদের পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গের বিজ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, সেই কারণে তিনি বেদে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। ৪-৫

তিনি অখণ্ডজ্ঞানপূর্ব্বক বেদসংহিতা জপ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযমে রাখিয়া ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। নিয়ম সহকারে জপ-তপ করিতে করিতে তাঁহার এক হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ৬

এই সময় দেবী সাবিত্রী তাঁহার সেই জপে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন এবং বলিলেন আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। ব্রাহ্মণ তখন নিজে জপ্য বেদ-সংহিতার গায়ত্রী মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেছিলেন; সেইজন্য সাবিত্রী দেবী আগমন করিলেও তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। ৭

দেবী সাবিত্রী কৃপাবশতঃ এই ব্যবহারেও তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্নই থাকিলেন। বেদমাতা ব্রাহ্মণের সেই নিয়মানুকূল জপকে মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৮

যখন জপ সমাপ্ত হইল, তখন ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ উঠিয়া দেবী সাবিত্রীর চরণদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ৯

দেবি! আজ আমার কি ভাগ্য যে, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমায় দর্শনদান করিলেন। যদি সত্যই আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন্, তবে আপনি আমাকে এরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আমার মন সর্ব্বদা জপেই আসক্ত থাকে। ১০

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ? তোমার কি প্রিয় কার্য্য আমি করিব? তুমি তাহা

ইত্যুক্তঃ স তদা দেব্যা বিপ্রঃ প্রোবাচ ধর্মবিৎ।
জপ্যাং প্রতি মমেচ্ছেয়ং বর্ধন্তিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১
মনসশ্চ সমাধির্মে যথেতাহরহঃ শুভে।
তৎ তথেতি ততো দেবী মধুরং প্রত্যভাষত ॥ ১০
ইদং চৈবাপরং প্রাহ দেবী তৎপ্রিয়কাম্যয়া
নিয়তং নৈব যাতা ত্বং যত্র যাতা দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ১৪
যাস্যসি ব্রহ্মণঃ স্থানমনিন্দিতমনিন্দিতম্।
সাধয়ে ভবিতা চৈতদ্ যত্ত্বয়াহমিহার্থিতা। ১৫
নিয়তো জপ চৈকাগ্র্যো ধর্মস্ত্বাং সমুপৈষ্যতি।
কালো মৃত্যুশ্চ ধর্মশ্চ সমায়াস্যন্তি তেঽন্তিকম্ ॥ ১৬
ভবিতা চ বিবাদোঽত্র তব ধর্মস্য ধর্মতঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা ভগবতী জগাম ভবনং স্বকম্ ১৭

ব্রাহ্মণোঽপি জপস্যান্তে দিব্যং বর্ষশতং তথা।
সদা দান্তো জিতক্রোধঃ সত্যসন্ধোঽনসূয়কঃ ॥ ১৮
সমাপ্তে নিয়মে তস্মিন্নথ বিপ্রস্য ধীমতঃ
সাক্ষাৎ প্রীতস্তদা ধর্মো দর্শয়ামাস তং দ্বিজম্ ॥ ১৯

ধর্ম উবাচ।

দ্বিজাগ্র্যে পশ্য মাং ধর্মমহং ত্বাং দ্রষ্টুমাগতঃ।
জপস্যাস্য ফলং যত্তৎ সম্প্রাপ্তং তচ্চ মে শৃণু ॥ ২০
জিতা লোকাস্ত্বয়া সর্বে যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ
দেবানাং নিলয়ান্ সাধো সর্বানুৎক্রম্য যাস্যসি ॥ ২১
প্রাণত্যাগং কুরু মুনে গচ্ছ লোকান্ যথেপ্সিতান্।
ত্যক্ত্বা দেহমিমং শশ্বদ্ ভোগো লোকানবাপ্স্যসি ॥২২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিং নু লোকৈর্হি মে ধর্ম গচ্ছ ত্বং যথাসুখম্।
বহুদ্বন্দ্বসমাকীর্ণং নোৎসৃজেয়মহং দ্বিজো ॥ ২৩

আমাকে বল আপনি শ্রেষ্ঠ। তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ॥ ১১

সাবিত্রীদেবী এই কথা বলিলে পর সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিলেন, শুভে! এই ব্রতরূপে আমার ইচ্ছা যেন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয় এবং আমার মনের একাগ্রতাও যেন প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয় ॥ ১২॥

তখন সাবিত্রীদেবী মধুর বাক্যে বলিলেন—"তথাস্তু"। ইহার পর দেবী ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার বাসনায় আরও এই কথা তাঁহাকে বলিলেন বিপ্রবর! যেখানে অন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ গিয়াছেন, সেই স্বর্গাদি নিম্নশ্রেণীর লোকে তুমি যাইবে না। তুমি স্বভাবসিদ্ধ ও নিষ্পাপ হওয়ায় প্রাণ হইবে তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা পূর্ণ হইবে। আমি তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব তুমি নিয়মের সহিত একাগ্রচিত্ত হইয়া জপ কর। ধর্ম স্বয়ং তোমার দেখার জন্য উপস্থিত হইবেন। কাল, মৃত্যু ও ধর্মও তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের সহিত তোমার ধর্মানুসারে ধর্ম বিষয়ে হইবে ॥১৩- ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ভগবতী সাবিত্রী দেবী স্বীয় ধামে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণও দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ববৎ জপে নিরত হইলেন ॥ ১৭॥

তিনি সর্বদা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিতেন এবং ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। নিজের কৃত প্রতিজ্ঞাকে সত্যের সহিত পালন করিতেছিলেন ও কাহারও দোষ দর্শন করিতেন না। বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণের সেই নিয়ম পূর্ণ হইলে পর সাক্ষাৎ ভগবান্ ধর্ম সেই সময় তাঁহার উপর অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন ॥ ১৮-১৯

ধর্ম বলিলেন, দ্বিজবর! তুমি আমাকে দর্শন কর। আমি ধর্ম, তোমাকে আমি দর্শন দান করিবার জন্য আসিয়াছি। তুমি এই জপের যে ফল লাভ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ২০

তুমি দিব্য ও মানুষ সকল লোকই জয়লাভ করিয়াছ। সাধো! তুমি সমস্ত দেবগণের লোকও অতিক্রম করিয়া তাহাদেরও উপরে গমন করিবে ॥ ২১

মুনে! এখন তুমি নিজ প্রাণ পরিত্যাগ কর এবং অভীষ্ট লোকে গমন কর। নিজ শরীর পরিত্যাগ করিবার পরই তুমি সেই পুণ্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২২

ব্রাহ্মণ বলিলেন, ধর্ম! আমি সেই লোক লাভ করিয়া কি করিব? আপনি সুখের সহিত এস্থান হইতে নিজ স্থানে গমন করুন। প্রভো! আমি এই শরীরের সহিত বহু দুঃখ ও সুখ ভোগ করিয়াছি; অতএব এই শরীরকে ত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ২৩

ধর্ম উবাচ।

অবশ্যং ভোঃ শরীরং তে ত্যক্তব্যং মুনিপুঙ্গব।
স্বর্গমারোহ ভো বিপ্র কিং বা বৈ রোচতেঽনঘ ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ন রোচয়ে স্বর্গবাসং বিনা দেহমহং বিভো।
গচ্ছ ধর্ম ন মে শ্রদ্ধা স্বর্গং গন্তুং বিনাঽঽত্মনা ॥ ১৫

ধর্ম উবাচ।

অদ্য দেহে মনঃ কৃত্বা ত্যক্ত্বা দেহং সুখী ভব।
গচ্ছ লোকানরজসো যত্র গত্বা ন শোচসি ॥ ১৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রমে তপসি মহাভাগ কিং নু লোকৈঃ সনাতনৈঃ।
সশরীরেণ গন্তব্যং ময়া স্বর্গং ন বা বিভো ॥ ১৭

ধর্ম উবাচ

যদি ত্বং নেচ্ছসে ত্যক্তুং শরীরং পশ্য বৈ দ্বিজ।
এষ কালস্তথা মৃত্যুর্যমশ্চ ত্বামুপাগতাঃ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

অথ বৈবস্বতঃ কালো মৃত্যুশ্চ ত্রিতয়ং বিভো।
ব্রাহ্মণং তং মহাভাগমুপগম্যেদমব্রুবন্ ॥ ১৯

যম উবাচ।

তপসোঽস্য সুতপ্তস্য তথা সুচরিতস্য চ।
ফলপ্রাপ্তিস্তব শ্রেষ্ঠা যমোঽহং ত্বামুপাদ্রবে ॥ ৩০

কাল উবাচ।

যথাবদস্য তপস্যা ফলং প্রাপ্তমনুত্তমম্।
কালস্তে স্বর্গমারোঢ়ুং কালোঽহং ত্বামুপাগতঃ ॥ ৩১

মৃত্যুরুবাচ।

মৃত্যুং মাং বিদ্ধি ধর্মজ্ঞ ক্ষপিতং স্বয়মাগতম্।
কালেন চোদিতো বিপ্র ত্বামিতো নেতুমদ্য বৈ ॥ ৩২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

স্বাগতং সূর্যপুত্রায় কালায় চ মহাত্মনে।
মৃত্যবে চাথ ধর্মায় কিং কার্যং করবাণি বঃ ॥ ৩৩

ধর্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ মুনিশ্রেষ্ঠ! শরীর ত' তোমাকে অবশ্যই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে। বিপ্রবর! এখন স্বর্গলোকে আরোহণ কর অথবা তোমার কি অভিলাষ আছে, তাহা বল। ১৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—প্রভো! আমি এই দেহ বিনা স্বর্গলোকেও বাস করিতে অভিলাষী নহি; অতএব ধর্ম! আপনি এস্থান হইতে গমন করুন। আমার মনে এই দেহকে পরিত্যাগ করিবার অদ্যও উৎসাহ নাই। ১৫

ধর্ম বলিলেন,—শরীরে মনকে আসক্ত করিয়া রাখা উচিত নহে। তুমি দেহ ত্যাগ করিয়া সুখী হও তুমি সেই রজোগুণ-হীন নির্মল লোক গমন কর, যেখানে যাইয়া পুনরায় তোমাকে শোক করিতে হইবে না। ১৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাভাগ! আমি তপেই সুখে অবস্থান করি। আমি সনাতন লোক লাভ করিয়া কি করিব? ভগবন্! এই কথা বলুন, আমি সশরীরে স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইব কি না? ১৭

ধর্ম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি তুমি দেহ ত্যাগ করিতে না চাও, তবে দেখ, এই কাল, যম ও মৃত্যু তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সূর্যপুত্র যম, কাল ও মৃত্যু—এই তিন জন সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণের নিকটে গমন করত এই কথা বলিলেন। ১৯

যম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তোমার দ্বারা উত্তমরূপে কৃত এই তপস্যা ও শুভ আচরণসমূহেরও তুমি উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি স্বয়ং যমরাজ, আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি ॥ ৩০

কাল বলিলেন,—বিপ্রবর! তোমার এই তপের যথাযোগ্য সর্বোত্তম ফল প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব এখন তোমার পক্ষে স্বর্গে যাইবার সময় আসিয়াছে। ইহাই জানাইবার জন্য সাক্ষাৎ কাল আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৩১

মৃত্যু বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে মৃত্যু বলিয়া জান। আমি স্বয়ং শরীর ধারণ করত এস্থানে আসিয়াছি। বিপ্রবর! আমি কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আজ তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৩২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সূর্যপুত্র যম, মহাত্মা কাল, মৃত্যু ও ধর্ম —আপনারা সকলে সুখে আগমন করিয়াছেন ত'? বলুন, আমি আপনাদের কোন্ কার্য সম্পন্ন করিব? ৩৩

ভীষ্ম উবাচ।

অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ দত্ত্বা স তেভ্যস্তত্র সমাগমে।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতঃ স্বশক্ত্যা কিং করোমি বঃ ॥ ৩৪

তস্মিন্নেবাথ কালে তু তীর্থযাত্রানুপাগতঃ।
ইক্ষ্বাকুরগমৎ তত্র সমেতো যত্র তে দ্বিজাঃ ॥ ৩৫

সর্ব্বানেব তু রাজর্ষিঃ সম্পূজ্যাথ প্রণম্য চ।
কুশলপ্রশ্নমকরোৎ সর্ব্বেষাং রাজসত্তমঃ ॥ ৩৬

তস্মৈ সোঽর্ঘাসনং দত্ত্বা পাদ্যমর্ঘ্যং তথৈব চ।
অব্রবীদ্ ব্রাহ্মণো বাক্যং কৃত্বা কুশলসংবিদম্ ॥ ৩৭

স্বাগতং তে মহারাজ ব্রূহি যদ্ যদিহেচ্ছসি।
স্বশক্ত্যা কিং করোমীহ তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মাম্ ॥৩৮

রাজোবাচ।

রাজাহং ব্রাহ্মণশ্চ ত্বং যদা ষট্‌কর্মসংস্থিতঃ।
দদানি বসু কিঞ্চিত্তে প্রতিষ্ঠঃ তদ্ বদস্ব মে ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

দ্বিবিধা ব্রাহ্মণা রাজন্ ধর্ম্মশ্চ দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
প্রবৃত্তাশ্চ নিবৃত্তাশ্চ নিবৃত্তোঽহং প্রতিগ্রহাৎ ॥ ৪০

তেভ্যঃ প্রযচ্ছ দানানি যে প্রবৃত্তা নরাধিপ।
অহং ন প্রতিগৃহ্ণামি কিমিষ্টৈঃ কিং দদামি তে।
ব্রূহি ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ তপসা সাধয়ামি কিম্ ॥ ৪১

রাজোবাচ।

ক্ষত্রিয়োঽহং ন জানামি দেহীতি বচনং ক্বচিৎ।
প্রযচ্ছ বৃদ্ধিমিত্যেবংবাদিনঃ শ্রো দ্বিজোত্তম ॥ ৪২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তুষ্টোসি ত্বং স্বধর্ম্মেণ তথা তুষ্টো বরং নৃপ।
অন্যোন্যস্যাপ্তরং নাস্তি যদিষ্টং তৎ সমাচর ॥ ৪৩

রাজোবাচ।

স্বশক্ত্যাহং দদানীতি ত্বয়া পূর্ব্বমুদাহৃতম্।
যাচে ত্বাং দীয়তাং মহ্যং জপ্যস্যান্তে ফলং দ্বিজ ॥ ৪৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেখানে তাঁহাদের সকলের সমাগম হইলে পর রাজা তাঁহাদিগকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান করত বলিলেন,—দেবগণ! আমি নিজের সামর্থ্যানুসারে আপনাদের কি সেবা করিব? ৩৪

এই সময় তীর্থযাত্রায় যজ্ঞ উপস্থিত রাজা ইক্ষ্বাকুও সেই স্থানে আসিলেন, যে স্থানে সেই সব লোক একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করত তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং সকলের কুশল প্রশ্ন করিলেন ॥ ৩৬

ব্রাহ্মণও রাজাকে অর্ঘ্য, পাদ্য ও আসন প্রদান করিয়া কুশলপ্রশ্নের পর এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭

মহারাজ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? আপনার যাহা যাহা ইচ্ছা তৎসমস্তই আপনি বলুন। আমি নিজ শক্তি অনুসারে আপনার কি সেবা করিব? ইহা আপনি আমাকে বলিবেন ॥ ৩৮

রাজা বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি ক্ষত্রিয় রাজা এবং আপনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মে নিরত ব্রাহ্মণ। অতএব আমি কিছু ধন আপনাকে প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি আপনি প্রসিদ্ধ ধন-রত্ন আমার নিকট প্রার্থনা করুন ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! ব্রাহ্মণ দুই প্রকারের এবং ধর্ম্মও দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আমি প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত ব্রাহ্মণ ॥ ৪০

নরনাথ! আপনি সেই ব্রাহ্মণগণকে দান করুন, যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত। আমি আপনার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিব না। নৃপশ্রেষ্ঠ! এই সময় আপনার অভীষ্ট মনোরথ কি? আমি আপনাকে কি প্রদান করিব? বলুন, আমি নিজ তপস্যার দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করিব? ৪১

রাজা বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ক্ষত্রিয়। 'দান করুন' এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবার কথা আমি কখনও জানি না। দান করা বিষয়ে আমরা এই কথা বলিতে জানি যে, আমাকে দান কর ॥ ৪২

ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে নৃপ! যেরূপ আপনি নিজের ধর্ম্মে সন্তুষ্ট আছেন, সেইরূপ আমরাও নিজ ধর্ম্মে সন্তুষ্ট আছি। আমাদের উভয়ের কোন পার্থক্য নাই। অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন ॥ ৪৩

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আমি নিজ শক্তি অনুসারে দান করিব, সুতরাং আমি আপনার নিকট হইতে এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনি আপনার জপের ফল আমাকে দান করুন ॥ ৪৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যুদ্ধং মম সদা বাগ্মী যাচতীতি বিকত্থসে।
ন চ যুদ্ধং ময়া সার্ধং কিমর্থং যাচসে পুনঃ ॥ ৪৫

রাজোবাচ।

বাগ্‌বজ্রা ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুজীবিনঃ।
বাগ্‌যুদ্ধং তদিদং তীব্রং মম বিপ্র ত্বয়া সহ ॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সৈষাস্ত্যপি প্রতিজ্ঞা মে স্বশক্ত্যা কিং প্রদীয়তাম্।
ব্রূহি দাস্যামি রাজেন্দ্র বিভবে সতি যা চিরম্ ॥ ৪৭

রাজোবাচ।

যজ্ঞৈ বর্ষশতং পূর্ণং জপ্যং বৈ জপতা ত্বয়া
ফলং প্রাপ্তং তৎ প্রযচ্ছ মম যদ্যেতদ্‌ভবান্ যদি ॥ ৪৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পরমা গৃহ্যতাং তস্য ফলং যজ্জপিতং ময়া।
অথবা সর্বমেবেদং মামকং জাপকং ফলম্।
রাজন্ প্রায়ুঙ্‌ক্ষি কামং বা যদি সর্বমিহেচ্ছসি ॥ ৪৯

রাজোবাচ

কৃতং সর্বেণ ভদ্রং তে জপ্যং যদ্ যাচিতং ত্বয়া।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি কিন্তু তস্য ফলং বদ ॥ ৫১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ফলং প্রাপ্তিং ন জানামি দত্তং যজ্জপিতং ময়া।
অয়ং ধর্মশ্চ কালশ্চ যমো মৃত্যুশ্চ সাক্ষিণঃ ॥ ৫২

রাজোবাচ।

অজ্ঞাতমস্য ধর্মস্য ফলং কিং মে করিষ্যতি।
ফলং ব্রবীষি ধর্মস্য ন চেজ্জপাকৃতস্য মাম্।
প্রাপ্নোতু তৎ ফলং বিপ্রো নাহমিচ্ছে সসংশয়ম্ ॥ ৫৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাদদেঽপরবক্তব্যা দত্তং চাস্য ফলং ময়া।
বাক্যং প্রমাণং রাজর্ষে মমাস্তু তব চৈব হি ॥ ৫৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! আপনি ত' অভিপূর্ব নিজের আত্মশ্লাঘা করিতেছিলেন যে, আমার বাক্য সর্বদা যুদ্ধই প্রার্থনা করে, তবে আমার সহিত কেন আপনি যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন না? ৪৪

রাজা বলিলেন,—বিপ্রবর! ব্রাহ্মণগণের বাক্যই বজ্রতুল্য প্রভাবশালী এবং ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলের দ্বারা জীবননির্বাহ করিয়া থাকেন, অতএব আপনার সহিত আমার তীব্র বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমার সেই প্রতিজ্ঞা বর্তমানেও আছে যে, আমি নিজ শক্তি অনুসারে আপনাকে কি প্রদান করিব? বলুন, বিলম্ব করিবেন না। আমি শক্তি থাকিতে আপনার প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই দান করিব ॥ ৪৭

রাজা বলিলেন,—মুনে! যদি আপনি দান করিতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনি পূর্ণ শতবর্ষ জপে যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন ॥ ৪৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! আমি যে জপ করিয়াছি, তাহার উত্তম ফল আপনি গ্রহণ করুন। আমার জপের অর্ধেক ফল ত' আপনি বিনা বিচারেই প্রাপ্ত হউন অথবা যদি আপনি আমার দ্বারা কৃত জপের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে অবশ্যই নিজের ইচ্ছানুসারে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হউন ॥ ৪৯-৫০

রাজন্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি যে জপের ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই সব প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার কল্যাণ হউক ও আপনি নিরাময়ে থাকুন। আমি গমন করিব, কিন্তু ইহা আপনি আমাকে বলুন, আপনার জপের সেই ফল কি? ৫১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! সেই জপের ফল কি লাভ হইবে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি যাহা কিছু জপ করিয়াছি, তৎসমস্তই আমি আপনাকে প্রদান করিয়াছি। এই ধর্ম, যম, মৃত্যু ও কাল এ সমস্তের সাক্ষী রহিলেন ॥ ৫২

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি আপনি আমাকে নিজের জপসম্ভূত ধর্মের ফল না বলেন, তবে এই ধর্মের অজ্ঞাত ফলে আমার কোন্ কার্য সাধিত হইবে? সেই সম্পূর্ণ ফল আপনারই নিকটে থাকিবে। আমি সন্দিগ্ধ ফল লাভ করিতে অভিলাষী নহি ॥ ৫৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজর্ষে! এখন ত' আমি নিজের জপের ফল আপনাকে দান করিয়াছি, অতএব অন্য কোন কথা আমি স্বীকার করিব না। এবিষয়ে আজ আমার ও আপনার বাক্যই প্রমাণস্বরূপ (আমাদের উভয়ের নিজ নিজ বাক্যে দৃঢ় থাকা আবশ্যক) ॥ ৫৪

নাস্তিসন্ধির্ময়া জপ্যো কৃতপূর্বঃ কদাচন।
জপ্যস্য রাজশার্দূল কথং বেৎস্যাম্যহং ফলম্ ॥ ৫৫
দদস্বেতি ত্বয়া চোক্তং দদানীতি ময়া তথা।
ন বাচং দূষয়িষ্যামি সত্যং রক্ষ স্থিরো ভব ॥ ৫৬
অথৈবং বদতো মেঽদ্য বচনং ন করিষ্যসি।
মহানধর্মো ভবিতা তব রাজন্ মৃষা কৃতঃ ॥ ৫৭
ন মুক্তং তু মৃষা বাণী ত্বয়া বক্তুমরিন্দম।
তথা মহ্যাপ্যভিহিতং মিথ্যা কর্তুং ন শক্যতে ॥ ৫৮
সংশ্রুতঞ্চ ময়া পূর্বং দদানীত্যবিচারিতম্।
তদ্ গৃহ্ণীষাবিচারেণ যদি সত্যে স্থিতো ভবান্ ॥ ৫৯
ইহাসাদ্য হি মাং রাজন্ জাপ্যস্য ফলমর্থিনম্।
তদ্মে নিস্পাদ্যং গৃহ্ণীষ ভব সত্যে স্থিরোঽপি চ ॥ ৬০
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন চ পূর্বান্ স তারয়েৎ।
মৃত এব ভবিষ্যাংস্তু মৃষাবাদপরায়ণঃ ॥ ৬১
ন যজ্ঞাধ্যয়নে দানং নিয়মাস্তারয়ন্তি হি।
যথা সত্যং পরে লোকে তস্মেহ পুরুষর্ষভ ॥ ৬২
তপাংসি যানি চীর্ণানি চরিতুস্তি চ যৎ তপঃ।
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ তৈঃ সত্যায় বিশিষ্যতে ॥ ৬৩
সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ।
সত্যমেকাক্ষরো যজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরং শ্রুতম্ ॥ ৬৪
সত্যং বেদেষু জাগর্তি ফলং সত্যে পরং স্মৃতম্।
সত্যাদ্ ধর্মো দমশ্চৈব সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬৫
সত্যং বেদাস্তথাঙ্গানি সত্যং বিদ্যাস্তথা বিধিঃ।
ব্রতচর্য্যা তথা সত্যমোঙ্কারঃ সত্যমেব চ ॥ ৬৬
প্রাণিনাং জননং সত্যং সত্যং সন্ততিরেব চ।
সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন তপতে রবিঃ ॥ ৬৭

রাজশ্রেষ্ঠ! আমি জপ করিবার সময় কখনও ফল কামনা করি নাই, অতএব এই জপে কি ফল হইবে, আমি তাহা কিভাবে জানিব? ৫৪

আপনি বলিয়াছিলেন যে, 'দান করুন' এবং আমি বলিয়াছিলাম—'দান করিব', এরূপ অবস্থায় আমি নিজের বাক্য মিথ্যা হইতে দিব না। আপনি সত্য রক্ষা করুন ও ইহার জন্য স্থির হউন ॥ ৫৬

রাজন্! যদি এইভাবে স্পষ্ট ভাষায় আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলেও আপনি আজ আমার বাক্য পালন না করেন, তবে আপনার অসত্যজনিত মহা অধর্ম হইবে। ৫৭

শত্রুদমন নরেশ! আপনার পক্ষেও মিথ্যা কথা বলা উচিত হইবে না এবং আমিও আমার কথিত বাক্য মিথ্যা করিতে পারিব না ॥ ৫৮

আমি কোন কিছু বিচার বিবেচনা না করিয়াই পূর্বে জপফল দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব আপনিও বিনা বিচারে আমার প্রদত্ত জপফল গ্রহণ করুন। যদি আপনি সত্যে দৃঢ় থাকেন, তবে আপনার ইহা পালন করা অবশ্যই উচিত ॥ ৫৯

রাজন্! আপনি স্বয়ং এখানে আসিয়া আমার নিকট জপের ফল যাচ্ঞা করিয়াছেন এবং আমি আপনাকে উহা প্রদান করিয়াছি। সুতরাং আপনি উহা গ্রহণ করুন ও সত্যে স্থির থাকুন ॥ ৬০

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, সেই ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। সে নিজের বংশের পূর্বপুরুষগণকেও উদ্ধার করিতে পারে না; সুতরাং যাহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের সেই ব্যক্তি উদ্ধার করিবে কি করিয়া? ৬১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরলোকে সত্য যেভাবে জীবগণকে উদ্ধার করেন, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান ও নিয়মসমূহ সেইভাবে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ৬২

সকল মানুষ আজ পর্যন্ত যত তপস্যা করিবে, সেই সব তপস্যাকে যদি শতগুণ বা সহস্রগুণ করিয়া একত্রিত করা হয়, তবে তাহার মহত্ত্ব সত্য হইতে অধিক নিম্ন হইবে। ৬৩

সত্যই একমাত্র অবিনাশী ব্রহ্ম। সত্যই একমাত্র অক্ষয় তপস্যা, সত্যই একমাত্র অক্ষয় যজ্ঞ এবং সত্যই একমাত্র অবায় সনাতন বেদ। ৬৪

বেদে সত্যই জাগরিত আছেন—তাঁহারই মহিমা কীর্তিত আছে। সত্যেরই ফল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। ধর্ম ও ইন্দ্রিয়সংযমের সিদ্ধিও সত্য হইতেই হইয়া থাকে। সত্যেরই আধারে সব কিছু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৬৫

সত্যই বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ। সত্যই বেদ ও বিধি। সত্যই ব্রতচর্য্যা এবং সত্যই ওঙ্কার ॥ ৬৬

সত্যই প্রাণিগণের জন্মদাতা (পিতা), সত্যই সন্ততি, সত্যেরই দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সত্যেরই দ্বারা সূর্য তাপদান করেন ॥ ৬৭

সত্যেন চাগ্নির্দহতি স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যং যজ্ঞস্তপো বেদাঃ স্তোভা মন্ত্রাঃ সরস্বতী ॥ ৬৮
তুলামারোপিতো ধর্মঃ সত্যং চৈবেতি নঃ শ্রুতম্।
সমকক্ষ্যাং তুলয়তো যতঃ সত্যং ততোঽধিকম্ ॥ ৬৯
যতো ধর্মস্ততঃ সত্যং সর্বং সত্যেন বর্ধতে।
কিমর্থমনৃতং কর্ম কর্তুং রাজংস্ত্বমিচ্ছসি ॥ ৭০
সত্যে কুরু স্থিরং ভাবং মা রাজন্ননৃতং কৃথাঃ।
কস্মাত্ত্বমনৃতং বাক্যং হেহীতি ব্রুবতোঽশুভম্ ॥ ৭১
যদি ত্বপ্যফলং দত্তং ময়া নৈষ্যসি নৃপ।
ধর্মেভ্যঃ সম্পরিভ্রষ্টো লোকানহুচরিষ্যসি ॥ ৭২
সংশ্রুত্য যো ন দিৎসেত যাচিত্বা বাপ্য নেচ্ছসি।
উভাবানৃতিকাবেতৌ ন মৃষা কর্তুমর্হসি ॥ ৭৩

রাজোবাচ।

যোদ্ধব্যং রক্ষিতব্যাশ্চ ক্ষত্রধর্মঃ কিল দ্বিজ।

দাতারঃ ক্ষত্রিয়াঃ প্রোক্তা গৃহীতারস্তবত্তঃ ক্ষম্ ॥ ৭৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ন ছন্দয়ামি তে রাজন্নাপি তে গৃহমাব্রজম্।
ইহাগম্য তু যাচিত্বা ন গৃহ্ণীষে পুনঃ কথম্ ॥ ৭৫

ধর্ম উবাচ।

অবিবাদোঽস্তু যুবয়োরিত্ত মাং ধর্মমাগতম্।
দ্বিজো দানফলৈর্যুক্তো রাজা সত্যফলেন চ ॥ ৭৬

স্বর্গ উবাচ।

স্বর্গং মাং বিদ্ধি রাজেন্দ্র রূপিণং স্বয়মাগতম্।
অবিবাদোঽস্তু যুবয়োরুভৌ তুল্যফলৌ যুবাম্ ॥ ৭৭

রাজোবাচ।

কৃতং স্বর্গেণ মে কার্যং গচ্ছ স্বর্গ যথাগতম্।
বিপ্রো যদীচ্ছতে গন্তুং চীর্ণং গৃহ্ণাতু মে ফলম্ ॥ ৭৮

সত্যের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সত্যেরই আধারে স্বর্গলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। যজ্ঞ, তপ, বেদ, স্তোভ, (বেদমন্ত্র গানের সময় স্বরালাপ পূরণের জন্য 'হাউ' প্রভৃতি শব্দ) মন্ত্র ও সরস্বতী—এ সমস্তই সত্যের স্বরূপ। ৬৮

আমি শুনিয়াছি যে, কোন এক সময় ধর্ম ও সত্যকে সমপরিমাণ তুলাদণ্ডে পরিমাপের জন্য স্থাপিত করা হয় অর্থাৎ ইহাদের উভয়কে ওজন করিবার জন্য কক্ষতা করা দাঁড়িপাল্লায় আরোপণ করা হয়; সেই সময় যেদিকে সত্য ছিলেন, সেই দিকেরই ভার বেশী হইয়াছিল। ৬৯

যেখানে ধর্ম, সেখানে সত্য। সত্যের দ্বারা সকলের বৃদ্ধি হয়। রাজন্! আপনি কি অসত্যপূর্ণ আচরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? ৭০

মহারাজ! আপনি সত্যেই মনকে স্থির করুন। মিথ্যাপূর্ণ আচরণ করিবেন না। যদি আপনি প্রদানই করিবেন না, তবে 'দান করুন' এই মিথ্যা ও অশুভ বাক্য কেন বলিয়াছিলেন? ৭১

হে নৃপ! যদি আপনি আমার প্রদত্ত অপফল গ্রহণ না করেন, তবে সমস্ত ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সকল লোকে আপনি বিচরণ করিতে থাকিবেন। ৭২

যে ব্যক্তি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করত পরে উহা দান করিতে ইচ্ছুক হয় না এবং যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করিয়া পরে যখন যাচিত বস্তু লাভ হইবে, তখন গ্রহণ করিতে বাসনা করে না, এই উভয়েই মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে; অতএব আপনি আমার এবং আপনার বাক্য মিথ্যা করিবেন না। ৭৩

রাজা বলিলেন—ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ত' প্রজাগণের রক্ষা এবং যুদ্ধ করা। ক্ষত্রিয়দিগকে দাতা বলা হয়, সুতরাং আমি উহার বিপরীতভাবে আপনার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিব কি করিয়া? ৭৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! দান গ্রহণ করিবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ বা আগ্রহ করি নাই এবং আমি দান করিবার জন্য আপনার গৃহেও গমন করি নাই। আপনি স্বয়ংই আসিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু গ্রহণ করিবার সময় উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন কেন? ৭৫

ধর্ম বলিলেন,—আপনাদের উভয়ের মধ্যে যেন বিবাদ না হয়! আপনারা ইহা জানুন যে, আমি স্বয়ং ধর্ম আপনাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মণ দানের ফলে যুক্ত হউন এবং রাজাও সত্যফলের দ্বারা সম্পন্ন হউন। ৭৬

স্বর্গ বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে স্বর্গ বলিয়া জানুন এবং আমি স্বয়ং রূপ ধারণ করত আপনার নিকট এখানে আসিয়াছি। আপনাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ না হউক। আপনারা উভয়েই সমান ফলভাগী হউন। ৭৭

রাজা বলিলেন,—আমার স্বর্গের কোন প্রয়োজন নাই। স্বর্গ! তুমি যেভাবে আসিয়াছ, সেইভাবেই গমন কর। যদি এই ব্রাহ্মণ স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হন, তবে আমার কৃত পুণ্যফল ইনি গ্রহণ করুন। ৭৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

বালো যদি ময়াজ্ঞানাদ্যয়া হস্তঃ প্রসারিতঃ।
নিবৃত্তলক্ষণং ধর্মমুপাসে সংহিতাং জপন্ ॥ ৭৯
নিবৃত্তং মাং চিরাদ্ রাজন্ বিপ্রলোভয়সে কথম্।
যেন কার্যং করিষ্যাদি তত্তো নেচ্ছে ফলং নৃপ।
তপঃস্বাধ্যায়শীলোঽহং নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ॥ ৮০

রাজোবাচ।

যদি বিপ্র বিসৃষ্টং তে জপ্যান্ত ফলমুত্তমম্
আবয়োর্যৎ ফলং কিঞ্চিৎ সহিতং নৌ তদস্বিহ ॥ ৮১
বিক্রয়ঃ প্রতিগ্রহে যুক্তা দাতারো ব্রাহ্মবংশজাঃ।
যদি ধর্মঃ শ্রুতো বিপ্র সহৈব ফলমস্তু নৌ ॥ ৮২
মা বা ভূৎ সহভোজ্যং নৌ মদীয়ং ফলমাপ্নুহি
প্রতীচ্ছ মৎকৃতং ধর্মং যদি তে মযানুগ্রহঃ ॥ ৮৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ আমি কাহারও নিকট কিছু পাইবার জন্য হস্ত হইতে দণ্ড প্রসারিত করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু এখন আমি সংহিতা—গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিবৃত্তি ধর্মের উপাসনা করিতেছি। ৭৯

রাজন্! আমি নিবৃত্তিমার্গের পথিক হওয়া বহুদিন কাল হইতে কোন ফল আমি গ্রহণ করিব না। আমি প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত আছি। ৮০

রাজা বলিলেন, বিপ্রবর! যদি আপনি নিজের জপের উত্তম ফল প্রদানই করিয়া থাকেন, তবে এরূপ করুন যে, আমাদের উভয়ের যাহা কিছু পুণ্যফল আছে, তৎ সমস্ত একত্র করত আমরা উভয়ে একসঙ্গে উহা ভোগ করিব—আমাদের উভয়ের উহাতে সমান অধিকার থাকিবে। ৮১

ব্রাহ্মণগণের দান গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং ক্ষত্রিয় কেবল দান করিয়া থাকেন, দান গ্রহণ করেন না, এই ধর্ম আপনিও শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব বিপ্রবর! আমাদের উভয়ের কার্যের ফল একসঙ্গে আমাদের উভয়ের উপভোগে আসিবে। ৮২

অথবা যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, তবে আমাদের একসঙ্গে ফলভোগের আবশ্যকতা নাই। এই অবস্থায় আমি এই প্রার্থনা করিবে যে, যদি আপনার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনিই আমার শুভ কর্মসমূহের পূর্ণ ফল গ্রহণ করুন। আমি যাহা কিছু ধর্ম কার্য করিয়াছি, আপনি সেই সমস্তই গ্রহণ করুন। ৮৩

ভীষ্ম উবাচ।

ততো বিকৃতবেষৌ দ্বৌ পুরুষৌ সমুপস্থিতৌ।
গৃহীতাস্ত্রৌতমাবেষ্টৌ তূণৈলাবৃচতুর্বচঃ ॥ ৮৪
ন যে ধারয়সীত্যেকো ধারয়ামীতি চাপরঃ।
ইত্যাস্তি নৌ বিবাদোঽয়ময়ং রাজানুশাসকঃ ॥ ৮৫
সত্যাং ব্রবীম্যহমিদং ন মে ধারয়তে ভবান্।
অনৃতং যদসৌ ব্রূতে তেন ধারয়মাহম্ ॥ ৮৬
তাবুভৌ সুভৃশং তত্তৌ রাজানমিদমূচতুঃ।
পরীক্ষা ত্বং যথা স্যাবো নাবামিহ বিগর্হিতৌ ॥ ৮৭

বিরূপ উবাচ।

ধারয়ামি নরব্যাঘ্র বিকৃতস্যেহ গোঃ ফলম্।
সমস্তন্ত ন গৃহ্লাতি বিকৃতো যে মহীপতে ॥ ৮৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই সময় সে স্থানে বিকৃত বেশধারী দুই পুরুষ উপস্থিত হইলেন। উভয়ে পরস্পরকে নিজ নিজ হস্তের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উভয়েরই দেহে অস্ত্র পরিহিত ছিল (ইহাদের মধ্যে একজনের নাম বিকৃত এবং অন্য জনের নাম বিরূপ) তাঁহারা উভয়ে বারংবার এই কথা বলিতেছিলেন। ৮৪

একজন বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমার নিকট আমার কোনও ফল নাই। অপর জন বলিলেন—আমি তোমার নিকট ঋণী। প্রথম জন বলিলেন,—এখন আমাদের উভয়ের যে বিবাদ, ইহার নির্ণয় এ সব প্রজাগণের শাসক রাজা করিবেন। ৮৫

দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি সত্য বলিতেছি যে, তোমার নিকট আমার কোন ঋণ নাই। প্রথম জন বলিলেন—তুমি মিথ্যা বলিতেছ! আমার নিকট তোমার ঋণ আছে। ৮৬

তখন উভয়ে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন—আপনি আমাদের উভয়ের বিবাদ সর্বতোভাবে পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়া দিন, যাহাতে আমাদের উভয়কে দোষভাগী হইতে না হয় এবং আমরা নিন্দার পাত্র না হই। ৮৭

বিরূপ বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! আমি বিকৃতের একটি গোযানের ফল ঋণরূপে আমার নিকট রাখি। মহীপাল! সেই ফলকে আমি আজ প্রদান করিতেছি, কিন্তু বিকৃত উহা গ্রহণ করিতেছে না। ৮৮

বিকৃত উবাচ।

ন মে ধারয়তে কিঞ্চিদ্ বিরূপোঽয়ং নরাধিপ।
মিথ্যা ব্রবীত্যয়ং বি ত্বাং সত্যাভাসং নরাধিপ ॥ ৮৯

রাজোবাচ।

বিরূপ কিং ধারয়তে ভবানস্য ব্রবীতু মে।
শ্রুত্বা তথা করিষ্যেঽধমিতি মে ধীয়তে মনঃ ॥ ৯০

বিরূপ উবাচ।

শৃণুষাবহিতো রাজন্ যচ্চৈতদ্ ধারয়াম্যহম্।
বিকৃতস্তাস্য রাজর্ষে নিখিলেন নরাধিপ ॥ ৯১
অনেন ধর্মপ্রাপ্ত্যর্থং গুরবে দত্তা পুরানঘ।
বেদবিপ্রায় রাজর্ষে তপঃস্বাধ্যায়শীলিনে ॥ ৯২
তস্যাস্যোয়ং ময়া রাজন্ ফলমস্যেত্য যাচিতঃ।
বিকৃতেন চ মে দত্তং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ৯৩
ততো মে সুকৃতং কর্ম কৃতমাত্মবিশুদ্ধয়ে।
গাবৌ চ কপিলে ক্রীত্বা বৎসলে বহুদোহনে ॥ ৯৪
তে চোঞ্ছবৃত্তয়ে রাজন্ ময়া সম্পর্কবর্জিতে
যথাবিধি যথাশ্রদ্ধং তদস্যাহং পুনঃ প্রভো ॥ ৯৫
ইহাভৈব গৃহীত্বা তু প্রযচ্ছে দ্বিগুণং ফলম্।
এবং স্যাৎ পুরুষব্যাঘ্র কঃ শুদ্ধঃ কোঽত্র দোষবান্ ॥ ৯৬
এবং বিবদমানৌ স্বস্বামিহাত্যাগতো নৃপ।
কুরুধর্মমধর্মং বা বিনয়ে নৌ সমাদধ ॥ ৯৭
যদি নেচ্ছতি মে দানং যথা দত্তমনেন বৈ।
ভবানত্র স্থিরো ভূত্বা মার্গে স্থাপয়িতাস্তু নৌ ॥ ৯৮

রাজোবাচ।

গীয়মানং ন গচ্ছামি ক্ষণং কস্মাৎ ভবন্ত বৈ।
যথৈব তেঽভ্যনুজ্ঞাতং তথা গৃহ্ণীষ মা চিরম্ ॥ ৯৯

বিকৃত উবাচ।

ধারয়ামীত্যনেনোক্তং দদানীতি তথা ময়া।
নায়ং মে ধারয়ত্যদ্য গচ্ছত্বাং যত্র বাঞ্ছতি ॥ ১০০

বিকৃত বলিলেন,—হে নরাধিপ! এইবিরূপ আমার নিকট কোন কিছু ধার করে নাই। এ আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতেছে ইহার বাক্যে সত্যের আভাস মাত্র আছে। ৮৯

রাজা বলিলেন—বিরূপ! তোমার নিকট বিকৃতের কিরূপ ধন আছে? তাহা বল, আমি উহা প্রদান করত নিশ্চয় গ্রহণ করিব। আমার মনে একপই ধারণা রহিয়াছে। ৯০

বিরূপ বলিলেন, রাজন্। নরেশ্বর! আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন! রাজর্ষে! এই বিকৃতের ধন আমি যে ভাবে ধারণ করি, তৎ সমস্তই আমি পূর্বরূপে বলিতেছি। ৯১

নিষ্পাপ রাজর্ষে! এই বিকৃত ধর্মপ্রাপ্তির জন্য এক তপস্বী ও স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণকে একটি দুগ্ধবতী শ্রেষ্ঠ গাভী প্রদান করিয়াছিল। ৯২

রাজন্! আমি ইহার গৃহে যাইয়া ইহার নিকট হইতে সেই গোদানের ফল প্রার্থনা করি এবং বিকৃত সরলহৃদয়ে উহা আমাকে প্রদান করে। ৯৩

তদনন্তর আমিও নিজের শুদ্ধির জন্য পুণ্য কর্ম করি। রাজন্! অধিক দুগ্ধদায়িনী বৎসযুক্তা দুইটি কপিলা গাভী ক্রয় করত তাঁহাদিগকে আমি এক উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বিধি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রদান করি। প্রভো! সেই গোদানের ফল আমি পুনরায় ইহাকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৯৪-৯৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইহার নিকট হইতে একটি গোদানের ফল গ্রহণ করিয়া আমি ইহাকে দ্বিগুণ ফল প্রদান করিব। এরূপ অবস্থায় আপনি স্বয়ংই নির্ণয় করুন যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শুদ্ধ ও কে দোষী? ৯৬

হে নৃপ! এইরূপে পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আমরা উভয়ে এস্থানে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি ইহা নির্ণয় করুন। এখন আপনি এ বিষয়ে ধর্ম ও অধর্ম যাহা ইচ্ছা হয় করুন। এই বিবাদ নিষ্পত্তি করত আমাদের উভয়কে বিশিষ্ট ন্যায় পথে স্থাপিত করুন। ৯৭

এই বিকৃত যেভাবে আমাকে দান করিয়াছিল, সেই ভাবে যদি সে স্বয়ং গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হয়, তবে আপনি নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদের উভয়কে ধর্মমার্গে স্থাপিত করিয়া দিন। ৯৮

রাজা বলিলেন, বিকৃত! যখন বিরূপ তোমাকে তোমার দেওয়া ধন ফিরাইয়া দিতেছে, তখন তুমি উহা আজ গ্রহণ করিতেছ না কেন? যেভাবে বিরূপ তোমার প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, সেইভাবে তুমিও আমার আজ্ঞায় উহার বস্তু গ্রহণ কর। বিলম্ব করিও না। ৯৯

বিকৃত বলিলেন,—রাজন্! বিরূপ এখনই আপনাকে বলিল যে, আমি ধন ধারণ করিতেছি কিন্তু আমি সেই সময় 'দান' করিব, এই কথা বলিয়া সেই বস্তু উহাকে দান করিয়াছিলাম, সেইজন্য তাহার উপর আমার কোন ধন নাই। এখন সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। ১০০

রাজোবাচ।
মদভোঽস্ত ন গৃহ্লাসি বিষমং প্রতিভাসি মে।
মতো হি মে মম মতো নাত্রাস্ত্যত্র খলু সংশয়ঃ ॥ ১০১

বিকৃত উবাচ।
যদ্যস্তু দত্তং রাজর্ষে গৃহ্লীয়াং তৎ কথং পুনঃ।
কামমন্ত্রাপরাধো মে দণ্ডমাজ্ঞাপয় প্রভো ॥ ১০২

বিজয় উবাচ।
ধীরমানং যদি ময়া নেষ্যসি কথঞ্চন।
নিরাকৃতি স্বাং নৃপতিরয়ং ধর্মানুশাসকঃ ॥ ১০৩

বিকৃত উবাচ।
যৎ ময়া যাচিতেনেহ দত্তং কথমিষ্যতে তৎ।
গৃহ্লীয়াং গচ্ছতু ভবানভ্যনুজ্ঞাং দদামি তে ॥ ১০৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।
শ্রুতমেতদ্ভবদ্ভ্যাং রাজন্নরোঃ কথিতং ময়োঃ।
প্রতিজ্ঞাতং ময়া যত্তে তদ্ গৃহাণাবিচারিতম্ ॥ ১০৫

রাজোবাচ।
প্রস্তুতং দুষ্করং কার্যমনয়োর্গৃহ্যতাং যথা।
জ্ঞাপকস্য দৃঢ়ীকারঃ কথমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১০৬

যদি ত্বাহং গৃহ্লামি ব্রাহ্মণেনাপবর্জিতম্।
কথং ন লিপ্যেয়মহং পাপেন মহতাস্ত বৈ ॥ ১০৭

তৌ চোবাচ স রাজর্ষিঃ কৃতকার্যৌ গমিষ্যথঃ।
নেদানীং বামিহাসাদ্য রাজধর্মো ভবেদ্ বৃথা ॥ ১০৮

স্বধর্মঃ পরিপাল্যস্তু রাজ্ঞামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
বিপ্রধর্মশ্চ গহনো মাদৃশানামবিদ্বসাম্ ॥ ১০৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।
গৃহাণ বারয়েহহং যাচিতা সংক্রতা ময়া।
ন চেদ্ গ্রহীষ্যসে রাজন্ শপিষ্যে ত্বাং ন সংশয়ঃ ॥১১০

রাজোবাচ।
বিপ্ররাজধর্মঃ যস্যাং কার্যান্তের বিনিশ্চয়ঃ।
ইত্যর্থং মে গ্রহীতব্যং কথং তুল্যং ভবেদিতি ॥ ১১১

রাজা বলিলেন, বিকৃত! এই বিষম ভোমাকে তোমার যজ্ঞ প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তুমি উহা গ্রহণ করিতেছ না। ইহা আমার নিকট অনুচিত বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব আমার মতে তুমি দণ্ডনীয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০১

বিকৃত বলিলেন,—রাজর্ষে! আমি ইহাকে দান করিয়াছিলাম, সুতরাং উহা পুনরায় গ্রহণ করিব কি করিয়া? ইহাতে যদি আমার সত্যই কোন অপরাধ হইয়া থাকে, প্রভো! তবে আমাকে দণ্ড ভোগ করিবার আজ্ঞা দান করুন ॥ ১০২

বিজয় বলিলেন,—বিকৃত! যদি তুমি আমার প্রদত্ত যজ্ঞ গ্রহণ না কর, তবে এই ধর্মানুসারে শাসনকারী রাজা তোমাকে দণ্ডী করিবেন ॥ ১০৩

বিকৃত বলিলেন,—তুমি প্রার্থনা করিবার পর আমি আমার ধন জ্ঞানরূপে তোমাকে প্রদান করিয়াছি, পুনরায় আজ আমি উহা গ্রহণ করিব কি করিয়া? তোমার নিকট আমার কোন বস্তুই প্রার্থ্য নাই। আমি তোমাকে যাইতে অনুমতি করিতেছি, তুমি যাও ॥ ১০৪

ইহার মধ্যে জ্ঞাপক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন,—রাজন্! আপনি ইহাদের উভয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। আমি আপনাকে দান করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে আপনি কোন বিচার না করিয়াই উহা গ্রহণ করুন ॥ ১০৫

রাজা মনে মনে বলিলেন,—ইহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় গুরুতর ও সুকঠীন এক কার্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে জ্ঞাপক ব্রাহ্মণের দান করা বিষয়ে অতিশয় দৃঢ় আগ্রহ রহিয়াছে। ইহার প্রতীকার কি? ১০৬

যদি আমি আজ এই ব্রাহ্মণের প্রদত্ত যজ্ঞ গ্রহণ না করি, তবে কেন আমি মহাপাপে লিপ্ত হইব না? ১০৭

ইহার পর রাজর্ষি ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন,—তোমরা উভয়ে তোমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি হইলে পরই এখান হইতে যাইবে। এই সময় আমার নিকট আসিয়া নিজেদের কার্য পূর্ণ না করিয়া যাইবে না। আমার মত হইতেছে যে, রাজধর্ম বিফল অথবা কলঙ্কিত হইয়া না যায় ॥ ১০৮

রাজাদের স্বধর্ম পালন করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এদিকে অভিজ্ঞাত্য আমার মধ্যে নিবিড় ব্রাহ্মণধর্ম প্রবেশ করিয়াছে ॥ ১০৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! আপনি যে যজ্ঞ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যাহা দান করিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, উহাকে আমি আপনার নিকট ধারের ন্যায় রাখিতেছি; অতএব শীঘ্র উহা গ্রহণ করুন। যদি গ্রহণ না করেন, তবে আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে শাপদান করিব ॥ ১১০

রাজা বলিলেন,—ব্রাহ্মধর্মকে ধিক্কার, যাহার কার্যের এস্থলে এতাদৃশ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণেরও আমার সমান ফলপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে, সেই কারণেই আজ আমাকে এই দান গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১১১

CALCUTTA UNIVERSITY
RESEARCH LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

১৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গীতা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুগণের পরিত্রাণ পাপীদের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

সাধুর লক্ষণ ভাগবতে উদ্ধবকে ব'লেছিলাম—সাধু কৃপালু, প্রাণীগণের অহিংসক, ত্যাগশীল, অসূয়াবিরহিত, সুখ দুঃখে হর্ষবিষাদ-বিহীন, সকলের উপকারক, বিষয়ে অবিচলিত চিত্ত, দান্ত (সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়), কোমল স্বভাব, শুচি (সদাচার), অকিঞ্চন (অপরিগ্রহ), নিরীহ, মিতাহারী, শান্ত, স্থির, আমার শরণাপন্ন, মননশীল, অপ্রমত্ত, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, ধীর, কামাদি ষড়রিপুজয়ী অভিমানহীন, মানদ, জ্ঞানপ্রদানে নিপুণ, সর্ব্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন, করুণাবান্, সম্যগ্‌জ্ঞানী এবং যিনি স্বীয় গুণদোষের অভিজ্ঞ, আমার আদিষ্ট হ'লেও সর্ব্বপ্রকার বেদধর্ম্মে অনাসক্ত হ'য়ে কেবল মাত্র আমাকেই ভজনা করেন—তিনিই উত্তম সাধু।

সাধু গ্রাম্য কথা ব'ল্‌বেনা, শুন্‌বেনা, বিষয়ে লিপ্ত হবে না, অর্থ সঞ্চয় ক'র্‌বে না, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাবেনা, আলাপ ক'র্‌বে না, নিজের অস্তিত্ব দান্তাদি ভাব নিয়ে থাক্‌বে। অন্য কোন ভাবের প্রতি দ্বেষ ক'র্‌বে না, জড় চেতন কারও হিংসা ক'র্‌বে না। সকলকে প্রণাম করা অভ্যাস ক'র্‌বে। স্ত্রীসঙ্গ তৎসঙ্গীর সঙ্গ, বাহ্য আড়ম্বর, মিথ্যাকথন ও মিথ্যাব্যবহার, পরের আলোচনা, পরনিন্দা, অপরের গুণে দোষারোপ, হিংসা দ্বেষ দ্রোহ ক'র্‌বে না, পরচিন্তানুধ্যান, অতিরিক্ত ভোজন, আসক্তি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান, বিলাসিতা, অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, অধিক-নিদ্রা ও

১২শ বর্ষ, পৌষমাস, ১৩৮০] [সপ্তমসংখ্যা—পুষ্যাভিষেক যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্বর্দ্ধনক্ষেত্রে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রতিষ্ঠাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(মুদ্রক সঙ্ঘদাস)

মুদ্রণ-কর্ম্মনিয়ন্ত্রক :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সে, এম্-বি,
ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৭-৭৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১ আর্য্যমাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ, অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

২। এই মাসিকপত্রে ঋগাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যমাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যমাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যমাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যমাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা— ৩৫

১। ঋগাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

এষ পাণিরপূর্বং মে নিক্ষেপার্থং প্রসারিতঃ।
যন্মে ধারয়সে বিপ্র তদিদানীং প্রদীয়তাম্ ॥ ১১২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সংহিতাং জপতা যাবান্ গুণঃ কশ্চিৎ কৃতো ময়া
তৎ সর্বং প্রতিগৃহ্নীষ যদি কিঞ্চিদিহাস্তি মে ॥ ১১৩

রাজোবাচ।

ফলমেতন্নিপতিতং মম পাণৌ দ্বিজোত্তম।
সমমস্তু সহৈবাস্তু প্রতিগৃহ্নাতু বৈ ভবান্ ॥ ১১৪

বিরূপ উবাচ।

কাম-ক্রোধৌ বিদ্ধি নৌ দ্রব্যহার্ত্যাং কারিতৌ ভবান্।
সন্দেহে চ যদুক্তং তে সমা লোকাস্তবাস্য চ ॥ ১১৫
নায়ং ধারয়তে কিঞ্চিজ্জিজ্ঞাস্যা তৎকৃতে কৃতা।
কালো ধর্মস্তথা মৃত্যুঃ কাম-ক্রোধৌ তথা বৃষম্ ॥ ১১৬

সর্বমন্ত্রোক্তনিকর্ষে নিযুক্তঃ পশ্যতস্তব।
গচ্ছ লোকান্ জিতান্ যেন কর্মণা যত্র বাঞ্ছসি ॥ ১১৭

জাপকানাং ফলাবাপ্তির্যথা তে সম্প্রদর্শিতা।
গতিঃ স্থানঞ্চ লোকাংশ্চ জাপকেন যথা জিতাঃ ॥ ১১৮

প্রযাতি সংহিতাধ্যায়ী ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
অথবাগ্নিং সমাবাতি সূর্যমাবিশতেঽপি বা ॥ ১১৯

স তৈজসেন ভাবেন যদি তত্র রমত্যুত।
গুণাংস্তেষাং সমাবত্তে রাগেণ প্রতিমোহিতঃ ॥ ১২০

এবং সোমে তথা বায়ৌ ভূম্যাকাশশরীরগঃ।
সরাগস্তত্র বসতি গুণাংস্তেষাং সমাচরন্ ॥ ১২১

অথ তত্র বিরাগী স গচ্ছতি ত্বথ সংশয়ম্।
পরমব্যয়মিচ্ছন্ স তমেবাবিশতে পুনঃ ॥ ১২২

ব্রহ্মন্! এই আমার হস্ত পূর্বে কখনও কাহারও সম্মুখে প্রসারিত হয় নাই, আজ আপনার নিকট হইতে যার গ্রহণের জন্য আপনার সম্মুখে বিস্তার করিতেছি, অতএব এখন আপনি উহা প্রদান করুন। ১১২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! আমি সংহিতা (বেদমন্ত্র) জপ করিতে করিতে যত পুণ্য বা সদ্গুণ সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনি গ্রহণ করুন। ইহা ব্যতীত অন্যত্র যে সব পুণ্য আছে, সেই সমস্ত আপনি গ্রহণ করুন। ১১৩

রাজা বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার হস্তে এই সমস্তের ফল পতিত হইয়াছে। আমার ও আপনার সমস্ত পুণ্য আমাদের উভয়ের পক্ষে সমান হউক এবং আমরা একসঙ্গে উহা উপভোগ করিব. এই উদ্দেশ্যে আপনি আমারও প্রদত্ত দান গ্রহণ করুন। ১১৪

বিরূপ বলিলেন,—ব্রাহ্মন্! আপনি ইহা জানুন যে, আমরা উভয়ে হইলাম কাম ও ক্রোধ। আমরাই আপনাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছি। আপনি যে একসঙ্গে ফলভোগের কথা বলিয়াছেন, ইহাতে আপনি ও এই ব্রাহ্মণ এক সমান লোক প্রাপ্ত হইবেন। ১১৫

এই আমার সঙ্গী কিছুই ধার করে নাই এবং আমার নিকট তাহার কোন ঋণও নাই। এই সমস্ত বাদানুবাদ ত' আমরা আপনার কর্তব্যবোধের উদ্রেক করিবার জন্য করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ও আপনার পরস্পরিক বিবাদে আপনার সম্মুখেই কাল, ধর্ম, মৃত্যু, কাম, ক্রোধ ও আপনারা উভয়ে—এ সকলকেই আমরা পরীক্ষা করিলাম। এখন যেখানে আপনার ইচ্ছা, নিজ কর্মে অর্জিত সেই লোকে গমন করুন। ১১৬-১১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! জাপকগণের কিরূপ ফল লাভ হয়? এ বিষয়ে দিগ্‌দর্শন আমি তোমাকে করাইয়া দিয়াছি। জাপক ব্রাহ্মণ কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছেন? কোন্ কোন্ স্থান তাঁহার পক্ষে সুলভ? এবং এ সমস্তই কিভাবে সম্ভব হইয়াছে? এসব কথা পরে বলিব। ১১৮

সংহিতা স্বাধ্যায়কারী (নিত্য বেদপাঠকারী) দ্বিজ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করেন কিংবা সূর্যে প্রবিষ্ট হন। ১১৯

যদি এই জাপক ব্রাহ্মণ স্বীয় তৈজস (তেজোময়) শরীরে সেই সব লোকে বিচরণ করেন, তবে অনুরাগমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সকল গুণকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে সমর্থ হন। ১২০

এইরূপ সংহিতাজপকারী ব্যক্তি রাগযুক্ত হইলে পর চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, ভূমিলোক ও অন্তরিক্ষলোকের যোগ্য শরীর ধারণ করত সেখানে নিবাস করেন এবং সেই সব লোকে অবস্থিত পুরুষগণের গুণসমূহের আচরণ করিতে থাকেন। ১২১

যদি সেই সব লোকের উৎকৃষ্টতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সেই কারণে জাপক ঐ সব হইতে বিরক্ত হইয়া যান, তবে তিনি উৎকৃষ্ট ও অবিনাশী মোক্ষের ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে পুনরায় সেই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন। ১২২

অমৃতাচ্চামৃতং প্রাপ্তঃ শান্তীভূতো নিরাশ্রবান্ ।
ব্রহ্মভূতঃ স নির্দ্বন্দ্বঃ সুখী শান্তো নিরাময়ঃ ॥১২৩
ব্রহ্মস্থানমনাবর্তমেকমক্ষরসংজ্ঞকম্ ।
অদুঃখমজরং শান্তং স্থানং তৎ প্রতিপদ্যতে ॥ ১২৪
চক্ষুর্ভির্দশভৈর্হীনঃ তথা ষড়্ভিঃ সযোড়শৈঃ
পুরুষং তমতিক্রম্য আকাশং প্রতিপদ্যতে ॥ ১২৫
অথ যেচ্ছতি রাগাত্মা সর্বং তদধিতিষ্ঠতি
যচ্চ প্রার্থয়তে কিঞ্চ মনসা প্রতিপদ্যতে ॥ ১২৬

অথবা চেচ্ছতে লোকান্ সর্বান্ নিরয়সংজ্ঞিতান্ ।
নিস্পৃহঃ সর্বতো মুক্তস্তত্র বৈ রমতে সুখম্ ॥ ১২৭
এবমেষা মহারাজ জাপকস্য গতির্যথা ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জাপকোপাখ্যানে
নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯

যজ্ঞ লোকসকল অপেক্ষা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইল অমৃতময়। উহা হইতেও উৎকৃষ্ট বৈরলাভরূপ অমৃতপ্রাপ্ত হইয়া তিনি শান্ত (নিষ্কাম), অহংকারশূন্য, নির্দ্বন্দ্ব, সুখী, শান্তিসম্পন্ন এবং রোগ শোকরহিত ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ১২৩

ব্রহ্মরূপ পুনরাবৃত্তিরহিত, এক, অবিনাশী, সংজ্ঞাহীন, দুঃখশূন্য, অজর এবং শান্ত আশ্রয়। সেই জাপক এই লোকই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১২৪

জাপক ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত পঞ্চদশ পুরুষ (সপ্তদশ ব্রহ্ম) হইতেও উপরে উত্থিত হইয়া আকাশস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন। সেখানে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণ ও লক্ষণসকল উপস্থিত হয় না। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয় অবস্থাও সেখানে নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ এবং মন—এই ষোড়শ উপকরণও সেখানে থাকে না ॥ ১২৫

যদি তাঁহার মনে ভোগসমূহের প্রতি অনুরাগ থাকে ও তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে তিনি সমস্ত পুণ্য লোকসমূহের অধিষ্ঠাতা হন এবং মনের দ্বারা যে বস্তু লাভ করিতে বাসনা করেন, অতিসত্বর তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১২৬

অথবা তিনি সমস্ত উত্তম লোকসমূহকেও নরকতুল্য দেখিতে থাকেন এবং সর্বদিকে নিঃস্পৃহ ও মুক্ত হইয়া সেই নির্গুণ ব্রহ্মে সুখের সহিত রমণ করেন ॥ ১২৭

মহারাজ ! এইরূপ সেই জাপকের গতি কথিত হইয়াছে। ইহার এই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিলাম। এখন তুমি কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর ? ১২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে জাপকের উপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জাপকস্য ব্রাহ্মণস্য রাজ্ঞ ইক্ষ্বাকোশ্চোত্তমগতিবর্ণনম্, জাপকস্য লব্ধফলস্যোৎকৃষ্টতাকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমুত্তরং তদা তৌ স চক্রতুস্তস্য ভাষিতে।
ব্রাহ্মণো বাথবা রাজা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
অথবা তৌ গতৌ তত্র যদেতৎ কীর্ত্তিতা ত্বয়া
সংবাদো বা তয়োঃ কোঽভূৎ
কিং বা তৌ তত্র চক্রতুঃ ॥২

ভীষ্ম উবাচ

তথেত্যুক্ত্বা প্রতিশ্রুত্য ধর্মং সম্পূজ্য চ প্রভো
যমং কালঞ্চ মৃত্যুঞ্চ স্বর্গং সম্পূজ্য চার্হতঃ ॥ ৩
পূর্বং যে চাপরে তত্র সমেতা ব্রাহ্মণর্ষভাঃ।
সর্বান্ সম্পূজ্য শিরসা রাজানং সোঽব্রবীদ্ দ্বিজঃ ॥ ৪
ফলেনানেন সংযুক্তো রাজর্ষে গচ্ছ মুখ্যতাম্
ভবতা চাভ্যনুজ্ঞাতো জপেয়ং ভূয় এব হ ॥ ৫
বরশ্চ মম পূর্বং হি দত্তো দেব্যা মহাবল।
ব্রহ্মা তে জগতো নিত্যং তপশ্চিতি বিশাম্পতে ॥ ৬

রাজোবাচ

যজ্ঞেষমফলা সিদ্ধিঃ শ্রদ্ধা চ তপিষ্যুং তব
গচ্ছ বিপ্র ময়া সার্ধং জাপকং ফলমাপ্নুহি ॥ ৭

ব্রাহ্মণ উবাচ

কৃতঃ প্রযত্নঃ সুমহান্ সর্বেষাং সন্নিধাবিহ
সহ তুল্যফলাবাবাং গচ্ছাবো যত্র নৌ গতিঃ ॥ ৮

ভীষ্ম উবাচ

ব্যবসায়ং তয়োস্তত্র বিদিত্বা ত্রিদশেশ্বরঃ।
সহ দেবৈরুপযযৌ লোকপালৈস্তথৈব চ ॥ ৯
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো বাজানি সুমহান্তি চ।
নদ্যঃ শৈলাঃ সমুদ্রাশ্চ তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ১০
ঋপাংসি সংযোগবিধির্বেদাঃ স্তোভাঃ সরস্বতী
নারদঃ পর্বতশ্চৈব বিশ্বাবসুর্হাহা হুহুঃ ॥ ১১

মহাবল প্রভানাথ! আমাকে দেবী সাবিত্রী এই বরদান করিয়াছেন যে, জপে তোমার নিত্য শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে থাকুক ॥৬

রাজা বলিলেন,—বিপ্রবর! যদি এই প্রকার আমাকে ফল সমর্পণ করায় আপনার ফলপ্রাপ্তি না হয় এবং পুনরায় জপ করিলেই আপনার যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে আপনি আমার সহিতই গমন করুন ও জপলব্ধফলে ফল প্রাপ্ত হউন ॥ ৭

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! আমি এখানে সকলের সম্মুখে আপনাকে নিজের জপের ফল দান করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছি; তারপর আপনার আগ্রহেরই সঙ্গে সঙ্গে ফলের উপভোগ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছি; অতএব আমাদের উভয়ের ফলের ভাগ সমানই। চলুন, যে পর্য্যন্ত আমাদের গতি হইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে একসঙ্গে গমন করি ॥৮

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! এই দুইজনের সেখানে এতাদৃশ নিশ্চয় জানিয়া সমস্ত দেবতা ও লোকপালগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ এবং মরুদ্গণও ছিলেন। তখন বিশালাকার বাদ্যসমূহ বাদিত হইতেছিল, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, নানাবিধ

গন্ধর্বশ্চিত্রসেনশ্চ পরিবারগণৈর্বৃতঃ।
নাগা সিদ্ধাশ্চ মুনয়ো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥১২
বিষ্ণুঃ সহস্রশীর্ষশ্চ দেবোঽচিন্ত্যঃ সমাগমৎ।
অবাঙ্মনস্তান্তরিক্ষে চ তেষাংকৃত্যানি বা বিভো ॥১৩
পুষ্পবর্ষাণি দিব্যানি তত্র তেষাং মহাত্মনাম্
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘাস্তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ১৪
অথ স্বর্গতথা রূপী ব্রাহ্মণঃ বাক্যমব্রবীৎ।
সংসিদ্ধস্ত্বং মহাভাগ তথা সিদ্ধস্তথা নৃপ ॥ ১৫
অথ তৌ সহিতৌ রাজন্নন্যোন্যবিধিনা ততঃ
বিষয়প্রতিসংহারমুভাবেব প্রচক্রতুঃ ॥ ১৬
প্রাণাপানৌ তথোদানং সমানং ব্যানমেব চ।
এবং তৌ মনসি স্থাপ্য দধতুঃ প্রাণমোর্মনঃ ॥ ১৭
উপস্থিতকৃতৌ তৌ চ নাসিকাগ্রমবৌ ভ্রুবোঃ।
ভ্রুকুট্যা চৈব মনসা শনৈর্ধারয়তস্তদা ॥ ১৮

তীর্থ, তপস্যা, সংযোগ বিধি, স্তোত্র (সাম গানের পূর্বের ও পরে অক্ষর 'হাউ' 'হাউ' ইত্যাদি), সরস্বতী, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, পরিবারসহ গন্ধর্ব, চিত্রসেন নাগ, সিদ্ধ, মুনি, দেবর্ষি দেব প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্র মস্তকবেষ্টিত দেবনাগ এবং অচিন্তনীয় দেব ভগবান্ বিষ্ণু সেখানে আসিলেন প্রভো! সেই সময় আকাশে দেবীগণ ও তূর্য্যাদি বহু বাদ্য বাজিতে হইতেছিল। ৯-১৩

সেখানে এই মহাত্মাগণের উপর দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। দলে দলে অপ্সরাগণ সর্ব্বদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৪

তদনন্তর মূর্ত্তিমান্ স্বর্গ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি সপ্তলোকাদি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছ। রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! তুমিও সিদ্ধ হইয়াছ। ১৫

রাজন্! তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের উপকার করিতে করিতে একসঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একসঙ্গেই যুগপৎ নিজেদের মনকে বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া লইলেন। ১৬

তদনন্তর প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ বায়ুকে হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন, এইভাবে অবস্থিত তাঁহারা উভয়েই মনকে প্রাণ ও অপানের সহিত মিলাইয়া দিলেন। হৃদয়ের নীচে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া মনসহ প্রাণ-অপানকে তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে স্থির করিলেন। ১৭-১৮

নিশ্চেষ্টাভ্যাং শরীরাভ্যাং স্থিরদৃষ্টী সমাহিতৌ।
জিতস্থানৌ তথাঽঽত্মবান্ মূর্দ্ধস্থাপ্যানমেব চ ॥ ১৯
তালুদেশময়োদ্দালা ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
জ্যোতির্জ্বালা সুমহতী ভগাম ত্রিদিবং তদা ॥২০
হাহাকারস্তথা দিক্ষু সর্বেষাং সুমহানভূৎ।
তজ্জ্যোতিঃ স্তূয়মানং স্ম ব্রহ্মণঃ প্রাবিশৎ তদা ॥২১
ততঃ স্বাগতমিত্যাহ তং তেজঃ প্রপিতামহঃ
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং প্রভুত্বাদগম্য বিশাম্পতে ॥ ২২
ভূয়শ্চৈবাপরং প্রাহ বচনং মধুরং তদা।
জ্ঞাপকৈস্তুল্যফলতা যোগানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩
যোগস্তু তাবদেতেভ্যঃ প্রত্যক্ষং ফলদর্শনম্।
জ্ঞাপকানাং বিশিষ্টং তু প্রভুত্বানং সমাহিতম্ ॥ ২৪
উদ্ভূতাং যদি চেদ্যুক্ত্যা চেষ্টেয়ং সততং পুনঃ।
অথাস্যং প্রবিবেশাসৌ ব্রাহ্মণো বিগতজ্বরঃ ॥ ২৫

এইরূপে মনকে অন্য করিয়া দৃষ্টিতে একাগ্র করত তাঁহারা উভয়ে প্রাণসহ মনকে ঘুরুয়া মার্গের দ্বারা মস্তকে স্থাপিত করিয়া দিলেন। তারপর তাঁহারা সমাধিতে স্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাদের শরীর অন্যের ন্যায় চেষ্টাহীন হইয়া গেল। ১৯

এই সময় মহাত্মা ব্রাহ্মণের তালুদেশ (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করত এক জ্যোতির্ময়ী বিশাল শিখা নিঃসারিত হইল এবং স্বর্গের দিকে গমন করিতে লাগিল। ২০

তখন চারিদিক হইতে সকলেরই অতিশয় হাহাকারধ্বনি হইতে লাগিল। সেই জ্যোতিকে সকল লোক স্তব করিতে আরম্ভ করিল। প্রজানাথ! প্রাদেশপ্রমাণ দীর্ঘ পুরুষের আকার ধারণ করত সেই তেজঃপুঞ্জ যখন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল, তখন ব্রহ্মা অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্বাগত সৎকার করিলেন ॥২১-২২

ব্রহ্মা সেই তেজস্বী পুরুষের স্বাগত সৎকার করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন—বিপ্রবর! যোগিগণের যে ফললাভ হয়, নিঃসন্দেহে জ্ঞাপকগণও সেই ফলই লাভ করিয়া থাকে। ২৩

যোগী পুরুষগণ যে ফল প্রাপ্ত হন, তাহা এই সভাসমূহও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞাপকগণ তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিয়া থাকেন, তাহা জানাইবার জন্যই আমি উপস্থিত হইয়া তোমার স্বাগত সৎকার করিলাম। ২৪

'এখন তুমি আমার মধ্যে সুখের সহিত বিচরণ কর'—এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান

রাজাপ্যেতেন বিধিনা ভগবন্তং পিতামহম্
যথৈব দ্বিজশার্দূলস্তথৈব প্রাবিশৎ তদা ॥ ২৬
অথাভ্যুবদথো দেবা অভিবাদ্য ততোঽব্রুবন্।
জাপকানাং বিশিষ্টং তু প্রভুত্বানং সমাহিতম্ ॥ ২৭
জাপকার্থময়ং যত্নো যদর্থং বয়মাগতাঃ।
কৃতপূজাবিধৌ তুল্যো ত্বয়া তুল্যফলাবিমৌ ॥ ২৮
যোগজাপকয়োর্দৃষ্টিঃ ফলং সুমহদদ্ভুতম্ বৈ।
সর্বানেতানতিক্রম্য গচ্ছেতাং যত্র বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ।

মহাস্মৃতিং পঠেদ্ যস্তু তথৈবানুস্মৃতিং শুভাম্।
তাবপ্যেতেন বিধিনা গচ্ছেতাং মৎসলোকতাম্ ॥ ৩০
যশ্চ যোগে ভবেদ্ ভক্তঃ সোঽপি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
বিধিনানেন দেহান্তে মম লোকানবাপ্নুয়াৎ ॥
সাধবো গম্যতাং চৈব যথাস্থানানি সিদ্ধয়ে ॥ ৩১

ভীষ্ম উবাচ।

উক্ত্বাক্ত্বা স তদা দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত
আমন্ত্র্য চ ততো দেবা যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥ ৩২
তে চ সর্বে মহাত্মানো ধর্মং সংকৃত্য তত্র বৈ
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ রাজন্ সর্বে প্রমুদিতচেতসঃ ॥ ৩৩
এতৎ ফলং জাপকানাং গতিস্তৈষা প্রকীর্তিতা।
যথাশ্রুতং মহারাজ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জাপকোপাখ্যানে
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

করিলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষেত্র-যোগ-লোক হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মার মুখারবিন্দে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৬

রাজা ইক্ষ্বাকুও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ন্যায় বিধি অনুসারে ভগবান্ ব্রহ্মার মুখারবিন্দে প্রবেশ করিলেন। ২৬

অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত বলিলেন,—ভগবন্! আপনি যে অগ্রসর হইয়া এই ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানাইলেন, ইহাতে জানা গেল যে, যোগিগণ হইতেও জাপকদিগের শ্রেষ্ঠ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৭

এই জাপক ব্রাহ্মণকে সম্মানিবার জন্যই আপনি এরূপ উদ্যোগ করিলেন। যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমরাও এস্থানে সমবেত হইয়াছি আপনি ইঁহাদের উভয়কেই সমানভাবে সমাদর করিয়াছেন এবং ইঁহারা উভয়ে সমানভাবে একই অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তুল্য ফলভাগী হইয়াছেন। ২৮

আর আমরা সকলে যোগী ও জাপকগণের বিশেষ ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। তাঁহারা সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া যেখানে তাঁহাদের ইচ্ছা, সেখানে যাইতে সমর্থ হইবেন। ২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবতাগণ! যে ব্যক্তি মহাস্মৃতি ও কল্যাণময়ী অনুস্মৃতি পাঠ করে, সেই দুই ব্যক্তিও এই বিধি অনুসারে আমার লোকে লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এখন তোমরা সকলে নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য স্ব-স্ব লোকে গমন কর। আমি তোমাদের সকলের অভীষ্ট সাধন করিয়া যাইব। ৩১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সেস্থানে অন্তর্ধান হইয়া যাইলেন। দেবতারাও তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন। ৩২

রাজন্! তাহার পর সেই সব মহাত্মা ধর্মকে সম্মান পূর্বক অগ্রে করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৩

মহারাজ! আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে জাপকগণের প্রাপ্য সেই উত্তম ফল ও গতি বর্ণনা করিলাম। এখন তুমি আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর? ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষ-ধর্মপর্বে জাপকের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহস্পতেঃ প্রশ্নস্যোত্তররূপেণ মনুনা কামনাত্যাগস্য জ্ঞানস্য চ প্রশংসা, পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ফলং জ্ঞানযোগস্য বেদানাং নিয়মস্য চ।
ভূতাত্মা চ কথং জ্ঞেয়স্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মনোঃ প্রজাপতের্বাদং মহর্ষেশ্চ বৃহস্পতেঃ ॥ ২

প্রজাপতিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ প্রজানাং
দেবর্ষিসঙ্ঘপ্রবরো মহর্ষিঃ।
বৃহস্পতিঃ প্রশ্নমিমং পুরাণং
পপ্রচ্ছ বিদ্বাংস্তু গুরুং প্রণম্য ॥ ৩

যৎ কারণং যত্র বিধিঃ প্রসূতো
জ্ঞানে ফলং যৎ প্রবদন্তি বিপ্রাঃ।
যন্মন্ত্রশব্দৈরকৃতপ্রকাশং
তদ্ব্রূহি তাতাং মে ভগবন্ যথাবৎ ॥ ৪

যচ্চার্থশাস্ত্রাগমমন্ত্রবিদ্ভি-
র্যজ্ঞৈরনেকৈরথ গোপ্রদানৈঃ।
তন্মহদ্ভির্বহুপাদদাতে চ
কিং তৎফলং বা ভবিতা ক বা তৎ ॥ ৫

মহী মহীজাঃ পবনোঽন্তরিক্ষং
জলৌকসশ্চৈব ফলং দিবঞ্চ।
দিবৌকসশ্চাপি যতঃ প্রসূতা-
স্তদ্ব্রূহ্যতাং মে ভগবন্ পুরাণম্ ॥ ৬

জ্ঞানং যতঃ প্রার্থয়তে নরো বৈ
তত্তত্ত্বদর্শী ভবতি প্রবৃত্তিঃ।
ন চাপ্যহং বেদ পরং পুরাণং
মিথ্যাপ্রবৃত্তিশ্চ কথং নু কুর্যাম্ ॥ ৭

ঋক্সামসঙ্ঘাংশ্চ যজূংষি চাপি
ছন্দাংসি নক্ষত্রগতিং নিরুক্তম্।
অধীত্য চ ব্যাকরণং সকল্পং
শিক্ষাঞ্চ কৃৎস্নপ্রকৃতিং ন বেদ্মি ॥ ৮

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বৃহস্পতির প্রশ্নের উত্তরে মনু কর্তৃক কামনাত্যাগ ও জ্ঞানের প্রশংসা এবং পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! জ্ঞানযোগের এবং বেদসকলেরও বেদোক্ত নিয়মসমূহের (অগ্নিহোত্রাদির) ফল কি? সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মার জ্ঞান লাভ কি ভাবে হইয়া থাকে? তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এবিষয় প্রজাপতি মনু এবং মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে প্রধান মহর্ষি বৃহস্পতি প্রজাদিগের মধ্যে প্রজাপতি গুরু মনুকে বিদ্যাভাবে প্রণাম করত এই প্রাচীন প্রশ্ন করিলেন। ৩

ভগবন্! যিনি এই জগতের কারণ, যাঁহার উদ্দেশে বৈদিক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে জ্ঞানবিষয়ে লভ্য ফল বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বেদের মন্ত্র বাক্যসকলের দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, সেই নিত্য বস্তুকে আপনি আমার নিকট যথাযথ ভাবে বর্ণনা করুন। ৪

অর্থশাস্ত্র, আগম (বেদ) ও যজ্ঞ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ অনেক মহাযজ্ঞসমূহ এবং গোদানসকলের দ্বারা যে, স্বর্গাদি ফলের উপাসনা করেন, উহা কি? কি ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোথায় তাঁহার অবস্থিতি? ৫

ভগবন্! পৃথিবী, পার্থিব পদার্থ, বায়ু, আকাশ, জলজন্তু, জল, দ্যুলোক ও দেবতাগণ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই পুরাতন বস্তু কি? উহা আপনি আমাকে বলুন। ৬

মানুষের যে সত্বর জ্ঞান হয়, উহা সে পরে লাভ করিতে সাধনা করে এবং লাভ করিবার কামনা হইলে পর তাহার জন্য সে চেষ্টা আরম্ভ করে, কিন্তু আমি সেই পুরাতন পরমোৎকৃষ্ট বস্তু বিষয়ে কিছুই জানি না, সুতরাং তাহা লাভ করিবার জন্য বিদ্যা চেষ্টা করিব কি করিয়া? ৭

আমি ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ এবং ছন্দের অর্থাৎ অথর্ববেদের ও নক্ষত্রসকলের গতি, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, কল্প এবং শিক্ষাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছি; তথাপি আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উপাদান কারণ জানিতে সমর্থ হই নাই। ৮

স মে ভবান্ শংসতু সর্বমেতৎ
সামান্যলক্ষৈশ্চ বিশেষবৈশ্চ
স মে ভবান্ শংসতু ভাবদেতৎ—
জ্ঞানে ফলং কর্মণি বা যদস্তি ॥ ৯
যথা চ দেহাচ্চ্যবতে শরীরী
পুনঃ শরীরঞ্চ যথাভ্যুপৈতি।

মনুরুবাচ।

যদ্ যৎ প্রিয়ং যস্য সুখং তদাহু-
স্তদেব দুঃখং প্রথমস্ত্যনিষ্টম্ ॥ ১০
ইষ্টঞ্চ মে স্যাদিতরচ্চ ন স্যা-
দেতৎ কৃতে কর্মবিধিঃ প্রবৃত্তঃ।
ইষ্টং ত্বনিষ্টঞ্চ ন মাং ভজেতে-
ত্যেতৎকৃতে জ্ঞানবিধিঃ প্রবৃত্তঃ ॥ ১১
কামাত্মকাংশ্ছন্দসি কর্মযোগা
নতিবিমুক্তঃ পরমশ্নুতীত।
নানাবিধে কর্মপথে সুখার্থী
নরঃ প্রবৃত্তো ন পরং

বৃহস্পতিরুবাচ।

ইষ্টং ত্বনিষ্টং সুখাসুখে চ
সাম্যীত্ববচ্ছন্দতি কর্মভিশ্চ।

মনুরুবাচ।

এতিবিমুক্তঃ পরমাবিবেশ
এতৎ কৃতে কর্মবিধিঃ প্রবৃত্তঃ।
কামাত্মকাংশ্ছন্দতি কর্মযোগ
এতিবিমুক্তঃ পরমাদদীত ॥ ১৩
আত্মাদিভিঃ কর্মভিরিধ্যমানো
ধর্মে প্রবৃত্তো দ্যুতিমান্ সুখার্থী
পরং হি তৎ কর্মপথাদপেতঃ
নিরাশিষং ব্রহ্মপরং ভুবৈতি ॥ ১৪

অতএব আপনি সামান্য ও বিশেষ লক্ষণসমূহের দ্বারা এই সম্পূর্ণ বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর কি ফল লাভ হয়? কর্ম করিলে পর কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? দেহাভিমানী জীব দেহ হইতে কি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় এবং অন্য শরীরে কিরূপে প্রবেশ করে?—এই সব বিষয়ও আপনি আমাকে বলুন ॥ ৯॥

মনু বলিলেন,—যাহার যে যে বিষয় প্রিয়, তাহাই সেই ব্যক্তির পক্ষে সুখস্বরূপ বলিয়া মহাত্মাগণ উল্লেখ করেন এবং যাহা অপ্রিয়, উহাকেই দুঃখরূপ বলিয়াছেন। আমার ইষ্ট (প্রিয়) প্রাপ্তি হউক ও অনিষ্ট নিবারিত হউক, ইহারই জন্য কর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। কিন্তু আমার ইষ্ট ও অনিষ্ট এই উভয়ই না হউক, ইহার জন্য জ্ঞানযোগের উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১০-১১॥

বেদের মধ্যে যে কর্মফলের প্রয়োগ কথিত হইয়াছে, উহা প্রায়ই সকামভাবে যুক্ত। যে ব্যক্তি এই সব কামনা হইতে মুক্ত, তিনিই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। নানাপ্রকার কর্মমার্গে সুখের ইচ্ছা করিয়া প্রবৃত্ত মানুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ১২॥

বৃহস্পতি বলিলেন,—ভগবন্! সুখ সকলেরই অভীষ্ট বস্তু এবং দুঃখ কাহারও প্রিয় নহে। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-নিবারণের জন্য যে সাধনা উচিত হয়, উহাই মানুষকে কর্ম করাইয়া থাকে এবং সেই কর্মের দ্বারা মানুষ তাহার মনোরথ পূর্ণ করে। অতএব আপনি সেই কামনাকে ত্যাগ করিয়া কি করিয়া বলিতেছেন ১২॥

মনু বলিলেন, মানুষ সকল কামনা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্মফলের অনুষ্ঠান করত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই কর্মফলের বিধান সেখানে স্পষ্টভাবে কামনা করিয়া যে যোগাদি কর্মসমূহের বিধান করা হইয়াছে, উহা সেইসব মানুষকে নিজের জালে আবদ্ধ করে, যাহাদের মন ভোগাসক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই সব কামনা হইতে দূরে থাকিয়া পরমাত্মাকেই লাভ করিবার প্রযত্ন করিবে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম করিবে, ক্ষুদ্র ভোগ-সুখের জন্য নহে ॥ ১৩

যখন মন নিত্য কর্মফলের অনুষ্ঠানে রাগাদি দোষসমূহ দূর করত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও দীপ্তিমান্ হইয়া যাইবে, তখনই সেই মন দ্যুতিমান্ (সদসদ্‌বিবেকের প্রকাশযুক্ত) ও নিত্য সুখের অভিলাষী (মুমুক্ষু) হইয়া নির্ব্যাপদভাবে ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কর্মমার্গের অতীত ও কামনারহিত পরমরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে ॥ ১৪

প্রজাঃ সৃষ্ট্বা মনসা কর্ম্মণা চ
যাবেবৈতৌ সৎপথৌ লোকজুষ্টৌ।
দৃষ্টং কর্ম্ম শাশ্বতং চাশ্রবচ্চ
মনস্যাগ্রঃ কারণং নাস্তদস্তি ॥ ১৫
যেনাত্মনা চক্ষুরিব প্রণেতা
নিশাত্যয়ে তমসা সংবৃতাত্মা।
জ্ঞানং তু বিজ্ঞানগুণেন যুক্তং
কর্ম্মাশুভং পশ্যতি বর্জনীয়ম্ ॥ ১৬
সর্পান্ কুশাগ্রাণি তথোদপানং
জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জয়ন্তি।
অজ্ঞানতস্তত্র পতন্তি কেচি-
জ্জ্ঞানে ফলং পশ্য তথা বিশিষ্টম্ ॥ ১৭
কৃৎস্নস্তু যজ্ঞো বিধিবৎ প্রযুক্তো
যথা যথোক্তাদ্বিজ দক্ষিণাশ্চ।
আত্মপ্রদানং মনসঃ সমাধিঃ
পঞ্চাত্মকং কর্ম্মফলং বদন্তি ॥ ১৮
গুণাত্মকং কর্ম্ম বদন্তি বেদা-
স্তস্মাত্ত্রয়ো যজ্ঞপূর্বং হি কর্ম্ম।
বিধিবিধেয়া মনসোপপত্তিঃ
ফলস্য ভোক্তা তু তথা শরীরী ॥ ১৯
শব্দাশ্চ রূপাণি রসাশ্চ পুণ্যাঃ
স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শুভাস্তথৈব
নরো ন সংস্থানগতঃ প্রভুঃ সা-
দেতৎ ফলং সিষ্যতি কর্মলোকে ॥ ২০
যদ্ যদ্ধ্যরীরেণ করোতি কর্ম
শরীরযুক্তঃ সমুপাশ্নুতে তৎ।
শরীরমেবায়তনং সুখস্য
দুঃখস্য চাপ্যায়তনং শরীরম্ ॥ ২১
বাচা তু যৎ কর্ম করোতি কিঞ্চিৎ
বাচৈব সর্বং সমুপাশ্নুতে তৎ।
মনস্তু যৎ কর্ম করোতি কিঞ্চি-
ন্মনঃ এবায়মুপাশ্নুতে তৎ ॥ ২২

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মন ও কর্ম—এই উভয়ের সহিত প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব এই উভয়ই লোকসেবিত সৎপথ। কর্ম দুই প্রকার দেখা যায় এক সনাতন ও দ্বিতীয় বিনাশশীল, (মোক্ষের হেতুভূত কর্ম সনাতন এবং নশ্বর ভোগপ্রাপ্তির কারক নাশবান্) মনের দ্বারা কৃত ফলের ইচ্ছাত্যাগই কর্মকে সনাতন করে এবং তাহার দ্বারা পরমব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়, অন্য কিছুই নহে। ১৪

যখন রাত্রি অতিবাহিত হয় এবং অন্ধকারের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়, সেই সময় যেরূপ নয়নে প্রবৃত্তিকারক নেত্র স্বীয় তৈজস গুণে যুক্ত হইয়া পথে পতিত ত্যাগযোগ্য কণ্টকাদি দেখিতে পায়, সেইরূপ বুদ্ধিও মোহের আচরণ অপসারিত হইলে পর জ্ঞানের প্রকাশে যুক্ত হইয়া ত্যাগযোগ্য অশুভ কর্ম দেখিতে পায়। ১৫

মানুষ যখন জানিতে পারে যে, পথে সর্প আছে, কণ্টকসদৃশ কুশাগ্রসমূহ ও কূপ রহিয়াছে, তখন সে এইসব হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলে। যে ব্যক্তি উহা জানে না, সেইরূপ কত মানুষ উহাতে পতিত হয়। অতএব জ্ঞানের যে বিশিষ্ট ফল আছে, উহা তুমি প্রত্যক্ষ কর। ১৭

বিধি অনুসারে সমস্ত যজ্ঞের উচ্চারণ, বেদোক্ত বিধানানুসারে যজ্ঞকর্মফলের অনুষ্ঠান, যথাযোগ্য দক্ষিণা, অন্নদান এবং মনের একাগ্রতা—এই পাঁচ অঙ্গসম্পন্ন হইলে পরই যজ্ঞকর্মের পূর্ণ ফল প্রাপ্তি হয়, ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন। ১৮

সকল বেদ বলিয়াছেন যে, কর্ম ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিনপ্রকারের হইয়া থাকে, সেইজন্য যজ্ঞও সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকারের হয়; কারণ, যজ্ঞোচ্চারণ পূর্বকই কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। এইভাবে উক্ত কর্মফলের বিধি, বিধেয় (তাহার জন্য করণীয় কার্য), মনের দ্বারা অভীষ্ট ফল সিদ্ধি ও তাহার ভোক্তা দেহাভিমানী জীব—এই সবই তিন তিন প্রকারের হইয়া থাকে। ১৯

শব্দ, রূপ, পবিত্র রস, শুভ স্পর্শ এবং সুন্দর গন্ধ—এই সবই কর্মফলের ফল; কিন্তু এই শরীরে স্থিত মনুষ্য এই সব ফল লাভ করিতে সমর্থ নহে। কর্মফলের ফলের প্রাপ্তি যে তাহার ফলভোগ করিবার জন্য নব শরীরে হইয়া থাকে, তাহা দৈবাধীন। ২০

জীব শরীরের দ্বারা যে যে অশুভ বা শুভ কর্ম করে, শরীর যুক্ত হইয়াই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে কারণ, শরীরই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার স্থান। ২১

মানুষ বাক্যের দ্বারা যে কর্ম করে, তাহার সম্পূর্ণ ফল সে বাক্যেরই দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে এবং মনের দ্বারা যাহা কিছু

যথা যথা কর্মগুণং কলার্থী
করোত্যয়ং কর্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণসম্প্রযুক্তঃ
শুভাশুভং কর্মফলং ভুনক্তি ॥ ২৩

সংসোতো যথা স্রোত ইবাভিপাতী
তথা কৃতং পূর্বমুপৈতি কর্ম।
শুভে রসৌ তুষ্যতি দুষ্কৃতে তু
ন তুষ্যতে বৈ পরমঃ শরীরী ॥ ২৪

যতো জগৎ সর্বমিদং প্রসূতং
জ্ঞাত্বাঽঽত্মভাবস্থো ব্যতিবাতি যৎ তৎ।
যন্মন্ত্রশব্দৈরকৃতপ্রকাশং
তদুচ্যমানং শৃণু মে পরং যৎ ॥২৫

রসৈর্বিযুক্তং বিবিধৈশ্চ গন্ধৈ-
রশব্দমস্পর্শমরূপবচ্চ
অপ্রাজ্ঞমব্যক্তমবর্ণমেকং
পঞ্চপ্রকারান্ সমুপৈতি প্রজানাম্ ॥ ২৬

ন স্ত্রী পুমান্ নাপি নপুংসকশ্চ
ন সন্ন চাসৎ সদসচ্চ যত্র।
পশ্যন্তি যদ্ ব্রহ্মবিদো মনুষ্যা-
স্তদক্ষরং ন ক্ষরতীতি বিদ্ধি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মনু-বৃহস্পতিসংবাদে
একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩১॥

কর্ম করে, তাহার ফল জীবাত্মা মনের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই ভোগ করিতে থাকে। ২২

ফলকামনাকারী মানব কর্মের ফলে আসক্ত হইয়া যেরূপ যেরূপ গুণবিশিষ্ট- সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস কর্ম করে, সেইরূপ সেইরূপ গুণযুক্ত হইয়াই সে তাদৃশ কর্মের শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে। ২৩

যেরূপ সংসক্ত জলের প্রবাহের সহিত বহিয়া যায়, সেইরূপ মানুষ পূর্বকৃত কর্মেরই অনুসরণ করে। সে উক্ত কর্মপ্রবাহে বহিয়া যায়, কিন্তু এরূপ অবস্থায় শ্রেষ্ঠ দেহধারী জীব শুভ ফল লাভ হইলে সন্তুষ্ট এবং অশুভ ফল লাভ হইলে দুঃখী হয়। (ইহা তাহার মূঢ়তা)। ২৪

যাহা হইতে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি, যাহাকে জানিয়া মনকে বশীভূতকারী জ্ঞানী পুরুষ এই সংসার অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন এবং যেদের মন্ত্রভাগসমূহের দ্বারা যাহার তাত্ত্বিক স্বরূপ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় না, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু আমি বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২৫

সেই অনির্বচনীয় বস্তু নানাবিধ রস এবং নানাবিধ গন্ধ-রহিত। শব্দ, স্পর্শ ও রূপহীন এই বস্তু ঘন, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারাও গৃহীত হয় না, কারণ, উহা অব্যক্ত, অদ্বিতীয় ও রূপ-বর্ণরহিত। সেই বস্তু এতাদৃশ হইলেও প্রজাগণের জন্য রস, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৬

সেই বস্তু স্ত্রীও নন, পুরুষও নন এবং নপুংসকও নন। তিনি সৎ নন, অসৎ নন এবং সদসৎ উভয়স্বরূপ নন। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষই ইঁহাকে সাক্ষাৎকার করেন। তাঁহার কখনও ক্ষয় হয় না, সেইজন্য সেই অবিনাশী পরমব্রহ্ম পরমাত্মা অক্ষর বলিয়া কথিত হন, তুমি ইহা বিশেষভাবে জান। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মনু ও বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক
একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আত্মতত্ত্বস্য বুদ্ধিপ্রকৃতিপ্রাকৃতপদার্থানাঞ্চ বিচারঃ, আত্মসাক্ষাৎকারোপায়কথনঞ্চ]

মনুরুবাচ।

অক্ষরাৎ খং ততো বায়ুস্ততো জ্যোতিস্ততো জলম্
জলাৎ প্রসূতা জগতী জগত্যাং জায়তে জগৎ ॥ ১

এতৈঃ শরীরৈর্জগমেব সর্বং
জলাচ্চ তেজঃ পরং
যান্ বৈ নিবর্তন্তি ন জায়িনস্তে
মোক্ষঞ্চ চ তে বৈ পরমাপ্নুবন্তি ॥ ২

নোষ্ণং ন শীতং মৃদু নাপি তীক্ষ্ণং
নাম্লং কষায়ং মধুরং ন তিক্তম্।
ন শব্দবদ্যাপি চ গন্ধবত্তৎ
ন রূপবত্তৎ পরমস্বভাবম্ ॥ ৩

স্পর্শং ত্বগুর্বেদ রসঞ্চ জিহ্বা
ঘ্রাণঞ্চ গন্ধান্ শ্রবণৌ চ শব্দান্।
রূপাণি চক্ষুশ্চ তৎ পরং যদ্
দৃষ্ট্বানবাপ্যাত্মবিদো মনুষ্যাঃ ॥ ৪

নিবর্তিত্বা রসনাং রসেভ্যো
ঘ্রাণঞ্চ গন্ধাচ্ছ্রবণৌ চ শব্দাৎ।
স্পর্শাৎ ত্বচং রূপগণাৎ তু চক্ষুঃ
ততঃ পরং পশ্যতি যৎ স্বভাবম্ ॥ ৫

যতো গৃহীত্বা হি করোতি যচ্চ
যস্মিংশ্চ তান্যেবততে প্রবৃত্তিম্।
যস্মিংশ্চ যদ্ যেন চ যস্য কর্তা
যৎ কারণং তে সমুদাহরন্তি ॥ ৬

যদ্ ব্যাপ্যভূতং ব্যাপকং সাধকঞ্চ
যন্ত্রবৎ স্বান্তি চাপি লোকে
যঃ সর্বহেতুঃ পরমাত্মকারী
তৎ কারণং কার্যবতো বদন্তু ॥ ৭

যথা হি কশ্চিৎ সুকৃতৈর্মনুষ্যঃ
শুভাশুভং প্রাপ্নুতেঽবাবিরোধাৎ।
এবং শরীরেষু শুভাশুভেষু
স্বকর্মভির্জন্তুরিমং নিবদ্ধম্ ॥ ৮

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[আত্মতত্ত্ব এবং বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থসমূহের বিচার ও আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় কথন।]

মনু বলিলেন,—বৃহস্পতে! অবিনাশী পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই পৃথিবীতেই সম্পূর্ণ স্থাবর জগতের উৎপত্তি হয়। ১

এই পূর্বোক্ত শরীরসকলের সহিত প্রাণিগণের জলমধ্যে লয় হয়; তাহার পর জল হইতে অগ্নিতে, অগ্নি হইতে বায়ুতে এবং বায়ু হইতে আকাশে লীন হয়। আকাশ হইতে সৃষ্টিকালে পুনরায় তাহারা পূর্বোক্ত ক্রমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা মোক্ষস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পুনরায় এ সংসারে জন্ম হয় না। ২

সেই পরমাত্মতত্ত্ব উষ্ণ নহে, শীতলও নহে; আবার উহা না তীক্ষ্ণ, না ভীষ্ণ, না অম্ল, না কষায়, না মধুর এবং না তিক্ত। উহা শব্দযুক্ত নহে, গন্ধপূর্ণ নহে ও উহার কোন রূপ নাই। তাহার স্বরূপ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বিলক্ষণ। ৩

ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, নাসিকা গন্ধ, কর্ণ শব্দ এবং চক্ষু রূপ অনুভব করে। এই ইন্দ্রিয়গণ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। অধ্যাত্মজ্ঞানহীন মানুষ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। ৪

অতএব যিনি জিহ্বাকে রস হইতে, নাসিকাকে গন্ধ হইতে, কর্ণদ্বয়কে শব্দ হইতে, ত্বককে স্পর্শ হইতে এবং চক্ষুর্গোলককে রূপ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে পারেন, তিনিই নিজের মূল-স্বরূপ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন। ৫

মহর্ষিগণ বলেন—যে কর্তা যে কারণে, যে ফলের উদ্দেশ্যে, যে দেশ বা কালে, যে প্রিয় ও অপ্রিয়ের নিমিত্ত, যে রাগ বা দ্বেষে প্রভাবিত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করত যে কর্ম করে, এই সব সমুদায়ের যিনি কারণ, তিনিই সকলের স্বরূপভূত পরব্রহ্ম পরমাত্মা। ৬

শ্রুতির বাক্যানুসারে যিনি ব্যাপক, ব্যাপ্য ও তাহার সাধন, যিনি সম্পূর্ণ লোকে সদাই স্থিত রহিয়াছেন, সকলের কারণ এবং স্বয়ংই সর্ববিষয়ের কর্তা, তিনিই পরম কারণ। তিনি ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই কার্য মাত্র। ৭

যেরূপ কোন মনুষ্য উত্তমরূপে কৃত কর্মসকলের দ্বারা বিনা বাধায় বিভিন্ন দেশ ও কালে উহাদের শুভাশুভ ফল লাভ করে,

যথা প্রদীপ্তঃ পুরুষঃ প্রদীপঃ
প্রকাশমন্তস্থ করোতি দীপান্।
তথৈব পঞ্চেন্দ্রিয়দীপযুক্তা
জ্ঞানপ্রদীপ্তাঃ পরবন্ত এব ॥ ৯
যথা চ রাজা বহবো ভৃত্যাস্তাঃ
পৃথক্ প্রমাণঃ প্রবদন্তি যুক্তাঃ
তথশরীরেষু ভবন্তি পঞ্চ
জ্ঞানৈকদেশঃ পরমঃ
যথাগ্নিরোঽর্কঃ পবনসা বেগো
মরীচয়োঽর্কস্য নদীষু চাপঃ।
সঞ্চন্তি চারাস্তি চ সঙ্করস্তা-
স্তথশরীরাণি শরীরিণাঃ তু ॥ ১১
যথা চ কশ্চিৎ পরতঃ গৃহীত্বা
ধূমং ন পশ্যেজ্জ্বলনস্য কাষ্ঠে।
তথশরীরোদরপার্শ্বপাদাঃ
ছিত্ত্বা ন পশ্যন্তি ততো ধনস্তৎ ॥ ১২
তাভ্যেব কাষ্ঠানি যথা বিমথ্য
ধূমঞ্চ পশ্যেজ্জ্বলনঞ্চ লোকাৎ।
তথৎ সবুদ্ধিঃ সমমিন্দ্রিয়াণ্যা
বুধঃ পরং পশ্যতি তৎ স্বভাবম্ ॥ ১৩
যথাঽঽত্মনোঽঙ্গ পতিতঃ পৃথিব্যাং
স্বপ্নান্তরে পশ্যতি চাত্মনোঽন্যৎ।
শ্রোত্রাদিযুক্তঃ সুমনাঃ সুবুদ্ধি
লিঙ্গাত্তথা গচ্ছতি লিঙ্গমন্যৎ ॥ ১৪
উৎপত্তিবৃদ্ধিব্যয়সংনিপাতৈ-
র্ন যুজ্যতেঽসৌ পরমঃ
অনেন লিঙ্গেন তু লিঙ্গমন্যদ্
গচ্ছত্যদৃষ্টঃ কলসংনিরোগাৎ ॥১৫

সেইরূপ নিজের কর্মানুসারে প্রাণ উত্তম ও অধম শরীরসকলে এই চিন্ময় জ্ঞান বিনা বাধায় অবস্থান করে। ৮

যেরূপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত প্রদীপ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পার্শ্বে অবস্থিত অন্য বস্তুসকলকেও প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই শরীর-রূপ বৃক্ষে স্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় চৈতন্যরূপী জ্ঞানের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া বিষয়সমূহকে প্রকাশিত করে (ইহাদের প্রকাশ চিন্ময় প্রকাশেরই অধীন বলিয়া পরাধীন স্বতঃ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে।) ৯

যেরূপ কোন রাজার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্যসমূহে নিযুক্ত বহু সংখ্যক ভৃত্য পৃথক্ পৃথক্ কার্যসকলের বিষয় রাজাকে জ্ঞাত করাইয়া থাকেন, সেইরূপ শরীরে অবস্থিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা) নিজ নিজ একদেশীয় বিষয়ের পরিচয় রাজস্থানীয় বুদ্ধিকে প্রদান করিয়া থাকে যেরূপ মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহাদের প্রবর্তক সেই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ১০

যেরূপ অগ্নির নিশ্বাসসমূহ, বায়ুর বেগ, সূর্যের কিরণ এবং নদীসকলের প্রবাহিত জল—এ সমস্তই সর্বদা যাতায়াত করিতে থাকে, সেইরূপ দেহধারীদিগের শরীরও যাতায়াতের প্রবাহে পতিত হইয়া থাকে। ১১

যেরূপ কোনও মনুষ্য কুঠার গ্রহণ করত যদি কাষ্ঠকে ছেদন করে, তবে তাহাতে যেমন সে অগ্নিকে দেখিতে পায় না এবং ধূমও দেখিতে পায় না, সেইরূপ এই শরীরের উদর বিদীর্ণ ও হস্ত-পদ ছেদন করিলে কোনও মানুষ সেই শরীর হইতে ভিন্ন অন্তর্যামী আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হয় না। ১২

কিন্তু মানুষ যদি কাষ্ঠসকলকে যথাবিধি মন্থন করে, তবে তাহাতে যেরূপ অগ্নি ও ধূম উভয়কে দেখিতে পায়, সেইরূপ যোগের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধির সহিত সমাধিস্থকারী বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী পুরুষ এ সমস্ত হইতেই পরম শ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞানকে এবং আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ১৩

যেরূপ স্বপ্নে মানুষ নিজের দেহের ছিন্ন অঙ্গকে নিজ হইতে পৃথক্ ও পৃথিবীতে পতিত দেখিয়া থাকে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ তত্ত্বের সমুদায়ের অভিমানী শুদ্ধ মন ও বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য শরীরকে নিজ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে যে মানুষ ইহা জানে না, সেই মানুষই এক শরীর হইতে অন্য শরীরে অবস্থান করে। ১৪

আত্মা শরীর হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন। তিনি শরীরের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু প্রভৃতি দোষসমূহে কখনও লিপ্ত হন না। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ পূর্বকৃত কর্মসকলের ফলের সম্বন্ধে উপরে কথিত সূক্ষ্ম শরীরের সহিত অন্য শরীরে চলিয়া যায়। ১৫

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমাত্মনো
ন চাপি সংস্পর্শমুপৈতি কিঞ্চিৎ।
ন চাপি তৈঃ সাধয়তে তু কার্যং
তে তং ন পশ্যন্তি স পশ্যতে তান্ ॥১৬

যথা সমীপে অনলোঽনলস্য
সন্তাপজং রূপমুপৈতি কিঞ্চিৎ
ন চাত্তরং রূপগুণং বিভর্তি
তথৈব তদ্ দৃশ্যতি রূপবদ্ধি ॥ ১৭

তথা মনুষ্যঃ পরিমুচ্য কায়ং
মৃদূদ্ধমন্তদ্ বিশতে শরীরম্।
বিসৃজ্য ভূতেষু মহৎসু দেহং
তদাশ্রয়ং চৈব বিভর্তি রূপম্ ॥ ১৮

যং বায়ুমগ্নিং সলিলং ক্ষিতীর্বীং
সমস্ততোঽভ্যাবিশতে শরীরী।
নানাশ্রয়াঃ কর্মসু বর্তমানাঃ
শ্রোত্রাদয়ঃ পঞ্চ গুণান্ ভ্রয়ন্তে ॥ ১৯

শ্রোত্রং খতো ঘ্রাণমথো পৃথিব্যা-
স্তেজোময়ং রূপমথো বিপাকঃ।
জলাশ্রয়ং স্নেহযুক্তং রসশ্চ
বায়্বাশ্রিতঃ স্পর্শগুণো গুণশ্চ ॥ ২০

মহৎসু ভূতেষু বসন্তি পঞ্চ
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তথেন্দ্রিয়াণি।
সর্বাণি চৈতানি মনোঽনুগানি
বুদ্ধিং মনোঽন্বেতি মতিঃ স্বভাবম্ ॥২১

শুভাশুভং কর্ম কৃতং যদস্তৎ
তদেব প্রত্যাদদতে স্বয়ংবে।
মনোঽনুবর্তন্তি পরাবরাণি
জলৌকসঃ স্রোত ইবানুকূলম্ ॥ ২২

কোন ব্যক্তিই এই চর্মচক্ষুর দ্বারা আত্মার স্বরূপকে দেখিতে সমর্থ হয় না। নিজের ত্বকের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আত্মাকে জানিবার কোন কার্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। সেই ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সেই সকলকে দেখিতে পান। ১৬

যেরূপ কোন লৌহাদি পদার্থ নিকটে প্রজ্বলিত অগ্নির তাপে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে এবং উহার দ্বারা দাহ করিবারও গুণ আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু উহা তাহার প্রকৃতপক্ষে আত্মরিক রূপ ও গুণ ধারণ করে না, সেইরূপ আত্মার স্বরূপ চৈতন্য যাহা ইন্দ্রিয়াদির সমূহ শরীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের সমূহাবলম্বী শরীর প্রকৃতপক্ষে চেতন নহে। এবং সমীপস্থ বস্তুর যেরূপ গুণ থাকে, সেইরূপই গুণ অগ্নিরও প্রতীত হয়। ১৭

এই ভাবে মানুষ নিজের মৃত শরীর ত্যাগ করত যখন অন্য অমৃত শরীরে প্রবেশ করে, তখন পূর্বের স্থূল শরীরকে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে বিলয়ের জন্য পরিত্যাগ করিয়া অপর শরীর আশ্রয় করত তাহাকেই নিজের স্বরূপ মনে করিয়া ধারণ করে। ১৮

দেহাভিমানী জীব যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন সেই শরীরে যে আকাশের অংশ থাকে, তাহা সর্বপ্রকারে আকাশে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, জলের অংশ জলেতে এবং পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে লীন হইয়া যায়। কিন্তু এই নানা ভূতগণের আশ্রিত যে শ্রোত্রাদি জ্ঞান আছে, তাহারা বিলীন না হইয়া নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত থাকে এবং অন্য শরীরে গমন করত পঞ্চ ভূতের আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯

আকাশ হইতে শ্রোত্র (শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় শব্দ), পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় গন্ধ) এবং রূপ ও বিপাক এই উভয় (এবং নেত্রেন্দ্রিয় —এ সমস্তই তেজোময়। স্নেহ ও রস (এবং রসনেন্দ্রিয়) ইহা জলের আশ্রিত। স্পর্শকারী ইন্দ্রিয় ও স্পর্শ ইহা বায়ুর স্বরূপ। ২০

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ও পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতসমূহে নিবাস করে, এই পঞ্চাদি বিষয়, আকাশাদি ভূত এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ এ সমস্তই মনের অনুগামী। মন বুদ্ধির অনুসরণ করে এবং বুদ্ধি আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করে। ২১

যখন জীবাত্মা নিজের কর্মের দ্বারা উপার্জিত নূতন শরীরে অবস্থান করেন, সেই সময় পূর্বে তিনি যে সব শুভাশুভ কর্ম করিয়াছিলেন, তাহারই ফলভাগ করেন। যেরূপ জলজন্তুগণ জলের অনুকূল প্রবাহের অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বকৃত উত্তম ও নিকৃষ্ট কর্ম মনের অনুসরণ করে অর্থাৎ মনের দ্বারা ফল প্রদান করে। ২২

চলঃ যথা বৃষ্টিপথং পরৈতি
সূক্ষ্মং মহদ্ রূপমিবাভিভাতি
স্বরূপমালোচয়তে চ রূপং
পরং তথা বুদ্ধিপথং পরৈতি ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মনুবৃহস্পতিসংবাদে
ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০১

যেরূপ শৈত্যগামী নৌকার উপর উপবিষ্ট পুরুষের দৃষ্টিতে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ পশ্চাদ্ভাগের দিকে সবেগে যাইতে দৃষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির বিকারে বিকারবান্ বলিয়া প্রতীত হয় এবং যেরূপ উপনেত্র (চশমা) বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র অক্ষরও বৃহৎ বলিয়া দৃষ্ট হয় এবং ক্ষুদ্র আকৃতিও বৃহদাকৃতি বলিয়া লক্ষিত হয়, সেই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বও বুদ্ধি, বিবেকসমূহ শরীরের দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় শরীরের রূপে প্রতীত হইতে থাকে। যেরূপ স্বচ্ছ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার স্বরূপের রূপ উপলব্ধ হয় ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মনু ও বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তস্যাত্মনো নিত্যসত্তায়াঃ প্রতিপাদনম্]

মনুরুবাচ।

যদিন্দ্রিয়ৈস্তু সহিতং পুরস্তাৎ
প্রাপ্তান্ গুণান্ সংস্মরতে চিরায়
তেষ্বিন্দ্রিয়েষূপহতেষু পশ্চাৎ
স বুদ্ধিরূপঃ পরমঃ স্বভাবঃ ॥ ১

যথেন্দ্রিয়ার্থান্ যুগপৎ সমস্তা-
ন্নোপেক্ষতে কৃৎস্নমতুল্যকালম্
তথাচলঃ সঞ্জয়তে স বিদ্বাং-
স্তস্মাৎ স একঃ পরমঃ শরীরী ॥ ২

রজস্তমঃ সত্ত্বময়ো তৃতীয়ং
গচ্ছত্যসৌ স্থানগুণান্ বিরূপান্
তথেন্দ্রিয়াণ্যাবিশতে শরীরী
হুতাশনং বায়ুরিবেন্ধনস্থম্ ॥ ৩

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমাত্মনো
ন পশ্যতি স্পর্শনমিন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্।
ন শ্রোত্রলিঙ্গং শ্রবণেন দর্শন-
স্তথা কৃতং পশ্যতি তদ্ বিনশ্যতি ॥ ৪

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

[শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত আত্মার নিত্য সত্তাপ্রতিপাদন।]

মনু বলিলেন, বৃহস্পতে! বুদ্ধির সহিত তদ্রূপে রূপান্বিত যে জীবনাধক চেতনতত্ত্ব, উহা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পূর্বে ভুক্ত বিষয়সমূহকেও স্মরণাধারে স্মরণ করে। যদিও সেই সময় বিষয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গণের কোনও সম্বন্ধ থাকে না, তাহাদের সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহারা বুদ্ধিতে সংস্কাররূপে অঙ্কিত থাকে; সেইজন্য এই সবের স্মরণ হয়। (ইহার দ্বারা বুদ্ধির অতিরিক্ত তাহার প্রকাশক চেতনের সত্তা স্বতই সিদ্ধ হইয়া যায়) ॥ ১

উহা একসময় অথবা অনেক সময় ধরিয়া এই জন্মে বা পূর্ব জন্মে দৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত পদার্থকে সামান্যরূপেও উপেক্ষা করে না অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রকাশিতই করে এবং পরস্পর পার্থক্য না হইয়া ভিন্ন অবস্থাতেই বিচরণ করে; অতএব উহা সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, সাক্ষী, সংঘাতদ্রষ্টা ও দেহের পতি আত্মা এক ॥ ২

বুদ্ধির যেসব স্থান – জাগরিতাদি অবস্থানসমূহ, এ সমস্তই সত্ত্ব, রজ ও তম – এই তিন গুণের দ্বারা বিভক্ত। এই অবস্থানসমূহের সহিত সম্বন্ধিত যেসব সুখ দুঃখাদি গুণ আছে, তাহারাও পরস্পর বিভিন্ন। এইসব কিছু আত্মা বুদ্ধির স্বচ্ছতানুসারে অনুভব করেন। ইন্দ্রিয়গণের যখনও সেই জীবাধার আবদ্ধ সেইভাবে হইয়া থাকে, যেরূপ কাষ্ঠযুক্ত অগ্নিতে বায়ুর আবেশ হয় অর্থাৎ বায়ু যেরূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে উদ্দীপিত করে, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়গণকে চেতনা প্রদান করে ॥ ৩

মনুষ্য নিজের চক্ষুর দ্বারা আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হয় না।

শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বয়ম্ভানমাত্মনা।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ সর্বজ্ঞস্তানি পশ্যতি ॥ ৫
যথা হিমবতঃ পার্শ্বং পৃষ্ঠং চন্দ্রমসো যথা।
ন দৃষ্টপূর্বং মনুজৈর্ন চ তদ্ভ্রান্তি ভাবতা ॥ ৬
তদ্বদ্ ভূতেষু ভূতাত্মা সূক্ষ্মো জ্ঞানাত্মবানসৌ।
অদৃষ্টপূর্বশ্চক্ষুর্ভ্যাং ন চাসৌ নাস্তি ভাবতা ॥ ৭
পশ্যন্নপি যথা লব্ধ জগৎ সোমে ন বিন্দতি।
এবমস্তি ন চোৎপন্নঃ ন চ তত্র পরায়ণম্ ॥ ৮
রূপবত্ত্বমরূপত্বাদ্দর্শনাত্তমনে বুধাঃ।
বিদ্যা সমনুপশ্যন্তি তত্ত্বগতাঃ সবিতুর্গতিম্ ॥ ৯
তথা বুদ্ধিপ্রদীপেন দৃষ্টস্তঃ সুবিপশ্চিতঃ।
প্রত্যাসন্নং বিনীয়ন্তি জ্ঞেয়ং জ্ঞানাভিসংহিতম্ ॥ ১০

ন হি যত্নমুপায়েন কশ্চিদর্থোঽভিসিধ্যতি।
সূত্রজালৈর্যথা যত্নান্ বধ্নন্তি জলজীবিনঃ ॥ ১১
মৃগৈর্মৃগাণাং প্রবণাঃ পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা।
গজানাঞ্চ গজৈরেব জ্ঞেয়াঃ জ্ঞানেন গৃহ্যতে ॥ ১২
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ পশ্যতীতি হি নঃ শ্রুতম্।
তদ্বদ্বুদ্ধিযু বুদ্ধিস্থা জ্ঞেয়াঃ জ্ঞানেন পশ্যতি ॥ ১৩
নোৎসহন্তে যথা বেত্তু মিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়াণ্যপি।
তথৈবেহ পরা বুদ্ধিঃ পরং বোদ্ধুং ন পশ্যতি ॥ ১৪
যথা চন্দ্রো হ্যমাবাস্যামলিঙ্গত্বান্ন দৃশ্যতে।
ন চ নাশোঽস্য ভবতি তথা বিদ্ধি শরীরিণম্ ॥ ১৫
ক্ষীয়ক্ষোশো হ্যমাবাস্যাং চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।
তদ্বদ্বুদ্ধিবিযুক্তোঽসৌ শরীরী নোপলভ্যতে ॥ ১৬

ইন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়গণেরও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক সেই আত্মার স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণও হয় না; কারণ, তিনি শব্দরহিত। জ্ঞানবিষয়ক বিচারের দ্বারা যখন আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া যায়, তখন অন্য সব কিছুই বিলিন হইয়া পড়ে। ৪

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ংই নিজের দ্বারা নিজেকে জানিতে সমর্থ হয় না আত্মা সর্বজ্ঞ ও সকলের সাক্ষী। সর্বজ্ঞ বলিয়াই তিনি ইন্দ্রিয়গণকে (ও অন্য সব কিছুই) জানেন। ৫

যেরূপ মনুষ্যগণের দ্বারা হিমালয়ের পশ্চাতের অপর পার্শ্ব এবং চন্দ্রের পৃষ্ঠভাগ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারা যায় না যে, হিমালয়ের পার্শ্বভাগ ও চন্দ্রের পৃষ্ঠভাগ নাই, সেইরূপ সর্ব প্রাণীর অন্তরে নিবাসকারী অন্তর্যামী জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া কখনও চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হন না, সেই কারণে ইহা বলিতে পারা যায় না যে, আত্মা নাই। ৬-৭

যেরূপ চন্দ্রের মধ্যে যে কলঙ্ক দেখা যায়, উহা জগতের অর্থাৎ তদ্গত পৃথিবীরই চিহ্ন, কিন্তু উহাকে দেখিয়াও ইহা বুঝিতে পারা যায় না যে, উহা জগতের অর্থাৎ পৃথিবীর চিহ্ন, সেইরূপ সকলের 'আমি' এইরূপে আত্মার জ্ঞান আছে; পরন্তু যথার্থ জানি নাই; সেই কারণেই মানুষ তাহার পরায়ণ অর্থাৎ আশ্রিত নহে। ৮

রূপবান্ পদার্থ নিজের উৎপত্তির পূর্বে ও নষ্ট হইয়া যাইবার পর রূপহীন হইয়া যায়, এই নিয়মানুসারে যেরূপ বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ তাহার স্বরূপতাই নিশ্চয় করিয়া থাকেন এবং সূর্যের উদয় ও অস্তের দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বুদ্ধির বলে যেরূপ অদৃষ্ট সূর্যের গতি অনুমান করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিবেকী মানুষ বুদ্ধিরূপ দীপের দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং এই নিকটবর্তী দৃশ্য প্রপঞ্চকে সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন করেন। ৯-১০

যথোচিত উপায় অবলম্বন না করিলে পর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না যেরূপ জলে অবস্থিত প্রাণিগণের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী জেলেরা সূতানির্মিত জালের দ্বারা মৎস্যদিগকে বন্ধন করিয়া থাকে, মৃগগণের দ্বারা মৃগগণকে, পক্ষিসকলের দ্বারা পক্ষিসকলকে এবং হস্তিদিগের দ্বারা হস্তিদিগকে ধরা হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানেরই দ্বারা গ্রহণ করা হয়। ১১-১২

আমরা শুনিয়াছি যে, সর্পের পদচিহ্ন সর্পই দেখিতে পায়, সেইরূপ মানুষ সকল শরীরের মধ্যে শরীরস্থিত জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মাকে জ্ঞানেরই দ্বারা জানিতে পারে। ১৩

যেরূপ ইন্দ্রিয়গণও ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা কোন জ্ঞেয় বস্তুকে জানিতে পারে না, সেইরূপ এখানে পরা বুদ্ধিও সেই পরম বোধ্য তত্ত্বকে স্বয়ংই বুঝিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞাতা পুরুষই বুদ্ধির দ্বারা উহাকে প্রত্যক্ষ করেন। ১৪

যেরূপ চন্দ্র অমাবস্যাতে প্রকাশহীন হইয়া যাওয়ায় দেখা যায় না, কিন্তু সেই সময় তাহার নাশ হয় না, সেইরূপ শরীরধারী আত্মার বিষয়েও ইহাই জানিতে হইবে অর্থাৎ আত্মা অদৃশ্য হইলেও উহার অভাব হয় না ইহাই জানিতে হইবে। ১৫

যেরূপ চন্দ্র অমাবস্যায় নিজের প্রকাশ স্থান হইতে বিচ্যুত হওয়ায় প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ দেহধারী আত্মা শরীর হইতে বিযুক্ত হওয়ায় দৃষ্টিগোচর হন না। ১৬

যথাঽঽকাশান্তরং প্রাপ্য চন্দ্রমা ভ্রাজতে পুনঃ।
তথাঽঽত্মান্তরং প্রাপ্য শরীরী ভ্রাজতে পুনঃ ॥ ১৭
জন্ম বৃদ্ধিঃ ক্ষয়শ্চাস্য প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে।
সা তু চান্দ্রমসী বৃত্তির্ন তু তস্য শরীরিণঃ ॥ ১৮
উৎপত্তিবৃদ্ধিবয়সা যথা স ইতি গৃহ্যতে
চন্দ্র এব ত্বমাবাস্যাং তথা ভবতি মূর্তিমান্ ॥ ১৯
নোপসর্পন্ বিমুঞ্চন্ বা শশিনং দৃশ্যতে তমঃ।
বিমুঞ্চংশ্চোপসর্পংশ্চ তদ্বৎ পশ্য শরীরিণম্ ॥ ২০
যথা চন্দ্রার্কসংযুক্তং তমস্তদুপলভ্যতে।
তদ্বচ্ছরীরসংযুক্তঃ শরীরীত্যুপলভ্যতে ॥ ২১
যথা চন্দ্রার্কনির্মুক্তঃ স রাহুর্নোপলভ্যতে।
তদ্বচ্ছরীরনির্মুক্তঃ শরীরী নোপলভ্যতে ॥ ২২
যথা চন্দ্রো ধ্রুমাবাস্যাং নক্ষত্রৈর্যুজ্যতে সহ।
তদ্বচ্ছরীরনির্মুক্তঃ ফলৈর্যুজ্যতি কর্মণঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকবৃহস্পতিসংবাদে
ত্রাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৩

পুনরায় সেই চন্দ্রই যেরূপ অন্তরীক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা অন্য শরীর ধারণ করত পুনরায় প্রকাশিত হন ॥ ১৭

জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয়—এই তিনটিকেই আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকি, উহা কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত চন্দ্রের যেরূপ বৃত্তি নহে, সেইরূপ শরীরেরই জন্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই শরীরধারী আত্মার উহা হয় না ॥ ১৮

যেরূপ কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করে, বর্দ্ধিত হয় এবং বৈশোষে, যৌবনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইলেও তাহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া সকলে মনে করে এবং অমাবস্যার পর যখন চন্দ্র পুনরায় মূর্তিমান্ হইয়া উদিত হইলে পর তাহাকে চন্দ্র বলিয়াই বোধ করে, সেইরূপ অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে পরেও সেই শরীরধারী আত্মা আত্মাই—উহা বুঝিতে হইবে

যেরূপ অন্তরীক্ষস্থ রাহুর চন্দ্রের দিকে আগমন ও তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক গমন দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ জীবাত্মারও শরীরে আগমন ও তাহাকে পরিত্যাগ করত গমন কখনও দেখা যায় না ॥ ২০

যেরূপ সূর্যাস্তকালে চন্দ্র সূর্যের সহিত সংযুক্ত হইলে পর সূর্য হইতে ছায়ারূপী রাহুর দর্শন হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত হইলে পরই শরীরধারী আত্মার উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ২১

যেরূপ চন্দ্র সূর্য হইতে পৃথক্ হইয়া যাইলে পর সূর্যে রাহুর-উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ শরীর হইতে পৃথক হইয়া যাইলে পর শরীরধারী আত্মার দর্শন হয় না ॥ ২২

যেরূপ অমাবস্যাকে অতিক্রম করিয়া যাইলে পর চন্দ্র নক্ষত্র-সমূহের সহিত সংযুক্ত হন, সেইরূপ জীবাত্মা এক শরীর ত্যাগ করিলে পর কর্মফলের ফলস্বরূপ অন্য শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুক ও বৃহস্পতির সংবাদরূপ
ত্রাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ সাক্ষাৎকারস্যোপায়স্য মহত্ত্বস্য চ কথনম্।]

মনুরুবাচ।

যথা ব্যক্তমিদং শেতে ত্যক্ত্বা চরতি চেতনম্।
জ্ঞানমিন্দ্রিয়সংযুক্তং তথং প্রেত্য তথাঙ্গবৌ ॥ ১

যথাত্মনি প্রসন্নে তু রূপং পশ্যতি চক্ষুষা।
তদ্বৎপ্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্ জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি ॥ ২

স এব লুলিতে তস্মিন্ যথা রূপং ন পশ্যতি।
তথেন্দ্রিয়াকুলীভাবে জ্ঞেয়ং জ্ঞানে ন পশ্যতি ॥ ৩

অবুদ্ধিরজ্ঞানকৃতা অবুদ্ধ্যা দুষ্যতে মনঃ।
দুষ্টস্য মনসঃ পঙ্ক সম্প্রদুষ্যন্তি মানসাঃ ॥ ৪

অজ্ঞানকৃপ্তো বিষয়েষ্বগাঢ়ো ন ক্ষুপ্যতে।
অদুষ্টবচ্চ ভূতাত্মা বিষয়েভ্যো নিবর্ত্ততে ॥ ৫

তদ্বদ্ধেদো ন ভবতি পুরুষস্যেহ কর্ম্মভিঃ।
নিবর্ত্ততে তদা তদ্বঃ পাপমস্তগতং যদা ॥ ৬

বিষয়েষু তু সংসর্গাদ্ভাবতস্য তু সংক্ষয়াৎ।
মনসা চাশুভা কাঙ্ক্ষন্ পরং ন প্রতিপদ্যতে ॥ ৭

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৮

প্রসূতৈরিন্দ্রিয়ৈর্দুঃখী তৈরেব বিনিয়তৈঃ সুখী।
তস্মাদিন্দ্রিয়রূপেভ্যো যচ্ছেদাত্মানমাত্মনা ॥ ৯

ইন্দ্রিয়েভ্যো মনঃ পূর্বং বুদ্ধিঃ পরতরা ততঃ।
বুদ্ধেঃ পরতরঃ জ্ঞানং জ্ঞানাৎ পরতরং মহৎ ॥ ১০

অব্যক্তাৎ প্রসৃতং জ্ঞানং ততো বুদ্ধিস্ততো মনঃ।
মনঃ শ্রোত্রাদিভির্যুক্তং শব্দাদীন্ সাধু পশ্যতি ॥ ১১

যদা ত্যজতি শব্দাদীন্ সর্বাংশ্চ বাক্যগুণান্
বিমুক্তং প্রাকৃতান্ গ্রাহ্যাংস্তান্ মুক্তমিত্যভিধীয়তে ॥ ১২

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

[জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের উপায় ও মহত্ত্ব কথন।]

মনু বলিলেন,—বৃহস্পতে! যেরূপ অন্নাবস্থায় এই স্থূল দেহ শুইয়া থাকে এবং সূক্ষ্মদেহ বিচরণ করে, সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করিলে পর সেই জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করেন এবং ত্বগাদির ন্যায় মুক্ত হইয়া যান। ১

যেরূপ স্বচ্ছ ও স্থির জলে চক্ষুর দ্বারা নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপই মন সহ ইন্দ্রিয়গণ শুদ্ধ ও স্থির হইলে পরই মানুষ জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা জ্ঞেয়-স্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিতে পারে। ২

যেরূপ মানুষ আন্দোলিত জলের মধ্যে নিজের রূপ দেখিতে পায় না, সেইরূপ মন সহ ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল হইলে পর মানুষ নিজ বুদ্ধিতে জ্ঞেয় স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। ৩

অবিবেকের দ্বারা বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং ভ্রষ্ট বুদ্ধিতে মন রাগাদি দোষসমূহে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইভাবে মন দূষিত হইয়া পড়িলে তাহার অধীনে স্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া যায়। ৪

অজ্ঞানের দ্বারা যাহার তৃপ্তি হয়, সেই ব্যক্তি বিষয়সমূহের অগাধ-জলে সর্বদা নিমজ্জিত থাকিয়াও কখনও ক্ষুব্ধ হয় না। সেই জীবাত্মা প্রারব্ধাধীন হইয়া বিষয় ভোগসমূহের ইচ্ছায় বারংবার এ সংসারে আসিয়া থাকেন এবং জন্মগ্রহণ করেন। ৫

পাপের সঞ্চয় সংসারে মানুষের কৃপায় শেষ হয় না। যখন পাপের সমাপ্তি হইবে, তখন তাহার কৃপায় নিবৃত্তি হইবে। ৬

বিষয়সমূহের সংসর্গবশতঃ সদা সেই সবেই নিরত থাকায় এবং মনের দ্বারা সাধনের বিপরীত ভোগসমূহের ইচ্ছা বর্তমান থাকায় মানুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। ৭

পাপকর্মসমূহের ক্ষয় হইলে পরই মনুষ্যগণের অন্তঃকরণে জ্ঞানের উদয় হয়। যেরূপ স্বচ্ছ দর্পণেই মানব নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। ৮

বিষয়সমূহের দিকে ইন্দ্রিয়গণের বিস্তার ঘটিলেই মানুষ দুঃখী হয় এবং তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখিলে মানুষ সুখী হয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণের তদাদি বিষয়সমূহ হইতে বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে নিরুদ্ধ করিবে। ৯

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর এবং জ্ঞান হইতে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। ১০

অব্যক্ত পরমাত্মা হইতে জ্ঞান প্রসারিত হইয়াছে। জ্ঞান হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মনই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুক্ত হইয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ উত্তমরূপে অনুভব করে। ১১

যে ব্যক্তি শব্দাদি বিষয়সমূহ, তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ সম্পূর্ণ

উদ্যন্ হি সবিতা স্বয়ং সৃজতে রশ্মিমণ্ডলম্
স এবাস্তমুপাগচ্ছংস্তদেবাত্মনি যচ্ছতি ॥ ১৩
অন্তরাত্মা তথা দেহমাবিশ্যেন্দ্রিয়রশ্মিভিঃ
প্রাপ্যেন্দ্রিয়গুণান্ পঞ্চ সোঽস্তমাবৃত্য গচ্ছতি ॥ ১৪
প্রণীতং কর্মণা মার্গং মোহমানঃ পুনঃ পুনঃ
প্রাপ্নোত্যায়ং কর্মফলং প্রবৃত্তং ধর্মমাপ্লবান্ ॥ ১৫
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ১৬
বুদ্ধিঃ কর্মগুণৈর্হীনা যদা মনসি বর্ততে
তদা সম্পদ্যতে ব্রহ্ম তত্রৈব প্রলয়ঃ পরম্ ॥ ১৭

উদ্ভবকর্ম, মূল ভূতগণ এবং প্রাকৃত গুণসমূহের ত্যাগ করে অর্থাৎ তাহাদের সহিত সমস্ত বিচ্ছেদ করিয়া দেয়, সেই বাকি এই সব ত্যাগ করত অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১২

যেরূপ সূর্য উদিত হইয়া নিজের কিরণাবলিকে সর্বদিকে প্রসারিত করেন এবং অস্তগমনের সময় সেই সব কিরণাবলিকে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ আত্মা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসারিত ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিরূপী কিরণাবলির দ্বারা পঞ্চ বিষয়কে গ্রহণ করেন এবং দেহত্যাগের সময় সেই সবকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করত তাহাদের সহিতই গমন করেন। ১৩-১৪

যিনি প্রবৃত্তিপ্রধান পুণ্য-পাপময় কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই জীবাত্মা কর্মফলের দ্বারা কর্মমার্গে পুনঃ পুনঃ মোহিত হইয়া অর্থাৎ সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে থাকিয়া সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়সমূহের গ্রহণ না হইলে পরন্তু পুরুষের সেই সব বিষয় নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু সেই সবে উহাদের আসক্তি থাকিয়াই যায়। পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিলে পর পুরুষের সেই আসক্তিও দূর হইয়া যায় ॥ ১৬

যে সময় বুদ্ধি কর্মজনিত গুণসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই সময় জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্পর্শ, শ্রবণ, গ্রহণ, দর্শন, ঘ্রাণ ও সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত; সেইজন্য কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধিই উহাতে প্রবেশ করিতে পারে ॥ ১৮

মনে শব্দাদি বিষয়রূপ সমস্ত আকৃতির লয় হইয়া যায়। মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জ্ঞানে এবং জ্ঞান পরমাত্মার লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা মনের সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ মনকে জানিতে পারে না। মন বুদ্ধিকে জানে না এবং বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত আত্মাকে জানে না, কিন্তু অব্যক্ত আত্মা এই সমস্তকেই নিরীক্ষণ করেন এবং জানেন ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং -
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মনুবৃহস্পতিসংবাদে
চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মনু-বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরমব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়কথনম্]

মনুরুবাচ।

দুঃখোপঘাতে শারীরে মানসে চাপ্যুপস্থিতে
যস্মিন্ ন শক্যতে কর্তুং যত্নস্তং নানুচিন্তয়েৎ ॥ ১
ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।
চিন্ত্যমানং হি চাতোতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ত্ততে ॥ ২
প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥ ৩
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ ৪
ন জ্ঞানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেত্তদাত্মনঃ ॥ ৫
সুখাদ্ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাত্র সংশয়ঃ।
ত্রিষ্বপি চেন্দ্রিয়ার্থেষু মোহাদ্রমণমপ্রিয়ম্ ॥ ৬
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরঃ
অক্ষয়ং ব্রহ্ম সোঽত্যেতি ন যে শোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৭
দুঃখমর্থা হি মূলান্তে পালনেন চ তে সুখম্।
দুঃখেন চাধিগম্যান্তে নাশমেষ্যান্ন চিন্তয়েৎ ॥ ৮
জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিনির্বৃত্তং বিদ্ধি জ্ঞানগুণং মনঃ
প্রজ্ঞাকরণসংযুক্তং ততো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯
যদা কর্মগুণৈর্হীনা বুদ্ধির্মনসি বর্ত্ততে।
তদা প্রজ্ঞায়তে ব্রহ্ম ধ্যানযোগসমাধিনা ॥ ১০
সেয়ং গুণবতী বুদ্ধির্গুণেভ্যোঽভিবর্ত্ততে।
অপবাদভিনিঃসৃতা গিরেঃ শৃঙ্গাদিবোদকম্ ॥ ১১

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরমব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কথন।

মনু বলিলেন,—বৃহস্পতে! যখন মানুষের উপর কোনও এরূপ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ আসিয়া পড়ে, যাহা থাকিলে সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন সেই দুঃখের চিন্তা করিবে না। ১

দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ ইহাই যে, তাহার চিন্তা ত্যাগ করা; কারণ, চিন্তা করিলেই দুঃখ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আরও অধিক বর্দ্ধিত হয়। ২

অতএব মানসিক দুঃখকে বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা এবং শারীরিক কষ্ট ঔষধসমূহের দ্বারা দূর করিবে। ইহাই বিজ্ঞানের সামর্থ্য, যাহার বলে মানুষ বালকের ন্যায় রোদন করে না। ৩

যৌবন, রূপ, জীবন, ধন সংগ্রহ, আরোগ্য ও প্রিয় জনগণের সমাগম—এ সমস্তই অনিত্য। বিবেকশীল পুরুষগণের ইহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। ৪

যে দুঃখ সম্পূর্ণ দেশের উপর আসিয়া থাকে, উহার জন্য কোন এক ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায়, তবে শোক না করিয়া সেই দুঃখ নিবারণের জন্য প্রযত্ন করিতে হয়। ৫

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি বিষয়সমূহে অধিক আসক্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিকে যৌবনান্তে মরণরূপ অপ্রিয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ৬

যে মানুষ সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। অতএব জ্ঞানী পুরুষগণ কখনও শোক করেন না। ৭

বিষয়সকলের উপার্জ্জনে দুঃখ। তাহাদের রক্ষাতেও তোমার সুখ লাভ হয় না। দুঃখেই যারা উহাদিগকে পাওয়া যায়, সুতরাং বিষয়সকল যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে চিন্তা করিবে না। ৮

বৃহস্পতে! তোমার ইহা জানা আবশ্যক যে, জ্ঞেয়রূপে পরমাত্মা হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং মন জ্ঞানেরই গুণ (কার্য্য)। যখন এই মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন বুদ্ধি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৯

যে সময় বুদ্ধি কর্ম্মসংস্কাররহিত হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই সময় ধ্যানযোগসহিত সমাধি দ্বারা ব্রহ্মের উত্তমরূপে জ্ঞান হইয়া যায়। ১০

অন্যথা যেরূপ জলের ধারা পর্ব্বতের শিখর হইতে নির্গত হইয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই গুণবতী বুদ্ধি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণসমূহের দিকে ধাবিত হইয়া যায়। ১১

যদা নির্গুণমাপ্নোতি ধ্যানং মনসি পূর্বজম্
তদা প্রজায়তে ব্রহ্ম নিষ্কম্পং নিষ্কলে যথা ॥ ১২
মনস্ত্বপস্থতঃ পূর্বমিন্দ্রিয়ার্থনিদর্শকম্ ।
ন সমর্থগুণাপেক্ষি নির্গুণস্য নিদর্শকম্ ॥ ১৩
সর্বাপেতানি সংবার্য দ্বারাণি মনসি স্থিতঃ
মনসোঽগ্রতাং কৃত্বা তৎপরঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
যদা মহান্তি ভূতানি নিবর্তন্তে গুণক্ষয়ে ।
তদেন্দ্রিয়াণ্যুপাদায় বুদ্ধির্মনসি বর্ততে ॥ ১৫
যদা মনসি সা বুদ্ধির্বর্ততেঽন্তরচারিণী
ব্যবসায়গুণোপেতা তদা সম্পদ্যতে মনঃ ॥ ১৬
গুণবদ্ভির্গুণোপেতং যদা ধ্যানগুণং মনঃ
তদা সর্বান্ গুণান্ হিত্বা নির্গুণং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৭
অব্যক্তসোহ বিজ্ঞানে নাস্তি তুল্যঃ নিদর্শনম্ ।
যত্র নাস্তি পদন্যাসঃ কস্তং বিষয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
তপসা চানুমানেন গুণৈর্জ্ঞাত্বা শ্রুতেন চ ।
বিনীয়েৎ পরমং ব্রহ্ম বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ১৯
গুণহীনো হি তং মার্গং বহিঃ সমনুবর্ততে
গুণাভাবাৎ প্রকৃত্যা বা নিষ্কর্মা জ্ঞেয়সম্মিতম্ ॥ ২০
নৈর্গুণ্যাদ্ ব্রহ্ম চাপ্নোতি স্বগুণস্থান্নিবর্ততে
গুণপ্রচারিণী বুদ্ধিহ্যুতাশন ইবেন্ধনে ॥ ২১
যথা পঞ্চ বিমুক্তানি ইন্দ্রিয়াণি স্বকর্মভিঃ ।
তথা হি পরমং ব্রহ্ম বিমুক্তং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২২
এবং প্রকৃতিতঃ সর্বে প্রবর্তন্তে শরীরিণঃ ।
নিবর্তন্তে নিবৃত্তৌ চ স্বর্গং চৈবোপযান্তি চ ॥ ২৩
পুরুষঃ প্রকৃতির্বুদ্ধির্বিষয়াশ্চেন্দ্রিয়াণি চ
অহঙ্কারোঽভিমানশ্চ সমূহো ভূতসংজ্ঞকঃ ॥ ২৪

কিন্তু যখন সাধক সকলের আদি কারণ নির্গুণ ব্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা অন্তঃকরণে প্রাপ্ত হন, তখন নিকষ প্রস্তরে যখন পূর্ণচন্দ্র সূর্যের জ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়া থাকে ।১২

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহের প্রদর্শক মন যখন পূর্ব হইতেই বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়, তখন বিষয়রূপ গুণসকলের অপেক্ষাকারী মন নির্গুণ তত্ত্বের দর্শন করাইতে সমর্থ হয় না ।১৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সাধকমাত্রেই মনে অবস্থান করত সেই সবকে হৃদয়ে একত্র করিয়া সাধক উহা হইতেও পরে বিদ্যমান পরমাত্মাকে লাভ করেন । ১৪

যেরূপ গুণসকল ক্ষয় হইয়া যাইলে পর পঞ্চ মহাভূত নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করত হৃদয়ে অবস্থান করে । ১৫

যখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই সময় মন বিশুদ্ধ হইয়া যায় । ১৬

শব্দাদি গুণসমূহে মুক্ত ইন্দ্রিয়গণের সমবায়সম্বন্ধে সেই সব গুণে পরিপূর্ণ মন যখন ধ্যানজনিত গুণসম্পন্ন হয়, তখন সেই সমস্ত গুণ ত্যাগ করত নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।১৭

সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য এসংসারে কোন যোগ্য দৃষ্টান্ত নাই । যাহাকে জানাইবার পক্ষে কোন বাক্য প্রয়োগই সম্ভব হয় না, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি বর্ণনার বিষয় করিতে পারে ? ১৮

এইজন্য তপস্যা, অনুমান, শম-দমাদি গুণসকল, জ্ঞাতিগত ধর্মের পালন এবং শাস্ত্রসকল দ্বারাবেদের দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া ইহাদের সব সাহায্যে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিবে । ১৯

উক্ত তপস্যাদি গুণহীন ব্যক্তি বাহিরে থাকিয়াই বাহ্য পথের অনুসরণ করে । সেই জ্ঞেয়রূপ পরমাত্মা গুণসকলের অতীত হওয়ায় স্বভাবতই তর্কের বিষয়ীভূত নহেন । ২০

যেরূপ অগ্নি শুষ্ককাষ্ঠে বেশীক্ষণ করে, সেইরূপ বুদ্ধিও শব্দ, স্পর্শাদি গুণসমূহের মধ্যে বিচরণ করে । যখন এই বুদ্ধি গুণসকলের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তখন নির্গুণ হইয়া যাওয়ায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং যতক্ষণ গুণসমূহে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ গুণসকলের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্রহ্মকে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করে । ২১

যেরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্যরূপ রূপাদি গুণসমূহ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ পরমব্রহ্ম পরমাত্মাও প্রকৃতি হইতে সর্বতোভাবে ভিন্নরূপে অবস্থিত । ২২

এইভাবে সমস্ত প্রাণী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং যথাসময়ে তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই লয় অথবা মৃত্যুর পর তাহারা পুণ্য ও পাপের ফলস্বরূপ স্বর্গ এবং নরকে গমন করে । ২৩

এতস্মাদ্ধা প্রবৃত্তিস্তু প্রধানাৎ সম্প্রবর্ত্ততে
দ্বিতীয়া মিথুনব্যক্তিমবিশেষাদ্বিসর্জ্জতি ॥ ২৫
ধর্ম্মাদুৎকৃষ্যতে শ্রেয়স্তথাশ্রেয়োঽপ্যধর্ম্মতঃ।
রাগবান্ প্রকৃতিঃ হ্যেষা বিরক্তো জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি মনুবৃহস্পতিসংবাদে
পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৫

পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, কলাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), অহঙ্কার, মন ও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম্—এই পঞ্চ মহাভূত—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমূহই প্রাণী নামে কথিত হয়। ২৪

বুদ্ধি প্রকৃতি তত্ত্বসমূহের সৃষ্টি প্রকৃতি হইতেই হইয়াছে। তদনন্তর দ্বিতীয় বার সাধারণতঃ মৈথুন-ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যাদির বিভিন্নাকারে অভিব্যক্তি হইতে থাকে। ২৫

ধর্ম্মকার্য্য করিলে শ্রেয়োবৃদ্ধি হয় এবং অধর্ম্ম করিলে মানুষের অকল্যাণ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত মানুষ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় বিরক্ত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে মনু ও বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণম্, মনু-বৃহস্পতিসংবাদস্য সমাপ্তিশ্চ

মনুরুবাচ।

যদা হ্যৈঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চ যুক্তানি মনসা সহ
অথ তদ্ ব্রহ্মযতে ব্রহ্ম মণৌ সূত্রমিবাপিতম্ ॥ ১
তদেব চ যথা সূত্রং সুবর্ণে বর্ত্ততে পুনঃ।
মুক্তাস্বথ প্রবালেষু মৃন্ময়ে রাজতে তথা ॥ ২
তদ্বদ্ গোঽশ্ব-মনুষ্যেষু তদ্বদ্ধস্তিমৃগাদিষু।
তদ্বৎ কীটপতঙ্গেষু প্রসক্তাত্মা স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৩
যেন যেন শরীরেণ যদ্যৎ কর্ম্ম করোত্যয়ম্।
তেন তেন শরীরেণ তৎতৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥ ৪
যথা হ্যেকরসা ভূমির্বীজার্থাস্তুল্যকারিণী।
তথা কর্ম্মানুগা বুদ্ধির্নানারূপানুদর্শিনী ॥ ৫
জ্ঞানপূর্ব্বা ভবেচ্চেষ্টা লিপ্সাপূর্ব্বাভিসন্ধিতা।
অভিসন্ধিপূর্ব্বকং কর্ম্ম কর্ম্মমূলং ততঃ ফলম্ ॥ ৬
ফলং কর্ম্মাত্মকং বিদ্যাৎ কর্ম্ম ক্ষেত্রাত্মকং তথা।
ক্ষেত্রং জ্ঞানাত্মকং বিদ্যাজ্ জ্ঞানং সদসদাত্মকম্ ॥৭

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণ মনু-বৃহস্পতিসংবাদ সমাপ্তি।]

মনু বলিলেন,—বৃহস্পতে! যে সময় মানুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের সহিত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিতে পারে, সেই সময় উক্ত মানুষ মণিমধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন। ১

যেরূপ সেই সূত্র স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল ও মৃত্তিকার গুটীর মধ্যেও ওতপ্রোত হইয়া শোভিত হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ ও কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত শরীরেই ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজিত আছেন। বিষয়াসক্ত জীবাত্মা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করে। ৩

এই মনুষ্য যে যে শরীরের দ্বারা যে যে কর্ম্ম করে, সেই সেই শরীরেই তৎ তৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ৪

যেরূপ ভূমিতে একই রস থাকিলেও উহাতে যে প্রকার বীজ বপন করা হয়, তাহারই অনুসারে উহা সেই বীজমধ্যে রস উৎপন্ন করে, সেইরূপ অন্তরাত্মা হইতেই প্রকাশিত বুদ্ধি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই এক শরীর হইতে অন্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫

মানুষের প্রথমে বিষয়ের জ্ঞান হয়, পরে তাহার মনে উহা লাভ করিবার বাসনা জাগে। তাহার পর 'আমি এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিব' এতাদৃশ নিশ্চয় ও প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। অনন্তর কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং উহার ফল লাভও হইয়া থাকে। ৬

এইরূপ ফলকে কর্ম্মেরই স্বরূপ বলিয়া জানিও, কর্ম্মকে ক্ষেত্ররূপে (জ্ঞানযোগ্য পদার্থরূপে) মনে করিও, ক্ষেত্রকে জ্ঞানরূপে জানিও এবং জ্ঞানকে কার্য্য ও কারণরূপে অবগত হও। ৭

জ্ঞানানাঞ্চ ফলানাঞ্চ জ্ঞেয়ানাং কর্মণাং তথা।
ক্ষয়ান্তে যৎ ফলং বিদ্যাজ্জ্ঞানং জ্ঞেয়প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮
মহদ্ধি পরমং ভূতং যৎ প্রপশ্যন্তি যোগিনঃ।
অবুধ্যন্তঃ ন পশ্যন্তি হ্যাত্মস্থং গুণবুদ্ধয়ঃ ॥ ৯
পৃথিবীরূপতো রূপমপামপি মহত্তরম্।
অগ্ন্যো মহত্তরং তেজস্তেজসঃ পবনো মহান্ ॥ ১০
পবনাচ্চ মহদ্ ব্যোম তস্মাৎ পরতরং মনঃ।
মনসো মহতী বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ কালো মহান্ স্মৃতঃ ॥ ১১
কালাৎ স ভগবান্ বিষ্ণুর্যস্য সর্বমিদং জগৎ।
নাদির্ন মধ্যং নৈবান্তস্তস্য দেবস্য বিদ্যতে ॥ ১২
অনাদিত্বাদমধ্যত্বাদনন্তত্বাচ্চ সোঽব্যয়ঃ।
অতোঽতি সর্বদুঃখানি দুঃখং হ্যাত্মেত্যুচ্যতে ॥ ১৩
তদ্ ব্রহ্ম পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমং পদম্।
তদ্ গত্বা কালবিষয়াদ্ বিমুক্তা মোক্ষমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪

গুণেষ্বেতে প্রকাশন্তে নির্গুণত্বাৎ ততঃ পরম্।
নিবৃত্তিলক্ষণো ধর্মস্তস্যাধিগমায় কল্পতে ॥ ১৫
অতো মজ্জুংষি সামানি শরীরাণি যথাশ্রিতাঃ।
জিহ্বাগ্রেষু প্রবর্তন্তে বহুসাধ্যা বিনাশিনঃ ॥ ১৬
ন চৈবমিহ তে ব্রহ্ম শরীরাশ্রয়সম্ভবম্।
ন বহুসাধ্যং তদ্ ব্রহ্ম নাদিমধ্যং ন চান্তবৎ ॥ ১৭
ঋচামাদিস্তথা সাম্নাং যজুষামাদিরুচ্যতে।
অন্তশ্চাদিমতাং দৃষ্টো ন ত্বাদির্ন্তস্য স্মৃতঃ ॥ ১৮
অনাদিত্বাদনন্তত্বাৎ তদনন্তমথাব্যয়ম্।
অব্যয়ত্বাচ্চ নির্দুঃখং দুঃখাভাবতস্ততঃ পরম্ ॥ ১৯
অদৃষ্টতোঽনুপায়াচ্চ প্রতিসঙ্কেচ্য কর্মণঃ
ন তেন মর্ত্যাঃ পশ্যন্তি যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ২০
বিষয়েষু চ সংসর্গাচ্ছাশ্বতত্ত্ব চ দর্শনাৎ।
মনসা চানুদাকাঙ্ক্ষন পরং ন প্রতিপদ্যতে ॥ ২১

জ্ঞান, ফল, জ্ঞেয় ও কর্ম এ সমস্ত ক্ষয় হইয়া যাইলে পর যাহা প্রাপ্তব্য ফলরূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই তুমি জ্ঞেয়বাক্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া বুঝিও ॥ ৮,

এই পরম মহৎ তত্ত্বকে যোগিগণই প্রত্যক্ষ করেন। বিষয় সমূহে আসক্ত অজ্ঞান মানুষ নিজের মধ্যেই বিদ্যমান সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না ॥ ৯

এই জগতে পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা জলেরই পরিমাণ অতিশয় বৃহৎ। জল হইতে তেজের পরিমাণ বিশাল এইরূপ তেজ হইতে বায়ু মহান্, বায়ু হইতে আকাশ মহান্, আকাশ হইতে মন পরতর অর্থাৎ সূক্ষ্ম, শ্রেষ্ঠ ও মহান্ মন হইতে বুদ্ধি মহান্, বুদ্ধি হইতে কাল অর্থাৎ প্রকৃতি মহান্ এবং কাল হইতে ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত, সূক্ষ্ম, শ্রেষ্ঠ ও মহান্। এই সমস্ত জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি। এই ভগবান্ বিষ্ণুর আদিও নাই, মধ্যও নাই এবং অন্তও নাই ॥ ১০-১২

ইনি আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত বলিয়াই অবিনাশী, অতএব সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম করিয়া বিরাজিত আছেন; কারণ, বিনাশশীল বস্তুই দুঃখরূপী বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৩

অবিনাশী বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। তিনিই পরমধাম পরমপদ। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পরই জীব কালের রাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষধামে অবস্থান করেন ॥ ১৪

এই সব জীব গুণসকলে অর্থাৎ গুণসকলের কার্যরূপ শরীরাদিতে সমস্বরূপে থাকে থাকে, পরমাত্মা নির্গুণ বলিয়া উহা হইতেও অত্যন্ত পরে বিরাজমান আছেন। যাহা নিবৃত্তি রূপ ধর্ম (নিষ্কাম কর্ম), উহাই অক্ষয় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্তি করাইতে সমর্থ ॥ ১৫

ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ এ সমস্ত অধ্যয়নকালে শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং জিহ্বার অগ্রভাগে প্রকটিত হয়, সেইজন্য উহা বহুসাধ্য ও বিনাশশীল অর্থাৎ ইহাদের লোপ হওয়া স্বাভাবিক ॥ ১৬

কিন্তু পরমব্রহ্ম পরমাত্মা এইরূপ শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকটিত হইলেও বেদাধ্যয়নের ন্যায় বহুসাধ্য নহে; কারণ, তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই ॥ ১৭

ইনিই ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের আদি বলিয়া কথিত হন যাহাদের কোন আদি থাকে, সেই সব পদার্থের অন্তও দেখা যায়। ব্রহ্মের কোন আদি নির্দিষ্ট হয় নাই ॥ ১৮

তিনি অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অক্ষয় এবং অবিনাশী। অবিনাশী বলিয়াই দুঃখহীন তাঁহার মধ্যে হর্ষ ও শোকাদি দ্বন্দ্বকলেরও অভাব আছে, অতএব ইনিই সর্বাপেক্ষা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাধনহীনতা ও কর্মফলবিষয়ক আসক্তিবশতঃ যাহার দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়, সকল মানুষ সেই পথ দেখিতে পায় না ॥ ২০

মনুষ্যগণের বিষয়সমূহে আসক্তি আছে; কারণ, বিষয়-সুখ

গুণান্ যদিহ পশ্যন্তি তদিচ্ছন্ত্যাপ্নুবন্তি চ।
পরং নৈবাত্মিকাঞ্চন্তি নির্গুণত্বাদ্ গুণাধিনঃ ॥ ১২
গুণৈর্বন্ধবরৈর্যুক্তঃ কথং বিদ্যাৎ পরান্ গুণান্
অনুমানাদ্ধি গন্তব্যাঃ গুণৈরবরবৈঃ পরম্ ১৩
সূক্ষ্মেণ মনসা বিদ্বান্ বাচা বক্তুং ন শক্যতে
মনো হি মনসা গ্রাহ্যং দর্শনেন চ দর্শনম্ ॥১৪
জ্ঞানেন নির্মলীকৃত্য বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা মনস্তথা
মনসা চেন্দ্রিয়গ্রামমক্ষরং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৫
বুদ্ধিপ্রবীণো মনসা সমুদ্ধো
নিরাশীঃ নির্গুণমুপৈতি।
পরং ত্যক্তস্ত্রীব বিলোড্যমানা
হুতাশনং বায়ুরিবেরয়ন্তম্ ॥ ১৬
গুণাদানে বিপ্রয়োগে চ তেষাং
মনঃ সদা বুদ্ধিপরাবরাজ্ঞাম্।
অনেনৈব বিধিনা সম্প্রযুক্তো
গুণাপায়ে ব্রহ্ম শরীরমেতি ॥ ১৭
অব্যক্তাত্মা পুরুষো ব্যক্তকর্মা
সোঽব্যক্তত্বং গচ্ছতি ধ্বস্তকালে।
তৈরেবায়ঃ চেন্দ্রিয়োর্বর্ধমানো
প্রাণেন্দ্রিয়ৈর্বাঽবর্ততেঽকামরূপঃ ॥১৮
সর্বৈরয়ঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সম্প্রযুক্তো
দেহং প্রাপ্তঃ পঞ্চভূতাশ্রয়ঃ স্যাৎ।
নাসামর্থ্যাদ্ গচ্ছতি কর্মণেহ
হীনস্তেন পরমেণাত্মনেন ॥ ১৯
পৃথ্যাং নরঃ পশ্যতি নাস্তনস্যা
ন্যস্পৃশ্চাস্যা গুবিতা চেতি বিদ্ধি
পরং নস্তস্ত্রীব বিলোড্যমানং
যথা প্লবং বায়ুরিবার্ণবস্থম্ ॥ ২০

সর্বদা বিদ্যমান থাকে, এরূপ তাহাদের ধারণা এবং তাহারা নিজেদের মনে মনে সাংসারিক পদার্থসকলকে লাভ করিবার বাসনা করে, সেইজন্য তাহাদের পরমব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না ॥ ১১

সংসারী মানুষ এই সংসারে যে যে বিষয় সকল দেখিতে পায়, সেই সব বিষয়ই লাভ করিবার বাসনা করে সর্বদোষ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করিবার ইচ্ছা তাহাদের মনে থাকে না; কারণ, তাহারা গুণার্থী (বিষয়াভিলাষী), কিন্তু পরমাত্মা হইলেন নির্গুণ (গুণাতীত) ॥ ১০

যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বিষয়সমূহে আসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি পরম দিব্য গুণসকলকে কি করিয়া জানিতে পারিবে? যেরূপ ধূমের দ্বারা অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ নিত্যাদি স্বরূপভূত দিব্য গুণসকলের দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মার দিব্য দর্শন হইতে পারে ॥১৩

আমরা বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম মনে পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু বাক্যের দ্বারা তাঁহার বর্ণনা করিতে পারি না; কারণ, মনের দ্বারাই মানসিক বিষয়ের গ্রহণ হইতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুকে জানা যায় ॥ ১৪

সেইজন্য জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে, বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্মল ও শুদ্ধ করত অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় ॥ ১৫

বুদ্ধিতে প্রবীণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং মানসিক বলশালী পুরুষ সমস্ত ইচ্ছার অতীত নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেরূপ বায়ু তাড়িতাঘাতে মৃত অগ্নিকে প্রজ্বলিত না করিয়াই পরিত্যাগ করে, সেইরূপ কামনাসমূহে ব্যাকুল পুরুষগণও নিজের দেহস্থিত পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার বা পাইবার চেষ্টা করে না ॥ ১৬

যখন সাধক সাধনরূপ গুণসমূহ ধারণ করেন এবং সাংসারিক পদার্থসমূহ হইতে নিজের মনকে অপসারিত করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার মন বুদ্ধিসহ নিকটে তাড়াতাড়ি হইয়া নিরন্তর নির্মল থাকে। এইভাবে সাধনে নিরত সাধক যখন গুণসকলের অতীত হইয়া যান, তখন ব্রহ্মের স্বরূপের সাক্ষাৎকার করেন ॥ ১৭

পুরুষের আত্মা (বাস্তবিক স্বরূপ) অব্যক্ত এবং তাঁহার কর্ম শরীররূপে থাকে। অতএব সে বিনাশকালে অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কামনাসমূহে তাদৃশ রূপবান্ সেই জীব বর্ধিত বিষয়ে প্রবল ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আসিয়া থাকে অর্থাৎ পুনরায় শরীর ধারণ করে ॥ ১৮

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণে সংযুক্ত হইয়া এই দেহধারী জীব পঞ্চভূতস্বরূপ শরীরের আশ্রিত হইয়া যায়। জ্ঞান ও উপাদানাদির শক্তি যাহাতে সে কেবল কর্মসমূহের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব সে সেই অবিনাশী পরমেশ্বর হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় ॥১৯

এই পৃথিবীবাসী মনুষ্য যদিও এই পৃথিবীর বিনাশ দেখিতে পায় না, তথাপি কোনদিন না কোনদিন ইহার অবশ্যই বিনাশ

দিবাকরো গুণমুপলভ্য নির্গুণো
যথা ভবেদপগতরশ্মিমণ্ডলঃ
তথা হ্যসৌ মুনিরিহ নির্বিশেষবান্
স নির্গুণঃ প্রবিশতি ব্রহ্ম চাব্যয়ম্
অনাগতঃ সুকৃতবতাং পরাং গতিং
স্বয়ম্ভুবং প্রভবনিধানমব্যয়ম্
সনাতনং যদমৃতমব্যয়ং ধ্রুবং
নিচায্য তৎ পরমমৃতত্বমশ্নুতে ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মনুবৃহস্পতিসংবাদে
ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৬

হইবে তুমি ইহা জানিও। যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গসমূহের আঘাতে উপরে নীচে উত্থাপিতাবরোপিত নৌকাকে প্রবাহের অনুকূলে প্রবাহিত বায়ু তীরে যাইয়া সংযুক্ত করে, সেইরূপ সংসার-সমুদ্রে তাসমান মনুষ্যকে অনুকূল সাত্ত্বাবরণ সংসার-সাগর হইতে পার করিয়া দেয় ॥ ৩০

সম্পূর্ণ জগতের প্রকাশক সূর্য প্রকাশরূপী গুণকে প্রাপ্ত হইলেও অস্তাচলে গমন করিবার সময় নিজের কিরণসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া যেরূপ নির্গুণ হইয়া যান, সেইরূপ জ্ঞেয়ভাববর্জিত মুনি এ জগতে অবিনাশী নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন ॥ ৩১

যিনি কোথা হইতেও আসিয়াছেন, এরূপ নহেন, নিত্য বিদ্যমান, পুণ্যবান্‌গণের পরম গতি, স্বয়ম্ভু (অজন্মা), সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান, অবিনাশী, সনাতন, অমৃত, অবিকারী ও অচল, সেই পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মনু ও বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণতঃ সম্পূর্ণ-জগত উৎপত্তেস্তদ্বিষয়ক বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্।
কর্তারমকৃতং বিষ্ণুং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥
নারায়ণং হৃষীকেশং গোবিন্দমপরাজিতম্।
তত্ত্বেন ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামি কেশবম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রুতোঽয়মর্থো রামস্য জামদগ্ন্যস্য ধীমতঃ।
নারদস্য চ দেবর্ষেঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ৩
অসিতস্য দেবলস্যাথ বাল্মীকেশ্চ মহাত্মনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যদ্ভুতং মহৎ ॥ ৪
কেশবো ভরতশ্রেষ্ঠ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ
পুরুষঃ সর্বমিত্যেব জগতে বহুধা বিভুঃ ॥ ৫
কিং তু যানি বিদুর্লোকে ব্রাহ্মণাঃ শার্ঙ্গধন্বনি।
মহাত্ম্যানি মহাবাহো শৃণু তানি যুধিষ্ঠির ॥ ৬

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি এবং তাঁহার মহিমা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিমা হইতে কখনও চ্যুত হন না, সকলের কর্তা, অকৃত (নিত্য সিদ্ধ), সর্বব্যাপী এবং সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। তিনি কখনও কাহারও দ্বারা পরাজিত হন না। ইনিই নারায়ণ, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব—এই সব নামে বিখ্যাত। আমি ইহার স্বরূপের তাত্ত্বিক বর্ণনা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আমি এই বিষয়ের বর্ণনা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥৩

তাত! অসিত, দেবল, মহাতপস্বী বাল্মীকি এবং মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও এই ভগবান্ গোবিন্দ বিষয়ে অতিশয় অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর ও প্রভু। শ্রুতিতে 'পুরুষ এবেদং সর্বং' পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণই) সব কিছু—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের মহিমা নানাভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে ॥ ৫

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! জগতে ব্রাহ্মণগণ শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য জানেন, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬

যানি চান্যানি ভূতেন্দ্র যে পুরাণবিদো জনাঃ।
কর্মাণি হরের গোবিন্দে কীর্তয়িষ্যন্তি তান্যহম্ ॥ ৭
মহাভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
বায়ুর্জ্যোতিস্তথা চাপঃ খঞ্চ গাং চাসৃজদ্বিভুঃ ॥ ৮
স সৃষ্ট্বা পৃথিবীং চৈব সর্বভূতেশ্বরঃ প্রভুঃ।
অপ এবাথ ভবনং চক্রে মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯
সর্বভূতময়স্তস্মিন্ শয়ানঃ পুরুষোত্তমঃ।
সোঽসৃজৎ সর্বভূতানাং সম্ভবৈশ্চাপি তৎপ্রভুঃ ॥ ১০
আত্মানং সর্বভূতানাং মনসেতীহ শুশ্রুম।
স ধারয়তি ভূতানি উতে ভূত-ভবিষ্যতী ॥ ১১
ততস্তস্মিন্ মহাবাহৌ প্রাদুর্ভূতে মহাত্মনি।
ভাস্করপ্রতিমং দিব্যং নাভ্যাঃ পদ্মমজায়ত ॥ ১২
স তত্র ভগবান্ দেবঃ পুষ্করে ভ্রাজয়ন্ দিশঃ।
ব্রহ্মা সমভবৎ তাত সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ১৩
তস্মিন্নপি মহাবাহৌ প্রাদুর্ভূতে মহাত্মনি।

তমসা পূর্বজো জজ্ঞে মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ১৪
তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রঃ কর্ম সমাস্থিতম্
ব্রহ্মণোপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫
তস্মা তাত যতাৎ সর্বে দেব-দানব-মানবাঃ
মধুসূদনমিত্যাহুর্যতঃ সর্বসাত্বতাম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মানুসসৃজে পুত্রান্ মানসান্ ব্রহ্মসম্মিতান্।
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ॥ ১৭
মরীচিঃ কশ্যপং তাত পুত্রমগ্রজমগ্রজঃ।
মানসং জনয়ামাস ত্রৈভুবং ব্রহ্মবিত্তমম্ ॥ ১৮
অঙ্গুষ্ঠাৎ সসৃজে ব্রহ্মা মরীচেরপি পূর্বজম্
সোঽভবদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১৯
তস্য পূর্বজায়স্তু দশ ত্রিংশচ্চ ভারত।
প্রজাপতের্দুহিতরস্তাসাং জ্যেষ্ঠাভবদ্ ধিতিঃ ॥ ২
সর্বধর্মবিশেষজ্ঞঃ পুণ্যকীর্তির্মহাযশাঃ
মারীচঃ কশ্যপস্তাত সর্বাসামভবৎ পতিঃ ॥ ২১

যন্ত্রেন্দ্র ! পুরাণজ্ঞ পুরুষগণ গোবিন্দের যে যে লীলাসমূহ ও যে চরিত্রসকল বর্ণনা করেন, সেই সবই আমি এস্থলে বর্ণনা করিব। ৭

সমস্ত ভূতগণের আত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূতকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮

সর্বভূতেশ্বর, প্রভু, মহাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মনের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রাণিগণের অগ্রজ ও আত্মা সত্ত্বর্ষণকে উৎপন্ন করিয়াছেন —ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৯-১০½

সেই সত্ত্বর্ষণই সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করেন এবং তিনিই ভূত ও ভবিষ্যতেরও আধার। সেই মহাবাহু মহাত্মা সত্ত্বর্ষণের প্রাদুর্ভাব হইবার পর শ্রীহরির নাভি হইতে সূর্যতুল্য প্রকাশমান এক দিব্য কমল আবির্ভূত হয়। ১১-১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই কমল হইতেই দিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতে করিতে সমস্ত প্রাণিগণের পিতামহ দেবস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ১৩

সেই মহাবাহু মহাত্মা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইলে পর সেখানে তমোগুণ হইতে মধু নামক এক মহাসুর জন্ম লাভ করে। এই মধুই সমস্ত অসুরগণের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১৪

তাহার অভিসন্ধি স্বভাব উগ্র ছিল। সে সর্বদাই ভয়ানক কর্ম করিত। ভয়ঙ্কর কর্ম করিবার নিমিত্ত তখন উপস্থিত সেই অসুরকে পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার হিত করিবার জন্য বিনাশ করিলেন। ১৫

তাত ! সেই মধুকে বধের পর হইতেই সমস্ত দেবতা, দানব ও মনুষ্যগণ এই সর্ব সাত্বতনিবাসী শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন। ১৬

ব্রহ্মা সপ্ত মানস পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দক্ষ প্রজাপতি সপ্তম ছিলেন (ব্রহ্মা মনের সঙ্কল্পের দ্বারাই এই সব পুত্রগণকে উৎপাদন করিয়াছেন।) অবশিষ্ট ছয় পুত্রের নাম হইল —মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। ১৭

তাত ! বৎস ! এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম ছিলেন মরীচি। ইনি নিজের মনেই দ্বারা ব্রহ্মজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কশ্যপ নামক এক তেজস্বী ও উত্তম পুত্র জন্মদান করেন। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মা বাম অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি হইতে দক্ষ নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। ইনি মরীচিরও পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রজাপতির পদে দক্ষই প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯

হে ভারত ! প্রজাপতি দক্ষের প্রথমে ত্রয়োত্রিংশটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দিতিই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ২০

তাত ! সমস্ত ধর্মে বিশেষজ্ঞ, পুণ্যকীর্তি, মহাযশস্বী মরীচিনন্দন কশ্যপ সেই সব কন্যার পতি হইয়াছিলেন। ২১

উৎপাদ্য তু মহাভাগস্তাসাময়জা দশ।
দক্ষো ধর্ম্মায় ধর্ম্মজ্ঞো দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ॥ ২২
ধর্ম্মস্য বসবঃ পুত্রা রুদ্রাশ্চামিততেজসঃ।
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ মরুদ্বন্তশ্চ ভারত ॥ ২৩
অপরাশ্চ যশীয়স্যস্তাভ্যোঽন্যাঃ সপ্তবিংশতিঃ।
সোমস্তাসাং মহাভাগঃ সর্বাসামভবৎ পতিঃ ॥ ২৪
ইতরাস্তু ব্যজায়ন্ত সত্ত্বাংস্তরগান্ দ্বিজান্।
গাশ্চ কিম্পুরুষান্নৎস্যানুদ্ভিজ্জাংশ্চ বনস্পতীন্ ॥ ২৫
আদিত্যানদিতির্জজ্ঞে দেবশ্রেষ্ঠান্ মহাবলান্।
তেষাং বিষ্ণুর্বামনোঽভূদ্ গোবিন্দশ্চাভবৎ প্রভুঃ ॥ ২৬
তস্য বিক্রমণাচ্চাপি দেবানাং শ্রীর্ব্যবর্ধত।
দানবাংশ্চ পরাভূতা দৈতেয়ী চাসুরী প্রজা ॥ ২৭
বিপ্রচিত্তিপ্রধানাংশ্চ দানবানসৃজদ্ ভুবঃ।
দিতিস্তু সর্বানসুরান্ মহাসত্ত্বানজীজনৎ ॥ ২৮

অহোরাত্রঞ্চ কালঞ্চ ঋতূঁশ্চ মধুসূদনঃ।
পূর্ব্বাহ্ণং চাপরাহ্ণঞ্চ সর্বমেবানুকল্পয়ৎ ॥ ২৯
প্রধ্যায় সোঽসৃজন্মেধাংস্তথা স্থাবরজঙ্গমান্।
পৃথিবীং সোঽসৃজদ্ বিদ্বাং সহিতাং ভূরিতেজসা ॥ ৩০
ততঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩১
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্যানামূরুতঃ শতম্
পদ্ভ্যাং শূদ্রশতং চৈব কেশবো ভরতর্ষভ ॥ ৩২
স এবং চতুরো বর্ণান্ সমুৎপাদ্য মহাতপাঃ।
অধ্যক্ষং সর্বভূতানাং ধাতারমকরোৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৩
বেদবিদ্যাবিধাতারং ব্রহ্মাণমমিতদ্যুতিম্।
ভূত-মাতৃগণাধ্যক্ষং বিরূপাক্ষঞ্চ সোঽসৃজৎ ॥ ৩৪
শাসিতারঞ্চ পাপানাং পিতৃণাং সমবর্তিনম্
অসৃজৎ সর্বভূতাত্মা নিধিপঞ্চ ধনেশ্বরম্ ॥ ৩৫

তদনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ প্রজাপতি দক্ষ আরও দশটি কন্যা উৎপাদন করেন। ইঁহারা সকলে পূর্ব্বোক্ত দিতি প্রভৃতি দশ কন্যা হইতে কনিষ্ঠা ছিলেন। দক্ষ ধর্ম্মের সহিত ইঁহাদের সকলের বিবাহ দিয়াছিলেন ॥ ২২

ভরতনন্দন! ধর্ম্মের বসু, অমিততেজস্বী রুদ্র, বিশ্বেদেব, সাধ্য ও মরুদ্গণ—এই সব বহু পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ২৩

তাহার পর দক্ষের আরও অন্য সপ্তবিংশতি (২৭) কন্যা হয়। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত কন্যাগণ হইতে কনিষ্ঠা ছিলেন। মহাভাগ সোম ইঁহাদের সকলে পতি হন। ইঁহাদেরও অতিরিক্ত দক্ষের বহু কন্যা ছিলেন, যাঁহারা গন্ধর্ব্ব, অশ্ব, পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ, মৎস্য, উদ্ভিজ্জ ও বনস্পতিদিগকে জন্মদান করিয়াছেন ॥ ২৪-২৫

অদিতি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল আদিত্যদিগকে উৎপন্ন করেন। সেই আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ গোবিন্দও বামনরূপে আবির্ভূত হন ॥ ২৬

তাঁহার বিক্রমে অর্থাৎ তিনি বিরাট্ রূপধারণ করত তিন পদক্ষেপে ত্রিলোককে ব্যাপ্ত করায় দেবতাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। দানবগণ পরাজিত হইয়াছিল এবং দৈত্য ও অসুরদের প্রজাগণেরও পরাভবপ্রাপ্তি হইয়াছিল ॥ ২৭

যে দানবগণকে জন্মদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবেরাই প্রধান ছিলেন। দিতি মহাশক্তিশালী সমস্ত অসুরগণের জননী ॥ ২৮

এই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণই দিবারাত্রি, ঋতু অহঃসারে কাল, পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণাদি সমস্ত কালবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ ২৯

ইনিই নিজের মনের সঙ্কল্পের দ্বারা মেধ, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী এবং সমস্ত পদার্থসমূহের সহিত অতিশয় তেজস্বিনী সম্পূর্ণা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩০

যুধিষ্ঠির! তদনন্তর মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ শত শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে মুখ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কেশব শত শত ক্ষত্রিয়কে নিজের দুই বাহু হইতে, শত শত বৈশ্যকে নিজের জঙ্ঘা হইতে এবং শত শত শূদ্রকে নিজের দুই পদ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৩২

এই প্রকার সেই মহাতপস্বী শ্রীহরি ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার বর্ণ সৃজন করত স্বয়ংই বিধাতাকে সমস্ত ভূতগণকে অধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩৩

ইনিই বেদবিদ্যাবিধানকারী অমিত তেজস্বী ব্রহ্মা হন। শ্রীহরি ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ (রুদ্র)-কেও সৃজন করিয়াছেন ॥ ৩৪

সমস্ত ভূতগণের আত্মা শ্রীহরি পাপীদিগের দণ্ডদাতা এবং পিতৃগণের সন্নিকটবর্তী যমরাজ ও সম্পূর্ণ নিধিসকলের পালক ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে উৎপন্ন করেন ॥ ৩৫

যাদসামপ্যশেষাণাং বরুণঞ্চ জলেশ্বরম্
বাসবং সর্বদেবানামধ্যক্ষমকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৩৬
যাবদ্‌যাবদ্‌ভূভুজ্জো দেহং ধারয়িতুং নৃণাম্।
তাবৎ তাবদ্‌ভবীর্যাস্তে নাসীদ্ ব্যসনজং ভয়ম্ ॥ ৩৭
ন চৈষাং মৈথুনো ধর্মো বভূব ভরতর্ষভ।
সঙ্কল্পাদেব চৈতেষামপত্যমুপপদ্যতে ॥ ৩৮
ততস্ত্রেতাযুগে কালে সংস্পর্শাজ্জায়তে প্রজা
ন ত্বভূন্মৈথুনো ধর্মস্তেষামপি জনাধিপ ॥ ৩৯
দ্বাপরে মৈথুনো ধর্মঃ প্রজানামভবন্নৃপ।
তথা কলিযুগে রাজন্ ব্যবস্যন্তেদৃশে জনাঃ ॥ ৪০
এষ ভূতপতিস্তাত স্বয়ম্ভুশ্চ তথোচ্যতে।
নিরপেক্ষাংশ্চ কৌন্তেয় কীর্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৪১
দক্ষিণাপথজস্থানঃ সর্বে নরবরাত্মজাঃ
গুহাঃ পুলিন্দাঃ শবরাশ্চুচুকা মদ্রকৈঃ সহ ॥ ৪২

এইরূপ তিনি জলজন্তুগণের অধিপতি জলেশ্বর বরুণকে সৃষ্টি করিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে সমস্ত দেবতাদিগের অধ্যক্ষ করিলেন। ৩৬

পূর্বে মনুষ্যগণের যতদিন পর্যন্ত শরীর ধারণ করিবার ইচ্ছা হইত, ততদিন তাঁহারা শরীর ধারণ করত জীবিত থাকিতেন। তাঁহাদের মরণান্তের কোন ভয় ছিল না ॥ ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্বে সকল লোকের মধ্যে মৈথুনধর্মে প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহাদের সকলের মানসিক সঙ্কল্পমাত্রেই সন্তান উৎপাদন হইত ॥ ৩৮

তদনন্তর ত্রেতা যুগ আরম্ভ হইলে পর স্পর্শ করিবামাত্র সন্তান উৎপন্ন হইতে লাগিল। নরনাথ! সেই সময়েও লোকসকলের মধ্যে মৈথুন ধর্মের প্রচার হয় নাই ॥ ৩৯

হে নৃপ! দ্বাপরযুগে প্রজাগণের মনে মৈথুনধর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজন্! এইভাবে কলিযুগেও সকল মানুষ মৈথুন-ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪০

তাত কুরুনন্দন! এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভূতনাথ এবং সকলের অধ্যক্ষ বলিয়া কথিত হন। এখন আমি যাহারা নরক-দর্শনকারী, তাহাদের বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪১

নরশ্রেষ্ঠ! দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণকারী আন্ধ্র, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রকগণ সকলেই ক্লেচ্ছ এবং নিরয়দর্শনকারী ॥৪২

উত্তরাপথজস্থানঃ কীর্তয়িষ্যামি তানপি
যৌন-কাম্বোজ-গান্ধারাঃ কিরাতা বর্বরৈঃ সহ ॥ ৪৩
এতে পাপকৃতস্তাত চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
শ্বপাক-বল-গৃধ্রাণাং সমমাংসা নরাধিপ ॥ ৪৪
নৈতে কৃতযুগে তাত চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
ত্রেতাপ্রভৃতি বর্তন্তে তে জনা ভরতর্ষভ ॥ ৪৫
ততস্তস্মিন্ মহাঘোরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
রাজ্ঞাং সমসজ্জন্ত সমাসাদ্যেতরেতরম্ ॥ ৪৬
এবমেষ কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভূতো মহাত্মনা।
(তপঃস্বরূপো মহাদেবঃ কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ।
তস্য প্রসাদাদ্ দুঃখস্য নাশং প্রাপ্স্যসি মানদ ॥
এক: কর্তা স কৃষ্ণশ্চ জ্ঞানিনাং পরমা গতিঃ।
ইদমাশ্রিত্য দেবেন্দ্রো দেবা রুদ্রাস্তথাশ্বিনৌ ॥
স্বে স্বে পদে বিধিশিরে মুক্তিমুক্তিবিদো জনাঃ ॥

তাত! এখন উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণকারী ক্লেচ্ছগণের বর্ণনা করিব: যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্বর—ইহারা সকলেই পাপাচারী হইয়া এই সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩

নরনাথ! ইহারা সকলে চাণ্ডাল, কাক ও শকুনির ন্যায় আচার-বিচারপরায়ণ। ইহারা সত্যযুগে এই ভূতলে বিচরণ করে না ॥ ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ত্রেতা হইতে এই সব মানুষ বর্তিত হইতে থাকে। তদনন্তর ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের মহাঘোর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে পর তাহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকিয়া যুদ্ধে আসক্ত হইয়াছিল ॥৪৫-৪৬

(মানদ নরেশ! মহাদেব ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তপঃস্বরূপ। তাঁহারই কৃপায় তোমার সমস্ত দুঃখ নাশপ্রাপ্ত হইবে। একমাত্র জগৎস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিগণের পরমগতি।

তপঃস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত দেবরাজ ইন্দ্র, অন্যান্য দেবতা, রুদ্রগণ, দুই অশ্বিনীকুমার এবং ভোগ ও মোক্ষের তত্ত্বজ্ঞানে অভিজ্ঞ মহর্ষিগণ নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ইনি সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরাত্মা এবং নিত্য বৈকুণ্ঠ ধামে স্বীয় যোগমায়ায় আবৃত হইয়া বিরাজ করেন। তাঁহার সত্তা ও মহত্তা তুমি শ্রবণ কর, যাঁহার দ্বারা তোমার শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের জ্ঞান হইয়া যাইবে।

অয়ত্নাদস্য সদ্ভাবঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং যথা তব।
ভূতানামন্তরাত্মাসৌ স নিত্যপদসংবৃতঃ ॥
পুরা দেবর্ষিঃ শ্রীমান্ নারদঃ পরমার্থবান্
চচার পৃথিবীং কৃৎস্নাং তীর্থান্যনুচরন্ প্রভুঃ ॥
হিমবৎপাদমাশ্রিত্য বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
স দদর্শ হ্রদং তত্র পদ্মোৎপলসমাকুলম্ ॥
ততঃ স্নাত্বা মহাতেজা বাগ্‌যতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ
তুষ্টাব পুরুষব্যাঘ্রো জিজ্ঞাসুশ্চ তদদ্ভুতম্ ॥
ততো বর্ষশতে পূর্ণে ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
প্রাদুশ্চকার বিশ্বাত্মা ঋষেঃ পরমসৌহৃদাৎ ॥
তমাগতং জগন্নাথং সর্বকারণকারণম্
অখিলাধরমৌল্যঙ্ঘ্রিরুক্মাঙ্গদপরিষ্কৃতম্ ॥
বৈনতেয়পদস্পর্শকিণশ্রোভিরলঙ্কৃতম্।
পীতাম্বরলসৎকাঞ্চীদামবদ্ধকটীতটম্ ॥

শ্রীবৎসবক্ষসং চারুমণিকৌস্তুভকন্ধরম্
মন্দস্মিতমুখাম্ভোজং চলদায়তলোচনম্ ॥
নম্রচাপানুকরণনম্রভ্রূযুগশোভিতম্
নানারত্নমণিব্রাতস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥
ইন্দ্রনীলনিভাভাং তং কেয়ূরমুকুটোজ্জ্বলম্
দেবৈরিন্দ্রপুরোগৈশ্চ ঋষিসঙ্ঘৈরভিষ্টুতম্ ॥
নারদো জয়শব্দেন ববন্দে শিরসা হরিম্।
ততঃ স ভগবান্ শ্রীমান্ মেঘগম্ভীরয়া গিরঃ।
প্রাহেশঃ সর্বভূতানাং নারদং পতিতং ক্ষিতৌ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ভদ্রমস্তু ঋষে তুভ্যং বরং বরয় সুব্রত
যত্তে মনসি সুব্যক্তমস্তি চ প্রদদামি তৎ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

স চেমং জয়শব্দেন প্রসীদেত্যাতুরো মুনিঃ।
প্রোবাচ স্থদি সংরূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥

পূর্বের সংঘাত, পরমার্থসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ ভূমণ্ডলের সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

তিনি হিমালয়ের সন্নিকটবর্তী পর্বতে বারংবার বিচরণ করিতে করিতে এক একটি স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে তিনি পদ্ম ও উৎপলে (শালুকে) পূর্ণ এক সরোবর দেখিতে পাইলেন।

তাহার পর মহাতেজস্বী পুরুষপ্রবর নারদ সেই সরোবরে যৌনভাবে স্নান করত ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিয়া সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন।

তদনন্তর শতবর্ষ পূর্ণ হইলে পর লোকভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি ঋষির প্রতি পরম সৌহার্দ্যবশতঃ তাঁহার সমীপে প্রকটিত হইলেন।

নারদ দেখিলেন,—সমস্ত কারণেরও কারণ ভগবান্ জগন্নাথ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চরণারবিন্দ সমস্ত দেবতাগণের সুবর্ণময় মুকুটসকলের কুঙ্কুমের দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গরুড়ের উপর আরোহণ করায় তাঁহার দুই বাহুতে গরুড়ের পৃষ্ঠে বন্ধনের জন্য এক শক্ত চিহ্ন হইয়া গিয়াছে (কড়া পড়িয়া গিয়াছে), এই চিহ্ন তাঁহার বাহুযুগের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। তাঁহার শ্যামসুন্দর শ্রীঅঙ্গে পীতাম্বর শোভা পাইতেছিল এবং কটিপ্রদেশে কিঙ্কিণীর মালা বদ্ধ ছিল। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের সুবর্ণময় রেখা শোভা প্রাপ্ত হইতেছিল। কণ্ঠে মনোহর কৌস্তুভ মণি নিজের প্রকাশ বিকীর্ণ করিতেছিল। ভুজাগ্রসিদ্ধে মস্ত মস্ত হাতের মনোমুগ্ধকর শোভা হইতেছিল। বিশাল নয়নদ্বয় চঞ্চল গতিতে এদিক্ ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। আনত দুইটি মকর স্থায় ভ্রূদ্বয় তাঁহার মুখমণ্ডলকে সুশোভিত করিতেছিল নানাপ্রকার রত্ন, মণি ও হীরকে সজ্জিত মকরাকার কুণ্ডলদ্বয় দেদীপ্যমান ছিল তাঁহার অঙ্গ কান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল। বাহুদ্বয়ে কেয়ূর ও মস্তকে স্থিত মুকুটের উজ্জ্বল আভা চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সঙ্ঘ তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন ভগবানের এই রূপ দেখিয়া জয় জয়কার করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর নারদকে ভূতলে পতিত দেখিয়া সমস্ত ভূতগণের অধিপতি শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে বলিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারী দেবর্ষি নারদ! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি কোন বর প্রার্থনা কর। তোমার মনে যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা স্পষ্ট করিয়া বল। আমি উহা পূর্ণ করিব।

বিবক্ষিতং ভগবান মযা জ্ঞাতং তদচ্যুত।
তৎ প্রসীদ হৃষীকেশ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
ততঃ স্মরন্ মহাবিষ্ণুরভ্যভাষত নারদম্।
নির্দ্বন্দ্বা নিরহঙ্কারাঃ শুচয়ঃ শুভলোচনাঃ॥
তে যাং পশ্যন্তি সততং তান্ পৃচ্ছ যদিচ্ছসি
যে যোগিনো মহাপ্রাজ্ঞা মদংশা যে ব্যবস্থিতাঃ
তেষাং প্রসাদঃ দেবর্ষে মৎপ্রসাদমবৈহি তৎ॥
ইত্যুক্ত্বা স জগন্নাথ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
তস্মাদ্ ব্রজ হৃষীকেশং কৃষ্ণং দেবকীনন্দনম্।
এতন্নারায্য গোবিন্দং গতা মুক্তিং মহর্ষয়ঃ।
এষ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ সর্ব্বকারণকারণম্॥
ময়াপ্যেতদ্ধৃতং রাজন্ নারদাত্ নিবোধ তৎ।
স্বয়মেব সমাচষ্ট নারদো ভগবান্ মুনিঃ॥

সমস্তসংসারবিষাতকারণং
ভজন্তি যে বিষ্ণুমনন্যমানসাঃ।
তে যান্তি সাযুজ্যমতীব দুর্লভং
ইতীব নিত্যা হৃদি বর্ণয়ন্তি॥)
দেবঃ দেবর্ষিরাচষ্ট নারদঃ সর্বলোকভৃক্॥ ৪৭
নারদোঽপ্যাহ কৃষ্ণস্য পরং ভেনে নরাধিপ।
শাশ্বতস্য মহাবাহো যথাবদ্ ভরতর্ষভ॥ ৪৮
এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ।
অচিন্ত্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সর্বভূতোৎপত্তিকথনে
সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ৪২০৭

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! শ্রেষ্ঠতম মুনিবর নারদ অবধানি করিতে করিতে নিজের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান শঙ্খ চক্র ও গদাধারী ভগবান্ বলিলেন—প্রভো! প্রসন্ন হউন। জগন্নাথ! অচ্যুত! হৃষীকেশ! হরে! আমি যাহা কিছু বলিতে অভিলাষী হইয়াছি, তাহা আপনি পূর্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন। আমি উহা শ্রবণ করাইতে বাসনা করিয়াছি। আপনি আমাকে কৃপা করুন।

তখন উৎস হাস্যসহকারে ভগবান্ মহাবিষ্ণু নারদকে বলিলেন,—যাহারা নীত-শ্রীষাদি দ্বন্দ্বহীন, অহঙ্কারশূন্য, পবিত্র ও নির্দোষ দৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা, তাঁহারাই নিরন্তর আমার এই স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। অতএব তুমি এস্থানে যাহা-কিছু বাসনা করিতেছ, তদ্বিষয়ে তুমি সেই সব মহাত্মা সনের নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা কর।

দেবর্ষে! এ জগতে যাঁহারা যোগী, মহাজ্ঞানী এবং যাঁহারা আমার অংশরূপে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের প্রসাদকে তুমি আমারই কৃপাপ্রসাদ বলিয়া মনে করিও।

এই কথা বলিয়া ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। অতএব যুধিষ্ঠির! তুমিও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর।

এই ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা করত কত মহর্ষি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ইনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা, সংহারকর্তা এবং সমস্ত কারণেরও কারণ।

রাজন্! আমিও এই কথা নারদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তুমিও তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে পার। ভগবান্ নারদ মুনি স্বয়ংই এই কথা আমাকে বলিয়াছেন।

যাঁহারা সমস্ত সংসারবন্ধনের নিবৃত্তির কারণ ভূত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে অনন্যচিত্তে আরাধনা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত দুর্লভ সাযুজ্য মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। এই কথা সদা আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে এবং ঋষিগণও ইহাই বর্ণনা করেন।)

সমস্ত লোকসঙ্কলের স্রষ্টা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৪৭

মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ নরনাথ! নারদ শ্রীকৃষ্ণের পরম সনাতন পরমাত্মভাব যথাযথভাবে জানেন এবং উহা ব্যক্ত করেন। ৪৮

যুধিষ্ঠির! এইরূপ সেই সত্যপরাক্রমী কমললোচন মহাবাহু কেশব অচিন্তনীয় পরমেশ্বর। ইঁহাকে কেবল মনুষ্য বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সমস্ত ভূতের উৎপত্তিকথনবিষয়ক সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মপুত্র-মরীচি-প্রভৃতীনাং প্রজাপতীনাং বংশস্য, প্রতিদিশি নিবসতাং মহর্ষীণাং কথায়া বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে পূর্বমাসন্ পতয়ঃ প্রজানাং ভরতর্ষভ।
কে চর্ষয়ো মহাভাগা দিক্ষু প্রত্যেকশঃ স্মৃতাঃ ॥১

ব্রবীত্বাং ভরতশ্রেষ্ঠ যস্যাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
প্রজানাং পতয়ো যেঽস্মিন্ দিক্ষু যে চর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২

একঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানাদ্যো ব্রহ্মা সনাতনঃ।
ব্রহ্মণঃ সপ্ত বৈ পুত্রা মহাত্মনঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥৩

মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগঃ সপ্তমো বৈ স্বয়ম্ভুবা ॥৪

সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ঃ গতাঃ।
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি সর্বানেব প্রজাপতীন্ ॥৫

অত্রিবংশসমুৎপন্নো ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ।
প্রাচীনবর্হির্ভগবাংস্তস্মাৎ প্রাচেতসো দশ ॥৬

দশানাং তনয়শ্চৈকো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ
তস্য দ্বে নামনী লোকে দক্ষঃ ক ইতি চোচ্যতে ॥৭

মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তস্য দ্বে নামনী স্মৃতে
অরিষ্টনেমিরিত্যেকে কশ্যপেত্যপরে বিদুঃ ॥৮

অত্রেশ্চৈবৌরসঃ শ্রীমান্ রাজা সোমশ্চ বীর্যবান্।
সহস্রং যস্য দিব্যানাং যুগানাং পর্যুপাসিতা ॥৯

অর্য্যমা চৈব ভগবান্ যে চান্য তনয়া বিভো।
এতে প্রবেশাঃ কথিতা ভুবনানাং প্রভাবনাঃ ॥১০

শশবিন্দোশ্চ ভার্য্যাণাং সহস্রাণি দশাভবন্।
একৈকস্যাং সহস্রং তু তনয়ানামভূৎ তদা ॥১১

এবং শতসহস্রাণাং শতং তস্য মহাত্মনঃ
পুত্রাণাঞ্চ ন তে কিঞ্চিদিচ্ছন্ত্যন্যং প্রজাপতিম্ ॥১২

প্রজানাঞ্চক্ষতে বিপ্রাঃ পুরাণাঃ শশবিন্দবীম্
স বৃষ্ণিবংশপ্রভবো মহাবংশঃ প্রজাপতেঃ ॥১৩

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের বংশ এবং প্রত্যেক দিকে নিবাসকারী মহর্ষিগণের কথা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্বকালে কাঁহারা প্রজাপতি ছিলেন? এবং প্রত্যেক দিকে কোন্ কোন্ মহাভাগ মহর্ষিগণ নিবাস করেন বলিয়া কথিত হইয়াছেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই জগতে যাঁহারা প্রজাপতি ছিলেন এবং সমস্ত দিকে যে সব দিকে যে সব মহর্ষিগণ বাস করিতেন, এই সব বিষয়ে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমস্তই বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২

একমাত্র সনাতন ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সকলের আদি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সাত মহাত্মা পুত্র বলিয়া কথিত আছে। ৩

তাঁহাদের নাম হইল—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু ও মহাভাগ বশিষ্ঠ। ইঁহারা সকলেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাতুল্যই শক্তিশালী। ৪

পুরাণে এই সাত ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। এখন আমি সমস্ত প্রজাপতিগণের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছি। ৫

অত্রিবংশে উৎপন্ন সনাতন ব্রহ্মযোনি যে প্রাচীনবর্হি ছিলেন, তাঁহা হইতেই প্রাচেতস নামক দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৬

সেই দশ প্রজাপতির একমাত্র পুত্র দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ প্রজাপতি ছিলেন, তাঁহার দুইটি নাম ছিল 'দক্ষ' এবং 'ক'। ৭

মরীচের পুত্র যে কশ্যপ, তাঁহারও দুইটি নাম ছিল। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে অরিষ্টনেমি বলিয়া ডাকিতেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে কশ্যপ নামেই জানিতেন। ৮

অত্রির ঔরস পুত্র শ্রীমান্ বলবান্ রাজা সোম ছিলেন। ইনি সহস্র দিব্যযুগ পর্যন্ত ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন। ৯

প্রভো! ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার সকল পুত্র—এই প্রবেশ (আদেশ দাতা শাসক) এবং প্রভাবন (উন্নয়ন কর্তা) বলিয়া কথিত হন। ১০

ব্রহ্ম হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! শশবিন্দুর দশ হাজার স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভ হইতে এক এক হাজার পুত্র উৎপন্ন হয়। এইভাবে সেই মহাত্মার এক কোটি পুত্র ছিল। তাঁহারা ইঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রজাপতি রূপে ইচ্ছা করেন নাই। ১১-১২

প্রাচীনকালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই প্রজাগণের উৎপত্তি শশবিন্দু হইতে হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রজাপতির এই মহৎ বংশই বৃষ্ণিবংশের উৎপাদক হইয়াছে। ১৩

এতে প্রজানাং পতয়ঃ সমুদ্দিষ্টা মনীষিনঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দেবানত্রিভুবনেশ্বরান্ ॥ ১৪

ভগোঽংশশ্চার্য্যমা চৈব মিত্রোঽথ বরুণস্তথা।
সবিতা চৈব ধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৫

ত্বষ্টা পূষা তথৈবেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কশ্যপাদিতিসম্ভবাঃ ॥ ১৬

নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবপি।
মার্ত্তণ্ডস্যাত্মজাবেতাবষ্টমস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭

তে চ পূর্বং সুরাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ।
ত্বষ্টুশ্চৈবাত্মজঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥ ১৮

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ ১৯

সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।
পূর্বমেব মহাভাগা রুদ্রবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ

এত এবংবিধা দেবা মনোরেব প্রজাপতেঃ।
তে চ পূর্বং সুরাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১

শীলযৌবনতত্ত্বজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞাঃ সিদ্ধসাধ্যয়োঃ।
ভবতো মরুতশ্চৈব দেবানাং চোদিতো গণঃ ॥ ২২

এবমেতে সমাখ্যাতা বিশ্বেদেবাস্তথাশ্বিনৌ।
আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তদ্বদ্বৈশ্যাশ্চ মরুতস্তথা ॥ ২৩

অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ।
স্মৃতাস্তু ঋষয়ো দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৪

ইত্যেতৎ সর্বদেবানাং চাতুর্বর্ণ্যং প্রকীর্তিতম্।
এতান্ যৈ প্রাতরুত্থায় দেবান্ যক্ষ্যে প্রকীর্তয়েৎ ॥ ২৫

যজ্ঞাদস্যকৃতাশ্চৈব সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
যবক্রীতোঽথ রৈভ্যশ্চ অর্বাবসুঃপরাবসূ ॥ ২৬

ঔশিজশ্চৈব কক্ষীবান্ বলশ্চাঙ্গিরসঃ সুতাঃ।
তদ্বির্মেধাতিথেঃ পুত্রঃ কণ্বো বহ্নিমতস্তথা ॥ ২৭

মুনিশ্রেষ্ঠ। এঁদের বংশজ প্রজাপতি কথিত হইয়াছে। এখন আমি তিন লোকের উপর শাসনকারী দেবতাগণের পরিচয় দান করিব ॥ ১৪

ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, মহাবল বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও দ্বাদশ বিষ্ণু বলিয়া কথিত হন। এই দ্বাদশ আদিত্য হইলেন কশ্যপ ও অদিতির পুত্র ॥ ১৫-১৬

নাসত্য ও দস্র—এই দুইজনকে অশ্বিনীকুমার বলা হইয়াছে। ইহারা উভয়ে অষ্টম আদিত্য মহাত্মা সূর্যের পুত্র ॥ ১৭

ইহারা এবং পূর্বোক্ত দেবগণ এই দুই প্রকার পিতৃগণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ত্বষ্টার পুত্র হইলেন মহাযশস্বী শ্রীমান্ বিশ্বরূপ ॥ ১৮

অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত এই একাদশ রুদ্র। মহাভাগ অষ্টবসুর নাম আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ॥ ১৯-২০

এইভাবে এই দেবতাগণ প্রজাপতি মনুর পুত্র হইয়াছিলেন। ইহারা এবং পূর্বোক্ত দেবতারা এই দুই প্রকার পিতৃগণ কথিত হইয়াছেন ॥ ২১

দেবতাগণের মধ্যে এরূপ অনেকে আছেন, যাহারা সুন্দর শীল-স্বভাব ও অক্ষয় যৌবনসম্পন্ন। অপর এরূপ অনেকে আছেন, যাহারা সিদ্ধ ও সাধ্য নামে প্রসিদ্ধ। ভব ও মরুৎ এই দুই প্রকার হইল দেবতাদিগের 'গণ' ॥ ২২

এইরূপ সেই বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও দেবতাদিগের 'গণ' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই দেবতাদের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয় এবং মরুদ্গণ 'বৈশ্য' বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২৩

উগ্র তপস্যায় রত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে শূদ্র বলা হইয়াছে। অঙ্গিরাগোত্রসম্ভূত সকলে দেবতাই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। ইহাই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত ॥ ২৪

এইভাবে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে যে চারিবর্ণও আছে, তাহারও বর্ণনা করা হইয়াছে। যাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া এই দেবতাগণের নাম কীর্তন করেন, তাঁহারা নিজেদের দ্বারা কৃত ও অপর পাপিগণের সংসর্গে প্রাপ্ত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ২৫½

যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, ঔশিজ, কক্ষীবান্ এবং বল—ইহারা অঙ্গিরার পুত্র ॥ ২৬½

তদ্বি। মেধাতিথির পুত্র কণ্বমুনি, বহ্নিমত এবং ত্রিশোক উদ্ভাবন করিতে সমর্থ সপ্তর্ষিগণ। ইহারা সকলে পূর্বদিকে অবস্থান করেন ॥ ২৭½

ত্রৈলোক্যভাবনাত্তাত প্রাচ্যাং সপ্তর্ষয়স্তথা।
উমুচো বিমুচশ্চৈব বস্ত্যাত্রেয়শ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৮
প্রমুচশ্চেশ্বরাহশ্চ ভগবাংশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রস্তপসাসক্ত্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৯
এতে ব্রহ্মর্ষয়ো নিত্যমাশ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্।
ঊষঙ্গুঃ কবষো ধৌম্যঃ পরিব্যাধশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩০
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ।
অত্রেঃ পুত্রশ্চ ভগবাংস্তথা সারস্বতঃ প্রভুঃ ॥ ৩১
এতে চৈব মহাত্মানঃ পশ্চিমামাশ্রিতা দিশম্।
আত্রেয়শ্চ বশিষ্ঠশ্চ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ ॥ ৩২
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ কৌশিকঃ।
তথৈব পুত্রো ভগবানূচীকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
জমদগ্নিশ্চ সপ্তৈতে উদীচীমাশ্রিতা দিশম্।
এতে প্রতিদিশং সর্বে কীর্ত্তিতাস্তিগ্মতেজসঃ ॥ ৩৪
সাক্ষিভূতা মহাত্মানো ভুবনানাং প্রভাবনাঃ।
এবমেতে মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রত্যেকশো দিশম্ ॥ ৩৫
এতেষাং কীর্ত্তনং কৃত্বা সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
যস্যাং যস্যাং দিশি হ্যেতে তাং দিশং শরণং গতঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ স্বস্তিমাংশ্চ গৃহান্ ব্রজেৎ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি দিশাস্বস্তিকং নাম
অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮

উমুচ, বিমুচ, বলবান্ বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ঈশ্বরাহ, দৃঢ়ব্রত-সহকারে উত্তম তপঃপালনকারী মিত্রাবরুণের প্রতাপশালী পুত্র ভগবান্ অপসা এই সব ব্রহ্মর্ষি সকলে দক্ষিণদিকে বাস করেন। ২৮-২৯½

ঊষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, শক্তিশালী পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির প্রভাবশালী পুত্র ভগবান্ সারস্বত—এই সব মহাত্মা মহর্ষি পশ্চিমদিকে নিবাস করেন। ৩০-৩১½

আত্রেয়, বশিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কৃশিক-বংশজাত বিশ্বামিত্র এবং মহাত্মা ঊচীকের পুত্র ভগবান্ জমদগ্নি—এই সপ্ত মহর্ষি উত্তর দিকে বাস করেন। ৩২-৩৩½

এইরূপ প্রত্যেক দিকে অবস্থিত সমস্ত তেজস্বী মহর্ষিগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব মহাত্মা সমস্ত লোকসকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ, সকলের সাক্ষী এবং অতিশয় উদারচরিত। এইভাবে তাঁহারা প্রত্যেক দিকে অবস্থান করিতেছেন। ৩৪-৩৫

এইসব মহাপুরুষগণের গুণগান করিলে পর সকল মানুষ পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। যে যে দিকে এই মহর্ষিগণ বাস করেন, সেই সেই দিকে গমন করত যাহারা তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই পাপমুক্ত হইয়া যান এবং কুশলের সহিত নিজ গৃহে গমন করেন। ৩৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে দিশাস্বস্তিকনামক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বরাহরূপেণাবির্ভূতেন ভগবতা শ্রীবিষ্ণুনা দেবানাং রক্ষা, দানবানাং বিনাশঃ, নারদায়াত্মস্তুতি-স্তোত্রস্যোপদেশঃ নারদেন শ্রীভগবতঃ স্তুতিশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ বুধি সত্তাপরাক্রম
শ্রোতুমিচ্ছামি কার্ৎস্ন্যেন কৃষ্ণমব্যয়মীশ্বরম্ ॥ ১
যচ্চাসা তেজঃ সুমহদ্ যচ্চ কর্ম পুরা কৃতম্।
তত্ত্বে সর্বং যথাতত্ত্বং ব্রূহি ত্বং পুরুষর্ষভ ॥ ২
তির্যগ্‌যোনিত্বমতুলং রূপং কৃষ্ণঃ প্রাপিতবান্ প্রভুঃ।
কেন কার্যনিসর্গেণ তমাখ্যাহি মহাবল ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

পুরাহং মৃগয়াং যাতো মার্কণ্ডেয়াশ্রমে স্থিতঃ।
তত্রাপশ্যং মুনিগণান্ সমাসীনান্ সহস্রশঃ ॥ ৪
ততস্তে মধুপর্কেণ পূজাং চক্রুরথো মম।
প্রতিগৃহ্য চ তাঃ পূজাঃ প্রস্তাবমনুমীনহম্
কথৈষা কথিতা তত্র কশ্যপেন মহর্ষিণা।
মনঃপ্রহ্লাদিনীং দিব্যাং তামিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৬
পুরা দানবমুখ্যা হি ক্রোধ-লোভসমন্বিতাঃ।
বলেন মত্তাঃ শতশো নরকান্তা মহাসুরাঃ ॥ ৭
তথৈব চান্যে বহবো দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ন সহন্তে স্ম দেবানাং সমৃদ্ধিং তামনুত্তমাম্ ॥ ৮
দানবৈরর্দ্যমানাস্তু দেবা দেবর্ষয়স্তথা.
ন শর্ম লেভিরে রাজন্ বিশ্বমানাস্ততস্ততঃ ॥ ৯
পৃথিবীমার্তরূপাং তে সমপদ্যন্ দিবৌকসঃ।
দানবৈরভিসংতীর্ণাং ঘোররূপৈর্মহাবলৈঃ ॥ ১০
তারার্তামপ্রহৃষ্টাঞ্চ দুঃখিতাং সংনিমজ্জতীম্।
অথাদিত্যেরাঃ সন্ত্রস্তা ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্ ॥ ১১
কথং শক্ষ্যামহে ব্রহ্মন্ দানবৈরভিমর্দনম্।
যন্নঃ সৃষ্টানুবাচেদং নিস্যূর্দৌরন্ত্র বিবির্মুহা ॥ ১২

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[বরাহরূপে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক দেবগণের রক্ষা, দানবসকলের বিনাশ, নারদকে আত্মস্তুতি স্তোত্রের উপদেশ এবং নারদ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে সত্তাপরাক্রমপ্রকাশকারী মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী ইহা আমি পূর্বরূপে তাঁহার মহত্ত্বের বর্ণনা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। ১

পুরুষপ্রবর! ইঁহার যে অতিশয় মহৎ তেজ, ইনি পুরাকালে যে সব মহৎ কর্ম করিয়াছেন, সে সমস্তই আপনি আমাকে যথাযথভাবে বলুন। ২

মহাবল পিতামহ! সকল জগতের প্রভু হইয়া ইনি কি কারণে তির্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহা আপনি আমাকে বলুন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,— রাজন্! বহুদিন পূর্বের কথা, আমি মৃগয়া করিবার জন্য বনে গিয়াছিলাম এবং মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে যাত্রা করিয়াছিলাম। তখন সেখানে আমি সহস্র সহস্র মুনিকে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। ৪

আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলে পর সেই মহর্ষিগণ আমাকে মধুপর্ক সমর্পণ করত আমার আতিথ্যসৎকার করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের সেই সৎকার গ্রহণ করত সেই সব মহর্ষিগণকে অভিনন্দন জানাইলাম। ৫

তারপর যদি কশ্যপ মনের আনন্দপ্রদানকারী এই দিব্য কথা শুনাইলেন। আমি উহা বলিতেছি তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৬

পুরাকালে নরকান্তবাদি শত শত মুখ্য মুখ্য দানব ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া বলের মদে মত্ত হইয়াছিল। ৭

ইহা ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক যুদ্ধদুর্মদ দানব ছিল, যাহারা দেবতাগণেরও উত্তম সমৃদ্ধি সহ্য করিতে পারে নাই। ৮

রাজন্! সেই দানবগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া দেবতা ও মহর্ষিগণ কোনরূপ শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এদিক্ ওদিকে আশ্রয়গোপন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৯

সমস্ত ভূমণ্ডলে ভয়ানক রূপধারী মহাবল দানবগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেবতারা দেখিলেন, এই পৃথিবী দেবী দানবগণের পাপভারে পীড়িতা ও অত্যন্ত আর্তা হইয়া উঠিয়াছেন। ১০

এই ভারপীড়িতা, হৃষ্ট এবং উল্লাসরহিতা, দুঃখিতা ও রসাতলে প্রবিষ্টা পৃথিবীকে দেখিয়া অদিতিদেবীর সমস্ত পুত্রগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন। ১১

ব্রহ্মন্! দানবগণ যে আমাদের এইভাবে উৎপীড়ন করিতেছে, ইহা আমরা কি ভাবে সহ্য করিব? তখন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাদের এই উত্তর দান করিলেন—(দেবগণ!) এই বিপদ-নাশের জন্য আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। ১২

তে বরেণাভিসম্পন্না বলেন চ মদেন চ
নাববুধ্যন্তি সম্মূঢ়া বিষ্ণুমব্যক্তদর্শনম্ ॥ ১৩
বরাহরূপিণং দেবমনুত্তমমরৈরপি
এষ বেগেন গত্বা হি যত্র তে দানবাধমাঃ ॥ ১৪
অন্তর্ভূমিগতা ঘোরা নিবসন্তি সহস্রশঃ।
শব্দমিন্দ্রুতি তচ্ছ্রুত্বা জহ্রুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫
ততো বিষ্ণুর্মহাতেজা বারাহং রূপমাস্থিতঃ
অন্তর্ভূমিং সমপ্রবিশ্য জগাম দিতিজান্ প্রতি ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা চ দয়িতাঃ সর্বে দৈত্যাঃ সত্ত্বমমানুষম্।
প্রসহ্য তরসা সর্বে সমন্তুঃ কালমোহিতাঃ ॥ ১৭
ততস্তে সমভিক্রম্য বরাহং জগৃহুঃ সমম্।
সংক্রুদ্ধাশ্চ বরাহং তং বাকর্ষন্ত সমন্ততঃ ॥ ১
দানবেন্দ্রা মহাকায়া মহাবীর্যা বলোদ্ধতাঃ।
নাশক্নুবংশ্চ কিঞ্চিৎ তে তস্য কর্তুং তদা বিভো ॥ ১৯

ততোঽগচ্ছৎ বিস্ময়ং তে দানবেন্দ্রা ভয়ং তথা।
সংশয়ং গতমাত্মানং মেনিরে চ সহস্রশঃ ॥ ২০
ততো দেবাধিদেবঃ স যোগাত্মা যোগসারথিঃ।
যোগমাস্থায় ভগবাংস্তদা ভরতসত্তম ॥ ২১
বিননাদ মহানাদঃ ক্ষোভয়ন্ দৈত্যদানবান্
সংনাদিতা যেন লোকাঃ সর্বাশ্চৈব দিশো দশ ॥ ২২
তেন সংনাদশব্দেন লোকানাং ক্ষোভ আগমৎ
সন্ত্রস্তাশ্চ ভৃশং লোকে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ২৩
নিষিষেদুঃ জগচ্চাপি বভূবাতিভৃশং তদা
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব তেন নাদেন মোহিতম্ ॥ ২৪
ততস্তে দানবাঃ সর্বে তেন নাদেন ভীষিতাঃ।
পেতুর্গ রাসবশ্চৈব বিষ্ণুতেজঃ প্রমোহিতাঃ ॥ ২৫
রসাতলগতশ্চাপি বরাহস্ত্রিদশেশ্বরাম্।
খুরৈর্বিদারয়ামাস মাংসমেদোঽস্থিসঞ্চয়ান্ ॥ ২৬

এই দানবেরা বর লাভ করত বল ও অভিমানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই মূর্খ দৈত্যগণ দেবতাদিগেরও দুর্জ্ঞেয় অব্যক্তস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে জানে না। তিনি বরাহরূপ ধারণ করত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩-১৫

এই সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর দৈত্য এবং দানবগণ ভূমির অভ্যন্তরে পাতালে বাস করিতেছে, ভগবান্ বরাহ সবেগে সেই স্থানে গমন করত তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া সমস্ত দেবতাগণই হৃষ্ট হইলেন ॥ ১৬-১৭

অতঃপর মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করত তীব্রবেগে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৈত্যদের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

সেই অলৌকিক জন্তুকে দর্শন করত সমস্ত দৈত্যগণ একত্র হইয়া দেবসংহারে তাঁহার সমুদ্যত হইবার জন্য হঠাৎ সকলে উত্থিত হইল, কারণ, তখন তাহারা সকলে কালের দ্বারা মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহারা সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ বরাহের উপর আক্রমণ করত একসঙ্গে তাঁহাকে ধারণ করিল। তাঁহাকে ধারণ করিয়া দৈত্যগণ সেই বরাহদেবকে চারিদিকে আকর্ষণ (টানাটানি) করিতে লাগিল ॥ ১৯

প্রভো! যদিও সেই সব বিশালকায় দানবরাজগণ অতিশয় বল ও বীর্যসম্পন্ন ছিল, তথাপি তাহারা এই বরাহদেবের কিছুই করিতে পারিল না ॥ ২০

ইহাতে সেই দানবরাজগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িল এবং ভীত হইল। সেই সহস্র সহস্র দৈত্যগণ নিজেরাই নিজেদের জীবনকে সংশয়াপন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর যোগস্বরূপ যোগের নিয়ন্তা দেবাধিদেব ভগবান্ বরাহ দৈত্য ও দানবদিগকে ক্ষুব্ধ করিবার জন্য যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত প্রচণ্ড বেগে গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ গর্জনে তিন লোক ও এই সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইয়া উঠিল ॥ ২১-২২

সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সমস্ত লোকসমূহের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইল। স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণও অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥ ২৩

সেই সিংহনাদে মোহিত হইয়া তখন সমস্ত চরাচর জগৎ সর্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ২৪

তখনকার ভগবানের এই গর্জনে ভীত সেই দানবগণ প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহারা সকলে ভগবান্ বিষ্ণুর তেজে মোহিত হইয়া চৈতন্য হারাইল ॥ ২৫

রসাতলে যাইয়াও ভগবান্ বরাহ নিজের ক্ষুরের আঘাতে দেবদ্রোহী অসুরদিগের মাংস, মেদ ও অস্থিসমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৬

নাদেন তেন মহতা সনাতন ইতি স্মৃতঃ।
পদ্মনাভো মহাযোগী ভূতাচার্য্যঃ স ভূতরাট্ ॥২৭
ততো দেবগণাঃ সর্বে পিতামহমুপাব্রবন্
তত্র গত্বা মহাত্মানমুচুশ্চৈব জগৎপতিম ॥ ২৮
নাদোঽয়ং কীদৃশো দেব নৈতঃ বিস্ম বয়ং প্রভো।
কোঽসৌ হি কস্ত বা নাদো যেন বিস্মলিতং জগৎ ॥২৯
দেবাশ্চ দানবাশ্চৈব মোহিতাস্তস্য তেজসা।
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্বারাহঃ রূপমাস্থিতঃ ॥
উপতিষ্ঠন্মহাবাহো ভূধরানো মহদ্বিভিঃ ॥ ৩০

পিতামহ উবাচ।

নিহত্য দানবপতীন্ মহাবর্ষ্মা মহাবলঃ।
এষ দেবো মহাযোগী ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৩১
সর্বভূতেশ্বরো যোগী মুনিরাত্মা তথাঽনঘঃ।

স্থিরীভবত ভদ্রোঽয়ং সর্ববিঘ্নবিনাশনঃ ॥ ৩২
কৃত্বা কর্মাতিসাহেতদশক্যমমিতপ্রভঃ।
সমাগতঃ স্বমাত্মানং মহাভাগো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৩
পদ্মনাভো মহাযোগী মহাত্মা ভূতভাবনঃ।
ন সন্তাপো ন ভীঃ কার্য্যা শোকো বা সুরসত্তমাঃ ॥৩৪
বিধিরেষ প্রভাবশ্চ কালঃ সংক্ষয়কারকঃ।
লোকান্ ধারয়তা তেন নাদো মুক্তো মহাত্মনা ॥ ৩৫
স এষ হি মহাবাহুঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ
অচ্যুতঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বভূতাদিরীশ্বরঃ ৩৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
প্রয়াণকালে কিং জপ্যং মোক্ষিভিস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥
কিমনুস্মরন্ কুরুশ্রেষ্ঠ মরণে পর্য্যুপস্থিতে।
প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥

সমস্ত প্রাণিগণের আচার্য্য ও স্বামী মহাযোগী সেই ভগবান্ পদ্মনাভ নিজের সেই প্রচণ্ড সিংহনাদের জন্য 'সনাতন' নামে উল্লিখিত হন ॥ ২৭

তাঁহার সেই সিংহনাদ শ্রবণ করত সকল দেবতা জগদীশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন—হে প্রভো! ইহা কাহার সিংহনাদ? ইহাকে আমরা কেহই জানি না। ইনি কোন্ বীর? অথবা তাঁহার পরিজন? যিনি এই জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন? দেবতা ও দানবগণ সকলে উঁহার তেজে মোহিত হইয়া যাইতেছেন ॥ ২৮-২৯½

মহাবাহো! ইহার মধ্যে বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু জল হইতে উপরে উঠিলেন। সেই সময় মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! এই বিশালদেহ মহাবল মহাযোগী ভূতভাবন (প্রাণিগণের সৃষ্টিকর্তা) ভূতাত্মা (প্রাণিগণের আত্মা) ভগবান্ বিষ্ণু দানবরাজদিগকে বধ করিয়া আগমন করিতেছেন ॥ ৩১

ইনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বর, যোগী, মুনি ও আত্মারও আত্মা। ইনি সর্ববিঘ্ন বিঘ্নবিনাশক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; অতএব তোমরা স্থির হও ॥ ৩২

অমিতপ্রভাব পরিপূর্ণ, মহাতেজস্বী এবং মহৎ সৌভাগ্যের আশ্রয়ভূত এই ভগবান্ অত্যন্ত উত্তম ও অদ্ভুতের পক্ষে অসম্ভব কার্য্যসাধন করিয়া আসিতেছেন ॥ ৩৩

সুরশ্রেষ্ঠগণ! ইনি মহাযোগী ভূতভাবন মহাত্মা পদ্মনাভ, অতএব তোমরা সকলে মনে সন্তাপ, ভয় ও শোক করিও না ॥ ৩৪

ইনিই বিধি, ইনিই প্রভাব এবং ইনিই সংহারকারী কাল, এই পরমাত্মাই সকল লোককে রক্ষা করিতে করিতে এই ভীষণ সিংহনাদ করিয়াছেন ॥ ৩৫

ইনিই সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ, সর্বলোকবন্দিত ঈশ্বর মহাবাহু কমলনয়ন অচ্যুত ॥ ৩৬

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! মোক্ষের অভিলাষী তত্ত্বচিন্তাকারী মহাত্মাগণের কোন্ মন্ত্র জপ করা উচিত?

কুরুশ্রেষ্ঠ! মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে পর কি চিন্তা করিয়া মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন? ইহা আমি যথার্থরূপে শুনিতে বাসনা করি ॥

---

* এই শ্লোকে বর্ণিত ভাবানুসারে 'সনাতন' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবে বুঝিতে হইবে—নাদেন সহিতো বর্ত্তমানঃ সনাদনঃ। দকারস্থানে তকারাদেশঃ। অর্থাৎ যিনি নাদের সহিত বিরাজমান, তাঁহাকে 'সনাদন' বলা হয়। সনাদন শব্দের দকার স্থানে ত'কার হওয়ায় 'সনাতন' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভীষ্ম উবাচ

সদ্যুক্তিসহিতঃ সূক্ষ্ম উক্তঃ প্রশ্নস্ত্বয়ানঘ।
শৃণুষাবহিতো রাজন্ নারদেন পুরা শ্রুতম্॥
শ্রীবৎসাঙ্কঃ জগদ্বীজমনন্তং লোকসাক্ষিণম্।
পুরা নারায়ণং দেবং নারদঃ পরিপৃষ্টবান্॥

নারদ উবাচ

ধামক্ষরং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং তপসঃ পরম্
আদ্যন্তৌ যস্য পরং ধাম ব্রহ্মাদি কমলোদ্ভবম্॥
ভগবন্ ভূতভব্যেশ শ্রদ্দধানৈর্কিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
কথং ভক্তৈর্বিচিন্ত্যোঽসি যোগিভির্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
কিঞ্চ জপ্যং জপেন্নিত্যং কথমুত্থায় মানবঃ।
কথং যুঞ্জন্ সদা ধ্যায়েদ্ ব্রূহি তত্ত্বং সনাতনম্॥
শ্রুত্বা তস্য তু দেবর্ষের্বাক্যং বাচস্পতিঃ স্বয়ম্
প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্ণুর্নারদং বরদঃ প্রভুঃ॥

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ রাজন্! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা উত্তম, যুক্তিযুক্ত ও সূক্ষ্ম। উহা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে আমি নারদের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এখন আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি।

যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত, যিনি এই জগতের বীজ (মূল কারণ), যাঁহার কোনই অন্ত নাই এবং যিনি এই জগতের সাক্ষী, সেই ভগবান্ নারায়ণকে পুরাকালে নারদ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! মহর্ষিগণ বলেন,—আপনি অবিনাশী (নিত্য), পরব্রহ্ম, নির্গুণ, অজ্ঞানান্ধকার ও তমোগুণের অতীত, বিদ্যার অধিপতি, পরমধামস্বরূপ এবং ব্রহ্মা ও তাঁহার প্রকৃতি-কৃমি—আদি কমলের উৎপত্তি স্থান। ভূত ও ভবিষ্যতের অধিপতি পরমেশ্বর! শ্রদ্ধালু ও জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ এবং মোক্ষাভিলাষী যোগিগণের আপনার স্বরূপ কিভাবে চিন্তা করা উচিত?

মানুষ প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া কোন্ অপরীয় মন্ত্র জপ করিবে এবং যোগী পুরুষ কিভাবে নিরন্তর ধ্যান করিবেন? আপনি এই সনাতন তত্ত্ব বর্ণনা করুন।

দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ করত বাণীর অধিপতি বরদাতা ভগবান্ বিষ্ণু নারদকে বলিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি ইমাং দিব্যামনুস্মৃতিম্
যামধীত্য প্রয়াণে তু মন্ত্রাবাপ্তোঽপজায়তে॥
ওঙ্কারমগ্রতঃ কৃত্বা মাং নমস্কৃত্য নারদ।
একাগ্রঃ প্রযতো ভূত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়েতি।
ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ।
সর্বদেবেশ্বরং বিষ্ণুং সর্বাত্মানং হরিং প্রভুম্।

নারদ উবাচ

অব্যক্তং শাশ্বতং দেবং প্রভবং পুরুষোত্তমম্॥
প্রপদ্যে প্রাঞ্জলির্বিষ্ণুমক্ষরং পরমং পদম্।
পুরাণং প্রভবং নিত্যমক্ষরং লোকসাক্ষিণম্॥
প্রপদ্যে পুণ্ডরীকাক্ষমীশং ভক্তানুকম্পিনম্
লোকনাথং সহস্রাক্ষমচ্যুতং পরমং পদম্॥
ভগবন্তং প্রপদ্যেঽহমি ভূতভব্যভবৎপ্রভুম্।
স্রষ্টারং সর্বলোকানামনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেবর্ষে! আমি হর্ষের সহিত তোমার নিকট এই দিব্য অনুস্মৃতি বর্ণনা করিতেছি। মৃত্যুকালে যাহার অধ্যয়ন ও শ্রবণ করত মানুষ আমার স্বরূপ লাভ করে।

নারদ! আমিতে ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্বক আমাকে নমস্কার করিবে এবং একাগ্র হইয়া শুদ্ধচিত্তে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' ইতি।

শ্রীভগবান্ এই কথা বলিলে পর নারদ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই সর্বদেবেশ্বর সর্বাত্মা ও পাপহারী প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন।

নারদ বলিলেন,—প্রভো! যে অব্যক্ত সনাতন দেবতা সকলের উৎপত্তির কারণ, পুরুষোত্তম, অবিনাশী ও পরমপদস্বরূপ, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিলাম।

যিনি পুরাণপুরুষ, সকলের উৎপত্তির কারণ, নিত্য, অক্ষয়, সম্পূর্ণ জগতের সাক্ষী এবং যাঁহার নেত্র কমলের ন্যায় সুন্দর, সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণুর আমি শরণগ্রহণ করিতেছি।

যিনি সমস্ত লোকের স্বামী ও সংরক্ষক, যাঁহার সহস্র নেত্র এবং যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অধিপতি, সেই অচ্যুত পরমপদ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আমি শরণগ্রহণ করিলাম।

যিনি সমস্ত লোকের স্রষ্টা, যাঁহার সর্বদিকেই মুখ, যিনি অনন্ত,

পদ্মনাভং হৃষীকেশং প্রপদ্যে সত্যমচ্যুতম্।
হিরণ্যগর্ভমমৃতং ভূগর্ভং পরতঃ পরম্॥
প্রভোঃ প্রভূমনাদ্যন্তং প্রপদ্যে তং রবিপ্রভম্
সহস্রশীর্ষং পুরুষং মহর্ষিং তত্ত্বভাবনম্॥
প্রপদ্যে সূক্ষ্মচলং বরেণ্যমভয়প্রদম্
নারায়ণং পুরাণর্ষিং যোগাত্মানং সনাতনম্॥
সংস্থানং সর্বভূতানাং প্রপদ্যে ধ্রুবমীশ্বরম্।
যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্॥
চরাচরগুরুর্বিষ্ণুঃ স মে দেবঃ প্রসীদতু
যস্মাদুৎপদ্যতে ব্রহ্মা পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ॥
ব্রহ্মযোনির্হি বিশ্বাত্মা স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু
যঃ পুরা প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে।
ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে পরাবরে॥
আভূতসম্প্লবে চৈব প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্
একস্তিষ্ঠতি বিশ্বাত্মা স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥

চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ।
হূয়তে চ পুনর্যস্তাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥
পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যং কালো ধর্মঃ ক্রিয়াক্রিয়ে।
গুণাকরঃ স মে যজ্ঞবাসুদেবঃ প্রসীদতু॥
অগ্নীষোমার্কতারাণাং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রযোগিনাম্॥
যস্তেজয়তি তেজাংসি স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥
যোগাবাস নমস্তভ্যং সর্বাবাস বরপ্রদ।
যজ্ঞগর্ভ হিরণ্যাঙ্গ পঞ্চযজ্ঞ নমোঽস্তু তে॥
চতুর্মূর্তে পরং ধাম লক্ষ্ম্যাবাস পরার্চিত
সর্বাবাস নমস্তেঽস্তু বাসুদেব প্রধানকৃৎ॥
অজস্রমগমঃ পদ্মা হ্রমুতিবিশ্বমূর্তিগুক্।
বিকর্তঃ পঞ্চকালজ্ঞ নমস্তে জ্ঞানসাগর॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তমুৎপন্নং ব্যক্তাদ্ যস্তু পরোঽক্ষরঃ।
যস্মাৎ পরতরং নাস্তি তমস্মি শরণং গতঃ॥

লভ্য, অচ্যুত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি, আমি সেই শ্রীভগবান্ পদ্মনাভের শরণাপন্ন হইলাম।

যিনি হিরণ্যগর্ভ, অমৃতস্বরূপ, পৃথিবীকে গর্ভে ধারণ করেন, পরাৎপর, প্রভুগণেরও প্রভু, অনাদি, অনন্ত এবং সূর্যতুল্য কান্তিমান্, আমি সেই ভগবান্ শ্রীহরির শরণগ্রহণ করিলাম।

যাঁহার সহস্র মস্তক, যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তত্ত্বসমূহের চিন্তাকারী মহর্ষি কপিলস্বরূপ, সূক্ষ্ম, অচল, বরেণ্য ও অভয়প্রদ, আমি সেই শ্রীভগবান্ শ্রীহরির শরণগ্রহণ করিলাম।

যিনি পুরাতন ঋষি নারায়ণ, যোগাত্মা, সনাতন পুরুষ, সমস্ত তত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠান এবং অবিনাশী ঈশ্বর, আমি সেই শ্রীভগবান্ শ্রীহরির শরণগ্রহণ করিলাম।

যিনি সমস্ত ভূতগণের অধিপতি, যিনি এই সম্পূর্ণ বিশ্বসংসারকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন এবং চর ও অচর প্রাণিগণের গুরু, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আমার উপর প্রসন্ন হউন।

যাঁহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যিনি বেদ ও ব্রাহ্মণগণের যোনি, সেই বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমার উপর প্রসন্ন হউন।

প্রাচীনকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে পর যখন সমস্ত চরাচর প্রাণী নষ্ট হইয়া যায়, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও লয় হয়, সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুই নষ্ট হইয়া যায় এবং সমস্ত ভূতগণের ক্রমশঃ লয় হইয়া যখন প্রকৃতিতে মহত্তত্ত্বও বিলীন হইয়া যায়, সেই সময় যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, সেই বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমার উপর প্রসন্ন হউন।

চার (আত্রাবয়), চার (অস্ত্র শ্রৌষট্), দুই (বষট্), পাঁচ (বেড্ যজামহে) এবং দুই (বষট্)—এই নয়বর্ণ অক্ষরবিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের দ্বারা যাঁহাকে আহুতি দান করা হয়, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আমার উপর প্রসন্ন হউন।

মেঘ, পৃথিবী, শস্য, কাল, ধর্ম, ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার অভাব—এ সমস্তই যাঁহার স্বরূপ, সেই গুণসকলের খনিস্বরূপ জ্ঞানবর্ণ ভগবান্ বাসুদেব আমার উপর প্রসন্ন হউন।

যিনি অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও যোগিগণেরও তেজকে জয় করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আমার উপর প্রসন্ন হউন।

যোগের আবাসস্থান ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। সকলের নিবাসস্থান, বরদায়ক, যজ্ঞগর্ভ, স্বর্ণময় অবশিষ্ট এবং পঞ্চযজ্ঞময় পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার।

আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি রূপবিশিষ্ট, পরমধামস্বরূপ, লক্ষ্মীর নিবাসস্থান, পরমপূজিত, সকলের আবাসভূমি এবং প্রকৃতিরও প্রবর্তক। বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার।

ন প্রধানো ন চ মহান্ পুরুষশ্চেতনো ভবঃ।
অনয়োর্যঃ পরস্তত্ত্বঃ তমস্মি শরণং গতঃ॥
চিন্তয়ন্তো হি যং নিত্যং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ প্রভুম্।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি তমস্মি শরণং গতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়া মহাত্মানো জ্ঞানধ্যানপরায়ণাঃ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তমস্মি শরণং গতঃ॥
একাংশেন জগৎ সর্বমবষ্টভ্য বিভুঃ স্থিতঃ
অগ্রাহ্যো নির্গুণো নিত্যস্তমস্মি শরণং গতঃ॥
সোমার্কাগ্নিময়ং তেজো যা চ তারাময়ী দ্যুতিঃ।
দিবি সঞ্জায়তে যোঽয়ং স মহাত্মা প্রসীদতু॥
গুণাদিনির্গুণশ্চাদ্যো লক্ষ্মীবাংশ্চেতনো ভবঃ।
সূক্ষ্মঃ সর্বগতো যোগী স মহাত্মা প্রসীদতু॥
সাংখ্যযোগাশ্চ যে চান্যে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
যং বিদিত্বা বিমুচ্যন্তে স মহাত্মা প্রসীদতু॥
অব্যক্তঃ সমবিষ্ঠাতা অচিন্ত্যঃ সদসৎপরঃ।
আত্মভূতিঃ প্রকৃতিশ্রেষ্ঠঃ স মহাত্মা প্রসীদতু॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ পঞ্চধা ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিং পঞ্চভির্মুখৈঃ
মহান্ গুণাংশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে স মহাত্মা প্রসীদতু॥
সূর্যামধ্যে স্থিতঃ সোমস্তস্য মধ্যে চ যা স্থিতা।
ভূতধাত্রী চ যা দীপ্তিঃ স মহাত্মা প্রসীদতু॥
নমস্তে সর্বতঃ সর্ব সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখ
নির্বিকার নমস্তেঽস্তু সাক্ষী ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতঃ॥
অতীন্দ্রিয় নমস্তভ্যং লিঙ্গৈর্যোঽভের্ন দৃশ্যতে
যে চ ত্বাং নাভিজানন্তি সংসারে সংসরন্তি তে॥
কামক্রোধবিনির্মুক্তা রাগদ্বেষবিবর্জিতাঃ।
নাস্তভক্তা বিজায়ন্তি ন পুনর্নারকা দ্বিজাঃ॥

আপনি অব্যক্ত, অগম্য মার্গ, নিরাকার অথচ জগতের সম্পূর্ণ আকার আপনিই ধারণ করেন এবং আপনিই সংহারকারী রুদ্র। আপনি প্রাতঃ, সবন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন—এই পঞ্চকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ। জ্ঞানসাগর! আপনাকে নমস্কার।

যে অব্যক্ত পরমাত্মা হইতে এই ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি ব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী, যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট অন্য কোন বস্তু নাই, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আমি শরণগ্রহণ করিলাম।

প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব এই উভয়েই জড়। পুরুষ চেতন ও অব্যয়। এই দুই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে যিনি উৎকৃষ্ট এবং বিলক্ষণ, সেই ভগবান্ পুরুষোত্তমের আমি শরণগ্রহণ করিলাম।

ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণ যে ভগবানের সর্বদা চিন্তা করিয়াও তাঁহার স্বরূপনির্ণয়ে কোন নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন্ না, সেই পরমেশ্বরের আমি শরণগ্রহণ করিলাম।

জ্ঞানী ও ধ্যানপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া এ সংসারে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন না, সেই ভগবান্ শ্রীহরির আমি শরণগ্রহণ করিলাম।

যে সর্বত্যাগী পরমেশ্বর এই সম্পূর্ণ জগৎকে নিজের একাংশে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি কোন ইন্দ্রিয়বিশেষের দ্বারা গৃহীত হন্ না এবং যিনি নির্গুণ ও নিত্য সেই পরমাত্মার আমি শরণগ্রহণ করিলাম।

আকাশে যে সূর্য ও চন্দ্রের তেজ প্রকাশিত হয় এবং তারাগণের যে জ্যোতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এ সমস্তই যাঁহার স্বরূপ, সেই পরমাত্মা আমার উপর প্রসন্ন হউন। যিনি সমস্ত গুণসকলের আদি কারণ ও স্বয়ং নির্গুণ, আদিপুরুষ, লক্ষ্মীবান্, চেতন, অক্ষয়, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী ও যোগী, সেই মহাত্মা শ্রীহরি আমার উপর প্রসন্ন হউন।

জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী এবং অন্য সকল সিদ্ধ মহর্ষিগণ যাঁহাকে অবগত হইয়া এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যান, সেই পরমাত্মা শ্রীহরি আমার উপর প্রসন্ন হউন।

যিনি অব্যক্ত, সকলের অধিষ্ঠাতা, অচিন্তনীয়, সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ, আধারহীন এবং প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই মহাত্মা শ্রীহরি আমার উপর প্রসন্ন হউন।

যিনি জীবাত্মারূপে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপী মুখের দ্বারা শব্দাদি পঞ্চ বিষয় উপভোগ করেন এবং যিনি স্বয়ং মহান্ হইয়াও গুণ সকল অনুভব করেন, সেই মহাত্মা শ্রীহরি আমার উপর প্রসন্ন হউন।

যিনি সূর্যমণ্ডলে সোমরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই সোমের মধ্যে যিনি অলৌকিক দীপ্তিরূপে বিরাজিত, সেই পরমাত্মা শ্রীহরি আমার উপর প্রসন্ন হউন।

সর্বস্বরূপ পরমেশ্বর! আপনার সর্বদিকে নমস্কার। আপনার সর্বদিকে নেত্র ও মস্তক বিদ্যমান আছে। নির্বিকার পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে (শরীরে) সাক্ষিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

একান্তনো হি নির্দ্বন্দ্বা নিরাশীঃকর্মকারিণঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণস্ত্বাং বিশন্তি বিনিশ্চিতাঃ॥
অশরীরং শরীরস্থং সমং সর্বেষু দেহিষু।
পুণ্যপাপবিনির্মুক্তা ভক্তাস্ত্বাং প্রবিশন্ত্যুত॥
অব্যক্তং বুদ্ধ্যহঙ্কারমনোভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
যদ্যদি তানি চ তেষু ত্বং ন তেষু ত্বং ন তে ত্বয়ি॥
একত্বান্যত্বনানাত্বং যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।
সমোঽসি সর্বভূতেষু ন তে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ॥
সমন্বয়তিকাঙ্ক্ষেঽহং ভক্ত্যা বৈ নান্যচেতসা।
চরাচরমিদং সর্বং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্॥
ত্বয়া ত্বয্যেব তৎপ্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব
দ্রষ্টা ভোক্তাসি কূটস্থো ভূতভব্যভবন্নিধিঃ॥
অকর্মবেদ্যবচলঃ পৃথগাত্মন্তবস্থিতঃ।
ন তে ভূতেষু সংযোগো ভূততত্ত্বগুণাত্মিকাঃ॥

অহঙ্কারেণ বুদ্ধ্যা বা ন তে যোগশ্চিতিস্তথৈঃ।
ন তে ধর্মোঽস্ত্যধর্মো বা নারম্ভো জন্ম বা পুনঃ॥
জন্মমরণমোক্ষার্থং ত্বাং প্রপদ্যোঽস্মি সর্বশঃ।
ঈশ্বরোঽসি জগন্নাথ ততঃ পরম উচ্যসে।
ভক্তানাং মন্থিতং দেব তদ্ব্যাহি ত্রিদশেশ্বর।
বিদ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বাপি ন মে ভূয়ঃ সমাগমঃ॥
পৃথিব্যাং যাতু মে ঘ্রাণং যাতু মে রসনা জলম্।
রূপং হুতাশনং যাতু স্পর্শো যাতু চ মারুতম্॥
শ্রোত্রমাকাশমপ্যেতু মনো বৈকারিকং পুনঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যপি সংযান্তু স্বানি স্বানি চ যোনিষু॥
পৃথিবী যাতু সলিলমাপোঽগ্নিমনলোঽনিলম্।
বায়ুরাকাশমপ্যেতু মনশ্চাকাশ এব চ॥
অহঙ্কারং মনো যাতু মোহনং সর্বদেহিনাম্।
অহঙ্কারস্ততো বুদ্ধিঃ বুদ্ধিরব্যক্তমচ্যুত॥

ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। যাঁরা নিজ সমূহের দ্বারা আপনার জ্ঞান লাভে অসমর্থ সংসারে যাঁহারা আপনাকে জানে না, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসার চক্রে ঘুরিতে থাকে।

যাঁহারা কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত, রাগ-দ্বেষহীন এবং নিষ্কাম কর্মকারী, তাঁহারাই আপনাকে জানিতে সমর্থ হন। যাঁহারা বিষয়সমূহের নরকে পতিত দ্বিজ, তাঁহারাও আপনাকে জানেন না।

যাঁহারা আপনার অনন্য ভক্ত, দম্ভ রহিত এবং নিষ্কাম কর্ম-যাঁহারা জ্ঞানরূপী অগ্নিতে নিজেদের সমস্ত কর্ম ভস্ম করিয়া দিয়াছেন, সেই আপনার প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হন।

আপনি শরীরে থাকিয়াও শরীরহীন এবং সমস্ত দেহধারি-গণের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত। যাঁহারা পুণ্য ও পাপমুক্ত, সেই ভক্ত জনগণই আপনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

অব্যক্ত প্রকৃতি, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), অহঙ্কার, মন, পঞ্চ মহাভূত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ সবই আপনার মধ্যে অবস্থিত এবং আপনিও ইহাদের মধ্যে বিরাজিত আছেন ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে না ইহাদের মধ্যে আপনি ও না ইহারা আপনার মধ্যে স্থিত।

একত্ব, অন্যত্ব ও নানাত্বের রহস্য যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারাই পরমাত্মা আপনাকে প্রাপ্ত হন। আপনি সমস্ত ভূত-গণের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান আছেন। আপনার কেহই দ্বেষপাত্র নহে এবং প্রিয়ও নহে। আমি অনন্যচিত্তে আপনার ভক্তির দ্বারা সমন্বলাভ করিতে বাসনা করিতেছি।

চারি প্রকার (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) যে এই চরাচর প্রাণি সমূহ, ইহারা সবই আপনার দ্বারা ব্যাপ্ত। যেরূপ সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।

আপনি জগতের দ্রষ্টা, ভোক্তা ও কূটস্থ। ভূতরূপ হইয়াও আপনি ভূতসমূহ হইতে ভিন্ন। আপনি কর্মের হেতু নহেন, আপনি অবিচল পরমাত্মা। প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মারূপে আপনিই বিরাজিত আছেন।

বাস্তবিক পক্ষে প্রাণিগণের মধ্যে আপনার কোন সংযোগ নাই। আপনি ভূত, তত্ত্ব ও গুণসমূহ হইতে পর। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন, রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণ সমূহের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই।

আপনার কোন কর্ম নাই এবং অকর্মও নাই। আপনার কোন আরম্ভ নাই ও জন্ম নাই। আমি জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের জন্য সর্বপ্রকারে আপনার শরণাগত হইলাম।

প্রধানে প্রকৃতিঃ যাতে গুণসাম্যে ব্যবস্থিতে।
বিয়োগঃ সর্বকরণৈর্গুণভূতৈশ্চ মে ভবেৎ॥
নিষ্কৈবল্যপদং তাত কাঙ্ক্ষেঽহং পরমং তব।
একীভাবস্ত্বয়া ক্ষেত্রজ্ঞেন মে ভূয় ভবেৎ পুনঃ॥
তদবুদ্ধিস্তদ্গতপ্রাণস্তদ্ভক্তস্ত্বৎপরায়ণঃ
ত্বামেবাহং স্মরিষ্যামি মরণে সম্উপস্থিতে
পূর্বদেহাকৃতা যে মে ব্যাধয়ঃ প্রবিশন্তু মাম্।
অদীর্ণস্তু চ দুঃখানি ক্ষণং মে প্রতিমুঞ্চতু॥
অনুধ্যাতোঽসি দেবেশ ন মে জন্ম ভবেৎ পুনঃ।
তস্মাদ্ ব্রবীমি কর্মাণি ক্ষণং মে ন ভবেদিতি
উপতিষ্ঠন্তু মাং সর্বে ব্যাধয়ঃ পূর্বসঞ্চিতাঃ।
অনঘো গন্তুমিচ্ছামি তব বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং ভগবতস্তস্য মম চাসৌ সনাতনঃ।
ভক্তানাং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
দশেন্দ্রিয়াণি মনসি অহঙ্কারে তথা মনঃ॥
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিমাত্মনি যোজয়েৎ।
ততবুদ্ধীন্দ্রিয়ঃ পশ্চন্ বুদ্ধ্যা বুধ্যেৎ পরাৎপরম্
মমায়মিতি যস্ত্বাহং যেন সর্বমিদম্ ততম্।
আত্মনাঽঽত্মনি সংযোজ্য পরমাত্মস্বরূপবেৎ॥
ততো বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা লভতে ন পুনর্ভবম্
মরণে সমনুপ্রাপ্তে যস্ত্বেবং মামনুস্মরেৎ॥
অপি পাপসমাচারঃ স যাতি পরমাং গতিম্
ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ দেহিনাং পরমাত্মনে॥
নারায়ণায় ভক্তানামেকনিষ্ঠায় শাশ্বতে।
ইমামনুস্মৃতিং দিব্যাং বৈষ্ণবীং সুসমাহিতঃ॥
স্বপন্ বিবুধ্যংশ্চ পঠন যত্র তত্র সমভ্যসেৎ।
পৌর্ণমাসীমমাবাস্যাং দ্বাদশ্যাঞ্চ বিশেষতঃ॥
স্নানহেতুন্দদানাংশ্চ মদ্ভক্তাংশ্চ বিশেষতঃ।
গন্ধহস্তাবনাশ্রিতা যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ॥

ভগবান্ : আপনি ঈশ্বর, সেইজন্য আপনাকে পরমাত্মা বলা হয়। দেব! সুরেশ্বর! ভক্তগণের পক্ষে যাহা হিতকর, (আমার জন্য) তাহার চিন্তা করুন।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনরায় যেন আমার সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথ্বী তত্ত্বে মিলিত হউক এবং রসনা জলে, রূপ (নেত্র) অগ্নিতে, স্পর্শ (ত্বক্) বায়ুতে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশে এবং মন বৈকারিক অহঙ্কারে মিলিত হউক। পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন সমস্ত প্রাণিগণের যোনিরূপ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে (মহত্তত্ত্বে) এবং বুদ্ধি অব্যক্ত প্রকৃতিতে মিলিত হউক।

যখন প্রধান প্রকৃতিতে প্রাপ্ত হইবে এবং গুণসকলের সাম্যাবস্থারূপ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তখন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ও তাহার বিষয়সমূহ হইতে বিয়োগ হইয়া যাইবে।

তাত! আমি তোমার জন্য পরম মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করি। আপনার সহিত আমার একীভাব হউক। এ সংসারে পুনরায় আপনার জন্য যেন না হয়।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পর আমার বুদ্ধি আপনার মধ্যেই লগ্ন থাকুক। আমার প্রাণ আপনার মধ্যে লীন হউক। আমার মধ্যে আপনারই ভক্তিভাব সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকুক এবং আমি সদা আপনারই পরায়ণ হইয়া রহিলাম। এইভাবে আমি নিরন্তর আপনাকেই স্মরণ করিয়া যাইতেছি।

পূর্ব শরীরে আমি যে সব দুষ্কর্ম করিয়াছি, উহার ফলস্বরূপ রোগ ব্যাধি আমার মধ্যে প্রবেশ করুক এবং নানাবিধ দুঃখ আমাকে পীড়িত করুক। এই দেহের নিকট আমার যে ঋণ আছে, উহা মুক্ত হউক।

দেবেশ্বর! আমি এইরূপ আপনার স্মরণ করিয়াছি যে, আমার যেন আর জন্ম না হয়; অতএব পুনরায় বলিতেছি—আমার কর্মফল নষ্ট হউক এবং আমার নিকট কাহারও ঋণ যেন অবশিষ্ট না থাকে।

পূর্বজন্মে যে সকল কর্ম আমার দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই সব রোগরূপে আমার দেহে উপস্থিত হউক। আমি সর্ব বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর পরমধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,- নরেন্দ্র! আমি সেই সৌভাগ্যশালী ভক্তের এবং সেই ভক্তও আমার সনাতন সখা। আমি তাহার পক্ষে কখনও অদৃশ্য হই না এবং সেই ভক্তও কখনও আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হয় না।

সাধক পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা)

কৃৎস্নং তৎফলমাপ্নোতি পুনরাবর্তনং তু তৎ।
অভ্যর্চয়ন্ পিতৃন্ দেবান্ পঠন্ জুহ্বন্ বলিং দদৎ॥
অনন্যচিত্তং স্মরেদ্ যো মাং স যাতি পরমাং গতিম্।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
যজ্ঞং দানং তপস্তস্মাৎ কুর্য্যাদাশীর্বিবর্জিতঃ।
নম ইত্যেব যো ব্রূয়াদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ॥
তস্যাক্ষরো ভবেল্লোকঃ ক্ষপাকর্ত্রাপি নারদ।
কিং পুনর্যে যজন্তে মাং সাধকা বিধিপূর্বকম্॥
শ্রদ্ধাবন্তো যতাত্মানস্তে মাং যান্তি মদাশ্রিতাঃ।
কর্ম্মণ্যাত্মন্যবস্থীর মদ্ভক্তো নান্যমশ্নুতে॥
মামেব তস্মাদ্ দেবর্ষে যাহি নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
অবাপ্স্যসি ততঃ সিদ্ধিং ব্রহ্মান্তেব পদং মম॥
অজ্ঞানাদ্ বা যো জ্ঞানং দদ্যাদ্ ধর্ম্মোপদেশতঃ।
কৃৎস্নাং বা পৃথিবীং দদ্যাৎ তেন তুল্যাঙ্ক তৎফলম্॥

তস্মাৎ প্রদেয়ং সাধুভ্যো ভক্তবদ্ভ্যঃ প্রযত্নতঃ।
এবং দত্ত্বা নরশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ো বীর্য্যঞ্চ বিন্দতি॥
অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ।
নাসৌ পদমবাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে॥

ভীষ্ম উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ পুরা তেন নারদেন সুরর্ষিণা।
যদুবাচ তদা শম্ভুস্তদুক্তং তব সুব্রত॥
ক্ষমপ্যেকমনা ভূত্বা ধ্যাহি যোগং গুণাতিগম্
ভজস্ব সর্বভাবেন পরমাত্মানমব্যয়ম্॥
শ্রুত্বৈতন্নারদো বাক্যং দিব্যং নারায়ণেরিতম্।
অত্যন্তভক্তিমান্ দেব একান্তত্বমুপেয়িবান্॥
নারায়ণমৃষিং দেবং দশবর্ষাণ্যনন্যভাক্।
ইদং জপন্ বৈ প্রাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

সংযত রাখিয়া এই সব ইন্দ্রিয়কে মনে বিলীন করিয়া দিবে। মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মায় সংযোজিত করিবে।

পরে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া বুদ্ধির দ্বারা পরাৎপর পরমাত্মাকে এইভাবে অনুভব করিবে যে, এই পরমেশ্বর আমার এবং আমি এই পরমেশ্বরের। ইনি এই সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

স্বয়ংই বিবেককে নিজে পরমাত্মার ধ্যানে সংযোজিত করিয়া নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করিবে। তদনন্তর বুদ্ধির পরস্থিত পরমাত্মাকে জানিয়া মানুষ পুনরায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল আসিলে পর এইভাবে আমাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি প্রথমে পাপাচারী থাকিলেও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সমস্ত দেবতাদীক্ষিতের পরমাশ্রয় এবং ভক্তগণের প্রতি একনিষ্ঠ সেই সনাতন ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার।

ইহা দিব্য বৈষ্ণবী স্তবস্তুতি-বিদ্যা। মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ, আগ্রহণ ও পাঠ করিবার সময়ে যে কোন স্থানে ইহার জপের অভ্যাস করিয়া যাইবে।

পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং বিশেষতঃ দ্বাদশী তিথিতে আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণকে ইহা শ্রবণ করাইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করত যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণ করিতে থাকে, তবে তাহারও ফল সেই ব্যক্তি লাভ করে। কিন্তু সে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি দেবগণ ও পিতৃগণের পূজা, পাঠ, হোম ও বলি-বৈশ্বদেব কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় এবং অগ্নিতে আহুতি দানের সময় আমার স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞ, দান ও তপ— এই কর্মসকল মনীষী পুরুষগণের পবিত্রকারক; অতএব যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিবে।

নারদ! আমার যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কেবল 'নমস্কার' এই কথা বলে, সেই ভক্ত চঞ্চল হইলেও অক্ষয় লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সুতরাং যে সাধক মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করত শ্রদ্ধা ও বিধি সহকারে আমার আরাধনা করে, সেই সাধকগণ যে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে পুনরায় বলিবার কি আছে?

দেবর্ষে! সমস্ত কর্ম ও তাহার ফল আমি এবং অন্তর্বিশিষ্ট, কিন্তু আমার ভক্ত অন্তবান্ (নাশশীল) ফল উপভোগ করে না, অতএব তুমি আসক্তিহীন হইয়া আমারই ধ্যান কর। ইহাতে তোমার পরম সিদ্ধিলাভ হইবে এবং তুমিও আমার পরমধাম দর্শন করিতে পারিবে।

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দনে।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ॥

ইমাং রহস্যাং পরমামনুস্মৃতি—

মবীত্তা বুদ্ধিং লভতে চ নৈষ্ঠিকীম্।

কোন ব্যক্তি যদি যজ্ঞোপবীত করিয়া অজ্ঞান পুরুষকে জ্ঞান প্রদান করে অথবা কোন ব্যক্তি যদি সমগ্র পৃথিবী দান করে, তবে সেই জ্ঞান দানের ফল এই পৃথিবীদানেরই তুল্য হইয়া থাকে।

নরশ্রেষ্ঠ নারদ! সেইজন্য সাধু পুরুষগণের ভয় ও বন্ধনের তমনাশকারী জ্ঞানই দান করিতে হয়। এইভাবে জ্ঞানদান করত মানুষ কল্যাণ ও বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি দশ লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে-ও সেই পদ লাভ করিতে পারে না, যাহা আমার ভক্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইভাবে পুরাকালে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করিলে পর কল্যাণময় ভগবান্ বিষ্ণু যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি তোমাকে বলিলাম।

তুমিও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই ত্রিলোকীর পরমাত্মার ধ্যান কর এবং সর্বতোভাবে ভক্তিসহকারে সেই অবিনাশী পরমাত্মার ভজনা কর।

বিহায় দুঃখান্যখিলান্যচিরাৎ
স বীতরাগো বিচরেন্মহীমিমাম্॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি অন্তর্ভূমিবিক্রীড়নং
নাম নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৯

ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত ভক্তিমান্ দেবর্ষি নারদ ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া যাইলেন।

যে মানুষ অনন্যভাবে দশ বর্ষ পর্যন্ত হৃষিকেশ নারায়ণদেবের ধ্যান করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ জনার্দনে যাহার ভক্তি আছে, তাঁহার বহুসংখ্যক মন্ত্রের দ্বারা কি লাভ হইবে? "নমো নারায়ণায়" (ওঁ নমো নারায়ণায়) এই একমাত্র মন্ত্রই সমস্ত মনোরথ সিদ্ধি করাইয়া থাকেন।

এই পরম গোপনীয় 'অনুস্মৃতি' বিদ্যা আয়ত্ত করত মানুষ ভগবানের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত দুঃখ দূর করত সঙ্কট হইতে মুক্ত ও বীতরোগ হইয়া এই পৃথিবীতে সর্বত্র বিচরণ করেন।

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভূমির অভ্যন্তরে ভগবান্ নারায়ণের ক্রীড়াবিষয়ক নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুক-শিষ্য-সংবাদোল্লেখপূর্ব্বকং বৃষ্ণিবংশভূষণ-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়কাধ্যাত্মতত্ত্ববর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

যোগং মে পরমং তাত মোক্ষস্য বদ ভারত
তমহং তত্ত্বতো জ্ঞাতুমিচ্ছামি বদতাং বর ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
সংবাদং মোক্ষসংযুক্তং শিষ্যস্য শুকস্য চ ॥ ২
কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণমাসীনমাচার্য্যমৃষিসত্তমম্
তেজোরাশিং মহাত্মানং সত্যসন্ধং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩
শিষ্যঃ পরমমেধাবী প্রেক্ষাবানী সুসমাহিতঃ।
চরণাবুপসংগৃহ্য স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ৪
উপাসনাৎ প্রসন্নোঽসি যদি বৈ ভগবন্ মম।
সংশয়ো মে মহান্ কশ্চিৎ তত্রে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥

কৃতশ্চাহং কৃতশ্চ ত্বং তৎ সম্যগ্ ব্রূহি যৎপরম্ ॥ ৫
কথঞ্চ সর্বভূতেষু সংশেষু দ্বিজসত্তম
সম্যগ্ বৃত্তা নিবর্ত্তন্তে বিপরীতাঃ ক্বচোদয়াঃ ॥ ৬
বেদেষু চাপি যদ্ বাক্যং লৌকিকং ব্যাপকঞ্চ যৎ।
এতদ্ বিদ্বন্ যথাতত্ত্বং সর্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭

শুক উবাচ।

শৃণু শিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মগুহ্যমিদং পরম্।
অধ্যাত্মং সর্ববিদ্যানামাগমানাঞ্চ যদ্বসু ॥ ৮
বাসুদেবঃ পরমিদং বিশ্বস্য ব্রহ্মণো মুখম্।
সত্যং জ্ঞানমথো যজ্ঞস্তিতিক্ষা দম আর্জবম্ ॥ ৯
পুরুষং সনাতনং বিষ্ণুং যং তং বেদবিদো বিদুঃ।
স্বর্গপ্রলয়কর্ত্তারমব্যক্তং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১০

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শুক শিষ্য সংবাদ উল্লেখ করত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যথার্থতত্ত্বের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাত ভরতনন্দন। আপনি আমাকে মোক্ষের সাধনভূত পরমযোগের উপদেশ দান করুন। আমি উহা যথার্থরূপে জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! এ বিষয়ে এক শিষ্যের গুরু সহিত যে মোক্ষবিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসকেই এস্থলে মহাত্মা পুরুষগণ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন। ২

পূর্ব্বে কোন এক দিন এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যকোটির পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠতম মহর্ষি ছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে মহান্ তেজোরাশি বলিয়া মনে হইত। তিনি মহাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। একদিন তাঁহার সেবায় কোন পরম মেধাবী কল্যাণকামী এবং সমাহিতচিত্ত এক শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন (ইনি বহুকাল থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন)। তিনি তাঁহার চরণযুগলে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ৩-৪

ভগবন্! যদি আপনি আমার সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার মনে যে, এক গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, উহা কৃপা করিয়া অপনোদন করুন—আমার প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা করুন। আমি এজগতে কোথা হইতে আসিয়াছি এবং আপনিই বা কোথা হইতে আসিয়াছেন? ইহা আমাকে ভালভাবে বুঝাইয়া বলুন। ইহা ব্যতীত যাহা পরম তত্ত্ব, উহাও উপদেশ করুন। ৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পৃথিবী প্রকৃতি সমস্ত মহাভূত সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত; সকল প্রাণিগণেরই শরীর যদিও ইহাদের দ্বারা নির্ম্মিত, তথাপি উহাদের ক্ষয় ও বৃদ্ধি—এই দুই বিপরীত ভাবে কেন হইয়া থাকে? ৬

বেদ এবং স্মৃতি সকলেও যে লৌকিক ও ব্যাপক বাক্যের বর্ণনা রহিয়াছে, উহাতেও বিষমতা আছে। বিদ্বন্! অতএব এই সবের আপনি যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করুন। ৭

গুরু বলিলেন,—বৎস! শ্রবণ কর! মহাব্রতে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহা বেদসকলের উত্তম ও গূঢ় রহস্য। ইহাই অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং সমস্ত বিদ্যা ও শাস্ত্রসকলের সর্ব্বস্ব। ৮

সম্পূর্ণ বেদের মুখ হইলেন প্রণব; ইনি সৎ, সত্য, জ্ঞান, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা ও পরম তত্ত্ব—এ সমস্তই হইলেন বাসুদেব। ৯

বেদজ্ঞ মহাত্মাগণ তাঁহাকে সনাতন পুরুষ ও বিষ্ণু বলিয়া মনে করেন। ইনিই সংসারের সৃষ্টি ও প্রলয়কারী অব্যক্ত এবং সনাতন ব্রহ্ম। ১০

তদিদং ব্রহ্ম বার্ষ্ণেয়মিতিহাসং শৃণুষ্ব মে।
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণৈঃ শ্রাব্যো রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ৈস্তথা ॥১১
বৈশ্যো বৈশ্যৈস্তথা শ্রাব্যঃ শূদ্রঃ শূদ্রৈর্মহাত্মনঃ
মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥১২
অর্হস্যমসি কল্যাণং বার্ষ্ণেয়ঃ শৃণু যৎপরম্
কালচক্রমনাদ্যন্তং ভাবাভাবস্বলক্ষণম্ ॥ ১৩
ত্রৈলোক্যং সর্বভূতেশে চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে।
যত্তদক্ষরমব্যক্তমমৃতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১৪
পিতৄন্ দেবানৃষিংশ্চৈব তথা বৈ যক্ষ-রাক্ষসান্।
নাগাসুরমনুষ্যাংশ্চ সৃজতে পরমোঽব্যয়ঃ ॥ ১৫
তথৈব বেদশাস্ত্রাণি লোকধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্
প্রলয়ং প্রকৃতিং প্রাপ্য যুগাদৌ সৃজতে পুনঃ ॥ ১
যথর্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ১৭
অথ যদ্যদ্ যথা ভাতি কালযোগাদ্ যুগাদিষু।
তৎ তদুৎপদ্যতে জ্ঞানং লোকযাত্রাবিধানজম্ ॥১৮
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৯
বেদবিদ্ বেদ ভগবান্ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ।
ভার্গবো নীতিশাস্ত্রং তু জগাদ জগতো হিতম্ ॥ ২০
গান্ধর্বং নারদো বেদ ভরদ্বাজো ধনুর্গ্রহম্
দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্ ॥ ২১
স্থাবরন্ত্রাণানেকানি ভৈষ্ণৈরুক্তানি বাদিভিঃ
হেয়োপাদেয়সদাচারৈর্যদুক্তং তদুপাস্যতাম্ ॥ ২২
অনাদ্যুঃ তৎপরং ব্রহ্ম ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ।
একস্তদ্ বেদ ভগবান্ ধাতা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ২৩
নারায়ণাদৃষিগণাস্তথা মুখ্যাঃ সুরাসুরাঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুরাণাশ্চ পরমং দুঃখভেষজম্ ॥ ২৪

সেই ব্রহ্ম পুরুষই ব্রাহ্মণদেহে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ইতিহাসই আজ তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য বৈশ্যকে এবং শূদ্র মহাত্মা শূদ্রকে অমিততেজস্বী দেবাধিদেব বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন। ১১-১২

তুমিও এই সমস্ত শ্রবণ করিবার যোগ্য অধিকারী, অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে কল্যাণময় উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য, উহা শ্রবণ কর। এই যে সৃষ্টি-প্রলয়ের অনাদি কালচক্র, উহা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। সর্বভূতেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এই তিন লোক চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ১৩½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই অক্ষর, অব্যক্ত, অমৃত এবং সনাতন ব্রহ্ম বলা হয়। ১৪

এই অবিনাশী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই পিতা, দেবতা, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি করেন। ১৫

এইরূপ প্রলয়কাল চলিয়া যাইলে পর কল্পের আরম্ভে প্রকৃতিকে আশ্রয় করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই বেদশাস্ত্র ও সনাতন লোকধর্মকে পুনরায় প্রকাশ করেন। ১৬

যেরূপ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে সেই সব ঋতুর নানাপ্রকার চিহ্ন উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক কল্পেই আরম্ভে পূর্ব পূর্ব কল্পানুসারে তত্তদ্রূপ ভাবসমূহের অভিব্যক্তি হয়। ১৭

কালক্রমে যুগাদিতে যখন যখন যে যে বস্তু উদ্ভাসিত হয়, লোকব্যবহারবশতঃ তখন তখনই সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮

কল্পের অন্তে লুপ্ত বেদসকল ও ইতিহাসসমূহকে কল্পের আরম্ভে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষিগণ তপস্যার দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রথমে জানিতে সমর্থ হন। ১৯

সেই সময় স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার বেদসকল, বৃহস্পতির বেদাঙ্গসমূহ এবং শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জগতের হিতের জন্য সেই সব বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন। ২০

নারদের গান্ধর্ববেদ, ভরদ্বাজের ধনুর্বেদ, মহর্ষি গার্গ্যের দেবর্ষিগণের চরিত্র এবং কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। ২১

তর্কশীল বিদ্বান্গণ তর্কশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন। সেই মহর্ষিরা যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র এবং সদাচারের দ্বারা যে ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহার তুমিও উপাসনা কর। ২২

এই পরমব্রহ্ম অনাদি ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দেবতারা জানেন না, মহর্ষিগণ তাঁহাকে একমাত্র জগৎপালক নারায়ণই জানেন। ২৩

নারায়ণ হইতেই ঋষিগণ, মুখ্য মুখ্য সকল দেবতা, অসুরবৃন্দ ও প্রাচীন রাজর্ষিরা সেই ব্রহ্মকে জানেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত দুঃখের পরম ঔষধ। ২৪

পুরুষাধিষ্ঠিতান্ ভাবান্ প্রকৃতিঃ সূয়তে যদা।
হেতুযুক্তমতঃ পূর্বং জগৎ সম্পরিবর্ততে ॥ ২৪

দীপাদন্যে যথা দীপাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ।
প্রকৃতিঃ সূয়তে তদ্বদন্যান্যান্ নাপচীয়তে ॥ ২৬

অব্যক্তকর্মজা বুদ্ধির্বুদ্ধেরহঙ্কারঃ প্রসূয়তে
আকাশঃ চাপ্যহঙ্কারাদ্ বায়ুরাকাশসম্ভবঃ ॥ ২৭

বায়োস্তেজস্ততশ্চাপ অদ্ভ্যোঽথ বসুধোদ্গতা
মূলপ্রকৃতয়ো হ্যষ্টৌ জগদেতাশ্চরাচরম্ ॥ ২৮

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ পঞ্চ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি
বিষয়াঃ পঞ্চ চৈবেহ বিকারো ষোড়শঃ মনঃ ॥ ২৯

শ্রোত্রং ত্বক্-চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাথ।
পায়ূপস্থং হস্তৌ বাক্চৈব কর্মণী অপি ॥ ৩০

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ
নিত্যেষু ব্যাপকঃ চিত্তঃ তেষু যৎগতং মনঃ ॥ ৩১

রসজ্ঞানে তু জিহ্বেয়ং ব্যাহৃতে বাক্ তথোচ্যতে।
ইন্দ্রিয়ৈর্বিবিধৈর্যুক্তং সর্বং বাক্তং মনস্তথা ॥ ৩২

বিদ্যাৎ তু ষোড়শৈতানি দৈবতানি বিভাগশঃ।
দেহেষু জ্ঞানকর্তারমুপাসীনমুপাসতে ॥ ৩৩

রসং সোমগুণা জিহ্বা গন্ধস্তু পৃথিবীগুণঃ।
শ্রোত্রং নভোগুণং চৈব চক্ষুরগ্নের্গুণস্তথা ॥
স্পর্শং বায়ুগুণং বিদ্যাৎ সর্বভূতেষু সর্বদা ॥ ৩৪

মনঃ সত্ত্বগুণং প্রাহুঃ সত্ত্ববদ্বাক্তঞ্চ তথা।
সর্বভূতাত্মভূতস্থং তস্মাদ্ বুদ্ধ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৫

প্রসূতে ভাবা জগৎ সর্বং যদস্তি সচরাচরম্।
ক্ষিতা বিসৃজ্যং দেবং যমাহুঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩৬

পুরুষ কর্তৃক সঙ্কল্পিত বিবিধ পদার্থসমূহের রচনা প্রকৃতিই করিয়া থাকেন। এই প্রকৃতি হইতেই সর্বপ্রথম কারণসহ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ২৪

যেরূপ একটিমাত্র দীপ হইতে শত সহস্র দীপ প্রজ্বালিত করা হইয়া থাকে এবং প্রথম দীপের ইহাতে কোনরূপ হানি হয় না, সেইরূপ এক প্রকৃতিই অসংখ্য পদার্থসমূহের উৎপাদন করেন এবং উহা অনন্ত বলিয়া উহার কোন ক্ষয় হয় না। ২৬

অব্যক্ত প্রকৃতিতে ক্ষোভ হইলে পরই যে বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়, সেই বুদ্ধি অহঙ্কারের জন্ম দেয়। অহঙ্কার হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। ২৭

বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইভাবে আট মূল প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ২৮

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং এক মন এই ষোড়শ প্রকার বিকার কথিত হইয়াছে। (ইহাদের মধ্যে মন অহঙ্কারের বিকার ও অন্য পঞ্চদশ হইল নিজ নিজ কারণরূপ সূক্ষ্ম মহাভূতসকলের বিকার।) ২৯

শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। ৩০

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় এবং ইহাদের মধ্যে ব্যাপক যে চিত্ত, উহাকেই মন বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই মনকে সর্বগত বলা হয়। ৩১

রসজ্ঞানের সময় মনই এই রসনা (জিহ্বা)-রূপ হইয়া যায় এবং কথা বলিবার সময় মনকেই বাগিন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া সেই সব রূপে মনই ব্যক্ত হইয়া যায়। ৩২

দশ ইন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ত্বক্ ও জিহ্বা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) এবং মন—এই ষোড়শ তত্ত্ব শরীরে বিভাগসহকারে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। শরীরের মধ্যে যে জ্ঞানোন্মেষকারী পরমাত্মার নিকটস্থ জীবাত্মা রহিয়াছেন, তাঁহাকেই এই ষোড়শ দেবতা উপাসনা করেন। ৩৩

জিহ্বা জলের কার্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর কার্য, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের এবং নেত্রেন্দ্রিয় অগ্নির কার্য এবং সম্পূর্ণ ত্বক্‌সকলের মধ্যে ত্বক্ নামক ইন্দ্রিয়কে সর্বদা বায়ুর কার্য বলিয়া জানিবে। ৩৪

বিদ্বান্‌গণ মনকে মহত্তত্ত্বের কার্য বলিয়াছেন এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতির কার্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ ভূতগণের আত্মাভূত পরমেশ্বরকে সকল প্রাণীতেই বিদ্যমান আছেন বলিয়া জানিবেন। ৩৫

এইরূপে এই সম্পূর্ণ পদার্থ সমস্ত চরাচর জগতের ভার বহন করিতেছে। এই সব পদার্থই প্রকৃতি হইতে অতীত রূপোদ্গম রহিত সেই পরমদেব পরমাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। ৩৬

নবদ্বারং পুরং পুণ্যমেভির্ভাবৈঃ সমন্বিতম্ ।
ব্যাপ্য শেতে মহানাত্মা তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩৭
অজরঃ সোঽমরশ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তোপদেশবান্ ।
ব্যাপকঃ সগুণঃ সূক্ষ্মঃ সর্বভূতগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮
যথা দীপঃ প্রকাশাত্মা হ্রস্বো বা যদি বা মহান্ ।
জ্ঞানাত্মানং তথা বিদ্যাৎ পুরুষং সর্বতস্তনু ॥ ৩৯
শ্রোত্রং বেদয়তে বেদ্যং স শৃণোতি স পশ্যতি ।
কারণং তস্য দেহোঽয়ং স কর্তা সর্বকর্মণাম্ ॥ ৪০
অগ্নির্দারুগতো যদ্বদ্ ভিন্নে দারৌ ন দৃশ্যতে ।
তথৈবাত্মা শরীরস্থো যোগেনৈবানুদৃশ্যতে ॥ ৪১
অগ্নির্যথা হ্যপায়েন মথিত্বা দারু দৃশ্যতে ।
তথৈবাত্মা শরীরস্থো যোগেনৈবাত্র দৃশ্যতে ॥ ৪২
নদীবাপো যথা যুক্তা যথা সূর্যো মরীচয়ঃ
সম্ভতত্বাদ্ যথা যান্তি তথা দেহাঃ শরীরিণাম্ ॥ ৪৩
স্বপ্নযোগে হ্যথৈবাত্মা পঞ্চেন্দ্রিয়সমাবৃতঃ ।
দেহমুৎসৃজ্য বৈ যাতি তথৈবাত্মোপলভ্যতে ॥ ৪৪
কর্মণা যাত্যতে রূপং কর্মণা চোপলভ্যতে ।
কর্মণা নীয়তেঽন্যত্র স্বকৃতেন বলীয়সা ॥ ৪৫
স তু দেহাদ্ যথা দেহং তাক্ত্বাঽন্যং প্রতিপদ্যতে ।
তথাঙ্গং সম্প্রবক্ষ্যামি ধ্রুবগ্রামং স্বকর্মজম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ব্যাখ্যাত্মকথনে
দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

এই সব পদার্থসম্পন্ন এবং নবদ্বারবিশিষ্ট (নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাছিদ্রদ্বয়, মুখদ্বার, লিঙ্গদ্বার ও মূত্রবিবর—এই নয়টি ছিদ্রযুক্ত) পবিত্র পুর (শরীর)-কে আশ্রয় করিয়া সর্বাপেক্ষা মহান্ আত্মা শয়ন করিয়া আছেন, সেইজন্য তাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হয় ॥ ৩৭

এই পুরুষ জরা-মৃত্যু রহিত, ব্যাপক, (সমস্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ভূত-সমূহের প্রেরক) সর্বজ্ঞতাদি গুণসমূহে যুক্ত, সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ভূতগণের এবং তাহাদের গুণসকলের আশ্রয় ॥ ৩৮

যেরূপ দীপ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হউক, উহা প্রকাশস্বরূপই হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপই উহা জানিবে ॥ ৩৯

ইনিই শ্রবণেন্দ্রিয়কে তাহার জ্ঞেয়কৃত শব্দের বোধ করাইয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, শ্রোত্র ও শ্রোত্রদ্বারা ত্বিনিই শ্রবণ করেন এবং দর্শন করেন। এই শরীর যাঁহার শব্দাদি বিষয়সমূহের অনুভবের কারণ এই জীবাত্মাই সমস্ত কার্য করেন ॥ ৪০

যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠে লীন হইয়া থাকিলেও কাষ্ঠ বিদীর্ণ করিলে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মা শরীরে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না—যোগবলেই তাঁহাকে দর্শন করা যায়। যেরূপ মন্থনাদি উপায়সকলের দ্বারা কাষ্ঠকে মন্থন করিলে পর তাহার মধ্যে অগ্নিকে দর্শন করা যায়, সেইরূপ যোগের দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে সাক্ষাৎকার করা যায় ॥ ৪১-৪২

যেরূপ নদীসকলে জল থাকে এবং সূর্যে কিরণাবলি থাকে ও সেই জল এবং কিরণ নদী ও সূর্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকায় তাহাদের সহিতই গমন করে, সেইরূপ দেহধারীদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরও জীবাত্মার সহিতই অবস্থান করে এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই যাতায়াত করে ॥ ৪৩

যেরূপ স্বপ্নে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত জীবাত্মা এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, সেইরূপই মৃত্যুর পরও তিনি এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করে ॥ ৪৪

কর্মের দ্বারা এই দেহ আবদ্ধ হয়, কর্মেরই দ্বারা অন্য দেহের উপলব্ধি হয় এবং নিজের কৃত প্রবল কর্মের দ্বারা এই দেহ অন্যত্র নীত হয় ॥ ৪৫

সেই জীবাত্মা যেরূপে এক শরীর ত্যাগ করতে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা উৎপন্ন প্রাণিগণ যেরূপ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ করে সেই সবই আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মকথনে শ্রীকৃষ্ণনারদীয় অধ্যাত্মতত্ত্বনিরূপণ-বিষয়ক দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সংসারচক্রস্য জীবাত্মনঃ স্থিতেশ্চ বর্ণনম্।)

গুরুরুবাচ।

চতুর্বিধানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
অব্যক্তপ্রভবাণ্যাহুরব্যক্তনিধনানি চ॥
অব্যক্তলক্ষণং বিদ্যাদব্যক্তাদ্ব্যক্তলক্ষণম্।
যথাগ্নিযবনীকাশমন্তর্ভূতো মহাদ্রুমঃ।
নিষ্পন্নো দৃশ্যতে ব্যক্তমব্যক্তাৎ সম্ভবস্তথা॥ ২
অস্তিত্রিবর্ত্তায়স্কান্তময়ো নিশ্চেতনং যথা
স্বভাবহেতুজা ভাবা যদ্বদন্ধদর্শীদৃশম্॥ ৩
তদ্বদব্যক্তজা ভাবাঃ কর্ত্তুঃ কারণলক্ষণাঃ
অচেতনাশ্চেতয়িতুঃ কারণাদভিসংহতাঃ॥ ৪
ন ভূর্ন খং দ্যৌর্ভূতানি বর্ষ্মরো ন সুরাসুরাঃ
নাসন্দাসীদৃতে জীবমাসেদুর্ন তু সংহতম্॥ ৫

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

(সংসারচক্র ও জীবাত্মার স্থিতিবর্ণন।)

গুরু বলিলেন,—বৎস! জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকারের যে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী আছে, সেই সমস্তই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং অব্যক্ত মধ্যেই তাহাদের সকলের লয় হইয়া থাকে। মন অব্যক্ত প্রকৃতিরই ন্যায় ত্রিগুণাত্মক। ১

যেরূপ অশ্বত্থের এক ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে এক বিশাল বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে, যাহা বীজ অঙ্কুরিত হইলে পরই বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই এই ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হয়। ২

যেরূপ লৌহ অচেতন হইলে পরও চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হইয়া গমন করে, সেইরূপই মহীর উৎপন্ন হইলে পরই প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার এবং অবিদ্যা, কাম, কর্ম্মাদি অন্য গুণসকল তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া গমন করে। ৩

সেইরূপ সেই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন উপরিলিখিত কারণস্বরূপ ভাব অচেতন হইলে পরও চেতন কর্ত্তার সম্বন্ধের দ্বারা যেন সচেতন হইয়া জ্ঞান লাভ করা প্রভৃতি ক্রিয়ার হেতু হইয়া থাকে। ৪

প্রথমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, ভূতগণ, ঋষিগণ এবং দেবতা ও অসুর—ইহাদের মধ্যেও কেহ ছিলেন না। চেতন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সত্তা ছিল না। জড়-চেতনের সংযোগও ছিল না। ৫

পূর্ব্বং নিত্যং সর্ব্বগতং মনোহেতুমলক্ষণম্।
অজ্ঞানকর্ম্ম নির্দ্দিষ্টমেতৎ কারণলক্ষণম্॥ ৬
ওংকারৈর্হি সংযুক্তং কার্য্যসংগ্রহকারকম্।
সৈষৈতদ্ বর্ত্ততে চক্রমনাদিনিধনং মহৎ॥ ৭
অব্যক্তনাভঃ ব্যক্তারঃ বিকারপরিমণ্ডলম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং চক্রং স্বিষ্টাক্ষং বর্ত্ততে ধ্রুবম্॥ ৮
স্বিষ্টত্বাৎ ভিন্নবৎ সর্ব্বং চক্রেঽস্মিন্ পীড়্যতে জগৎ।
ত্রিলপীড়ৈরিবাক্রম্য ভোগৈরজ্ঞানসম্ভবৈঃ॥ ৯
কর্ম্ম তৎ কুরুতে তত্র যাদ্বদস্যারোপরিগ্রহাৎ।
কার্য্যকারণসংযোগে স হেতুরুপপাদিতঃ॥ ১০
নাত্যেতি কারণং কার্য্যং ন কার্য্যং কারণং তথা।
কার্য্যাণাং তূপকরণে কালো ভবতি হেতুমান্॥ ১১

আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, মনেরও হেতু এবং লক্ষণ-রহিত। এই কারণস্বরূপ সম্পূর্ণ জগৎ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬

এই সব কারণে যুক্ত হইয়াই জীব কর্ম্মসকল সংগ্রহ করে। কর্ম্মসমূহের দ্বারা বাসনা এবং বাসনাসমূহের দ্বারা পুনঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ সেই অনাদি, অনন্ত মহান্ সংসার চক্র প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। ৭

এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহরূপ সংসার চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। অব্যক্ত (প্রকৃতি) উহার নাভি। ব্যক্ত (দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি) তাহার আরা। সুখ-দুঃখ, ইচ্ছাদি বিকারসমূহ তাহার নেমি। রজোগুণাত্মিকা আসক্তি অক্ষ (দণ্ডক)। এই চক্র নিশ্চিতরূপে ঘুরিতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) এই চক্রের চালক হইয়া বিরাজমান আছেন। ৮

যেরূপ ত্রিলিয়া ত্রিলের মধ্যে তেল থাকে বলিয়া উহাকে ঘানিতে পেষণ করে, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ আসক্তিগ্রস্ত বলিয়া অজ্ঞানজনিত ভোগসমূহের দ্বারা উপহত হইয়া এই সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইতে থাকে। ৯

জীব অহঙ্কারের অধীন হইয়া তৃষ্ণাবশতঃ কর্ম্ম করিতে থাকে এবং সেই কর্ম্ম আগামী জন্মের কার্য্য-কারণ সংযোগের হেতু হয়। ১০

কারণ কার্য্যে প্রবিষ্ট হয় না এবং কার্য্য কারণে প্রবেশ করে না। কার্য্য করিবার সময় কালই তাহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হেতু হইয়া থাকে। ১১

হেতুযুক্তাঃ প্রকৃতয়ো বিকারাশ্চ পরস্পরম্ ।
অন্যোন্যমভিবর্তন্তে পুরুষাধিষ্ঠিতাঃ সদা ॥ ১১
রাজসৈস্তামসৈর্ভাবৈর্যুক্তো হেতুবলান্বিতঃ
ক্ষেত্রজ্ঞমেবানুযাতি পাংশুর্বায়ুরিবেরিতো যথা ॥ ১৩
ন চ তৈঃ স্পৃশ্যতে ভাবৈর্ন স তেন মহাত্মনা ।
সরজস্কোঽরজস্কশ্চ নৈব বায়ুর্ভবেদ্ যথা ॥ ১৪
তথৈতদন্তরং বিদ্যাৎ সত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বুধঃ ।
অত্যাসাৎ স তথা যুক্তো ন গচ্ছেৎ প্রকৃতিং পুনঃ ॥ ১৫

সন্দেহমেতমুৎপন্নমচ্ছিনদ্ ভগবান্ঋষিঃ ।
তস্মাদ্ বার্তাং সমীক্ষেত কৃতলক্ষণসন্নিতাম্ ॥ ১৬
বীজান্যুপরতানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ব্যাখ্যায়াত্মকথনে
একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১১

অদৃষ্ট কর্মবশে এই প্রকৃতি (কৃমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ ভূতমাত্র এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি ।) ও ষোড়শ বিকার (বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ —এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ বিকার ।) ইহারা পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বদা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং সৃষ্টির বিস্তার করে । ১২

রাজস ও তামসভাবসমূহে যুক্ত হেতুবলে (অদৃষ্টবলে) প্রেরিত সূক্ষ্ম শরীর ক্ষেত্রজ জীবাত্মার সহিত সেইভাবে অন্য স্থূল শরীরে গমন করে, যেরূপ বায়ুর দ্বারা উত্তোলিত ধূলি তাহারই সহিত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিয়া থাকে । ১৩

যেরূপ ধূলি উড়িলেও বায়ু সেই ধূলির সহিত লিপ্ত হয় না এবং অলিপ্তও থাকে না, সেইরূপ তামস-রাজসাদি ভাবসমূহের সহিত জীবাত্মা লিপ্তও হন না, আবার অলিপ্তও থাকেন না । ১৪

অতএব বিবেকী পুরুষ ক্ষেত্র (শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (শরীরস্থ আত্মা) এই উভয়ের পার্থক্য সেইভাবে জানিয়া রাখিবেন । এই উভয়ের তাদাত্ম্যজ্ঞানরূপ অভ্যাস হইয়া যাইলে জীব এরূপ হইয়া যায় যে, সে নিজের শুদ্ধ স্বরূপের কোন সন্ধানই পায় না । ১৫

(ভীষ্ম বলিলেন) এইরূপ সেই মহর্ষি ভগবান্ গুরুদেব শিষ্যের উৎপন্ন সেই সন্দেহ ছেদন করিয়া দিলেন । অতএব বিদ্বান্ পুরুষ এরূপ উপায়সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন, যাহাতে ক্রিয়ার দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইয়া থাকে । ১৬

যেরূপ অগ্নিতে ভৃষ্ট হইলে পর বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানরূপী অগ্নির দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইলে পর জীবাত্মার পুনরায় এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম-তত্ত্বনিরূপণ-বিষয়ক একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিষিদ্ধাচরণত্যাগস্য, সত্ত্ব-রজস্তমসাং কার্য্যাস্য, পরিণামস্য চ কথনম্, সত্ত্বগুণাশ্রয়স্যোপদেশদানস্য চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো যথা সমুপলভ্যতে।
তেষাং বিজ্ঞাননিষ্ঠানামশুভস্তু ন রোচতে ॥ ১

দুর্লভা বেদবিদ্বাংসো বেদোক্তেষু ব্যবস্থিতাঃ।
প্রয়োজনং মহত্ত্বাস্তু মার্গমিচ্ছন্তি সাত্ত্বতম্ ॥ ২

সদ্ভিরাচরিতত্বাস্তু মৃত্যুমেতদগর্হিতম্।
ইহং সা বুদ্ধিরভ্যেত্য যয়া যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩

শরীরব্যূহমাদত্তে মোহাৎ সর্গান্ পরিগ্রহান্।
ক্রোধলোভাদিভির্ভাবৈর্যুক্তো রাজস-তামসৈঃ ॥ ৪

নাশুদ্ধমাচরেৎ তস্মাদতঃস্নান্ দেহযাপনম্।
কর্ম্মণা বিবরং কুর্বন্ন লোকানাপ্নুয়াচ্ছুভান্।

লোহমুক্তং যথা হেম বিপক্বং ন বিরাজতে।
তথাপক্বকষায়াত্মা বিজ্ঞানং ন প্রকাশতে ॥ ৬

যস্ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং চরেল্লোভাৎ কামক্রোধানুপ্রবন্।
ধর্ম্মাৎ পথানমাক্রম্য সাদুষ্কৃতো বিনশ্যতি ॥ ৭

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্তস্মান্ন সংরাগাদয়ং ব্রজেৎ।
ক্রোধো হর্ষো বিষাদশ্চ জায়ন্তেঽথ পরস্পরাৎ।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে সত্ত্বে রাজস-তামসে।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যতে চায়ং কং বাক্রোশতি কিং বদন্ ॥ ৯

স্পর্শরূপরসাদ্যেষু সজ্জং গচ্ছন্তি বালিশাঃ।
নাবগচ্ছন্ত্যবিজ্ঞানাদাত্মানং পার্থিবং গুণম্ ॥ ১০

মৃন্ময়ং শরণং যদ্বন্মৃদৈব পরিলিপ্যতে।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহো মৃদ্বিকারায় কল্পতে ॥ ১১

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[নিষিদ্ধ আচরণত্যাগ, সত্ত্ব, রজ ও তমের কার্য্য এবং পরিণাম কথন, সত্ত্বগুণ আশ্রয়ের উপদেশ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষগণের যেরূপ প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ উহাই তাহার ভাল লাগে, সেইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষগণের জ্ঞানাতীত অন্য কোন বস্তু ভাল লাগে না। ১

বেদজ্ঞগণ বিদ্বান্ ও বেদোক্ত কর্ম্মসমূহে নিষ্ঠাসম্পন্ন পুরুষগণ প্রায় দুর্লভ। যাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ, তাঁহারা বেদোক্ত উভয় পথের মধ্যে যাহাকে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া সকলের প্রশংসিত, সেই মোক্ষপথে গমন করিতে অভিলাষ করেন। ২

সৎপুরুষগণ সর্ব্বদা এই পথই গ্রহণ করেন, অতএব উহা অনিন্দনীয় এবং নির্দ্দোষ। উহা হইল সেই বুদ্ধি, যাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ৩

যে ব্যক্তি দেহাভিমানী, সেই ব্যক্তি মোহবশতঃ ক্রোধ-লোভাদি রাজস, তামসভাবসমূহে যুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার শরীরকলের সংগ্রহে নিরত থাকে। ৪

অতএব যিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনা করেন, তিনি কখনও অশুদ্ধ (অবৈধ) আচরণ করিবেন না। তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিবেন এবং স্বর্গাদি পুণ্যলোক লাভ করিবার কখনও বাসনা করিবেন না। ৫

যেরূপ লৌহমুক্ত সুবর্ণ অগ্নিতে বিশেষভাবে পাক না করিলে পর সে নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না, সেইরূপ চিত্তের রাগাদি দোষসকলের নাশ না করিলে পর উহাতে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না। ৬

যে ব্যক্তি লোভবশতঃ কাম-ক্রোধের অনুসরণ করিতে করিতে ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করত অধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি পরিণামবর্শের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। ৭

আত্মকল্যাণকামী পুরুষ কখনও অনুরাগের বশীভূত হইয়া শব্দাদি বিষয়সকলের সেবা করিবে না; কারণ, উহা করিলে পর হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদ—এই সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস-ভাবসমূহের পরস্পর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৮

এই শরীর পঞ্চভূতের বিকার এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণে যুক্ত। ইহাতে অবস্থান করত এই নির্দ্বিকার আত্মা কি বলিয়া কাহার নিন্দা ও কাহার স্তুতি করিবেন? ৯

অজ্ঞান পুরুষ স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়সমূহে আসক্ত থাকে। সে বিশিষ্ট জ্ঞানহীন বলিয়া ইহা জানিতে পারে না যে, এই শরীর পৃথিবীর বিকার। ১০

যেরূপ মৃত্তিকায় গৃহ মৃত্তিকারই দ্বারা যদি লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে সে সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ এই পার্থিব শরীর এই পৃথিবীরই বিকারস্বরূপ অন্ন ও জলের সেবনেই নষ্ট হইয়া যায়। ১১

মধু তৈলং পয়ঃ সর্পির্মাংসানি লবণং গুড়ঃ।
বাস্তানি ফল-মূলানি মৃদ্বিকারাঃ সহাস্তসা ॥১২
যদ্যৎ কান্তারমাশ্রিত্য নৈপুণ্যং সমনুব্রজেৎ।
গ্রাম্যাহারমদত্ত্বাপ্যন্যদ্বাপি হি যাপনম্ ॥ ১৩
তদ্বৎ সংসারকান্তারমাশ্রিতঃ ক্ষেমদর্শিবান্।
যাত্রার্থমন্নাদাহারং ব্যাধিতো ভেষজং যথা ॥ ১৪
সত্যশৌচার্জবত্যাগৈর্দমেনাহিংসয়া চ।
ক্ষান্ত্যা ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ মনসা তপসৈব চ ॥ ১৫
ভাবান্ সর্বানুপাবৃত্তান্ সমীক্ষ্য বিষয়াত্মকান্।
শান্তিমিচ্ছন্নদীনাত্মা সংযচ্ছেদিন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১৬
সত্ত্বেন রজসা চৈব তমসা চৈব মোহিতাঃ
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে হ্যজ্ঞানাজ্জন্তবো ভৃশম্ ॥ ১৭
তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষেত দোষানজ্ঞানসম্ভবান্।
অজ্ঞানপ্রভবং দুঃখমহঙ্কারং পরিত্যজেৎ ॥ ১৮

মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
ত্রৈলোক্যং সেশ্বরং সর্বমহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯
যদেষ নিয়তঃ কালো দর্শয়ত্যার্তবান্ গুণান্।
তদ্বদ্ভূতেষহঙ্কারং বিদ্যাৎ কর্মপ্রবর্তকম্ ॥ ২০
সম্মোহকং তমো বিদ্যাৎ কৃচ্ছ্রমজ্ঞানসম্ভবম্।
প্রীতি-দুঃখনিবন্ধাংশ্চ সমস্তাংস্ত্রীনথো গুণান্ ॥ ২১
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈব তমসশ্চ নিবোধ তান্।
প্রসাদো হর্ষজা প্রীতিরসংমোহো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥
এতান্ সত্ত্বগুণান্ বিদ্যাদিনান্ রাজস-তামসান্ ॥২২
কাম-ক্রোধৌ প্রমাদশ্চ লোভ-মোহৌ ভয়ং শ্রমঃ
বিষাদশোকাবরতির্মানদর্পাবনার্যতা ॥ ২৩
দোষাণামেবমাদীনাং পরীক্ষা গুরুলাঘবম্।
বিমুশেদাত্মসংস্থানমেকৈকমনুসন্ততম্ ॥ ২৪

মধু, তেল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, বাস্তু, ফল-মূল ও জল—এ সমস্তই পৃথিবীর বিকার। ১২

যেরূপ মনে স্থিত সন্ন্যাসী স্বাদিষ্ট অন্নাদির জন্য উৎসুক হন না, পরন্তু শরীর রক্ষার কারণ রুক্ষ-শুষ্ক গ্রাম্যান্ন আহারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সংসাররূপী বনে অবস্থিত পুরুষ পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া সেইভাবে জীবন নির্বাহের উপযোগী শুষ্ক সাত্ত্বিক আহারই গ্রহণ করিবেন, যেরূপ রোগী জীবনরক্ষার জন্য ঔষধ সেবন করিয়া থাকে। ১৩-১৪

ঔদার্যচিত্ত পুরুষ সত্য, শৌচ, সরলতা, ত্যাগ, ক্ষেম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ধৈর্য, বুদ্ধি, মন ও তপস্যার প্রভাবে সমস্ত বিষয়াত্মক ভাবসমূহের উপর আলোচনাত্মক দৃষ্টি রাখিয়া শান্তির ইচ্ছায় নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিবেন। ১৫-১৬

অজিতেন্দ্রিয় জীব অজ্ঞানভাবশতঃ সত্ত্ব, রজ ও তমের দ্বারা মোহিত হইয়া নিয়তির চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ১৭

অতএব বিবেকী পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি অজ্ঞানজনিত মোহসকল ভালভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং সেই অজ্ঞান উৎপন্ন দুঃখ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেন। ১৮

পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়গণ, শব্দাদি গুণসকল, সত্ত্ব, রজ ও তম এবং লোকপালসমেত তিন লোক—এ সব কিছুই অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত। ১৯

যেরূপ এ জগতে নিয়তকাল ঋতুসময়ে স্বভাবজাত গুণসকলকে প্রকাশিত করিয়া দর্শন করাইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণিদেহের মধ্যে অহঙ্কারকেই তাহাদের সকল কর্মের প্রবর্তক বলিয়া জানিতে হইবে। ২০

অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। তন্মধ্যে তামস মোহকর ও অন্ধকারতুল্য কষ্টকর। ইহা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। প্রীতি উৎপন্নকারী তিন সাত্ত্বিক এবং দুঃখপ্রদ হইল রাজস। এইভাবে সেই ত্রিবিধ গুণের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। ২১

এখন আমি তোমাকে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য বলিব, শ্রবণ কর। প্রসন্নতা, হর্ষজনিত প্রীতি, অসন্দেহ, ধৈর্য ও স্মৃতি—এই সবকে সত্ত্বগুণের কার্য বলিয়া জানিবে। কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয়, শ্রান্তি, বিষাদ, শোক, অপ্রসন্নতা, মান, দর্প ও অনার্যতা—এ সমস্তকে রজোগুণ এবং তমোগুণের কার্য বলিয়া জানিবে। ২২-২৩

এই সকলের এবং এরূপ অন্যান্য দোষসমূহের সমূহ ও লঘুত্ব বিচার করত এই কথা পরীক্ষা করিবে যে, এই সব দোষের মধ্যে এক একটি দোষের আমার মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তবে কিরূপ পরিমাণে আছে? (এইভাবে বিচার করিতে করিতে সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রচেষ্টা করিবে) ২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে দোষা মনসা ত্যক্তাঃ কে বুদ্ধ্যা শিথিলীকৃতাঃ
কে পুনঃ পুনরায়ান্তি কে মোহাদফলা ইব ॥ ২৫
কেষাং বলাবলং বুদ্ধ্যা হেতুভির্বিদ্যুদেদ্ বুধঃ।
এষ মে সংশয়স্তাত তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২৬

ভীষ্ম উবাচ।

দোষৈর্মূলাদবচ্ছিন্নৈর্বিশুদ্ধাত্মা বিমুচ্যতে।
বিনাশয়তি সত্ত্বস্থমলয়স্থমিবাতপঃ যথা।
তথা কৃতাত্মা সহজৈর্দোষৈর্নস্যতি তামসৈঃ ॥ ২৭
রাজসং তামসং চৈব শুদ্ধাত্মকমকল্মষম্।
তৎ সর্বং দেহিনাং বীজং সত্ত্বমাত্মবতঃ সমম্ ॥ ২৮
তস্মাদাত্মবতা বর্জ্যং রজশ্চ তম এব চ।
রজস্তমোভ্যাং নির্মুক্তং সত্ত্বং নির্মলতামিয়াৎ ॥ ২৯
অথবা মন্ত্রবদ্ ব্রহ্মরাত্মাদানায় দুষ্কৃতম্।
স বৈ হেতুরনাদানে শুদ্ধধর্মানুপালনে ॥ ৩০
রজসাধর্মযুক্তানি কার্যাণ্যপি সমাপ্নুতে।
অর্থযুক্তানি চাত্যর্থং কামান্ সর্বাংশ্চ সেবতে ॥ ৩১
তমসা লোভযুক্তানি ক্রোধজানি চ সেবতে।
হিংসাবিহারাভিরতস্তন্দ্রীনিদ্রাসমন্বিতঃ ॥ ৩২
সত্ত্বস্থঃ সাত্ত্বিকান্ ভাবান্ শুদ্ধান্ পশ্যতি সংশ্রিতঃ।
স দেহী বিমলঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাবিদ্যাসমন্বিতঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে
দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১২

অতএব জিতাত্মা পুরুষের রজোগুণ ও তমোগুণ ত্যাগ করা উচিত। এই উভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বুদ্ধি নির্মল হইয়া যায় ॥ ২৯

অথবা বুদ্ধিকে বশীভূত করিবার জন্য শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কর্মকে কিছু লোক দোষযুক্ত বলিয়া থাকে, কিন্তু এই মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কর্মও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে এবং শুদ্ধ ধর্ম—শম, দমাদি নিয়মের পালনেও উহাই নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০

মানুষ রজোগুণের অধীন হইলে পর উহার দ্বারা নানাবিধ অনর্থযুক্ত ও অর্থযুক্ত কর্ম করিতে থাকে এবং সে সমস্ত ভোগ-সমূহকে অত্যন্ত আসক্তি সহকারে উপভোগ করিতে থাকে ॥ ৩১

তমোগুণের দ্বারা মানুষ লোভ ও ক্রোধজনিত কর্মসকল সেবন করে, হিংসাত্মক কর্মসমূহে তাহার বিশেষ আসক্তি জন্মে এবং সে প্রায় সময়ই নিদ্রা-তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২

সত্ত্বগুণে অবস্থিত পুরুষ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবসমূহই দেখিতে পান এবং সেই সবই আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি অত্যন্ত নির্মল ও কান্তিমান্ হন। তাঁহার মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিদ্যারই প্রাধান্য থাকে ॥ ৩৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব কথন-বিষয়ক দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(জীবোৎপত্তিবর্ণনাপ্রসঙ্গেন দোষেভ্যো বন্ধনেভ্যশ্চ মোক্ষার্থং বিষয়াসক্তিত্যাগস্যোপদেশঃ)

ভীষ্ম উবাচ

রজসা সাধ্যতে মোহস্তমসা ভরতর্ষভ
ক্রোধ-লোভৌ ভয়ং দর্প এতেষাং সাদনাশুচিঃ ॥ ১
পরমং পরমাত্মানং দেবমক্ষরমব্যয়ম্
বিষ্ণুমব্যক্তসংস্থানং বিদুস্তং দেবসত্তমম্ ॥ ২
তস্য মায়াপিনদ্ধাস্তু নষ্টজ্ঞানা বিচেতসঃ
মানবা জ্ঞানসম্মোহাৎ ততঃ ক্রোধং প্রযান্তি বৈ ॥ ৩
ক্রোধাৎ কামমবাপ্যাথ লোভ-মোহৌ চ মানবাঃ।
মানদর্পাবহঙ্কারমহঙ্কারাৎ ততঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৪
ক্রিয়াভিঃ স্নেহসম্বন্ধাৎ স্নেহাচ্ছোকমনন্তরম্
সুখ-দুঃখক্রিয়ারম্ভাজ্জন্মাজস্রকৃতক্ষণাঃ ॥ ৫
জন্মতো গর্ভবাসং তু শুক্রশোণিতসম্ভবম্।
পুরীষমূত্রবিক্লেদং শোণিতপ্রভবাবিলম্ ॥ ৬
তৃষ্ণাভিভূতস্তৈর্বদ্ধস্তানেবাভিপরিপ্লবন্।
সংসারতন্ত্রবাহিন্যস্তত্র বুধ্যেত যোষিতঃ ॥ ৭
প্রকৃত্যা ক্ষেত্রজ্ঞভূতা নরাঃ ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাঃ।
তস্মাদেবাবিশেষেণ নরোঽতীয়াদ্ বিশেষতঃ ॥ ৮
কৃত্যা হেত্বা ঘোররূপা মোহয়ন্ত্যাবিচক্ষণান্।
রজস্যন্তর্হিতা মূর্তিরিন্দ্রিয়াণাং সনাতনী ॥ ৯
তস্মাৎ তদাত্মকাদ্ রাগাদ্ বীজাজ্জায়ন্তি জন্তবঃ।
স্বদেহজানস্বসংজ্ঞান্ স্বদেহজাৎ কৃমীংস্ত্যজেৎ ॥
স্বসংজ্ঞানস্বকাংস্তথৎ সুতসংজ্ঞান্ কৃমীংস্ত্যজেৎ ॥ ১০

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

(জীবোৎপত্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে দোষ ও বন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিষয়াসক্তি ত্যাগের উপদেশ)

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মোহের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সমস্ত নাশ করিলে পর মানুষ শুদ্ধ হইয়া যায়। ১

এরূপ শুদ্ধাত্মা পুরুষই সেই অক্ষর, অবিনাশী, পরমদেব, অব্যক্ত-স্বরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা বিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন্। ২

এই পরমেশ্বর মায়ায় আবৃত হইয়া থাকায় মনুষ্যগণের জ্ঞান ও বিবেক নাশ হইয়া যায় এবং তাহারা বুদ্ধির মোহবশতঃ ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে। ৩

ক্রোধ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে মনুষ্যগণ লোভ, মোহ, মান, দর্প ও অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তারপর অহঙ্কারের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই তাহারা সমস্ত কার্যসকল করিতে আরম্ভ করে। ৪

এইসব কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যগণ আসক্তিযুক্ত হয়। এই আসক্তি হইতেই শোক উৎপন্ন হয়। তারপর সুখদুঃখ পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ করিলে মনুষ্যগণকে জন্ম ও মৃত্যুর কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। ৫

জন্মের নিমিত্ত গর্ভবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। রজ ও বীর্য্য পরস্পর সংযুক্ত হইলে পর গর্ভবাসের সম্ভাবনা থাকে। এই গর্ভবাসে মল ও মূত্রে ক্লিন্ন এবং রক্তের বিকারে মলিন স্থানে অবস্থান করিতে হয়। ৬

তৃষ্ণাতে অভিভূত এবং কাম, ক্রোধাদি দোষে বদ্ধ হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে করিতে মানুষ (অভিশয় দুঃখ ভোগ করে। যদি উহা হইতে মুক্ত পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে) স্ত্রীদিগকে সংসারতন্ত্র পক্ষ নিক্ষেপকারিণী তত্ত্ববাদিনী বলিয়া জানিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। ৭

স্ত্রীগণ প্রকৃতি-তুল্যা, অতএব ক্ষেত্রস্বরূপা এবং পুরুষগণ ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ (যেরূপ প্রকৃতি অজ্ঞান পুরুষকে বদ্ধ করে; সেইরূপ এই স্ত্রীগণ পুরুষদিগকে নিজের মোহজালে বদ্ধ করে)। সেইজন্য সাধারণভাবে প্রত্যেক পুরুষের বিশেষ প্রযত্ন সহকারে স্ত্রীর সংসর্গ হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। ৮

এই স্ত্রীগণ ভয়ঙ্করী কৃত্যাতুল্যা, অতএব অজ্ঞান পুরুষদিগকে মোহে পাতিত করে। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিকার উৎপন্নকারী এই সনাতনী নারী মূর্তি রজোগুণবর্দ্ধিতা। ৯

এই স্ত্রীসম্ভোগ অনুরাগবশতই পুরুষের বীর্য্য হইতে জীবগণের উৎপত্তি হয়; যেরূপ মানুষ নিজেরই দেহ হইতে উৎপন্ন যেরূপ কৃমি প্রভৃতিকে নিজের মনে না করিয়া ত্যাগ করে, সেইরূপ নিজের বলিয়া কখনো যে সব আত্মা পুত্রনামধারী কীট, উহাদিগকেও ত্যাগ করিবে। ১০

শুক্রশোণিতয়োরগ্নেরেব দেহাভ্যাদানমিষ্যতে ।
স্বভাবাৎ কর্মযোগাদ্ বা তানুপেক্ষেত বুদ্ধিমান্ ॥ ১১
রজস্তমসি পর্যন্তং সত্ত্বঞ্চ রজসি স্থিতম্ ।
জ্ঞানাধিষ্ঠানমব্যক্তং বুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণম্ ॥ ১২
তদ্ বীজং দেহিনামাহুস্তদ্ বীজং জীবসংজ্ঞিতম্
কর্মণা কালযুক্তেন সংসারপরিবর্তনম্ ॥ ১৩
রমতাং যথা স্বপ্নে মনসা দেহবানিব
কর্মগর্ভৈস্তথৈবেহী গর্ভে তদুপলভ্যতে ॥ ১৪
কর্মণা বীজভূতেন চোদ্যতে যদ্ যদিন্দ্রিয়ম্ ।
ভাব্যতে তদহঙ্কারাদ্ রাগযুক্তেন চেতসা ॥ ১৫
শব্দরাগাচ্ছ্রোত্রমস্য ভাব্যতে ভাবিতাত্মনঃ ।
রূপরাগাৎ তথা চক্ষুর্ভাবং সঞ্চিন্তয়ন্ত্যা ॥ ১৬
স্পর্শনে ত্বক্ তথা বায়ুঃ প্রাণাপানব্যপাশ্রয়ঃ ।
ব্যানোদানৌ সমানশ্চ পঞ্চধা দেহধারণম্ ॥ ১৭
সজ্ঞাভৈর্জায়তে গাত্রৈঃ কর্মভির্বিবিধা বৃতঃ ।
দুঃখাত্তস্ত্বেষ দুঃখেন দুঃখধর্মেণ শারীর-মানসৈঃ ॥ ১৮
দুঃখং বিদ্যাদুপাদানাদভিমানাচ্চ বর্ধতে ।
ত্যাগাৎ ত্যেজ্যো নিরোধঃ স্যাদ্বিরোধজ্ঞো বিমুচ্যতে ॥১৯
ইন্দ্রিয়াণাং রজস্যেব প্রলয়াপ্রভবাবুভৌ ।
পরীক্ষ্য সঞ্চরেদ্ বিদ্বান্ সদাবেক্ষ্যাত্মচক্ষুষা ॥ ২০
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থানোপলভ্যন্তাতর্থ তত্ত্বম্
হীনৈশ্চ কর্মভির্দেহী ন দেহং পুনরশ্নুতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ব্যাখ্যাত্মকথনে
ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৩

এবং শরীরগ্রহণের ইচ্ছা হইলে নাসিকা জন্মায় ॥ ১৬

এইরূপ স্পর্শের প্রতি অনুরাগ হইলে ত্বগিন্দ্রিয় ও বায়ুর আবির্ভাব হয়। বায়ু প্রাণ ও অপানের আশ্রয়। উহাই উদান, ব্যান ও সমান। এইভাবে জীব পাঁচরূপে প্রকটিত হইয়া শরীর-যাত্রা নির্বাহ করে ॥ ১৭

বায়ুর জন্মকালে পূর্বরূপে উৎপন্ন কর্মজনিত অঙ্গসকল ও সম্পূর্ণ শরীরে যুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই মনুষ্য আদি, মধ্য ও অন্তেও শারীরিক ও মানসিক দুঃখসকলের দ্বারা পীড়িত হয় ॥ ১৮

শরীরের গ্রহণদ্বারেই দুঃখপ্রাপ্তি নিশ্চিত বলিয়া জানিতে হইবে। শরীরে অভিমান করিলে পর সেই দুঃখের বৃদ্ধি হয়। অভিমান ত্যাগে সেই দুঃখের শেষ হয়। দুঃখের শেষ হইবার এই বিদ্যাকে যিনি জানেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥ ১৯

ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও লয়—এই উভয় কার্য রজোগুণেই হইয়া থাকে। বিদ্বান্ পুরুষ শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারা এই বিষয়কে উভয়রূপে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত আচরণ করিবেন ॥২০

যাহার মধ্যে কৃপার অভাব আছে, সেই পুরুষকে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রাপ্তি করায় না। ইন্দ্রিয়গণ যদি বিষয়াসক্তিহীন হইয়া যায়, তবে দেহধারী পুরুষ পুনরায় শরীর ধারণ করে না ॥২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব কথন-বিষয়ক ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বৈরাগ্যাচ্চ মুক্তিলাভঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রোপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথাবচ্ছাস্ত্রচক্ষুষা।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চরন্ রাজন্ প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্ ॥ ১

সর্বেষামেব ভূতানাং পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে
পুরুষেভ্যো দ্বিজাতাহদ্বিজেভ্যো মন্ত্রদর্শিনঃ

সর্বভূতাত্মভূতাস্তে সর্বজ্ঞাঃ সর্বদর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণা বেদশাস্ত্রজ্ঞাস্তত্ত্বার্থগতনিশ্চয়াঃ ॥ ৩

নেত্রহীনো যথা হ্যেকঃ কৃচ্ছ্রাণি লভতেঽধ্বনি।
জ্ঞানহীনস্তথা লোকে তস্মাজ্ জ্ঞানবিদোঽধিকাঃ ॥ ৪

তাংস্তানুপাসতে ধর্মান্ ধর্মকামা যথাগমম্।
ন ত্বেষামর্থসামান্যমস্তরেণ গুণানিমান্ ॥ ৫

বাগ্দেহমনসাং শৌচং ক্ষমা সত্যং ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
সর্বধর্মেষু ধর্মজ্ঞা আপস্তম্ব গুণাঞ্ছুভান্ ॥ ৬

যদিদং ব্রহ্মণো রূপং ব্রহ্মচর্য্যমিতি স্মৃতম্।
পরং তৎ সর্বধর্মেভ্যস্তেন যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৭

লিঙ্গসংযোগহীনং যচ্ছব্দস্পর্শবিবর্জিতম্।
শ্রোত্রেণ শ্রবণং চৈব চক্ষুষা চৈব দর্শনম্ ॥ ৮

বাক্সম্ভাষাপ্রবৃত্তং যৎ তন্মনঃ পরিবর্জিতম্।
বুদ্ধ্যা চাধ্যবসীতং যদ্ ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্ ॥ ৯

সমাগ্ বৃত্তির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়াদ্যমং সুখান্।
দ্বিজাগ্র্যো জায়তে বিদ্বান্ কুলসংবৃত্তিমান্বিতঃ ॥ ১০

সুদুষ্করং ব্রহ্মচর্য্যমুপায়ং তত্র মে শৃণু।
সম্প্রদীপ্তমুদীর্ণঞ্চ নিগৃহ্নীয়াদ্ দ্বিজো রজঃ ॥ ১১

যোষিতাং ন কথা গ্রাহ্যা ন নিরীক্ষ্যা নিরম্বরাঃ।
কথঞ্চিদ্ দর্শনাদাসাং দুর্বলানাং বিশেষতঃ ॥ ১২

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য হইতে মুক্তিলাভ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আমি এখন তোমাকে শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে মোক্ষের যথাযথ উপায় বলিতেছি। নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানুষ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে দ্বিজগণ এবং দ্বিজগণের মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। ২

বেদশাস্ত্রে যথার্থ অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমস্ত ভূতসকলের আত্মা, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পরমার্থতত্ত্বে পূর্ণ নিশ্চয় থাকে। ৩

যেরূপ নেত্রহীন মানুষ পথে একাকী হইলে পদে পদে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ সংসারে জ্ঞানহীন মানুষকেও বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়; সেইজন্য জ্ঞানী পুরুষই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪

ধর্মকামী মানুষ শাস্ত্রানুসারে সেই সেই প্রকার ধর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু পূর্বোক্ত গুণসকল ব্যতিরেকে তাঁহার সকলের পক্ষে সমানরূপে অভীষ্ট মোক্ষনামক পুরুষার্থপ্রাপ্তি হয় না। ৫

বাক্য, শরীর ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৈর্য ও স্মৃতি—এই গুণসকলকে প্রায় সমস্ত ধর্মেরই সজ্জন পুরুষগণ কল্যাণকারী বলিয়া থাকেন। ৬

এই যে ব্রহ্মচর্য্য নামক গুণ, ইহাকে ত্রি শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহা সমস্ত ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচর্য্যের পালনে মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৭

এই পরম পদ শব্দ স্পর্শ, রূপ, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাত্মক শরীরের সংযোগশূন্য এবং শব্দ ও স্পর্শরহিত। যিনি কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, নেত্রের দ্বারা দর্শন ও বাক্যের দ্বারা কিছুই বলেন না এবং যিনি মনোহীন, তিনিই এই পরমপদ বা ব্রহ্ম। মানুষ বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার নিশ্চয় করেন এবং উহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন। ৮-৯

যে মানুষ এই ব্রত উত্তমরূপে পালন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। মধ্যমশ্রেণীর ব্রহ্মচারী দেবলোক লাভ করেন এবং কনিষ্ঠ (নিম্ন-শ্রেণীর) বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১০

ব্রহ্মচর্য্যপালন অত্যন্ত কঠিন কার্য। উহা পালনের যে উপায়, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল—যখন রজোগুণের বৃত্তি প্রকাশিত হইবে এবং উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তখন তাহাকে প্রতিরোধ করা। ১১

স্ত্রীগণের চর্চা শ্রবণ করিবেন না। তাঁহাদিগকে নগ্ন অবস্থায়

রাগোৎপত্তিকরেৎ কৃচ্ছ্রং মহান্তিঃ প্রবিশেন্নপঃ।
মন্ত্রঃ স্বপ্নে চ মনসা ত্রির্জপেদঘমর্ষণম্ ॥ ১৩
পাপ্মানং নির্দহেদেবমন্তর্দুষ্টহরোমণম্।
জ্ঞানযুক্তেন মনসা সত্যযুক্তেন বিচক্ষণঃ ॥ ১৪
কৃশপাদ্যৈশ্চসংযুক্তঃ মন্ত্রদক্ষিত্রবন্ধনম্।
তদ্বদ্ দেহগতং বিদ্যাদাত্মানং দেহবন্ধনম্ ॥ ১৫
বাতপিত্তকফাদ্ রক্তং ত্বঙ্মাংসং স্নায়ুমস্থি চ।
মজ্জাং দেহং শিরাজালৈস্তর্পয়ন্তি রসা নৃণাম্ ॥ ১৬
দশ বিদ্যাদ্ ধমন্যোঽত্র পঞ্চেন্দ্রিয়গুণাবহাঃ।
বাঙ্নিঃসৃতাঃ প্রতায়ন্তে ধমন্যোঽন্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭

দর্শন করিবেন না; কারণ, যদি কোনরূপে নগ্না অবস্থায় তাঁহাদের দিকে একবার দৃষ্টি চলিয়া যায়, তবে দুর্বলচিত্ত পুরুষগণের মনে রজোগুণের উদ্রেক হইবে—রাগ বা কামভাবের প্রবেশ হইয়া যাইবে ॥ ১২

ব্রহ্মচারীর মনে যদি রাগ বা কামবিকার উৎপন্ন হয়, তবে তাঁহার শাস্ত্রশুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্র* ব্রত আচরণ করিতে হইবে। যদি বীর্যাবৃদ্ধিজনিত তাঁহার কামবেদনা অধিক আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে নদী বা সরোবরে জলে প্রবেশ করত স্নান করিবেন। যদি স্বপ্নাবস্থায় বীর্যপাত হইয়া যায়, তবে জলে অবস্থান করত মনে মনে তিনবার 'অঘমর্ষণ' সূক্ত জপ করিবেন †॥ ১৩

বিবেকী ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞানযুক্ত ও সংযমশীল মনের দ্বারা নিজের অন্তঃকরণে উদিত পাপময় কামবিকারকে দগ্ধ করিয়া দিবেন ॥ ১৪

মৃত্তুল্য অপবিত্র এবং রসপূর্ণ নাড়ীসমূহ যেরূপ দেহের মধ্যে

---

* এস্থলে কৃচ্ছ্র শব্দে প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্রের গ্রহণ। "ত্রীণি প্রাতর্ব্রাহ্মণস্য ত্রীণি সায়মশ্নীয়াদযাচিতম্। ত্রীণি পরম নারীণাং প্রাজাপত্যোঽনুচ্যতে"। তিনদিন কেবল প্রাতঃকাল, তিন দিন কেবল সায়ংকাল এবং তিন দিন কেবল অযাচিত অন্ন ভোজন করিবে। তারপর তিনদিন উপবাস থাকিবে। ইহাকে প্রাজাপত্য বলে।

† অঘমর্ষণ সূক্ত—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ। দিবং চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

দৃঢ়তা সহকারে বদ্ধ থাকে, সেইরূপ (অজ্ঞানের দ্বারা) তাহার মধ্যে জীবাত্মাও দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হন ইহা জানা আবশ্যক ॥ ১৪

ভোজনের দ্বারা প্রাপ্ত রস নাড়ীসমূহের দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া মনুষ্যগণের ত্বক্, শিরা, রক্ত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, চর্বী এবং সম্পূর্ণ শরীরকে তৃপ্ত ও পুষ্ট করে ॥ ১৬

এই দেহের মধ্যে পূর্বোক্ত বাত-পিত্তাদি দশটি সম্বহনকারী দশটি প্রধান নাড়ী আছে, যাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়সকলের শব্দাদিগুণ-গ্রহণকারিণী শক্তি প্রদান করে। ইহাদের সহিত আরও অন্যান্য সহস্র সহস্র নাড়ী সমগ্র দেহে বিস্তৃত আছে ॥ ১৭

যেরূপ সমস্ত নদী নিজেদের জলের দ্বারা সদা সর্বদা সমুদ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ রসবহনকারিণী এই নাড়ীরূপা নদীসকল এই দেহ সাগরকে পরিতৃপ্ত করে ॥ ১৮

দেহের মধ্যভাগে মনোবহা নামে এক নাড়ী আছে। এই নাড়ী পুরুষগণের কামবিনাশক হৃদয়ের দ্বারা সমগ্র শরীর হইতে বীর্যকে আকর্ষণ করত সঞ্চারিত করিয়া থাকে ॥ ১৯

এই নাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে অনুসরণকারিণী এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত অন্য নাড়ীসকল স্বৈরিণী-গণিকা গ্রহণের শক্তিকে বহন করিতে করিতে নেত্র পর্যন্ত গমন করে ॥ ২০

যেরূপ দুগ্ধে ঔষধভাবে অবস্থিত ঘৃতকে মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়া পৃথক করা হয়, সেইরূপ দেহস্থ সমস্ত এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রাপ্ত স্ত্রীগণকে দর্শন ও স্পর্শাদিতে মথিত হইয়া পুরুষের বীর্য সঞ্চারিত হয় ॥ ২১

যেরূপ স্বপ্নে সংসর্গ না হইলেও মনের সম্বন্ধে উৎপন্ন স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মনোবহা নাড়ী পুরুষের সমস্ত-জনিত বীর্যকে নিঃসারণ করিয়া থাকে ॥ ২২

মহর্ষির্ভগবানত্রির্বৈ　তস্যোক্তবন্তুদ্ভবম্ ।
ত্রিবীজমিন্দ্রদৈবত্যাং　তস্মাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে ॥ ১৩
যে বৈ শুক্রগতিং বিদ্যুর্ভূতসঙ্করকারিকাম্ ।
বিরাগা দগ্ধদোষাস্তে নাপ্নুবন্তীহসম্ভবম্ ॥ ১৪
গুণানাং সাম্যমাগম্য মনসৈব মনোবহম্
দেহকর্মা সুদম্ প্রাণানন্তকালে বিমুঞ্চতে ॥ ১৫
ভবিতা মনসো জ্ঞানং মন এব প্রজায়তে ।
জ্যোতিষদ্বিরজো নিত্যং মন্ত্রলিঙ্গং মহাত্মনাম্ ॥ ১৬
তস্মাৎ তদভিধাস্যামি কর্ম কুর্যাদকল্মষম্ ।

রজস্তমশ্চ হিত্বেহ সত্ত্বেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
তত্রাধিগম্য জ্ঞানং জরাদুর্বলতাং গতম্ ।
বিপক্কবুদ্ধিঃ কালেন আদত্তে মানসং বলম্ ॥ ১৮
সুদুর্গমিব পন্থানমতীত্য গুণবন্ধনম্ ।
যথা সন্তেৎ তথা দোষানতীত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ব্যাখ্যাস্যাধ্যাত্মকথনে
চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৪

ভগবান্ মহর্ষি অত্রি বীর্যের উৎপত্তি ও গতিকে জানিতেন এবং তিনি এই কথা বলিতেন যে, মনোবহা নাড়ী, সত্ত্ব ও অন্ন —এই তিনটি বীর্যের কারণ। এই বীর্যের দেবতা হইলেন ইন্দ্র; সেইজন্য ইহাকে ইন্দ্রিয় বলা হয় ॥ ১৩

যাহারা ইহা জানেন যে, বীর্যের গতিই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে বর্ণসঙ্করতা উৎপাদন করে, তাঁহারা বিরক্ত হইয়া নিজের সমস্ত দোষকে ভস্মীভূত করিয়া দেন; সেইজন্য তাঁহারা পুনরায় দেহবন্ধনে আবদ্ধ হন না ॥ ১৪

যে ব্যক্তি কেবল শরীরের রক্ষার জন্য ভোজনাদি কর্ম করেন, তিনি অভ্যাসের বলে গুণসমূহের সাম্যাবস্থারূপ নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন। মনের দ্বারা মনোবহা নাড়ীকে সংযত রাখিয়া অন্তকালে প্রাণকে সুষুম্না পথে লইয়া যাইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ১৫

সেই মহাত্মাগণের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। কারণ, প্রণবোপাসনাদ্বারা পরিশুদ্ধ বলিয়া মন্ত্রলিঙ্গ তাঁহাদের মন নিত্য প্রকাশময় ও নির্মল হইয়া যায় ॥ ১৬

অতএব মনকে বশীভূত করিবার জন্য মানুষ নির্দোষ ও নিষ্কাম কর্ম করিবে। এইরূপ করিলে পর সেই ব্যক্তি রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মুক্তিলাভ করত ইচ্ছানুসারে গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭

দৈবাধীনে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রায়শঃ বার্ধক্যের সময়ে ক্ষীণ হইয়া যায়; কিন্তু পরিপক্কবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সময়ানুসারে এরূপ মানসিক বল প্রাপ্ত করিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহার জ্ঞান কখনও ক্ষীণ হয় না ॥ ১৮

সেই পরিপক্ক বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ অত্যন্ত দুর্গম পথের ন্যায় গুণবন্ধনের বন্ধন পার হইয়া যেরূপ যেরূপ নিজের দোষ দেখিতে পান, সেইরূপ সেইরূপ তিনি সেই সব গুণ অতিক্রম করত অমৃতময় পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণদম্বন্ধীয় অধ্যাত্মতত্ত্বকথনবিষয়ক
চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আসক্তিং পরিহায় সমাতনব্রহ্মোপলব্ধয়ে প্রবর্ত্তিতুমুপদেশঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

দুরন্তেষিন্দ্রিয়ার্থেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
যে ত্বসক্তা মহাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্যাধিভির্ধ্যানসম্ভবৈঃ।
দৃষ্ট্বৈব সন্ততং লোকং ঘটেন্মোক্ষায় বুদ্ধিমান্ ॥ ২
বাঙ্মনোভ্যাং শরীরেণ শুচিঃ স্যাদনহঙ্কৃতঃ।
প্রশান্তো জ্ঞানবান্ ভিক্ষুর্নিরপেক্ষশ্চরেৎ সুখম্ ॥ ৩
অথবা মনসঃ সঙ্গং পশ্যেদ্ ভূতানুকম্পয়া।
তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুর্বীত জ্ঞাত্বা কর্মফলং জগৎ ॥ ৪
যৎকৃতং স্যাচ্ছুভং কর্ম পাপং বা যদি বাশ্নুতে।
তস্মাদ্বিভানি কর্মাণি কুর্যাদ্ বা বুদ্ধিকর্মভিঃ ॥ ৫
অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতেষু চার্জবম্
ক্ষমা চৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে স সুখী ভবেৎ ॥ ৬
যশ্চৈনং পরমং ধর্মং সর্বভূতসুখাবহম্।
দুঃখাদ্বিঃসরণং বেদ সর্বজ্ঞঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ৭
তস্মাৎ সমাহিতং বুদ্ধ্যা মনো ভূতেষু ধারয়েৎ
নাপধ্যায়েন্ন স্পৃহয়েন্নাবদ্ধং চিন্তয়েদসৎ ॥ ৮
অথাযোগপ্রযত্নেন মনোজ্ঞানে নিবেশয়েৎ।
বাচাযোগপ্রয়াসেন মনোজ্ঞং তৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯
বিবক্ষতা চ সদ্বাক্যং ধর্মং সূক্ষ্মমবেক্ষতা।
সত্যাং বাচমহিংস্রাঞ্চ বদেদনপবাদিনীম্ ॥ ১০
কষায়োপশমাবপ্রক্ষয়াদনৃশংস্যাদ্দমাদপি চ।
ঈদৃগলক্ষ বক্তব্যামবিক্ষিপ্তেন চেতসা ॥ ১১
বাক্প্রবন্ধো হি সংসারো বিরাগাদ্ ব্যাহরেদ্ যদি।
বুদ্ধ্যাপানুগৃহীতেন মনসা কর্ম তামসম্ ॥ ১২

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[আসক্তিত্যাগ করত সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করিবার উপদেশকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রিয়গণের দুর্গম বিষয়সমূহ পার হওয়া অতিশয় কঠিন কার্য। যে সব প্রাণী ঐ সমস্ত বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহারা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে এবং যে সকল মহাত্মা উহাতে আসক্ত হন না, তাঁহারা পরমগতি লাভ করেন ॥ ১

এই জগৎ জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধাবস্থার দুঃখসকল, নানাবিধ রোগ এবং মানসিক চিন্তাসমূহে পরিপূর্ণ; এরূপ মনে করিয়া বুদ্ধিমান্ মানুষ মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইবেন ॥ ২

তিনি মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা পবিত্র থাকিয়া অহঙ্কারশূন্য, শান্তচিত্ত, জ্ঞানী এবং নিস্পৃহ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে করিতে সুখের সহিত বিচরণ করিবেন ॥ ৩

অথবা প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে করিতে মোহবশতঃ তাহাদের উপর আসক্তি আসিয়া না উপস্থিত হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখিবেন এবং এই সমস্ত জগৎ নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিতেছে, এরূপ বুঝিয়া সকলের প্রতি উপেক্ষাভাব রাখিবেন ॥ ৪

মানুষ শুভ বা অশুভ যে কর্মই করুক, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। সেইজন্য মন, বুদ্ধি ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদা শুভ কার্যানুষ্ঠানই আচরণ করিবে ॥ ৫

অহিংসা, সত্যভাষণ, সমস্ত প্রাণিগণের উপর সরলতাপূর্ণ ব্যবহার, ক্ষমা ও অপ্রমাদ—এই সব গুণ যাঁহার মধ্যে বিদ্যমান আছে, তিনি সুখী হন ॥ ৬

যে মানুষ এই অহিংসাদি পরম ধর্মকে সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে সুখপ্রদ ও দুঃখনিবারক বলিয়া জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সুখী হন ॥ ৭

এইজন্য বুদ্ধির দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে স্থিত পরমাত্মার সংযোজন করিবে। কাহারও অমঙ্গল চিন্তা করিবে না, অসদ্ভূত বস্তু কামনা করিবে না, মিথ্যা পদার্থসকলের চিন্তা করিবে না এবং সর্ববিধ উপায়ে চেষ্টা করত মনকে জ্ঞানের সাধনে নিযুক্ত করিবে। যোগাভ্যাসকালের শ্রবণ এবং গুরুর উপদেশের দ্বারা উত্তম জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮-৯

যিনি সুখপ্রদ ধর্ম বর্ণন করেন এবং উত্তম বাক্য বলিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার এরূপ বাক্য বলা উচিত, যাহা সত্য অথচ হিংসা ও পরনিন্দা বর্জিত। যাহার মধ্যে শঠতা, কঠোরতা, ক্রূরতা ও মলিনতাদি দোষসমূহ দেখা যায় না, এরূপ বাক্যও অতি অল্প মাত্রায় এবং শুদ্ধচিত্তে বলিতে হইবে ॥ ১০-১১

সংসারের সমস্ত ব্যবহার বাক্যেরই দ্বারা বদ্ধ আছে, অতএব সর্বদা উত্তম বাক্যই বলিবে এবং যদি বৈরাগ্য থাকে, তবে

রজোভূতৈর্হি করণৈঃ কর্ম্মণি প্রতিপদ্যতে।
স দুঃখং প্রাপ্য লোকেঽস্মিন্ নরকায়োপপদ্যতে ॥
তস্মাদ্বনোবাক্‌শরীরৈরাচরেদ্ ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥ ১৩
প্রকীর্ণমেষভারং হি যথা যার্য্যোত দস্যুভিঃ
প্রতিলোমাং দিশং বুদ্ধ্বা সংসারমবুধাস্তথা ॥ ১৪
তথৈব চ যথা দস্যুঃ ক্ষিপ্তা গচ্ছেদ্দিশং দিশম্।
তথা রজস্তমঃকর্ম্মাণ্যুৎসৃজ্য প্রাপ্নুয়াদ্ধিতম্ ॥ ১৫
নিঃসন্দিগ্ধমনীহো বৈ মুক্তঃ সর্বপরিগ্রহৈঃ।
বিবিক্তচারী লঘ্বাশী তপস্বী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানবদ্ধপরিক্লেশঃ প্রয়োগরতিরাত্মবান্।
নিষ্প্রচারেণ মনসা পরং তদধিগচ্ছতি ॥ ১৭
ধৃতিমানাত্মবান্ বুদ্ধিং নিগৃহ্লীয়াদসংশয়ম্।
মনোবুদ্ধ্যা নিগৃহ্লীয়াদ্ বিষয়ান্মনসাত্মনঃ ॥ ১৮
নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্যাস্য কুর্বাণস্য মনো বশে।
দেবতাস্তত্র প্রকাশন্তে দৃষ্ট্বা যাস্তি তমীশ্বরম্ ॥
তাভিরসংযুক্তমনসো ব্রহ্ম তৎ সম্প্রকাশতে।
শনৈশ্চোপগতে সত্ত্বে ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২০
অথবা ন প্রবর্তেত যোগতন্ত্রস্য কৃৎস্নতঃ।
যেন তন্ত্রপ্রতন্ত্রাভ্যাং বৃত্তিঃ স্যাৎ তৎ তদাচরেৎ ॥ ২১
কণকুল্মাষপিণ্যাকশাকযাবকসক্তুষু।
তথা মূল-ফলং চৈষাং পর্য্যায়েণোপযোজয়েৎ ॥ ২২

বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া নিজের দ্বারা কৃত হিংসাদি তামস কর্মসকলও অন্য লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে (কারণ প্রকাশিত করিয়া দিলে পাপের মাত্রা লাঘব হইয়া যায়।)। ১২

রজোগুণপ্রভাবিত ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণায় মানুষ বিষয়-ভোগরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং এই লোকে দুঃখ ভোগ করত শেষে নরকগামী হইয়া থাকে; অতএব মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা এরূপ কার্য্য করিবে, যাহাতে নিজের বৈষম্যলাভ হইতে পারে। ১৩

যেরূপ দস্যুগণ কোন অজের ভেড়াকে বিনাশ করত তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের চারিদিকে ধরা পড়িবার একটা ভয় বিদ্যমান থাকে এবং পথ প্রতিকূল জানিয়া যখন তাহারা সেই ভেড়াকে নিজেদের স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেয়, তখন তাহারা নিজেদের অভীষ্ট দিকে সুখের সহিত গমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান মানুষ যতক্ষণ সাংসারিক কর্মফল ভারকে বহন করিতে থাকিবে, ততক্ষণ তাহার সর্বত্র ভয় হইবে এবং যখন উহা ত্যাগ করিয়া দিবে, তখন শান্তিভাগী হইয়া যাইবে। ১৪

যেরূপ দস্যু যখন চুরি করা দ্রব্যাদি ফেলিয়া দেয়, তখন সে যেদিকে যাইলে তাহার সুখ লাভের আশা হইবে, সেই দিকে অনায়াসে চলিয়া যাইতে সমর্থ হইবে, সেইরূপ মানুষ রাজস ও তামস কর্মফলসমূহ ত্যাগ করিয়াই শান্তিভাগী ও সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫

যিনি সর্বপ্রকার সংগ্রহমুক্ত, নিরীহ, নির্জনবাসী, অল্পাহারী, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার সমস্ত ক্লেশ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে এবং যিনি যোগানুষ্ঠানে প্রিয় ও মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, তিনি নিজের নিষ্কল চিত্তের দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে নিঃসন্দেহে লাভ করিয়া থাকেন। ১৬-১৭

বুদ্ধিমান্ ধীর পুরুষের কর্তব্য হইল, তিনি নিশ্চয়ই নিজের বুদ্ধিকে আয়ত্ত রাখিবেন। তারপর সেই নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের দিক্ হইতে রুদ্ধ করিয়া নিজের অধীনে রাখিবেন। ১৮

এইভাবে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মনকে নিজের অধীনে করেন, সেই অবস্থায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ প্রসন্নতার প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের দিকে তাঁহাদের প্রবৃত্তি লাভ হয়। ১৯

এই ইন্দ্রিয়দেবতাগণের দ্বারা যাহার মন সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার অন্তঃকরণে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া উঠেন; তারপর ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণ লাভ হইলে সেই সাধক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যান। ২০

অথবা যদি পূর্বোক্তরূপে তাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম প্রকাশিত না হন, তবে সেই যোগী যোগপ্রধান উপায়সমূহের দ্বারা অভ্যাসযোগ আরম্ভ করিবেন। যে যেভাবে যোগাভ্যাস করিলে পর যোগীর ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ হইবে, তিনি সেই সেই যোগেরই অনুষ্ঠান করিবেন। ২১

তণ্ডুলের কণা, মূলফলাদি, তিলের খোল, শাক, যবের পালো, ছাতু, মূল ও ফল যাহা কিছু ভিক্ষায় পাওয়া যাইবে, ক্রমশঃ সেই সব অন্নেরই দ্বারা যোগী জীবননির্বাহ করিবেন। ২২

আহারনিয়মং চৈব দেশে কালে চ সাত্ত্বিকম্
তৎ পরীক্ষ্যানুবর্তেত তৎপ্রবৃত্তানুপূর্বকম্ ॥ ৩
প্রবৃত্তং নোপরুন্ধ্যাত্ত শনৈরস্মিন্নিবেশয়েৎ।
জ্ঞানাধিষ্ঠং তথা জ্ঞানমকস্মাৎ সম্প্রকাশতে ॥ ২৪
জ্ঞানাধিষ্ঠানমজ্ঞানং ত্রীঁল্লোকানধিতিষ্ঠতি
বিজ্ঞানানুগতং জ্ঞানমজ্ঞানেনাপকৃষ্যতে ॥ ২৫
পৃথক্ত্বাৎ সম্প্রয়োগাচ্চ নাস্মুষ্বেদ শাশ্বতম্।
স তয়োরপবর্গজ্ঞো বীতরাগো বিমুচ্যতে ॥ ২৬
ততো বীতভয়ামৃত্যুর্ক্ষাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্।
অমৃতং তদবাপ্নোতি যৎ তদক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ব্যাখ্যোপাখ্যানকথনে
পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৫

দেশ ও কালের নিয়মানুসারে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিবার নিয়ম রাখিবেন। সেই আহারের দোষগুণের পরীক্ষা করত যদি দেখেন উহাকে দোষনিবৃত্তির অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে উহা উপভোগ করিবেন। ২৩

সাধন আরম্ভ করিয়া দিবার পর উহাকে মধ্যভাগে প্রতিরোধ করিবেন না। যেরূপ অগ্নি ধীরে ধীরে তেজস্বী হয়, সেইরূপ জ্ঞানের সাধনকে ধীরে ধীরে উদ্দীপিত করিবেন। এরূপ করিলে পর জ্ঞানসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেই থাকে। ২৪

অজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত জ্ঞান, যাহা ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। ২৫

শাস্ত্রে কোন স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্‌ত্ব প্রতিপাদনকারী বাক্য উপলব্ধ হয় এবং কোথাও আবার তাঁহাদের উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনকারী বাক্যও পাওয়া যায়। এই পরস্পর বিরোধ দেখিয়া দোষদৃষ্টি না রাখিয়া সনাতন জ্ঞান লাভ করিবেন। যে ব্যক্তি এই উভয়বিধ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া মোক্ষের তত্ত্ব জানিয়া থাকেন, সেই বীতরাগ পুরুষ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ২৬

এরূপ পুরুষ জরা ও মৃত্যু উল্লঙ্ঘন করত সনাতন ব্রহ্মকে অবগত হইয়া সেই অক্ষর, অবিকারী এবং অমৃতময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যোপাখ্যানকথন বিষয়ক পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যোরাত্মনঃ স্থিতেঃ, গুণাতীত-ব্রহ্মপ্রাপ্তেশ্চোপায়বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

নিষ্কল্মষং ব্রহ্মচর্য্যমিচ্ছতা চরিতুং সদা।
নিত্যা সর্বাত্মনা ত্যাজ্যা স্বপ্নদোষানবেক্ষতা ॥ ১
স্বপ্নে হি রজসা দেহী তমসা চাভিভূয়তে।
দেহান্তরমিবাপন্নশ্চরত্যাপদ্যতস্তদঃ ॥ ২
জ্ঞানাভ্যাসাজ্জাগরণং জিজ্ঞাসার্থমনন্তরম্।
বিজ্ঞানাভিনিবেশাত্ত, স জাগর্ত্যনিশং সদা ॥৩
অত্রাহ কো দ্বয়ং ভাবঃ স্বপ্নে বিষয়বানিব।
প্রণীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্দেহী বর্ত্ততে দেহবানিব ॥ ৪

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনের স্থিতি এবং গুণাতীত ব্রহ্মের প্রাপ্তির উপায় বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! সদা নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি স্বপ্নের সর্ব্বপ্রকার দোষসকলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে নিদ্রাকে পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। ১

স্বপ্নে দেহধারী জীব প্রায়শই রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। সেই জীব তখন কামনাযুক্ত হইয়া অপর দেহ প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় বিচরণ করে। ২

মনুষ্যগণের মধ্যে প্রথমে জ্ঞানের অভ্যাস করিবার ইচ্ছা জাগরিত করিতে হয়, তাহার পর জিজ্ঞাসা (বিচার) করিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হয়; এবং এইভাবে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মে নিরন্তর জাগরিত থাকে। ৩

এস্থলে পূর্ব্ব পক্ষ এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন যে, স্বপ্নে এই যে দেহাদি পদার্থ দেখা যায়, উহা কি? (সত্য বা অসত্য)? যদি বলা যায় সত্য, তবে উহা যথার্থ নহে; কারণ) অবস্থাবিশেষে সব

অত্রোচ্যতে যথা হ্যেতদ্ বেদ যোগেশ্বরো হরিঃ।
তথৈতদুপপদ্যার্থং বর্ণয়ন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৩
ইন্দ্রিয়াণাং শ্রমাৎ স্বপ্নমাহুঃ সর্বগতং বুধাঃ।
মনসস্তৎপ্রলীনত্বাৎ তৎ তদাহুর্নিদর্শনম্ ॥ ৬
কার্যে ব্যাসক্তমনসঃ সম্যগ্ জাগ্রতো হ্যপি
যন্মনোরথবৈষম্যাৎ স্বপ্নে তন্মনোগতম্ ॥ ৭
সংস্কারাণামসংখ্যানাৎ কামাত্মা তদবাপ্নুয়াৎ।
মনস্তন্নিহিতং সর্বং স বেদোত্তমপূরুষঃ ॥ ৮
গুণানামপি যচ্ছেতৎ কর্মণা চাপ্যুপস্থিতম্
তৎ তচ্ছন্তি ভূতানি মনো যচ্ছাবিতং যথা ॥ ৯
ততস্তমুপসর্পন্তি গুণা রাজস-তামসাঃ।
সাত্ত্বিকা বা যথাযোগমানন্ত্যায়ফলোদয়ম্ ॥ ১০
ততঃ পশ্যত্যসম্মূঢ়ো বাতপিত্তশ্লেষ্মোত্তরান্
রজস্যযোগৈর্ভাবৈস্তদুপপাত্তর্বিকারবান্ ॥ ১১
প্রসাদৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্ যৎ সঙ্কল্পয়তি মানসম্
তৎ তৎ স্বপ্নেঽপ্যুপপদ্যতে মনো হ্যস্যুপবীক্ষতে ॥ ১২
ব্যাপকঃ সর্বভূতেষু বর্ততেঽপ্রতিঘঃ মনঃ
আত্মপ্রভাবাৎ তঃ বিদ্যাৎ সর্বা হ্যাত্মনি দেবতাঃ ॥ ১৩
মনস্তন্নিহিতঃ দ্বারঃ দেহমাস্থায় মানুষম্
যদ্ যৎ দর্শয়তে রূপং স্বপিত্যিন্দ্রিয়দর্শনম্
সর্বভূতাত্মভূতস্থঃ তদাত্মাত্মগুণং বিদুঃ ॥ ১৪

কিছুই বিষয়সম্পর্ক বলিয়া বুঝা হইলেও বাস্তবিক উহা কোন বিষয়ই নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন মনে বিলীন হইয়া যায়। এই সব ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা দেহাভিমানী জীব দেবতার ন্যায় ব্যবহার করে। আর যদি বল যে, স্বপ্নের পদার্থ অলীক, তবে উহাও ঠিক নহে, কারণ, যাহা সর্বথা অসৎ, (যেমন আকাশকুসুম), উহার প্রতীতি হয় না। ৪

এখন এস্থলে এক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছি। এই স্বপ্ন জগৎ যেরূপ, উহাকে যথার্থরূপে যোগেশ্বর শ্রীহরিই জানেন; যেরূপ শ্রীহরি জানেন, সেইরূপই মহর্ষিগণও উহাকে বর্ণনা করেন। তাঁহাদের সেই বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত। ৫

বিদ্বান্ মহর্ষিগণ বলেন যে, জাগ্রত অবস্থায় নিরন্তর শব্দাদি বিষয়সকল গ্রহণ করিতে করিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িবে, তখন সকল প্রাণিগণের অনুভববেদ্য সেই স্বপ্নাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময় ইন্দ্রিয়গণের লয় হইলেও মনের লয় হয় না; সেইজন্য জীব এই সময় সমস্ত বিষয়কে মনেরই দ্বারা অনুভব করে, উহাকেই স্বপ্ন বলা হয়। এ বিষয়ে এক প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে। ৬

যেরূপ জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন কার্যে আসক্তচিত্ত মানুষের সমস্ত মনোরাজ্যেরই বিকৃতি, সেইরূপ স্বপ্নের ভাবও মনের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। ৭

কামনাসমূহে যাহার মন আসক্ত, সেই মানুষ স্বপ্নে অসংখ্য সংস্কার অনুসারে অনেক দৃশ্য দেখিতে থাকে। সেই সব সংস্কার তাহার মনেরই মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করে, যাহা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মাই জানেন। ৮

কর্মফলের অনুসারে সত্ত্বাদি গুণসমূহের মধ্যে সত্ত্ব, রজ, ও তম যে কোনও গুণই লাভ হউক, উহাতে মনের উপর যখন যেরূপ সংস্কার পতিত হয় অর্থাৎ মনে যে কর্মের দ্বারা মন ভাবিত হয়, সেই সময় সুষুপ্তকৃত স্বপ্নে সেইরূপ আকারেই সেই সব বিষয় প্রকটিত হয়। ৯

সেই স্বপ্নের দর্শন হইলেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণসকল যথাযোগ্য সুখ দুঃখরূপ ফলের অনুভব করাইবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হয়। ১০

তদনন্তর মানুষ স্বপ্নে অজ্ঞানবশতঃ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মের প্রাধান্যযুক্ত এবং কাম-লোভাদি রাজস-তামস ভাবসমূহে ব্যাপ্ত নানাপ্রকার শরীর দর্শন করে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সেই স্বপ্নদর্শনকে লঙ্ঘন করা অতিশয় কঠিন কার্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

জাগ্রৎ অবস্থায় প্রসন্ন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা মানুষ নিজের মনে যে যে সঙ্কল্প করে, স্বপ্নাবস্থা আসিলে পরও তাহার সেই মন হর্ষসহকারে সেই সেই সঙ্কল্পকে পূর্ব হইতে দেখিয়া থাকে। ১২

মনের সর্বত্র অবাধগতি। সে নিজের অধিষ্ঠানভূত আত্মারই প্রভাবে সমস্ত ভূতগণে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মাকে অবশ্যই জানিতে হইবে, কারণ, সকল দেবতা আত্মাতেই অবস্থিত। ১৩

স্বপ্নদর্শনের দ্বারস্বরূপ যে স্থূল মানব দেহ, উহা সুষুপ্তি অবস্থায় মনে লীন হইয়া যায়। সেই দেহের আশ্রয় গ্রহণ করত মন অব্যক্ত সদসৎস্বরূপ এবং সাক্ষীভূত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মা সমস্ত ভূতগণের আত্মভূত। জ্ঞানী পুরুষ উহাকে অধ্যাত্ম-গুণে যুক্ত বলিয়া মনে করেন। ১৪

লিপ্সেত মনসা যচ্চ সত্ত্বস্থৈশ্বরং তপঃ।
আত্মপ্রসাদং তং বিদ্যাৎ সর্বা জ্ঞাস্যন্তি দেবতাঃ ॥
এবং হি তপসা যুক্তমর্কবৎ তমসঃ পরম্।
ত্রৈলোক্যপ্রকৃতির্দেহী তমসোঽন্তে মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
তপো হ্যধিষ্ঠিতং দেবৈস্তপোযমনুরৈস্তমঃ।
এতদ্ দেবাসুরৈর্গুহ্যং তদাহুর্জ্ঞানলক্ষণম্ ॥ ১৭
সত্ত্বং রজস্তম শ্চেতি দেবাসুরগুণান্ বিদুঃ
সত্ত্বং দেবগুণং বিদ্যাদিতরাবাসুরৌ গুণৌ ॥ ১৮

ব্রহ্ম তৎ পরমং জ্ঞানমমৃতং জ্যোতিরক্ষরম্,
যে বিদুর্ভাবিতাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৯
হেতুমদ্ভকামাখ্যাদুমেতাবজ্ঞজ্ঞানচক্ষুষা
প্রত্যাহারেণ বা শক্যমক্ষরং ব্রহ্ম বেদিতুম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ষাড়্গুণ্যাত্মকথনে
ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৬

যে যোগী পুরুষ মনের দ্বারা সত্ত্বস্থ ঈশ্বরীয় তপকে লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি সেই আত্মাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কারণ, সমস্ত দেবতাই আত্মায় অবস্থিত ॥ ১৫

এইরূপ তপস্যাযুক্ত মন অজ্ঞানান্ধকারের উপরে উত্থিত হইয়া সূর্যতুল্য জ্ঞানময় প্রকাশে প্রকাশিত হইতে থাকে। জীবাত্মা ত্রিলোকের কারণভূত ব্রহ্মই। তিনি অজ্ঞাননিবৃত্তির পর মহেশ্বর (বিশুদ্ধ পরমাত্মা) রূপে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১৬

দেবগণ তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং অসুরেরা তপস্যার বিঘ্নসম্পাদনে রত, দর্পাদি তমোগুণকে অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব দেবতা ও অসুরগণেরও গুহ্য তত্ত্ব; তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ইহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ১৭

সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ এই সকলকে দেবতা এবং অসুরগণের গুণ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সত্ত্ব হইল দেবতাদের গুণ এবং অবশিষ্ট রজ ও তম এই দুইটি গুণ অসুরদের ॥ ১৮

ব্রহ্ম এই সকল হইতে অতীত, অক্ষর, অমৃত, স্বয়ংপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ। শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট যে মহাত্মা তাঁহাকে জানেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

জ্ঞানপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষই ব্রহ্মের বিষয়ে এই যুক্তিসঙ্গত কথা বলেন অথবা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন ॥ ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে ষাড়্গুণ্যাত্মকথন-বিষয়ক ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সচ্চিদানন্দঘন-পরমাত্মনঃ, দৃশ্যবর্গস্য, প্রকৃতেঃ, পুরুষস্য (জীবাত্মনঃ) চ চতুর্বিধজ্ঞানদ্বারা মুক্তিকথনম্, পরমাত্ম-প্রাপ্তেরন্যবিধোপায়বর্ণনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ন স বেদ পরং ব্রহ্ম যো ন বেদ চতুষ্টয়ম্।
ব্যক্তাব্যক্তঞ্চ যৎ তত্ত্বং সম্প্রোক্তং পরমর্ষিণা ॥ ১
ব্যক্তং মৃত্যুমুখং বিদ্যাদব্যক্তমমৃতং পদম্
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমৃষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ ॥ ২
তত্রৈবাবস্থিতঃ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমব্যক্তং ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥ ৩
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।
প্রবৃত্তিঃ পুনরাবৃত্তিনিবৃত্তিঃ পরমা গতিঃ ॥ ৪
তাং গতিং পরমামেতি নিবৃত্তিপরমো মুনিঃ
জ্ঞানতত্ত্বপরো নিত্যং শুভাশুভনিদর্শকঃ ॥ ৫
তদেবমেতৌ বিজ্ঞেয়াবব্যক্তপুরুষাবুভৌ।
অব্যক্ত-পুরুষাভ্যাং তু যৎ স্যাদুত্তরমুত্তরম্ ॥ ৬
তৎ বিশেষমবেক্ষেত বিশেষেণ বিচক্ষণঃ।
অনাদ্যন্তাবুভাবেতাবলিঙ্গৌ চাপ্যুভাবপি ॥ ৭
উভৌ নিত্যাববিচলৌ মহতশ্চ মহত্তরৌ
সামান্যমেতদুভয়োরেবং তুল্যবিশেষণম্ ॥ ৮
প্রকৃত্যা সর্গধর্মিণ্যা তথা ত্রিগুণধর্মিণা।
বিপরীতমতো বিদ্যাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বলক্ষণম্ ॥ ৯
প্রকৃতেশ্চ বিকারাণাং দ্রষ্টারমগুণান্বিতম্
অগ্র্যাগ্র্যৌ পুরুষাবেতাবলিঙ্গত্বাদসংহতৌ ॥ ১০
সংঘোগলক্ষণোৎপত্তিঃ কর্মণা দৃশ্যতে যথা
করণৈঃ কর্মনিবৃত্তিঃ কর্তা যদ্ যদ্ বিচেষ্টতে।
কীর্ত্যতে শব্দসংজ্ঞাভিঃ কোঽয়মেষোঽপ্যসাবিতি ॥ ১১

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা, দৃশ্যবর্গ, প্রকৃতি ও পুরুষ (জীবাত্মা)—এই চারিপ্রকার জ্ঞানে মুক্তিকথন এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তির অন্যবিধ উপায় বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে মানুষ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, দৃশ্যবর্গ, প্রকৃতি ও পুরুষ—এই চারিটিকে জানে না, সেই মানুষ পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিতে সমর্থ হয় না। মহর্ষি নারায়ণ যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে ব্যক্ত (দৃশ্যবর্গ)-কে মৃত্যুর মুখে পতিত বলিয়া জানিবে এবং অব্যক্তকে অমৃতপদ বলিয়া জানিবে। নারায়ণ ঋষি যে প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারই উপরে চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত। নিবৃত্তিরূপ যে ধর্ম, উহা অব্যক্ত সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ। ১-৩

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম পুনরাবৃত্তির কারণ। তাহার আচরণে সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং নিবৃত্তিরূপ ধর্ম পরম গতি-প্রাপ্তিকারক। ৪

যে ব্যক্তি সর্বদা জ্ঞানতত্ত্বের চিন্তায় নিরত, শুভ ও অশুভ (জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তত্ত্বানুসারে) দর্শন করিতে সমর্থ এবং নিবৃত্তি-পরায়ণ মুনি, তিনিই সেই পরমাগতি লাভ করেন। ৫

এইরূপ বিচারশীল পুরুষের কর্তব্য হইল তিনি প্রথমে অব্যক্ত (প্রকৃতি)* ও পুরুষ (জীবাত্মা)—এই উভয়েরই জ্ঞান লাভ করিবেন। তারপর এই উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তম তত্ত্ব, উহার বিশেষরূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। ৬

এই প্রকৃতি ও পুরুষ (জীবাত্মা)† উভয়েই অনাদি এবং অনন্ত। উভয়েই অলিঙ্গ নিরাকার এবং উভয়েই নিত্য, অবিচল ও মহৎ হইতেও মহত্তর। এই বিষয় এই উভয়ের মধ্যে সমান-ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে অন্তর বা বিলক্ষণ, উহা অল্প, তাহা এখন আমি বলিতেছি। ৭-৮

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। ব্রহ্মের নিকট হইতে সৃষ্টি করা উহার সহজ ধর্ম, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপে প্রকৃতি হইতে সর্বথা বিপরীত (বিলক্ষণ) বলিয়া জানিবে। ৯

তিনি স্বয়ং গুণরহিত ও প্রকৃতির বিকারসমূহের (কার্যসমূহের) দ্রষ্টা। এই উভয় প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় নহে। উভয়েই নিরাকার এবং পরস্পর বিলক্ষণ।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে চরাচর জগতের উৎপত্তি হয়,

---

*ইহার পূর্বে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে অব্যক্ত শব্দ পরমাত্মার বাচক এবং এস্থলে অব্যক্ত শব্দ প্রকৃতির বাচক বলিয়া জানিতে হইবে।

†প্রকৃতি প্রবাহরূপে অনাদি ও অনন্ত এবং পুরুষ (জীবাত্মা) স্বরূপে অনাদি ও অনন্ত।

উষ্ণীষবান্ যথা বহ্নেস্ত্রিভির্বস্ত্রৈঃ সংবৃতঃ
সংবৃতোঽয়ং দেহী সত্ত্ব-রাজস-তামসৈঃ ॥ ১১
তস্মাচ্ছুভৈরুপেয়ং যেন্তমেতৈর্হেতুভিরাবৃতম্ ।
যথাসংজ্ঞো ভবং সমাগন্তকালে ন মুহ্যতি ॥ ১২
ধ্রিয়ঃ দিব্যামভিপ্রেপ্সুর্ধর্ম্যবান্ মনসা শুচিঃ
শারীরৈর্নিয়মৈরুগ্রৈশ্চরেদ্বিদ্বত্তমং তপঃ ॥ ১৪
ত্রৈলোক্যং তপসা ব্যাপ্তমন্তর্ভূতেন ভাবতা ।
সূর্যাশ্চ চন্দ্রমাশ্চৈব ভাসতস্তপসা দিবি ॥ ১৫
প্রকাশস্তপসো জ্ঞানং লোকে সংপূজিতং তপঃ
রজস্তমোভ্যাং যৎ কর্ম তপসস্তৎ বিলক্ষণম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ।
বাঙ্মনোনিয়মঃ সম্যঙ্ মানসং তপ উচ্যতে ॥ ১৭
বিধিদৃষ্টেভ্যো দ্বিজাতিভ্যো গ্রাহ্যমন্নং বিশিষ্যতে ।
আহারনিয়মেনাস্য পাপ্মা শাম্যতি রাজসঃ ॥ ১৮
বৈঘসন্তক বিষয়ে বাস্তাস্য করণানি চ
তস্মাৎ তন্মাত্রমাদদ্যাদ্ যাবদস্য প্রয়োজনম্ ॥ ১৯
অন্তকালে বলোৎকর্ষাজ্জ্ঞানৈঃ কুর্যাদনাতুরঃ ।
এবং যুক্তেন মনসা জ্ঞানং যদুপপদ্যতে ॥ ২০
রজোবর্জ্যোঽপ্যয়ং দেহী দেহবাঙ্মনসংযতঃ ।
কার্যৈরব্যাহতমতির্বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥ ২১
আ দেহাদপ্রমাদাচ্চ দেহান্তাদ্ বিপ্রমুচ্যতে ।
হেতুযুক্তঃ সদা সর্গো ভূতানাং প্রলয়স্তথা ॥ ২২
পরপ্রভাবসর্গে তু নিয়তির্নানুবর্ততে ।
ভাবান্তপ্রভবং প্রজ্ঞা আসতে যে বিপশ্চিতম্ ॥ ২৩

যাহা কর্মেরই দ্বারা জানা যায়। জীব মন ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম করে। সে যে যে কর্ম করে, তাহাকে সেই সেই কর্মের কর্তা বলা হয় কে, আমি, ইহা (এই) ও উহা—এই সব শব্দ দ্বারা এবং সংজ্ঞাদ্বারা তাহার বর্ণনা করা হয়। ১১

যেরূপ মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বদ্ধ পুরুষ তিন বস্ত্রের দ্বারা (পাগড়ী, উর্ধ্ববস্ত্র ও অধোবস্ত্র) পরিবেষ্টিত হয়, সেইরূপ এই দেহাভিমানী জীব সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের দ্বারা আবৃত বলিয়া জানিতে হইবে। ১২

অতএব এই সব হেতুর দ্বারা আবৃত সেই চারি বস্তু (সচ্চিৎ এবং মন পরমাত্মা, ভূতবর্গ, প্রকৃতি ও পুরুষ) কেও জানিতে হইবে। ইহাদিগকে ভালভাবে তত্ত্ব সহকারে জানিতে পারিলে মানুষ মৃত্যুর সময় মোহে পতিত হন না। ১৩

যে ব্যক্তি দিব্য শব্দ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী-সেই দেহধারী ব্যক্তির নিজের মনকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে এবং শরীরের দ্বারা কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে নির্দোষ তপস্যার আচরণ করিতে হইবে। ১৪

আধিদৈবিক তপ ত্রৈলোক্যময় প্রকাশসংযুক্ত এবং ইহার দ্বারা তিন লোক পরিব্যাপ্ত আছে। আকাশে সূর্য ও চন্দ্র তপেরই দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ১৫

জগতে তপ-শব্দ বিখ্যাত। এই তপের ফল জ্ঞানরূপ প্রকাশময়। রজোগুণ ও তমোগুণ নামক যে নিকৃষ্ট কর্ম, উহাই তপস্যার স্বরূপবোধক লক্ষণ। ১৬

ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাকে শারীরিক তপস্যা বলে। মন এবং বাক্যের সর্বতোভাবে কৃত সংযমকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। ১৭

বৈধিক বিধি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞসারে আচার পালনকারী দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে অন্নগ্রহণকরাকে উত্তম বলা হইয়াছে এরূপ অন্ন নিয়ম পূর্বক ভোজন করিলে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন পাপ শান্ত হইয়া যায়। ১৮

ইহার দ্বারা সাধকের ইন্দ্রিয়গণও বিষয়সমূহ হইতে বিরক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য তত্ত পরিমাণ অন্নই গ্রহণ করা উচিত, যাহার দ্বারা জীবন রক্ষার প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। ১৯

এভাবেরূপ যোগযুক্ত মনের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা জীবনের শেষ পর্যন্ত পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে লাভ করিতে হয়। এই কার্যে ধৈর্য ত্যাগ করা উচিত নহে। ২০

যোগপরায়ণ যোগীর বুদ্ধি কার্যকলাপের দ্বারা কখনও ব্যাহত হয় না। তিনি বৈরাগ্যবশতঃ নিজেই স্বভাবে অবস্থান করেন, রজোগুণ পরিত্যাগ করেন এবং দেহধারী হইয়া থাকেন স্থায় অবাধ গতিতে সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। ২১

দেহত্যাগ পর্যন্ত কোনরূপ প্রমাদগ্রস্ত না হইলে যোগী দেহবিসর্জনের পর মোক্ষ প্রাপ্ত হন এবং যাহারা বন্ধনের কারণভূত অজ্ঞানে যুক্ত হয়, সেই প্রাণিগণের পুনঃ জন্ম এবং মরণ হইতে থাকে। ২২

যাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাকে প্রারব্ধ অনুসরণ করে না অর্থাৎ তিনি প্রারব্ধের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যাহার অজ্ঞান

ত্যক্ত্বা দেহান্ ধারয়ন্তো বুদ্ধিসংক্ষিপ্তচেতসঃ।
স্থানেভ্যো ধ্বংসমানাংশ্চ পুনরন্যাং তনূপাসতে ॥ ২৪

যথাগমঞ্চ গত্বা বৈ বুদ্ধ্যা তত্রৈব বুধ্যতে।
দেহান্তং কশ্চিদধ্যাস্তে ভাবিতাত্মা নিরাশ্রয়ম্ ॥ ২৫

যুক্তং ধারণয়া সম্যক্ সন্তঃ কেচিদুপাসতে।
অন্তকালে হ্যপাসন্তে তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥
সর্ব এতে মহাত্মানো গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২৭

সূক্ষ্মং বিশেষণং তেষামন্বেষ্টৈচ্ছাগ্র্যচক্ষুষা।
দেহান্তং পরমং বিদ্যাদ্-বিমুক্তমপরিগ্রহম্।
অন্তরিক্ষাদনন্তরং ধারণাসক্তমানসম্ ॥ ২৮

মর্ত্যলোকাদ্ বিমুচ্যন্তে বিদ্যাসংসক্তচেতসঃ।
ব্রহ্মভূতা বিরজসস্তে যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ২৯

এবমেকায়নং ধর্মমাথর্বেদবিদো জনাঃ।
যথাজ্ঞানমুপাসন্তঃ সর্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩০

কষায়বর্জিতং জ্ঞানং যেষামুৎপদ্যতে চলম্।
যান্তি তেঽপি পরাঁল্লোকান্ বিমুচ্যন্তে যথাবলম্ ॥৩১

ভগবন্তমজং দিব্যং বিষ্ণুমব্যক্তসংজ্ঞিতম্।
ভাবেন যান্তি শুদ্ধা যে জ্ঞানতৃপ্তা নিরাশিষঃ ॥৩২

জ্ঞাত্বাত্মস্থং হরিং চৈব ন নিবর্তন্তি তেঽব্যয়াঃ।
প্রাপ্য তৎ পরমং স্থানং মোদন্তেঽক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ৩৩

এতাবদেতদ্ বিজ্ঞানমেতদস্তি চ নাস্তি চ।
তূষ্ণীমাসং জগৎ সর্বং চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥ ৩৪

দূর না হইবে, সেই ব্যক্তি প্রারব্ধবশতঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়। ২৩

বহু যোগী নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা চিত্তকে বিষয়ের দিক্ হইতে প্রতিরোধ করিয়া শ্বাসনের দৃঢ়তার দ্বিরুক্তি সহকারে দেহকে ধারণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় গোলকের সহিত সমস্ত ত্যাগ করত সূক্ষ্মবুদ্ধি লাভ হওয়ায় ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ২৪-২৬

কোন কোন সাধক বর্ধিত ক্রমানুসারে (উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে করিতে তাহার পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া সেই) বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপতর হইতে থাকে। যিনি যোগের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়াছেন, এতাদৃশ কোন কোন যোগী দেহস্থিতি পর্যন্ত আশ্রয়-রহিত -নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মে অবস্থান করেন। ২৭

এইরূপ কেহ কেহ ত' যোগ ধারণা দ্বারা সকল ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাকেন এবং কেহ কেহ সেই পরমদেবের চিন্তা করিতে থাকেন, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও অবিনাশী বলিয়া কথিত হন। ২৮

যে সব যোগী তপস্যার দ্বারা নিজেদের পাপসমূহ দগ্ধ করত অন্তকালে ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, সেই সব মহাত্মার উত্তম গতি হইয়া থাকে। ২৯

শাস্ত্রীয় যুক্তিতে এই মহাত্মাগণের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য দেখিবে। দেহত্যাগ পর্যন্ত নিষ্কামুক, অপরিগ্রহ, আকাশ হইতেও বিলক্ষণ সেই পরমতত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন, যাহাতে যোগধারণার দ্বারা মনকে স্থাপিত করা হয়। ২৮

যাঁহাদের মন জ্ঞানের সাধনায় আসক্ত, তাঁহারা মর্ত্যলোকের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং রজোগুণরহিত ও ব্রহ্মস্বরূপ পরমগতি প্রাপ্ত হন। ২৯

যেসব বিদ্বান্ পুরুষগণ এইরূপ একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারক সাধনরূপ ধর্মের বর্ণনা করেন। নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে উপাসনাকারী সকল সাধকই পরমগতি প্রাপ্ত হন। ৩০

অসুরাপ্রাপ্তি দোষহীন ও অবিনাশী জ্ঞানও যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহারাও উত্তম লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদনন্তর সাধন-বলে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করত তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ৩১

যাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্যশালী, অজন্মা, দিব্য ও অব্যক্ত নামবিশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভাবে শরণগ্রহণ করেন, তাঁহারা জ্ঞানধনে ধনী, বিশুদ্ধ এবং কামনারহিত হইয়া যান। ৩২

তাঁহারা নিজেদের অন্তঃকরণে শ্রীহরিকে অবস্থিত জানিয়া অবিনাশস্বরূপ হইয়া যান। তাঁহাদিগকে পুনরায় এ সংসারে আসিতে হয় না। তাঁহারা সেই অবিনাশী ও অবিকারী পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ৩৩

এই পর্যন্ত হইল বিজ্ঞান—এই জগৎ আছে, আবার এই জগৎ নাই (অর্থাৎ ব্যাবহারিক অবস্থায় এই জগতের অস্তিত্ব থাকে এবং পারমার্থিক অবস্থায় এই জগতের অস্তিত্ব থাকে না—সবই ব্রহ্মময় হইয়া যায়)। অহো! এই সম্পূর্ণ জগৎ তূষ্ণীকার দ্বারা বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ৩৪

---

* পুরাণান্তরে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মভাবে চিন্তাকারী যোগী দশ বৎসর কাল ব্রহ্মলোকে বাস করেন, যথা—"দশবর্ষসহস্রাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ"।

বিসতন্তুর্যথৈবায়মন্তঃস্থঃ সর্বতো বিভো।
তৃষ্ণাতন্তুস্তথা দেহগতঃ সদা ॥ ৫৫
সূচ্যা সূত্রং যথা বস্ত্রে সংসার্যতি বায়কঃ।
তদ্বৎ সংসারসূত্রং হি তৃষ্ণাসূচ্যা নিবধ্যতে ॥ ৫৬
বিকারং প্রকৃতিং চৈব পুরুষঞ্চ সনাতনম্।
যো যথাবদ্ বিজানাতি স বিতৃষ্ণো বিমুচ্যতে ॥ ৫৭

প্রকাশং ভগবানেতদৃষিনারায়ণোঽমৃতম্।
তৃষ্ণানামনুকম্পার্থং জগাদ জগতো গতিঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বার্ষেয়ীয়াখ্যানকথনে
সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ৭ ॥

যেরূপ পদ্মের নালে ছিদ্র তন্তু (সূক্ষ্মসূত্র) মৃনালের সকল অংশেই বিস্তৃত থাকে, সেইরূপ অনাদি ও অনন্ত তৃষ্ণাতন্তু সদা দেহধারিদিগের চিত্তে অবস্থিত থাকে। ৫৫

যেরূপ বস্ত্রনির্মাণকারী তন্তুবায় সূচীর দ্বারা বস্ত্রে সূত্রকে বয়ন করে, সেইরূপ তৃষ্ণারূপী সূচীর দ্বারা সংসারতন্ত্রী সূত্র গ্রথিত হয়। ৫৬

যিনি প্রকৃতি, তাঁহার কার্য, পুরুষ (জীবাত্মা) এবং সনাতন পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানেন, তিনিই তৃষ্ণাহীন হইয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। ৫৭

জগতের শরণদাতা ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ জীবগণের প্রতি দয়া করিবার জন্যই এই অমৃতময় জ্ঞান প্রকাশিত করিয়াছেন। ৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত এক লক্ষ শ্লোকাত্মক সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণার্জুনীয় আখ্যানাত্মক বর্ণনবিষয়ক সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[রাজা জনকস্য মোক্ষসন্ন্যাসাং পঞ্চশিখস্যাগমনম্, তেন নাস্তিকমতনিরাকরণপূর্বকং শরীরাদ্ ভিন্নস্যাত্মনো নিত্যসত্তায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কেন বৃত্তেন বৃত্তজ্ঞ জনকো মিথিলাধিপঃ।
জগাম মোক্ষং মোক্ষজ্ঞো ভোগানুৎসৃজ্য মানুষান্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যেন বৃত্তেন ধর্মজ্ঞঃ স জগাম মহৎ সুখম্ ॥ ২
জনকো জনদেবস্তু মিথিলায়াং জনাধিপঃ।
ঔর্ধ্বদেহিকধর্মাণামাসীদ্ বুদ্ধো বিচিন্তনে ॥ ৩
তস্য বৈ শতমাচার্যা বসন্তি সততং গৃহে।
দর্শয়ন্তঃ পৃথগ্ধর্মান্ নানাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৪
স তেষাং প্রেত্যভাবে চ প্রেত্যাজাতৌ বিনিশ্চয়ে।
আগমস্থঃ স কুরুতে যাত্মতত্ত্বে ন মুহ্যতি ॥ ৫
তত্র পঞ্চশিখো নাম কাপিলেয়ো মহামুনিঃ।
পরিধাবন্ মহীং কৃৎস্নাং জগাম মিথিলামথ ॥ ৬

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা জনকের রাজসভায় পঞ্চশিখের আগমন এবং তাঁহার দ্বারা নাস্তিক-মত নিরাকরণপূর্বক শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার নিত্য সত্তা প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সদাচারবিষয়ে অভিজ্ঞ পিতামহ! মোক্ষধর্মবিশেষজ্ঞ মিথিলাপতি জনক মানব ভোগসকল পরিত্যাগ করত কিরূপ আচরণের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! এ বিষয়ে মহাত্মাগণ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহার আচরণ করত রাজা জনক মহৎ সুখ (মোক্ষ) লাভ করিয়াছিলেন। ২

পুরাতন বৃত্তান্ত, মিথিলায় জনককুলী রাজা জনদেব রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি সদা দেহত্যাগের পর আত্মার অস্তিত্বরূপ ধর্মেরই চিন্তা করিতেন। ৩

তাঁহার গৃহে শত আচার্য বসবাস করিতেছিলেন, যাঁহারা বিভিন্ন আশ্রমবাসী ছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসকলের উপদেশ করিতেন। ৪

"এই দেহ ত্যাগ করিলে পর জীবের সত্তা থাকে কি না? অথবা দেহত্যাগের পর তাহার পুনর্জন্ম হয় কি না?" এই বিষয়ে সেই আচার্যগণের যে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছিল, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যেরূপ বিচার উপস্থাপিত করিতেন, তাহার দ্বারা শাস্ত্রবলম্বী রাজা জনদেবের বিশেষ সন্তোষ হইত না। ৫

একবার কপিলার পুত্র মহামুনি পঞ্চশিখ সমস্ত পৃথিবী

সর্বসংন্যাসধর্মাণাং তত্ত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে
সুপর্য্যবসিতার্থশ্চ নির্দ্বন্দ্বো ন্যস্তসংশয়ঃ ॥ ৭
স্বর্গীনামাহরেকং তং যং কামমনাবৃতং নৃষু
শাশ্বতং সুখমত্যন্তমধিচ্ছন্তং সুদুর্লভম্ ॥ ৮
যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্
স মন্যে তেন রূপেণ বিশ্বাপয়তি হি স্বয়ম্ ॥ ৯
আসুরেঃ প্রথমং শিষ্যং যমাহুশ্চিরজীবিনম্ ।
পঞ্চস্রোতসি যঃ সত্রমাস্তে বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ১০
তং সমাসীনমাগম্য কাপিলং মণ্ডলং মহৎ ।
পঞ্চস্রোতসি নিষ্কান্তঃ পঞ্চরাত্রবিশারদঃ ॥ ১১
পঞ্চজঃ পঞ্চকৃৎ পঞ্চগুণঃ পঞ্চশিখঃ স্মৃতঃ ।
পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং স্মবেদয়ৎ ॥ ১২

ইষ্টসত্রেণ সংসিদ্ধো ভূয়শ্চ তপসান্বিতঃ
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাক্তিং বুবুধে দেবদর্শনঃ ॥ ১৩
যং তদেকাক্ষরং ব্রহ্ম নানারূপং প্রদৃশ্যতে ।
আসুরির্মণ্ডলে তস্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ম্ ॥ ১৪
তস্য পঞ্চশিখঃ শিষ্যো মাসুর্য্যা পয়সা ধৃতঃ ।
ব্রাহ্মণী কপিলা নাম কাচিদাসীৎ কুটুম্বিনী ॥ ১৫
তস্যাঃ পুত্রত্বমাগম্য স্ত্রিয়াঃ স পিবতি স্তনৌ ।
ততঃ স কাপিলেয়ত্বং লেভে বুদ্ধিঞ্চ নৈষ্ঠিকীম্ ॥ ১৬
এতত্তে ভগবানাহ কাপিলেয়স্য সম্ভবম্
তস্য তৎ কাপিলেয়ত্বং সর্ববিস্মমনুত্তমম্ ॥ ১৭
সামান্যং জনকঃ শ্রুত্বা ধর্মজ্ঞো জ্ঞানমুত্তমম্ ।
উপেত্য শতমাচার্য্যান্ মোহয়ামাস হেতুভিঃ ॥১৮

পরিক্রমা করিতে করিতে মিথিলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ৬

তিনি সম্পূর্ণ সন্ন্যাস ধর্মে অভিজ্ঞ এবং তত্ত্বজ্ঞানের নির্ণয়ে এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের পোষক ছিলেন। তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। তিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিচার করিতেন । ৭

তিনি ঋষিগণের মধ্যে অধিতীয় বলিয়া কথিত হইতেন, সর্ববিধ কামনাশূন্য ছিলেন এবং মনুষ্যগণের নিকট নিজ উপদেশ দ্বারা অত্যন্ত দুর্লভ সনাতন সুখের প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষী ছিলেন । ৮

সাংখ্যশাস্ত্রে বিদ্বান্ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রজাপতি মহর্ষি কপিল বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইত যে, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভগবান্ কপিল স্বয়ং পঞ্চশিখরূপে আসিয়া সকল লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেন । ৯

তাঁহাকে আসুরি মুনির প্রথম শিষ্য ও চিরজীবী বলা হইত। ইনি এক হাজার বৎসর ধরিয়া জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ।১০

এক সময় আসুরিমুনি নিজের আশ্রমে বসিয়া আছেন। এমন সময় কপিলমুনির মতাবলম্বী মুনিগণের এক বিশাল দল সেখানে আসিলেন এবং প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে অবস্থিত, অব্যক্ত ও পরমার্থতত্ত্বের বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাদের মধ্যে পঞ্চশিখও ছিলেন। এই পঞ্চশিখ পাঁচ স্রোত (ইন্দ্রিয়)-বিশিষ্ট মনের ব্যাপারে (উৎপোহে) নিপুণ ছিলেন, পঞ্চরাত্র আগমে বিশেষজ্ঞ, পঞ্চ কোষে অভিজ্ঞ এবং তদ্বিষয়ক পঞ্চবিধ উপাসনা জানিতেন। সত্ত্ব, রজ, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান এই পঞ্চগুণও গুণবান্ ছিলেন। সেই পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন বলায় তাঁহাদের শিষ্যপ্রণালীর যে ব্রহ্ম, তাঁহাকেই পঞ্চশিখ বলা হয়। তাঁহাতে অভিজ্ঞ হওয়ায় ঋষিকেও 'পঞ্চশিখ' বলিয়া গণ্য করা হয়।

আসুরি তপোবলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা নিষ্পিপ্রাণ তিনি ক্ষেত্র (দেহ) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (দেহী জীবের) ভেদকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন

যে একমাত্র অক্ষর ও অবিনাশী ব্রহ্ম নানারূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহার জ্ঞান আসুরি সেই সুবর্ণমণ্ডলীমধ্যে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন । ১৪

পঞ্চশিখ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ইনি মানবী স্ত্রীর স্তন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে কোন এক কুটুম্বিনী ব্রাহ্মণী ছিলেন। সেই স্ত্রীরই পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া তিনি তাঁহারই স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ পান করিতেন। অতএব কপিলার পুত্র বলিয়া পঞ্চশিখ কাপিলেয় নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি নৈষ্ঠিক (ব্রহ্মনিষ্ঠাসম্পন্ন) বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ১৫-১৬

কাপিলেয়ের জন্মের এই বৃত্তান্ত আমাকে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই কপিলাপুত্ররূপে জন্মগ্রহণের ও পঞ্চজ্ঞ হইবার পরম উত্তম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে । ১৭

বিদ্বান্ পঞ্চশিখ উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা জনককে শত আচার্য্যের প্রতি সমান ভাবে অনুরক্ত জানিয়া তাঁহার গৃহে যাইলেন এবং সেখানে যাইয়া তিনি নিজের যুক্তিযুক্ত বাক্যসমূহের দ্বারা সেই সব আচার্যকে মোহিত করিয়া দিলেন ।১৮

জনকস্তভিসংরক্তঃ কাপিলেয়ানুদর্শনাৎ।
উৎসৃজ্য সত্তমাচার্য্যান্ পৃষ্টোঽনুজগাম তম্ ॥ ১৯
তস্মৈ পরমকল্যায় প্রণতায় চ ধর্ম্মতঃ
অব্রবীৎ পরমং মোক্ষং যৎ তৎ সাংখ্যেঽভিধীয়তে ॥২০
জাতিনির্বেদমুক্ত্বা চ কর্ম্মনির্বেদমব্রবীৎ
কর্ম্মনির্বেদমুক্ত্বা চ সর্ব্বনির্বেদমব্রবীৎ ॥ ২১
যদর্থং ধর্ম্মসংসর্গঃ কর্ম্মণাঞ্চ ফলোদয়ঃ।
তদনাশ্বাসিকং মোহং বিনাশি চলমধ্রুবম্ ॥ ২২
মৃত্যুস্থানে বিনাশে চ প্রত্যক্ষে লোকসাক্ষিকে।
আগমাৎ পরমন্তীতি ধ্রুবমপি পরাজিতঃ ॥ ২৩
অনাত্মা হ্যাত্মনো মৃত্যুঃ ক্লেশো মৃত্যুর্জরাময়ঃ।
আত্মানং মন্যতে মোহাৎ তদসম্যক্ পরং মতম্ ॥ ২৪
অথ চেদেবমপ্যস্তি যল্লোকে নোপপদ্যতে।
অজরোঽয়মমৃত্যুশ্চ রাজাসৌ মন্যতে যথা ॥ ২৫
অস্তি নাস্তীতি চাপ্যেতৎ তদ্বিপ্রসন্নতি লক্ষণে।
কিমধিষ্ঠায় তদ্ ব্রূয়াল্লোকযাত্রাবিনিশ্চয়ম্ ॥ ২৬
প্রত্যক্ষং হেতবোমূর্ত্তিঃ কৃতান্তৈস্তিস্রুরোরপি
প্রত্যক্ষেণাগমো ভিন্নঃ কৃতান্তো বা ন কিঞ্চন ॥ ২৭

সেই সময় মহারাজ জনক কপিলানুচর পঞ্চশিখের জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলেন এবং নিজের গুরু আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ১৯

তখন মুনিবর পঞ্চশিখ রাজাকে ধর্ম্মানুসারে প্রণত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে যোগ্য অধিকারী মনে করত পরম মোক্ষের উপদেশ দান করিলেন, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ২০

তিনি "জাতি নির্বেদ" (১) বর্ণনা করত "কর্ম্ম নির্বেদ" (২) উপদেশ করিলেন তাঁহার পর তাঁহাকে "সর্ব্বনির্বেদ"(৩) তত্ত্ব বলিলেন। ২১

তিনি বলিলেন, যাহার জন্য ধর্ম্মাচরণ করা হয়, যাহা কর্ম্মের ফল উহা হইতে পর প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ইহলোক বা পরলোকের ভোগ নশ্বর তাহার উপর অবশ্য রাখা উচিত নহে; কারণ, উহা মোহরূপ, চঞ্চল ও অস্থির। ২২

কিন্তু নাস্তিক এরূপ বলে যে, দেহরূপী আত্মা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। সমস্ত লোকই তাহার সাক্ষী। ইহাতেও যদি কোন শাস্ত্রপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করত দেহ হইতে ভিন্ন আত্মার সত্তা কেহ প্রতিপাদন করে, তবে সে পরাজিত বলিয়া জানিবে, কারণ, তাহার বাক্য লোকানুভবের বিরুদ্ধ। ২৩

আত্মার স্বরূপভূত দেহের অভাব হওয়াই তাঁহার মৃত্যু। এই দৃষ্টিতে দুঃখ, বৃদ্ধাবস্থা ও নানাপ্রকার রোগ এ সবই আত্মার মৃত্যু (কারণ, এই সকলের দ্বারা আত্মার আংশিক বিনাশ হইতে থাকে)। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন মনে করেন, তাঁহার সেই মত সর্ব্বথা অসমঞ্জস। ২৪

যদি এরূপ বস্তুরও অস্তিত্ব মানা যায়, যাহা লোকের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নহে অর্থাৎ যদি শাস্ত্রের প্রমাণে ইহা স্বীকার করা যায় যে, শরীর হইতে ভিন্ন কোন অজর অমর আত্মা আছেন, যিনি স্বর্গাদি লোকে গিয়া সুখভোগ করেন, তবে যবনীরা যে রাজাকে অজর অমর বলেন, তাহাও যথার্থ ঠিক বলিয়া মানিতে হইবে। সারাংশ এই যে, যবনীরা আলঙ্কারিক উপচারানুসারে [যে বস্তু যাহা নহে, উহাকে তাহা বলিয়া উল্লেখ করাকে বলে "উপচার"] রাজাকে অজর অমর বলিয়া থাকেন, সেইরূপ এই শাস্ত্রবাক্যও "ঔপচারিক" বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (রোগ শরীরকেই অজর অমর এবং এ জগতে প্রত্যক্ষ সুখভোগকেই স্বর্গীয় সুখ বলা হইয়াছে।) ২৫

যদি আত্মা আছেন বা নাই—এই সংশয় উপস্থিত হইলে পর অনুমানের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্বের সাধন করা যায়, তবে তাহার জন্য এরূপ কোন জ্ঞাপক হেতু উপলব্ধ হয় না, যাহা কোথাও দোষযুক্ত হয় না; সুতরাং কি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করত লোকব্যবহারের নিশ্চয় করা যাইবে? ২৬

অনুমান ও আগম—এই উভয় প্রমাণেরই মূল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আগম ও অনুমান যদি প্রত্যক্ষ অনুভবের বিরুদ্ধ হয়, তবে উহা কিছুই নহে—তাহার প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায় না। ২৭

১। জন্মের সময় গর্ভবাসাদিবশতঃ যে কষ্ট হয়, উহার উপর বিচার করত শরীর হইতে বৈরাগ্য হওয়াকে বলে—'জাতিনির্বেদ'।

২। কর্ম্মজনিত ক্লেশ—নানা যোনি প্রাপ্তি এবং নরকাদি যাতনার বিচার করত পাপ এবং কাম্য কর্ম্মসমূহ হইতে বিরক্ত হওয়াকে বলে "কর্ম্ম নির্বেদ"।

৩। এই জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুসকল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগসমূহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও দুঃখময়তার বিচার করত সর্ব্ব বিষয় হইতে বিরক্ত হওয়াকে বলে—"সর্ব্বনির্বেদ"।

যত্র যত্রানুমানেঽস্মিন্ কৃতং ভাবয়তোঽপি চ।
নাস্তো জীবঃ শরীরস্ত নাস্তিকানাং মতে স্থিতঃ ॥ ২৮
রেতো বটকণীকায়াং ঘৃতপাকাদিবাসনম্।
জাতিঃ স্মৃতিরয়ত্নাস্তঃ সূর্য্যকান্তোঽম্বুতক্ষণম্ ॥ ২৯
প্রেতীভূতেঽস্ত্যয়স্তৈব দেবতাদ্যুপযাচনম্।
মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩০

যে কোন স্থলে ঈশ্বর, অদৃষ্ট অথবা আত্মার সিদ্ধির জন্য অনুমান করা হয়, সেই সব স্থলে নাস্য-সাধনের জন্য কৃত ভাবনাও ব্যর্থ হইয়া যায়; অতএব নাস্তিকগণের মতে জীবাত্মার দেহ হইতে ভিন্ন কোন সত্তা নাই—এই বাক্য স্থির হইল। ২৮

যেরূপ বটবৃক্ষের বীজে পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও ত্বগাদি সব কিছুই সূক্ষ্মভাবে থাকে, সেরূপ গাভীর দ্বারা ভুক্ত তৃণাদি হইতে ঘৃত, দুগ্ধাদি উৎপন্ন হয় এবং যেরূপ অনেক ঔষধ দ্রব্য পাক ও অধিবাসন করিলে উহাতে মাদকতাজনক শক্তি আসিয়া যায়, সেইরূপ বীর্য্য হইতে শরীরাদির সহিত চেতনাও উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত জাতি, স্মৃতি, অযত্নান্ত মণি, সূর্য্যকান্ত মণি ও বড়বানলের দ্বারা সমুদ্রের জলপানাদি দৃষ্টান্তসমূহ হইতেও দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের সিদ্ধি হয় না। * ২৯

(এই নাস্তিক মতের খণ্ডন এইভাবে বুঝিতে হইবে) মৃত শরীরের মধ্যে যে চেতনতার অভাব দেখা যায়, উহাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ (যদি চেতনতা দেহেরই ধর্ম্ম হয়,

---

* জাতি বলে জন্মকে। যেরূপ গুড়াদি বহু দ্রব্যের সংযোগে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, উহার মধ্যে উপাদান অপেক্ষা বিলক্ষণ মাদকতা শক্তিরই উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চার দ্রব্যের সংযোগে এই শরীরেই জীবের চৈতন্য উদ্ভূত হয়। যেরূপ জড় মনে অজড় স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জড় দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেরূপ অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) জড় হইয়াও লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ জড় শরীরও ইন্দ্রিয়গণের সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে; অতএব আত্মা উহা হইতে ভিন্ন নহে। যেরূপ সূর্য্যকান্তমণি শীতল হইয়াও সূর্য্যের কিরণাবলির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন করে, সেইরূপ বীর্য্য শীতল হইলেও রস ও রক্তের সংযোগে জঠরানলকে আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং যেরূপ জল হইতে উৎপন্ন বাড়বানল জলকেই ভক্ষণ করে, সেইরূপ বীর্য্য হইতে উৎপন্ন এই দেহ স্বয়ংও বীর্য্যকে আধান ও ধারণ করে। অতএব দেহ হইতে ভিন্ন আত্মার সত্তা স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

নমেতে হেতবঃ সন্তি যে কেচিন্মূর্ত্তিসংশ্রিতাঃ
অমূর্ত্তস্ত হি মূর্ত্তেন সামান্যং নোপপদ্যতে ॥ ৩১
অবিদ্যা কর্ম্ম তৃষ্ণা চ কেচিদাহুঃ পুনর্ভবে
কারণং লোভ-মোহৌ তু দোষাণাং তু নিষেবণম্ ॥ ৩২
অবিদ্যাং ক্ষেত্রমাহুর্হি কর্ম্ম বীজং তথা কৃতম্।
তৃষ্ণা সংজননং স্নেহ এষ তেষাং পুনর্ভবঃ ॥ ৩৩

তবে মৃত দেহেও তাহার উপলব্ধি হওয়া উচিত, পরন্তু মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত দেহ থাকে বটে, উহাতে কিন্তু চেতনতা তখন থাকে না, অতএব ইহা স্বতই সিদ্ধ হয় যে, চেতন আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন।) নাস্তিকেরাও দোষাদির নিবৃত্তি তথা মন্ত্র, জপ ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেবতাদির আরাধনা করে। (এই দেবতা কি? যদি পাঞ্চভৌতিক হন, তবে ঘটাদির ন্যায় তাহার দর্শন লাভ অবশ্যই হওয়া উচিত এবং তিনি যদি ভৌতিক পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন হন, তবে চেতনের সত্তা স্বতই সিদ্ধ হইয়া যায়, অতএব দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ হয় এবং দেহই আত্মা, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।) যদি দেহের মৃত্যুর সহিত আত্মারও মৃত্যু মানিতে হয়, তবে তাহার কৃত কর্ম্মফলেরও নাশ মানিতে হইবে, তাহার শুভাশুভ কর্ম্মফলের ফল ভোগকারী কেহই থাকে না এবং দেহের উৎপত্তিতে "অকৃতাভ্যাগম" (কর্ম্ম না করিয়াই তাহার ফলভোগ প্রাপ্ত হওয়া—এরূপ) মানিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। এই সব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করে যে দেহাতিরিক্ত চেতন আত্মার সত্তা অবশ্যই আছে। ৩০

নাস্তিকগণের দিক্ হইতে যে কোন হেতুভূত দৃষ্টান্তসমূহ প্রস্তুত হউক না কেন, তৎসমস্তই মূর্ত্ত পদার্থ। মূর্ত্ত জড় পদার্থ হইতে মূর্ত্ত জড় পদার্থেরই উৎপত্তি হয়। ইহাই সেই সব দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ হয় যেরূপ কাষ্ঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। যদি পঞ্চভূত আত্মার অথবা মূর্ত্ত হইতে অমূর্ত্তের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তবে পৃথিবী প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থ হইতে আকাশেরও উৎপত্তি মানিতে হইবে, কিন্তু ইহা অসঙ্গত) হয় আত্মা অমূর্ত্ত পদার্থ এবং দেহ মূর্ত্ত; অতএব অমূর্ত্তের মূর্ত্তের সহিত সমানতা অথবা মূর্ত্ত কৃতকর্ম্মের সংযোগে অমূর্ত্ত চেতন আত্মার উৎপত্তি হইতে পারে না। ৩১

কিছু লোক অবিদ্যা, কর্ম্ম, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ ও দোষসকলের সেবনকেই পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া বর্ণনা করে ॥৩২

তাহারা অবিদ্যাকে ক্ষেত্র বলে। পূর্বজন্মে কৃত কর্ম্মকে

তস্মিন্ মূঢ়ে চ দগ্ধে চ ভিন্নে মরণধর্মিণি।
অন্যোঽন্যাচ্ছায়তে দেহস্তমাহুঃ সত্ত্বসংক্ষয়ম্ ॥ ৩৪
যদা স্বরূপস্তস্যাসৌ জাতিতঃ গুণতোঽর্থতঃ।
কথমস্মিন্ স ইত্যেবং সর্বং বা স্যাদসংহিতম্ ॥ ৩৫
এবং সতি চ কা প্রীতির্দান-বিদ্যা-তপোযমৈঃ।
যদন্যাচরিতং কর্ম সর্বমন্যৎ প্রপদ্যতে ॥ ৩৬
অপি ত্বয়মিহৈবান্যৈঃ প্রাক্কৃতৈর্দুঃখিতো ভবেৎ।
সুখিতো দুঃখিতো বাপি দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্ণয়ঃ ॥ ৩৭
তথা হি মূর্ধজৈর্হীনঃ শরীরং তৎ পুনর্ভবেৎ।
পূর্বজ্ঞানং যদনাচ্চ যেনৈতন্নোপপদ্যতে ॥ ৩৮
ঋতু-সংবৎসরৌ ভিন্নৌ শীতোষ্ণেঽথ প্রিয়াপ্রিয়ে।
যথাগতানি পঞ্চত্বং তাদৃশঃ সত্ত্বসংক্ষয়ঃ ॥ ৩৯
জরয়াভিপরীতস্য মৃত্যুনা চ বিনাশিনা।
দুর্বলং দুর্বলং পূর্বং গৃহস্যেব বিনশ্যতি ॥ ৪০

বীজ এবং ডিম্বকে অঙ্কুরের উৎপাদক দেহ বা জল বলে সব তাহাদের মতে পুনর্জন্মের প্রকার। ৩৩

সেই অবিদ্যাদি কারণসমূহ সুষুপ্তি ও প্রলয়কালেও সংস্কারভাবে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। ইহারা থাকিতেই যখন এক মরণধর্মা শরীর নষ্ট হইয়া যায়, তখন উহারই দ্বারা পূর্বোক্ত অবিদ্যাদির কারণ অন্য শরীর উৎপন্ন হইয়া যাইবে। যখন জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদি নিমিত্তসকল নষ্ট হইবে, তখন শরীরের নাশের পর সব (বুদ্ধি) কারণ মোক্ষ লাভ হয়, ইহা তাহাদের অভিমত। ৩৪

(পূর্বোক্ত নাস্তিক মতে আস্তিকগণ এইরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতানুসারে শরীর ও জীব যখন ক্ষণিক, তখন পূর্বক্ষণবর্তী শরীর হইতে পরক্ষণবর্তী শরীর রূপ, জাতি, বর্ণ ও প্রয়োজনসকল সৃষ্টিতেই ভিন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় ইহা সে-ই, এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞা (স্মৃতি) তাহার হইবে না। অথবা ভোগ, মোক্ষাদি সব কিছুই বিনা কারণায় অকস্মাৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এরূপ মানিতে হইবে। (এই অবস্থায় ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মোক্ষসাধনাকারী একজন, সাধনকারী অন্য একজন এবং উহা হইতে মুক্ত অন্য একজন। ৩৫

যদি ইহাই হয়, তবে দান, বিদ্যা, তপস্যা ও যমের দ্বারা কাহার কিরূপ প্রসন্নতা হইবে? কারণ, তাহার কৃত সমস্ত কর্ম অপরকেই নিজের ফল প্রদান করিবে (অর্থাৎ দান করিবার সময় যিনি দাতা, তিনি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মতানুসারে ফলভোগ কালে থাকেন না। অতএব পুণ্য বা পাপ একজন করে, আর তাহার ফল অন্য একজন ভোগ করে।) ৩৬

(যদি বল, এরূপ কল্পনাতে ত' অতীষ্ট যে, কর্ম করিবার সময় যিনি কর্তা, তিনি ফলভোগকালে থাকেন না। যদি এক বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অন্য বিজ্ঞানই ফলভোগ করে, তবে ত') এ জগতে এই দেবদত্ত নামক ব্যক্তি যজ্ঞদত্তাদি অন্য ব্যক্তিগণের কৃত অশুভ কর্মফলের দ্বারা দুঃখী এবং অন্যের কৃত শুভ কর্মের দ্বারা সুখী হইতে পারে। (কারণ, যখন কর্তা এক যদি হন তবে ভোক্তা দেখিলে অন্য একজন তখন যে কোন ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম অন্য যে কোন ব্যক্তিকে সুখ-দুঃখ দান করিতে পারে।) এ অবস্থায় দৃষ্ট ও অদৃষ্টেরও নিশ্চয় এইরূপই হইবে যে, যাহা পূর্বক্ষণে দৃষ্ট ছিল, তাহা পরক্ষণে অদৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং যাহা প্রথমে অদৃষ্ট ছিল, তাহা পরে দৃষ্ট হইতেছে। ৩৭

যদি বল, দেবদত্তের জ্ঞান হইতে যজ্ঞদত্তের জ্ঞান পৃথক্ ও বিজাতীয়, সজাতীয় বিজ্ঞান ধারাতেই কর্ম এবং তাহার ফলের ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব দেবদত্তের কৃত কর্মের ভোগ যজ্ঞদত্তের প্রাপ্তি হয় না, সেই কারণে পূর্বোক্ত দোষের আপত্তিও হয় না, তখন আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আপনার মতে এই যে সাদৃশ্য বা সজাতীয় বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার উপাদান কি? যদি পূর্বক্ষণবর্তী বিজ্ঞানেরই উপাদান বলা যায়, তবে উহা ঠিক নহে; কারণ, সেই বিজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যদি পূর্বক্ষণবর্তী বিজ্ঞানের নাশই পরক্ষণবর্তী সজাতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ হয়, যদি কিছু লোক কোন ব্যক্তির দেহকে মুষলাদির আঘাতে নষ্ট করিয়া দেয়, তবে সেই মৃত দেহ হইতেই অন্য দেহের পুনরায় উৎপত্তি হইতে পারে (অতএব এই মত ঠিক নহে)। ৩৮

ঋতু, সংবৎসর, দুঃখ, শীত, উষ্ণ এবং প্রিয় ও অপ্রিয়—এই সব সময় আসিয়া চলিয়া যায় এবং যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে, এ সবই সকল লোক প্রত্যক্ষ করে। সেইরূপ সত্ত্বসংক্ষয়রূপ মোক্ষও পুনরায় আসিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে (কারণ, বিজ্ঞানধারার কোন অন্ত হয় না)। ৩৯

যেরূপ গৃহের দুর্বল-দুর্বল অঙ্গ প্রথমে নষ্ট হইতে থাকে এবং পুনরায় ক্রমশঃ সম্পূর্ণ গৃহই পতিত হইয়া যায়, সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থা ও বিনাশকর মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত দেহের দুর্বল-দুর্বল অঙ্গ ক্ষীণ হইতে হইতে একদিন সম্পূর্ণ দেহেরই নাশ হইয়া যায়। ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনো বায়ুঃ শোণিতং মাংসমস্থি চ।
আনুপূর্ব্যা বিনশ্যন্তি যদ্বা ধাতুমুপযান্তি চ ॥ ৪১

লোকযাত্রাবিধাতশ্চ দানধর্মফলাগমে।
তদর্থং বেদশব্দাশ্চ ব্যবহারাশ্চ লৌকিকাঃ ॥ ৪২

ইতি সম্যঙ্‌মনস্যেতে বহবঃ সন্তি হেতবঃ।
এবমস্তীদমস্তীতি ন কিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৩

তেষাং বিমৃশতামেব তৎ তৎ সমভিধাবতাম্।
কচিন্নিবিশতে বুদ্ধিস্তত্র জীর্য্যতি বৃক্ষবৎ ॥ ৪৪

এবমর্থৈরনর্থৈশ্চ দুঃখিতাঃ সর্বজন্তবঃ।
আগমৈরপকৃষ্যন্তে হস্তিপৈর্হস্তিনো যথা ॥ ৪৫

অর্থাংস্তথাত্যন্তসুখবহাংশ্চ
লিপ্সন্ত এতে বহবো বিতৃষ্ণাঃ।
মহত্তরং দুঃখমুপপ্লবা
হিত্বামিষং মৃত্যুবশং প্রয়ান্তি ॥ ৪৬

বিনাশিনো দুর্ব্বসতীবিতস্য
কিং বন্ধুভিস্তিষ্ঠপরিপ্রহৈশ্চ।
বিহায় যো গচ্ছতি সর্বমেব
ক্ষণেন গত্বা ন নিবর্ত্ততে চ ॥ ৪৭

ভূ-ব্যোম-তোয়ানল-বায়বোঽপি
সদা শরীরং প্রতিপালয়ন্তি।
ইত্যীদৃশালক্ষ্য রতিঃ কুতো ভবেদ্
বিনাশিনোঽস্যাস্য ন শর্ম বিদ্যতে ॥৪৮

ইদমনুপদিষ্টবাক্যমঙ্গলং
পরমনিরাময়মাত্মসাত্ত্বিকং।
নরপতিরভিবীক্ষ্য বিস্মিতঃ
পুনরনুযুযুজে যতিপ্রবরম্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পঞ্চশিখবাক্যে পাষণ্ডখণ্ডনং নামাষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৮

ইন্দ্রিয়গণ, মন, প্রাণ, রক্ত, মাংস ও অস্থি—এই সব ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে এবং নিজের নিজের কারণে বিলীন হয়। ৪১

যদি আত্মার সত্তা না মানা হয়, তবে লোকযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। দান ও অন্য কোন ধর্মের ফলের প্রাপ্তির জন্য কাহারও কোনও আস্থা থাকিবে না; কারণ, বৈদিক শব্দ ও লৌকিক ব্যবহার সবই আত্মাকে সুখদানের জন্য। ৪২

এইরূপ মনের মধ্যে অনেক প্রকার তর্ক উঠিতে থাকে এবং এই সব তর্ক ও যুক্তিসমূহের দ্বারা আত্মার সত্তা বা আত্মার নির্দ্দেশন কিছুই হইতে দেখা যায় না। ৪৩

এইভাবে বিচার করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন মতের দিকে ধাবিত লোকসকলের বুদ্ধি কোথাও কোন একস্থানে প্রবেশ করে এবং সেখানে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া জীর্ণ হইয়া যায়॥ ৪৪

এইরূপ অর্থ ও অনর্থের দ্বারা সকল প্রাণী দুঃখিত থাকে। কেবল শাস্ত্রবাক্যই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া মাহুত যেমন হস্তীকে অঙ্কুশের সাহায্যে বশীকৃত করিয়া নিজের গন্তব্য পথে লইয়া যায়, সেইরূপ শান্তির পথে পরিচালিত করে॥৪৫

যে সব অল্পবুদ্ধি মানুষ এইরূপ বিষয়সমূহের আকাঙ্ক্ষা করে, যাহা অত্যন্ত সুখদায়ক হইবে, কিন্তু সেই সব আকাঙ্ক্ষায় তাহাদিগকে অতিশয় বিনাশ দুঃখ সকলেরই সম্মুখীন হইতে হয় এবং শেষে সেই সব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর গ্রাসে তাহারা পতিত হয়। ৪৬

যাহা একদিন নিশ্চই হইবে, যাহার জীবনের কোন স্থিরতা নাই, এরূপ অনিত্য শরীর লাভ করত এই বন্ধু-বান্ধবগণ এবং স্ত্রী-পুত্রাদিতে কি লাভ হইবে? এই সব চিন্তা করত যে মানুষ তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে বৈরাগ্যসহকারে চলিয়া যায়, তাহাকে মৃত্যুর পর পুনরায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৪৭

পৃথিবী, আকাশ, জল অগ্নি ও বায়ু—ইহা সর্ব্বদা শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে ইহাদের প্রতি আসক্তি আর কিভাবে হইবে? যে দেহ একদিন বিনষ্ট হইবেই, সেই দেহের কোন সুখই নাই॥ ৪৮

পঞ্চশিখের এই উপদেশ ভ্রম ও বঞ্চনারহিত, সন্দেহ নিরোধ এবং আত্মসাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ ছিল। ইহা শ্রবণ করত রাজা জনক বিস্মিত হইলেন, অতএব তিনি ইঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিতে মনস্থ করিলেন। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পঞ্চশিখের উপদেশপ্রসঙ্গে পাষণ্ড-মতখণ্ডনবিষয়ক অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চশিখের মোক্ষতত্ত্বালোচনা, ভগবান্ বিষ্ণুর মিথিলাধিপতি-জনকবংশীয়-জনদেবের পরীক্ষা, তাঁহাকে বরদান।

ভীষ্ম উবাচ।

জনকো জনদেবস্তু জ্ঞাপিতঃ পরমর্ষিণা।
পুনরেবানুপপ্রশ্নং সাম্পরায়ে ভবাভবৌ॥ ১

জনক উবাচ।

ভগবন্ যদি ন প্রেত্য সংজ্ঞা ভবতি কস্যচিৎ।
এবং সতি কিমজ্ঞানং জ্ঞানং বা কিং করিষ্যতি॥ ২

সর্বমুচ্ছেদনিষ্ঠং স্যাৎ পক্ষ চৈতদ্ দ্বিজোত্তম।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তো বা কিং বিশেষং করিষ্যতি॥ ৩

অসংসর্গো হি ভূতেষু সংসর্গো বা বিনাগিষু।
কস্মৈ ক্রিয়েত কল্যাণং নিশ্চয়ঃ কোঽত্র তত্ত্বতঃ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ

তমসা হি প্রতিচ্ছন্নঃ বিভ্রান্তমিব চাতুরম্।
পুনঃ প্রশময়ন্ বাক্যৈঃ কবিঃ পঞ্চশিখোঽব্রবীৎ॥ ৫

উচ্ছেদনিষ্ঠা নেহাস্তি ভাবনিষ্ঠা ন বিদ্যতে
অয়ং তুপি সমাহারঃ শরীরেন্দ্রিয়চেতসাম্॥ ৬

বর্ততে পৃথগস্তোস্তমপ্যপাশ্রিত্য কর্মসু॥ ৬

ধাতবঃ পঞ্চভূতেষু যঃ বায়ুর্জ্যোতিষো ধরা।
তে স্বভাবেন তিষ্ঠন্তি বিযুজ্যন্তে স্বভাবতঃ॥ ৭

আকাশোবায়ুরুষ্মা চ স্নেহো যশ্চাপি পার্থিবঃ।
এষ পঞ্চসমাহারঃ শরীরমপি নৈকধা॥ ৮

জ্ঞানমূষ্মা চ বায়ুশ্চ ত্রিবিধঃ কার্যসংগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স্বভাবশ্চেতনা মনঃ॥
প্রাণাপানৌ বিকারশ্চ ধাতবশ্চাত্র নিঃসৃতাঃ॥ ৯

শ্রবণং স্পর্শনং জিহ্বা দৃষ্টির্নাসা তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়াণীতি পঞ্চৈতে চিত্তপূর্বং গতা গুণাঃ॥ ১০

একোনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পঞ্চশিখের দ্বারা মোক্ষতত্ত্বের আলোচনা, ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক মিথিলাপতি জনকবংশী জনদেবকে পরীক্ষা এবং তাঁকে বরদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহর্ষি পঞ্চশিখ এইরূপ উপদেশ দান করিলে পর জনদেব জনক পুনরায় তাঁহাকে মৃত্যুর পর আত্মার সত্তা বা বিনাশের বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ১

জনক বলিলেন,—ভগবন্! যদি মৃত্যুর পর কাহারও কোন বিষয়ে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবস্থায় অজ্ঞান অথবা জ্ঞান কি করিবে? ২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেখুন, মানুষের মৃত্যুর পরে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত সাধনও নষ্ট হইয়া যায়; সেই সময় সে পূর্ব হইতে সাবধান বা অসাবধান থাকুক, তাহাতে কি বিশেষ লাভ হইবে? ৩

মৃত্যু হইবার পর জীবাত্মার বিনাশশীল পঞ্চ মহাভূতের সহিত কোন সংসর্গ থাকে কি না? যদি থাকে, তবে উহা কোন প্রয়োজন সাধিত হয়। এ বিষয়ে যথার্থরূপে কি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! জনকের বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, আত্মার নাশের সম্ভাবনায় ভীত এবং ব্যাকুল জানিয়া জ্ঞানী মহাত্মা পঞ্চশিখ তাঁহাকে মধুর বাক্যে যেন শান্ত করিতে করিতে বলিলেন। ৫

রাজন্! মৃত্যুর পর আত্মার নাশ হয় না এবং তিনি কোন বিশেষ আকারে পরিণতও হন না। এই প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে সঙ্ঘাত, উহাও শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সমূহমাত্র। যদিও এই সবের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, তথাপি ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করত কর্মফলে প্রবৃত্ত হয়। ৬

প্রাণিগণের শরীরে উপাদান রূপে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটি ধাতু আছে। ইহারা স্বভাবতই একত্র হয় এবং পৃথক্‌ও হইয়া যায়। ৭

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ ভূতসমূহের সমাহার হইতে অনেক প্রকারের দেহ নির্মিত হয়। ৮

শরীরে জ্ঞান (বুদ্ধি), উষ্মা (জঠরানল) এবং বায়ু (প্রাণ)—ইহাদের সমূহের সমস্ত কর্মফলের সংগ্রাহকগণ, কারণ, এই সব হইতেই ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণাদি বিষয়-সমূহ, স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান, বিকার এবং ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে। ৯

শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, নেত্র ও নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ এই সব গুণ চিত্তের সাহায্যে শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়া থাকে। ১০

তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধা চেতনা ধ্রুবা
সুখদুঃখেচ্ছা যাসাহুরদুঃখাসুখেতি চ ॥ ১১
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ মূর্তয়ঃ।
এতে ধ্রুবগুণাঃ পঞ্চ ষড়গুণা জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥ ১২
তেষু কর্মবিসর্গশ্চ সর্বতস্ত্যাগনিশ্চয়ঃ।
তস্মাদ্যঃ পরমঃ শুক্রঃ বুদ্ধিরিত্যাত্মযাজ্ঞয়া মহৎ ॥ ১৩
ইদং গুণসমাহারমাত্মত্যাগেন পশ্যতঃ।
অসমাগ্‌দর্শনৈর্দুঃখমনন্তং নোপশাম্যতি ॥ ১৪
অনাত্মেতি চ যদ্ দৃষ্টং তেনাহং ন মমেত্যপি।
বর্ততে বিদ্যমিষ্টানাৎ প্রসক্তা দুঃখসংস্কৃতিঃ ॥ ১৫
অত্র সমাগ্‌দর্শনো নাম ত্যাগশাস্ত্রমনুত্তমম্।
শৃণু যৎ তত্র মোক্ষায় ভাষ্যমাণং ভবিষ্যতি ॥ ১৬

বিজ্ঞানযুক্ত চেতনা (বিষয়সমূহের উপাদেয়তা, হেয়তা ও উপেক্ষণীয়তাবশতঃ) নিশ্চয়ই তিন প্রকারের হয়। ত্রিবিধ চেতনাকে অদুঃখা, অসুখা এবং সুখ-দুঃখা বলা হয়। ১১

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মূর্ত দ্রব্য—এই ছয়টি গুণ জীবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের সাধক হয় অর্থাৎ ইহাদের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়। ১২

ভোগ্যাদি ইন্দ্রিয়গণে তাহাদের বিষয়সমূহের বিসর্জন (ত্যাগ) করিলে পর সমস্ত তত্ত্বের যথার্থ নিশ্চয়রূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সেই তত্ত্বনিশ্চয়কে অত্যন্ত নির্মল উত্তম জ্ঞান ও অবিনাশী মহৎ ব্রহ্মপদ বলা হয়। ১৩

যে ব্যক্তি গুণসকলের সমষ্টিরূপ এই দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহার এই মিথ্যাজ্ঞানের জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্তি হয় এবং এই সব দুঃখপরম্পরা কখনও শান্ত হয় না। ১৪

ইহার বিপরীত যাহার দৃষ্টিতে এই দৃশ্য প্রপঞ্চসব অনাত্মরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার এই দৃশ্যজগতের উপর কোনরূপ মমতা হয় না এবং অহংভাবও আসে না, সুতরাং তাঁহার আর দুঃখ-পরম্পরা কিভাবে প্রাপ্ত হইবে? সেই দুঃখসকলের জন্য আবারই বা কি থাকিবে? ১৫

এখন আমি সেই সর্বোত্তম সাংখ্যশাস্ত্রের বর্ণনা করিব, যাহার নাম হইল 'সম্যগ্‌দর্শন'—সম্যগ্ রূপে দুঃখসমূহের নাশকারী। উহাতে ত্যাগেরই প্রধানতা আছে। তুমি এই

ত্যাগ এব হি সর্বেষাং যুক্তানামপি কর্মণাম্।
নিত্যং নিষ্পাদিনীত্যাহুঃ ক্লেশো দুঃখফলো মতঃ ॥ ১৭
দ্রব্যত্যাগে তু কর্মাণি ভোগত্যাগে ব্রতান্যপি
সুখত্যাগে তপো যোগঃ সর্বত্যাগে সমাপনা ॥ ১৮
তস্মা মার্গোঽয়মর্থৈষঃ সর্বত্যাগস্য দর্শিতঃ।
বিপ্রহাণায় দুঃখস্য দুর্গতিস্থস্য ভারত ॥ ১৯
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যুক্তা মনঃষষ্ঠানি চেতসি।
বলষষ্ঠানি বক্ষ্যামি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি তু ॥ ২০
হস্তৌ কর্মেন্দ্রিয়ং জ্ঞেয়মথ পাদৌ গতীন্দ্রিয়ম্।
প্রজনানন্দয়োঃ শেফো বিসর্গে পায়ুরিন্দ্রিয়ম্ ॥ ২১
বাক্ চ শব্দবিশেষার্থমিতি পঞ্চাত্মিতাঃ বিদুঃ।
একমেকাদশৈতানি বুদ্ধ্যাত্ত বিদ্ধ্যজেশ্বর ॥ ২২

সাংখ্য শাস্ত্র প্রবণ করা কালে, উহা তোমার পক্ষে মোক্ষপ্রদায়ক হইবে। ১৬

যাহারা মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টাশীল, তাঁহাদের সকলের কর্তব্য হইল সম্পূর্ণ অহংতা, মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করা। যে ব্যক্তি এই সব ত্যাগ না করিয়াই বিনীত (শম-দমাদি সাধন-সমূহে যত্নপরায়ণ) হইবার বিদ্যা আশা পোষণ করে, সেই ব্যক্তির অবিদ্যাদি দুঃখসকলের ক্লেশ প্রাপ্তি হয়। ১৭

শাস্ত্রে দ্রব্যত্যাগ করিবার জন্য যজ্ঞাদি কর্ম, ভোগ ত্যাগ করিবার জন্য ব্রত, দৈহিক সুখসকল ত্যাগ করিবার জন্য তপ এবং সব কিছু (অহংতা, মমতা, আসক্তি, কামনাদি) ত্যাগ করিবার জন্য যোগের অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ত্যাগের চরম সীমা। ১৮

সঙ্গত্যাগের এই একমাত্র পথই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার পক্ষে উত্তম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার বিপরীত আচরণ করিলেই দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। ১৯

বুদ্ধিতে অবস্থিত মন সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণনা করত এখন আমি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বর্ণনা করিব। ইহাদের সহিত বল (প্রাণশক্তি)-কে ষষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ২০

দুই হস্তকে কর্মকারী ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে, দুই পদকে গমনাগমনকারী ইন্দ্রিয়রূপে জানিতে হইবে। লিঙ্গ সন্তানোৎপাদন ও মৈথুন-জনিত আনন্দ প্রাপ্তিকারক ইন্দ্রিয় এবং পায়ু ইন্দ্রিয়কে মলত্যাগকারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২১

বাক্ ইন্দ্রিয় শব্দবিশেষের উচ্চারণ করিবার জন্য। এইরূপ

কর্ণো[*] শব্দস্য চিত্তস্য ত্রয়ঃ শ্রবণসংগ্রহে।
তথা স্পর্শে তথা রূপে তথৈব রস-গন্ধয়োঃ ॥ ২৩
এবং পঞ্চত্রিকা জ্ঞেয়ে গুণাস্তদুপলব্ধয়ে।
বেদনায়ঃ ত্রিবিধো ভাবঃ পর্যায়াৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ২৪
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চাপি তামসশ্চাপি তে ত্রয়ঃ।
ত্রিবিধা বেদনা যেষু প্রসূতাঃ সর্বসাধনাঃ ॥ ২৫
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশান্তচিত্ততা।
অকুতশ্চিৎ কুতশ্চিদ্ বা চিত্তিতঃ সাত্ত্বিকো গুণঃ ॥২৬
অতুষ্টিঃ পরিতাপশ্চ শোকো লোভস্তথা ক্ষমা।
লিঙ্গানি রজসস্তানি দ্বন্দ্বযোনে হেতুহেতুতঃ ॥ ২৭
অবিবেকস্তথা মোহঃ প্রমাদঃ স্বপ্নতন্দ্রিতা।
কথঞ্চিদপি বর্তন্তে বিবিধাস্তামসা গুণাঃ ॥ ২৮

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ রূপের সহিত সংযুক্ত জানিবে। মন সহ এই একাদশ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বৃদ্ধি দ্বারা ইহা পরিত্যাগ করিবে। ২২

শ্রবণ কালে শ্রোত্রেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়, শব্দগুণী বিষয় ও চিত্তধর্ম কর্তা—এই তিনের সংযোগ হয়। এইরূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভব কালেও ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং মনের সংযোগ অপেক্ষিত। ২৩

এইভাবে এই তিন তিনটি করিয়া পঞ্চসমূহের, এ সমস্তকেই গুণ বলা হয়। ইহাদের দ্বারা শব্দাদি বিষয়সমূহের গ্রহণ হয়, যাহাদের মধ্যে কর্তা, কর্ম ও করণগুণী ত্রিবিধ ভাব পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। ২৪

ইহারা আবার প্রত্যেকে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার। ইহাদের দ্বারা প্রাপ্য অনুভবও তিন প্রকার তাহারাই হর্ষ-প্রীতি প্রভৃতি ভাবসমূহের সাধক। ২৫

হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও চিত্তের শান্তি এই সমস্ত ভাব কোন কারণ বিনাই স্বতই হউক অথবা কোন কারণবশতঃ (ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সৎসঙ্গাদি কারণবশতঃই হউক, উহাকে সাত্ত্বিক গুণ বলা হয়। ২৬

অসন্তোষ, সন্তাপ, শোক, লোভ ও অসহনশীলতা—এই সমস্ত কোন কারণেই হউক বা অকারণেই হউক উহা রজোগুণের চিহ্ন। ২৭

অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও আলস্য- এই সমস্তও যে ভাবেই হউক না কেন, উহারা তমোগুণেরই বিবিধ রূপ। ২৮

অত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যপেক্ষেত তৎ তথা ॥ ২৯
যৎ ত্বসন্তোষসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেবং তত্তদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৩০
অথ মোহসমাযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
অপ্রবৃত্তকামবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৩১
শ্রোত্রং ব্যোমাশ্রিতং তত্র শব্দঃ শ্রোত্রং সমাশ্রিতঃ।
লোভস্তু শব্দবিজ্ঞানে বিজ্ঞানক্ষেত্রজস্তু বা ॥ ৩২
এবং ত্বক্-চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চেতি পঞ্চমী।
স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে তানি চেষ্টো মনশ্চ তৎ ॥ ৩৩
স্বকর্মগুণপঞ্চাত্মো দশস্বেতেষু তিষ্ঠতি।
চিত্তমেকাদশং বিদ্ধি বুদ্ধির্যদশমী ভবেৎ ॥ ৩৪

ইহাদের মধ্যে যাহা শরীর বা মনে প্রীতির সংযোগে উদিত হয়, উহা সাত্ত্বিক ভাব এবং উহাকে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি জানিতে হইবে। ২৯

যাহা চিত্তের পক্ষে অসন্তোষ ও অপ্রীতিকর, উহাকে রজোগুণের প্রবৃত্তি এবং অভিবৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। ৩০

শরীর বা মনে যে অজ্ঞতা, অজ্ঞেয় ও মোহসংযুক্ত ভাব প্রাদুর্ভূত হয়, উহাকে তমোগুণজনিত ভাব বলিয়া বুঝিবে। ৩১

শব্দের আধার শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের আধার আকাশ, অতএব উহা আকাশস্বরূপ। এরূপ অবস্থায় শব্দের অনুভব করিবার সময় আকাশ ও শ্রোত্র- এই উভয়েই জ্ঞান অথবা জ্ঞানের বিষয় হয় না*। ৩২

এইরূপ 'ত্বক' নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা ক্রমশঃ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আশ্রয় এবং চিত্তের আধারভূত মহাভূতস্বরূপ। এই সমস্তেরই কারণ হইল মন, সেইজন্য ইহারা সকলেই মনঃস্বরূপ। ৩৩

এই দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিজ নিজ বিষয়সমূহের একসঙ্গে

* এই আকাশ ও শ্রোত্র জ্ঞান অথবা জ্ঞানের বিষয় হয় না, এই বাক্যের তাৎপর্য হইল—যে শ্রবণ কালে শব্দের অনুভব করে, সেই তাহার সহিতই শ্রোত্র ও আকাশকে অনুভব করে না। এই সময়ে তাহার এই উভয়-সম্বন্ধে অজ্ঞানভাবও থাকে না; কারণ, শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয় ও আকাশ এই উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ আছে। এই উভয়ে ব্যতীত শব্দের অনুভবই হইতে পারে না।

তেষামনুপপন্নাবো উচ্ছেদো নাস্তি তামসে
আস্থিতো মূঢ়পন্নাবো ব্যবহারঃ স লৌকিকঃ ॥ ৩৭
ইন্দ্রিয়াণ্যপি সূক্ষ্মাণি দৃষ্ট্বা পূর্বজ্ঞতাগমাৎ
চিন্তয়ন্ত্যনুপর্যেতি ত্রিভিরেবাস্থিতো গুণৈঃ ॥ ৩৮
সৎ তমোপহতঃ চিত্তমাত্ত সংহারমক্রমম্
করোত্যুপরমং কায়ে তদাহুস্তামসং বুধাঃ ॥ ৩৯
যদ্ যদাগমসংযুক্তং ন কৃচ্ছ্রমনুপশ্যতি
অথ তত্রাপ্যুপাদত্তে তমোঽধাক্তমিবানৃতম্ ॥ ৪০
এবমেব প্রসংখ্যাতঃ স্বকর্মপ্রত্যয়ো গুণঃ ।
কথঞ্চিদ্ বর্ততে সম্যক্ কেষাঞ্চিদ্ ন নিবর্ততে ॥৪১
এতদাহুঃ সমাহারং ক্ষেত্রমধ্যাত্মচিন্তকাঃ
স্থিতো মনসি যো ভাবঃ স বৈ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৪২
এবং সতি ক উচ্ছেদঃ শাশ্বতো বা কথং ভবেৎ

এবং করিবারও শক্তি আছে এবং বুদ্ধি এই দুইটিকে ইন্দ্রিয়গণের সহায়ক বুদ্ধিতে হইবে। ৩৬

তমোগুণজনিত সুষুপ্তিকালে নিজ কারণে বিলীন হইয়া যাইলে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহের গ্রহণ হয় না, কিন্তু নাশ হয় না। তাহাদের মধ্যে যে নিজ নিজ বিষয়সমূহ একত্রে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, উহা লৌকিক ব্যবহারেই দেখা যায় (সুষুপ্তিকালে) নহে। ৩৭

পূর্বে জাগ্রৎ অবস্থাকে দেখা শুনা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ বাসনা বশতঃ গন্ধাদি বিষয়সমূহের প্রাপ্তি হইলে স্বপ্নদর্শী পুরুষ একাদশ ইন্দ্রিয়কে দর্শন করত বিষয়সকলের ভাবনা করিতে করিতে গন্ধাদি তিন গুণে যুক্ত হইয়া শরীরের মধ্যেই ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে। ৩৮

সুষুপ্তিকালে যখন চিত্ত তমোগুণে অভিভূত হইয়া নিজের প্রবৃত্তি ও প্রকাশ স্বভাবকে নষ্ট করত কিছু কালের জন্য ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার বন্ধ করিয়া দেয়, সেই সময় শরীরে যে সুখের প্রতীতি হইবে, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ তামস সুখ বলেন। ৩৯

সুষুপ্তিকালে স্বপ্নদর্শী পুরুষ উপস্থিত দুঃখকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করে না। সেইজন্য সে সুষুপ্তিকালেও তমোগুণ যুক্ত বিদ্যা সুখের অনুভব করে। ৪০

এইরূপ নিজের কর্মানুসারে গুণের প্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অজ্ঞানিদিগের এই সব গুণের সম্যক্রূপে প্রবৃত্তি হয় এবং জ্ঞানিগণের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ৪১

স্বভাবাদ্ বর্তমানেষু সর্বভূতেষু হেতুতঃ ॥ ৪১
সম্যগ্বিষয়তা নষ্টো ব্যক্তীর্ভবতি নাম চ
মনাংস্ত্য নিমজ্জন্তি তাদৃশঃ সংপ্রসীদতি ॥ ৪২
এবং সতি কৃতঃ সংজ্ঞা প্রেত্যভাবে পুনর্ভবেৎ ।
প্রতিসঞ্চিন্ত্রিতে জীবেঽগৃহ্যমাণে চ সর্বতঃ ॥ ৪৩
ইমাঞ্চ যো বেদ বিমোক্ষবুদ্ধি-
মাত্মানমন্বিচ্ছতি চাপ্রমত্তঃ ।
ন লিপ্যতে কর্মফলৈরনিষ্টৈঃ
পদ্মং বিসস্যেব জলেন সিক্তম্ ॥ ৪৪
দৃষ্টৈর্হি পাশৈর্বৃত্তিবিমুক্তঃ
প্রজানিমিত্তৈরপি বৈবতৈশ্চ
যদা হ্যসৌ সুখ-দুঃখে জহাতি
মুক্তস্তদাগ্র্যাং গতিমেত্যলিঙ্গঃ ॥ ৪৫

অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তাকারী বিদ্বান্গণ এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের সঙ্ঘাতকে ক্ষেত্র বলেন এবং মনে যে চেতন-সত্তা বিদ্যমান থাকেন, উঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা বলা হয়। ৪০

এরূপ অবস্থায় আত্মার বিনাশ কিভাবে সম্ভব হয়? অথবা হেতুপূর্বক প্রকৃতি অনুসারে প্রবৃত্ত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা তাহার শাশ্বত সংসর্গই বা কিরূপে হইবে? ৪১

যেরূপ নদ ও নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইয়া নিজেদের নাম ও আকৃতি (রূপ) কে পরিত্যাগ করে এবং যেরূপ বিশাল নদী-সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া লয়, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। ইহাই মোক্ষ। ৪২

জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইলে পর তাহার নাম রূপের আর কোনভাবেই গ্রহণ হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পর জীবের সংজ্ঞা কিভাবে থাকিবে? ৪৩

যিনি এই মোক্ষবিদ্যাকে জানেন এবং সাবধানতার সহিত আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তিনি জলমধ্যে পদ্মপত্রের ন্যায় কর্মফলের অনিষ্ট ফলসমূহে কখনও লিপ্ত হন না। ৪৪

কিন্তু মনুষ্যগণের প্রতি আসক্তিবশতঃ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের প্রসন্নতার জন্য অজ্ঞান মনুষ্যগণ কর্তৃক যে সকাম কর্মফল অনুষ্ঠিত হয়, সেই সবই মনুষ্যের পক্ষে নানাপ্রকার দৃঢ় বন্ধন। যখন সে এইসব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুখ-দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। ৪৫

শ্রুতিপ্রমাণাগমমঙ্গলৈশ্চ
সেতে জরামৃত্যুভয়াদতীতঃ
ক্ষীণে চ পুণ্যে বিগতে চ পাপে
ততো নিমিত্তে চ ফলে বিনষ্টে ।
অলেপমাকাশমলিঙ্গমেব-
মাত্মান পশ্যন্তি মহত্তাসক্তাঃ ॥ ৪৬
যথোর্ণনাভিঃ পরিবর্ত্তমান-
স্তন্তুক্ষয়ে তিষ্ঠতি পাত্যমানঃ
তথা বিমুক্তঃ প্রকৃতাতি দুঃখং
বিধ্বংসতে লোষ্ট ইবাভিমৃষ্টঃ ॥ ৪৭
যথা রুরুঃ শৃঙ্গমথো পুরাণং
ত্বিত্বা স্বচং বাপুরগো যথা চ ।
বিহায় গচ্ছত্যনবেক্ষমাণ-
স্তথা বিমুক্তো বিজহাতি দুঃখম ॥৪৮
ক্রুঞ্চং যথা বাপুদকে পতন্ত-
মুৎসৃজ্য পক্ষী নিপতত্যসক্তঃ ।
তথা হ্যসৌ সুখ-দুঃখে বিহায
মুক্তঃ পরার্দ্ধ্যাঃ গতিমেত্যলিঙ্গঃ ॥ ৪৯

ভীষ্ম উবাচ

অপি চ ভবতি মৈথিলেন গীতঃ
নগরমুপাহিতমগ্নিনাভিবীক্ষ্য
ন খলু মম হি যত্নতোঽত্র কিঞ্চিৎ
স্বয়মিদমাহ কিল স্ম ভূমিপালঃ ॥৫০
ইদমমৃতপদং নিশম্য রাজ্ঞো
স্বয়মিহ পঞ্চশিখেন ভাষ্যমাণম্
নিখিলমভিসমীক্ষ্য নিশ্চিতার্থঃ
পরমসুখী বিজহার বীতশোকঃ ॥ ৫১
ইদং হি যঃ পঠতি বিমোক্ষনিশ্চয়ং
মহীপতে সততমবেক্ষতে তথা ।
উপস্থবান্ নাভুভবত্তায়ুষিতঃ
প্রমুচ্যতেকাপিলমিত্যেতৈ মৈথিলঃ ॥৫২

শ্রুতিপ্রতিপাদিত প্রমাণসমূহের বিচার এবং শাস্ত্রে কথিত মঙ্গলময় সাধনসমূহের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ জরা ও মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্ত না হইয়া সুখে শয়ন করিতে পারে। যখন পুণ্য ও পাপের ক্ষয় এবং উহাদের দ্বারা প্রাপ্য সুখ-দুঃখাদি ফলসকলের নাশ হইয়া যায়, সেই সময় সমস্ত পদার্থে সর্ব্বতোভাবে আসক্তি-শূন্য পুরুষ আকাশের ন্যায় নির্লেপ এবং নির্গুণ পরমাত্মার অন্বিষ্ট তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৪৫

যেরূপ মাকড়সা নিজের জাল বিস্তার করিয়া তাহারই উপর চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু সেই জাল নাশ হইলে পর একস্থানে অবস্থান করিতে থাকে, সেইরূপ অবিদ্যার বশীভূত এবং অধঃপতিত জীব কর্মফলে পতিত হইয়া ঘুরিতে থাকে ও উহা হইতে মুক্ত হইলে পর দুঃখরহিত হইয়া যায়। যেরূপ পর্ব্বতের উপর নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার ঢিল পর্ব্বতের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ তখন তাহার সমস্ত দুঃখ নাশ হইয়া যায়। ৪৭

যেরূপ রুরুনামক মৃগ নিজের পুরাতন শৃঙ্গ এবং সর্প নিজের খোলস ত্যাগ করিয়া উহার দিকে কোনরূপ মমত্ব দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া যায়, সেইরূপ মমতা ও অভিমান-রহিত পুরুষ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিজের সম্পূর্ণ দুঃখকে দূর করিয়া দেন। ৪৮

যেরূপ পক্ষী মৃত্তিকে জলে পতিত হইতে দেখিয়া উহার আসক্তি পরিত্যাগ করত উড়িয়া যায়, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ সুখ ও দুঃখ এই উভয়কেই ত্যাগ করত সূক্ষ্ম শরীরহীন হইয়া উত্তমগতি প্রাপ্ত হন। ৪৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! স্বয়ং আচার্য্য পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক কথিত এই অমৃতময় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা জনক এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এবং সমস্ত বাক্যের উপর বিচার করত শোকরহিত হইয়া অতিশয় সুখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মানসিক পরিস্থিতিই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল। একবার সেই মিথিলাপতি রাজা জনক মিথিলা নগরকে অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া স্বয়ংই এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই নগরী দগ্ধ হইয়া যাইলেও আমার কিছুই হইবে না। ৫০-৫১

রাজন্! এখানে যে মোক্ষতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, উহা যে ব্যক্তি সদা আলোচনা ও চিন্তা করেন, তাঁহাকে কোনও উপদ্রবের বশ ভোগ করিতে হয় না। দুঃখ তাঁহার নিকট কখনও আসে না এবং যেরূপ রাজা জনক কপিলমতাবলম্বী পঞ্চশিখের আগমনে তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করত মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনিও মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৫২

শ্রূয়তাং নৃপশার্দূল যদর্থং দীপিতা পুরা।
বহ্নিনা দীপিতা সা তু তন্মে শৃণু মহামতে।
জনকো জনদেবস্তু কর্মণ্যাধ্যায় চাত্মনি
সর্বভাবমনুপ্রাপ্য ভাবেন বিচচার সঃ॥
যজন্ দদংস্তথা জুহ্বন্ পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্।
অধ্যাত্মবিদ্ধয়াপ্রাজ্ঞস্তন্ময়ত্বেন নিষ্ঠিতঃ॥
স তস্য হৃদি সঙ্কল্পং জ্ঞাতুমৈচ্ছৎ স্বয়ং প্রভুঃ।
সর্বলোকাধিপস্তত্র দ্বিজরূপেণ সংবৃতঃ॥
মিথিলায়াং মহাবুদ্ধির্বালীক্যং কিঞ্চিদাচরন্।
স গৃহীত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্নৃপায় প্রতিবেদিতঃ॥
অপরাধং সমুদ্দিশ্য তং রাজা প্রত্যভাষত॥

জনক উবাচ।

ন ত্বাং ব্রাহ্মণ দণ্ডেন নিগ্রহীষ্যামি কর্হিচন।
মম রাজ্যাদ্ বিনির্গচ্ছ যাবৎ সীমা ভুবো মম॥

ইত্যুক্তঃ স তথা তেন দ্বৈধিষেন দ্বিজোত্তমঃ।
অব্রবীৎ তং মহারাজং রাজানং মন্ত্রিভির্বৃতম্॥
এবমেব পদ্মনাভস্য নিত্যং পক্ষপরাহিতঃ।
অহো সিদ্ধার্থরূপোঽসি গমিষ্যে স্বস্তি তেঽস্তু বৈ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রস্তদ্বিজ্ঞায়ানুদ্বিজোত্তমঃ।
অদহচ্চারিনা তস্য মিথিলাং ভগবান্ স্বয়ম্॥
প্রদীপ্যমানাং মিথিলাং দৃষ্ট্বা রাজা ন কম্পিতঃ।
জনৈঃ স পরিপৃষ্টস্তু বাক্যমেতদুবাচ হ॥
অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে॥
তদস্য ভাষমাণস্য শ্রুত্বা শ্রুত্বা হৃদি স্থিতম্।
পুনঃ সঞ্জীবয়ামাস মিথিলাং তাং দ্বিজোত্তমঃ॥
আত্মানং দর্শয়ামাস বরং চাস্মৈ দদৌ পুনঃ।
ধর্মে তিষ্ঠতু সদ্ভাবো বুদ্ধিস্তেঽর্থে নরাধিপ॥

(নৃপশ্রেষ্ঠ! মহামতে! পূর্বকালে যে উদ্দেশ্যে অগ্নিদ্বারা মিথিলা নগরী দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

জনকবংশীয় রাজা জনদেব পরমাত্মায় কর্মসকল স্থাপিত করিয়া সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সেইভাবে সর্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন।

মহাপ্রাজ্ঞ জনক অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান, হোম ও পৃথিবী পালন করিতে করিতেও সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানে তন্ময় হইয়াছিলেন।

এক সময় সমস্ত লোকসমূহের অধিপতি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ রাজা জনকের মনোভাব পরীক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন; অতএব তিনি তখন ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করত তাঁহার পুরে আসিলেন। সেই পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীহরি মিথিলা নগরীতে কিছু প্রতিকূল আচরণ করিলেন। তখন সেখানকার অন্য দ্বিজগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণের অপরাধ লক্ষ্য করত রাজা তাঁহাকে বলিলেন।

জনক বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে কোনপ্রকার দণ্ডদান করিব না। তুমি আমার রাজ্য হইতে, যে পর্যন্ত আমার রাজ্যের সীমা আছে, উহার বাহিরে গমন কর।

মিথিলাপতি এই কথা বলিলে পর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণে পরিবৃত সেই মহাত্মা রাজা জনককে এই কথা বলিলেন।

মহারাজ! আপনি সদা পদ্মনাভ ভগবান্ নারায়ণের চরণযুগলে অনুরাগী ও তাঁহাতেই শরণাগত। অহো! আপনি কৃতার্থস্বরূপ, আপনার কল্যাণ হউক এখন আমি গমন করিব।

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন যাইতে যাইতে রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-রূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং মিথিলা নগরে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

মিথিলাকে প্রজ্বলিতা হইতে দেখিয়া রাজা জনক অণুও বিচলিত হইলেন না। সকল লোকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন।

আমার নিকট আত্মজ্ঞানরূপ অনন্ত ধন আছে, অতএব এখন আমার অন্য কিছুই প্রাপ্ত হইবার অবশিষ্ট নাই এই কারণে এই মিথিলানগরী জ্বলিয়া যাইলেও আমার কিছুই প্রজ্বলিত হইবে না।

রাজা জনক এইরূপ বলিলে পর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তারপর তিনি মিথিলানগরীকে পূর্ববৎ সজীব ও দাহহীন করিয়া দিলেন।

সেই সঙ্গে তিনি রাজাকে নিজের সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন করাইলেন এবং তাঁহাকে বরদান করিতে করিতে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—হে নরাধিপ! তোমার মন সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া

সন্তো তিষ্ঠন্তু নিবিঘ্নাঃ সন্তি তেঽন্তু ব্রজাম্যহম
ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তস্মিন্ তত্রৈবান্তরধীয়ত
এতৎ তে কথিতং রাজন্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ?

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পঞ্চশিখবাক্যে নাম
একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৯

থাকে নিরত থাকিবে এবং বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত হইবে সদা বিষয়সমূহে বিরক্ত থাকিয়া তুমি সত্যপথে অবস্থান করিবে। তোমার কল্যাণ হউক। আমি এখন যাইতেছি।

তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীহরি সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। রাজন্! এই প্রসঙ্গ আমি তোমাকে শুনাইলাম। এখন আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর?

শ্রীবরপ্রদ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পঞ্চশিখের উপদেশবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বেতকেতু সুবর্চলয়োর্বিবাহঃ, অনয়োর্দম্পত্যোরধ্যাত্মবিষয়কসংবাদঃ, গার্হস্থ্যধর্মং প্রতিপালয়তোস্তয়োঃ পরমাত্মপদপ্রাপ্তিঃ, দমমহিমবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

অস্তি কশ্চিদ্ যদি বিভো সদারো নিয়তো গৃহে
অতীতসর্বসংসারঃ সর্বদ্বন্দ্ববিবর্জিতঃ।
তং মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ দুর্লভঃ পুরুষো মহান্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং যস্মাং ত্বং পৃষ্টবানসি
ইতিহাসমিমং শুভ্রং সংসারভয়ভেষজম্ ॥ ২
দেবলো নাম বিপ্রর্ষিঃ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
ক্রিয়াবান্ ধার্মিকো নিত্যং দেব-ব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ৩

সুতা সুবর্চলা নাম তস্য কল্যাণলক্ষণা।
নাতিহ্রস্বা নাতিকৃশা নাতিদীর্ঘা যশস্বিনী ॥ ৪
প্রদানসময়ং প্রাপ্তা পিতা তস্যা ह्यচিন্তয়ৎ

অস্যাঃ পতিঃ কুতো দেবি ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ পরঃ।
বিদ্বান্ বিপ্রো ह्यকুটুম্বঃ প্রিয়বাদী মহাতপাঃ ॥ ৫

ইত্যেবং চিন্তয়ানং তং রহস্যাহ সুবর্চলা।
অস্মাংস্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ দেহন্যাসায় বৈ পিতঃ
এবং স্মর সদা বিদ্বন্ মমেদং প্রার্থিতং মুনে ॥ ৬

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[শ্বেতকেতু ও সুবর্চলার বিবাহ, এই দুই পতি-পত্নীর অধ্যাত্মবিষয়ক সংবাদ, গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিতে করিতে তাঁহাদের উভয়েরই পরমাত্মা পদপ্রাপ্তি এবং দমের মহিমাবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! প্রভো! যদি এরূপ কোন পুরুষ থাকেন, যিনি গৃহস্থ আশ্রমে পত্নীর সহিত সংযমনিয়মে সমস্ত সাংসারিক বন্ধন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং সমস্ত দ্বন্দ্বসমূহ হইতে দূরে থাকিয়া উহাদিগকে বৈরাগ্যসহকারে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তবে আপনি তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করুন; কারণ, এরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, উহা তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। এই বিশুদ্ধ ইতিহাস জন্ম-মরণরূপ রোগের ভয় দূর করিবার পক্ষে উত্তম ঔষধ। ২

ব্রহ্মর্ষি দেবলের নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তিনি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে নিপুণ ছিলেন এবং ক্রিয়াবিৎ, ধার্মিক ও দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের সদা পূজক ছিলেন। ৩

তাঁহার এক পুত্রী ছিল। তাঁহার নাম সুবর্চলা। এই যশস্বিনী কন্যা সমস্ত শুভ লক্ষণসমূহে সম্পন্না ছিলেন। তিনি অতিশয় হ্রস্ব ছিলেন না, অতিশয় দীর্ঘও ছিলেন না এবং অতিশয় কৃশা ছিলেন না। ৪

ধীরে ধীরে তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার পিতা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমার এই কন্যার পতি যেন শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হয়, সে বিদ্বান্, প্রিয়ভাষী, মহাতপস্বী এবং অবিবাহিত হইবে; কিন্তু এরূপ পুরুষ কোথায় সুলভ হইবে? ৫

একাকী বসিয়া এতাদৃশ চিন্তাপরায়ণ পিতার নিকটে গমন করত সুবর্চলা তাঁহাকে বলিলেন,—পিতঃ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ও মুনি। আপনি আমাকে এরূপ পতির হস্তে সমর্পণ করুন, যিনি অন্ত হইবেন এবং চক্ষুষ্মানও হইবেন। আমার এই প্রার্থনা সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। ৬

পিতোবাচ।

ন শক্যঃ প্রার্থিতঃ বৎসে ত্বয়াঽন্ত প্রতিভাতি মে।
অন্ধত্বানন্ধতা চেতি বিকারো মম জায়তে ॥
উন্মত্তেবাশুভং বাক্যং ভাষসে শুভলোচনে। ৭

সুবর্চলোবাচ।

নাবমুক্তমতুক্তান্ত বুদ্ধিপূর্বং ব্রবীমি তে।
বিদ্যতে চেৎ পতিস্তাদৃক্ স মাং ভবতি বেদবিৎ ॥ ৮
বেত্তাত্বং মন্যসে ভাবুং যামিহানয় তান্ দ্বিজান্।
তাদৃশং তং পতিং তেষু বরয়িষ্যে যথাতথম্ ॥ ৯
তথেতি চোক্ত্বা তাং কন্যামৃষিঃ শিষ্যানুবাচ হ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ যোনিগোত্রবিশোধিতান্ ॥ ১০
মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধান্ শুদ্ধানাচারতঃ শুভান্।
অরোগান্ বৃদ্ধিসম্পন্নান্ শীলসত্ত্বগুণান্বিতান্ ॥ ১১
অসঙ্কীর্ণাংশ্চ গোত্রেষু বেদব্রতসমন্বিতান্।
ব্রাহ্মণান্ স্নাতকান্ শ্রীমতঃ মাতাপিতৃসমন্বিতান্ ॥
নিবেষ্টুকামান্ কন্যাঃ মে দৃষ্টানস্মত শিষ্যকাঃ। ১২
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতাঃ শিষ্যা ভাশ্রমেষু ততস্ততঃ।
গ্রামেষু চ ততো গত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৩
ঋষে প্রভাবং মত্বা তে কন্যায়াশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
অনেকমুনয়ো রাজন্ সম্প্রাপ্তা দেবলাশ্রমম্ ॥ ১৪
অনুমান্য যথান্যায়ং মুনীন্ মুনিকুমারকান্
অর্চাং বিধিবৎ তত্র কন্যামাহ পিতা মহান্ ॥ ৫
এতেঽপি নঘো বৎসে স্বপুত্রৈকমতা ইব।
বেদবেদাঙ্গসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ শীলসম্মতাঃ। ১৬
সেহমী তেষু বরং ভদ্রে ত্বমিচ্ছসি মহাব্রতম্
তং কুমারং বৃণীষ্বাশু তস্মৈ দাস্যামহে শুভে ॥ ১৭
তথেতি চোক্ত্বা কল্যাণী তপ্তহেমনিভা তদা
সর্বলক্ষণসম্পন্না বাক্যমাহ যশস্বিনী। ৮
বিপ্রাণাং দমিতিদৃষ্টা প্রণিপত্য তপোধনান্।

পিতা বলিলেন, বৎসে! তোমার এই প্রার্থনা যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ কোনও উপায় আমি দেখিতেছি না; কারণ, একই ব্যক্তি অন্ধও হইবে, আবার চক্ষুষ্মান্ হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে বিকার উপস্থিত হইতেছে। শুভলোচনে! তুমি পাগলিনীর ন্যায় অশুভ বাক্য মুখ হইতে নির্গত করিতেছ। ৭

সুবর্চলা বলিলেন,—পিতঃ! আমি পাগলিনী নহি, আমি বুদ্ধি সহকারে পর্যালোচনা করিয়া এই কথা আপনাকে বলিয়াছি। যদি এরূপ কোন বেদজ্ঞ পতিলাভ করিতে পারি তবে তিনি আমার ভরণ-পোষণ করিতে সমর্থ হইবেন। ৮

আপনি যে ব্রাহ্মণগণের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি আহ্বান করিয়া আনুন। আমি তাঁহাদেরই মধ্য হইতে নিজের মনোমত পতি বরণ করিয়া লইব। ৯

তখন নিজের কন্যাকে 'তথাস্তু' বলিয়া ঋষি শিষ্যগণকে বলিলেন শিষ্যগণ! যাঁহারা বেদবিদ্যাসম্পন্ন, বিশুদ্ধ মাতা পিতা-কর্তৃক উৎপন্ন, নির্দোষ কুলের বালক, শুদ্ধ আচার-বিচারপরায়ণ, শুভ লক্ষণসমূহে যুক্ত, নীরোগ, বুদ্ধিমান্, শীল ও সত্ত্বসম্পন্ন, গোত্রে বর্ণসঙ্করতাদোষরহিত, বেদোক্ত ব্রতপালনে তৎপর, স্নাতক, জীবিত—মাতাপিতৃমান্ এবং আমার কন্যার সহিত বিবাহ করিতে উৎসুক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবেন, সকলকে দেখিয়া তোমরা শীঘ্র এখানে লইয়া এস। ১০

ঋষির সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ অতি সত্বর এদিক ওদিকস্থিত আশ্রম গ্রামসমূহে গমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা নিবেদন করিলেন। ১২

রাজন্! ঋষি ও তাঁহার কন্যার প্রস্তাব জানিয়া অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মহর্ষিদেবলের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৩

কন্যার মহান্ পিতা দেবল সেস্থানে উপস্থিত ঋষি ও ঋষি-কুমারগণকে যথাযোগ্য সম্মান ও বিধি অনুসারে পূজা করত নিজে কন্যাকে বলিলেন। ১৪

বৎসে! এই যে সব মুনি এস্থানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গসম্পন্ন, কুলীন এবং শীলবান্ ইঁহারা আমার নিকট নিজের পুত্রের ন্যায় প্রিয়; ভদ্রে! এই সকলের মধ্যে হইতে তুমি যে মহান্ ব্রতধারী ঋষিকুমারকে পতিরূপে লাভ করিতে উৎসুক হইয়াছ তাহাকে আশু তুমি বরণ করিয়া লও। শুভে! তাহার সহিত আমি তোমার বিবাহ দিব। ১৫-১৭

তখন 'তথাস্তু' এই কথা বলিয়া সেই সুবর্ণতুল্য কান্তিমতী, সর্বলক্ষণসম্পন্না যশস্বিনী কন্যা তপোধনগণকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ১৮

সুবর্চলোবাচ।

সন্তি মমিতৌ বিপ্রো হ্যন্ধোঽনন্ধঃ স মে বরঃ। ১৯

শ্রুত্বা মুনয়স্তত্র বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্
নোচুর্বিপ্রা মহাভাগাঃ কন্যাং মত্বা হ্যবেদিকাম্। ২০

কুৎসয়িত্বা মুনিং তত্র মনসা মুনিসত্তমাঃ।
যথাগতং যযুঃ ক্রুদ্ধা নানাদেশনিবাসিনঃ।
কন্যা চ সংস্থিতা তত্র পিতৃবেশ্মনি ভামিনী। ২১

ততঃ কদাচিদ্ ব্রহ্মণ্যো বিদ্বান্ ন্যায়বিশারদঃ।
ঔদ্দালকো মহাবাদ্যো ব্রহ্মচর্যসমন্বিতঃ। ২২

বেদবিদ্ বেদতত্ত্বজ্ঞঃ ক্রিয়াকল্পবিশারদঃ।
আত্মতত্ত্ববিভাগজ্ঞঃ পিতৃমান্ গুণসাগরঃ॥ ২৩

শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ শ্রুত্বা বৃত্তান্তমাদরাৎ।
কন্যার্থং দেবলং চাপি শীঘ্রং তত্রাগতোঽভবৎ॥ ২৪

উদ্দালকসুতং দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুং মহাব্রতম্।
যথান্যায়ং সম্পূজ্য দেবলঃ প্রত্যভাষত॥ ২৫

কন্যেয়ং মহাভাগে প্রাপ্তো ঋষিকুমারকঃ।
বরয়ৈনং মহাপ্রাজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥ ২৬

শ্রুত্বা তু কুপিতা কন্যা ঋষিপুত্রমুবৈক্ষত।
তাং কন্যামাহ বিপ্রর্ষিঃ সোঽহং ভদ্রে সমাগতঃ॥ ২৭

অন্ধোঽয়মত্র তত্ত্বং হি তথা মন্যে চ সর্বদা
বিশালনয়নং বিদ্ধি তথা মাং হীনসংশয়ম্॥
বৃণীষ মাং বরারোহে ভজে চ ত্বামনিন্দিতে॥ ২৮

যেনেদং বীক্ষতে নিত্যং বৃণোতি স্পৃশতেঽথ বা।
আঘ্রতে বক্তি সততং যেনেদং রসতে পুনঃ। ২৯

যেনেদং মন্যতে তত্ত্বং যেন বুধ্যতি বা পুনঃ।
ন চক্ষুর্বিদ্যতে শ্রেষ্ঠং স বৈ ভূতাক্ষ উচ্যতে॥ ৩০

সুবর্চলা বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণ সত্যবাদী তিনিই আমার পতি হইবেন, যিনি অন্ধ এবং অনন্ধ (চক্ষুষ্মান্)। সেই কন্যার এই কথা শ্রবণ করত সকল মুনি পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তারপর সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ সেই কন্যাকে অদোষ জানিয়া কিছুই বলিলেন না। ১৯-২০

নানাদেশে নিবাসকারী সেই শ্রেষ্ঠ মুনিগণ কুপিত হইয়া মনে মনেই দেবল ঋষির নিন্দা করিতে করিতে যেরূপে যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে সেস্থানে চলিয়া যাইলেন। তখন সেই ভামিনী কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ২১

তারপর কোন এক সময় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণভক্ত, ন্যায়বিশারদ, উহাপোহ কর্মে কুশল, ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন, বেদবেত্তা, বেদতত্ত্বজ্ঞ, ক্রিয়াকল্পবিশারদ, বিদ্যাগাঢ়সারে অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, পিতৃমান্ ও গুণসাগর শ্বেতকেতু সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত সেই কন্যাকে লাভ করিবার জন্য অতিসত্বর আদর সহকারে দেবলঋষির আশ্রমে আসিলেন। ২২-২৪

উদ্দালকের পুত্র মহান্ ব্রতধারী শ্বেতকেতুকে আসিতে দেখিয়া দেবল তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়া নিজের কন্যাকে বলিলেন। ২৫

মহাসৌভাগ্যশালিনী কন্যে! এই ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি বেদবেদাঙ্গের পারগামী বিদ্বান্ ও অতিশয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তুমি ইঁহাকে বরণ কর। ২৬

পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া কন্যা ক্রুদ্ধা হইলেন এবং শ্বেতকেতুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ঋষি শ্বেতকেতু সেই কন্যাকে বলিলেন—ভদ্রে! আমি সেই ব্যক্তি (তুমি যাহাকে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ), তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি। ২৭

আমি অন্ধ, ইহা যথার্থ। আমি নিজের মনে সর্বদা তাহাই ভাবনা করি। আর আমার কোন সংশয় না থাকায় বিশাল নেত্রযুক্তও আমি। ইহাই তুমি আমার বিষয়ে জান। শ্রেষ্ঠ অনিন্দ্য সুন্দরি! তুমি আমাকে বরণ কর। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিব। ২৮

যে পরমাত্মার শক্তিতে জীবাত্মা সর্বদা এই মূর্তমান জগতের সবকিছুই দেখিতে পান, গ্রহণ করেন, স্পর্শ করেন, আঘ্রাণ করেন, কথা বলেন, নিরন্তর বিভিন্ন রসের স্বাদ গ্রহণ করেন, তত্ত্বের মনন করেন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করেন, সেই পরমাত্মাকেই চক্ষু* বলা হয়। যে সেই চক্ষুষ্মান, তাহাকেই প্রাণিগণের মধ্যে অন্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। (আর সেই পরমাত্মারূপী চক্ষুদ্বারা চক্ষুষ্মান্ বলিয়া আমি অনন্ধ।) ২৯-৩০

---

* চষ্টে ইতি চক্ষুঃ—যিনি দেখেন, তিনিই চক্ষু। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সর্বদ্রষ্টা পরমাত্মাই চক্ষুশব্দের বাচ্যার্থ।

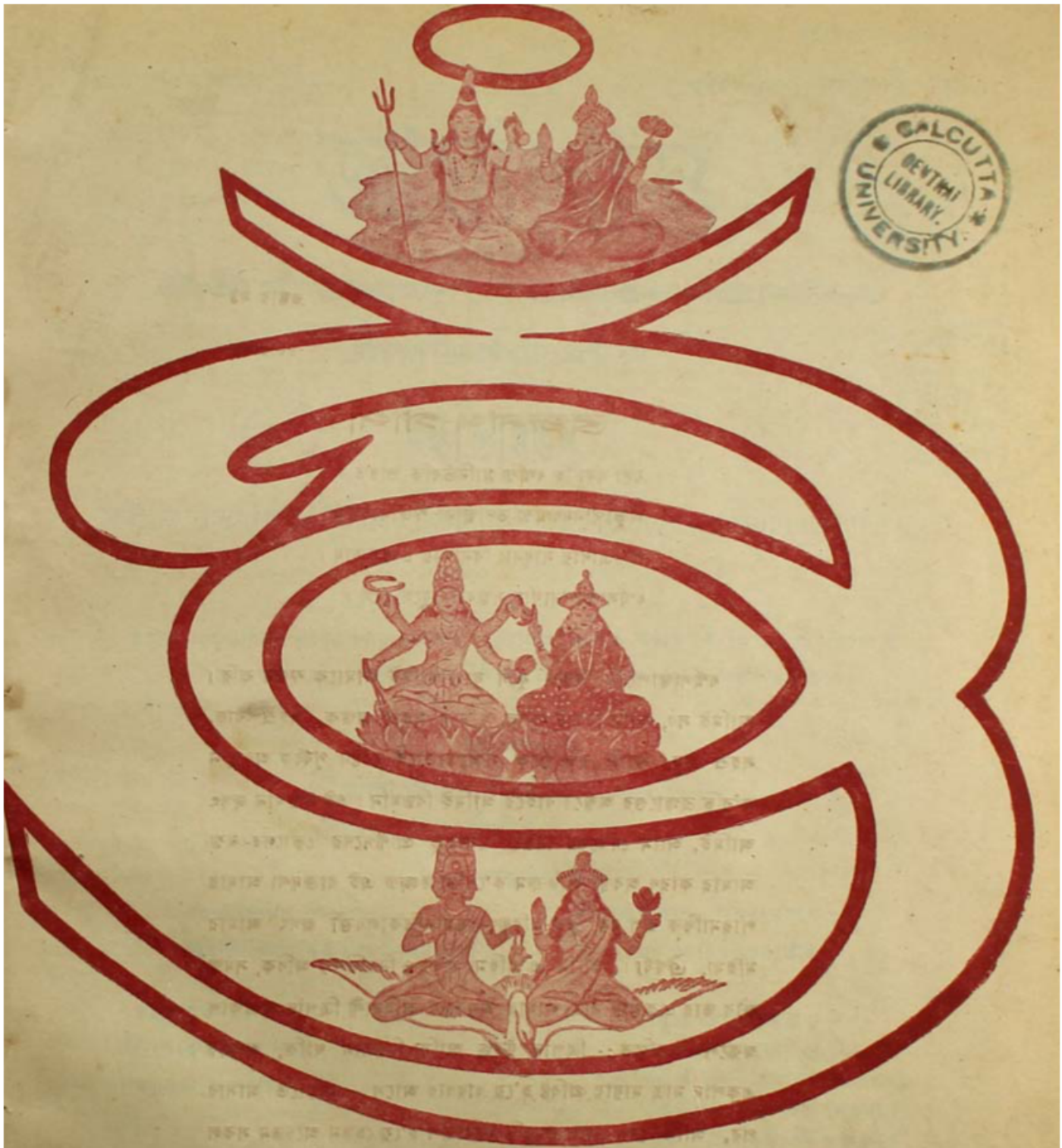

CALCUTTA UNIVERSITY
BENTHAM LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁতৎসৎ

১৫।৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমিই আমাকে সৃজন করি। আমিই সব, আমি বিরাট পুরুষ, আমার সহস্র মস্তক, সহস্র বাহু, সহস্র পদ, আমি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান ক'রছি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাইরে আমিই বিদ্যমান। এই দৃশ্যমান জগৎ আমিই, আমি দেবত্বের নিয়ন্তা যেহেতু প্রাণীগণের ভোগের জন্য আমার কারণ অবস্থা অতিক্রম ক'রেছি, তজ্জন্য এই ব্যক্তদশা আমার পারমার্থিক রূপ নয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানত্রিকালবর্ত্তী জগৎ আমার মহিমা, ঐশ্বর্য্য। আমি এ মহিমা হ'তেও নিরতিশয় অধিক, সমস্ত জীব তার একপাদ মাত্র আমার অমৃতময় অবিনাশী ত্রিপাদ অপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত; ত্রিপাদ্ ঊর্দ্ধে আমি বিদ্যমান থাকি, আমার একপাদ মাত্র মায়ার প্রবিষ্ট হ'য়ে বারবার আসে। মায়াতে আসার পর, আমি দেব মনুষ্য প্রভৃতি নানারূপ হ'য়ে চেতন অচেতন সকল পদার্থকে যোগে থাকি। আমা থেকে ব্রাহ্মণরূপ শরীর উৎপন্ন হ'য়েছে, তা আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতা উৎপন্ন হ'য়েছে।

১২শ বর্ষ, মাঘমাস, ১৩৮০] [অষ্টমসংখ্যা পল্যোদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

CALCUTTA UNIVERSITY

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক দ্বয়

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(ভারতীয় সঙ্ঘাবদ্ধ)

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি, ডি. ও. এম্., এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১ আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও ভৈমী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

২। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সকালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৭-৪৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ বাতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

যস্মিন্ প্রবর্ত্ততে চেদং পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্নপি।
জিঘ্রংশ্চ রসয়ংস্তদ্বদ্ বর্ত্ততে যেন চক্ষুষা।
তস্মে নাস্তি ততো হ্যন্যো দৃগ্ অস্তেষ্টস্য মামতঃ ॥ ৩১
লোকদৃষ্ট্যা করোমীহ নিত্যানৈমিত্তিকাদিকম্
আত্মদৃষ্ট্যা চ তৎ সর্বং বিলিপ্যামি চ নিত্যশঃ ॥ ৩২
স্থিতোঽহং নির্ভয়ঃ শান্তঃ কার্য্যকারণভাবনঃ।
অবিস্পৃহা তরন্ মৃত্যুং বিদ্ধ্যা তং তথামৃতম্ ॥ ৩৩
যথাপ্রাপ্তং তু সংগৃহ্য বসামীহ বিমৎসরঃ
ক্রীতো ব্যবসিতং ভদ্রে ভর্তারং মে বৃণীষ মাম্ ॥ ৩৪
ততঃ সুবর্চলা দৃষ্ট্বা প্রাহ তং দ্বিজসত্তমম্।

সুবর্চলোবাচ।

মনসাপি বৃতো বিদ্বন্ শ্বেতকেতুঃ পিতা মম।
বৃণীষ পিতরং মন্ত্রমেষ বেদবিধিক্রমঃ ॥ ৩৫

ভীষ্ম উবাচ।

তদ্ বিজ্ঞায় পিতা তস্যা দেবলো মুনিসত্তমঃ।
শ্বেতকেতুঞ্চ সম্পূজ্য তত্রৈবোদ্দালকেন তম্ ॥ ৩৬
মুনীনামগ্রতঃ কন্যাং প্রদদৌ জলপূর্বকম্
উদারবুদ্ধিং বৈ তত্র শ্বেতকেতুং নিরীক্ষ্য তম্ ॥ ৩৭
হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ঃ সর্বভূতাত্মকো হরিঃ
শ্বেতকেতুস্বরূপেণ স্থিতোঽসৌ মধুসূদনঃ ॥ ৩৮

দেবল উবাচ

শ্রীয়তাং মাধবো দেবঃ পত্নী চেয়ং সুতা মম
প্রতিপাদয়ামি তে কন্যাং সহধর্মচরীং শুভাম্ ॥৩৯

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দেবলো মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং শ্বেতকেতুর্মহাযশাঃ ॥ ৪০
উপযম্য যথান্যায়মগ্নিং কৃত্বা যথাবিধি।
সমাপ্য তন্ত্রং মুনিভির্বৈবাহিকমনুত্তমম্।
স গার্হস্থ্যে বসন্ শ্রীমান্ ভার্য্যাং তামিদমব্রবীৎ ॥ ৪১

যে পরমাত্মার মধ্যে এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, এই জগৎ যাঁহার চক্ষুতে দেখে, কর্ণে শ্রবণ করে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ করে, রসনার দ্বারা রস আস্বাদন করে এবং যে লৌকিক চক্ষুর দ্বারা এই সমস্ত আচরণ করে, তাঁহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, সেইজন্য আমি অন্য, ভদ্রে! অতএব তুমি আমায় বরণ কর। ৩১

আমি লোকদৃষ্টিতে গৃহের দৃষ্টি অনুসারে এ জগতে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মকলাপ সম্পন্ন করি এবং নিজে আত্মদৃষ্টি থাকায় সেই সব কর্মে আমার লিপ্তও হই না। ৩২

কাম-কারণরূপী পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে আমি সদা শান্তভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। কর্মফলের অনুষ্ঠানে মৃত্যু অতিক্রম করত জ্ঞানের দ্বারা অমৃতময় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছি এবং প্রারব্ধবশতঃ যাহা কিছু প্রিয় অপ্রিয় পদার্থ প্রাপ্ত হই, উহাকে সমানভাবে দেখিতে থাকিয়া আমি ঈর্ষা ও দ্বেষহীন হইয়া এ সংসারে বাস করিতেছি। ৩৩

ভদ্রে! আমি তোমার উচিত শুল্ক প্রদান করিবার নিশ্চয় করিয়াছি এবং তোমার ভরণ-পোষণ করিতেও আমি সমর্থ অতএব তুমি আমাকে বরণ কর। ইহা শ্রবণ করত সুবর্চলা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্বেতকেতুর দিকে নিরীক্ষণ করত বলিলেন। ৩৪½

সুবর্চলা বলিলেন,—বিদ্বন্! আমি নিজের হৃদয়ে আপনাকে বরণ করিয়াছি। শাস্ত্রে কথিত অবশিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিবার অধিকারী হইলেন আমার পিতা। আপনি তাঁহার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন। ইহাই হইল বেদবিধির মর্যাদা। ৩৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই সব বৃত্তান্ত জানিয়া সুবর্চলার পিতা মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল উদারবুদ্ধি শ্বেতকেতুর পূজা করত মুনিগণের সম্মুখে জলের দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া নিজের কন্যাকে শ্বেতকেতুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৩৬

সেখানে শ্বেতকেতুকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ এইরূপ বলিলেন,—আমাদের মনে হইতেছে—এখানে শ্বেতকেতুর রূপে সকলের হৃদয়কমলে নিবাসকারী সর্বভূতস্বরূপ শ্রীহরি মধুসূদনই বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৭-৩৮

দেবল বলিলেন,—বরূপে বিরাজমান এই ভগবান্ লক্ষ্মীপতি প্রসন্ন হউন। এই আমার কন্যা পত্নীরূপে তাঁহার নিকট সমর্পিতা হইল (প্রভো)। আমি আপনার কল্যাণময়ী সহধর্মিণীরূপে আমার এই কন্যাকে প্রদান করিলাম। ৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া মুনিবর দেবল তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন। মহাযশস্বী সেই কন্যাকে গ্রহণ করত যথোচিতরূপে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তারপর মুনিগণের দ্বারা কৃত সম্পূর্ণ বৈবাহিক বিধান অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে করিতে বুদ্ধিমান্ শ্বেতকেতু নিজের সেই ধর্মপত্নীকে এই কথা বলিলেন। ৪০-৪১

শ্বেতকেতু বলিলেন,—শোভনে! বেদমধ্যে যে সমস্ত শুভ

শ্বেতকেতুরুবাচ

যানি চোক্তানি বেদেষু ত্বং সর্বং কুরু শোভনে
ময়া সহ যথান্যায়ং সহধর্মচরী মম ॥ ৪১
অহমিত্যেব ভাবেন স্থিতোঽহং ত্বং তথৈব চ
তস্মাৎ কর্মাণি কুর্বীথাঃ কৃর্যাৎ যে চ ত তত: পরম্ ॥ ৪৩
ন মমেতি চ ভাবেন জ্ঞানাগ্নিনিলয়েন চ
অনন্তরং তথা কুর্যাস্তানি কর্মাণি তত্ত্বসাৎ ॥ ৪৪
এবং ত্বয়া চ কর্তব্যং সর্বদাদুর্ভগা ময়া।
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জন: ॥
তস্মাল্লোকস্য সিদ্ধার্থং কর্তব্যং চাত্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫

ভীষ্ম উবাচ

উক্ত্বৈবং স মহাপ্রাজ্ঞ: সর্বজ্ঞানৈকভাজন:
পুত্রানুৎপাদ্য তস্যাঞ্চ যজ্ঞৈ: সন্তর্প্য দেবতা: ॥ ৪৬
আত্মযোগপরো নিত্যং নির্দ্বন্দ্বো বিপরিগ্রহ:
ভার্যাং তাং সমনুপ্রাপ্য বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞযোরিব ॥ ৪৭
লোকমন্ত্রমনুপ্রাপ্তৌ ভার্যা ভর্তা তথৈব চ।
সাক্ষিভূতৌ জগত্যস্মিংশ্চরমাণৌ মুদান্বিতৌ ॥ ৪৮
তত: কদাচিদ্ ভর্তারং শ্বেতকেতুং সুদর্শনা।
পপ্রচ্ছ কো ভবানত্র ব্রূহি মে তদ্ দ্বিজোত্তম ॥ ৪৯
তামাহ ভগবান্ বাগ্মী যয়া জ্ঞাতো ন সংশয়:।
দ্বিজোত্তমেতি মামুক্ত্বা পুন: কমনুপৃচ্ছসি ॥ ৫০
সা তমাহ মহাপ্রাজ্ঞং পৃচ্ছামি ত্বাং শান্তিনম্।
উক্ত্বা প্রত্যুবাচৈবং স ন বক্ষ্যতি ভামিনি ॥ ৫১
নামগোত্রসমাযুক্তমাত্মানং মন্যসে যদি।
তন্মিথ্যা গোত্রসদ্ভাবে বর্ততে দেহবন্ধনম্ ॥ ৫২
অহমিত্যেব ভাবোঽত্র ত্বয়ি চাপি সমাহিত:
ত্বমপ্যেবমহং সর্বমহমিত্যেব বর্ততে ॥

কর্মসকলের বিধান আছে, আমার সহিত যাগ করত সেই সব যথাযথভাবে অনুষ্ঠান কর এবং যথার্থই আমার সহধর্মিণী হও ॥ ৪২

আমি এই ভাবেই অবস্থান করি. তুমিও এই ভাবেই বাস কর, অতএব আমার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম কর এবং আমিও তোমার প্রিয় কার্য করিয়া যাইব ॥ ৪৩

তদনন্তর 'এই সব কর্ম আমার নহে এবং আমি ইহাদের কর্তা নহি' এই ভাবে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সেই সব কর্মকে দগ্ধ করিয়া দাও, তুমি পরম সৌভাগ্যবতী ॥৪৪ তুমি সর্বদা এইরূপে মমতা ও অহন্তাবহীনা হইয়া কর্ম করিবে এবং আমারও এইভাবে কর্ম করা কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ পুরুষ এজগতে যাহা যাহা আচরণ করেন, সেই সব আচরণ অন্য সব মানুষও করিয়া থাকে, অতএব লোকব্যবহারসিদ্ধি এবং আত্মকল্যাণের জন্যও আমাদের উভয়ের কর্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥ ৪৫-৪৫

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! এরূপ উপদেশ প্রদান করত সম্পূর্ণ জ্ঞানের একমাত্র নিধি মহাজ্ঞানী শ্বেতকেতু সুদর্শনার গর্ভে অনেক পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি বহু যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং নিত্য আত্মযোগে তৎপর থাকিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া যাইলেন ॥ ৪৬

নিজের অনুরূপ পত্নী লাভ করত শ্বেতকেতু সেই ভাবে সুশোভিত হইলেন, যেরূপ বুদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা শোভা প্রাপ্ত হন এই দুই পতি-পত্নী অন্য লোকেও গমন করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং এ জগতে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করত প্রসন্নতা সহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৮

তদনন্তর একদিন সুদর্শনা নিজের পতি শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি কে? ইহা আমাকে বলুন। সেই সময় বাগ্মী ভগবান্ শ্বেতকেতু তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! তুমি আমাকে জানিতে পারিয়াছ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তুমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়াছ, পুনরায় সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাক্যেও আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? ৪৯-৫০

তখন সুদর্শনা নিজের মহাত্মা পতিকে বলিলেন,—নাথ! আমি জন্মরহিত পরমকারণ আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহা শ্রবণ করত শ্বেতকেতু তাঁহাকে বলিলেন,—ভামিনি! তিনি ত' কিছুই এবিষয়ে বলিবেন না। যদি তুমি আত্মাকে নাম-গোত্রযুক্ত বলিয়া মনে কর, তবে উহা তোমার মিথ্যা ধারণা; কারণ নাম-গোত্রযুক্ত হইলে পর দেহের বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ৫১-৫২

আত্মাতে 'অহম্' আমিও অহম্ এবং এই সব কিছুই 'অহম্' —এরই রূপ। ইহা হইতে আর কোন পরম তত্ত্ব নাই, তবে কি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ? ৫৩

নাত্র তৎ পরমার্থং বৈ কিমর্থমনুপৃচ্ছসি ॥ ৫৩
ততঃ প্রহৃষ্য সা হৃষ্টা ভর্তারং ধর্মচারিণী
উবাচ বচনং কালে স্মরন্তী তদা নৃপ ॥ ৫৪

সুবর্চলোবাচ

কিমনেকপ্রকারেণ বিরোধেন প্রয়োজনম্।
ক্রিয়াকলাপৈর্বহুভির্জ্ঞাননষ্টোঽসি সর্বদা।
তস্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ যথাঽ স্মামনুব্রতা ॥ ৫৫

শ্বেতকেতুরুবাচ।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জনঃ।
বর্ততে তেন লোকোঽয়ং সঙ্কীর্ণশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
সঙ্কীর্ণে চ তথা ধর্মে বর্ণসঙ্করমেতি চ।
সঙ্করে চ প্রবৃত্তে তু মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৭
তদনিষ্টং হরের্ভদ্রে ধাতুরস্য মহাত্মনঃ
পরমেশ্বরসংক্রীড়া লোকসৃষ্টিরিয়ং শুভে ॥ ৫৮
যাবৎ পাংশব উদ্দিষ্টাস্তাবতোঽস্য বিভূতয়ঃ

তাবত্যস্তৈব মায়াস্তু তাবতোঽস্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৫৯
এবং সুগহনে মুক্তো নত্র মে তত্ত্বমাভবম্।
ছিত্ত্বা জ্ঞানাসিনা গচ্ছেৎ স বিদ্বান্ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৬০
সোঽহমেব ন সন্দেহঃ প্রতিজ্ঞা ইতি তস্য বৈ ॥ ৬১
যে মূঢ়াস্তে দুরাত্মানো ধর্মসঙ্করকারকাঃ
মর্যাদাভেদকা নীচা নরকে যান্তি জন্তবঃ।
আসুরীং যোনিমাপন্না ইতি দেবানুশাসনম্ ॥ ৬২
ভগবত্যা তথা লোকে রক্ষিতব্যং ন সংশয়ঃ
মর্যাদালোকরক্ষার্থমেবমস্মি তথা স্থিতঃ ॥ ৬৩

সুবর্চলোবাচ

শব্দঃ কোঽত্র ইতি খ্যাতস্তথার্থশ্চ মহামুনে।
আকৃতাদি তয়োর্ব্রূহি লক্ষণেন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৪

শ্বেতকেতুরুবাচ

ঘাতায়েন চ বর্ণানাং পরিবাদকৃতো হি যঃ।
স শব্দ ইতি বিজ্ঞেয়স্তস্যিপাতোঽর্থ উচ্যতে ॥ ৬৫

হে নৃপ! তখন ধর্মচারিণী পত্নী সুবর্চলা অতিশয় প্রসন্না হইলেন এবং তিনি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন ॥ ৫৪

সুবর্চলা বলিলেন,—প্রভো! অনেক প্রকার বিরোধের কি কি প্রয়োজন আছে? সখা এই নানাপ্রকার কর্মের মধ্যে পণ্ডিত হইয়া আপনার যেন জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ! অতএব আপনি আমাকে ইহার কারণ বলুন; যেহেতু, আমি আপনার অনুগমনকারিণী স্ত্রী ॥ ৫৫

শ্বেতকেতু বলিলেন,—শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতরেরাও সেই সব পুরুষও আচরণ করে। অতএব আমি কর্মত্যাগ করিলে পর এই সমস্ত জনসমূহের সঙ্করতার দোষে দূষিত হইয়া যাইবে ॥ ৫৬

এইরূপে ধর্মে সঙ্কীর্ণতা আসিলে পর প্রজাগণের মধ্যে বর্ণসঙ্করতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বর্ণসঙ্করতা বিস্তৃত হইলে সর্বত্র মাৎস্যন্যায়ের প্রবৃত্তি হয় (যেরূপ প্রবল মৎস্য দুর্বল মৎস্যকে ভীত সন্ত্রস্ত করে, সেইরূপ বলবান্ মানুষ দুর্বলদিগকে উৎপীড়িত করে) ॥ ৫৭

ভদ্রে! সম্পূর্ণ জগতের ভরণপোষণ কর্তা পরমাত্মা শ্রীহরির ইহা অভীষ্ট নহে। শুভে! জগতের এই সমস্ত সৃষ্টি পরমেশ্বরেরই ক্রীড়া ॥ ৫৮

ধূলিতে যত কণা আছে, তত সংখ্যকই পরমেশ্বর শ্রীহরির বিভূতি, তত সংখ্যক তাঁহার মায়া এবং তত সংখ্যকই তাঁহার মায়ার শক্তি ॥ ৫৯

স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াছেন যে, মুক্তিলাভের জন্য উদ্যোগশীল যে পুরুষ অত্যন্ত গহন গুহায় অবস্থান করত জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনকে ছেদন করত আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই পুরুষই বিদ্বান্ এবং সেই আমার প্রিয়। সেই যোগী পুরুষ আমিই। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা ॥ ৬০-৬১

যে মূঢ়, দুরাত্মা, বর্ণসঙ্করতা উৎপন্নকারী, মর্যাদাভঙ্গকারী ও নীচ মনুষ্য, সে নরকে পতিত হয় এবং আসুরী-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে—ইহাও সেই শ্রীভগবানেরই অনুশাসন ॥ ৬২

দেবি! তোমারও জগতের রক্ষার জন্য লোক মর্যাদা পালন করা উচিত। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমিও এই-ভাবে লোক মর্যাদার রক্ষায় স্থিত আছি ॥ ৬৩

সুবর্চলা বলিলেন, মহামুনে! এ জগতে শব্দ কাহাকে বলে এবং অর্থই বা কাহাকে বলে? আপনি এই উভয়ের আকৃতি ও লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করুন ॥ ৬৪

শ্বেতকেতু বলিলেন,—অকারাদি বর্ণসকলের যে ক্রম বা

সুবর্চলোবাচ

শব্দার্থয়োরিহ সম্বন্ধস্ত্বনয়োরস্তি বা ন বা।
তত্ত্বে ব্রূহি যথাতত্ত্বং শব্দস্থানেঽর্থ এব চেৎ

শ্বেতকেতুরুবাচ

শব্দার্থয়োর্ন বৈবাস্তি সম্বন্ধোঽত্যন্ত এব হি
পুষ্করে চ যথা ভোয়ং তথাস্তীতি চ বেৎথ তৎ ॥ ৬৭

সুবর্চলোবাচ।

অর্থে স্থিতিহি শব্দস্য নাস্তথা চ স্থিতির্ভবেৎ।
বিদ্যতে চেন্মহাপ্রাজ্ঞ বিনার্থং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৮

শ্বেতকেতুরুবাচ

ন সংসর্গোঽস্তিমাত্রস্তু বাচকত্বেন বর্ততে।
অস্তি চেদ্ বর্ততে নিত্যং বিকারোচ্চারণেন বৈ ॥ ৬৯

সুবর্চলোবাচ

শব্দস্থানোঽত্র ইত্যুক্তস্তথার্থ ইতি যে ক্রমম্।
অর্থাস্থিতো ন তিষ্ঠেচ্চ বিরূঢ়মিহ ভাষিতম্ ॥ ৭০

শ্বেতকেতুরুবাচ।

ন বিনাশোঽত্র কথিতো নাকাশং হি বিনা জগৎ।
সম্বন্ধস্তত্র নাস্তীব তথাপিতোঽস্ত মন্যতাম্ ॥ ৭১

সুবর্চলোবাচ

সদাবস্থাবলম্বোঽয়ং বাক্যমাত্মনি সংশ্রিতঃ।
ন বাচস্তত্র বর্ততে ইতি মিথ্যা শ্রুতিস্মৃতি ॥ ৭২

শ্বেতকেতুরুবাচ।

অহংশব্দো হ্যহংভাবো নাস্ত্যভাবে শুভব্রতে।
ন বর্ততে পরেঽচিন্ত্যে বাচঃ সপ্তপদক্রমাঃ ॥ ৭৩

মৃন্ময়ে হি ঘটে ভাবস্তাদৃগ্‌ভাব ইহেষ্যতে।
অয়ং ভাবঃ পরেঽচিন্ত্যে ন্যায়ভাবো যথা চ তৎ ॥ ৭৪

অহং ত্বমেতদিত্যেব পরে সম্বন্ধনা মম।
তস্মাদ্ বাচো ন বর্তন্ত ইতি নৈব বিরুধ্যতে ॥ ৭৫

ব্যক্তিরূপ অন্তরালে উচ্চারণ করিলে পর যে বস্তু প্রকাশিত হয়, উহাকে 'শব্দ' বলিয়া জানিবে এবং সেই শব্দের দ্বারা যে অভিপ্রায়ের প্রতীতি হয়, উহার নাম হইল 'অর্থ'। ৬৭

সুবর্চলা বলিলেন,—যদি শব্দ উৎপন্ন হইবার পরই অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে এই শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না? ইহা আপনি আমাকে যথাযথভাবে বলুন। ৬৮

শ্বেতকেতু বলিলেন,—শব্দ ও অর্থের মধ্যে এক প্রকার কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। পদ্মের পত্রের উপর স্থিত জলের ন্যায় শব্দ ও অর্থের অনিত্য সম্বন্ধ আছে, ইহা জানিও। ৬৯

সুবর্চলা বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! অর্থেতেই শব্দের স্থিতি, অন্যথা তাহার কোন সত্তা নাই। সম্বন্ধশ্রেষ্ঠ! যদি বিনা অর্থে কোন শব্দ থাকে, তবে তাহা বলুন। ৭০

শ্বেতকেতু বলিলেন,—অর্থের সহিত শব্দের বাচকরূপ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ নিত্য। যদি শব্দ থাকে, তবে তাহার অর্থও সর্বদা থাকে। বিপরীত ক্রমে উচ্চারণ করিলেও শব্দের কিছু না কিছু অর্থ হয়ই। (যেমন যাতা তাতা, নদী দীন ইত্যাদি)। ৭১

সুবর্চলা বলিলেন,—শব্দ অর্থাৎ বেদের আধার হইল অর্থকৃত পরমাত্মা। এইরূপই বিদ্বান্‌গণ বলেন এবং আধারও এই অভিমত। সেই অর্থের আধার ব্যতীত শব্দ থাকিতে পারে না। কিন্তু আপনি ইহাদের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ মানেন না; অতএব আপনার কথা প্রতিষিদ্ধ বিপরীত। ৭০

শ্বেতকেতু বলিলেন,—আমি প্রতিষিদ্ধ বিপরীত কিছু বলি নাই। দেখ, আকাশ ব্যতীত পৃথিবী অথবা পার্থিব জগৎ থাকিতে পারে না, তথাপি ইহাদের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও সেইরূপ জানিতে হইবে। ৭১

সুবর্চলা বলিলেন, এই 'অহম্' শব্দ সর্বদাই আত্মার অর্থে স্বাভাবিক প্রযুক্ত হয়, কিন্তু "যতো বাচো নিবর্তন্তে" এই শ্রুতি বাক্যানুসারে সেখানে বাণী উপস্থিত হইতেই পারে না, অতএব আত্মার পক্ষে 'অহম্' পদের প্রয়োগও মিথ্যাই হইবে। ৭২

শ্বেতকেতু বলিলেন,—শুভব্রতে! অহম্-শব্দের আত্মভাবে প্রয়োগ হয় না; কিন্তু অহংভাবেরই আত্মভাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে, কারণ, সপ্ত পদার্থের বোধক বাক্য অচিন্ত্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার বোধ করাইতে সমর্থ হয় না। ৭৩

যেরূপ মৃত্তিকা-ঘটে মৃত্তিকা-ভাব থাকে, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক পদার্থে পরমাত্মভাব অভীষ্ট, অতএব অচিন্তনীয় পরমাত্মার অহংভাবই আত্মভাব এবং উহাই যথার্থ। ৭৪

'আমি' 'তুমি' ও 'এই'—এই সব নাম পরব্রহ্ম পরমাত্মার আধারের দ্বারা কল্পিত (বাস্তবিক নহে); অতএব সেই পরমাত্মা পর্যন্ত বাক্য উপস্থিত হইতে পারে না, শ্রুতির এই কথায় কোন বিরোধ নাই। ৭৫

তস্মাদ্ বাচেন বর্ণ্যন্তে মনসা চাপি সর্বশঃ
যথাকাশগতং বিশ্বং সংসক্তমিব লক্ষ্যতে ॥ ৭৬
সংসর্গে সতি সম্বন্ধাৎ তদ্ বিকারং তবিষ্যতি।
অনাকাশগতং সর্বে বিকারে চ সদা গতম্ ॥ ৭৭
তদ্ ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধমনৌপম্যং ন শক্যতে
ন দৃশ্যতে তথা তচ্চ দৃশ্যতে চ মতিগ্রহৈঃ ॥ ৭৮

সুবর্চলোবাচ।

নির্বিকারঃ সুমূর্তিশ্চ নিরয়ঃ সর্বগঃ তথা
দৃশ্যতে চ বিবক্ষিতাঃ যুগাত্মা তেন দৃশ্যতে ॥ ৭৯

শ্বেতকেতুরুবাচ।

ত্বচা স্পৃশতি চৈবৈনাং বায়ুমাকাশসংশ্রিতম্ পুনঃ পুনঃ।
তৎস্থং গন্ধং তথাঘ্রাতি জ্যোতিঃ পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ৮০
তমোরশ্মিগণৈশ্চৈব মেঘজালৈঃ তথৈব চ।
বর্ষৈঃ তারাগণৈঃ চৈব নাকাশং দৃশ্যতে পুনঃ ॥ ৮১

ভীরু! অতএব মনুষ্য ব্রাহ্মচিত্তদ্বারাই 'অহম্' আদি শব্দের প্রয়োগ করে। যেরূপ আকাশে স্থিত সম্পূর্ণ শিব উহাতে সংলগ্ন বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ পরমাত্মায় স্থিত সমগ্র দৃশ্য প্রপঞ্চ উহাতে সংসক্ত বলিয়া মনে হইতে থাকে। ৭৬

ব্রহ্মের সহিত জগতের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধেরই দ্বারা ইহা তাহার কার্য বলিয়া মনে হয়। যেরূপ সমগ্র জগৎ আকাশ হইতে পৃথক্ হইলেও উহার বিকারসমূহের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সদা তাহার সহিত মিশ্রিতই থাকে, সেইরূপ যদিও জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি উহা হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তদ্রূপ বলিয়া মনে করা হয়। ৭৭

এই ব্রহ্ম পরম শুদ্ধ ও উপমারহিত; অতএব বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না, এই চর্মচক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করাও যায় না এবং কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, এরূপই আমার অভিমত। ৭৮

সুবর্চলা বলিলেন,—তাহা হইলে ত' ইহাই মানিতে হয় যে, যেরূপ নির্বিকার, নিরাকার, নিঃসীম ও সর্বব্যাপী আকাশের সর্বদা দর্শন হইতে থাকে, তাহারই তুল্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও দর্শন হইতে থাকিবে। ৭৯

শ্বেতকেতু বলিলেন,—মানুষ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশে স্থিত বায়ুকে বারংবার স্পর্শ করে, নাসিকার দ্বারা আকাশবর্তী গন্ধকে বারংবার আঘ্রাণ করে এবং নেত্রদ্বারা আকাশস্থিত জ্যোতিকেও দর্শন করে। ৮০

আকাশস্থাপ্যথাকাশং সদ্রূপমিতি নিশ্চিতম্।
তদর্থে কল্পিতা হ্যেতে তৎ সত্যো বিষ্ণুরেব চ ॥ ৮২
যানি নামানি গৌণানি হ্যুপচারাৎ পরাত্মনি।
ন চক্ষুষা ন মনসা ন চান্যেন পরো বিভুঃ ॥ ৮৩
চিন্ত্যতে সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা বাচা বক্তুং ন শক্যতে।
এতৎ প্রপঞ্চমখিলং তস্মিন্ সর্বে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
মহাঘটোঽল্পকশ্চৈব যথা মৃদ্যাং প্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ৮৪
ন চ স্ত্রী ন পুমাংশ্চৈব তথৈব ন নপুংসকঃ।
কেবলজ্ঞানমাত্রঃ তৎ তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮৫
ভূমিসংস্থানযোগেন যদ্বৎ সংস্থানযোগতঃ।
রসভেদো যথা ভোজ্যে প্রকৃত্যাত্মাত্মনস্তথা ॥ ৮৬
তদাকাশস্বরূপাস্থিতাঃ তৃপ্তিং যান্তি পিবন্তিব
প্রাপ্নোতি জ্ঞানমখিলং তেন তৎ সুখমেধতে ॥ ৮৭

ইহা বাস্তবিক অন্ধকার, কিরণসমূহ, মেঘমণ্ডল, দিবা এবং তারাগণেরও বারংবার দর্শন হইতে থাকে কিন্তু আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না। ৮১

সদ্রূপ পরমাত্মা সেই আকাশেরও আকাশ অর্থাৎ তাহাকে অবকাশদানকারী মহাকাশ ইহা নিশ্চিত। তাঁহারই জন্য এবং তাঁহারই দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তিনি সত্য ও সর্বব্যাপী। ৮২

ভগবানের যে গুণসম্বন্ধী নাম, উহা পরমাত্মার ঔপচারিক। নেত্র, মন ও কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার গ্রহণ হইতে পারে না বাক্যের দ্বারাও তাঁহার বর্ণনা হইতে পারে না। কেবল সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার চিন্তা ও সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ৮৩

এই সম্পূর্ণ প্রপঞ্চ (সৃষ্টি ও বাহ্য জগৎ) সেই পরমাত্মার সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘট মৃত্তিকায় অবস্থিত থাকে। ৮৪

সেই পরমাত্মা না স্ত্রী, না পুরুষ এবং না নপুংসক কিন্তু কেবল জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহারই আধারে এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ৮৫

যেরূপ একই জলে মৃত্তিকাবিশেষ ও বীজাদি দ্রব্যবিশেষের সংযোগে রসভেদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও আত্মার সংযোগে গুণকর্মানুসারে অনেক প্রকারের সৃষ্টি হইতে থাকে। ৮৬

যেরূপ পিপাসিত মানুষ জলপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে,

সুবর্চলোবাচ।

অনেন সাধ্যং কিং স্যাদ্ বৈ অজেনেতি মতির্মম।
বেদগম্যঃ পরোঽচিন্ত্য ইতি পৌরাণিকা বিদুঃ॥
নিরর্থকো যথা লোকে তদ্বৎ স্যাদিতি মে মতিঃ।
নিরীক্ষ্যৈবং যথান্যায়ং বক্তুমর্হসি মেঽনঘ॥ ৮৯

শ্বেতকেতুরুবাচ

বেদগম্যং পরং শুদ্ধমিতি সত্যা পরা শ্রুতিঃ
ব্যাহতা নৈতদিত্যাহ ব্যপলিঙ্গে চ বর্ততে॥ ৯০
নিরর্থকো ন চৈবাস্তি শব্দো লৌকিক উত্তমে।
অনর্থরাস্তথা শব্দা নিরর্থা ইতি লৌকিকৈঃ॥ ৯১
গৃহস্থে তদ্বদিত্যেব ন বর্ততে পরাত্মনি।
অগোচরত্বং বচসাং মূর্তত্বেবং তথা শ্রুতে॥ ৯২
সাধনস্যোপদেশাচ্চ হ্যপায়স্য চ সূচনাৎ।
উপলব্ধ্যযোগেন ব্যাবৃত্তা চ প্রদর্শনাৎ॥ ৯৩
বেদগম্যঃ পরঃ শুদ্ধ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ।
অধ্যাত্মধ্যানসম্ভূতমূর্তং দীপবৎ স্ফুটম্॥
জ্ঞানে বিদ্ধি শুভাচারে তেন যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯৪
যদি মে ব্যাহৃতং গুহ্যং শ্রুতং ন তু তথা শুভে
তথ্যমিত্যেব বা শুদ্ধে জ্ঞানং জ্ঞানবিলোচনে॥ ৯৫
নানারূপবপুস্যৈবমৈশ্বর্যং দৃশ্যতে শুভে
ন বায়ুস্তত্র সূর্যাগ্নী রশ্মিস্তৎ তু পরং পদম্॥
অনেন পূর্ণমেতদ্ধি হৃদি ভূতমিহেক্ষ্যতে॥ ৯৬

সেইরূপ সাধক ব্রহ্মবোধক বাক্যের স্মরণ করতে সদা তৃপ্তি ও সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। আর এই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহার মুখ এবং উত্তরোত্তর অভ্যুদয়প্রাপ্তি হয়। ৮৭

সুবর্চলা বলিলেন,—বিপ্রবর! এই শব্দের দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়? আমার ত' এই ধারণা যে, শব্দের দ্বারা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু পৌরাণিক সিদ্ধান্তগণ এরূপ মনে করেন যে, পরমাত্মা অচিন্তনীয় এবং বেদগম্য। যেরূপ লোকে বহুশব্দ নিরর্থক আছে, সেইরূপ বৈদিক শব্দও রহিয়াছে। আমার বুদ্ধিতে ত' এই কথা আসিয়া উপস্থিত হয়, অতএব আপনি এই বিষয়ে যথোচিত বিচার করত আমাকে যথার্থ উপদেশ করুন। ৮৮-৮৯

শ্বেতকেতু বলিলেন, "শুদ্ধ স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা বেদগম্য" শ্রুতির এই কথা সর্ব্বথা সত্য। এ বিষয়ে নাস্তিকগণের অভিমত হইল যে, পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হওয়ায় উক্ত শ্রুতির বাক্য ব্যাঘাত-দোষে দূষিত বলিয়া সত্য নহে। ইহার উত্তর আস্তিক ব্যক্তি দেন যে, সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট স্থূল-দেহে জীবাত্মা-রূপে পরব্রহ্মেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে; অতএব শ্রুতির পূর্ব্বোক্ত বাক্য যথার্থ। ৯০

উত্তমচরিত্রযুক্তা দেবি! কোন লৌকিক শব্দই নিরর্থক নহে, সুতরাং বৈদিক শব্দ নিরর্থক হইবে কি করিয়া? যে শব্দ সকল পরস্পর অন্বিত হয় না,—অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ, তাহাকেই লৌকিক পুরুষ নিরর্থক বলে। ৯১

শুভে! কিন্তু লৌকিক শব্দের ন্যায় বৈদিক শব্দও যদিও সার্থক প্রতিভাত হয়, তথাপি ইহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে বুঝাইতে অসমর্থ, কারণ, পরমাত্মাকে বাক্যের অগোচর বলা হইয়াছে এবং তাঁহার এই অগোচরতা যুক্তিসঙ্গত। ৯২

বেদসকলে ব্রহ্মের উপাসনা অথবা তাঁহার প্রাপ্তির সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাসনার উপায়ও নিরূপিত আছে (যেরূপ প্রলয়কালে চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুর দর্শন হয়, সেইরূপ) উপলক্ষণ যোগে প্রত্যেক শরীরে জীবাত্মারূপে ব্রহ্মেরই সত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নেতি নেতি প্রভৃতি নিষেধাত্মক বাক্যসমূহের দ্বারা অন্যান্য বস্তু নিষিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপের দিকে সঙ্কেত করা হইয়াছে। সেইজন্য শুদ্ধ-স্বরূপ পরমাত্মা একমাত্র বেদগম্য, ইহাই আমার সুনিশ্চিত ধারণা। ৯৩

শুভ আচরণকারিণি দেবি! তোমার ইহা জানা আবশ্যক যে, অধ্যাত্মতত্ত্বের চিন্তার দ্বারা নিত্য জ্ঞানদীপের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে এই জ্ঞানেরই দ্বারা মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৯৪

শুভে! শুভস্বরূপে! জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নে দেবি! আমি এই যে গূঢ় রহস্য ও যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিলাম, ইহা তুমি শুনিয়াছ কি না? ৯৫

শুভে! পরমব্রহ্ম পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য নানারূপে দেখা যায়। বায়ু সেখান পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। সূর্য্য ও অগ্নি সেই পরমপদ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রকাশিত করিতে পারে না। পরমাত্মার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিপূর্ণ এবং তিনি প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে আত্মারূপে বাস করেন। ৯৬

এতাবদাত্মবিজ্ঞানমেতাবদ্ ধ্রুবমুত্তমম্ ।
আবয়োর্নঃ চ সত্ত্বে বৈ তস্মাদজ্ঞানবন্ধনম্ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ ।

এবং সুবর্চলা শ্রুত্বা প্রোক্তা ভর্ত্রা যথার্থবৎ
পরিচর্যামাণা মুনিনং তত্ত্ববুদ্ধিমন্বিতা ॥ ১৮
ভর্তা চ তামনুপ্রেক্ষ্য নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতঃ
পরমাত্মনি গোবিন্দে বাসুদেবে মহাত্মনি ॥ ১৯
সমাধায় চ কর্মাণি তন্ময়ত্বেন ভাবিতঃ ।
কালেন মহতা রাজন্ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১০০
এতৎ তে কথিতঃ রাজন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
গার্হস্থ্যাশ্চ সমাধায় গতো জায়াপতী পরম্ ॥১০১)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং কুর্বন্ সুখমাপ্নোতি কিং কুর্বন্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ।
কিং কুর্বন্নির্ভয়ো লোকে বিচরেচ্চরতাং ভরত ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

দমমেব প্রশংসন্তি বৃদ্ধাঃ শ্রুতিসমাশ্রয়াঃ
সর্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ॥ ২
নাদান্তস্য ক্রিয়াসিদ্ধির্গুণবত্তপসস্তথা
ক্রিয়া তপশ্চ সত্যঞ্চ দমে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩
দমস্তেজো বর্ধয়তি পবিত্রং দম উচ্যতে ।
বিপাপ্মা নির্ভয়ো দান্তঃ পুরুষো বিন্দতে মহৎ ॥ ৪
সুখং দান্তঃ প্রস্বপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে
সুখং লোকে বিপর্যেতি মনশ্চাস্য প্রসীদতি ॥ ৫
তেজো দমেন ক্ষিয়তে তস্য লোকোঽভিগচ্ছতি ।
অমিত্রাশ্চ যতন্ত নিত্যং দৃশ্যগাত্মনি পশ্যতি ॥ ৬
ক্রব্যাদ্ভ্যো ইব ভূতানামদান্তেভ্যঃ সদা ভয়ম্
তেষাং বিপ্রতিষেধার্থং রাজা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৭
আশ্রমেষু চ সর্বেষু দম এব বিশিষ্যতে
যচ্চ তেষু ফলং ধর্মে তুষ্যো দান্তস্তদশ্নুতে ॥ ৮

এ পর্যন্তই হইল পরমবিজ্ঞান এই পর্যন্তই 'অহং'-পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে আমাদের উভয়ের সত্তা ভিন্ন নহে, এরূপ ধারণা অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে ॥ ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! ভিক্ষুর প্রতি ভিক্ষুকীর এইরূপ যথার্থ উপদেশ প্রদান করিলে সুবর্চলা আনন্দময়ী হইয়া গাইলেন। তিনি নিরন্তর তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

ভিক্ষুকীভূ পতির সহিত অবস্থান করত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম-সকলে প্রবৃত্ত রহিলেন। তিনি সকলের হৃদয়ে নিবাসকারী মহাত্মা পরমাত্মা গোবিন্দকে নিজের সমস্ত কর্ম সমর্পণ করত তাঁহারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিলেন। রাজন্ ! এইরূপ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরমাত্মার চিন্তা করিয়া তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯-১০০

হে রাজন্ ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার উত্তরে আমি এই প্রসঙ্গ তোমাকে শ্রবণ করাইলাম। এইরূপে সেই উভয় পতিপত্নী গৃহস্থ ধর্ম অবলম্বন করত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০১)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত ! মানুষ কোন্ উপায় আশ্রয় করিলে সুখ লাভ করে এবং কোন্ কার্য করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় ? আর কোন্ কার্য করিলে পর মানুষ নিজ পুরুষের ন্যায় সংসারে নির্ভয় হইয়া বিচরণ করে ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! মনোযোগের সহিত বেদার্থের বিচারকারী বৃদ্ধ পুরুষগণ সাধারণতঃ সকল বর্ণের পক্ষে এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমরূপ 'দম' এই উপায়েরই বিশেষ প্রশংসা করেন ॥ ২

যে ব্যক্তি দম প্রতিপালন করে নাই, সেই ব্যক্তি নিজের কার্যে যথোচিত সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, ধর্ম, তপ ও সত্য—এ সমস্তই 'দম'-এর আধারেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩

'দম' তেজকে বর্ধিত করে 'দম' অতিশয় পবিত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে সমর্থ পুরুষ পাপ ও ভয়রহিত হইয়া 'মহৎ' পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪

দমপালনকারী মানুষ সুখে শয়ন করেন, সুখে জাগরিত থাকেন, সুখেই সংসারে বিচরণ করেন এবং তাঁহার মনও সর্বদা প্রসন্ন থাকে ॥ ৫

দমের দ্বারা তেজ (বীর্য) বৃদ্ধ হইয়া থাকে যাহার মধ্যে দমের অভাব আছে, সেই তীব্র কামনাযুক্ত হতোদ্যম মানুষ সেই তেজকে ধারণ করিতে পারে না এবং সর্বদা কাম-ক্রোধাদি মহা শত্রুগণকে নিজ হইতে পৃথক্ অনুভব করে ॥ ৬

যাহারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করে নাই, তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত প্রাণী সেইভাবে ভীত হয়, যেরূপ মাংসভক্ষী ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ হইতে মানুষ ভীত হইয়া থাকে। এরূপ উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে রোধ করিবার জন্য ব্রহ্মা রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৭

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে দমকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই সব আশ্রমে

যেষাং লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যেষাং সমুদয়ো দমঃ
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ॥ ৯
অক্রোধ আর্জবং নিত্যং নাতিবাদোঽভিমানিতা
গুরুপূজানসূয়া চ ধৃতা ভূতেষ্বপৈশুনম্ ॥
অনবাদমসূয়াবাদস্তুতিনিন্দাবিবর্জনম্ ।
সাধুকামশ্চ স্পৃহয়েন্নাস্তিঃ প্রত্যয়েষু চ ॥ ১১
অবৈরকৃৎ সুপচারঃ সমো নিন্দা প্রশংসয়োঃ
সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবান্ প্রভুঃ ॥ ১২
প্রাপ্য লোকে চ সংকারং স্বর্গঞ্চ প্রেত্য গচ্ছতি
দুর্গমং সর্বভূতানাং প্রাপ্যেহ মোদতে সুখী চ ॥ ১৩
সর্বভূতহিতে যুক্তো ন স্ম যো দ্বিষতে জনম্ ।
মহাহ্রদ ইবাক্ষোভ্যঃ প্রজ্ঞাতৃপ্তঃ প্রশীদতি ॥ ১৪
অভয়ং যস্য ভূতেভ্যঃ সর্বেষামভয়ং ততঃ
মনসা সর্বভূতানাং শান্তে ভবতি বুদ্ধিমান্ ॥ ১৫
ন স্তুবতি মহত্যর্থে যাজনে চ ন শোচতি
স বৈ পরিমিতপ্রজ্ঞঃ স শান্তো দ্বিজ উচ্যতে ॥ ১৬
কর্মভিঃ শুচিসম্পন্নঃ সন্দ্বিদ্বাচরিতৈঃ শুচিঃ ।
সদৈব দমসংযুক্তস্তং ভূঙ্‌ক্তে মহাফলম্ ॥ ১৭
অনসূয়া ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ।
সত্যং দানমনায়াসো নৈষ মার্গো দুরাত্মনাম্ ॥ ১৮
কাম-ক্রোধৌ চ লোভশ্চ পরহের্ষ্যাবিকত্থনা ।
কাম-ক্রোধৌ বশে কৃত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯
বিক্রমা যোরে তপসি ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।
কালাকাঙ্ক্ষী চরেল্লোকান্ নিরপায় ইবাত্মবান্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি দমপ্রশংসায়াং বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২০

দমপালন করিলে যে ফল লাভ হয়, দমগুণান্বিত পুরুষ সেই ফল আরও অধিক মাত্রায় লাভ করিয়া থাকেন। ৮

এখন আমি উহার লক্ষণসকল বর্ণনা করিব, যাহাদের উৎপত্তিতে দমই সূচনা করেন। কৃপণতার অভাব, উত্তেজিত না হওয়া, সন্তোষ, প্রদ্ধা, ক্রোধ না করা, নিত্য সরলতা, অধিক বকবাদ না করা, অভিমানত্যাগ, গুরুসেবা, কাহারও গুণে দোষদৃষ্টি না আনা, সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করা, খলতা না করা, লোভাসম্বরণ, অসত্যত্যাগ, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি ত্যাগ করা, সৎপুরুষগণের সঙ্গের বাসনা এবং ভবিষ্যৎকালে সুখের স্পৃহা ও দুঃখের চিন্তা না করা। ৯-১১

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। সকলের সহিত তাঁহার উত্তম আচরণ করা উচিত। তিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমানভাব রক্ষা করিয়া চলিবেন, সদাচারী, শীলবান্, প্রসন্নচিত্ত, ধৈর্যবান্ হইবেন এবং লোকসমূহের দমন করিবেন। এরূপ ব্যক্তি ইহলোকে সম্মান লাভ করেন ও মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন। ১২-১৩

দান্ত ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিগণকে দুর্লভ বস্তু প্রদান করত অপর ব্যক্তিগণকে সুখদান করিয়া স্বয়ং সুখী ও প্রমুদিত হন। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত থাকেন এবং কাহারও প্রতি দ্বেষ না করেন, তিনি দুরৎ ও গভীর জলাশয়ের ন্যায় গভীর হইয়া যান। তাঁহার মনে কখনও ক্ষোভ হয় না এবং সর্বদা জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত ও প্রসন্ন থাকেন। ১৪-১৫

যিনি সমস্ত প্রাণী হইতে নির্ভয় হইয়াছেন এবং যাহা হইতে সকল প্রাণী নির্ভয় হইয়াছে, সেই সমদর্শক ও বুদ্ধিমান পুরুষ সকল জীবের পক্ষেই বন্দনীয় হইয়া থাকেন। ১৫

যিনি বিশাল সম্পত্তি লাভ করত হর্ষে উৎফুল্ল হন না এবং সঙ্কটে পতিত হইয়া শোক করেন না, সেই দ্বিজকে সুস্থ বুদ্ধিযুক্ত এবং জিতেন্দ্রিয় বলা হয়। ১৬

যিনি বেদশাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, সৎপুরুষগণের দ্বারা আচরিত শুভকর্মসকলের অনুষ্ঠানে পবিত্র এবং যিনি সর্বদা দম-পালন করেন, তিনি নিজ শুভকর্মসকলের বহুৎ ফল ভোগ করেন। ১৭

কাহারও দোষ না দেখা, হৃদয়ে ক্ষমাভাব পোষণ করা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয় বাক্য বলা, সত্য, দান ও কোন কার্যে পরিশ্রম বোধ না করা এই সবই হইল সদ্‌গুণ। দুরাত্মা পুরুষগণ এই পথে চলে না। ১৮

তাহাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, অপরের প্রতি ঈর্ষা, নিজের বিদ্যা আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি বহু দুর্গুণ পূর্ণ থাকে; সেইজন্য উত্তম ও কঠোর ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল—তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিবেন এবং ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক উৎসাহ সহকারে ঘোর তপস্যায় নিরত থাকিবেন। মৃত্যুকালের অপেক্ষা করিতে করিতে বাধা-বিঘ্নহীন হইয়া সেই মহাত্মা বৈর্যসহকারে সম্পূর্ণ জগতে বিচরণ করিবেন। ১৯-২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে দমের প্রশংসাবিষয়ক বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(ব্রত-তপ-উপবাস-ব্রহ্মচর্য্যাতিথিসেবাপ্রভৃতীনাং বিবেচনম্, যজ্ঞাবশিষ্টান্নভোজনকারিণামুত্তমগতিপ্রাপ্তি-কথনঞ্চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দ্বিজাতয়ো ব্রতোপেতা যদিদং ভুঞ্জতে হবিঃ
অন্নং ব্রাহ্মণকাম্যায় কথমেতৎ পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অবেদোক্তব্রতোপেতা ভুঞ্জানাঃ কার্য্যকারিণঃ ।
বেদোক্তেষু চ ভুঞ্জানা ব্রতলুব্ধা যুধিষ্ঠির ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদিদং তপ ইত্যাহুরুপবাসং পৃথগ্‌জনাঃ ।
এতৎ তপো মহারাজ উতাহো কিং তপো ভবেৎ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ ।

মাসপক্ষোপবাসেন মন্যন্তে যৎ তপো জনাঃ ।
আত্মতন্ত্রোপঘাতত্ত্বান্ন তপস্তৎ সতাং মতম্ ॥ ৪
ত্যাগশ্চ সন্নতিশ্চৈব বিদ্যতে তপ উত্তমম্ ।
সদোপবাসী চ ভবেদ্ ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ ॥ ৫
মুনিশ্চ স্যাৎ সদা বিপ্রো দৈবতঞ্চ সদা ভবেৎ ।
কুটুম্বিকো ধর্মকামঃ সদাবপ্রশ্চ তাদৃশ ॥ ৬
মাংসাদী সদা চ স্যাৎ পবিত্রশ্চ সদা ভবেৎ ।
অমৃতাশী সদা চ স্যাদ্ দেবতাতিথিপূজকঃ ॥ ৭
বিঘসাশী সদা চ স্যাৎ সদা চৈবাতিথিব্রতঃ
শ্রদ্দধানঃ সদা চ স্যাদ্ দেবতাদ্বিজপূজকঃ ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং বেদোপবাসী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী কথং ভবেৎ
বিঘসাশী কথঞ্চ স্যাৎ সদা চৈবাতিথিব্রতঃ ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ ।

অস্তুরা প্রাতরাশঞ্চ সায়মাশং তথৈব চ ।
সদোপবাসী চ স ভবেদ্ যো ন ভুঙ্‌ক্তেঽন্তরা পুনঃ ॥ ১০

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

(ব্রত, তপ, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য এবং অতিথি সেবা প্রভৃতির বিচার ও যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজনকারীদিগের উত্তম গতি প্রাপ্তি কথন ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ ! ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজগণ বেদোক্ত সৎকর্ম্মসমূহের ফলের রক্ষায় হবিষ্যান্ন ভোজন করেন । তাঁহাদের এই কার্য্য কি সঙ্গত ?

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির ! যাঁহারা অবৈদিক ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করত হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী এবং যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতসমূহে প্রবৃত্ত হইয়া সকাম যজ্ঞ করেন এবং উহাতে ভোজন করেন, তাঁহারাও সেই ব্রতের ফল প্রাপ্তির যত্ন লোলুপ হইয়া থাকেন (সেইজন্য তাঁহাদের বারংবার এ জগতে আসিতে হয়) । ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ ! সংসারের সাধারণ মানুষেরা যে উপবাসকে তপ বলে, বাস্তবিক উহা কি তপ না অন্য কিছু ? যদি অন্য কিছুই হয়, তবে তপের লক্ষণ কি ? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! সাধারণ মনুষ্যগণ এক মাস বা একপক্ষ (পনের দিন) উপবাস করিলে তাহাকে তপ বলিয়া মনে করে । কিন্তু তাহাদের সেই কার্য্য দেহের সাধনভূত শরীরের শোষণকারী বলিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মতে উহা তপ নহে । ৪

ত্যাগ ও বিনয়ই উত্তম তপ । উহাদের আচরণকারী মানুষ নিত্য ব্রহ্মচারী ও সদা উপবাসী ।৫

যে ব্রাহ্মণ ত্যাগী এবং বিনয়ী ব্রাহ্মণ সদা মুনি ও দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন । তিনি জ্ঞাতিগণের সহিত বাস করত নিয়মত ধর্ম্মপালনের বাসনা করিবেন এবং আলস্য ও নিদ্রাকে কখনও প্রশ্রয় দিবেন না । ৬

কখনও মাংস খাইবেন না, সদা পবিত্র থাকিবেন, বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের শেষে অবশিষ্ট অমৃতময় অন্ন ভোজন করিবেন এবং দেবতা ও অতিথিদের পূজা করিবেন । ৭

তিনি সদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা, অতিথিদের সেবা ব্রতের ব্রতী, শ্রদ্ধালু এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক হইবেন ।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! ব্রাহ্মণ নিত্য উপবাসকারী কিরূপে হইতে পারেন ? তিনি সতত ব্রহ্মচারী কিরূপে হইবেন ? তিনি কীদৃশ অন্ন গ্রহণ করিবেন, যাহাতে তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা হইতে পারিবেন এবং নিরন্তর অতিথি সেবায় ব্রতীও কিরূপে হইবেন ? ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভোজন করিবার পর পুনরায় সায়ংকালেই ভোজন করেন এবং মধ্যে কোন কিছু ভোজন না করেন, তিনি নিত্য উপবাসকারী হইয়া থাকেন ।

ভার্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।
সত্যবাদী ভবেন্নিত্যং জ্ঞাননিত্যশ্চ যো নরঃ ॥ ১১
ন ভক্ষয়েৎ তথা মাংসমথাংসাশী ভবত্যপি
দানদিত্যঃ পবিত্রশ্চ অবস্থশ্চ দিবাস্বপন্ ॥ ১২
ভৃত্যাতিথিষু যো ভুঙ্‌ক্তে ভুক্তবৎসু সদা সদা
অমৃতং কেবলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠির ॥ ১৩
(অদত্ত্বা যোঽতিথিভ্যোঽন্নং ন ভুঙ্‌ক্তে
সোঽতিথিপ্রিয়ঃ
অদত্ত্বান্নং দৈবতেভ্যো যো ন ভুঙ্‌ক্তে স দৈবতম্ ॥)
অভুক্তবৎসু নান্নানং সততং যস্তু বৈ দ্বিজঃ

যে দ্বিজ কেবল ঋতুস্নানের সময়েই অর্থাৎ ঋতুকালেই পত্নীর সহিত সমাগত হন, সদা সত্য কথা বলেন এবং নিত্য জ্ঞানে অবস্থান করেন, তিনিই সদা ব্রহ্মচারী হইয়া থাকেন। ১১

যিনি কখনও মাংস ভোজন করেন না, তিনি অমাংসাহারী হন। যিনি নিত্য স্নান করেন, তিনি পবিত্র। যিনি দিনে কখনও শয়ন করেন না, তাঁহাকে সদা জাগরিত বলিয়া জানিবে। ১২

যুধিষ্ঠির! যিনি সদা স্বয়ং পোষ্যবর্গের ভাতা-পিতাদি পুরুষগণকে, দেবতাগণকে ও অতিথিদিগকে অন্ন না দিয়া ভোজন করেন, তিনিই কেবল অমৃত ভোজন করেন বলিয়া জানিও। ১৩

(যিনি অতিথিদিগকে অন্ন না দিয়া স্বয়ংও ভোজন করেন না, তিনি অতিথিপ্রিয় এবং যিনি দেবতাগণকে অন্নদান না করিয়া নিজে ভোজন করেন না, তিনি দেবতুল্য)

অভোজনেন তেনাস্য ত্রিভিঃ স্বর্গো ভবত্যুত ॥ ১৪
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ভৃত্যেভ্যোঽতিথিভিঃ সহ
অবশিষ্টং তু যোঽশ্নাতি তমাহুর্বিঘসাশিনম্ ॥ ১৫
তেষাং লোকা ধ্রুবাস্তস্য সদনে ব্রহ্মণা সহ।
উপস্থিতাশ্চাপ্সরোভিঃ পরিযান্তি দিবৌকসঃ ॥১৬
দেবতাভিশ্চ যে সার্ধং পিতৃভিশ্চোপভুঞ্জতে।
ব্রহ্মস্থে পুত্র-পৌত্রৈশ্চ তেষাং গতিরনুত্তমা ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি অমৃতপ্রাশনিকো নাম একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২১

যে দ্বিজ ভৃত্য ও অতিথিগণ ভোজন না করিলে পর স্বয়ংও কখনও অন্ন ভোজন করেন না, তিনি ভোজন না করিবার সেই পুণ্যের দ্বারা স্বর্গলোকে জয় করিয়া থাকেন। ১৪

দেবগণ, পিতৃগণ, ভাতা-পিতা এবং অতিথিদকলের সহিত ভৃত্যবর্গের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী (যজ্ঞাবশিষ্টান্নভোজী) বলা হয়। ১৫

এরূপ পুরুষগণের অক্ষয় লোক লাভ হয়। ব্রহ্মা এবং অপ্সরাগণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাদের গৃহে আগমন করত তাঁহাদিগকে পরিক্রমা করেন। ১৬

তাঁহারা দেবতা পিতৃগণের সহিত (তাঁহাদিগকে যথাযথ ভাগ অন্ন প্রদান করত) ভোজন করেন, তাঁহারা এ জগতে পুত্র-পৌত্রগণের সহিত বাস করত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন এবং পরলোকেও তাঁহাদের পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে অমৃতভোজন সম্বন্ধীয় একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সনৎকুমারেণ ঋষিভ্যো ভগবৎস্বরূপসোপপত্তিদর্শনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেচিদাত্মবিদো লোকে ত্রিধা রাজন্নবেক্ষয়া
ন প্রজ্ঞায়ো ন চাত্মাঽঽ পশ্যতে ব্রহ্ম নৈব তৎ ॥ ১
নানাবিধানি শাস্ত্রাণি মুক্তাস্তৈর্ব পৃথগ্‌বিধাঃ।
কিমবিষ্ঠায় তিষ্ঠামি তত্ত্বে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

যে যে মুক্তা মহাত্মানঃ শাস্ত্রেষু প্রভবিষ্ণবঃ
বর্ত্তন্তে পণ্ডিতা লোকে কো বিদ্বান্ কশ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩
সর্বেষাং তত্ত্বমাজ্ঞায় যথারুচি তথা ভবেৎ।
অত্রাপ্যয়ে পুরাভূতমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৪
মহাবিবাদসংযুক্তমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিমবৎপার্শ্ব আসীনা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫
ষষ্টিঃ তানি সহস্রাণি ঋষীণাং গণযাহিতম্ ॥ ৬
তত্র কেচিদ্ ধ্রুবং বিশ্বং সেশ্বরং তু নিরীশ্বরম্।
প্রাকৃতং কারণং নাস্তি সর্বং নৈবমিদং জগৎ ॥ ৭
অনেন চাপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং কর্ম চাপরে।
পৌরুষং কর্ম দৈবঞ্চ তৎ স্বভাবাদিরেব তম্ ॥ ৮
নানাহেতুশতৈর্যুক্তা নানাশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রাহ্মণা রাজন্ জিগীষন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৯
তত্তন্ত মূলমুদ্ধৃত্য বাদি-প্রত্যর্থিসংযুতম্।
পাত্রদণ্ডবিঘাতঞ্চ বল্কলাজিনবাসসাম্ ॥ ১০
একে মনুসমাপন্নাস্ততঃ শাস্ত্রা দ্বিজোত্তমাঃ।
বশিষ্ঠমব্রুবন্ সর্বে ত্বং নো ব্রূহি সনাতনম্ ॥ ১১
নাহং জানামি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রত্যুবাচ স তান্ প্রভুঃ

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[সনৎকুমার কর্ত্তৃক ঋষিগণকে ভগবৎস্বরূপের উপদেশ প্রদান।]

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! কিছু বিদ্বান্ জড় ও চেতন অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্বের প্রতিপাদন করেন। কিছু লোক জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি—এই তিন তত্ত্বের বর্ণনা করেন এবং বহু বিদ্বান্ আবার অনেক তত্ত্বসকলের নির্ণয় করেন। অতএব কোন্ স্থলেই বিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং অবিশ্বাসও করা যায় না। ইহা ব্যতীত সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। নানাপ্রকার বহু শাস্ত্র আছে, তাহাতে নানা বিধ উপায়ে বহু বিষয় বর্ণিতও আছে; সেইজন্য পিতামহ! আমি কোন্ সিদ্ধান্ত আশ্রয় করত অবস্থান করিব, ইহা আপনি আমাকে বলুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! শাস্ত্রসমূহের বিচারে প্রভাবশালী মহাত্মা নিজ নিজ সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনে মুক্ত আছেন। এরূপ পণ্ডিত এজগতে বহু আছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা কোন্ তত্ত্বে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ এবং কোন্ শাস্ত্রেচয়ে পণ্ডিত? ইহা বলা কঠিন। ৩

সমস্ত তত্ত্ব ভালভাবে বুঝিয়া যেরূপ রুচি হইবে, তদনুসারেই আচরণ করিবে। এ বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। এক সময় বহুসংখ্যক ভাবিতাত্মা মুনিগণের এবিষয় লইয়াই পরস্পর-বাদ-বিবাদ হইয়াছিল। ৪

হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বভাগে কঠোর ব্রতপালনকারী ছয় হাজার ঋষিদের এক সভা হইয়াছিল। ৫

উঁহাদের মধ্যে কিছু লোক এ জগৎকে ধ্রুব (নিত্য অবস্থিত) বলেন, বহু লোক ইহাকে ঈশ্বর সহিত বলেন, কিছুলোক এরূপ বলেন যে, ইহার কোন প্রকৃত কারণ নাই এবং বহুলোকের আবার এই অভিমত যে, বাস্তবে এ জগতের কোনও সত্তা নাই। ৬

এরূপ অন্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছুলোক স্বভাবকে, কেহ কেহ পুরুষার্থকে, অপর বহুলোক দৈবকে এবং অন্য বহুলোক স্বভাব কর্ম্মাদি সম্পূর্ণ জগতের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন। ৭

তাঁহারা নানা প্রকার শাস্ত্রসকলের প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং অনেক প্রকার, শত শত যুক্তিসমূহের দ্বারা নিজের মত পোষণ করিতেন। রাজন্! এই সব ব্রাহ্মণই স্বভাবতই শাস্ত্রার্থ বিষয়ে পরস্পরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করিতেন। ৮

তদনন্তর এই সব বাদী ও প্রতিবাদীদের মধ্যে মূলকৃত প্রশ্ন লইয়া অতিশয় বাদ-বিবাদ হইতে লাগিল। উঁহাদের মধ্যে কত লোক ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের পাত্র, দণ্ড, বল্কল, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রসকল নষ্ট করিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহারা শান্ত হইলে পর সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি আমাদের সনাতন তত্ত্ব উপদেশ করুন। ইহা শ্রবণ

তে সর্বে সহিতা বিপ্রা নারদমৃষিমব্রুবন্ ॥ ১১
যং নো ব্রূহি মহাভাগ তত্ত্ববিচ্চ ভবানপি
নাহং বিদ্বা বিজানামি ক হি গচ্ছাম সত্তমাঃ ॥ ১২
ইতি তানাহ ভগবাংস্ততঃ প্রাহ চ স দ্বিজান্
কো বিদ্বানিহ লোকেঽস্মিন্নমোহোঽমুক্তমমুক্তম্ ॥ ১৩
তচ্চ তে শুশ্রুবুর্বাক্যং ব্রাহ্মণা জ্ঞানগৌরবিণঃ
সনন্দাম দ্বিজা গত্বা পৃচ্ছধ্বং স চ বক্ষ্যতি ॥ ১৪
তমাহ কশ্চিদ্ দ্বিজবর্য্যসত্তমো
বিদ্যাতপো যত্তিতবেদরাশিঃ
কস্ত্বং ভবানর্থবিদেদমর্থো
ন দৃশ্যসে বাক্যমুদীরয়ংশ্চ ॥ ১৫
অথাহেদং তং ভগবান্ সনন্তঃ
মহামুনে বিদ্ধি মাং পণ্ডিতোঽসি ।
যদ্বিং পুরাণং সততৈকরূপং
যমক্ষরং বেদবিদো বদন্তি ॥ ১৬
পুনস্তমাহেদমসৌ মহাত্মা
স্বরূপসাস্থং যদ আহ পার্থ
ত্বমেকোঽস্মদ্বিপুলত্বাচ্চ
ন সংস্বরূপমথবা পুনঃ কিম্ ॥ ১৭
অথাহ গম্ভীরতরানুপাদং
বাক্যং মহাত্মা সনরীর আদিঃ ।
ন তে মুনে শ্রোত্রমুখেঽপি চাস্যং
ন পাদ-হস্তৌ প্রপদাদ্যকেন ॥ ১৮
ব্রুবন্ মুনীন্ সত্যমথো নিরীক্ষ্য
স্মযাহ বিদ্বান্ মনসা নিগৃহ্য ।
ওমে কথং বাক্যমিদং ব্রবীষি
ন চাস্য সন্তা ন চ বিদ্যতে হেৎ ॥ ১৯
ন শুশ্রুবুস্তত্তত্ত্বং তু প্রতিবাক্যং দ্বিজোত্তমাঃ ।
নিরীক্ষমাণা আকাশং প্রহসন্তস্ততস্ততঃ ॥ ২০
আশ্চর্যমিতি মত্বা তে মরুদ্ভৈঃ মহাগিরিম্ ।
সনৎকুমারসঙ্কাশং সর্বে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২১

করত মুনিরা উত্তরে বলিলেন বিপ্রবরগণ ! আমি সেই সনাতন তত্ত্বের বিষয়ে কিছুই জানি না । ১ ১০½

তখন সেই সব ব্রাহ্মণ একসঙ্গে নারদমুনিকে বলিলেন—মহাভাগ ! আপনিই আমাদের সনাতন তত্ত্বের উপদেশ দান করুন কারণ, আপনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ । ১১½

তখন ভগবান্ নারদ সেই ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—বিপ্রগণ ! আমি সেই তত্ত্ব জানি না আমরা সকলে মিলিত হইয়া অন্য কোথাও যাইব । এ জগতে এমন কে বিদ্বান্ আছেন যাহার মধ্যে কোন মোহ নাই এবং সেই অমৃত অমৃততত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ ? ১২-১৩

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণগণ কোন এক অদৃশ্য দেবতার এই বাণী শুনিতে পাইলেন—ব্রাহ্মণগণ ! সনৎকুমারের আশ্রমে যাইয়া তোমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর । তিনি তোমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিবেন । ১৪

সেই সময় বেদরাশির জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাতপোনামক কোন এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই অদৃশ্য দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় আপনি কে, যিনি আমাদের সহিত আলাপ করিতেছেন, কিন্তু আপনাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না ? ১৫

(তাঁহার উত্তরে বলিলেন) বিপ্রবরগণ ! আমি সেই সনাতন তত্ত্বের বিষয়ে কিছুই জানি না । ১ ১০½

তখন সেই সব ব্রাহ্মণ একসঙ্গে নারদমুনিকে বলিলেন—মহাভাগ ! আপনিই আমাদের সনাতন তত্ত্বের উপদেশ দান করুন কারণ, আপনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ । ১১½

তখন ভগবান্ নারদ সেই ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—বিপ্রগণ ! আমি সেই তত্ত্ব জানি না আমরা সকলে মিলিত হইয়া অন্য কোথাও যাইব । এ জগতে এমন কে বিদ্বান্ আছেন যাহার মধ্যে কোন মোহ নাই এবং সেই অমৃত অমৃততত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ ? ১২-১৩

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণগণ কোন এক অদৃশ্য দেবতার এই বাণী শুনিতে পাইলেন—ব্রাহ্মণগণ ! সনৎকুমারের আশ্রমে যাইয়া তোমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর । তিনি তোমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিবেন । ১৪

সেই সময় বেদরাশির জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাতপোনামক কোন এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই অদৃশ্য দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় আপনি কে, যিনি আমাদের সহিত আলাপ করিতেছেন, কিন্তু আপনাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না ? ১৫

তখন সেই অদৃশ্য আদি মহাত্মা সনৎকুমার গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন—মুনে ! তোমার কর্ণ নাই, মুখ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই এবং পদের পাতাও নাই । ১৮

মুনিগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে করিতে বিদ্বান্ বিদ্যাতপ নিজের বিষয়ে যখন এই সব সত্য দেখিলেন, তখন মনে মনে বিচার করত বলিলেন—ওমে ! আপনি এরূপ কথা কেন বলিতেছেন ? কিন্তু ইহার উত্তর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পুনরায় শুনিতে পাইলেন না । তাঁহারা হাস্য করিতে করিতে আকাশের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিলেন । ১৯-২০

তং পর্বতং সমারুহ্য সদৃঙ্মুখ্যানমাশ্রিতাঃ।
কুমারং দেবমর্ষয়ঃ বেদপারাবিবর্জিতম্ ॥ ১১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে প্রকৃতিস্থঃ মহামুনিম্।
সনৎকুমারঃ ব্রাহ্মেন্দ্র প্রণিপত্য দ্বিজাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩
আগতান্ ভগবানাহ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষঃ
জ্ঞাতং ময়া মুনিগণা বাক্যং তদশরীরিণঃ ॥
কার্যাণাঞ্চ যথাকামং পৃচ্ছধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪
ততব্রুবন প্রাঞ্জলয়ো মহামুনিং
দ্বিজোত্তমং জ্ঞাননিধিং সুনির্মলম্।
কথং বয়ং জ্ঞাননিধিং বরেণ্যং
যজ্ঞামহে বিশ্বরূপং কুমার ॥ ১৫
প্রসীদ নো ভগবন্ জ্ঞানলেশং
মধু প্রয়াতায় সুখায় সন্তঃ।
নং তৎপরং বিশ্বরূপং মহামুনে
তত্র ব্রূহি কিং কুত্র মহানুভাব ॥১৬
স তৈর্বিবৃক্তো ভগবান্ মহাত্মা
নঃ সঙ্গবান্ সত্তাবিৎ তত্ত্বদর্শী
অনেকসাধ্রকলেষু চৈব
প্রসন্নবাক্যৈ শুভাজ্ঞয়া সৎ ॥ ১৭
যথাহ পূর্বং মৃগয়াসু কুশলীরী দ্বিজোত্তমাঃ
তথৈব বাক্যং তৎ সত্যমজানন্তশ্চ কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮

শৃণুধ্বং পরমং কারণমস্তি। স এব সর্বং বিধান বিভেত্তি ন গচ্ছতি কুত্রাহং কস্য নাহং কেন কেনেত্যা-বর্তমানো বিজানাতি ১৯

স মূলতো ব্যাপী। স পৃথক্ স্থিতঃ। তদপরমার্থম্ ।২০
যথা বায়ুরেকঃ সন্ বহুধেরিতঃ যথাবদ্ দ্বিজে

"ইহা ত' অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা" এইরূপ মনে করিয়া সেই সব মুনিশ্রেষ্ঠগণ বল-বল সহ সুবর্ণময় মহাগিরি মেরুপর্ব্বতে সনৎকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১১

সেই পর্ব্বতের উপরে আরূঢ় হইয়া ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করত সেই সব ঋষিগণ পূজনীয় দেব সনৎকুমারকে দর্শন করিলেন, যিনি নিয়তব বেদের পারাবারে অনাসক্ত ছিলেন। ১২

ব্রাহ্মেন্দ্র! একবর্ষ পূর্ণ হইলে পর যখন মহামুনি সনৎকুমার প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন সেইসব ব্রাহ্মণগণ উঁহাকে প্রণাম করত সম্মুখে আসীন হইলেন জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই ভগবান্ সনৎকুমার সেখানে উপস্থিত ঋষিগণকে বলিলেন, মুনিগণ! অদ্য দেবতা যে কথা বলিয়াছিলেন, উহা আমি জ্ঞাত আছি। অতএব আজ আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দান করিব। মুনিবরগণ! আপনারা ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করুন। ১৩-১৪

(ভীষ্ম বলিলেন,) তখন ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিশয় নির্ম্মল জ্ঞাননিধি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহামুনি সনৎকুমারকে বলিলেন—কুমার! আমরা জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের কিভাবে যজ্ঞ করিব? ১৫

ভগবন্! মহামুনে! মহানুভব! আপনারা আমার উপর প্রসন্ন হউন এবং আমাদের জ্ঞানরূপী মধুর অমৃতের দেবনার্থ প্রদান করুন; কারণ, সৎপুরুষগণ নিজের পরমপ্রভুকে সর্ব্বদা শুধু দান করেন এই যে প্রসিদ্ধ বিশ্বরূপ পর উহা কি? উহা আমাকে বলুন। ১৬

তাঁহারা এইভাবে বিশেষ অনুরোধ করিলে পর পরমব্রহ্ম পরমাত্মার আসক্তচিত্ত সত্যদেবী মহাত্মা ভগবান্ সনৎকুমার যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা শ্রবণ কর তিনি বহু সহস্র ঋষির মধ্যভাগে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি শুভ নিবেদনের দ্বারা সত্যস্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বরের এইভাবে প্রতিপাদন আরম্ভ করিলেন। ১৭

সনৎকুমার বলিলেন,—দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদের সকলের মধ্যে পূর্ব্বে অদ্য দেবতা যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কথাও সেইরূপে সত্যই। আপনারা তাঁহাকে না জানিয়াই তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ করিয়াছেন। ১৮

শ্রবণ করুন, সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মা সকলের পরম কারণ। যিনি সেই সর্ব্বস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানেন, তিনি কখনও ভয়ভীত হন না এবং কোথাও গমনও করেন না। আমি কোথায়? কাহার? কাহার নহি? কি কি উপায়ে কার্য্য করি? ইত্যাদি বিচার না করিয়াই তিনি পরমাত্মাকে অনুভব করেন। ১৯

সেই পরমাত্মা মূলে মূলে ব্যাপক। এই জড়াত্মক প্রপঞ্চ হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে তিনি পৃথক্ স্থিত। সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যে কোন জড় বস্তু, তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ২০

যেরূপ বায়ু এক হইয়াও বহুরূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকে,

মৃগে ব্যাঘ্রে চ মনুজে বেশ্মস্ত্রীষ্বো তিষ্ঠতে বায়ু-
রৈক্যঃ আত্মা তথাসৌ পরমাত্মাসাধস্ত ইব ভাতি। ৩১

এবমাত্মা স এব গচ্ছতি সর্বমাত্মা পশ্যন শৃণোতি
ন ক্লিশ্যতি ন ভাষতে ১

চক্ষোঽস্য তঃ মহাত্মানঃ পরিতো দশ রশ্ময়ঃ।
বিনিক্রম্য যথাসূর্যমনুগচ্ছন্তি তঃ প্রভুম্ ॥ ৩

দিনে দিনেঽস্তমভ্যেতি পুনরুদ্গচ্ছতে দিশঃ
তাবুভৌ ন রবৌ চাস্তং তথা বিত্ত শরীরিণম্ ॥ ৩৩

পতিতে বিত্ত বিপ্রেন্দ্র। ভক্ষণে চরণে পরঃ
ঊর্ধ্বমেকস্তথাবস্তাদেকস্তিষ্ঠতি চাপরঃ ॥ ৩৪

হিরণ্যসদনং জ্ঞেয়ং সমেতা পরমং পদম্।
আত্মনা হ্যাত্মদীপঃ ত্বমাত্মনি হ্যাত্মপুরুষম্ ॥৩৬

পক্ষী, মৃগ, ব্যাঘ্র ও মনুষ্যগণের মধ্যে তথা বেশ্মমধ্যে যথাযথরূপে স্থিত হইয়া একই বায়ু ভিন্ন ভিন্নস্বরূপ হইয়া যায় তিনি আত্মা তিনিই পরমাত্মা; কিন্তু তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হন ৩১

এইভাবে সেই আত্মাই পরমাত্মা তিনিই গমন করেন, সেই আত্মাই সকলকে অবলোকন করেন, সকলের কথা শ্রবণ করেন, কিন্তু কোন গন্ধ আঘ্রাণ করেন না এবং সকলের সহিত বাক্যালাপ করেন না। ৩২

সূর্যদেবের চক্ষে সর্বদিকে দশটি দশটি করিয়া কিরণ আছে, যাহারা সেখান হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাত্মা ভগবান্ সূর্যদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে ॥ ৩৩

সূর্যদেব প্রতিদিন অস্ত যান এবং পুনরায় পূর্বদিকে উদিত হন, কিন্তু এই উদয় ও অস্ত দুইটি সূর্যদেবে নাই। এইরূপ শরীরের অন্তর্গত অন্তর্যামিরূপে যে ভগবান্ নারায়ণ বিরাজমান আছেন, তাঁহাকেও সেইরূপ জানিবেন। (তাঁহার মধ্যে সত্তীর ও অসত্তীর ভাব সূর্যদেবের উদয়-অস্তের ন্যায় কল্পিত) ।৩৪

বিপ্রবরগণ! আপনারা পতিত হইতে হইতে, গমনাগমনে ও পান-ভক্ষণ প্রভৃতি কার্যের সময়, উপর-নিম্ন প্রভৃতি দেশ ও দিকে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণ সর্বত্র বিরাজমান আছেন— এরূপ অনুভব করুন ॥ ৩৫

তাঁহার দিব্য সুবর্ণময় ধামকেই পরমপদ বলিয়া জানিবেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। তিনি স্বয়ংই

সঙ্কিত্য সঙ্কিতঃ পূর্বং ভ্রময়ন্ বর্ততে ভ্রমন্।
লোচস্তিমানীব জ্ঞানাতি ন গৃহ্ণতি ন হীয়তে ॥ ৩৭

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনঃ
সদা মনীষা পশ্যতি রূপমস্য
ইত্যাহে যস্ত মন্ত্রেণ যজমানো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৮

নৈব ধর্মী ন চাধর্মী ন্যস্তাভীতো বিমৎসরঃ
জ্ঞানতৃপ্তঃ সুখং শেতে ত্যক্তাত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯

এবমেষ জগৎসৃষ্টিং কুরুতে মায়য়া প্রভুঃ
ন জানাতি বিমূঢ়াত্মা কারণজ্ঞানমস্য তু ॥ ৪০

দ্রাতা স্রষ্টা তথা মন্তা বোদ্ধা দৃষ্টান্ স এব সঃ।
কো বিদ্বান্ পরমাত্মানমনন্তং লোকভাবনম্ ॥

গচ্ছত শঙ্কাং ময়া প্রোক্তং গচ্ছধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ। ৪১

নিত্যের প্রকাশক এবং স্বয়ংই নিত্যের অবিনাশী আত্মা ॥ ৩৬

যেরূপ ভ্রমর প্রথমে গুঞ্জন করিয়া থাকে, তারপর পুষ্পের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ দেহাভিমানীর ন্যায় হইয়া লোকসংগ্রহের জন্য সমস্ত বিষয় অনুভব করেন, কিন্তু তিনি কখনও মোহে পতিত হন না এবং ক্ষীণ হইয়াও যান ৩৭

কোনও ব্যক্তিই সেই পরমাত্মাকে নিজের চক্ষুতে দেখিতে সমর্থ হয় না। অন্তঃকরণে স্থিত নির্মল বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার রূপ জ্ঞানী পুরুষ দর্শন করেন। সেই পরমাত্মাকে মন্ত্র দ্বারা যজন করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ দ্বিজ তাঁহার যজন করেন ॥ ৩৮

সেই অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা ধর্মীও নন ও অধর্মীও নন। তিনি দ্বন্দ্বসমূহের অতীত এবং ঈর্ষা-দ্বেষশূন্য। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, তিনিই জ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥৩৯

এই ভগবান্ নিজ মায়ার দ্বারা জগতের সৃষ্টি করেন। যাহার হৃদয় মোহে আচ্ছন্ন, সেই ব্যক্তিই নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারে না ॥৪০

তিনি ধ্যান, দর্শন, মনন ও দৃষ্টা বস্তুসমূহের জ্ঞাতা-দ্রষ্টা-কারক। সমস্ত জগতের উৎপত্তিকারী সেই অনন্ত পরমাত্মাকে কোন্ ব্যক্তি জানিতে সমর্থ হয়? মুনিবরগণ! যতদূর পর্যন্ত বলা যায়, আমি ততদূর পর্যন্তই ইহার স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। অতঃপর আপনারা যথাস্থানে গমন করুন ॥ ৪১

ভীষ্ম উবাচ।

এবং প্রণম্য বিপ্রেন্দ্রা জ্ঞানসাগরসম্ভবম্
সনৎকুমারং সম্প্রাপ্য জগ্মুস্তে রুচিরং পুনঃ ॥ ৪১
তস্মাৎ ত্বমপি কৌন্তেয় জ্ঞানযোগপরো ভব
জ্ঞানমেব মহারাজ সর্বদুঃখবিনাশনম্ ॥ ৪২
ইদং মহাদুঃখসমাকরাণাং
নৃণাং পরিত্রাণবিনিমিত্তং পুরা।
পুরাণপুংসা ঋষিণা মহাত্মনা
মহামুনীনাং প্রবরেণ তদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদিদং কর্ম লোকেঽস্মিন্ শুভং বা যদি বাশুভম্
পুরুষং যোজয়ত্যেষ ফলযোগেন ভারত ॥ ১
কর্তাস্তি তস্য পুরুষ উতাহো নেতি সংশয়ঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং তত্ত্বেন বক্তুং শ্রোতুং পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩
অসক্তং ধৃতপাপ্মানং কৃতে জাতং বহুশ্রুতম্।
অন্তর্হৃদয়সঞ্চারং সম্বন্ধং সময়ে রতম্ ॥ ৪
তুলানিন্দাস্তুতিং ধীরং শূন্যাগারনিবাসিনম্
চরাচরাণাং ভূতানাং বিদিতপ্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৫
অক্রুধ্যন্তমসন্তুষ্যন্তমপ্রিয়েষু প্রিয়েষু চ।
কাঞ্চনে চাথ লোষ্টে বা উভয়োঃ সমদর্শনম্ ॥ ৬
আত্মনি প্রেত্যথ জ্ঞানে ধীরং নিশ্চিতনিশ্চয়ম্
পরাবরজ্ঞং ভূতানাং সর্বজ্ঞং সমদর্শনম্ ॥ ৭
(তত্ত্বং ভাগবতং নিত্যং নারায়ণপরায়ণম্
ধ্যায়ন্তং পরমাত্মানং হিরণ্যকশিপোঃ সুতম্ ॥)
শক্রঃ প্রহ্লাদমাসীনমেকান্তে সংযতেন্দ্রিয়ম্
বৃত্রুৎসমানস্তৎপ্রজ্ঞামভিগম্যেদমব্রবীৎ ॥ ৮
সৈঃ কশ্চিৎ সম্মতো লোকে গুণৈঃ স্যাৎ পুরুষো নৃপ
ভবতানপগান্ সর্বাংস্তান গুণান্ ব্রূহি কথং হ্যে ॥ ৯
অথ তে লক্ষ্যতে বুদ্ধিঃ সমা বালজনৈরিহ
আত্মানং মন্যমানঃ সন্ ব্রূহি কিমিহ মন্যসে ॥ ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ জ্ঞানের সমুদ্রের উৎপত্তি-কারণভূত মনোহর আকৃতিবিশিষ্ট সনৎকুমারকে প্রণাম করত তাঁহাকে দর্শন করিবার পর সেই সব মুনিগণ সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪১

মহারাজ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! অতএব তুমিও জ্ঞানযোগের সাধনে তৎপর হও, কারণ, এই জ্ঞানই সমস্ত দুঃখের বিনাশ-কারক ॥ ৪২

যাহারা বহু দুঃখের আকর হইয়া রহিয়াছে, সেইসব মনুষ্যগণের পরিত্রাণের জন্য পূর্বকালে পুরাণপুরুষ মহাত্মা মহামুনিশিরোমণি নারায়ণ ঋষি এই অদ্ভুত জ্ঞান প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ৪৩)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাতঃ! এ জগতে যে শুভ অথবা অশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহা সেই শুভাশুভ কর্মকারী মানুষকে সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগে বাধ্য করে; কিন্তু সত্যই মানুষ তাহার কর্তা কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়; পিতামহ! অতএব আমি আপনার নিকট হইতে ইহার যথার্থ সমাধান শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এ স্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৩

প্রহ্লাদের মনে কোন বিষয়ের প্রতি খানকি ছিলনা। তাঁহার সমস্ত পাপ অপগত হইয়াছিল। তিনি প্রবীণ ও বহুশ্রুত বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার কোনরূপ শঙ্কা বা অহঙ্কার ছিল না। তিনি সর্বদা মনের মধ্যেই পালন করিতেন এবং শুদ্ধ স্বভাবে অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিন্দা ও স্তুতিকে সমান বোধ করিতেন এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিয়া নির্জনে বাস করিতেন। তাঁহার চরাচর প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞান ছিল। তিনি অপ্রিয়প্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ এবং প্রিয়প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না। লোষ্ট (মৃত্তিকার ঢিলা) ও সুবর্ণে তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি আত্মস্বরূপ কল্যাণময় পরমাত্মার ধ্যানে নিয়ত থাকিতেন এবং ধীর ছিলেন। তাঁহার পরমাত্মতত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বজ্ঞ, সম্পূর্ণ প্রাণিগণের প্রতি সমদর্শী এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি ভগবান্ নারায়ণের নিত্য ভক্ত ও তাঁহারই চিন্তায় তৎপর ছিলেন। হিরণ্যকশিপুনন্দন প্রহ্লাদকে নির্জনে বসিয়া পরমাত্মা শ্রীহরির ধ্যান করিতে দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহার বুদ্ধি ও বিচার জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট গমন করত এইরূপ বলিলেন। ৪-৮

দৈত্যরাজ! জগতে যে সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া যে কোন পুরুষ সম্মানিত হইতে পারে, সেই সমস্ত গুণ আপনার মধ্যে স্থিরভাবে আছে, ইহা আমি দেখিতে পাইতেছি। ৯

আপনার বুদ্ধি বালকগণের ন্যায় রাগ-দ্বেষ যুক্ত দেখিতেছি।

যতঃ পাপৈশ্চ্যুতঃ স্থানাদ্ দ্বিষতাং বশমাগতঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃ প্রহ্লাদ শোচিতব্যো ন শোচসি ॥ ১১
প্রজ্ঞালাভাৎ তু দৈত্যেন্দ্র উত্তাসো বৃত্তিমত্তয়া।
প্রহ্লাদ দুষ্করূপোঽসি পশ্যন্ ব্যসনমাত্মনঃ ॥ ১২
ইতি সঞ্চোদিতস্তেন ধীরো নিশ্চিত্তনিশ্চয়ঃ।
উবাচ প্রশ্রয়া বাচা স্বাং প্রজ্ঞামনুবর্ণয়ন ॥ ১৩

প্রহ্লাদ উবাচ

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ভূতানাং যো ন বুধ্যতে
তস্য তন্ত্রো ভবেদ্ বালস্তাভ্যাং তন্ত্রোঽনুপস্কৃতঃ ॥১৪
স্বভাবাৎ সম্প্রবর্তন্তে নিবর্তন্তে তথৈব চ
সর্বে ভাবাস্তথাভাবাঃ পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ॥ ১৫
পুরুষার্থস্য চাভাবে নাস্তি কশ্চিচ্চ কারকঃ।
স্বয়ং ন কুর্বতস্তস্য ক্বাপি মানো ভবেদিহ ॥ ১৬
যস্তু কর্তারমাত্মানং মন্যতে সাধ্বসাধু বা।
তস্য দোষবতী প্রজ্ঞা তত্ত্বমুক্তেতি যে মতিঃ ॥ ১৭
যদি স্যাৎ পুরুষঃ কর্তা শক্রাস্মাদ্রোচসে ধ্রুবম্।
আরভ্যারভ্য সিদ্ধ্যর্থং ত্বং তাত পরা ভবেৎ ॥ ১৮
অনিষ্টস্য হি নিবৃত্তিরনিবৃত্তিঃ প্রিয়স্য চ।
লক্ষ্যতে যত্নবানাং পুরুষার্থস্তত: কৃতঃ ॥ ১৯
অনিষ্টস্যাভিনির্বৃত্তিরনিষ্টস্যানিবৃত্তিরেব চ।
অপ্রযত্নেন পশ্যন্তঃ কেষাঞ্চিৎ তৎস্বভাবতঃ ॥ ২০
প্রবৃত্তিরূপতন্ত্রাঃ কেচিদ্ ধৃষ্যন্তে বুদ্ধিমত্তয়া:
বিরূপেভ্যোঽল্পবুদ্ধিভ্যো লিপ্সমানা ধনাগমম্ ॥ ২১
স্বভাবপ্রেরিতাঃ সর্বে নিবিশন্তে গুণা যথা।
শুভাশুভাস্তথা তত্র কস্য কিং মানকারণম্ ॥ ২২
স্বভাবাদেব তৎসর্বমিতি যে নিশ্চিতা মতিঃ
আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞা বা যস্য নাস্তি ততোঽন্যথা ॥ ২৩
কর্মজং ত্বিহ মন্যন্তে ফলযোগং শুভাশুভম্
কর্মণাং বিষয়ং কৃৎস্নমহং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ২৪

আপনি আত্মাকে অকর্তৃক করিতেছেন, সেই কারণে আপনার এই অবস্থা আসিয়াছে। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জগতে আপনি কাহার আত্মজ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন? ১০

আপনি শাসনমন্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ, নিজ রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট এবং শত্রুগণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনি শ্রীভ্রষ্ট রাজলক্ষ্মী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রহ্লাদ! আপনি এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতিতে পতিত হইলেও শোক করিতেছেন না? ১১

প্রহ্লাদ! আপনি নিজের উপর সঙ্কট পতিত দেখিয়াও নিশ্চিন্ত কিভাবে আছেন? দৈত্যরাজ! আপনার এই অবস্থা আসিয়াছে আত্মজ্ঞান অথবা ধৈর্যের কারণে? ১২

ইন্দ্র এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর পরমাত্মতত্ত্বকে নিশ্চিত রূপে জানা ধীবুদ্ধি প্রহ্লাদ নিজের জ্ঞান বর্ণনা করিতে করিতে মধুর ভাষায় বলিলেন। ১৩

প্রহ্লাদ বলিলেন,—দেবরাজ! যে ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না, তাহার এই অবিবেকবশতঃ দুঃখ (অজ্ঞতা বা মোহ) আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহার কখনও মোহ হয় না। ১৪

সর্বপ্রকার ভাব ও অভাব স্বভাবতই যাতায়াত করে তাহার জন্য কোন ব্যক্তিকে চেষ্টা করিতে হয় না। ১৫

পুরুষ প্রযত্ন না করিলে কোন পুরুষই কর্তা হইতে পারে না, কিন্তু স্বয়ং কিছু না করিয়াও এজগতে কর্তৃত্বের অভিমান তাহার হইতে থাকে। ১৬

যে ব্যক্তি নিজেকে ভাল বা অন্যায় কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে, তাহার বুদ্ধি দোষযুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞান-রহিত- ইহাই আমার অভিমত। ১৭

ইন্দ্র! যদি পুরুষই কর্তা হয়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু করে, তাহার সমস্ত কার্য অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহার নিজ প্রযত্নে কখনও পরাভব প্রাপ্তি হয় না। ১৮

কিন্তু দেখা যায়, ইষ্টসিদ্ধির জন্য প্রযত্নকারী মানুষ অনিষ্ট লাভ করে এবং ইষ্টসিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হয়, অতএব পুরুষার্থের প্রধানতা কোথায়? ১৯

কত প্রাণী প্রযত্ন না করিয়াই অনিষ্ট করিয়া থাকে এবং ইষ্ট নিবৃত্তি হইয়া থাকে- ইহা আমরা দেখিতে পাই। এই কার্য স্বভাবতই হইয়া থাকে। ২০

অল্পবুদ্ধি মনুষ্য ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষও কৃপণ এবং অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের নিকট হইতে ধনলাভের আশা করে- ইহা দেখা যায়। ২১

যখন শুভ ও অশুভ সকল প্রকারের গুণ স্বভাবেই প্রেরণা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের সেইসবের উপর অভিমানের কারণ কি? ২২

আমার ত' এই নিশ্চিত ধারণা যে, স্বভাবতই সবকিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির ইহার বিপরীত নহে। ২৩

যেসকল শুভ বা অশুভ ফলপ্রাপ্তি হয়, সেসকল মানুষ কর্মকেই উহার কারণ বলিয়া মনে করে; অতএব আমি তোমার

যথা বেদয়তে কশ্চিদোদনং রাধসো হ্রদম্ ।
এবং সর্বাণি কর্মাণি স্বভাবস্যৈব লক্ষণম্ ॥ ১৫

বিকারানেব যো বেদ ন বেদ প্রকৃতিং পরাম্
তস্য তন্ত্রো ভবেদ্ বালো ব্যক্তি তন্ত্রোঽনুপশ্যতঃ ॥ ১৬

স্বভাবজ্ঞাবিনো ভাবান্ সর্বানেবেহ নিশ্চয়াৎ ।
বুধ্যমানস্য দর্পো বা মানো বা কিং করিষ্যতি ॥ ১৭

বেদ ধর্মবিধিং কৃৎস্নং কৃতানাং চাপ্যনিত্যতাম্ ।
তস্মাদ্ধরে ন শোচামি সর্বং জ্ঞেয়েদমন্তবৎ ॥ ১৮

নির্মমো নিরহঙ্কারো নিরাশীর্মুক্তবন্ধনঃ
শব্দো ব্যপেতঃ পশ্যামি কৃতানাং প্রতিবাপাহৌ ॥ ১৯

কৃতপ্রজস্য দান্তস্য বিমুক্তস্য নিরাশিষঃ
নাবাসো বিদ্যতে শক্র পশ্যতো লোকমব্যয়ম্ ॥ ২০

প্রকৃতৌ চ বিকারে চ ন মে প্রীতির্ন চ দ্বিষে
দ্বেষ্টারক্ষ ন পশ্যামি যো মামদ্য ময়ান্বিতে ॥ ২১

নোর্ধ্বং নাবাঙ্ ন তির্যক্ চ ন চ কিঞ্চিদ্ধরে কামযে

নি জ্ঞেয়ে ন বিজ্ঞানে ন জ্ঞানে কশ্চ বিদ্যতে ॥ ২২

শক্র উবাচ ।

দৌনৈষা লভ্যতে প্রজ্ঞা যেন শান্তিরবাপ্যতে ।
প্রব্রূহি তমুপায়ং মে সম্যক্ প্রহ্লাদ পৃচ্ছতঃ ॥ ২৩

প্রহ্লাদ উবাচ

আর্জবেনাপ্রমাদেন প্রসাদেনাত্মবত্তয়া
বৃদ্ধতন্ত্রময়া শক্র পুরুষো লভতে মহৎ ॥ ২৪

স্বভাবাল্লভতে প্রজ্ঞাং শান্তিমেতি স্বভাবতঃ
স্বভাবাদেব তৎ সর্বং যৎ কিঞ্চিদনুপশ্যসি ॥ ২৫

ইত্যুক্তো দৈত্যপতিনা শক্রো বিস্ময়মাগমৎ
প্রীতিমাংশ্চ তদা রাজংস্তস্যাসীৎ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ২৬

স তদাভাষ্য দৈতেয়ং ত্রৈলোক্যাধিপতীশ্বরঃ
অনুজ্ঞেয়মুপাদায় জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শক্রপ্রহ্লাদসংবাদো নাম
দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

নিকট সেই কর্মের বিষয়ই এখন পূর্ণরূপে বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর । ১৪

যেরূপ কোন ব্যক্তি কোন স্থলে পতিত হইয়া উত্থান করিবার সময় 'হা কা' শব্দ করত অন্য সমস্ত ব্যক্তিকেও জানাইয়া দেয় যে, এস্থানে অন্ন রহিয়াছে, সেইরূপ সমস্ত কর্ম নিজের স্বভাবকেই জানাইয়া থাকে । ১৫

যে ব্যক্তি বিকারসকলকে (কার্যসকলকে) জানে, কিন্তু তাহাদের পরম প্রকৃতিকে (স্বভাবকে) জানে না, তাহার সেই অবিবেকবশতঃ মোহ বা অভিমান হয় । যে ব্যক্তি এই বিষয় যথাযথভাবে জানিয়া থাকে, তাহার মোহ হয় না । ১৬

সমস্ত ভাব স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বিষয় যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে, তাহাকে দর্প ও অভিমান কি করিতে পারে ? ১৭

ইন্দ্র ! আমি বেদের সকল বিধি এবং কৃতসমূহের অনিত্যতা জানি, সেইজন্য 'এ সমস্তই নাশবান্' ইহা বুঝিয়া কাহারও জন্য শোক করি না । ১৮

মমতা, অহঙ্কার ও কামনাসমূহশূন্য এবং সর্বপ্রকার বন্ধন রহিত হইয়া আমি প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং বিনাশ সর্বদা অবলোকন করিতেছি । ১৯

ইন্দ্র ! আমি তন্ত্র, বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়দিগকে নিজের অধীনস্থ করিয়া রাখিয়াছি, সেইজন্য আমার কোনবিষয়ে অনুরাগ নাই এবং দ্বেষও নাই । আমি কাহাকেও নিজের বিদ্বেষী বলিয়া মনে করি না এবং কাহাকেও নিজের আত্মীয় বলিয়াও মনে করি না । ২১

ইন্দ্র ! আমি ঊর্ধ্ব (স্বর্গ), নিম্ন (পাতাল) ও মধ্যলোক (মর্ত্যলোক)—এসকলও কখনও কামনা করি না । জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যেও আমার পক্ষে কোন কর্মের আবশ্যক নাই । ২২

ইন্দ্র বলিলেন,—প্রহ্লাদ ! যে উপায়ের দ্বারা এরূপ বুদ্ধি ও এতাদৃশী শান্তিলাভ করা যায়, উহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি উহা আমাকে বিশেষভাবে বলুন । ২৩

প্রহ্লাদ বলিলেন, -ইন্দ্র ! সরলতা, সাবধানতা, বুদ্ধির নির্মলতা, চিত্তের স্থৈর্য এবং বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করিলে মানুষে পরম পদ লাভ হয় । ২৪

এই সব গুণকে অবলম্বন করিলে পর স্বভাবতই জ্ঞানলাভ করা যায়, স্বভাবতই শান্তিপ্রাপ্তি হয় এবং যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ, এই সমস্ত স্বভাবতই লাভ করা যায় । ২৫

রাজন্ ! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইলেন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সকল বাক্যের প্রশংসা করিলেন । ২৬

কেবল ইহাই নহে, ত্রিভুবনাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় দৈত্য ও অসুরগণের রাজা প্রহ্লাদকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ নিবাসস্থান স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন । ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ইন্দ্র প্রহ্লাদের সংবাদবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্র-বলিসংবাদঃ—ইন্দ্রসাক্ষেপপূর্ণবাক্যোত্তরূপেণ বলেঃ কঠোরভাষণদানম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

যথা বুদ্ধা মহীপালো ভ্রষ্টশ্রীর্বিচরেদ্মহীম্।
কালদণ্ডবিনির্দিষ্টস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
বাসবস্য চ সংবাদং বলেশ্চৈরোচনস্য চ ॥ ২
পিতামহমুপাসন্না প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ
সর্বানেবাসুরান্ জিত্বা বলিঃ পপ্রচ্ছ বাসবম্ ॥ ৩
যদা স্ম দদতো বিত্তং ন কদাচন হীয়তে
তং বলিং নাধিগচ্ছামি ব্রহ্মন্নাচক্ষ্ব মে বলিম্ ॥ ৪
স বায়ুর্বরুণশ্চৈব স রবিঃ স চ চন্দ্রমাঃ
সোঽগ্নিস্তপতি ভূতানি জলঞ্চ স ভবত্যুত ॥ ৫
তং বলিং নাধিগচ্ছামি ব্রহ্মন্নাচক্ষ্ব মে বলিম্
স এব হ্যন্তমস্যন্তে স স্ম বিভোত্যন্তে দিশঃ ॥ ৬
স বর্ষতি স্ম বর্ষাণি যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং বলিং নাধিগচ্ছামি ব্রহ্মন্নাচক্ষ্ব মে বলিম্ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

নৈতৎ তে সাধু মঘবন্ যদেনমনুপৃচ্ছসি।
পৃষ্টস্ত নানৃতং ব্রূয়াৎ তস্মাদ্ বক্ষ্যামি তে বলিম্ ॥ ৮
উদ্ভৃষ্টেষু সদি বা গোষু খরেষ্বথ বা পুনঃ
বরিষ্ঠো ভবিতা তস্তুঃ শূন্যাগারে শচীপতে ॥ ৯

শক্র উবাচ।

যদি স্ম বলিনা ব্রহ্মন্ শূন্যাগারে সমেয়িবান্
হন্যামেনং ন বা হন্যাং তন্ ব্রহ্মন্ননুশাধি মাম্ ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ।

মা স্ম শক্র বলিং হিংসীর্ন বালবধমর্হতি
ন্যায়স্থ শক্র প্রহ্রীষ্যন্নয়া বাসব কাম্যয়া ॥ ১১

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

[ইন্দ্র-বলির সংবাদ—ব্রহ্মের আক্ষেপমূলক বাক্যের উত্তরে বলির কঠোর ভাষণদান

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে নৃপতি রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং কালদণ্ডের দ্বারা পিষ্ট হইয়া গিয়াছেন, তিনি কোন্ বৃত্তিতে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন, তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ বিরোচনপুত্র বলি ও ইন্দ্রের সংবাদরূপী এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

এক সময় ইন্দ্র সমস্ত অসুরগণকে জয় করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! বলি কোথায় আছেন? ৩

ব্রহ্মন্! দান করিবার সময় যাঁহার ধনভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হইত না, সেই রাজা বলিকে আমি অন্বেষণ করিয়াও পাইতেছি না। আপনি আমাকে বলির সন্ধান বলুন। ৪

সেই রাজা বলিই বায়ু হইয়া বিচরণ করেন, অনল হইয়া দহন করেন, সূর্য ও চন্দ্র হইয়া প্রকাশ করেন, অগ্নি হইয়া সমস্ত প্রাণীদিগকে তাপিত করেন কিংবা জল হইয়া সমস্ত প্রাণীর পিপাসা শান্ত করেন? সেই বলিকে আমি কোথাও পাইতেছি না। ব্রহ্মন্! আপনি সেই বলির সন্ধান আমাকে বলুন। ৫-৬½

তিনিই যথাসময়ে অনলস ভাবে বহুসহস্রদিকে বেগোপযোগী হইতেছেন, তিনি অন্তগমন করেন এবং তিনিই উদয় করেন। ব্রহ্মন্! সেই বলিকে আমি অন্বেষণ করিয়াও পাইতেছি না। আপনি আমাকে রাজা বলির সন্ধান বলুন। ৬-৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! ইহা তোমার পক্ষে ভাল কথা নহে যে, তুমি আমার নিকট বলির সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছ? জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, সেজন্য আমি তোমাকে বলির সন্ধান বলিব। ৮

শচীপতে! কোন শূন্য গৃহে উট, গো, গদভ অথবা অন্য পশুগণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ জীব উপলব্ধ হইয়া থাকে, উহাকে তুমি বলি বলিয়া বুঝিও। ৯

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি কোন নির্জন গৃহে রাজা বলির সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয়, তবে আমি তাহাকে বিনাশ করিব বা বিনাশ করিব না? ইহা আমাকে বলুন। ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র! তুমি বলিকে বধ করিও না; কারণ, বলি বধযোগ্য নহে। বাসব! তুমি তাহাকে ইচ্ছানুসারে তাদৃশোচিত ব্যবহারবিষয়ে প্রশ্ন করিতে পার। ১১

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা মহেন্দ্রঃ পৃথিবীং তদা
চচারৈরাবতস্কন্ধমধিরূঢ়ো শ্রিয়া বৃতঃ ॥১১
ততো দদর্শ স বলিং ঘরবেশেন সংবৃতম্
পথাঽহরন্তং ভগবতা শূন্যাগারকৃতালয়ম্ ॥ ১২

শক্র উবাচ

ঘরযোনিমনুপ্রাপ্তস্তমতক্ষোঽসি দানব
ইয়ং তে যোনিরধমা শোচস্যাত্মো ন শোচসি ॥ ১৩
অদৃষ্টং বত পশ্যামি বিনষ্টাং বলমাগতম্।
শ্রিয়া বিহীনং মিত্রৈশ্চ ভ্রষ্টবীর্যাপরাক্রমম্ ॥ ১৪
সং তদ্ দানসহস্রৈস্তং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
লোকান্ প্রতাপয়ন্ সর্বান্ যাদোগানবিতর্কয়ন্ ॥ ১৫
ত্বমুখাস্তৈব দৈত্যেন্দ্রা বাগ্ভিস্তুংস্তব শাসনে
অকৃষ্টপচ্যা চ মহী তবৈশ্বর্যে বভূব হ ॥ ১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা এরূপ আদেশ করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করত রাজলক্ষ্মীতে সুশোভিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তদনন্তর তিনি ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত বাক্যানুসারে এক শূন্য গৃহে নিবাসকারী রাজা বলিকে দর্শন করিলেন। তখন বলি গর্ভের বেশ ধারণ করত নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১২

ইন্দ্র বলিলেন, দানব! তুমি গর্দভ যোনিতে পতিত হইয়া ক্ষুধা খাইতেছ? এই নীচযোনি তোমার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার জন্য তোমার শোক হইতেছে কি? অথবা শোক হয় না?১৩

আজ তোমার এই অবস্থা দেখিতেছি, যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। তুমি রাজলক্ষ্মীহীন ও ত্রিজগৎ হইতে বঞ্চিত হইয়াছ এবং তোমার বল-পরাক্রমও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৪

পূর্বে তুমি নিজের সহস্র বান্ধব ও সজাতীয় বন্ধুগণের সহিত পরিবৃত হইয়া সকল লোককে তাপদান করিতে এবং দেবতা আমাদিগকে কোন কিছুই গণ্য না করিয়া যাত্রা করিতে ॥ ১৫

সকল দৈত্যগণ তোমার মুখ অবলম্বন করিয়া তোমারই শাসনে থাকিত। তোমার রাজ্যে পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্য উৎপাদন করিতে। কিন্তু আজ তোমার এই সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য তোমার শোক হইতেছে বা শোক হইতেছে না? ১৬

যে সময় তুমি সমুদ্রের পূর্ব তীরে বিবিধ ভোগসমূহ আস্বাদন

ইদঞ্চ তেঽন্ধ্র যাদসঃ শোচস্যাহো ন শোচসি
যদাতিষ্ঠঃ সমুদ্রস্য পূর্বকূলে বিলোলিহন ॥ ১৮
জ্ঞাতীন্ বিভজতো বিত্তং তদাসীৎ তে মনঃ কথম্
সং তে সহস্রসমিতা নানাভূদেবযোনয়ঃ ॥
বহূনি বরপূগানি বিহারে দীপাতঃ শ্রিয়া
সর্বাঃ পুষ্করমালিন্যঃ সর্বাঃ কাঞ্চনসন্নিভাঃ ॥ ২০
কথঞ্চন্ত তদা চৈব মনস্তে দানবেশ্বর
ছত্রং তদাসীৎ সুমহৎ সৌবর্ণং রত্নভূষিতম্
নানাভূতত্র গন্ধর্বাঃ পট্টং সহস্রাণি সপ্তধা
গৃণন্তস্তাসীৎ সুমহান্ যজতঃ সর্বকামদঃ ॥ ২১
যত্রাধদঃ সহস্রাণি অযুতানাং শতানি চ
অনন্তরং সহস্রেণ তদাসীদ্ দৈত্যা কা মতিঃ ॥ ২২
যদা চ পৃথিবীং সর্বাং যজমানোঽনুপথাগাঃ।
শয্যাক্ষেপেণ বিধিনা তদাসীৎ কিং নু তে হৃদি ॥ ২৪

করিতে করিতে যাগ করিতেছিলে এবং নিজে জ্ঞাতি ভ্রাতাদের মধ্যে ধনবিভাগ করিতেছিলে, সেই সময় তোমার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল? ১৮

তুমি যখন রাজলক্ষ্মীতে সুশোভিত হইয়া বিহার করিতে করিতে সমর অতিবাহিত করিতে। সেই সময় স্বর্ণমণ্ডিত কান্তিমতী পদ্মমালায় অলঙ্কৃতা সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা তোমার সম্মুখে নৃত্য করিত। দানবরাজ! সেই দিন তোমার মনে কিরূপ অবস্থা ছিল, আর আজ তোমার মনের অবস্থা কিরূপ? ১৯-২০॥

এক সময় ছিল, যখন তোমার উপর স্বর্ণনির্মিত বিশাল ছত্র দৃষ্টিগোচর হত থাকিত, এবং ছয় হাজার গন্ধর্ব সপ্ত স্বরে গান করিতে করিতে তোমার সম্মুখে নিজেদের কৃতাকলা প্রদর্শন করাইত ॥ ২১॥

যজ্ঞ করিবার সময় তোমার যজ্ঞমণ্ডপের যথাবর্তী বিশাল স্তম্ভ পূর্ণতঃ স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হইত। যে সময় তুমি নিত্যপ্রতি দশ দশ কোটি গো সহস্রবার দান করিতে, তোমারও সেই সময় তোমার মনে কিরূপ ভাব উদয় হইত? ২২-২৩

যখন তুমি শয্যাক্ষেপের* বিধি অনুসারে সমস্ত পৃথিবী

* শয্যাপাতকে শয্যাক্ষেপ বলে। যাহার নিম্নভাগ অতিশয় স্থূল (মোটা), এরূপ কাষ্ঠখণ্ডকে শয্যা বলে। যখন তাহাকে কোন বলবান্ পুরুষ উত্থিত করিয়া সবলে নিক্ষেপ করেন, তখন যতদূরে গিয়া সেই শয্যা পতিত হয়, তাবৎ স্থানের মধ্যভাগ স্থলকে অর্থাৎ যেখান হইতে নিক্ষেপ করা হয় ও যেখানে পতিত হয় এই উভয়ের মধ্যভাগ স্থানকে শয্যাক্ষেপ বলে।

ন তে পশ্যামি তূণীরং ন ছত্রং বাজনে ন চ।
ব্রহ্মদত্তাঞ্চ তে মালাং ন পশ্যামি পুরন্দর ॥ ২৫

(ভীষ্ম উবাচ

ততঃ প্রহস্য স বলির্বাসবেন সমীরিতম্
নিশম্য ভাবগম্ভীরং সুররাজমথাব্রবীৎ ॥

বলিরুবাচ

অহো হি তব বালিশ্যমিহ দেবগণাধিপ।
অযুক্তং দেবরাজস্য তব কষ্টমিদং বচঃ ॥)

ন ত্বং পশ্যসি তূণীরং ন ছত্রং বাজনে ন চ
ব্রহ্মদত্তাঞ্চ মে মালাং ন ত্বং দ্রক্ষ্যসি বাসব ॥ ২৮

তথাত্মানং বিহিতানি ত্বং সর্ব রত্নানি পৃচ্ছসি
যদা মে ভবিতা কালস্তদা ত্বং তানি দ্রক্ষ্যসি ॥ ২৯

ন ত্বেতদনুরূপং তে যশসো বা কুলস্য চ
সমৃদ্ধার্থোঽসমৃদ্ধার্থং যন্মাং কথিতুমিচ্ছসি ॥ ৩৮

ন হি দুঃখেষু শোচন্তে ন প্রহৃষ্যন্তি চর্দ্ধিষু।
কৃতপ্রজ্ঞা জ্ঞানতৃপ্তাঃ কাশ্যাঃ সন্তো মনীষিণঃ ॥ ৩৯

ত্বং তু প্রাকৃতয়া বুদ্ধ্যা পুরন্দর বিকত্থসে।
যদাত্মমিব ভাবী ত্বমস্তদা নৈবং বদিষ্যসি ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বলিবাসবসংবাদে নাম
ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৩

পরিক্ষয় করিয়াছিলে, সেই সময় তোমার মনে কিরূপ উৎসাহ বিদ্যমান ছিল ? ২৬

অমররাজ ! এখন ত' আমি তোমার নিকট না তূণীর, না ছত্র ও না চামর দেখিতেছি এবং ব্রহ্মার প্রদত্ত দিব্য মালাও তোমার কণ্ঠে দেখিতে পাইতেছি না। ২৭

(ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্রের কথিত এই ভাবগম্ভীর বাক্য শ্রবণ করত রাজা বলি হাস্য করিয়া দেবরাজকে এইরূপ বলিলেন।

বলি বলিলেন,—দেবগণাধিপ ! এস্থানে তুমি যে মূর্খতা দেখাইলে, উহা আমার পক্ষে আশ্চর্যজনক তুমি দেবগণের রাজা, সুতরাং এইভাবে অপরের কটূক্তিযুক্ত বাক্য বলা তোমার যোগ্য নহে।)

ইন্দ্র ! এই সময় তুমি আমার স্বর্ণের তূণীর দেখিতে পাইতেছ না, এইরূপ আমার না ছত্র এবং না চামর তুমি দেখিতে পাইতেছ, আর ব্রহ্মার প্রদত্ত দিব্য মালাও তুমি আমার কণ্ঠে দেখিতে পাইতেছ না ? ২৮

তুমি আমার যে সব রত্নের কথা বলিতেছ, সেই সমস্তই ওহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি যখন আমার পক্ষে উত্তম সময় আসিবে, তখন তুমি পুনরায় সেই সব দেখিতে পাইবে। ২৯

এই সময় তুমি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছ এবং আমার সমৃদ্ধি অপহৃত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তুমি আমার নিকট আসিয়া নিজের প্রশংসায় বর্ণনা করিতে অভিলাষী হইয়াছ, ইহা তোমার কুল ও যশের অনুরূপ নহে। ৩৮

যাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ ও জ্ঞানে তৃপ্ত, সেই কাশীশ মনীষী সৎপুরুষগণ দুঃখে পতিত হইয়া শোক করেন না এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া হর্ষে উৎফুল্ল হন না। ৩৯

পুরন্দর ! তুমি নিজের অল্পবুদ্ধির জন্য আমার নিকট নিজের আত্মপ্রশংসা করিতেছ। যখন আমার ন্যায় অবস্থা তোমার হইবে, তখন আর এরূপ কথা বলিতে পারিবে না। ৩০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বলি ও ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[বলীন্দ্রয়োঃ সংবাদঃ, বলিনা কালস্য প্রবলতাপ্রতিপাদনপূর্ব্বকমিন্দ্রস্য তিরস্কারশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

পুনরেব তু তং শক্রঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং প্রব্যাহারায় ভারত ॥ ১

শক্র উবাচ।

যৎ যত্ দানসহস্রেণ জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ
লোকান্ প্রভাপয়ন্ সর্বান্ যাজ্ঞয়ানবিতর্কয়ন্ ॥ ২
দৃষ্ট্বা সুকৃপণাং চেমামবস্থামাত্মনো বলে।
জ্ঞাতি-মিত্রপরিত্যক্তঃ শোচস্যাহো ন শোচসি ॥ ৩
প্রীতিঃ প্রাপ্যাকুলাং পূর্বং লোকাংশ্চাত্মবশে স্থিতান্
বিনিপাতমিমং বাল্যাৎ শোচস্যাহো ন শোচসি ॥ ৪

বলিরুবাচ

অনিত্যমুপলক্ষ্যেহ কালপর্য্যায়ধর্মতঃ
তস্মাদ্ধক্র ন শোচামি সর্ব্বং হ্যেবেদমস্তবৎ ॥ ৫

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[বলি ও ইন্দ্রের সংবাদ, বলিকর্ত্তৃক কালের প্রবলতা পাদন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে তিরস্কার।

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! সেই সময় বলি সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন এই অবস্থায় ইন্দ্র তাঁহাকে দিয়া তত্ত্বকথা বলাইবার জন্য বাক্যসহকারে পুনরায় এই কথা বলিলেন

ইন্দ্র বলিলেন,—দৈত্যরাজ বলি! পূর্ব্বে তুমি যে সহস্র যাজ্ঞ ও জ্ঞাতি ভ্রাতাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমস্ত লোককে সন্তাপিত করিতে এবং দেবগণকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই যাজ্ঞা করিতে। কিন্তু আজ বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তুমি যে নিজের এই অত্যন্ত দীন দশা দেখিতেছ, ইহাতে তোমার মনে কোন শোক হইতেছে কিংবা কোন শোক হইতেছে না? ১-৩

পূর্ব্বকালে তুমি সমস্ত লোকসকলকে নিজের অধীনে প্রাপ্ত হইয়া অতুলনীয় প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলে কিন্তু এই সময়ে রাজ্য হারাতে তোমার এতাদৃশ ঘোর পতন হইয়াছে, এই সব চিন্তা করত তুমি মনে শোক করিতেছ কিংবা শোক করিতেছ না? ৪

বলি বলিলেন,—ইন্দ্র! কালচক্র স্বভাবতই পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহার দ্বারা এখানকার প্রত্যেক বস্তুকে আমি অনিত্য মনে করি, সেইজন্য আমি কখনও শোক করি না কারণ, এই সমগ্র জগৎ অস্থায়ী ইহে দেহা ভূতানাঞ্চ সুরাধিপ
তেন শক্র ন শোচামি নাপরাধাদিহ ময় ॥ ৬
জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাতৈরেব সহ জায়তে
উতে সহ বিবর্ধেতে উতে সহ বিনশ্যতঃ ॥ ৭
ন হীদৃশমহং ভাবমগমং প্রাপ্য কেবলম্
যদেবমভিজানামি কা ব্যথা মে বিজানতঃ ॥ ৮
ভূতানাং নিধনং নিষ্ঠা প্রোক্তমাদিব সাগরঃ।
নৈতৎ সমাগ্ বিজানন্তো নরা মুহ্যন্তি বজ্রভৃৎ ॥ ৯
যে ত্বেবং নাভিজানন্তি রজোমোহপরায়ণাঃ
তে কৃচ্ছ্রং প্রাপ্য সীদন্তি বুদ্ধির্যেষাং প্রণশ্যতি ॥ ১০
বুদ্ধিলাভাৎ তু সুক্রম্য সর্বং ভবতি নির্বিষম্
বিনাপ্যা লভতে সত্ত্বং সত্ত্বস্থঃ সম্প্রসীদতি ॥ ১১

বিনাশশীল ॥ ৫

হেবেধর্ম্ম! প্রাণিগণের এই সম্পূর্ণ শরীর অস্থায়ী সেইজন্য আমি কখনও শোক করি না এই সমস্তের শরীরও আমার কোন অপরাধের দ্বারা প্রাপ্ত হই নাই (আমি ইহাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি) ॥ ৬

জীবন ও শরীর উভয়ই জন্মের সহিতই উৎপন্ন হয়, এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হয় এবং এক সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭

আমি এই পর্যন্ত শরীরকে প্রাপ্ত হইয়াও বিবশ হই নাই। যখন আমি এইরূপ দেহের অনিত্যতা এবং আত্মার অমরতা জানি, তখন ইহা জানিয়া আমার কিভাবে মনোব্যথা হইবে? ৮

মহাত্মা ইন্দ্র! যেরূপ জলের প্রবাহের অন্তিম আশ্রয় সমুদ্র, সেই প্রবাহী সকল প্রাণীর অন্তিম গতি মৃত্যু। যে ব্যক্তি এই বিষয়ক উত্তমরূপে জানেন, তিনি কখনও মোহে পতিত হন না ॥ ৯

যে ব্যক্তি রজোগুণ (কাম-ক্রোধ) এবং মোহের বশীভূত হইয়া এই বিষয় ভালভাবে জানিতে পারে না এবং যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইলে পর দুঃখী হইয়া থাকে ॥ ১০

যাহার সদ্‌বুদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সেই বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন। পাপহীন হইলে পর তাঁহার

তত্তশ্চ যে নিষতন্তে জায়ন্তে বা পুনঃ পুনঃ।
কৃপণাঃ পরিতপ্যন্তে স্তৈরর্থৈরভিচোদিতাঃ ॥ ১১
অর্থসিদ্ধিমনর্থঞ্চ জীবিতং মরণং তথা
সুখদুঃখফলে চৈব ন ষেমি ন চ কাময়ে ॥ ১৩
হন্তাং হন্তি হতো হ্যেষ যো নরো হন্তি কঞ্চন।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো যশ্চ হন্যশ্চ যঃ ॥ ১৪
হন্তা ক্রিয়া চ মঘবন্ যঃ কশ্চিৎ পুরুষায়তে।
অকর্তা হ্যেষ ভবতি কর্তা হ্যেষ করোতি তৎ ॥ ১৫
কো হি লোকস্য কুরুতে বিনাশপ্রভবাবুভৌ
কৃতং হি তৎ কৃতেনৈব কর্তা তস্যাপি চাপরঃ ॥ ১৬
পৃথিবী জ্যোতিরাকাশমাপো বায়ুশ্চ পঞ্চমঃ
এতদ্যোনীনি ভূতানি তত্র কা পরিবেদনা ॥ ১৭
মহাবিত্তোঽল্পবিত্তশ্চ বলবান্ দুর্বলশ্চ যঃ।
দর্শনীয়ো বিরূপশ্চ সুভগো দুর্ভগশ্চ যঃ ॥ ১৮
সর্বঃ কালঃ সমাদত্তে গম্ভীরঃ ক্ষেন তেজসা
তস্মিন কালবশং প্রাপ্তে কা বাধা মে বিজানতঃ ॥ ১৯
দদ্যমেবাদ্যদয়তি কৃতমেবানুতিষ্ঠতে।
নশ্যতে নষ্টমেবাগ্রে লভ্যং লভতে নরঃ ॥ ২০
নাসা দীপঃ কৃতঃ পারো নাবায়ঃ সম্প্রদৃশ্যতে
নান্তমসা প্রপশ্যামি বিধেদিষ্যন্ চিন্তয়ন্ ॥ ২১
যদি মে পশ্যতঃ কালো ভূতানি ন বিনাশয়েৎ
সায়ং হ্যেষ দিবং চ ক্রোশন্নৈষ্যে শচীপতে ॥ ২২
দুষ্প্রভঃ ত্বং মাং জ্ঞাত্বা প্রবিবিক্তজনে গৃহে
বিস্রব্ধঃ গর্ভভং রূপমাগতা পরিগর্হসে ॥ ২৩
ইচ্ছয়াহং বিকুর্বাণঃ হি রূপাণি বহুধাঽহমীদৃশঃ।
বিভীষয়ানি নারীক্ষ্য পলায়েথাস্তথৈব মে ॥ ২৪

সকলে লাভ করে এবং সকলকে অবজ্ঞান করতে সেই সাত্ত্বিক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। ১১

মন্দবুদ্ধি মানুষ সকলকে হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সে বারংবার এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে এবং রজোগুণজনিত কাম, ক্রোধাদি দোষসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সদা সন্তপ্ত হইতে থাকে। ১২

আমি অর্থসিদ্ধি, জীবন ও সুখময় ফলের বাসনা করি না এবং অনর্থ, মৃত্যু ও দুঃখময় ফলকে দ্বেষও করি না। ১৩

যে মানুষ আমাকেও হত্যা করে, বাস্তবে সে কিন্তু নিজেই মৃত হইতে হইতে মৃত ব্যক্তিকেই নিহত করিয়া থাকে। যে হত্যা করে এবং যে হত হয়, ইহারা উভয়েই আত্মাকে জানে না। (কারণ, আত্মা কাহার কর্তাও নয় এবং কর্তাও নয়)। ১৪

মঘবন্! যে কোন ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিয়া বা জয় করিয়া নিজের পৌরুষের গর্ব করে, বাস্তবে কিন্তু সেই পুরুষার্থের সে কর্তা নহে, কারণ, জগতে যিনি কর্তা, সেই পরমাত্মাই এই কর্মেরও কর্তা। ১৫

সমস্তজগতের সংহার ও সৃষ্টি—এই দুই কর্ম, কোন ব্যক্তি করে? এই সমস্ত প্রাণিগণের কর্মফলের দ্বারাই কৃত হয়, আর তাহার প্রযোজকও অন্য কেহই (ঈশ্বরই) হইয়া থাকেন। ১৬

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ইহারাই সমস্ত প্রাণিগণের দেহের কারণ, অতএব তাহাদের জন্য শোক এবং বিলাপের আবশ্যকতা কি আছে? ১৭

কেহ অতিশয় বিদ্বান্ বা অল্প বিদ্যাসম্পন্নও হয়, বলবান্ বা দুর্বল, সুন্দর কিংবা কুরূপ, সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগ্যযুক্তও হয়, তাহাদিগকেও সময় নিজের তেজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব এই সময়ে কালের অধীন হইয়া যাইতে দেখিয়া জগতের কল্যাণস্বরূপতাসম্বন্ধে আমার মনোবাধা কিরূপে হইবে? ১৮-১৯

যে কালের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে অগ্নি জ্বলিত হয়। যাহাকে কাল পূর্বেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কোন অপর ব্যক্তির দ্বারা নিহত হয়। যারা পূর্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাই কোন ব্যক্তির দ্বারাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং যাহার প্রাপ্তি পূর্বেই নিশ্চিত আছে, ইহাকেই মানুষ হস্তগত করিয়া থাকে। ২০

আমি বহু চিন্তা করিয়াও দিয়া বিধাতা কালের অন্ত দেখিতে পাই নাই। সমুদ্রের ন্যায় সেই কালের কোন দ্বীপও নাই, সুতরাং উহার আর পার কোথা হইতে হইবে? তাঁহার পরপার কখনও দেখা যায় না। ২১

শচীপতে! যদি কাল আমার সাক্ষাতেই সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ না করেন, তবে আমার হর্ষ হইত, নিজের শক্তির উপর গর্ব হইত এবং ক্রুর কালের উপর আমার ক্রোধও হইত। ২২

এই নির্জন গৃহে গর্ভের রূপ ধারণ করত আমাকে দুঃখ দিতে জানিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ এবং আমার নিন্দা করিতেছ। ২৩

আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে এরূপ বহু ভয়ানক রূপ ধারণ করিতে পারি, যাহাদিগকে দেখিয়া তুমি আমার নিকট হইতে দূরে পলাইয়া যাইবে। ২৪

কালঃ সর্বং সমাদত্তে কালঃ সর্বং প্রযচ্ছতি।
কালেন বিহিতং সর্বং মা কৃথাঃ শক্র পৌরুষম্ ॥ ২৫
পুরা সর্বং প্রবাধিতং ময়ি ক্রুদ্ধে পুরন্দর
অহৈষি ত্বদ্য লোকস্য ধর্মং শক্র সনাতনম্ ॥ ২৬
ব্রহ্মপোবমবেক্ষস্ব মাঽহমেনা বিমন্যুঃ গমঃ।
প্রভবশ্চ প্রভাবশ্চ নাস্তমস্তঃ কদাচন ॥ ২৭
কৌমারমেব তে চিত্তং তথৈবাদ্য যথা পুরা।
সমবেক্ষস্ব মঘবন্ বুদ্ধিঃ বিদ্যস্ব নৈষ্ঠিকীম্ ॥ ২৮
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরো গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ।
আসন্ সর্বে মম বশে তৎ সর্বং বেত্থ বাসব ॥ ২৯
নমস্তুভ্যং বিশেষ্টপাস্ত যস্যাং বৈরোচনো বলিঃ।
ইতি মামভাপদ্যন্ত বুদ্ধিমাৎসর্যমোহিতাঃ ॥ ৩০
নাহং তদনুশোচামি নাস্মদ্রংশং শচীপতে।

এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধি শান্তিষ্ঠাম্যহং বশে ॥ ৩১
দৃশ্যতে হি কুলে জাতো দর্শনীয়ঃ প্রভাবান্
দুঃখং জীবন্ সহামাত্যো ভবিতব্যং হি তৎ তথা ॥৩২
দৌহৃদেনস্তথা মূঢ়ো দুর্জাতঃ শক্র দৃশ্যতে
সুখং জীবন্ সহামাত্যো ভবিতব্যং হি তৎ তথা ॥৩৩
কল্যাণী রূপসম্পন্না দুর্ভগা শক্র দৃশ্যতে।
অলক্ষণা বিরূপা চ সুভগা দৃশ্যতে পরা ॥ ৩৪
নৈতদস্মৎকৃতং শক্র নৈতদ্ধক্র ত্বয়া কৃতম্
সং ত্বয়েবংগতো যস্মিন্ যচ্চাপোবংগতা বয়ম্ ॥ ৩৫
ন কর্ম ভবিতাপোতৎ কৃতঃ মম শতক্রতো
ঋদ্ধির্বাপাথবা নদ্ধিঃ পর্যায়কৃতমেব তৎ ॥ ৩৬
পশ্যামি ত্বাং বিরাজন্তং দেবরাজমবস্থিতম্।
শ্রীমন্তং দ্যুতিমন্তঞ্চ গর্জমানং ময়োপরি ॥ ৩৭

ইন্দ্র। কালই সকলকে গ্রহণ করেন, কালই সব কিছুই দান করেন এবং কালই সব কিছুই করিয়া থাকেন, অতএব নিজের পুরুষার্থের গর্ব করিও না। ২৫

পুরন্দর। (শত্রুনগর বিদীর্ণকারী ইন্দ্র।) পূর্বকালে আমি কুপিত হইয়া উঠিলে সম্পূর্ণ জগৎ বাধিত হইয়া উঠিত এই লোকের কখনও বৃদ্ধি হয় আবার কখনও হ্রাস হয় ইহাই তাহার সনাতন স্বভাব ইন্দ্র। এই বিষয়কে আমি ভালভাবে জানি। ২৬

তুমিও জগৎকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে থাক নিজের মনে বিস্মিত হইও না। প্রভুত্ব ও প্রভাব নিজের অধীনে কখনও থাকে না। ২৭

তোমার চিত্ত এখন বালকের ন্যায়। উহা যেরূপ পূর্বে ছিল, এখনও সেইরূপই আছে মঘবন্। এই কথার দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং নৈষ্ঠিক বুদ্ধি লাভ কর। ২৮

বাসব। একদিন দেবতা, মনুষ্য, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসকুল— এ সমস্তই আমার অধীনে ছিল। সেই সব কিছুই তুমি জান। ২৯

আমার শত্রুরা নিজেদের বুদ্ধিদোষে মোহিত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করত এই কথা বলিয়াছিল যে, 'বিরোচন-পুত্র বলি যে দিকে অবস্থান করে, সেই দিক্‌কেও আমরা প্রণাম করি। ৩০

শচীপতে। আমার এই পতনের জন্য আমার শোক হইতেছে না, আমার বুদ্ধির এরূপই নিশ্চয় আছে যে, আমি সর্বদা সকলের বশীভূত। ৩১

এক উচ্চকুলে উৎপন্ন দর্শনীয় এবং প্রভাবশালী পুরুষ নিজের মন্ত্রিগণের সহিত দুঃখ সহকারে জীবনযাপন করিতেছে—ইহাও দেখা যায়, কারণ, ইহাই তাহার ভবিতব্য ছিল। ৩২

ইন্দ্র। এক নীচকুলে উৎপন্ন মূঢ় মনুষ্য যাহার জন্ম দুরাচারী পুরুষ হইতে হইয়াছে, সে নিজের মন্ত্রি বর্গগণের সহিত সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাহার ভবিতব্যই বলিতে হইবে। ৩৩

শক্র। এক কল্যাণময় আচার বিচারপরায়ণা সুকুলবতী যুবতীকে বিধবা হইতে দেখা যায় এবং অন্য এক কুলক্ষণা ও কুরূপা স্ত্রীকে সৌভাগ্যবতী হইতে দেখা যায় ৩৪

বজ্রধারী ইন্দ্র। আজ যে তুমি এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছ এবং আমরা যে এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, ইহা তোমরা কর নাই ও আমরাও করি নাই। ৩৫

শতক্রতো। এই সময় আমি এই পরিস্থিতিতে পতিত হইয়াছি এবং যে কর্মের দ্বারা আমার এই গতি হইয়াছে, তৎসমস্তই আমি করি নাই। সমৃদ্ধি ও নির্ধনতা প্রারব্ধানুসারে বারে বারে সকলের নিকট আসিয়া থাকে। ৩৬

আমি দেখিতেছি, তুমি বর্তমানে দেবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, নিজের কান্তিমান্ ও তেজস্বী স্বরূপে বিরাজ করিতেছ এবং আমার প্রতি বারংবার গর্জন করিতেছ ॥ ৩৭

এবং নৈব ন চেৎ কালো মমাক্রম্য স্থিতো ভবেৎ
পাতয়েয়মহং বাণৈ সবজ্রমপি মুষ্টিনা ॥ ৩৮
ন তু বিক্রমকালোঽয়ং শান্তিকালোঽয়মাগতঃ।
কালঃ স্থাপয়তে সর্বং কালঃ পচতি বৈ তথা ॥ ৩৯
ময়া চেদ্ভাগতঃ কালো দানবেশ্বরপূজিতম্
গর্জন্তঃ প্রস্তপস্তুঙ্ক কমন্তঃ নাগমিষ্যতি ॥ ৪০
দ্বাদশানাং তু ভবতামাদিত্যানাং মহাত্মনাম্
তেজাংসোকেন সর্বেষাং দেবরাজ হৃতানি মে ॥ ৪১
অহমেবোদ্বহাম্যাপো বিসৃজামি চ বাসব
তপামি চৈব ত্রৈলোক্যং বিদ্যোতামাহমেব চ ॥ ৪২
সংরক্ষামি বিলুম্পামি দদামাহমথাদদে
স যজ্ঞামি নিয়জ্ঞামি লোকেষু প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৪৩
তদস্য বিনিবৃত্তঃ মে প্রভুত্বমমরাধিপ

কিন্তু যদি এই সময় এইভাবে কাল আমার উপর আক্রমণ করত আমার উপর আধিপত্য না করিতেন, তবে আমি বজ্রদ্বারা করিয়া থাকিলেও তোমাকে কেবল মুষ্টির আঘাতে করত ভূতলে পাতিত করিতাম। ৩৮

কিন্তু এখন আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নহে, বরং শান্ত হইয়া থাকিবার সময় আসিয়াছে। কালই সকলকে বিভিন্ন অবস্থায় স্থাপিত করিয়া সকলকে পালন করেন এবং কাল সব কিছুই পাক করিয়া (ক্ষীণ করিয়া) থাকেন। ৩৯

একদিন আমি দানবেশ্বরগণকর্তৃক পূজিত ছিলাম এবং আমিও গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে নিজের প্রতাপ বিস্তৃত করিতাম। যখন আমার উপরেও কালের আক্রমণ হইয়াছে, তখন অন্য কাহার উপর তিনি আক্রমণ না করিবেন? ৪০

দেবরাজ! তোমরা যাহারা আমার মহত্ত্ব আদিত্য বলিয়া কথিত হও, সেই সব তোমাদের তেজ আমি একাকী হরণ করিয়াছিলাম। ৪১

বাসব! আমি সূর্য হইয়া নিজের কিরণাবলীর দ্বারা পৃথিবীর জল উপরে উত্থিত করি এবং মেঘ হইয়া উহা পরে বর্ষণ করি। আমিই ত্রিলোকতে তাপিত করি ও বিদ্যুৎ হইয়া চতুর্দিক্ প্রকাশ করিয়া থাকি। ৪২

আমি প্রজাগণকে রক্ষা করিতেছিলাম, দস্যুগণের নিকট হইতে ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিতাম, আমি সদা দান করিতাম এবং আমি সম্পূর্ণ লোকসকলের শাসক ও প্রভু হইয়া সকলকে সংযত করিয়া রাখিতাম। ৪৩

কালসৈন্যাবগাঢ়ানা সর্বং ন প্রতিভাতি মে ॥ ৪৪
নাহং কর্তা ন চৈব ত্বং নান্যঃ কর্তা শচীপতে।
পর্যায়েণ হি ভূতানি লোকাঃ শক্র যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫
মাসমাদায় বৈ স্নানমঘোরাত্রাভিসংবৃতম্
ঋতুস্বাং বর্ষমুখমায়ুর্বৈ সিদ্ধা জনাঃ ॥ ৪৬
আহুঃ সর্বমিদং চিন্ত্যং জনাঃ কেচিন্মনীষিণঃ।
অন্যাঃ পঞ্চেন চিন্তায়াঃ পূর্বোক্তাশ্চ পক্ষয়া ॥ ৪৭
গম্ভীরং গহনং ব্রহ্ম মহত্তোয়ার্ণবং যথা
অনাদিনিধনং চাক্ষয়ং ক্ষয়মেব চ ॥ ৪৮
সত্ত্বেষু লিঙ্গমাবেশ্য নিলিঙ্গমপি তৎ স্বয়ম্।
মন্যন্তে ধ্রুবমেবৈনং যে জনাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪৯
কৃতানাং তু বিপর্যাসং কুরুতে ভগবানিতি
ন হেতাবদ্ ভবেদ্ ধর্মা ন যস্মাৎ প্রভবেৎ পুনঃ ॥ ৫০

অমরেশ্বর! আজ আমার এই প্রভুত্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কালের সৈন্যের দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি, অতএব আমার এই সব ঐশ্বর্য এখন প্রকাশিত হইতেছে না। ৪৪

শচীপতি ইন্দ্র! আমি কর্তা নহি, তুমিও কর্তা নও এবং অন্য কোন ব্যক্তি কর্তা নহে। কাল বারে বারে নিজের ইচ্ছানুসারে সমস্ত লোকসকলকে উপভোগ করেন। ৪৫

বেদজ্ঞ পুরুষগণ বলেন, মাস ও পক্ষ কালের আবাস (শরীর) দিন ও রাত্রি তাঁহার আবরণ (বস্ত্র)। ঋতুসকল বাহু (মন-ইন্দ্রিয়) এবং বর্ষ তাঁহার মুখ। সেই কাল হইলেন আয়ুস্বরূপ। ৪৬

বহু বিদ্বান নিজেদের বুদ্ধিবলে বলেন এই সব কিছুই কাল-সংজ্ঞক ব্রহ্ম ইহাকে এইরূপেই চিন্তা করিতে হয়। এই চিন্তার ব্যাপারে পূর্বোক্ত পক্ষ বিষয় হইয়াছে আমি পূর্বোক্ত পক্ষ হইতে বিশিষ্ট কালকে জানি। ৪৭

এই কালরূপ ব্রহ্ম অনন্ত জলে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর ও গহন। তাঁহার কোনও আদি এবং অন্ত নাই। তাঁহাকেই ক্ষয় ও অক্ষয়ও বলা হয়। ৪৮

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে ইহা মনে করেন যে, সেই কালরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং নিরাকার হইয়াও সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে জীবের প্রবেশ করাইয়া থাকেন। ৪৯

ভগবান্ কালই সমস্ত প্রাণিগণের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেন। কোনও ব্যক্তি তাঁহার এই মাহাত্ম্যকে বুঝিতে সমর্থ হয় না। কালের মহিমায় পরাজিত মানুষ কিছুই করিতে পারে না। ৫০

গতিং হি সর্বভূতানামগম্যা ক গমিষ্যতি
যো যাবতা ন হাতব্যস্তিষ্ঠন্নপি স হীয়তে ॥ ৫১
তমিন্দ্রিয়াণি সর্বাণি নানুপশ্যন্তি পঞ্চধা
আহুশ্চৈনং কেচিদগ্নিং কেচিদাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫২
ঋতূন্ মাসার্ধমাসাংশ্চ দিবসাংশ্চ ক্ষণাংস্তথা।
পূর্বাহ্ণমপরাহ্ণং চ মধ্যাহ্নমপি চাপরে ॥ ৫৩
মুহূর্তমপি চৈবাহুরেকং সন্তমনেকধা
তং কালমিতি জানীহি যস্য সর্বমিদং বশে ॥ ৫৪
বহূনীন্দ্রসহস্রাণি সমতীতানি বাসব।
বলবীর্যোপপন্নানি যথৈব ত্বং শচীপতে ॥ ৫৫
ত্বামপ্যতিবলং শক্র দেবরাজং বলোৎকটম্।
গ্রাসে কালে মহাবীর্যাঃ কালঃ সংশমিষ্যতি ॥ ৫৬

দেবরাজ! সমস্ত প্রাণিগণের গতি যে কাল, তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া তুমি কোথায় যাইবে? যাহার পলাইয়া গিয়াও উহাকে ত্যাগ করিতে পারে না—তাঁহা হইতে দূরে যাইতে সমর্থ হয় না এবং ধৈর্যবান না হইয়াও তাঁহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় মাস, পক্ষ, ঋতু, বর্ষ ও আদি এই পঞ্চ ভেদযুক্ত কালকে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। বহু ব্রাহ্মণ এই দেবতাকে অগ্নি বলেন, আবার কেহ বলেন—ইনি প্রজাপতি ॥ ৫১-৫২

অপরে এই কালকে ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, ক্ষণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও মধ্যাহ্নও বলিয়া থাকেন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ইহাকে মুহূর্তও বলেন। ইনি এক হইয়া বহুপ্রকারে কল্পিত হন ইন্দ্র! তুমি সেই কালকে এইরূপে জান এই সমগ্র জগৎ তাঁহার অধীন ॥ ৫৩-৫৪

শচীপতি ইন্দ্র! যেরূপ তুমি বল পরাক্রমসম্পন্ন, সেইরূপ বল পরাক্রমসম্পন্ন বহু সহস্র ইন্দ্র সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ৫৫

শক্র! তুমি নিজেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও উৎকট বলযুক্ত দেবরাজ বলিয়া মনে কর কিন্তু সময় আসিলে এই মহাপরাক্রম

ন ইন্দ্রঃ সর্বমাদত্তে তস্মাচ্ছক্র স্থিরো ভব
ময়া ত্বয়া চ পূর্বৈশ্চ ন স শক্যোঽতিবর্তিতুম্ ॥ ৫৭
যামেতাং প্রাপ্য জানীষে রাজশ্রিয়মনুত্তমাম্
স্থিতা মহীতি তস্যিষ্যা নৈষা হ্যেকত্র তিষ্ঠতি ॥ ৫৮
স্থিতা চৈত্র সহস্রেষু ত্রিষ্বিশিষ্টতমেষ্বিয়ম্
ত্যক্ত লোলা পরিত্যজ্য ত্বামগাদ্ বিবুধাধিপ ॥ ৫৯
নৈবং শক্র পুনঃ কার্যীঃ শান্তো ভবিতুমর্হসি
ত্বামপ্যেবিধং জ্ঞাত্বা ক্ষিপ্রমন্যং গমিষ্যতি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বলিবাসবসংবাদে
চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

কাল তোমাকে শান্ত করিয়া দিবেন ॥ ৫৬

ইন্দ্র! সেই কালই সম্পূর্ণ জগৎকে নিজের বশে করিয়া লইয়াছেন, অতএব তুমিও স্থির থাক আমি, তুমি ও আমাদের পূর্বজগণও কালের আক্রমণ করিতে পারি ॥ ৫৭

তুমি যে এই পরম উত্তম রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া মনে করিতেছ যে, ইনি আমার নিকট স্থিরভাবে থাকিবেন, কিন্তু তোমার এই ধারণা মিথ্যা, কারণ, ইনি কোন একস্থানে স্থিরভাবে বহু থাকেন না ॥ ৫৮

ইন্দ্র! এই লক্ষ্মী তোমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সহস্র সহস্র বহু পুরুষের নিকট অবস্থান করিয়াছেন দেবেশ্বর! এই সময় এই চঞ্চলা লক্ষ্মী আমাকেও ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট গিয়াছেন ॥

শক্র! এখন তুমি আর এরূপ অনুচিত কার্য করিও না এখন তোমার শান্ত হওয়া উচিত। তোমাকেও আমার ন্যায় অবস্থাযুক্ত জানিয়া এই রাজলক্ষ্মী অতি শীঘ্র কোন অন্যের নিকট চলিয়া যাইবেন ॥ ৫৯-৬০

শ্রীমন্মহর্ষি দেবব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বলি ও ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক
চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(ইন্দ্র-লক্ষ্ম্যোঃ সংবাদঃ, বলিং ত্যক্ত্বা আগতায়া লক্ষ্ম্যা ইন্দ্রেণ প্রতিষ্ঠা চ

ভীষ্ম উবাচ

শক্রস্তুরথাপশ্যদ্ বলের্দীপ্তাং মহাত্মনঃ
স্বরূপিণীং শরীরাদ্ধি নিষ্ক্রামন্তীং তথা শ্রিয়ম্ ॥১
তাং দৃষ্ট্বা প্রস্থিতাং দীপ্তাং ভগবান্ পাকশাসনঃ
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো বলিং পপ্রচ্ছ বাসবঃ ॥২

শক্র উবাচ ।

বলে কেয়মপক্রান্তা রোচমানা শিখণ্ডিনী
স্বস্তঃ স্থিতা সংকেতুরা দীপ্যমানা স্বতেজসা ॥৩

বলিরুবাচ ।

ন হীমামাসুরীং বেদ্মি ন দৈবীং ন মানুষীম্
স্বয়মেনাং পৃচ্ছ বা মা বা যথেষ্টং কুরু বাসব ॥৪

কা ত্বং বলেরপক্রান্তা রোচমানা শিখণ্ডিনী
অজানতো মমাচক্ষ্ব নামধেয়ং শুচিস্মিতে ॥৫

কা ত্বং তিষ্ঠসি মামেবং দীপ্যমানা স্বতেজসা

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

(ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর সংবাদ এবং বলিকে ত্যাগ করিয়া আসত লক্ষ্মীকে ইন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠা

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর ইন্দ্র দেখিলেন যে, মহাত্মা বলির শরীর হইতে পরম সুন্দরী ও কান্তিমতী লক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়া নির্গতা হইতেছেন । ১

পাকশাসক অত্যন্তবুদ্ধা ভগবান্ ইন্দ্র প্রভাবে প্রকাশিতা সেই লক্ষ্মীকে দেখিয়া তাঁহার নেত্রদ্বয়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । তিনি বলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ২

ইন্দ্র বলিলেন, —বলি ! এই দেদীপ্যমানা কান্তিময়ী কোন্ সুন্দরী তোমার শরীর হইতে নির্গতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন ? ইহার আগমনে তোমার শোভা পাইতেছে এবং ইনি নিজ তেজে উদ্ভাসিতা হইতেছেন । ৩

বলি বলিলেন,—ইন্দ্র ! আমার মতে ইনি অসুরকুলের স্ত্রী নন্, দেবকান্তিরও নন্ এবং কোন মানবীও নন্ । তোমার যদি জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে ইহাকে জিজ্ঞাসা কর অথবা জিজ্ঞাসা না করিতেও পার । তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর । ৪

শক্র বলিলেন,—পবিত্র হাস্যময়ী দেবি ! বলির দেহ হইতে নির্গতা হইয়া অবস্থানরা তুমি কে ? তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার নাম বলিয়া তুমি পবিত্র হাস্য করিয়া নিজ তেজে আমাকে প্রকাশিত করিতে করিতে এই ভাবে দাঁড়াইয়াছ—তুমি কে ? আমার প্রশ্নানুসারে তুমি নিজের পরিচয় দাও । ৫ ৬

লক্ষ্মী বলিলেন, আমাকে বিরোচন জানে না এবং না তাহার পুত্র এই বলি আমাকে জানে । লোকে আমাকে দুঃসহা বলে, আবার কেহ কেহ আমাকে বিধিৎসা নামে জানে । ৭

বাসব ! জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আমাকে তুষ্টি, লক্ষ্মী ও শ্রীরূপে জানিয়া থাকে । শক্র ! তুমি আমাকে জান না এবং সমস্ত দেবগণও আমার বিষয়ে কিছুই জানে না । ৯

লক্ষ্মী বলিলেন, ইন্দ্র ! ধাতা ও বিধাতাও আমাকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু কালেরই আদেশ আমাকে মানিতে হয় । সেই কাল বর্তমানে বলিকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাকে প্রেরিত করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে । ইন্দ্র ! তুমি সেই কালকে অবহেলা করিও না । ১০

ইন্দ্র বলিলেন,—কৌমারিণি দেবি ! তুমি বলিকে কেন ও

মনোরম, তোমার বেশ অতিশয় সুন্দর ; কিন্তু আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না, সেইজন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি আমাকে তোমার নাম বল । শুভে ! দৈত্যরাজ বলিকে ত্যাগ করিয়া নিজ তেজে আমাকে প্রকাশিত করিতে করিতে এই ভাবে দাঁড়াইয়াছ—তুমি কে ? আমার প্রশ্নানুসারে তুমি নিজের পরিচয় দাও । ৫ ৬

লক্ষ্মী বলিলেন, আমাকে বিরোচন জানে না এবং না তাহার পুত্র এই বলি আমাকে জানে । লোকে আমাকে দুঃসহা বলে, আবার কেহ কেহ আমাকে বিধিৎসা নামে জানে । ৭

বাসব ! জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আমাকে তুষ্টি, লক্ষ্মী ও শ্রীরূপে জানিয়া থাকে । শক্র ! তুমি আমাকে জান না এবং সমস্ত দেবগণও আমার বিষয়ে কিছুই জানে না । ৯

লক্ষ্মী বলিলেন, ইন্দ্র ! ধাতা ও বিধাতাও আমাকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু কালেরই আদেশ আমাকে মানিতে হয় । সেই কাল বর্তমানে বলিকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাকে প্রেরিত করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে । ইন্দ্র ! তুমি সেই কালকে অবহেলা করিও না । ১০

ইন্দ্র বলিলেন,—কৌমারিণি দেবি ! তুমি বলিকে কেন ও

শ্রীরুবাচ ।

সত্যো দ্বিতীয়ে দানে চ ব্রতে তপসি চৈব হি
পরাক্রমে চ ধর্মে চ পরাচীনস্ততো বলি: ॥ ১১
ব্রহ্মণ্যোঽয়ং পুরা ভূত্বা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়:
অভ্যসূয়ন্ ব্রাহ্মণানামুচ্ছিষ্টশ্চাস্পৃশদ্ ঘৃতম্ ॥ ১২
যজ্ঞশীল: সদা ভূত্বা যাজয়েদ যজতে স্বয়ম্
প্রোবাচ লোকান্ মুহ্যন্ত্যা কালেনোপনিপীড়িত: ॥ ১৪
অপাকৃতা ততঃ শক্র ত্বয়ি বাৎস্যামি বাসব
অপ্রমত্তেন দার্ঢ্যেন তপসা বিক্রমেণ চ ॥ ১৫

শক্র উবাচ ।

নাস্তি দেবমনুষ্যেষু সর্বভূতেষু বা পুমান্ ।
যস্ত্বামেকো বিষহিতুং শক্রত্বাৎ কমলালয়ে ॥ ১৬

শ্রীরুবাচ ।

নৈব দেবো ন গন্ধর্বো নাসুরো ন চ রাক্ষস: ।
যো মামেকো বিষহিতুং শক্ত: কশ্চিৎ পুরন্দর ॥ ১৭

শক্র উবাচ

তিষ্ঠেথা ময়ি নিত্যং ত্বং যথা তদ্ ব্রূহি মে শুভে
তৎ করিষ্যামি তে ধার্যমুক্ত: তদ্ বক্তুমর্হসি ॥ ১৮

শ্রীরুবাচ

শৃণ্বাম্যহং নিত্যং দেবেন্দ্র সদা ত্বয়ি নিবোধ তৎ ।
বিধিনা বেদদৃষ্টেন চতুর্থং বিদ্ধি মাম্ ॥ ১৯

শক্র উবাচ

অহং বৈ ত্বাং নিধাস্যামি যথাশক্তি যথাবলম্ ।
ন তু মেঽতিক্রম: স্যাদ্ বৈ সদা লক্ষ্মি তবাস্তিকে ॥ ২০
ভূমিরেব মনুষ্যেষু ধারিণী ভূতভাবিনী ।
সা তে পাদং তিতিক্ষেত সমর্থা হীতি মে মতি: ॥ ২১

শ্রীরুবাচ ।

এষ মে নিহিত: পাদো মোহয়ং ভূবো প্রতিষ্ঠিত: ।
দ্বিতীয়ং শক্র পাদং মে তস্মাৎ সুনিহিতং কুরু ॥ ২২

বিসর্জন পরিত্যাগ করিয়াছ? তচ্চিন্তিতে (পবিত্র ঈষৎ হাস্য মুক্তে)। তুমি আমাকে কিভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না, তাহা আমাকে বল ॥ ১১

লক্ষ্মী বলিলেন,—আমি সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্মে নিবাস করি। রাজা বলি এই সমস্ত কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ॥ ১২

সে পূর্বে ব্রাহ্মণের হিতৈষী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিল, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাহার দোষদৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উচ্ছিষ্ট হইতে ঘৃত স্পর্শ করিয়াছে ॥ ১৩

পূর্বে এই বলি সর্বদা যজ্ঞ করিত, কিন্তু পরে সে কাল-পীড়িত ও মোহিতচিত্ত হইয়া সব লোককে স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়াছিল যে, তোমরা সকলে আমারই যজন (পূজা) কর ॥ ১৪

বাসব! এইভাবে এই বলির দ্বারা আমি বিচ্যুত হইয়া এখন তোমার মধ্যে বাস করিব। তুমি সদা সাবধান থাকিয়া তপস্যা ও পরাক্রমের দ্বারা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে ॥ ১৫

ইন্দ্র বলিলেন,—কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য অথবা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কেহ এরূপ পুরুষ নাই, যে একাকী তোমার ভার বহন করিতে পারে ॥ ১৬

লক্ষ্মী বলিলেন,—পুরন্দর! দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষস কেহই একাকী আমার ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না।

ইন্দ্র বলিলেন, বরবর্ণিনি! তুমি যাহাতে আমার নিকট সর্বদা বাস করিতে পার, সেরূপ কোন উপায় আমাকে বল। আমি তোমার আজ্ঞা যথাযথ ভাবে পালন করিয়া যাইব, কারণ, তুমি আমাকে সেই উপায় অবশ্যই বলিবে ॥ ১৮

লক্ষ্মী বলিলেন, দেবেন্দ্র! আমি যে উপায়ের দ্বারা তোমার নিকট সদা নিবাস করিতে পারিব, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। তুমি আমাকে বেদে কথিত বিধি অনুসারে আমাকে চারি ভাগে বিভক্ত কর ॥ ১৯

ইন্দ্র বলিলেন,—লক্ষ্মি! আমি শারীরিক বল ও মানসিক শক্তি অনুসারে তোমাকে ধারণ করিব কিন্তু তোমার নিকটে আমি যেন কখনও পরিত্যক্তা না হই ॥ ২০

আমার এই ধারণা আছে যে, মনুষ্যলোকে সমস্ত ভূতগণের উৎপাদিকা এই পৃথিবীই সকলকে ধারণ করে। সে তোমার পদের ভার সহ্য করিতে পারিবে; কারণ, সে সামর্থ্যশালিনী ॥ ২১

লক্ষ্মী বলিলেন,—ইন্দ্র! আমার এই যে এক পদ আমি পৃথিবীর উপর রাখিয়াছি, উহাকেই আমাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছি। এখন তুমি আমার দ্বিতীয় পদকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর ॥ ২২

শক্র উবাচ

আপ এব মনুষ্যেষু দ্রবন্ত্যঃ পরিচারিণীঃ
তাসে পাদং তিতিক্ষন্ত্যমলমাপস্তিতিক্ষিতুম্ ॥ ২৩

শ্রীরুবাচ

এষ তে নিহিতঃ পাদো যোঽয়মগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতঃ
তৃতীয়ঃ শক্র পাদঃ তে তস্মাৎ সুনিহিতঃ কুরু ॥ ২৪

শক্র উবাচ

যস্মিন্ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ যস্মিন্ দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
তৃতীয়ঃ পাদমস্মিংস্তে সুন্যস্তঃ ধারয়িষ্যতি ॥ ২৫

শ্রীরুবাচ

এষ তে নিহিতঃ পাদো যোঽয়মগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতঃ
চতুর্থঃ শক্র পাদঃ তে তস্মাৎ সুনিহিতঃ কুরু ॥ ২৬

শক্র উবাচ

যে বৈ সন্তো মনুষ্যেষু ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
তে তে পাদং তিতিক্ষন্ত্যমলং সন্তস্তিতিক্ষিতুম্ ॥ ২৭

ইন্দ্র বলিলেন, লক্ষ্মি! মনুষ্যলোকে জলই চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়, অতএব সেই তোমার দ্বিতীয় পদের ভারে সহ্য করিতে পারিবে, কারণ, জলের এই কার্য করিবার পূর্ণ সামর্থ্য আছে ॥ ২৩

লক্ষ্মী বলিলেন,—ইন্দ্র! আচ্ছা, আমি আমার দ্বিতীয় পদ জলের উপর রাখিয়া দিলাম এখন এই দ্বিতীয় পদ জলেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল অতঃপর তুমি আমার তৃতীয় পদকে ভাল ভাবে স্থাপিত কর ॥ ২৪

ইন্দ্র বলিলেন,—দেবি! যাহার মধ্যে বেদ, যজ্ঞ ও সমস্ত দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই অগ্নিদেব তোমার তৃতীয় পদ উত্তমরূপে ধারণ করিবে ॥ ২৫

লক্ষ্মী বলিলেন,—ইন্দ্র! এই তৃতীয় পদ আমি অগ্নিতে স্থাপিত করিলাম। ইহার পর আমার চতুর্থ পদ ভালভাবে স্থাপিত কর ॥ ২৬

ইন্দ্র বলিলেন,—দেবি! মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহারা আপনার চতুর্থ পদ বহন করিবেন, কারণ, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ উহা বহন করিতে সমর্থ ॥ ২৭

লক্ষ্মী বলিলেন, ইন্দ্র! এই আমি আমার চতুর্থ পদ স্থাপিত করিলাম উহা এখন সৎপুরুষগণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপ

শ্রীরুবাচ

এষ তে নিহিতঃ পাদো যোঽয়মগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতঃ।
এবং হি নিহিতাঃ শক্র ভূতেষু পরিবৎস্যে ত্বাম্ ॥ ২৮

শক্র উবাচ।

কৃতানামিহ যো বৈ ত্বাং ময়া বিনিহিতাং সতীম্
উপহন্যাৎ স মে দুষ্কৃতথা সৃগস্তু যে বচঃ ॥ ২৯
ততস্তাক্তঃ শ্রিয়া রাজা দৈত্যানাং বলিরব্রবীৎ।
যাবৎ পুরস্তাৎ প্রতপেৎ তাবদ্ বৈ দক্ষিণাং দিশম্ ॥
পশ্চিমাং তাবদেবাপি তথোদীচীং দিবাকরঃ ॥ ৩০
তথা মধ্যন্দিনে সূর্যো নাস্তমেতি যদা তদা
পুনর্দেবাসুরং যুদ্ধং ভাবি জেষ্যামি বজ্রভৃৎ ॥ ৩১
সর্বলোকান্ যদাঽঽদিত্য একস্থস্তাপয়িষ্যতি।
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে জেষ্যাহং ত্বাং শতক্রতো ॥ ৩২

শক্র উবাচ।

ব্রহ্মণোঽস্মি সমাদিষ্টো ন হন্তব্যো ভবানিতি
তেন তেঽহং বলে বজ্রং ন বিমুঞ্চামি মূর্ধনি ॥ ৩৩

তুমি এখন আমাকে সমস্ত ভূতগণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া সর্বদিকে আমাকে রক্ষা কর ॥ ২৮

ইন্দ্র বলিলেন, দেবি! আমার দ্বারা স্থাপিত তোমাকে সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে যে কেহ নীচ জ্ঞান করিবে, সে আমাকর্তৃক নিহত হইবে এই আমার কথা সকল লোক শ্রবণ কর ॥ ২৯

তদনন্তর লক্ষ্মী কর্তৃক পরিত্যক্ত দৈত্যরাজ বলি বলিলেন,—সূর্য যতকাল পূর্বদিকে প্রকাশিত হইবেন, ততকাল তিনি দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিককেও প্রকাশিত করিবেন ॥ ৩০

যখন সূর্য কেবল মধ্যাহ্নকালেই অবস্থিত থাকিবেন, অন্য চলের দিকে যাইবেন না, সেই সময় পুনরায় দেবাসুরসংগ্রাম আরম্ভ হইবে এবং সেই সময় আমি সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিব ॥ ৩১

শতক্রতো! যখন সূর্য একস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকেই অবস্থান করত নীচের সমস্ত লোককে তাপদান করিবে, সেই সময় দেবাসুর সংগ্রামে আমি অবশ্যই তোমাকে জয় করিব ॥ ৩২

ব্রহ্মা বলিলেন, আমি তোমাকে বধ করিব না, এই জন্য তোমার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিব না ॥ ৩৩

* বৈবস্বত মন্বন্তরকে আট ভাগে বিভক্ত করিলে পর যখন অষ্টম ভাগ বাকী হইতে থাকিবে, তখন পূর্বাদি চারিদিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবেরের চারি পুরী ছিল, উহা নষ্ট

যথেষ্টং গচ্ছ দৈতেন্দ্র যত্র তেঽভিরুচির্মহাসুর
আদিত্যো নৈব তপিতো কদাচিন্মদ্ব্যতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৪
স্থাপিতো হ্যস্ত সময়ঃ পূর্বমেব স্বয়ম্ভুবা
অস্তাং পরিযাতোব সর্বলোকান্ তপন্ প্রভাঃ ॥ ৫৫
অয়নং তস্য মধ্যাহ্নমুত্তরং দক্ষিণং তথা।
যেন যাত্যভি লোকেষু শীতোষ্ণে বিসৃজন্ রবিঃ ॥ ৫৬

ভীষ্ম উবাচ

এবমুক্তস্তু দৈতেয়ো বলিরিন্দ্রেণ ভারত।

ইন্দ্র বলিলেন,—বলি! ব্রহ্মা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, তুমি বলিকে বধ করিও না, সেইজন্য তোমার বধকে আমি আমার বজ্র নিক্ষেপ করিতেছি না। ৫৩

দৈত্যরাজ! তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন কর। মহাসুর! তোমার কল্যাণ হউক। সূর্য কখনও মধ্যাহ্নকালে অবস্থান করত সমস্ত লোককে তাপদান করিবে না। ৫৪

হইয়া যাইবে। সেই সময় কেবল ব্রহ্মলোকেই অবস্থান করত সূর্য নীচের সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিবেন। সেই সময় সাবর্ণিক মন্বন্তর আরম্ভ হইবে। তখন রাজা বলি ইন্দ্র হইবেন। মহাবতি নীলকণ্ঠ তাঁহার ভারতভাবদীপ টীকায় এই কথা বলিয়াছেন।

তস্যাম দক্ষিণামাশামনুসৃতো হ্যু পুরন্দরঃ। ৫৭
ইত্যেতদ্ বলিনা গীতমনুহ্লাদসংজ্ঞিতম্
বাক্যং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ খমেবাভ্যুদ্যযৌ তথা ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শ্রীমন্নিদানো নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫

ব্রহ্মা প্রথমেই তাঁহার জন্য এক সময়াদি স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, অতএব তাঁহার সেই সময়াদি অনুসারে সূর্য সমস্ত লোককে তাপদান করিতে করিতে নিয়মিত পরিভ্রমণ করিবে। ৫৫

তাহার দুইটি পথ, উত্তর ও দক্ষিণ। ছয় মাস উত্তরায়ণ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন। ইহার দ্বারা সূর্যদেব সমস্ত জগতে শীত গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিতে করিতে ভ্রমণ করিবেন। ৫৬

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর দৈত্যরাজ বলি দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র উত্তরদিকে গমন করিলেন। ৫৭

রাজা বলির এই পূর্বোক্ত অনুহ্লাদসংজ্ঞক বাক্য শ্রবণ করত সহস্রলোচন ইন্দ্র পুনরায় আকাশের দিকে উঠিয়া যাইলেন। ৫৮

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শ্রীমন্নিদানোনামক পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(ইন্দ্র-নমুচিসংবাদঃ ।)

ভীষ্ম উবাচ

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
শতক্রতোশ্চ সংবাদং নমুচেশ্চ যুধিষ্ঠির ! । ১
শ্রিয়া বিহীনমাসীনমক্ষোভ্যমিব সাগরম্
ভবাভবজ্ঞঃ কৃতানামিত্যুবাচ পুরন্দরঃ । ২
বন্ধুঃ পাশৈশ্চ্যুতঃ স্থানাদ্ বিদ্রুতাঃ বশমাগতঃ
শ্রিয়া বিহীনো নমুচে শোচস্যাহো ন শোচসি ॥৩

নমুচিরুবাচ ।

অনিবার্যেণ শোকেন শরীরং চোপতপ্যতে
অমিত্রাশ্চ প্রহৃষ্যন্তি শোকে নাস্তি সহায়তা । ৪
তস্মাচ্ছক্র ন শোচামি সখে স্নেহেদমব্রবং ।
সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ । ৫
সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে চায়ুর্ধর্মশ্চৈব সুরেশ্বর

ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ইন্দ্র ও নমুচির সংবাদ বর্ণন

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এ বিষয়ে সিদ্ধ পুরুষগণ ইন্দ্র ও নমুচির সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ।১

পূর্ব্বের এক সময়ের ঘটনা, দৈত্যরাজ নমুচি রাজলক্ষ্মী হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন তথাপি তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ক্ষোভরহিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । কারণ, কালক্রমে আগত প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও পরাভবের তত্ত্ব তিনি জানিতেন । সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন । ২

নমুচে ! তুমি পাশসমূহের দ্বারা বদ্ধ, রাজা হইতে ভ্রষ্ট, শত্রুগণের বশীকৃত এবং ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া বিরাজ । এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া তুমি শোক করিতেছ কিংবা শোক করিতেছ না ? ৩

নমুচি বলিলেন,—দেবরাজ ! যদি শোককে অবলম্বন করা না হয়, তবে তাহার দ্বারা শরীর সন্তপ্ত হইয়া উঠে এবং শত্রুরা প্রসন্ন হয় । শোকের দ্বারা বিপদ দূর করিতে কোন সহায়তা পাওয়া যায় না । ৪

ইন্দ্র ! এইজন্য আমি শোক করিতেছি না ; কারণ, এই সমস্ত দৈবতই বলবান্ । আর সন্তাপ করিলে রূপ নষ্ট হইয়া যায় ; সন্তাপের দ্বারা অঙ্গসাবণ্য নষ্ট হয় এবং সন্তাপ হইতে আয়ু বিনীয় খলু তত্ত্ব দুঃখমাগতং বৈষমন্তজম্ । ৬
জ্ঞাতব্যং মনসা হৃদ্ভঃ কল্যাণং সংবিজানতা ।
যদা যদা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মনঃ
তদা তস্য প্রসিদ্ধন্তি সর্ব্বার্থা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা
সর্ব্বে শরীরং পুরুষং শাসতি শাস্তা ।
তেনানুযুক্তঃ প্রবণাদিবোদকং
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা বহামি ॥ ৮
ভবাভবৌ ভূতিজানন্ গরীয়ো
জ্ঞানাচ্ছ্রেয়ো ন তু তদ্ বৈ করোমি ।
আশাসু যাসু পরাসু কুর্বন্
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা বহামি ॥ ৯
যথা যথান্ত প্রাপ্তব্যং প্রাপ্নোত্যেব তথা তথা
ভবিতব্যং যথা যচ্চ ভবত্যেব তথা তথা ॥১০

ও বলও নষ্ট হইয়া যায় । ৫

অতএব অভিজ্ঞ পুরুষ মনোযোগসহকারে প্রাপ্ত দুঃখ নিবারণ করত মনে মনেই সুখসহিত কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া যাইবেন । ৬

মানুষ যখন যখনই কল্যাণস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট করে, তখন তখনই তাহার সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৭

জগতের শাসক একজনই, অন্য আর দ্বিতীয় কেহ নহে সেই শাসক সমস্ত জীবেরও শাসন করেন, যেরূপ জল নিম্ন স্থান দিয়াই চলিয়া যায়, সেইরূপ সকল প্রাণী শাসকের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট দিকে গমন করিয়া থাকে । সেই ঈশ্বরের যেরূপ প্রেরণা হয়, তদনুসারেই আমিও কার্য্যভার বহন করি । ৮

আমি প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও পরাভব জানি । শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের সহিতও পরিচিত আছি এবং জ্ঞানের দ্বারা কল্যাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এই বিষয়ও আমি জানি, তথাপি উহা সম্পাদন করি না । ইহার বিপরীত বস্তুসমূহ অথবা অর্থযুক্ত আশাসমূহ মনে পোষণ করিয়া যেরূপ অন্তর্যামীর প্রেরণা হয়, তদনুসারেই কার্য্যভার বহন করিতে থাকি । ৯

মানুষের যে বস্তু যেভাবে প্রাপ্তি হইবার হইবে, উহা সেই-ভাবেই তাহার লাভ হইবেই । যে বস্তুর যাদৃশ ভবিতব্যতা আছে, উহা তাহার হইবেই । ১০

যত্র যত্রৈব সংযুক্তো ধাত্রা গর্ভে পুনঃ পুনঃ
তত্র তত্রৈব বসতি ন যত্র স্বয়মিচ্ছতি ॥ ১১
ভাবো যোঽয়মনুপ্রাপ্তো ভবিতব্যমিদং মম
ইতি যস্য সদা ভাবো ন স মুহ্যেৎ কদাচন ॥ ১২
পর্য্যায়ৈর্হ্রসমানানামভিযোক্তা ন বিদ্যতে।
দুঃখমেতৎ তু যদ্ দৃষ্টা কর্তারমিতি মন্যতে ॥ ১৩
ঋষীংশ্চ দেবাংশ্চ মহাসুরাংশ্চ
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাংশ্চ বনে মুনীংশ্চ।
কামাপদো নোপনমন্তি লোকে
পরাবরজ্ঞাস্তু ন সজ্জমন্তি ॥ ১৪
ন পণ্ডিতঃ ক্রুধ্যতি নাভিপদ্যতে
ন চাপি সংসীদতি ন প্রহৃষ্যতি
ন চার্থকৃচ্ছ্রব্যসনেষু শোচতে
স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ ॥ ১৫
যথর্দ্ধিসিদ্ধিঃ পরমা ন মোহয়েৎ
তথৈব কালে ব্যসনং ন মোহয়েৎ
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ তথৈব মধ্যমং
নিসেবতে যঃ স ধুরন্ধরো নরঃ ॥ ১৬
যাং যামবস্থাং পুরুষোঽধিগচ্ছেৎ
তস্যাং রমেতাপরিতপ্যমানঃ
এবং প্রবৃদ্ধঃ প্রণুদন্মনোজ্ঞং
সন্তাপনীয়ং সকলং শরীরাৎ ॥ ১৭
ন তৎসদঃ সৎপরিষৎ সভা চ সা
প্রাপ্য যাং ন ক্রুদ্ধতে সদা ভয়ম্
ধর্ম্মতত্ত্বমসগাহ্য বুদ্ধিমান্
যোঽনুপৈতি স ধুরন্ধরঃ পুমান্ ॥ ১৮
প্রাজ্ঞস্য কর্ম্মাণি দুরন্বয়ানি
ন বৈ প্রাজ্ঞো মুহ্যতি মোহকালে
স্থানাচ্চ তস্মাদ্ব্যসনে মুমোহ গৌতম-
স্তাবৎ কৃচ্ছ্রামাপদঃ প্রাপ্য বৃদ্ধঃ ॥ ১৯

বিধাতা যে যে গর্ভে থাকিবার জন্য জীবকে বারে বারে প্রেরিত করেন, সে জীব সেই গর্ভে বাস করে; কিন্তু সে স্বয়ং যখন যে স্থানে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করে, সে স্থানে থাকিতে পায় না। ১১

আমার যে এই অবস্থা হইয়াছে, ইহাই হইবার ছিল; যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা এই ভাবনা হইবে, সে কখনও মোহে পতিত হয় না। ১২

কালক্রমে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের দ্বারা যে ব্যক্তি আহত হয়, তাহার সেই দুঃখের জন্য অপর কেহ দোষী বা অপরাধী নয়। দুঃখ পাইবার কারণ হইল ইহাই যে, মানুষ বর্ত্তমানে দুঃখের সহিত ভেদ করিয়া নিজেকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। ১৩

ঋষি, দেবতা, মহাসুর, তিন বেদে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্ এবং বনবাসী মুনি—ইহাদের মধ্যে কাহার না সংসারে বিপদ আসে, কিন্তু যাহার মধ্যে সৎ-অসতের বিবেক আছে, তিনি মোহ বা ভ্রমে পতিত হন না। ১৪

বিদ্বান্ পুরুষ কখনও ক্রুদ্ধ হন না, কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, অনিষ্ট প্রাপ্তি হইলে পর দুঃখে ব্যাকুল হইয়া উঠেন না এবং কোন প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হন না। আর্থিক কষ্টের সময় আসিলে পরও তিনি শোকগ্রস্ত হন না, বরং হিমালয়ের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হইয়া অবিচলভাবে অবস্থান করেন। ১৫

ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি যাহাকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে না, সেইরূপ তিনি সঙ্কটে পতিত হইলে কখনও ধৈর্য্য বা বিবেক হারাইয়া ফেলেন না, সুখ, দুঃখ বা সুখ-দুঃখের সমান ভাবের অবস্থাকেও সমানরূপে সেবা করেন, তিনি মহৎ কার্য্যভার বহন করিতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কথিত হন। ১৬

মানুষ যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাতে তাহার সন্তুষ্ট না হইয়া আনন্দ হওয়াই উচিত। এইরূপ সন্তাপজনক বর্দ্ধিত কামকে মানুষ নিজের শরীর ও মন হইতে পূর্ণভাবে নিষ্কাষিত করিয়া দিবে। ১৭

এরূপ কোন সভা নাই, বা আছে সাধু-সৎপুরুষগণের কোন পরিষদ এবং বা আছে কোন জনসমাজ, যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন মানুষ কখনও ভীত না হয়। যে বুদ্ধিমান্ মানুষ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ করত উহাকেই গ্রহণ করেন, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাকে ধুরন্ধর বলা হয়। ১৮

বিদ্বান্ পুরুষগণের সমস্ত কার্য্যই সাধারণ মানুষের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া থাকে। বিদ্বান্ পুরুষ মোহের সময়ও মোহিত হন্ না। যেরূপ বৃদ্ধ গৌতম মুনি অত্যন্ত কষ্টজনক বিষয়ে পতিত ও পদচ্যুত হইয়াও মোহিত হন নাই। ১৯

ন মন্ত্রবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ চ।
ন শীলেন ন বৃত্তেন তথা নৈবার্থসম্পদা
অলভ্যা লভতে মর্ত্যস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১০
যদেবমনুজাস্তস্য ধাতারো বিদধুঃ পুরা
তদেবানুচরিষ্যামি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১১
লব্ধব্যাস্তেব লভতে গন্তব্যাস্তেব গচ্ছতি
প্রাপ্তব্যাস্তেব চাপ্নোতি দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ১২
এতদ্ বিদিত্বা কার্ৎস্ন্যেন যো ন মুহ্যতি মানবঃ।
কুশলী সর্বদুঃখেষু স বৈ সর্বধনো নরঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুশাসনে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৬

যে বস্তু পাওয়া যাইবার নহে, তাহাকে কোন মানুষ যত্ন, বল, পরাক্রম, বুদ্ধি, পুরুষার্থ, শৌর্য, সদাচার ও ধনসম্পত্তির দ্বারাও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহার জন্য শোক করিবার কি আছে? ১০

পূর্বে বিধাতা আমার জন্য যে বিধান রচনা করিয়াছেন, আমি জন্মের পর তাহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি এবং জন্মের পূর্বেও করিয়াছি, সুতরাং মৃত্যু আমার কি করিবে? ১১

মানুষের প্রারব্ধের বিধানানুসারে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই সে পাইয়া থাকে এবং যাহা কিছু সুখ-দুঃখ তাহার প্রাপ্তব্য আছে, উহাই সে লাভ করে ॥১২

এই সব পূর্বাপর জানিয়া যে মানুষ কখনও মোহিত হন না, তিনি সর্বপ্রকার দুঃখেও সুখলাভে থাকেন এবং সব সময় সর্ব ধনে ধনী হন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুক-অনুশাসন সংবাদাত্মক ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্র বলিসংবাদঃ—কাল-প্রারব্ধয়োর্মাহাত্ম্যকথনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ

মন্যসে যদি কৃচ্ছ্রং কিং শ্রেয়ঃ পুরুষস্য হি
ব্রূহি নাথ মহীপাল রাজানাংশ্চাপি সর্বশঃ পুনঃ ॥ ১
ন হি মে পরমো বক্তা লোকেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ
এতদ্ ভবন্তং পৃচ্ছামি তন্মে ব্রূহি মহাদ্যুতে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

পুত্রদারৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিযুক্তস্য ধনেন বা
মন্যসে যদি কৃচ্ছ্রং বৈ বুদ্ধিঃ শ্রেয়স্করী নৃপ ॥ ৩
ধৈর্যেণ যুক্তস্য সতঃ শরীরং ন বিশীর্যতে
বিশেষকৃত্তু সুখং যত্তে যত্তে চারোগ্যমুত্তমম্ ॥ ৪
আরোগ্যাচ্চ শরীরস্য ন পুনর্বিন্দতে শ্রিয়ম্।
যচ্চ প্রাজ্ঞো নরস্যাস্তে সাত্ত্বিকীং বৃত্তিমাস্থিতঃ ॥ ৫
তস্যৈশ্বর্যঞ্চ ধৈর্যঞ্চ ব্যবসায়শ্চ কর্মসু।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৬

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও বলির সংবাদ—কাল ও প্রারব্ধের মহিমা কথন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কৃপাসিন্ধো! যে মানুষ বন্ধু-বান্ধবগণ অথবা রাজ্যের নাশ হইলে পর ঘোর সঙ্কটে পতিত হয়, তাহার কল্যাণের উপায় কি? ভরতশ্রেষ্ঠ! এ সংসারে আপনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ বক্তা, সেইজন্য এই কথা আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির! যাহার স্ত্রী-পুত্র নিহত হইয়াছে, সুখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধন বিনষ্ট হইয়াছে এবং এই সব কারণে যে ব্যক্তি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করাই কল্যাণকর। ৩

কারণ, যে ব্যক্তি ধৈর্যশালী সেই সৎপুরুষের দেহ চিন্তার দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায় না। শোক পরিত্যাগ করিতে পারিলে সুখ লাভ হয় এবং শোক ত্যাগে ও সুখের প্রাপ্তিতে উত্তম আরোগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীরের আরোগ্য প্রাপ্তি হইলে মানুষ পুনরায় ধন-সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪

তাত! যে বুদ্ধিমান্ মানুষ সদা সাত্ত্বিক বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য ও ধৈর্য প্রাপ্তি হয় এবং তিনি সমস্ত কার্যে উদ্যোগশীল হইয়া থাকেন। ৫

যুধিষ্ঠির! সৎপুরুষগণ এ বিষয়ে পুনরায় বলি ও ইন্দ্রের সংবাদ রূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৬

বলি-বাসবসংবাদং পুনরেব যুধিষ্ঠির
বৃত্তে দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্য-দানবসংক্ষয়ে ॥ ৭
বিষ্ণুক্রান্তেষু লোকেষু দেবরাজে শতক্রতৌ
ইজ্যমানেষু দেবেষু চাতুর্বর্ণ্যে ব্যবস্থিতে ॥ ৮
সমুদ্ধদাস্তে ত্রৈলোক্যে প্রীতিযুক্তে স্বয়ম্ভুবি।
ঋষিভির্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যামপি চর্ষিভিঃ ॥ ৯
গন্ধর্বৈর্ভুজগৈশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চাপ্সরসাং গণৈঃ প্রভুঃ
চতুর্দশ্যাং সুদাস্তুষ্ট বারণেন্দ্রং শ্রিয়া বৃতম্
আরুরোহাবতঃ শক্রস্ত্রৈলোক্যমনুসাদয়ন্ ॥
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে কস্মিংশ্চিদ্ গিরিগহ্বরে
বলিং বৈরোচনীং বজ্রী দদর্শোপসসর্প চ ॥ ১১
তমৈরাবতমূর্ধস্থঃ প্রেক্ষ্য দেবগণৈর্বৃতম্
সুরেন্দ্রমিন্দ্রং দৈত্যেন্দ্রো ন শুশোচ ন বিব্যথে ॥ ১২

পূর্বকালে যখন দৈত্যগণ ও দানবগণের সংহারকারী দেবাসুর সংগ্রাম সমাপ্ত হইয়াছিল, বামনরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু নিজের তিন পদের পরিমিত ত্রিলোক যখন তিন পদের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া লইলেন এবং শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র যখন দেবগণের রাজা হইলেন, তখন দেবতাদিগের সর্বদিকে আধিপত্য হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মনুষ্যগণ নিজ নিজ ধর্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনের অভ্যুদয় হইল এবং সকলের সুখ দেখিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৭-১০½

সেই সময়ের কথা, দেবরাজ ইন্দ্র চারিটি সুন্দর দন্তযুক্ত ও দিব্যশোভাসম্পন্ন নিজের ঐরাবত নামক গজরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করত ত্রিভুবনে ভ্রমণ করিবার জন্য নির্গত হইলেন। সেই সময় ত্রিলোকীনাথ ইন্দ্র রুদ্র, বসু, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, নাগ, সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। ১১-১৩

পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি কোন একদিন সমুদ্রের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন এক পর্বতের গুহায় তিনি বিরোচনপুত্র বলিকে দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ইন্দ্র বজ্রহস্তে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১১

দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রকে ঐরাবতের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিয়া দৈত্যরাজ বলির মনে অল্পও শোক বা ব্যথা হইল না। ১২

দৃষ্ট্বা তমবিকারস্থঃ স্থিতস্তং নির্ভয়ং বলিম্।
অধিরূঢ়ো দ্বিপশ্রেষ্ঠমিত্যুবাচ শতক্রতুঃ ॥ ১৩
দৈত্য ন ব্যথসে মৌর্খ্যাদথবা বৃদ্ধসেবয়া।
তপসা ভাবিতত্বাদ্ বা সর্বথৈতৎ সুদুষ্করম্ ॥ ১৪
শক্রস্ত্রির্বিশস্থানাদ্ভ্রষ্টঃ স্থানাদনুত্তমাৎ
বৈরোচনে কিমাশ্রিত্য শোচিতব্যে ন শোচসি ॥ ১৫
জ্যৈষ্ঠ্যং প্রাপ্য পুরা ভ্রাতুর্মহাভোগানুত্তমান্
হৃতস্বরত্নরাজ্যস্ত্বং ব্রূহি কস্মান্ন শোচসি ॥ ১৬
ঈশ্বরো হি পুরা ভূত্বা পিতৃপৈতামহে পদে
তত্রস্থমদ্য হৃতং দৃষ্ট্বা সপত্নৈঃ কিং ন শোচসি ॥ ১৭
বজ্রঞ্চ বাক্যৈঃ পাপৈর্যন্ত্রেণ চ সমাহতঃ।
হৃতদারো হৃতধনো ব্রূহি কস্মান্ন শোচসি ॥ ১৮

তাঁহাকে নির্ভয় ও নির্বিকার হইয়া অবস্থান দেখিয়া শ্রেষ্ঠ গজরাজের উপর আরোহণ করত শতক্রতু ইন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন। ১৩

দৈত্য! নিজের শত্রুর সমৃদ্ধি দেখিয়া তোমার মনে কেন ব্যথা হইতেছে না? মৌর্খ্যবশতঃ অথবা বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া বা তপস্যা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় তোমার শোক হইতেছে না? সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ ধৈর্য ত' সর্বথা পরম দুষ্কর। ১৪

বিরোচনকুমার! তুমি শত্রুগণের বশে পতিত ও উত্তম স্থান (রাজ্য) হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াও তুমি কোন্ বলের আশ্রয় গ্রহণ করত শোক করিতেছ না? ১৫

তুমি নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলে এবং সর্বোত্তম ভোগসকলের উপভোগ করিতেছিলে; কিন্তু এই সময় তোমার রত্ন ও রাজ্য অপহৃত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কেন শোক করিতেছ না বল? পূর্বে তুমি ত' নিজের পিতৃপিতামহের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিন লোকের উপর হইয়াছিলে। এখন সেই রাজ্য তোমার শত্রুরা কাড়িয়া লইয়াছে, ইহা দেখিয়া তুমি শোক করিতেছনা কেন? ১৬-১৭

তুমি বজ্রের পাশে আবদ্ধ হইয়াছ, বজ্রের আঘাতে আহত হইয়াছ এবং স্ত্রী ও ধনসকলও তোমার অপহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে বল, তুমি কি হেতু শোক করিতেছ না? ১৮

নষ্টশ্রীর্বিভবভ্রষ্টো যন্ন শোচসি দুষ্করম্
ত্রৈলোক্যরাজ্যনাশোঽপি কোঽন্যো
জীবিতুমুৎসহেৎ ॥ ১৯
এতচ্ছ্রুত্বা তু পরুষং ক্রব্যাদঃ পরিভূয় তম্
প্রহৃষ্য সুখমাসীনো বলির্বৈরোচনোঽব্রবীৎ ॥ ২০
বলিরুবাচ।
নিগৃহীতে ময়ি ভৃশং শক্র কিং কত্থিতেন তে
বজ্রমুদ্যম্য তিষ্ঠন্তং পশ্যামি ত্বাং পুরন্দর ॥ ২১
অশক্তঃ পূর্বমাসীত্ত্বং কথঞ্চিচ্ছক্রতাং গতঃ।
কথমস্মদ্য ইমাং বাচঃ সুক্রূরাং বক্তুমর্হসি ॥ ২২
বজ্রং শত্রোর্বধস্তস্য শক্তোঽপি কুরুতে দয়াম্
হতপ্রাপ্তস্য বীরস্য তস্মৈব পুরুষং বিদুঃ ॥ ২৩
অনিশ্চয়ো হি যুদ্ধেষু ধ্রুবোবিবদমানয়োঃ

তোমার রাজলক্ষ্মী নষ্ট হইয়া গিয়াছে তুমি বীর্য ধন বৈভব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, ইহাতেও তুমি শোক করিতেছ না কেন? ইহা কিন্তু অন্যের পক্ষে অতিশয় কঠিন ব্যাপারে। তিন লোকের রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইলেও তুমি ব্যতীত অন্য আর কে জীবিত থাকিবার উৎসাহ দেখাইতে পারে? ১৯

এইসব কথা এবং আরও বহু অন্যান্য কঠোর বাক্য শ্রবণ করাইয়া ইন্দ্র বলিকে তিরস্কার করিলেন। বিরোচনকুমার বলি এই সমস্ত কথা অতিশয় আনন্দসহকারে শ্রবণ করিলেন এবং মনে অল্পও বিচলিত না হইয়া তিনি এইরূপ উত্তরদান করিলেন। ২০

বলি কহিলেন—ইন্দ্র। যখন আমি শত্রুগণ অথবা কালের দ্বারা সর্বতোভাবে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমাকে আর এইরূপ মর্মভেদী বাক্য বলিয়া তোমার কি লাভ হইবে? পুরন্দর। আমি দেখিতেছি যে, আজ বজ্র তুলিয়া আমার সম্মুখে তুমি উপস্থিত হইয়াছ। ২১

কিন্তু পূর্বে তোমার এরূপ করিবার শক্তি ছিল না। এখন এরূপ শক্তি তোমার আসিয়াছে। তুমি ব্যতীত অন্য আর কে আমাকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিতে পারে? ২২

যিনি শক্তিশালী হইয়াও নিজের বলে পতিত অথবা হতগত শত্রুকে বধ করেন, তাঁহাকেই মহাত্মাগণ উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন। ২৩

যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন

একঃ প্রায়োতি বিজয়মেকশ্চৈব পরাজয়ম্ ॥ ২৪
যা চ তেঽভূৎ ব্যবসায়োঽয়মিতি তে দেবপুঙ্গব
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং বিক্রমেণ জিতো বলাৎ ॥ ২৫
নৈতদ্বশংকৃতঃ শক্র নৈতচ্ছক্র কৃতং ত্বয়া।
যৎ ত্বমেবং গতো বজ্রিন্ যথান্যোবংগতো বয়ম্ ॥ ২৬
অহমাসং যথাদ্য ত্বং ভবিতা ত্বং যথা বয়ম
যাবদংস্থা ময়া কর্ম দুষ্কৃতং কৃতমিত্যুত ॥ ২৭
সুখদুঃখে হি পুরুষঃ পর্যায়েণাধিগচ্ছতি
পর্যায়েণাসি শক্রত্বং প্রাপ্তঃ শক্র ন কর্মণা ॥ ২৮
কালঃ কালে নয়তি মাং ত্বাঞ্চ কালো নয়ত্যয়ম্
তেনাধঃ ত্বং যথা নাদ্য ত্বঞ্চাপি ন যথা বয়ম্ ॥ ২৯
ন মাতৃপিতৃগুরুষ্বা ন চ দৈবতপূজনম্।
নাদ্যো গুণসমাচারঃ পুরুষস্য সুখাবহঃ ॥ ৩০

কোন্ জনের জয় হইবে—ইহা নিশ্চয় করা যায় না। উহাতে একপক্ষের জয় হয় এবং অপর পক্ষের পরাজয় হয়। ২৪

দেবরাজ! সেইজন্য তোমার মনেও যেন এরূপ না হয়, তুমি যেন ইহা না বুঝ যে, আমি নিজের বল ও পরাক্রমেই সমস্ত প্রাণীর পতি বলিকে (আমাকে) জয় করিয়াছি। ২৫

বজ্রধারী ইন্দ্র! আজ যে তুমি এইরূপ রাজবৈভবে সম্পন্ন হইয়াছ অথবা আমরা যে এই দীন দশায় উপনীত হইয়াছি, এইসব কিন্তু তোমার কৃত নহে এবং ইহা আমাদেরও কৃত নহে। ২৬

আজ যেরূপ তুমি হইয়াছ, একদিন আমিও এইরূপ ছিলাম এবং এখন আমরা যে দশায় পতিত হইয়াছি, একদিন তোমাদেরও এরূপ অবস্থা হইবে, অতএব তুমি 'আমি অতিশয় দুষ্কর পরাক্রম দেখাইয়াছি', ইহা মনে করিয়া আমাকে অপমান করিও না। ২৭

প্রত্যেক পুরুষই বারে বারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। ইন্দ্র! তুমিও নিজের পরাক্রম নহে, কালক্রমেই ইন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। ২৮

কালই আমাকে দুঃসময়ের দিকে লইয়া যাইতেছেন এবং এই কালই তোমাকে সুসময়ে লইয়া গিয়াছেন। সেইজন্য আজ যেরূপ তুমি হইয়াছ, সেরূপ আমি নহি এবং যেরূপ আমরা হইয়াছি, সেরূপ তুমি নও। ২৯

মাতা-পিতার সেবা, দেবতাগণের পূজা এবং অন্য সদ্‌গুণযুক্ত সদাচারও দুঃসময়ের দিনে কোন পুরুষের পক্ষেই সুখদায়ক হয় না। ৩০

ন বিদ্যা ন তপো দানং ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ
শক্ত্রুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালেন পীড়িতম্ ॥ ৩১
নাগামিনমনর্থং হি প্রতিঘাতশতৈরপি
শক্ত্রুবন্তি প্রতিষেদ্ধুমৃতে বুদ্ধিবলাদ্বরাঃ ॥ ৩২
পর্য্যায়ৈর্হন্যমানানাং পরিত্রাতা ন বিদ্যতে।
ইদং তু দুঃখং যদ্বক্ত্র কর্তাহমিতি মন্যসে ॥ ৩৩
যদি কর্তা ভবেৎ কর্তা ন ক্রিয়েত কদাচন।
যস্মাত্তু ক্রিয়তে কর্তা তস্মাৎ কর্তাপ্যনীশ্বরঃ ॥ ৩৪
কালেনাহং ত্বামজয়ং কালেনাদ্য জিতস্ত্বয়া
স্রষ্টা সর্ভিমতাং কালঃ কালঃ কলয়তি প্রজাঃ ॥ ৩৫
ইন্দ্র প্রাকৃতয়া বুদ্ধ্যা প্রলয়ং নাভিবুধ্যসে
কেচিৎ ত্বাং বহু মন্যন্তে শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তাঃ স্বকর্মণা ॥ ৩৬
কথমন্যধিয়ো নাম জানল্লোকপ্রবৃত্তয়ঃ।
কালেনাভ্যাহতঃ শোচেন্মুহ্যেদ্ বাপ্যথ বিভ্রমেৎ ॥ ৩৭
নিত্যং কালপরীতস্য ময় বা মদ্বিধস্য বা
বুদ্ধির্বাসনমাসাদ্য ভিন্না নৌরিব সীদতি ॥ ৩৮
অহঞ্চ ত্বঞ্চ যে চান্যে ভবিষ্যন্তি সুরাধিপাঃ।
তে সর্বে শক্র যাস্যন্তি মার্গমিন্দ্রশতৈর্গতম্ ॥ ৩৯
ত্বামপ্যেবং সুদুর্ধর্ষং অলন্তঃ পরয়া শ্রিয়া।
কালে পরিণতে কালঃ কালায়ত্তমিতি মামিব ॥ ৪০
বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দৈবতানাং যুগে যুগে।
অত্যতীতানি কালেন কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৪১
ইদং তু শক্র সংস্থানমাস্থানং বহু মন্যসে
সর্বভূতভবং দেবং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্ ॥ ৪২

কালপীড়িত মানুষকে না বিদ্যা, না তপস্যা, না দান, না মিত্র ও না বন্ধু-বান্ধবগণ কষ্ট হইতে রক্ষা করিতে পারে।

মানুষ বুদ্ধিবল ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে শত শত আঘাত করিয়া উপস্থিত অনর্থকে প্রতিরোধ করিতে পারে? ৩২

কালক্রমে যাহার উপর আঘাত আসে—স্বয়ং কাল যাহাকে পীড়িত করেন, তাহাকে রক্ষা কেহই করিতে পারে না। শক্র! তুমি যে নিজেকে এই পরিস্থিতির কর্তা বলিয়া মনে করিতেছ, উহা তোমার পক্ষে দুঃখের কথা। ৩৩

যদি কার্যকারী পুরুষ স্বয়ংই কর্তা হয়, তবে ত' তাহার উৎপন্নকারী অন্য কেহ হইতে পারে না। কিন্তু কার্যকারী ব্যক্তি স্বয়ং অপরের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইজন্য কাল ব্যতীত অন্য কেহ কর্তা নহে। ৩৪

কালের সহায়তা পাইয়া আমি তোমাকে জয় করিয়াছিলাম এবং কালেরই সহযোগে এখন তুমি আমাকে পরাজিত করিয়াছ। কালই গমনকারী প্রাণিগণের সহিত গমন করেন বা তাহাকে গমনের শক্তিপ্রদান করেন এবং তিনি সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করেন। ৩৫

ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধি সাধারণ; সেইজন্য তাঁহার দ্বারা একদিন অবশ্যম্ভাবী বিনাশের কথা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। সংসারে এমন কিছু মানুষ আছে, যাহারা নিজেরই পরাক্রমে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে বলিয়া তোমাকে মনে করে এবং অধিক মহত্ত্ব দিয়া থাকে। ৩৬

কিন্তু আমার ন্যায় পুরুষ যিনি জগতের প্রবৃত্তির বিষয় জানেন, —উন্নতি ও অবনতির কারণ কাল-প্রারব্ধই এরূপ মনে করেন, তিনি তোমাকে মহত্ত্ব কিভাবে দিতে পারেন? যে ব্যক্তি কালের দ্বারা পীড়িত, সেই ব্যক্তি শোকগ্রস্ত, মোহিত অথবা ভ্রান্ত হইতে পারে। ৩৭

আমি হই অথবা আমার ন্যায় অন্য কোন ব্যক্তি হউক, যখন কেহ কালের (প্রারব্ধের) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার সমস্ত বুদ্ধি সঙ্কটে পতিত হইয়া বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় বিশিন হইয়া যায়। ৩৮

ইন্দ্র! স্বামি, তুমি অথবা অন্য যে কেহই দেবেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হই না কেন, তাঁহারা সকলে সেই মার্গেই গমন করিবেন, যে মার্গে পূর্বে শত শত ইন্দ্র গমন করিয়াছেন। ৩৯

যদিও আজ তুমি এইরূপ দুর্জয় হইয়াছ এবং অত্যন্ত তেজে প্রজ্বলিত হইতেছ, কিন্তু যখন সময় পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ যখন তোমার প্রারব্ধ দুঃসময়ে পরিণত হইবে, তখন আমারই ন্যায় তোমাকেও কাল নিজের অধিকারে আনিবেন—ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবেন। ৪০

যুগে যুগে (প্রত্যেক মন্বন্তরে) ইন্দ্রের পরিবর্তনবশতঃ আজ পর্যন্ত দেবতাদের অনেক সহস্র ইন্দ্র কালের কবলে চলিয়া গিয়াছেন, অতএব কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ৪১

তুমি এই সভার প্রায় হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের জন্মদাতা সনাতনদেব ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় নিজেকে অভিনব বস্তু বলিয়া মনে কর, কিন্তু তোমার এই ইন্দ্রপদ আজ পর্যন্ত (কাহারও পক্ষেই) অবিচল বা অনন্ত কালস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই—

ন চেদমচলং স্থানমনন্তং বাপি কস্যচিৎ।
ত্বং বালিশস্য বুদ্ধ্যা মমেদমিতি মন্যসে ॥ ৪১
অধিবস্তে বিশসিনি ধনায়সে বাজবে ধ্রুবম্
নিত্যাং কালপরীতাত্মা তবত্যেবং সুরেশ্বর ॥ ৪৪
মমেয়মিতি মোহাৎ ত্বং রাজশ্রিয়মতীতাসি।
নেয়ং তব ন চাস্মাকং ন চানেষ্যাং স্থিরা সদা ॥ ৪৫
অতিক্রম্য বহূননাংস্ত্বমি তাবদিয়ং গতা।
তক্ষিং কালমিয়ং স্থিত্বা ত্বমি যাস্যব চঞ্চলা ॥ ৪৬
সৌনিশানমিবোৎসৃজ্য পুনরন্যং গমিষ্যতি।
রাজলোকা হ্যতিক্রান্তা যান্ত সাংপ্রতমুৎসহে ॥ ৪৭
ত্বত্তো বহুতরাশ্চানো ভবিষ্যন্তি পুরন্দর।
সমুদ্রৌঘবিরত্নেয়ং সহস্রবনাকরা ॥ ৪৮
তানিদানীং ন পশ্যামি যৈর্ভুক্তেয়ং পুরা মহী
পৃথুর্বৈন্যো মরুস্তীমো নরকঃ সপ্তরন্তিদেবা ॥ ৪৯

অষ্টকশ্চৌশনা পুলোমা চ বর্ষাসুরমিতধ্বজঃ।
প্রহ্লাদো নমুচির্বৃত্রো বিপ্রচিত্তিবিরোচনঃ ॥ ৫০
হ্রীনিষেধঃ সুহোত্রশ্চ চারিত্রা পুণ্যবান্ বৃষঃ
দম্ভোদ্ভবশ্চ বাহুঃ কপিলাশ্বো বিরূপকঃ ॥ ৫১
যাবঃ কার্তস্বরো বহ্নির্বিশ্বরূপস্ত্রিশীর্ষকঃ
সংকোচোঽথ বলীতাক্ষো বরাহাশ্বো রুচিপ্রভঃ ॥ ৫২
বিশ্বজিৎ প্রতিরূপশ্চ বৃষাণ্ডো বিকরো মধুঃ
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব কৈটভশ্চৈব দানবঃ ॥ ৫৩
দৈত্যেন্দ্রা দানবাশ্চৈব সর্বে তে নৈর্ঋতৈঃ সহ
এতে চান্যে চ বহবঃ পূর্বে পূর্বতরাশ্চ যে ॥ ৫৪
দৈত্যেন্দ্রা দানবেন্দ্রাশ্চ যাংশ্চান্যানসুতাংস্তথা
বহবঃ পূর্বদৈত্যেন্দ্রাঃ সম্রাজো পৃথিবীং গতাঃ ॥ ৫৫
কালেনাভ্যাহতাঃ সর্বে কালো হি বলবত্তরঃ।
সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং ন ত্বমেকঃ শতক্রতুঃ ॥ ৫৬

এই পক্ষে তত্ত্ব ইন্দ্র আসিয়াছেন আমার চলিয়াও গিয়াছেন। কেবল তুমিই নিজের মৃঢ় বুদ্ধিবশতঃ ইহাকে নিজের বলিয়া মনে করিতেছ ॥ ৪২-৪৩

দেবেন্দ্র! ধনবান্ বলিয়া যাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, সেই রাজ্যের উপর তুমি বিশ্বাস করিতেছ এবং যাহা অস্থির, উহাকে স্থির বলিয়া মনে করিতেছ; কিন্তু ইহাতে কিছুই আশ্চর্যের কথা নহে; কারণ, কাল যাহার প্রভব অধিকার করিয়া থাকেন, সে সর্বদাই এইরূপ বিপরীত ভাবনায় আবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪

তুমি মোহবশতঃ যে রাজলক্ষ্মীকে 'ইনি আমার' এই বলিয়া তাঁহাকে কামনা করিতেছ, তিনি তোমার নন্, আমারও নন্ এবং অন্য কাহারও নন্ তিনি কাহারও নিকট সদা স্থির থাকেন না ॥ ৪৫

বাসব! এই চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী অনেক বহু রাজাকে অতিক্রম করিয়া এই সময় তোমার নিকট আসিয়াছেন এবং কিছুকাল তোমার নিকট অবস্থান করত সেইভাবে অপরের নিকট চলিয়া যাইবেন, যেরূপ গরু জলপানের পর জলপানের স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৪৬½

পুরন্দর! আজ পর্যন্ত এই রাজলক্ষ্মী যত রাজাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার গণনা আমি করিতে পারি না। তোমার পরেও অন্য বহু ইহার অধিকারী হইবেন ॥ ৪৭½

যাঁহারা পৃথু, ঐলাদন পুরূরবা, যযু, ভীম, নরকাসুর, মরুত্তাসুর, অষ্টকগ্রীব, পুলোমা, বর্ষাসুর, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, বৃত্র, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেধ, সুহোত্র, বৃষিষ্ঠা, পুণ্যবান্, বৃষ, দম্ভোদ্ভব, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, যাব, কার্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বরূপ, ত্রৈশীর্ষক, সংকোচ, বলীতাক্ষ, বরাহাশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ প্রতিরূপ, বৃষাণ্ড বিকর, মধু, হিরণ্যকশিপু ও কৈটভ – ইহারা ও আরও বহু সংখ্যক দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ সকলেই এই পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন পূর্বের এবং আর বহু পূর্বের এই পূর্বোক্ত ও অন্য অনেক বহু দৈত্যরাজ, দানবরাজ এবং অন্যান্য বহু নরপতি আছেন, যাঁহাদের নাম আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহারা কালের দ্বারা পীড়িত হইয়া সকলেই এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কারণ, কালই সর্বাপেক্ষা বলবান্ ॥ ৪৮-৫৪½

কেবল তুমিই শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা নহে, সেই সব রাজারাও শত শত যজ্ঞ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং সকলেই নিরন্তর যজ্ঞকর্মে নিরত থাকিতেন। তাঁহারা সকলে আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি রাখিতেন এবং যুদ্ধে শত্রুদিগের দুর্ধর্ষ হইতেন ॥ ৫৫-৫৭

সর্বে ধর্মপরাশ্চাসন্ সর্বে সত্যসন্ধিনঃ।
অন্তরিক্ষচরাঃ সর্বে সর্বেঽভিমুখযোধিনঃ ॥ ৫৭
সর্বে সংযমনোপেতাঃ সর্বে পরিঘবাহবাঃ
সর্বে মায়াসমুদ্ধরাঃ সর্বে তে কামরূপিণঃ ॥ ৫৮
সর্বে সমরমাসাদ্য ন ত্রস্যন্তে পরাজিতাঃ
সর্বে সত্যব্রতপরাঃ সর্বে কামবিহারিণঃ ॥ ৫৯
সর্বে বেদব্রতপরাঃ সর্বে চৈব বহুশ্রুতাঃ
সর্বে সম্মতমৈশ্বর্যমীশ্বরাঃ প্রতিপেদিরে ॥ ৬০
ন চৈশ্বর্যমদস্তেষাং ভূতপূর্বো মহাত্মনাম
সর্বে যথার্হদাতারঃ সর্বে বিগতমৎসরাঃ ॥ ৬১
সর্বে সর্বেষু ভূতেষু যথাবৎ প্রতিপেদিরে
সর্বে দাক্ষায়ণীপুত্রাঃ প্রাজাপত্যা মহাবলাঃ ॥ ৬২
অলম্ভূঃ প্রভবশ্চৈব কালেন প্রতিসংহৃতাঃ।

তাঁহারা সকলেই সুদৃঢ় শরীরে সুশোভিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলের বাহুসমূহ পরিঘ (লৌহদণ্ড)-তুল্য স্থূল (মোটা) এবং কামরূপ ছিল। তাঁহারা সকলে শত শত মায়া জানিতেন ও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারিতেন ॥ ৫৮

তাঁহারা সকলে সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া পরাজিত হইয়াছেন, এরূপ কথা শুনা যায় না। সকলেই সত্যব্রত পালনে তৎপর ছিলেন এবং ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিহার করিতেন ॥ ৫৯

তাঁহারা সকলে বেদোক্ত ব্রতধারী ও বহুশ্রুত বিদ্বান্ ছিলেন। সকলেই লোকেশ্বর ছিলেন এবং সকলে মনোবাঞ্ছিত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬০

এই মহাত্মা নরপতিগণের পূর্বে কখনও ঐশ্বর্যের মদ ছিল না। তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্য দানধর্ম পালনকারী ও ঈর্ষাহীন ছিলেন ॥ ৬১

তাঁহারা সকলে সমস্ত প্রাণিগণের সহিত যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সকলের জন্ম দক্ষ-কন্যাগণের গর্ভ হইতে হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই মহাবলশালী বীর প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান ছিলেন ॥ ৬২

ইন্দ্র ! এইসব নরপতি নিজ তেজে প্রজ্বলিত ও প্রতাপশালী ছিলেন; কিন্তু কাল তাঁহাদের সকলকে সংহার করিয়াছেন। তুমি যখন এই পৃথিবী উপভোগ করিয়া পুনরায় উহাকে পরিত্যাগ করিবে, তখন নিজের মৃত্যু প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৩½

ত্বং চৈবেমাং যদা ভুক্ত্বা পৃথিবীং ত্যক্ষ্যসে পুনঃ ॥৬৩
ন শক্ষ্যসি তদা শক্র নিবর্ত্তুং মোক্ষমাত্মনঃ।
মুক্তেচ্ছা কামভোগেষু মুক্তেঃ শ্রীতরং মনঃ ॥ ৬৪
এবং স্বরাজানাশে ত্বং শোকং সম্প্রসহিষ্যসি।
শোককালে শুচো মা ত্বং হর্ষকালে চ মা স্ম্বয়ঃ ॥৬৫
অতীতানাগতং হিত্বা প্রত্যুৎপন্নেন বর্তয়।
যাং চেদমাগতঃ কালঃ সদা যুক্তমবস্থিতঃ ॥ ৬৬
ক্ষমস্ব নচিরাদিন্দ্র ত্বামপ্যাপগমিষ্যতি
ত্রাসয়ন্নিব দেবেন্দ্র বাগ্ভিস্তুক্ষসি মামিহ ॥ ৬৭
সংযতে ময়ি নূনং ত্বমাত্মানং বহু মন্যসে
কালঃ প্রথমমায়ান্তং পশ্চাৎ ত্বামনুধাবতি ॥ ৬৮
তেন গর্জসি দেবেন্দ্র পূর্বং কালহতে ময়ি।
কো হি স্যাত্তুমলং লোকে মম ক্রুদ্ধস্য সংযুগে ॥ ৬৯

তুমি কাম-ভোগের ইচ্ছা পরিহার কর এবং রাজলক্ষ্মীর এই মদ পরিত্যাগ করিয়া দাও। এই অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু নাই হইয়া যায়, তবে তুমি উহার শোক সহ্য করিতে পারিবে ॥ ৬৪½

তুমি শোকের সময় আসিলেও শোক করিবে না এবং হর্ষের সময় অধিক আনন্দ প্রকাশ করিও না। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা ত্যাগ করিয়া বর্তমান কালে যে বস্তু লাভ হইবে, উহারই দ্বারা জীবন নির্বাহ কর ॥ ৬৫½

ইন্দ্র ! আমি সর্বদা সাবধানে থাকি, তথাপি সদা নিরলস কাল যদি আমার উপর আক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে তোমারও উপর কালের দৃষ্টিই আক্রমণ হইবে। এই অপ্রিয় কটু কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা কর ॥ ৬৬½

দেবেন্দ্র ! এই সময় আমাকে ভীত করিতে করিতে তুমি নিজ বাক্যরূপ বাণসকলের দ্বারা আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছ। আমি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখিয়া উপবিষ্ট আছি, সেইজন্য অবশ্যই তুমি নিজেকে অতিশয় বড় বলিয়া মনে করিতেছ ॥ ৬৭½

দেবরাজ ! যে কাল পূর্বে আমার পশ্চাতে বাবিত হইয়াছেন, সেই কাল পরে তোমাকেও আক্রমণ করিবেন। আমি প্রথমে কালের দ্বারা পীড়িত হইয়াছি, এই কারণে তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ৬৮½

অন্যথা জগতে এমন কে বীর আছে, যে যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে পর আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে ? ইন্দ্র ! বলবান কাল (অদৃষ্ট) আমার উপর আক্রমণ করিয়াছেন, সেই কারণে তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ ॥ ৬৯½

কালস্তু বলবান্ প্রাপ্তস্তেন তিষ্ঠসি বাসব
যৎ তত্র বর্ষসহস্রান্তঃ পূর্ণঃ ভবিতুমর্হতি ॥ ৭০
যথা মে সর্বগাত্রাণি ন সুস্থানি মহৌজসঃ
অহমৈন্দ্রাচ্ছ্যুতঃ স্থানাৎ ত্বমিন্দ্রঃ শক্রতো দিবি ॥ ৭১
সুচিত্রে জীবলোকেঽস্মিন্ পর্যায়ঃ কালপর্যয়াৎ।
কিং হি কৃত্বা ত্বমিন্দ্রোঽদ্য কিংসা কৃত্বা বয়ং চ্যুতাঃ ॥ ৭২
কালঃ কর্তা বিকর্তা চ সর্বমন্দ্রকারণম্।
নাশং বিনাশমৈশ্বর্যং সুখং দুঃখং ভবাভবৌ ॥ ৭৩
বিদ্বান্ প্রাপ্যৈবমর্থার্থং ন প্রহৃষ্যেন্ন চ ব্যথেৎ।
ত্বমেব হীন্দ্র বেত্থাস্মান্ যেদাহং চাপি বাসব ॥ ৭৪
কিং কত্থসে মাং কিঞ্চ ত্বং কালেন নিরপত্রপঃ।
ত্বমেব হি পুরা বেত্থ যৎ তদা পৌরুষং মম ॥ ৭৫
সমরেষু চ বিক্রান্তং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্
আদিত্যৈস্তৈশ্চ রুদ্রাশ্চ সাধ্যাশ্চ বসুভিঃ সহ ॥ ৭৬
ময়া বিনির্জিতাঃ পূর্বং যজ্ঞভাগ্ভ্যশ্চ শচীপতে।
ত্বমেব শক্র জানাসি দেবাসুরসমাগমে ॥ ৭৭
সমেত্য বিবুধা ভগ্নাস্তদা সমরে ময়া
পর্যস্তাশ্চাসকৃৎ ক্ষিপ্তাঃ সবনাঃ সবনৌকসঃ ॥ ৭৮
সটঙ্কশিখরা ভগ্নাঃ সমরে মুষ্টিভি র্ময়া
কিং নু শক্যা ময়া কর্তুং কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৭৯
ন হি ত্বাং নোৎসহে হন্তুং সবজ্রমপি মুষ্টিনা
ন তু বিক্রমকালোঽয়ং ক্ষমাকালোঽয়মাগতঃ ॥ ৮০
তেন ত্বাং মর্ষয়ে শক্র দুর্মর্ষণতরস্ত্বয়া।
তং মাং পরিগতে কালে পরীতং কালবহ্নিনা ॥ ৮১
নিয়তং কালপাশেন বদ্ধং শক্র বিকত্থসে।
অয়ং ন পুরুষঃ শ্যামো লোকস্য দুরতিক্রমঃ ॥ ৮২

দেবতাদিগের সেই সহস্র বৎসর এখন পূর্ণ হইতে হইবে, যতক্ষণ তুমি ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবে। কালেরই প্রভাবে মহাবল বীর আমার সর্বাঙ্গ তাদৃশ সুস্থ নয়। আমি ইন্দ্রপদ হইতে পতিত হইয়াছি এবং তুমি স্বর্গে প্রকৃত ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ ॥ ৭০-৭১

কালেরই বিপরীত গতি অনুসারে এই বিচিত্র জীবলোকে তুমি সকলের আরাধ্য হইয়াছ। আচ্ছা, আজ বল ত' তুমি কোন্ শুভকার্য করিয়া এখন ইন্দ্র হইয়াছ এবং আমরা কোন্ অশুভ কার্যসকল করিয়া ইন্দ্রপদ হইতে চ্যুত হইয়াছি ? ৭২

কালই (প্রারব্ধই) সকলের উৎপত্তি ও সংহারের কর্তা। অপর কোন বস্তুই ইহার কারণ বলিয়া গণ্য হয় না; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি মান-বিনাশ, ঐশ্বর্য, সুখ দুঃখ, অভ্যুদয় বা পরাভব প্রাপ্ত হইয়া না অত্যন্ত হৃষ্ট হন্ এবং না অতিশয় ব্যথিত হন্ ॥ ৭৩-৭৪

ইন্দ্র! আমরা কিরূপ, তুমি বেশ ভালভাবেই তাহা জান। বাসব! আমিও তোমাকে সর্বতোভাবে জানি; তবে কেন তুমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বৃথা আমার সম্মুখে আত্মশ্লাঘা করিতেছ? প্রকৃতপক্ষে কালই সব কিছুই করিতেছেন ॥ ৭৫

পূর্বে আমি যে পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়াছি, উহা সর্বাপেক্ষা তুমিই ভালভাবে জান। বহুবার যুদ্ধে তুমি আমার পরাক্রম দেখিয়াছ। এই সময় একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পর্যাপ্ত হইবে বলিয়াই আমি মনে করি ॥ ৭৬

শচীপতি ইন্দ্র! পূর্বে যখন দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ের কথা তোমার ভালভাবেই মনে আছে। আমি একাকীই সমস্ত আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু ও মরুদ্গণকে পরাজিত করিয়াছিলাম ॥ ৭৬-৭৭

আমার বেগে সকল দেবতাই যুদ্ধের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একসঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল যজ্ঞ ও যজ্ঞভাগীদিগের সহিত যত পর্বত আমি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করিয়াছি। তোমার বজ্রেও আমি দৃঢ় পাষাণ ও শিখরসমূহসহ বহু পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি; কিন্তু এই সময় আমি কি করিতে পারি; কারণ, কালকে উল্লঙ্ঘন করা অতিশয় দুঃসাধ্য ॥ ৭৮-৭৯

তোমার হাতে বজ্র থাকিলেও আমি কেবল মুষ্টির আঘাতে তোমাকে যমলোকে পাঠাইতে পারিব না এরূপ নহে। কিন্তু আমার পক্ষে এখন পরাক্রম দেখাইবার সময় নয়, বরং ক্ষমা করিবার সময় আসিয়াছে ॥ ৮০

ইন্দ্র! এই কারণেই আমি তোমার সব অপরাধ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছি। এখনও আমার বেশ তোমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ কিন্তু যখন সময় পরিবর্তন হইবে, নিশ্চয়ই কালরূপী অগ্নি আমাকে চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়াছে এবং কালপাশে আমি নিশ্চিতভাবে আবদ্ধ হইয়াছি, তখন তুমি আমার সম্মুখে কেন গর্বান্বিত হইয়া বৃথা আত্মপ্রশংসা করিতেছ ? ৮১-৮২

যেরূপ মানুষ বন্ধুর দ্বারা কোন পশুকে বাঁধিয়া রাখে, সেইরূপ এই জগতের কাল-পুরুষ আমাকে নিজের পাশে বাঁধিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮২

বদ্ধ্বা তিষ্ঠতি মাং রৌদ্রঃ পশুং রশনয়া যথা
লাভালাভৌ সুখং দুঃখং কামক্রোধৌ ভবাভবৌ ॥ ৮৩
বধবন্ধপ্রমোক্ষৌ চ সর্বং কালেন লভ্যতে।
নাহং কর্তা ন কর্তা ত্বং কর্তা যস্তু সদা প্রভুঃ ॥ ৮৪
সোঽয়ং পচতি কালো মাং বৃক্ষে ফলমিবাগতম্
যাস্যেষ পুরুষঃ কুর্বন্ সুখৈঃ কালেন যুজ্যতে ॥ ৮৫
পুনস্তাস্যেব কুর্বাণো দুঃখৈঃ কালেন যুজ্যতে।
ন চ কালেন কালজ্ঞঃ স্পৃষ্টঃ শোচিতুমর্হতি ॥ ৮৬
তেন শক্র ন শোচামি নাস্তি শোকে সহায়তা।
যদা হি শোচতঃ শোকো ব্যসনং নাপকর্ষতি ॥ ৮৭
সামর্থ্যং শোচতো নাস্তীত্যতোঽহং নাদ্য শোচামি।
এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষো ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ৮৮
প্রতিসংস্তভ্য সংরম্ভমিত্যুবাচ শতক্রতুঃ।

স বজ্রমুদ্যতং বাহুঃ পৃষ্ট্বা পাণাংশ্চ বারুণান্ ॥ ৮৯
কস্মাচ্চ ন ব্যথেদ্ বুদ্ধির্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ
সা তে ন ব্যথতে বুদ্ধিরচলা তত্ত্বদর্শিনী ॥ ৯০
ধ্রুবং ন ব্যথসেঽস্মত্ত ত্বং ধৈর্য্যাৎ সত্যপরাক্রম।
কো হি বিশ্বাসমর্থেষু শরীরে বা শরীরভৃৎ ॥ ৯১
কস্তু মৃৎসহতে লোকে দৃষ্ট্বা সম্প্রস্থিতং জগৎ।
অহমপ্যেবমেবৈনং লোকং জ্ঞানমাশাশ্বতম্ ॥ ৯২
কালাগ্নাবাহিতঃ ঘোরে গুহ্যে সত্ততগোঽক্ষয়ে
ন চাত্র পরিহারোঽস্তি কালস্পৃষ্টস্য কস্যচিৎ ॥ ৯৩
সূক্ষ্মাণাং মহতাং চৈব ভূতানাং পরিপচ্যতাম্
অনীশস্যাপ্রমত্তস্য ভূতানি পচতঃ সদা ॥ ৯৪
অনিবৃত্তস্য কালস্য ক্ষয়ঃ প্রাপ্তো ন যুচ্যতে
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু কালো জাগর্তি দেহিষু ॥ ৯৫

লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ, অভ্যুদয়-পরাভব, বধ এবং বন্ধন অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া—এই সবই মানুষের কাল (প্রারব্ধ) হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৮৩½

আমি কর্তা নহি এবং তুমিও কর্তা নও যিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বেসর্বা কর্তা, সেই সর্বসমর্থ কাল বৃক্ষের মধ্যে স্থিত ফলের ন্যায় আমাকে পাক করিতেছেন ॥ ৮৪½

পুরুষ কালের সহযোগিতা পাইয়া যে কর্ম করিয়া তুষ্ট হইয়া থাকে, কালের সহযোগ না পাওয়ায় সে পুনরায় সেই কর্ম করিয়াই দুঃখভাগী হয় ॥ ৮৫½

ইন্দ্র! যিনি কালের প্রভাব জানেন, তিনি তাঁহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও শোক করেন না; কারণ, বিপদ দূর করিতে শোক কোনরূপ সাহায্যই করে না, সেইজন্য আমি শোক করি না ॥ ৮৬½

যখন শোককারী মানুষের শোক তাহাকে শোক হইতে মুক্ত লইয়া যাইতে পারে না, বরং শোকগ্রস্ত মানুষের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন মানুষ শোক কেন করিবে? এই চিন্তা করিয়াই আমি শোক করিতেছি না ॥ ৮৭½

যখন এই কথা বলিলেন তখন সহস্রনেত্রধারী পাকশাসন শতক্রতু ভগবান্ ইন্দ্র নিজের ক্রোধ প্রতিরোধ করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৮৮½

ইন্দ্রোবাচ : আমার হস্তকে বজ্র ও বরুণের পাশ সহ উপরে

উত্তোলিত হইতে দেখিয়া বিনাশ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত মৃত্যুগ্রস্ত ব্যক্তির বুদ্ধি কম্পিত হইয়া উঠে, সুতরাং অন্য কাহার না আর মন যাহাতে হইবে তোমার বুদ্ধি তত্ত্বদর্শিনী ও স্থিরা, সেই কারণে অল্পও বিচলিত হও নাই ॥ ৮৯-৯০

সত্যপরাক্রমী বীর তুমি নিশ্চয়ই ধৈর্যবশতঃ ব্যথিত হইতেছ না এই সম্পূর্ণ জগৎকে বিনাশের দিকে যাইতে দেখিয়া কোন্ দেহধারী মানুষ বল বৈভব, বিষয়ভোগ অথবা নিজের দেহের উপর বিশ্বাস করিতে পারে? ৯১½

আমি এইরূপ সর্বব্যাপী, অবিনাশী, ভয়হর ও শুভ কাল-চিত্তে পতিত এই জগৎকে কালভয় বলিয়াই জানি ॥ ৯২½

যে কালের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, এরূপ কোন পুরুষই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায়ই দেখিতে পায় না সূক্ষ্ম মহাভূত সকলও কালাগ্নির দ্বারা পক্ব হইতেছে, তাহাদেরও এই কাল হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই ॥ ৯৩½

কালের উপর কাহারও স্বাধীনতা নাই। তিনি সর্বদা সাবধানে থাকিয়া সমস্ত কৃতসমূহকে পাক করিতেছেন তিনি কখনও নিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন না। এতাদৃশ কালের অধীনস্থ প্রাণী তাঁহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৯৪½

দেহধারী জীব প্রমাদগ্রস্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু সদা সাবধানে থাকিয়া কাল জাগরিত থাকেন। কোন প্রযত্নের দ্বারা কাল অপসৃত হইয়াছেন, এরূপ বিষয় পূর্বে কেহই দেখেন নাই ॥ ৯৫½

প্রযত্নেনাপ্যপক্রান্তো দৃষ্টপূর্বো ন কেনচিৎ।
পুরাণঃ শাশ্বতো ধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং সমঃ ॥ ৯৬
কালো ন পরিহার্যোঽস্তি ন চাসাত্তি ব্যতিক্রমঃ।
অহোরাত্রাংশ্চ মাসাংশ্চ ঋতূন্ কাষ্ঠাস্তথা কলাঃ ॥৯৭
সম্পীড়য়তি সঃ কালো বৃদ্ধিঃ সাধ্বিতি চোক্তা
ইত্যেষ কবিভির্গীতঃ কর্তাস্মীতি ন বাদিনম্ ॥ ৯৮
কালো হরতি সম্প্রাপ্তো নদীবেগ ইব দ্রুমম্
ইদানীং তাবদেবাসৌ ময়া দৃষ্টঃ কথং মৃতঃ ॥ ৯৯
ইতি কালেন দুরন্তাঃ প্রলাপাঃ শ্রূয়ন্তে নৃণাম্
নন্ত্বর্থাস্তথা ভোগাঃ স্থানৈশ্বর্যাদেব চ ॥ ১০০
জীবিতং জীবলোকস্য কালেনাগম্য নীয়তে
উচ্ছ্রায়া বিনিপাতান্তা ভাবোঽভাবঃ স এব চ ॥১০১
অনিত্যমধ্রুবং সর্বং ব্যবসায়ো হি দুষ্করঃ
সা ত্বে ন বাধতে বুদ্ধিরচলা তত্ত্বদর্শিনী ॥ ১০২
অন্যথাসং পুরা চেতি মনসাপি ন বুধ্যতে।
কালেনাক্রম্য লোকেঽস্মিন্ পচ্যমানে বলীয়সা ॥১০৩
অন্যোন্যমনিমিত্তঞ্চ ক্ষিপ্যমাণো ন বুধ্যতে।
ঈর্ষাভিমানলোভেষু কামক্রোধভয়েষু চ ॥ ১০৪
স্পৃহামোহাভিমানেষু লোকঃ সক্তো বিমুহ্যতি।
ত্বন্তাস্তু ভাবতত্ত্বজ্ঞো বিদ্বান্ জ্ঞানতপোঽন্বিতঃ ॥১০৫
কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যালক্য যথা
কালচরিত্রতত্ত্বজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১০৬
বিবেচনে কৃতাত্মাসি স্পৃহণীয়ো বিজানতাম্।
সর্বলোকো হ্যয়ং মন্যে বৃদ্ধ্যা পরিমতত্বয়া ॥ ১০৭
বিহরন্ সর্বতো মুক্তো ন ক্বচিৎ পরিষজ্জতে।
রজস্তু হি তমস্তু ত্বাং স্পৃশতে ন জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ১০৮

কাল পুরাতন (অনাদি), সনাতন, ধর্মস্বরূপ এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাহারও দ্বারা কালের পরিহার হয় না এবং তাঁহাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না ॥ ৯৬½

যেরূপ ভগবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ গণনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানিগণকে সর্বতোভাবে শিক্ষিত করে, সেইরূপ কাল দিন, রাত্রি, মাস, ঋতু, কাষ্ঠা, লব ও কলা প্রভৃতি গণনা করিয়া প্রাণীদিগকে পীড়িত করেন ॥ ৯৭½

যেরূপ নদীর বেগ সহসা বর্ধিত হইয়া তীরের বৃক্ষকে হরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 'ইহা আমি আজ করিব, ইহা কাল করিব' এরূপ বাক্যভাষী মানুষকে কাল সহসা আসিয়া হরণ করিয়া লইয়া যান ॥ ৯৮½

আরে! এখনই ত' আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, সে মৃত হইল কি প্রকারে? কালের দ্বারা অপহৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অজ্ঞান মানবগণের এরূপ প্রলাপোক্তি শুনা যায় ॥ ৯৯½

কালগ্রস্ত জীবের ধন ও ভোগসকল নষ্ট হইয়া যায়, স্থান ও ঐশ্বর্য অপহৃত হইয়া থাকে এবং জীব-জগতের জীবনকেও কাল আসিয়া লইয়া যান ॥ ১০০½

উচ্চস্থানে উঠিবার শেষ, নীচেতে পতনের শেষ এবং জন্মের শেষ হইল মৃত্যু। যাহা কিছু দেখা যায়, তৎ সমস্তই নাশবান্ ও অস্থির, তথাপি ইহা নিরন্তর স্মরণে থাকা অতিশয় কঠিন ॥ ১০১½

অতএব তোমার বুদ্ধি তত্ত্বদর্শিনী ও স্থির, সেইজন্য ইহাতে বাধিত হয় নাই। আমি পূর্বে অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী ছিলাম, এ বিষয় তুমি মনের দ্বারাও স্মরণ করিতেছ না ॥ ১০২½

অত্যন্ত বলবান্ কাল এই সম্পূর্ণ জগতের উপর আক্রমণ করিয়া সকলকেই নিজের তাপে পাক করিতেছেন। তিনি এই বিষয় দেখেন না যে, কোন্ ব্যক্তি কনিষ্ঠ আর কোন্ ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ সমস্ত লোকই কালাগ্নিতে সন্তাপিত হইতেছে, তথাপি তাহারও চেতনা হইতেছে না ॥ ১০৩½

ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা, মোহ, ও অভিমানে গ্রস্ত হইয়া মানুষ নিজের বিবেক হারাইয়া ফেলে ॥ ১০৪½

কিন্তু তুমি বিদ্বান্, জ্ঞানী ও তপস্বী। সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব তুমি জান। কালের লীলা ও তাহার তত্ত্ব তুমি বুঝিতে পার। সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে তুমি নিপুণ, শুদ্ধ বিচার করিতে কুশল, মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ এবং জ্ঞানী পুরুষের আদর্শ তুমি। সেইজন্য হস্তে স্থিত আমলকী ফলের ন্যায় কালকে তুমি স্পষ্টরূপে দেখিতেছ। আমার ত' এই বিশ্বাস যে, তুমি নিজের বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত লোকসমূহেরই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছ ॥ ১০৫-১০৭

তুমি সর্বত্র বিচরণ করিয়াও সর্ব বিষয় হইতে তুমি মুক্ত। কোথাও তোমার কোনও আসক্তি নাই। তুমি নিজের ইন্দ্রিয়-দিগকে জয় করিয়াছ; সেইজন্য রজোগুণ ও তমোগুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১০৮

নিষ্প্রীতিঃ নষ্টসন্তাপস্ত্বামুপাসসে
সুহৃদং সর্বভূতানাং নিবৈরঃ শান্তমানসম্ ॥ ১০৯
দৃষ্ট্বা ত্বাং মম সঞ্জাতা ত্বয়ানুক্রোশিনী মতিঃ
নাহমেতাদৃশং বৃদ্ধং হন্তুমিচ্ছামি বন্ধনে ॥ ১১০
আনৃশংস্যং পরো ধর্মো ন্যুক্রোশশ্চ যে ত্বয়ি
মোক্ষ্যন্তে বারুণাঃ পাশাস্তবেমে কালপর্যয়াৎ ॥১১১
প্রজানামপচারেণ ত্বয়ি তেহদ্য মহাসুর
যদা বজ্রং সৃজা বৃদ্ধাঃ পরিচারেণ মোক্ষ্যতে ॥ ১১২
পুত্রশ্চ পিতরং মোহাৎ প্রেষয়িষ্যতি কর্মসু ।
ব্রাহ্মণৈঃ কারয়িষ্যন্তি বৃষলাঃ পাদধাবনম্ ॥
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণীঃ ভার্যামুপাধাস্যন্তি নির্ঘৃণাঃ ।
বিযোনিষু বিমোক্ষ্যন্তি বীজানি পুরুষা যদা ॥ ১১৪
সঙ্করঃ কাংস্যভাণ্ডেষু বলিকৈব কৃপাত্রকৈঃ ।
চাতুর্বর্ণ্যং যদা কৃৎস্নমবর্ণ্যাদঃ ভবিষ্যতি ॥১১৫
একৈকস্তে তদা পাশঃ ক্রমশঃ পরিমোক্ষ্যতে
অস্মত্তস্তে ভয়ং নাস্তি সময়ং প্রতিপালয় ॥
সুখী ভব নিরাবাধঃ স্বচ্ছচেতা নিরাময়ঃ ॥ ১১৬
ত্বমেবমুক্ত্বা ভগবান্ শতক্রতুঃ
প্রতিপ্রহ্লাতো গজরাজবাহনঃ ।
বিজিত্য সর্বানসুরান্ সুরাধিপো
ননন্দ হৃষ্টেন বভূব চৈকরাট্ ॥ ১১৭
মহর্ষয়স্তুষ্টুবুরজসা চ তং
বৃষাকপিং সর্বচরাচরেশ্বরম্ ।
হিমাপহো হব্যবাহো চাধ্বরে
তথামৃতং চাপিতথীশ্বরোঽপি হি ॥১১৮
দ্বিজোত্তমৈঃ সর্বগতৈরভিষ্টুতো
বিদীপ্ততেজা সতমন্যুরীশ্বরঃ ।
প্রশান্তচেতা মুদিতঃ স্বমালয়ং
ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্য মুমোদ বাসবঃ ॥১১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বলিবাসবসংবাদে
সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

যিনি হৃদয়হীন, সন্তাপযুক্ত, সমস্ত ভূতগণের দুঃখদ, শত্রুতা-রহিত ও শান্তচিত্ত, সেই আত্মাকে তুমি উপাসনা কর ॥ ১০৯

তোমাকে দেখিয়া আমার মনে দয়ার সঞ্চার হইতেছে, আমি এরূপ জ্ঞানী পুরুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বধ করিতে ইচ্ছুক নহি ॥ ১১০

কাহারও প্রতি ক্রূরতাপূর্ণ আচরণ না করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তোমার প্রতি আমার পূর্ণ অনুগ্রহ আছে। কিন্তু সময় অতীত হইলে পরে তোমাকে বন্ধন করিয়াছে যে এই বরুণদেবের পাশ, উহা স্বতঃই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ॥

মহাসুর বলি! যখন প্রজাগণের মধ্যে স্থানের বিপরীত আচরণ হইতে থাকিবে, তখন তোমার কল্যাণ হইবে। যখন পুত্রবধূ বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিজের সেবাদি কার্যে নিযুক্ত করিবে এবং পুত্রও মোহবশতঃ পিতাকে বিভিন্ন প্রকারের কার্য করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিতে থাকিবে, পুত্রগণ ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া নিজেদের পাদধৌত করাইবে এবং তাহারা নির্ঘৃণ হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি নিজের ভার্যা করিতে থাকিবে, যখন মানুষ নির্ঘৃণে মানবেতর যোনিতে নিজের বীর্য স্থাপিত করিবে, যখন কাংস্য পাত্রে (কাঁসার থালা প্রভৃতিতে) উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি এক সঙ্গে ভোজন করিতে থাকিবে এবং অপবিত্র পাত্রে দেবপূজার জন্য উপহার অর্পণ করিতে আরম্ভ করিবে, সমস্ত বর্ণসমূহ যখন মর্যাদাহীন হইয়া পড়িবে, সেই সময় ক্রমশঃ তোমার এক একটি পাশ (বন্ধন) মুক্ত হইতে থাকিবে ॥ ১১১-১১৪॥

আমার দিক্ হইতে তোমার কোনও ভয় নাই তুমি সময়ের প্রতীক্ষা কর এবং নিরাময়, স্বচ্ছচিত্ত ও রোগহীন হইয়া সুখে অবস্থান কর ॥ ১১৬

বলিকে এই কথা বলিয়া শতক্রতু ঐরাবতে আরোহণ করিয়া গমনকারী ভগবান্ শতক্রতু ইন্দ্র নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন তিনি সমস্ত অসুরগণকে জয় করিয়া দেবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া হৃষ্টে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ১১৭

সেই সময় মহর্ষিগণ সম্পূর্ণ চরাচর জগতের আধিপতি ইন্দ্রের সন্তোষোদ্রেকে স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিদের স্তবস্বরূপে দেবতাগণের জন্য হবিষ্য বহন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও দেবকগণের দ্বারা অর্পিত অমৃত পান করিতে লাগিলেন ॥ ১১৮

সমস্ত গমন করিলে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উদ্দীপ্ত, তেজস্বী ও ক্রোধহীন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতি করিলেন। তারপর সেই ইন্দ্র শান্তচিত্ত ও প্রসন্ন হইয়া নিজের নিবাসস্থান স্বর্গলোকে যাইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বলি ও ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক
সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দৈত্যান পরিত্যজ্যেন্দ্রসমীপে লক্ষ্মীদেব্যা আগমনম্, কৈঃ সদ্গুণৈর্লক্ষ্মীরাগমনং ভবতি, কৈশ্চ দুর্গুণৈস্তস্যাঃ প্রস্থানং ভবতীতি বিস্তরেণ বর্ণনঞ্চ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

পূর্বরূপাণি মে রাজন্ পুরুষস্য ভবিষ্যতঃ।
পরাভবিষ্যতশ্চৈব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমিমং নৃপ।
শ্রিয়া শক্রস্য সংবাদং তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১
মহত্তপসো বৃদ্ধাঃ পর্যায়েণৈকো পরাবরৌ।
সামাজমুপবিষ্টিপ্সা ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ ॥ ২
ব্রহ্মণোঽধিষ্ঠলাল্লোকাঃ শান্তপাপ্মা মহাতপাঃ।
বিচচার যথাকামং ত্রিষু লোকেষু নারদঃ ॥ ৩
কদাচিৎ প্রাতরুত্থায় লিপ্সুঃ সলিলং শুচি

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের নিকট লক্ষ্মীদেবীর আগমন এবং কোন্ সব সদ্গুণের দ্বারা লক্ষ্মীর আগমন হয় ও কোন্ সব দুর্গুণের দ্বারা তিনি চলিয়া যান, এই কথা সবিস্তারে বর্ণন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! পিতামহ! যে পুরুষের উত্থান কিংবা পতন হইবে, তাহার পূর্ব লক্ষণসকল কিরূপ হইয়া থাকে? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তোমার কল্যাণ হউক। যে মানুষের উত্থান কিংবা পতন হইতে থাকিবে, তাহার মনই তাহার পূর্ব লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ২

এ বিষয়ে লক্ষ্মীর সহিত ইন্দ্রের যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উদাহরণ দিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! তুমি ধ্যান দিয়া সেই সব শ্রবণ কর। ৩

পূর্বের কোন এক সময়ের কথা, মহাতপস্বী ও নিষ্পাপ নারদ নিজ ইচ্ছানুসারে ত্রিলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের উগ্র তপস্যার প্রভাবে উচ্চ ও নীচ উভয়বিধ লোকসমূহ দেখিতে পাইতেন এবং ব্রহ্মলোকতুল্য ঋষিগণের সমান হইয়া ব্রহ্মার সদৃশ অমিত দীপ্তি ও তেজের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৪-৫

ত্রিবর্ষাবগুণাং সন্ধ্যাং জগামাবন্তিকাং ততঃ ॥ ৬
সহস্রনয়নশ্চাপি বজ্রী শতরথাকৃতিঃ।
তস্যাং দেবর্ষিজুষ্টায়াং তীরমভ্যাজগাম হ ॥ ৭
তাবাসাদ্য যতাত্মানৌ কৃতজপ্যৌ সমাসতঃ।
নদ্যাঃ পুলীনমাসাদ্য শুক্লকাঞ্চনবালুকম্ ॥ ৮
পুণ্যকর্মভিরাখ্যাতা দেবর্ষিকথিতাঃ কথাঃ
চক্রতুস্তৌ তথাঽঽসীনৌ মহর্ষিকথিতাস্তথা ॥ ৯
পূর্ববৃত্তবিপেতানি কথয়ন্তৌ সমাহিতৌ
অথ ভাস্করমুদ্যন্তং রশ্মিজালপুরস্কৃতম্ ॥ ১০
পূর্ণমণ্ডলমালোক্য তাবুত্থায়োপতস্থতুঃ।
অভিতস্তুদয়ন্তং তমর্কমর্কনিবাপরম্ ॥ ১১
আকাশে দদৃশে জ্যোতিরুদ্যতার্চিঃসমপ্রভম্।
তয়োঃ সমীপং তৎ প্রাপ্তং প্রত্যাদৃশ্যত ভারত ॥ ১২

এতদ্ভিন্ন তিনি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া পবিত্র জলে স্নান করিবার বাসনায় অবন্তির হইতে প্রবাহিতা নদীর তীরে যাইলেন এবং সেখানে বসিলেন। ৬

এই সময় শতরথাকৃতি ও পাকশাসনতুল্য বজ্রধারী সহস্রলোচন ইন্দ্র ও দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিতা নদীর সেই তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭

তারপর নদীর স্নান করত মনকে একাগ্র করিয়া সংক্ষেপে গায়ত্রী মন্ত্র জপরূপ কার্য পূর্ণ করিলেন। তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণময়ী বালুকায় পরিপূর্ণা সুন্দর নদীতীরে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুণ্যাত্মা পুরুষগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণের দ্বারা কথিত নানাবিধ কথা বলিতে ও শুনিতে লাগিলেন। ৮-৯

উভয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রাচীন বৃত্তান্তসমূহের চর্চা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন—কিরণাবলিবলিত ভগবান্ সূর্যদেব উদিত হইয়াছেন। সূর্যদেবের পূর্ণমণ্ডল দর্শন করত তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার উপস্থান করিলেন। ১০-১১

উদিত সূর্যদেবের পার্শ্বেই আকাশে তাঁহারা দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় বর্তমান এক দিব্য জ্যোতি দর্শন করিলেন। তারপর সেই জ্যোতি যেন ক্রমশঃ তাঁহাদের নিকটে আসিতে লাগিলেন—ইহা দেখা যাইল। ১১-১২

তং সুপর্ণাকচারেণ সমাস্থিতঃ বৈকবং পদম্
ভাস্বিদ্বপ্রভিঃ ভাতি ত্রৈলোক্যমবভাসয়ৎ
তত্রাভিরূপশোভাভিরপ্সরোভিঃ পুরস্কৃতাম্
বৃহতীমঃশুমৎপ্রখ্যাং বৃহন্তারোরিবার্চিষম্
নক্ষত্রকল্পাভরণাঃ তাঃ মৌক্তিকসমপ্রভম্
শ্রিয়ং দদৃশতুঃ পদ্মাং সাক্ষাৎ পদ্মদলস্থিতাম্ ।
সাবরুহ্য বিমানাগ্রাদঙ্গনানামনুত্তমা
অভ্যাগচ্ছৎ ত্রিলোকেশঃ দেবর্ষিং চাপি নারদম্ ।১
নারদানুগতঃ সাক্ষান্নমবাংস্তামুপাগমৎ
কৃতাঞ্জলিপুটো দেবীং নিবেদ্যাত্মানমাত্মনা
চক্রে চানুপমাং পূজাং তস্যাশ্চাপি স সর্ববিৎ
দেবরাজঃ শ্রিয়ং রাজন্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৮

শক্র উবাচ ।

কা ত্বং কেন কার্যেণ সম্প্রাপ্তা চারুহাসিনি

গৃহশ্চাগম্যতে মুগ্ধ সত্যবাঃ ক চ তে শুভে ॥১৯

শ্রীরুবাচ

পুণ্যেষু ত্রিষু লোকেষু সর্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ
মমাশ্রিতাবতিষ্ঠন্তো যতস্তে পরমাত্মনা ২০
সাহং বৈ পঙ্কজে জাতা সূর্যরশ্মিবিবোধিতে
কৃতার্থং সর্বভূতানাং পদ্মা শ্রীঃ পদ্মমালিনী ॥ ২১
অহং লক্ষ্মীরহং ভূতিঃ শ্রীশ্চাহং বলসূদন ।
অহং শ্রদ্ধা চ মেধা চ সংনতির্বিভিতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২২
অহং ধৃতিরহং সিদ্ধিরহং ত্বিড্ ভূতিরেব চ
অহং স্বাহা স্বধা চৈব সংস্কৃতির্নিয়তিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২৩
রাজ্ঞাং বিজয়মানানাং সেনাগ্রেষু স্বজেষু চ ।
নিবাসে ধর্মশীলানাং বিমলেষু গৃহেষু চ ॥ ২৪
স্ত্রিগুকাসিনি শূরে চ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনি ।
নিবসামি মনুষ্যেন্দ্র সদৈব বলসূদন ॥ ২৫

ইন্দ্র বলিলেন,—চারুহাসিনি ! তুমি কে ? এবং কোন্ কার্যের জন্য তুমি এ স্থানে আসিয়াছ ? শুভে ! দেবি ! তোমার শুভাগমন কোথা হইতে হইয়াছে ? শুভে ! তুমি কোথায় যাইবে । ১৯

লক্ষ্মী দেবী বলিলেন, ইন্দ্র ! তিন পুণ্যময় লোকে সমস্ত চরাচর প্রাণী আমাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় অতিশয় উৎসাহ সহকারে প্রযত্ন করিতে থাকে । ২০

আমি সমস্ত প্রাণিগণকে ঐশ্বর্যপ্রদান করিবার জন্য সূর্যের কিরণজালে বিকসিত পদ্ম মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছি আমার নাম পদ্মা, শ্রী ও পদ্মমালিনী । ২১

বলাসুরবিনাশক ইন্দ্র ! আমিই লক্ষ্মী । আমিই ভূতি এবং আমিই শ্রী । আমি শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিভিতি, স্মৃতি, ধৃতি, সিদ্ধি, ত্বরা, স্বধা, সংস্কৃতি, নিয়তি ও স্মৃতি । ২২-২৩

যুদ্ধে বিজয়লাভেচ্ছু রাজাদের সৈন্যগণের অগ্রভাগে উচ্চীয়মান ধ্বজাসমূহের উপর ও সত্যবাদিতা ধর্মাচরণকারী প্রেমী পুরুষগণের নিবাস স্থানে, তাঁহাদের রাজা ও নগরসমূহে আমি সর্বদা বাস করি । ২৪

বলসূদন ! সংগ্রাম হইতে অনিবর্তিত ও বিজয়ের দ্বারা সুশোভিত সৌবাসালী বীর নরপতির শরীরেও আমি সর্বদা বাস করি । ২৫

ধর্মনিত্যে মহাবুদ্ধৌ ব্রহ্মণ্যে সত্যবাদিনি ।
প্রস্থিতে দানশীলে চ নহৈব নিবসাম্যহম্ ॥ ২৬

অসুরেষ্বহমং পূর্বং সত্যধর্মনিবন্ধনা
বিপরীতাংস্তু তান্ বুদ্ধ্বা ত্বয়ি বাসমরোচয়ম্ ॥ ২৭

শক্র উবাচ ।

কথং বৃত্তেষু দৈত্যেষু ত্বমবাৎসীর্বিরোচনে
দৃষ্ট্বা চ কিমিহাগাস্তং হিত্বা দৈত্যেন্দ্র-দানবান্ ॥২৮

শ্রীরুবাচ

ধর্মমন্বুত্তিষ্ঠৎসু দৈত্যেষ্বচলিতেষু চ ।
বর্ণসাঙ্কর্যভিরামেষু সত্যেষু নিরতা হ্যহম্ ॥ ২৯

দানাধ্যয়নযজ্ঞেজ্যাপিতৃদৈবতপূজনম্ ।
গুরুধর্মতিথীনাঞ্চ তেষাং সত্যমবর্ততে ॥ ৩০

সুসম্মৃষ্টোপলিপ্তাঙ্গান্ হিত্বা তান্ ব্রতচারিণঃ ।
গুরুশুশ্রূষকা দান্তা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৩১

ব্রহ্মঘোষা জিতক্রোধা দানশীলাননূয়বঃ
তৃপ্তপুত্রা তৃপ্তমাতা তৃপ্তদারা অনীর্ষবঃ ॥ ৩২

অন্যেন ন চ সাক্ষেতং স্পৃহয়ন্তে কদাচন ।
ন চ জাতূপতপ্যন্তি ধীরাঃ পরসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ৩৩

দাতারঃ সংগৃহীতার আর্যাঃ করুণবেদিনঃ ।
মহাপ্রসাদা অজবো দৃঢ়ভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৩৪

সন্তুষ্টভৃত্যসচিবাঃ কৃতজ্ঞাঃ প্রিয়বাদিনঃ ।
যথার্হমানার্থকরা হ্রীনিষেধা বশব্রতাঃ ॥৩৫

নিত্যাঃ পর্বসু সুস্নাতাঃ সুলিপ্তাঃ সুলঙ্কৃতাঃ ।
উপবাসতপঃশীলাঃ প্রস্তীতা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩৬

নৈবানভ্যাদিয়াৎ সূর্যো ন চাপ্যাসন্ প্রগেদয়াঃ ।
রাত্রৌ বহ্নি চ সক্তুংশ্চ নিত্যমেব ব্যবর্জয়ন্ ॥ ৩৭

নিত্য ধর্মাচরণকারী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, বিজয়ী ও দানশীল পুরুষের আমি সদা বাস করি । ২৬

সত্য ও ধর্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পূর্বে আমি অসুরগণের নিকট বাস করিতেছিলাম। এখন তাহাদিগকে ধর্মের বিপরীত গামী দেখিয়া আমি তোমাতে নিকটে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছি । ২৭

ইন্দ্র বলিলেন,—সুমুখি ! দৈত্যগণের আচরণ পূর্বে কিরূপ ছিল ? যাহার জন্য তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে এবং এখন কি দেখিতেছ, যাহার ফলে তুমি দৈত্য ও দানবগণকে ত্যাগ করত এখানে চলিয়া আসিয়াছ ? ২৮

লক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—ইন্দ্র ! যাহারা ধর্মের পালনে নিরত থাকে, বৈধ হইতে যাহারা কখনও বিচলিত হয় না এবং স্বর্গ প্রাপ্তির সাধনায় যাহারা আনন্দের সহিত আসক্ত থাকে, আমি সেই প্রাণিগণের মধ্যে সদা বাস করি । ২৯

পূর্বে দৈত্যরা দান, অধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞে রত ছিল দেবতা, গুরু, পিতৃগণ ও অতিথিদিগকে তাহারা পূর্বে পূজা করিত তাহারা সত্যপালনে নিরত থাকিত । ৩০

নিত্যকৃত্যের পূর্ব-রাত্র তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত নিজ নিজ গৃহ যত্ন তাহারা প্রেমের দ্বারা বশ করিয়াছিল । প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিত । তাহারা গুরুসেবী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী ছিল । ৩১

তাহাদের মধ্যে ক্ষমা ছিল তাহারা ক্রোধকে জয় করিয়াছিল এবং দানী ছিল । তাহারা অপরের গুণে দোষারোপ করিত না এবং কাহাকেও ঈর্ষা করিত না । তাহারা ঈ, পুত্র ও মন্ত্রী প্রভৃতির ভরণ পোষণ করিত । ৩২

তাহারা অন্যান্যবশতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা দেখাইত না এবং সকলেই ধীরস্বভাব ছিল অপরের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদের মনে কখনও সন্তাপ হইত না । ৩৩

তাহারা অনাদি দান করিত, কর গ্রহণ প্রভৃতির দ্বারা ধনসঞ্চয় করিত, আর্যজনোচিত আচার-বিচারপরায়ণ ছিল, দয়া করিতে জানিত, অপরের প্রতি সরলভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করিত, সরলস্বভাব ছিল, দৃঢ়তাপূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন ছিল এবং তাহারা সকলেই ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিয়াছিল । ৩৪

তাহারা নিজ নিজ ভৃত্য ও মন্ত্রীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিত, কৃতজ্ঞ ও মধুরভাষী ছিল, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিত, সকলকে ধনদান করিত, লজ্জাশীল ছিল এবং ব্রত ও নিয়মসমূহ পালন করিত । ৩৫

তাহারা সদা পর্বদিনসমূহে বিশেষ স্নান করিত, নিজ নিজ অঙ্গে চন্দন লেপন করিত এবং সুন্দর অলঙ্কারসমূহ ধারণ করিত । তাহারা স্বভাবতই উপবাস ও তপস্যায় নিরত থাকিত, সকলের বিশ্বাসপাত্র ছিল এবং বেদসমূহের স্বাধ্যায় করিত । ৩৬

দৈত্যগণ কখনও প্রাতঃকালে শয়ন করিয়া থাকিত না।

কল্যাঃ বৃদ্ধাঃ চাম্বরেক্ষন প্রবৃত্তা ব্রহ্মবাদিনঃ
মঙ্গল্যান্যপি চাপশ্যন ব্রাহ্মণাংশ্চাপ্যপূজয়ন্ ॥ ৩৮
সদা হি বদতাং ধর্মঃ সদা চাপ্রতিগৃহ্নতাম্।
অর্ধঞ্চ রাত্র্যাঃ স্বপতাং দিবা চাম্বপতাং তথা ॥ ৩৯
কৃপণানাথবৃদ্ধানাং দুর্বলাতুরযোষিতাম্
দদতাঞ্চ সংবিভাগঞ্চ নিত্যমেবাদ্যমোদতাম্ ॥ ৪০
অন্তঃ বিষণ্ণমুদ্বিগ্নঃ ভয়ার্তঃ ব্যাধিতঃ কৃশম্
দুঃখঃ বালমার্তঞ্চ নিত্যমাশ্বাসয়ন্তি তে ॥ ৪১
ধর্মমেবাদ্যবর্তন্ত ন হিংসন্তি পরস্পরম্।
অনুকূলাশ্চ কার্যেষু গুরুবৃদ্ধোপসেবিনঃ ॥ ৪২
পিতৃন্ দেবাতিথীংশ্চৈব যথাবৎ তেঽর্চয়ন্তি পূজয়ন্।
অবশেষাণি চান্নানি নিত্যং ভক্ষন্তি ধৃতাঃ ॥ ৪৩
নৈকেঽশ্নন্তি সুসম্পন্নঃ ন গচ্ছন্তি পরস্ত্রিয়ম্

সর্বভূতেষবর্তন্ত যথাঽঽত্মনি তথা প্রতি ॥ ৪৪
নৈসাকাশে ন পশুষু বিদোষো চ ন পর্বসু।
ইন্দ্রিয়ঞ্চ বিসর্গং তে নোচ্চরন্তি কদাচন ॥ ৪৫
নিত্যং দানং তথা দাক্ষ্যমার্জবং চৈব নিত্যদা
উৎসাহোঽথানহঙ্কারঃ পরম্ সৌজন্যং ক্ষমা ॥ ৪৬
সত্যং দানং তপঃ শৌচং করুণা বাগনিষ্ঠুরা
মিত্রেষু চানভিদ্রোহঃ সর্বং তেষ্বভবৎ প্রভো ॥ ৪৭
নিত্যা তদ্গীরসম্প্রীতিরনূয়াথানবেক্ষিতা
অসক্তিশ্চ বিষাদশ্চ স্পৃহা চাপাসিদ্ধ তাদৃশ ॥ ৪৮
সাহসেষ্বগুণেষ্বেষ দানবেষ্ববসং পুরা
প্রজাসর্গমুপাদায় নৈকং যুগবিপর্যয়ম ॥ ৪৯
ততঃ কালবিপর্যাসে তেষাং গুণবিপর্যয়াঃ
অপশ্যং নির্গতং ধনং কামক্রোধবশাত্মনাম্ ॥ ৫০

তাহারা শয়ন করিয়া থাকিবার সময় সূর্য্যদেব উদিত হইতেন না অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাহারা জাগরিত হইত তাহারা রাত্রিতে কখনও দধি ও ছাতু ভোজন করিত না। ৩৭

তাহারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিত, প্রাতঃকালে উঠিয়া হুত দর্শন করিত, বেদসমূহ পাঠ করিত, সদা মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ দর্শন করিত এবং ব্রাহ্মণগণের পূজা করিত। ৩৮

তাহারা সর্ব্বদা ধর্মচর্চ্চায় আসক্ত থাকিত, কাহার দেওয়া ধনাদি গ্রহণ করিত না, রাত্রির অর্দ্ধভাগে শয়ন করিত এবং দিবাভাগে কখনও নিদ্রা যাইত না। ৩৯

কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, রোগী এবং স্ত্রীগণের প্রতি দয়া করিত। তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়া প্রদান করিত এবং এই সব কার্য্য তাহারা সর্ব্বদা অনুমোদন করিত ৪০

দুঃখ, বিষাদগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন, ভয়ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল, পীড়িত এবং যাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, সেই সব মনুষ্যকে তাহারা সর্ব্বদা আশ্বাসপ্রদান করিত। ৪১

তাহারা সতত ধর্ম্মেরই আচরণ করিত, পরস্পর হিংসাহিংসি করিত না, সকল কার্য্যে পরস্পরের আনুকূল্য করিত এবং গুরুজন ও বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত থাকিত। ৪২

পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণকে বিধি অনুসারে পূজা করিত এবং তাঁহাদিগকে প্রদান করিবার পর অবশিষ্ট অন্ন প্রসাদরূপে ভোজন করিত। তাহারা একাকী উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিত না প্রথমে অপরকে প্রদান করিত, তাহার পর তাহারা সেই অন্ন ভোজন করিত তাহারা সত্যবাদী ও তপস্বী ছিল। ৪৩

পরস্ত্রীর সহিত কখনও সংসর্গ করিত না সকল প্রাণীকেই নিজের তুল্য জানিয়া তাহাদের প্রতি দয়া করিত। ৪৪

আকাশে, পশুগণমধ্যে বিপরীত মৈথুনে এবং পর্ব্বদিনসমূহে বীর্য্যত্যাগ করা তাহাদের অভিরুচি ছিল না। ৪৫

প্রভো! নিত্য চতুরতা, সরলতা, উৎসাহ, অহঙ্কারশূন্যতা, পরম সৌহার্দ্য, ক্ষমা, সত্য, দান, তপস্যা, শৌচ, করুণা, কোমল বাক্য, মিত্রদ্রোহ না করিবার ভাব— এ সমস্ত সদ্গুণ তাহাদের মধ্যে ছিল। ৪৬-৪৭

নিদ্রা, তন্দ্রা (আলস্য), অপ্রসন্নতা, দোষদৃষ্টি, অবিবেক, অপ্রীতি, বিষাদ ও কাহারও দোষকথন তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। ৪৮

এইরূপ উত্তম গুণসমূহে সমন্বিত মানবগণের নিকট সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমি অনেক যুগ হইতেই বাস করিয়া আসিতেছি। ৪৯

কিন্তু সময়ের বিপর্য্যয়ে তাহাদের মধ্যে গুণসমূহের বৈপরীত্য আসিয়া গিয়াছে। আমি দেখিলাম, দৈত্যগণের মধ্যে এখন আর ধন নাই। তাহারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ৫০

সভাসদাঞ্চ বৃদ্ধানাং সভ্যাঃ কথয়তাং কথাঃ
প্রাহসন্নভ্যসূয়ংশ্চ সর্ববৃদ্ধান্ গুণাধরাঃ ॥ ৫১
যুবানশ্চ সমাসীনা বৃদ্ধানপি গতান্ সতঃ
নাভ্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং যথাপূর্বমপূজয়ন্ ॥ ৫২
বর্তয়ন্ত্যেব পিতরি পুত্রঃ প্রভবতে তথা।
অমিত্রভূতাস্তাতাঃ প্রাপ্য স্থানমস্থানপত্রপাঃ ॥ ৫৩
তথা ধর্মাপেতেন কর্মণা গর্হিতেন যে।
মহত্ত্বঃ প্রাপ্য বস্ত্বার্থাংস্তেষাং তত্রাভবৎ স্পৃহা ॥ ৫৪
উচ্চৈশ্চাভাষন রাত্রৌ নীচৈস্তত্রাপ্রিয়ঙ্করং
পুত্রাঃ পিতৃন্ নাভ্যচরন্ নার্যশ্চাভ্যচরন্ পতীন্ ॥৫৫
ভ্রাতরঃ পিতরং বৃদ্ধমাচার্যমতিথিং গুরুম্।
গুরুবাদ্যভ্যনন্দন্ত কুমারান্ নাবপালয়ন্ ॥ ৫৬
ভিক্ষাং বলিমদত্ত্বা চ স্বয়মন্নানি ভুঞ্জতে।
অনিষ্টেভ্যো বিভজ্যাথ পিতৃদেবাতিথীন্ গুরূন্ ॥৫৭
ন শৌচমনুরুদ্ধ্যন্তে তেষাং সুদ্রজনাস্তথা
মনসা কর্মণা বাচা ভক্ষ্যাসীদনবাসসাম্ ॥৫৮
বিপ্রকীর্ণানি ধান্যানি কাকমূষিকভোজনম্
অপাবৃতঃ পয়োঽতিষ্ঠদ্ঘৃষ্টিষ্টাংশ্চাস্পৃশন্ ঘৃতম্ ॥ ৫৯
কৃষ্ণালঃ ধান্যপিটকঃ প্রকীর্ণং কাংস্যভোজনম্।
তদ্বোপকরণং সর্বং নাবৈক্ষৎ কুটুম্বিনী ॥ ৬০
প্রাকারাপারবিধ্বংসান্ন চ তে প্রতিকুর্বতে।
নাক্রিয়ন্তে পশূন্ বদ্ধ্বা সবৎসেনোদকেন চ ॥ ৬১
বালানাং প্রেক্ষমাণানাং স্বয়ং ভক্ষ্যমভক্ষয়ন্।
তথা ভৃত্যজনং সর্বমসন্তর্প্য চ দানবাঃ ॥ ৬২
পায়সং কৃসরং মাংসমপূপানথ শষ্কুলীঃ
অপাচয়ানা জনোঽর্থে বৃথা মাংসান্যভক্ষয়ন্ ॥ ৬৩

যখন বৃদ্ধগণ সভায় বসিয়া নানাবিধ আলোচনা করিতে থাকেন, তখন তরুণ দৈত্যরা তাহাতে দোষ আবিষ্কার করিতে করিতে সেই সব বৃদ্ধদিগকে উপহাস করিয়া থাকে ॥ ৫১

উচ্চাসনে উপবেশন করত নবযুবক দৈত্যরা বৃদ্ধগণ আসিলে পর আর পূজের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়ায় না এবং প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আদর সংকারও করে না ॥ ৫২

পিতা থাকিতেই পুত্র ধনাদির অধিকারী হইয়া যাইতেছে। সে সমস্ত সেবক হইয়া সেই কর্মের জন্য আত্মশ্লাঘা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নির্লজ্জতা সহকারে অন্যের নিকট বলিতে থাকে ॥৫৩

ধর্মের বিপরীত নিন্দিত কর্মের দ্বারা যাহারা প্রকৃত ধনলাভ করে, তাহাদের সেই কর্মেরই দ্বারা ধনোপার্জনের স্পৃহা বাড়িয়া যায় ॥ ৫৪

দৈত্যরা রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে থাকে এবং তাহাদের গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি মন্দ গতিতে জ্বলিতে থাকে। পুত্রগণ পিতা এবং স্ত্রীগণ পতিদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ॥ ৫৫

দৈত্য ও দানবেরা গুরুর থাকিলেও মাতা-পিতা, বৃদ্ধ পুরুষ, আচার্য, অতিথি ও গুরুজনগণের অভিনন্দন করে না। সন্তানগণের লালন-পালনেও তাহাদের মতি নাই ॥ ৫৬

দেবতা, পিতৃগণ, গুরুজন ও অতিথিদিগের যজন-পূজন এবং তাঁহাদিগকে ভোগ ভাগ প্রদান না করিয়া, ভিক্ষাদান ও বলিবৈশ্বদেব কর্ম সম্পাদন না করিয়াই দৈত্যরা স্বয়ং ভোজন করে ॥৫৭

দৈত্যগণ ও তাহাদের ইন্দ্রিয়কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিরা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা শৌচাচার পালন করে না। তাহাদের খাদ্য বস্ত্র আবৃত (ঢাকা দিয়া) থাকিত না ॥ ৫৮

তাহাদের গৃহে ধান্যকণা চারিদিকে ছড়ান থাকে এবং কাক ও ইঁদুরগণ সেই সব খাইতেছে। তাহাদের খাবার ঘৃত অনাবৃত থাকে এবং কুত্তরে তাহারা উচ্ছিষ্ট করে স্পর্শ করে ॥৫৯

দৈত্যদের গৃহিণীরা গৃহের এদিক্ ওদিকে পতিত কলাই, কাটারী, পিটক (পেটরা), কাঁসার থালা, মাদ প্রভৃতি এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীসমূহের দেখাশুনা করে না ॥ ৬০

তাহাদের গ্রাম ও নগরসকলের প্রাচীর ও তোরণসমূহ ভাঙ্গিয়া পতিত হইলেও সেই সব পুনর্নির্মাণ করে না। দৈত্যরা গরুদিগকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়া ঘাস ও জল দিয়া তাহাদের সেবা করে না ॥৬১

ছোট ছোট শিশুরা দেখিতে থাকে আর দানবগণ পাঁচ রকম খাদ্য স্বয়ং ভোজন করিতে থাকে। সেবক ও অন্যান্য কুটুম্বদিগকে পান-ভোজনাদির দ্বারা তৃপ্তি সাধন না করিয়া অর্থাৎ ভুখারী রাখিয়া অগ্রে স্বয়ং নিজেরা খাইতে থাকে ॥ ৬২

পায়স, খিচুড়ী, মাংস, পিটক ও পুরী সুচী প্রভৃতি ভোজ্যসমূহ তাহারা নিজেদের জন্য প্রস্তুত করায় এবং তাহারা বৃথা মাংসসমূহ ভোজন করে ॥ ৬৩

উৎসূর্যাশায়িনশ্চাসন্ সর্বে চাসন্ প্রগেনিশা:
অবর্তন্ কলহাশ্চাত্র দিবারাত্রং গৃহে গৃহে ॥ ৬৪
অনার্য্যাশ্চার্য্যমাসীনং পর্য্যুপাসন্ত তত্র হ ।
আশ্রমস্থান্ বিধর্মস্থা: প্রাবিশন্ত পরস্পরম্ ॥ ৬৫
সঙ্করাশ্চাত্তাবর্তন্ত ন চ শৌচমবর্তত
যে চ বেদবিদো বিপ্রা বিস্পষ্টমনৃচ্চ যে ॥ ৬৬
নিরন্তরবিশেষাস্তে বহ্বমানাবমানয়ো: ।
দারমাভরণং বেশ: গত: স্থিতমবেক্ষিতম্ ॥ ৬৭
অদেবস্তু ভুজিষ্যা বৈ দুর্জনাচরিতং বিবিধ্ ।
স্ত্রিয়: পুরুষবেশেন পুংস: স্ত্রীবেশধারিণ: ॥৬৮
ক্রীড়ারতিবিহারেষু পরাং মুদমবাপ্নুবন্

প্রভবন্তি: পুরা দায়ানর্হেভ্য: প্রতিপাদিতান্ ॥ ৬৯
নাস্তাবর্তন্ত নাস্তিক্যাদ্ বর্তন্ত: সন্তবেষ্বপি
মিত্রেণাভ্যধিক: মিত্রমর্থসংশয়িতে ক্বচিৎ ॥ ৭০
বালকোট্যগ্রমাত্রেণ স্বার্থেনাবৃত্ত তদ্ বসু ।
পরস্বাদানকুশলো বিপণব্যবহারিণ: ॥ ৭১
অদৃশন্তার্থাবর্ণেষু শূদ্রাশ্চাপি তপোধনা:
অধীয়তেঽব্রতা: কেচিদ্ বৃথা ব্রতমথাপরে ॥ ৭২
অগুরুর্গুরো: শিষ্য: কশ্চিচ্ছিষ্যমথো গুরু:
পিতা চৈব জনিত্রী চ শ্রান্তৌ বৃত্তোৎসবাবিব ॥ ৭৩
অপ্রভুত্বে স্থিতৌ বৃদ্ধাবন্ধ: প্রার্থয়ত: সুতান
তত্র বেদবিদ: প্রাজ্ঞা দাক্ষীর্য্যো সাগরোপমা: ॥ ৭৪

এখন তাহারা সূর্য্যোদয়ের পর পর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। প্রাতঃকালেও তাহারা রাত্রি বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের গৃহে গৃহে দিবারাত্র কলহ চলিতে থাকে। ৬৪

ব্রাহ্মণগণের নিকটে স্থিত অনার্য্য পুরুষেরা সেস্থলে উপবিষ্ট আর্য্যপুরুষদিগের সেবায় উপস্থিত হয় না। অবশেষে তাহারা নৈতেরা আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত এবং নিজেরা পরস্পর দ্বেষ করে। ৬৫

এখন তাহাদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর সন্তানসকল জন্মগ্রহণ করিতেছে। কাহারও মধ্যে পবিত্রতা নাই। যাহারা বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এবং যাহারা স্পষ্টই বেদের একটি অক্ষরও জানে না, এই উভয়ের মধ্যে নৈতেরা কোন পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারে না। তাঁহাদের মান ও অপমান করা বিষয়েও কোন পার্থক্য রাখে না। ৬৬½

সেখানকার নারীগণ স্বামীর ন্যায় এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ যাহাতে বেশ ধারণ করে মনোহর বেশ ধারণ করে এবং দুরাচারিণী স্ত্রীর ন্যায় গমন করে, দাঁড়াইয়া থাকে এবং কটাক্ষপাত করে সেই সঙ্গে তাহারা তাদৃশ প্রভুতা আচরণ করে, যাহার আচরণ দুরাচারী পুরুষগণ করিয়া থাকে। ৬৭½

ক্রীড়া, রতি ও বিহারের সময়ে সেখানকার স্ত্রীগণ পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং পুরুষেরা স্ত্রীগণের বেশ ধারণ করত পরস্পর মিলিত হয় এবং অভিনব আনন্দ অনুভব করে। ৬৮½

বহু মানব পুরাকালে নিজেদের পূর্ব্বজগণ কর্তৃক যুযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে দানরূপে প্রদত্ত ক্ষেত্রাদি নাস্তিকতাবশতঃ তাঁহাদের নিকট রাখিতে দিল না। যদিও তাহারা অন্যপ্রকার

সহজ উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তথাপি তাঁহাদের প্রদত্ত দান তাহারা ফিরাইয়া লইল। ৬৯½

কোন স্থানে ধনের বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে পর অর্থাৎ সেই ধন ন্যায়তঃ আমার বা অন্যের, এরূপ প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলে পর যদি সেই ধনের অধিকারী ব্যক্তি কোন মিত্রের নিকট প্রার্থনা করে যে, উভয় নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা যেন এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দেয়, তবে সেই মিত্র নিজের কেশাগ্র তুল্য ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যও সেই সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লয়। ৭০½

মানবগণের নিকটে যে সব ব্যবসায়ী বাস করে, তাহারা সকলে অপরের ধন প্রতারণা করিয়া গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে শূদ্রও মিলিত হইয়া তপোধন হইয়া গিয়াছে। ৭১½

বহু ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিয়াই বেদমন্ত্রের স্বাধ্যায় করিতেছে। বহু ব্যক্তি আবার বৃথা (অবৈদিক) ব্রত আচরণ করিয়া যাইতেছে। ৭২½

শিষ্য গুরুর সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না কোন কোন গুরুও আবার এরূপ আছেন, যিনি নিজের শিষ্যকে সদা করিয়া রাখিয়াছেন। যখন পিতা ও মাতা উৎসবদিনের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়েন, তখন গৃহে তাঁহাদের কোন প্রভুত্ব থাকে না। সেই বৃদ্ধ দম্পতি পুত্রগণের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিতে থাকেন। ৭৩½

সেখানে যে সব বেদজ্ঞ জ্ঞানী ও সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্য্য পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং মূর্খ ব্যক্তিরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। ৭৪½

গুরূণাদিষতবন্ সক্তা মূর্ধ্নাঃ আঘ্রায়ন্তুজত।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সুপ্রশ্নঃ কন্যনং প্রেষয়ন্তি যে ॥ ৭৫
শিষ্যানপ্রহিতাংস্তেষামকূর্বন্ গুরবঃ স্বয়ম্
বজ্র-স্বস্তররোরগ্রে বধূঃ প্রেষ্যানশাসত ॥ ৭৬
অশাসচ্চ ভর্তারং সমাদুরাভিভূতি।
প্রযত্নেনাপি চারক্ষিন্তঃ পুত্রশ্চ বৈ পিতা ॥ ৭৭
ব্যক্তজ্ঞাপি সংবন্ধাদ্ দুঃখবাসং তথাবসৎ।
অন্বিষ্যাহেন চোরৈর্বা ব্যাজিহীর্ষা হৃতঃ ধনম্ ॥ ৭৮
দৃষ্ট্বা বেধাং প্রাহসন্ত মুক্তসংদন্তাবিত্তা ক্ষপি।
কৃতঘ্না নাস্তিকাঃ পাপা গুরুদারাভিমর্শিনঃ ॥ ৭৯
অতক্ষাতক্ষপরতা নির্মর্যাদা হতক্রিয়ঃ
ভেষেবমাদীনাচারানাচরৎসু বিপর্যয়ে ॥ ৮০
নাহং দেবেন্দ্র যৎস্যামি দাসবেষিতি মে মতিঃ।
তস্মাৎ স্বয়মনুপ্রাপ্তামভিনন্দ শচীপতে ॥ ৮১
ত্বয়াচিতাং মাং দেবেশ পুরো বাসায়ন্তি দেবতাঃ।
যত্রাহং তত্র মৎকান্তা ঋষিসিদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ৮২
সপ্ত দেব্যো জয়াইমো বাসমেষ্যন্তি তেঽইহ।
আশা শ্রদ্ধা দ্যুতিঃ শান্তিবিজিতিঃ সন্নতিঃ ক্ষমা ॥ ৮৩
অষ্টমী বৃত্তিরেতাসাং পুরোগা পাকশাসন।
তাশ্চাহং চাপ্সরাস্তাস্তু বৃদ্ধিমন্বয়াসতাঃ ॥ ৮৪
ত্রিদশেষু নিবৎস্যামো ধর্মনিষ্ঠাস্তুরাসদ।
ইত্যুক্তবচনাং দেবীং প্রীত্যর্থঞ্চ নমস্যতুঃ ॥ ৮৫

গুরুগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিষ্যদের নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত? ইহা বলাতে তাঁহারা সেই শিষ্যদিগের বস্ত্রাদি যথাযথ স্থানে রাখিয়া থাকেন এবং তাহাদের বেশভূষা রচনা করেন ও তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রেরণা না আসিলেও গুরুগণ স্বয়ংই তাহাদের সন্দেশবাহক দূতাদির কার্য্য করেন। ৭৫।

পত্নী শাশুড়ীর সম্মুখেই পুত্রসহ দেবরদিগের উপর শাসন করিতে থাকে সে নিজের পতিকেও মানে করে এবং সকলের সম্মুখে পতিকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহার সহিত আলাপ করে। ৭৬।

পিতা বিশেষ যত্নের সহিত পুত্রের মন রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। তাঁহারা পুত্রগণের ভয়ে ভীত হইয়া নিজের সমস্ত ধন সম্পত্তি পুত্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেছেন এবং নিজেরা অভিশয় কষ্টের সহিত জীবন যাপন করিতেছেন। ৭৭।

যাহাদিগকে নিজেদের হিতৈষী ও মিত্র বলিয়া মনে করা হয়, তাহারাও যখন নিজের বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণের মনে অগ্নি সংযোগ করিতে, অপহরণ করিতে ও রাজার দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইতে দেখে, তখন তাহারাও বেষবশতঃ উপহাস করিতে থাকে। ৭৮।

দৈত্যগণ কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাচারী ও গুরুপত্নীগামী হইয়া গিয়াছে। যে বস্তু খাওয়া উচিত নয়, তাহারা সেই বস্তুও খাইতেছে এবং ধর্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া মনোমত আচরণ করিয়া যাইতেছে। সেইজন্য তাহারা কান্তিহীন হইয়া গিয়াছে। ৭৯।

দেবেন্দ্র! যখন হইতে এই সব দৈত্যরা ধর্মের বিপরীত আচরণকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতেই আমি এই নিশ্চয় করিয়াছি যে এখন আমি এই দানবদের গৃহে থাকিব না। ৮০।

শচীপতে! দেবেশ্বর! সেইজন্য আমি স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছি তুমি আমাকে অঙ্গীকার কর। তোমার দ্বারা পূজিত হইলে পর আমাকে অন্যান্য দেবতারাও নিজেদের সম্মুখে স্থাপিত (এবং সম্মানিত) করিবে। ৮১।

যে স্থানে আমি থাকিব, সে স্থানে আমার সহ দেবী বাস করিবেন, তাঁহাদের সকলের অগ্রভাগে অষ্টমস্থানীয়া জয়াদেবীও অবস্থান করিবেন। এই আটজন দেবী আমার অভিশয় প্রিয়, আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং আমাকে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ৮২।

পাকশাসন! সেই দেবীগণের নাম হইল আশা, শ্রদ্ধা, দ্যুতি, শান্তি, বিজিতি, সন্নতি, ক্ষমা ও অষ্টমস্থানীয়া বৃত্তি (জয়া)। এই অষ্টমী দেবী জয়া পূর্বোক্ত সপ্ত দেবীর অগ্রগামিনী। ৮৩।

সেই সপ্ত দেবী ও আমি—এই সকলেই শত্রুদিগকে ত্যাগ করত তোমার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দেবতাগণের অবস্থানযোগ্য যজ্ঞে নিষ্ঠাসম্পন্ন, সেইজন্য আমরা এখন ইঁহাদের গৃহে বাস করিব। ৮৪।

(ভীষ্ম বলিলেন,—) লক্ষ্মী দেবী এই কথা বলিলে পর দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রহন্তা ইন্দ্র তাঁহার প্রসন্নতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ৮৫।

নারদাদ্যাস্তদা দেবর্ষির্ভরদ্বাজো ঽথ বাসবঃ
ততোঽনলসখো বায়ুঃ প্রববৌ দেববর্ত্মসু ॥ ৮৬
ইষ্টগন্ধঃ সুখস্পর্শঃ সর্বেন্দ্রিয়সুখাবহঃ।
শুচৌ বাতাধিতে দেশে ত্রিদশাঃ প্রায়শঃ স্থিতাঃ ॥৮৭
লক্ষ্মীসহিতমাসীনং ভবনস্থং দিদৃক্ষবঃ ॥ ৮৮
ততো দিবং প্রাপ্য সহস্রলোচনঃ
শ্রিয়োপপন্নঃ সুহৃদা মহর্ষিণা।
রথেন হর্যশ্বযুজা সুরর্ষভঃ
সদঃ সুরাণামভিসংকৃতো যযৌ ॥ ৮৯
অথেক্ষিতঃ বজ্রধরশ্চ নারদঃ
শ্রিয়শ্চ দেব্যা মনসা বিচারয়ন্।
শ্রিয়ৈ শশংসাগমদৃষ্টপৌরুষঃ
শিবেন তত্রাগমনং মহর্ষিভিঃ ॥ ৯০
ততোঽভ্যুদ্যুঃ স্তোঃ প্রববর্ষ ভাস্বতী
পিতামহস্যাপ্লবনে স্বয়ম্ভুবঃ
অনাহতা দুন্দুভয়োঽথ নেদিরে
তথা প্রসন্নাশ্চ দিশশ্চকাশিরে ॥ ৯১

যযুর্ন শব্দেষু বধায় বাসবো
ন ধর্মমাগাদ্ বিচচাল কশ্চন
অনেকরত্নাকরভূষণা চ ভূঃ
সুযোষঘোষা ভুবনৌকসাং গুরে ॥ ৯২
ক্রিয়াভিরামা মনুজা মনস্বিনো
বসুঃ শুভে পুণ্যকৃতাঃ পথি স্থিতাঃ
নরামরাঃ কিন্নর-যক্ষ-রাক্ষসাঃ
সমৃদ্ধিমন্তঃ সুমনস্বিনোঽভবন্ ॥ ৯৩
ন চাকৃতাদে কৃসুমঃ কৃতঃ ফলঃ
পপাত বৃক্ষাৎ পবনেরিতাদপি।
রসপ্রদাঃ কামদুঘাশ্চ ধেনবো
ন দারুণা বাগ্ বিচচার কস্যচিৎ ॥ ৯৪
ঈয়াং সপর্য্যাং সহ সর্বকামদৈঃ
শ্রিয়শ্চ শক্রপ্রমুখৈশ্চ দৈবতৈঃ।
পঠন্তি যে বিপ্রসদঃসমাগতাঃ
সমৃদ্ধকামাঃ শ্রিয়মাপ্নুবন্তি তে ॥ ৯৫

সেই সময় দেবমার্গের উপর মনোহর গন্ধ ও সুখস্পর্শযুক্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সুখপ্রদ অগ্নিসখা বায়ুদেব মন্দগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৮৬॥

সেই পথে পবিত্র ও মনোবাঞ্ছিত প্রদেশে রাজলক্ষ্মীসহ ইন্দ্রদেবকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় সকল দেবতা উপস্থিত হইলেন। ৮৭-৮৮

তাহার পর সহস্রলোচন সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র লক্ষ্মীদেবী ও নিজের সুহৃৎ মহর্ষি নারদের সহিত নানারত্নের অশ্বে যোজিত রথে উপবেশন করত স্বর্গলোকের রাজধানী অমরাবতীতে আসিলেন এবং দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া তাঁহাদের সভায় গমন করিলেন। ৮৯

সেই সময় অমরগণের লোকত্রয় প্রত্যক্ষ দর্শনকারী দেবর্ষি নারদ অন্য মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিলোকাধীশ ইন্দ্র ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্কেতসহ মনে মনে বিচার করত সেস্থানে লক্ষ্মী দেবীর শুভাগমনের প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার পদার্পণ সমস্ত লোকের পক্ষেই মঙ্গলকর বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ৯০

অনন্তর নির্মল ও প্রকাশপূর্ণ আকাশমণ্ডল স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ভবনে অমৃতের বর্ষণ আরম্ভ করিল। দেবতাগণের দুন্দুভি-সকল বিনা বাদনেই ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত দিক্ স্বচ্ছ ও প্রকাশিত হইল। ৯১

লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উপস্থিত হইলে পর ইন্দ্রদেব প্রভু অনুসারে পৃথিবীর উপর শত্রুসমূহের নিধনের জন্য বরণ করিতে থাকিলেন। তখন কেহই আর ধর্মপথ হইতে বিচলিত হইল না এবং বহু রত্নের বিকাশিতা পৃথিবী দেবী এই সময়ের গুণে ত্রিভুবনবাসীর বিস্ময়ের জন্য যেন সুন্দর জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। ৯২

সেই সময় মনস্বী মানবগণ পুণ্যবানদিগের মঙ্গলময় পথে অবস্থান করত সৎকর্মসমূহের দ্বারা সুখের শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ সমৃদ্ধিশালী এবং উদারচেতা হইয়া উঠিলেন। ৯৩

তখন অকাল-মৃত্যুর কথা কি বলিবার আছে, প্রচণ্ড বায়ুর বেগে আন্দোলিত হইলেও কোন বৃক্ষ হইতে পুষ্প পর্যন্ত পতিত হইল না। সুতরাং ফল কিভাবে পতিত হইবে? সমস্ত ধেনুই দুগ্ধাদি রস প্রদান করিত এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে দুগ্ধদান করিত। তাহাদের মুখ হইতে কখনও কর্কশ বাক্য নির্গত হইত না। ৯৪

সমস্ত কামনাপূর্ণকারী ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দ্বারা কৃত

ত্বয়া কুরূণাং বর যৎ প্রচোদিতঃ
তথাভবদ্যোঽ পরঃ নিদর্শনম্
তদদ্য সর্বং পরিকীর্তিতং ময়া
পরীক্ষ্য তত্ত্বং পরিগৃহ্যতামিতি ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শ্রী-বাসবসংবাদো নাম
অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

লক্ষ্মীদেবীর এই সুধা অঞ্জন: প্রসন্ন যাঁহার ব্রাহ্মণের সভায় আসিয়া পাঠ করেন, তাঁহাদের সকল বাসনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার লক্ষ্মীদেবীকেও লাভ করিয়া থাকেন। ২৫

কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি যে অর্থাগম-পরাভবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সমস্ত আমি আজ উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়া তোমাকে বলিলাম তুমি স্বয়ং এই বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া তাহার যথার্থতা বিষয়ে নিশ্চয় করিবে। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে লক্ষ্মী ও ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৈশম্পায়নমুনিনাসিতদেবলায় সমত্ববুদ্ধেরুপদেশঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিংশীলঃ কিংসমাচারঃ কিংবিদ্বঃ কিংপরাক্রমঃ
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ স্থানং যৎ পরং প্রকৃতের্ধ্রুবম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

মোক্ষধর্মেষু নিরতো নঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ স্থানং যৎ পরং প্রকৃতের্ধ্রুবম্ ॥ ২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৈশম্পায়নস্য সংবাদমসিতস্য চ ভারত ॥ ৩
বৈশম্পায়নং মহাপ্রাজ্ঞং ধর্মাণামাগতাগমম্।
অক্রুধ্যন্তমসূয়ন্তমসিতো দেবলোঽব্রবীৎ ॥ ৪

একোনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[বৈশম্পায়নমুনি কর্তৃক অসিত-দেবলকে সমত্ববুদ্ধির উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কিরূপ শীল, কিরূপ আচরণ, কীদৃশ বিদ্যা ও কীদৃশ পরাক্রমে যুক্ত হইলে পর মানুষ প্রকৃতির পরস্থিত অবিনাশী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে পুরুষ নিত্যাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মোক্ষোপযোগী ধর্মশাস্ত্রে নিরত থাকেন, তিনিই প্রকৃতির পরস্থিত অবিনাশী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ২

ভারত! এ বিষয়েও বৈশম্পায়ন ও অসিত-দেবলমুনির সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাস প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

একবার সকল ধর্মজ্ঞে অভিজ্ঞ, শাস্ত্রবেত্তা, মহাজ্ঞানী ও ক্রোধ এবং দর্পহীন বৈশম্পায়ন মুনিকে অসিতদেবল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

দেবল বলিলেন,—মুনিবর! যদি আপনাকে কেহ প্রণাম করেন, তবে আপনি প্রসন্ন হন না এবং কেহ যদি নিন্দাবাদ করেন, তবে তাঁহার প্রতি ক্রোধ করেন না, এই বুদ্ধি আপনার কিরূপ? কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন? এবং আপনার এই বুদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় কি? ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! দেবল এইভাবে প্রশ্ন করিলে পর মহাতপস্বী বৈশম্পায়ন তাঁহাকে এইরূপ সন্দেহহীন, প্রচুর অর্থবোধক পদবিশিষ্ট, পবিত্র ও উত্তম এই কথা বলিলেন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! পুণ্যকর্মকারী মহাপুরুষগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে উত্তম গতি, উৎকর্ষের চরম সীমা

নিন্দৎসু চ সদা নিত্যং প্রশংসৎসু চ দেবল।
নিহ্নুবন্তি চ যে দ্বেষাৎ সময়ং সুকৃতঞ্চ যৎ ॥ ৮
উক্তাশ্চ ন বদিষ্যন্তি বক্তারমহিতে হিতম্
প্রতিহন্তুং ন চেচ্ছন্তি হন্তারং বৈ মনীষিণঃ ॥ ৯
নাপ্রাপ্তমনুশোচন্তি প্রাপ্তকালানি কুর্বতে
ন চাতীতানি শোচন্তি ন চৈব প্রতিজানতে ॥ ১০
সম্প্রাপ্তানাঞ্চ পূজ্যানাং কামাদর্থেষু দেবল
যথোপপত্তিং কুর্বন্তি শক্তিমন্তঃ কৃতব্রতাঃ ॥ ১১
পক্ষবিদ্ধা মহাপ্রাজ্ঞা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ
মনসা কর্মণা বাচা নাপরাধ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥ ১২
অনীর্ষবো ন চাক্রোশাঃ বিহিংসন্তি কদাচন
ন চ জাতূপতাপ্যন্তে ধীরাঃ পরমবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৩
নিন্দা-প্রশংসে চাত্যর্থং ন বদন্তি পরন্তপ যে
ন চ নিন্দা-প্রশংসাভ্যাং বিক্রিয়ন্তে কদাচন ॥ ১৪
সর্বতশ্চ প্রশান্তা যে সর্বভূতহিতে রতাঃ
ন ক্রুধ্যন্তি ন হৃষ্যন্তি নাপরাধ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥ ১৫
বিমুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ চঙ্ক্রমন্তি যথাসুখম্।
ন যেষাং বান্ধবাঃ সন্তি যে চাস্মাকং ন বান্ধবাঃ ॥১৬
অমিত্রাশ্চ ন সন্ত্যেষাং যে চামিত্রা ন কদাচিৎ
য এবং কুর্বতে মর্ত্যাঃ সুখং জীবন্তি সর্বদা ॥ ১৭
যে ধর্মং চানুরুধ্যন্তে ধর্মজ্ঞা দ্বিজসত্তম
যে হ্যন্তো বিদ্যতে মার্গাৎ তে হ্যন্তাদ্বিভ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৮
আস্তিতন্তমহং মার্গমনুবিষ্যামি কং কথম্
নিন্দমানঃ প্রশন্তো বা হৃষ্টেহতঃ কেন হেতুনা ॥ ১৯
যদ্ যদিচ্ছন্তি তৎ তস্মাদপি লব্ধ্বা মানবাঃ
ন মে নিন্দা-প্রশংসাভ্যাং হ্রাস-বৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ ॥ ২০

এবং পরমধার্মিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই ধর্মের বৃদ্ধি আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ৭

দেবল! মহাত্মা পুরুষগণের কেহ যদি নিন্দা করে কিংবা সর্বদা তাঁহাদের প্রশংসা করে অথবা তাঁহাদের সদাচার ও পুণ্য কর্মসকলের কথা শ্রবণ করিয়া যায়, তবে তাঁহারা এই সকলের প্রতিই একই বুদ্ধি ধারণ করেন। ৮

সেই মনীষী পুরুষগণকে কেহ যদি কটু বাক্য বলে, তবে তাহার উত্তরে ইঁহারা সেই কটুবাদী পুরুষকে প্রতিশোধচ্ছলে কোন কথা বলেন না। বিদ্বেষের অহিতকারীদিগেরও হিত কামনা করেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে আঘাত করে, ইঁহারা কিন্তু তাহাকে প্রত্যাঘাত করেন না। ৯

যাহা এখনও সম্মুখে আসে নাই বা ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার জন্য তাঁহারা শোক কিংবা চিন্তা করেন না। বর্তমান সময়ে যে কার্য উপস্থিত হয়, তাহাই তাঁহারা নিষ্পন্ন করেন। যাহা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্যও তাঁহারা শোক করেন না এবং তাঁহারা কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেন না। ১০

দেবল! যদি কোন কামনা মনে লইয়া কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পূজনীয় পুরুষ তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তবে সেই উত্তম ব্রতপালনকারী শক্তিশালী মহাত্মাগণ যথাশক্তি কার্যসাধনের চেষ্টা করেন। ১১

পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন এই মহাজ্ঞানী পুরুষগণ ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়া থাকেন এবং মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা কখনও কাহারও অপরাধ করেন না। ১২

তাঁহাদের মনে পারস্পরিক কোন ঈর্ষা থাকে না। তাঁহারা কখনও কাহাকে হিংসা করেন না এবং বীর পুরুষগণ অপরের সমৃদ্ধিতে কখনও মনে মনে জ্বলিতে থাকেন না। ১৩

তাঁহারা কখনও অপরের নিন্দা করেন না এবং অধিক প্রশংসাও করেন না। তাঁহাদের যদি কেহ নিন্দা বা প্রশংসা করে, তবে তাঁহাদের মনে কোন বিকার উপস্থিত হয় না। ১৪

তাঁহারা সর্বথা শান্ত ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত থাকেন। তাঁহারা কখনও ক্রুদ্ধ হন না, হৃষ্ট হন না এবং কাহারও কোন অপরাধ করেন না। ১৫

তাঁহারা হৃদয়ের অজ্ঞানময় গ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া চারিদিকে আনন্দের সহিত বিচরণ করেন। তাঁহাদের কোন বন্ধু বান্ধব থাকে না এবং তাঁহারা কাহারও বান্ধব হন না। ১৬

তাঁহাদের কোন শত্রু থাকে না এবং তাঁহারাও কাহারও শত্রু হন না। যেসব মানুষ এরূপ আচরণ করেন, তাঁহারা সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ১৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা ধর্মানুসারে চলেন, তাঁহারাই ধর্মজ্ঞ। যাঁহারা ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তাহারাই ধ্রুব-উদ্বেগাদি প্রাপ্ত হয়। ১৮

আমি সেই ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছি। অতএব নিজের নিন্দা শ্রবণ করত কেন অন্যের উপর দ্বেষ দৃষ্টি রাখিব? অথবা প্রশংসা শ্রবণ করত কি কারণে হর্ষ প্রকাশ করিব? ১৯

মানবেরা নিন্দা ও প্রশংসার দ্বারা যে যে বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা উহার দ্বারা সেই সেই বস্তু লাভ করুক।

অমৃতস্যেব সন্তুষ্টোদবমানস্য তত্ত্ববিৎ
বিষস্যেবোদ্বিজেন্নিত্যং সম্মানস্য বিচক্ষণঃ ॥ ২১
অবজ্ঞাতঃ সুখং শেতে ইহ চামুত্র চাত্মবান্
বিমুক্তঃ সর্বদোষেভ্যো যোঽবমন্তা স বধ্যতে ॥ ২২
পরাং গতিঞ্চ যে কেচিৎ প্রার্থয়ন্তি মনীষিণঃ
এতদ্ ব্রতং সমাস্থায় সুখমেধন্তি তে জনাঃ ॥ ২৩
সর্বতশ্চ সমাহৃত্য ক্রতূন্ সর্বান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ স্থানং যৎ পরং প্রকৃতেরিহ ॥ ২৪
নাস্ত দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ
পদমন্বেষ্টুমপ্যস্য প্রাপ্তস্য পরমাং গতিম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জৈগীষব্যাসিতসংবাদে
একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৯

কিন্তু সেই নিন্দা ও প্রশংসাতে আমার কোন হানি হইবে না এবং লাভও হইবে না। ২০

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ নিজের অপমানকে অমৃতের ন্যায় মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, কারণ, বিদ্বান্ পুরুষ সম্মানকে বিষের তুল্য মনে করিয়া সর্বদা ভীত হন। ২১

সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত মহাত্মা পুরুষ অপমানিত হইয়াও ইহলোক ও পরলোকে নির্ভয়ে শয়ন করেন, কিন্তু তাঁহাকে অপমানকারী ব্যক্তি পাপবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ২২

যে সব মনীষী পুরুষ উত্তম গতি লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা এই উত্তম ব্রতের আশ্রয় লইয়া পরম সুখী ও অক্লান্তচিত্ত হইয়া থাকেন। ২৩

মানুষের কর্তব্য হইল—তিনি সমস্ত কামনা কর্ম পরিত্যাগ করত সকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া লইবেন। তারপর তিনি প্রকৃতিরও পরস্থিত অবিনাশী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ২৪

পরম গতিপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাত্মা যে পদ লাভ করেন, উহা লাভ করিতে দেবতারাও পারেন না। এইরূপ না গন্ধর্ব, না পিশাচ এবং না রাক্ষসগণ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন ॥২৫

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে জৈগীষব্য ও অসিতদেবল সংবাদ-বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণোগ্রসেনয়োঃ সংবাদঃ—নারদস্য লোকপ্রিয়তায়া হেতুভূতানাং গুণানাং বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রিয়ঃ সর্বস্য লোকস্য সর্বসত্ত্বাভিনন্দিতা।
গুণৈঃ সর্বৈরুপেতশ্চ কো ন্বস্তি ভুবি মানবঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পৃচ্ছতো ভরতর্ষভ।
ঔগ্রসেনস্য সংবাদং নারদে কেশবস্য চ ॥ ২

ঔগ্রসেন উবাচ

যস্য সদ্ব্রতে লোকো নারদস্য প্রকীর্তনে।
তন্মে স গুণসম্পন্নো ব্রূহি তত্ত্বেন পৃচ্ছতঃ ॥ ৩

বাসুদেব উবাচ

কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদীন্ যান্ মন্যে শৃণু তান্ যে বিবক্ষতঃ।
নারদস্য গুণান্ সাধূন্ সংক্ষেপেণ নরাধিপ ॥ ৪

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেনের সংবাদ—নারদের লোকপ্রিয়তার হেতুভূত গুণসমূহের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছেন, যিনি সমস্ত লোকসকলের প্রিয়, সমস্ত প্রাণীদিগকে আনন্দ প্রদান করেন এবং সকল সদ্গুণে বিভূষিত?

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেনের সংবাদ শুনাইব, যাহা নারদের বিষয়ে পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২

উগ্রসেন বলিলেন,—জনার্দন! সমস্ত লোক যাঁহার গুণকীর্তন করেন, সেই নারদ আমার মতে অবশ্যই উত্তম গুণসমূহে বিভূষিত, অতএব তাঁহার গুণবিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি উহা আমাকে বল ॥ ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কুরুকুলের পালক মহারাজ! আমি নারদের যে সব উত্তম গুণ জানি ও মান্য করি, সেই সব আমি সংক্ষেপে আপনাকে বলিতেছি। আপনি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ করুন ॥ ৪

ন চারিত্রনিমিত্তোঽস্যাহঙ্কারো দেহতাপনঃ।
অতিমানকৃতচারিত্রস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ৫

অরতিঃ ক্রোধচাপল্যে ভয়ং নৈতানি নারদে
অদীর্ঘসূত্রঃ শূরশ্চ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ৬

উপাস্যো নারদো বাঢ়ং বাচি নাস্য ব্যতিক্রমঃ
কামতো যদি বা লোভাৎ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ৭

অধ্যাত্মবিধিতত্ত্বজ্ঞঃ ক্ষান্তঃ শক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ঋজুশ্চ সত্যবাদী চ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ৮

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন বিনয়েন চ।
জন্মনা তপসা বৃদ্ধস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ৯

সুশীলঃ সুখসংবেশঃ সুভোজঃ স্বাদরঃ শুচিঃ।
সুবাক্যশ্চাপানীর্ষাংশ্চ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১০

কল্যাণঃ কুরুতে বাঢ়ং পাপমস্মিন্ন বিদ্যতে
ন প্রীয়তে পরান্নার্থৈস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১১

বেদশ্রুতিস্মৃতিব্যাখ্যানৈরর্থানভিজিগীষতি
স্মৃতিক্ষুরনবজ্ঞাতা তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১২

সমত্বাচ্চ প্রিয়ো নাস্তি নাপ্রিয়শ্চ কথঞ্চন
মনোঽনুকূলবাদী চ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১৩

বহুশ্রুতশ্চিত্রকথঃ পণ্ডিতোঽলালসোঽমঠঃ।
অদীনোঽক্রোধনোঽশূদ্রস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১৪

নার্থে মনো বা কামে বা ভূতপূর্বোঽস্য বিগ্রহঃ
দোষাক্রান্তা সমুচ্ছিত্রাস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১৫

দৃঢ়ভক্তিরনিশ্যান্তা জ্ঞতবানমৃদুঃ সধান্
বীতসন্দোহদোষশ্চ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ

অসক্তঃ সর্বভূতেষু সক্তাস্বেব চ লক্ষ্যতে
অদীর্ঘসংশয়ো বাগ্মী তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১৭

সমাধিনাসা কামার্থে নাত্মানং স্তোতি কর্হিচিৎ
অনীর্ষুমৃদুসংবাদস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১৮

নারদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও চরিত্রবল উভয়ই একসঙ্গে বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাঁহার মনে নিজের সচ্চরিত্রতার জন্য অণুও কোন অভিমান নাই। এই অভিমান শরীরকে সন্তপ্ত করে সেইজন্য নারদের সর্বত্র পূজা (প্রতিষ্ঠা) হইয়া থাকে। ৫

নারদের মধ্যে অরতি, ক্রোধ, চপলতা ও ভয় এই সব দোষ নাই। তিনি দীর্ঘসূত্রী (বিলম্ব করিয়া কার্যকারী অলস) নহেন এবং ধর্ম ও দয়াদি কার্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই জন্য নারদ সর্বত্র পূজিত হন। ৬

নিশ্চয়ই নারদ উপাসনা করিবার যোগ্য। কামনা বা লোভবশতঃ তিনি কখনও নিজের মতের পরিবর্তন করেন না, সেইজন্য নারদ সর্বত্র পূজিত হন। ৭

তিনি অধ্যাত্মশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্, ক্ষমাশীল, শক্তিমান্, জিতেন্দ্রিয়, সরল ও সত্যবাদী, এইজন্য নারদ সকল স্থানে সমাদৃত হন। ৮

নারদ তেজ, যশ, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিনয়, জন্ম ও তপস্যার দ্বারাও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তিনি সকল স্থানে সমাদর লাভ করেন। ৯

নারদ সুশীল, সুখে শয়নকারী, পবিত্র ভোজনকারী অতএব সমাদরের পাত্র, পবিত্র, উত্তম বাক্যভাষী এবং ঈর্ষাহীন, সেইজন্য তিনি সর্বত্র পূজিত হন। ১০

তিনি উদারচিত্তে সকলের কল্যাণ করেন, তাঁহার মধ্যে পাপের লেশমাত্র নাই এবং অপরের অনর্থ দেখিয়া তাঁহার মনে প্রসন্নতা আসে না, সেই কারণে তিনি সকল স্থানে পূজা লাভ করেন। ১১

নারদ বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি এবং ইতিহাস-পুরাণের কথা-সমূহের দ্বারা গ্রন্থত বিষয় বুঝাইতে ও সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন তিনি সহনশীল ও কখনও কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না সেই কারণে তাঁহার সর্বত্র সমাদর হয়। ১২

তিনি সর্বত্র সমভাবসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার কেহ প্রিয় নহে এবং কেহ অপ্রিয়ও নহে তিনি মনোমত কথা বলেন, সেই হেতু সর্বস্থলে তিনি পূজিত হন। ১৩

তিনি বহু শাস্ত্রে বিদ্বান্ এবং তাঁহার কথা বলিবার রীতিও বিচিত্র। তিনি পণ্ডিত, তাঁহার মনে কোন লালসা নাই এবং তাঁহার মধ্যে অণুও শঠতা নাই দীনতা, ক্রোধ ও লোভাদি দোষশূন্য বলিয়া নারদ সর্বত্র সমাদৃত হন। ১৪

ধন, অন্ন কোন প্রয়োজন এবং কামবিষয়ে নারদের পূর্বে কাহারও সহিত কখনও কলহ হইয়াছে, এরূপ দেখা বা শুনা যায় না তাঁহার মধ্যে কোন দোষই নাই, সেইহেতু তিনি সর্বত্র পূজা লাভ করেন। ১৫

তাঁহার আত্মার প্রতি দৃঢ় ভক্তি আছে; তাঁহার হৃদয় শুদ্ধ, তিনি বিদ্বান্ ও দয়ালু তাঁহার মোহাদি দোষসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য নারদের সর্বত্র সম্মান লাভ হয়। ১৬

তিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি আসক্তি-শূন্য, কিন্তু তাঁহাকে আসক্তের ন্যায় দেখা যায়; তাঁহার মনে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন সংশয় থাকে না এবং তিনি ভাল বক্তা, সেইজন্য তিনি সর্বত্র পূজা প্রাপ্ত হন। ১৭

তাঁহার মন কখনও বিষয়-ভোগসমূহে রত হয় না এবং তিনি

লোকস্য বিবিধং চিত্তং প্রেক্ষতে চাপ্যধূৎসয়ন্।
সংসর্গবিদ্যাকুশলস্তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ১৯
নাস্যূয়ত্যাগমঃ কঞ্চিৎ ধনরেনোপজীবতি
অবন্ধ্যকালো বশ্যাত্মা তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ২০
কৃতশ্রমঃ কৃতপ্রজ্ঞো ন চ তৃপ্তঃ সমাধিতঃ।
নিত্যমুক্তোঽপ্রমত্তশ্চ তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ২১
নাপত্রপশ্চ যুক্তশ্চ বিমুক্তঃ প্রেয়সে পরৈঃ।
অভেত্তা পরগুহ্যানাং তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ২২
ন প্রমুহ্যত্যর্থলাভেষু নালাভে তু ব্যথত্যপি।
স্থিরবুদ্ধিরসক্তাত্মা তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ ॥ ২৩
ত্যং সর্বগুণসম্পন্নং দক্ষং শুচিমনাময়ম্
কালজ্ঞং প্রিয়জ্ঞং কঃ প্রিয়ং ন করিষ্যতি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বাসুদেবোগ্রসেনসংবাদে
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩০

কখনও নিজের প্রশংসা করে না। সে কাহাকেও ঈর্ষা করে না ও সর্বাপেক্ষা কোমল ভাষায় কথাবার্তা বলে, সেইজন্য তাহার সর্বত্র সমাদর হয় ॥ ১৮

আরও লোকসকলের নানাবিধ চিত্তবৃত্তি নিরীক্ষণ করে ও বুঝে, সে কাহারও নিন্দা করে না, কাহার সংসর্গ কিরূপ? ইহার জ্ঞানে সে নিপুণ সেইজন্য সে সর্বত্র পূজিত হয় ॥ ১৯

সে কোনও পাত্রে দোষদৃষ্টি রাখে না, নিজের নীতি অনুসারে জীবনযাপন করে, সময় কখনও বৃথা অতিবাহিত করে না এবং মনকে বশীভূত করিয়া রাখে, সেইজন্য আরও সর্বত্র সমাদৃত হয় ॥ ২০

সে যোগাভ্যাসের জন্য অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছে। তাহার বুদ্ধি পবিত্র সমাধিতে তাহার কখনও তৃপ্তি হয় না। সে কর্তব্যপালনের জন্য সে সর্বস্থানে পূজিত হয় ॥ ২১

আরও নির্লজ্জ নহে। অপরের মঙ্গল করিবার জন্য নিয়তই সচেষ্ট থাকে, এই কারণে অপর লোকসকল তাহাকে নিজেদের মঙ্গলকারী বলিয়া জানে এবং কাহারও গুপ্ত রহস্য কোথাও প্রকাশিত করে না, সেইজন্য সে সর্বত্র সমাদর লাভ করে ॥ ২২

ধনলাভ হইলেও সে হৃষ্ট হয় না এবং ধন লাভ না হইলেও ব্যথিত হয় না। তাহার বুদ্ধি স্থির ও আসক্তিহীন, সেইজন্য সে সর্বত্র পূজিত হয় ॥ ২৩

সে সমস্ত গুণসমূহে সুশোভিত, কার্যকুশল, পবিত্র, নীরোগ, সময়ের মূল্য জানে এবং পরম প্রিয় আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, সুতরাং তাহাকে কোন্ ব্যক্তি না নিজের প্রিয় করিবে? ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বাসুদেব ও উগ্রসেনের সংবাদ-বিষয়ক ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবের প্রশ্ন, তদুত্তরস্বরূপে ব্যাসদেবের কালের স্বরূপকথন।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

আত্মতঃ সর্বভূতানাং জ্ঞাতুমিচ্ছামি কৌরব
ব্যানং কর্ম চ কালস্য তথৈবাদ্যুর্যুগে যুগে ॥ ১
লোকতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন ভূতানামাগতিং গতিম্।
সর্গঞ্চ নিধনং চৈব কুত এতৎ প্রবর্ততে ॥ ২
যদি তেঽনুগ্রহে বুদ্ধিরস্মাসিহ সতাং বর।
এতদ্ ভবন্তং পৃচ্ছামি তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ৩

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[শুকদেবের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরে ব্যাসদেব কর্তৃক কালের স্বরূপ কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, কুরুনন্দন! এখন আমি ইহা জানিতে অভিলাষী যে, সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়? তাহাদের লয় কোথায় হয়? পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য কাহার ধ্যান এবং কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য? কালের স্বরূপ কি? ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানবের কিরূপ আয়ু হয়? ১

আমি লোকতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিতে ইচ্ছুক। গমনাগমন, সৃষ্টি ও নিধন কাহার দ্বারা হয়? ২

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! যদি আপনার আমাদের

পূর্বং হি কথিতং ব্রহ্মন্ ভৃগুভারদ্বাজসংবাদম্
ভরদ্বাজস্য বিপ্রর্ষেস্ততো মে বুদ্ধিরুত্তমা ॥ ৪
জ্ঞাত্বা পরমমিষ্ঠা দিবাসংস্থানসংস্থিতা
ততো ভূয়শ্চ পৃচ্ছামি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
জগৌ তদ্ ভগবান্ ব্যাসঃ পুত্রায় পরিপৃচ্ছতে ॥ ৬
অধীত্য বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদস্তথা
অধিচ্ছন্নৈষ্ঠিকং কর্ম ধর্মনৈপুণদর্শনাৎ ॥ ৭
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং পুত্রো বৈয়াসকিঃ শুকঃ
পপ্রচ্ছ সংশয়ং ছিন্নধর্মার্থসংশয়ম্ ॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ।

ভূয়প্রাপ্তস্য কর্তারঃ কালজ্ঞানে চ নিশ্চয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য চ যৎ কৃত্যং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

তস্মৈ প্রোবাচ তৎ সর্বং পিতা পুত্রায় পৃচ্ছতে
অতীতানাগতে বিদ্বান্ সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শিবিৎ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ

অনাদ্যন্তমজং দিব্যমজরং ধ্রুবমব্যয়ম্
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সম্প্রসূয়তে ॥ ১১
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশত্তু কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাং তাম্
ত্রিংশৎকলশ্চাপি ভবেন্মুহূর্তো
ভাগঃ কলায়া দশমশ্চ যঃ স্যাৎ ॥ ১২
ত্রিংশন্মুহূর্তঃ তু ভবেদহশ্চ
রাত্রিশ্চ সংখ্যা মুনিভিঃ প্রণীতা
মাসঃ স্মৃতো রাত্রোহনী চ ত্রিংশৎ
সংবৎসরো দ্বাদশমাস উক্তঃ ॥ ১৩
সংবৎসরঃ বৈ ত্বয়নে বসন্তি
সংখ্যাবিদো দক্ষিণমুত্তরঞ্চ ॥ ১৪

প্রতি অনুগ্রহ করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তবে আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করিতেছি, আপনি আমাকে ইহা বলুন ॥

পূর্বে ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজের প্রতি ভৃগুর যে উত্তম উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া এই উত্তম বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম ॥ ৪

আমার বুদ্ধি বর্ধিত এবং দিব্য অবস্থায় স্থিত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি এ বিষয় কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন ॥ ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে ভগবান্ ব্যাসদেব নিজের পুত্র শুকদেব জিজ্ঞাসা করিলে পর যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিব ॥ ৬

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ এবং উপনিষৎসমূহের সহিত সমস্ত বেদসকল অধ্যয়ন করত ব্যাসপুত্র শুকদেব নৈষ্ঠিক কর্ম জানিবার ইচ্ছায় নিজের পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের ধর্মজ্ঞানবিষয়ক নৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহাকে নিজের মনের সংশয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার তখন এই বিশ্বাস ছিল যে, পিতার উপদেশে আমার ধর্ম ও অর্থবিষয়ক সমস্ত সন্দেহ অপনোদিত হইবে ॥ ৭-৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—পিতঃ! সমস্ত প্রলিবর্গের উৎপাদনকারী কে? কালের জ্ঞান বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কি? এবং ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? এই সব বিষয় আপনি কৃপা বলুন ॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ভূত ও ভবিষ্যতের সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ সর্বজ্ঞ পিতা ব্যাসদেব নিজের পুত্র শুকদেব জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহাকে সেই সব বিষয়ের এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ১০

ব্যাসদেব বলিলেন,—পুত্র! সৃষ্টির আরম্ভে অনাদি, অনন্ত, অজন্মা, দিব্য, অজর-অমর, ধ্রুব, অবিকারী, অতর্ক্য ও জ্ঞানাতীত ব্রহ্মই বিরাজিত থাকেন ॥ ১১

(এখন কালের বিভাগ এইরূপ বুঝিতে হইবে) পনরজন (পলের) নিমেষকে এক কাষ্ঠা এবং ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা গণনা করিতে হইবে। এইরূপ ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত হয় তাহার সহিত কলার দশম ভাগ আরও সম্মিলিত হয় অর্থাৎ ত্রিশ কলা ও তিন কাষ্ঠাকে এক মুহূর্ত বলে ॥ ১২

ত্রিশ মুহূর্তে এক দিবারাত্র হয়। মহর্ষি দিন ও রাত্রির মুহূর্তের সংখ্যাও ঐরূপই বলিয়াছেন। ত্রিশ দিবা ও রাত্রিতে এক মাস এবং বার মাসে এক সংবৎসর হয়—ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ১৩

বিদ্বান্ পুরুষ দুইটি অয়নকে সম্মিলিত করিয়া এক সংবৎসর বলেন। সেই দুই অয়ন হইল—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ॥ ১৪

অহোরাত্রে বিভজ্যতে সূর্যেণ মানুষ-লৌকিকে।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্মণামহঃ॥ ১৫
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
তত্রোদয়ঃ কর্মচেষ্টায়াং কৃষ্ণঃ স্বপ্নায় শর্বরী॥ ১৬
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্ দক্ষিণায়নম্॥ ১৭
যে তে রাত্র্যহনী পূর্বং কীর্তিতে দৈব-লৌকিকে
তয়োঃ সংখ্যাং চ বর্ষাগ্রং চ ব্রাহ্মে বক্ষ্যামি তৎক্ষণে॥ ১৮
পৃথক্ সংবৎসরাগ্রাণি প্রবক্ষ্যামি যুগানুপূর্বশঃ
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব দ্বাপরে চ কলৌ তথা॥ ১৯
চত্বার্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একপাদেন হীয়ন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥ ২১

এতানি শাশ্বতাঁল্লোকান্ ধারয়ন্তি সনাতনান্।
এতদ্ ব্রহ্মবিদাং তাত বিদিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ২২
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মঃ সত্যা চৈব কৃতে যুগে
নাধর্মেণাগমঃ কশ্চিৎ মনুষ্যান্ প্রবর্ততে॥ ২৩
ইতরেষাগমাদ্ ধর্মঃ পাদশস্ত্ববরোপাতে
চৌর্যানৃতমায়াভির্ধর্মশ্চাপচীয়তে॥ ২৪
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ
কৃতে ত্রেতাযুগে ত্বেষাং পাদশো হ্রসতে বয়ঃ॥ ২৫
বেদবাদাশ্চাপযুষ্যং হ্রসন্তীতীহ নঃ শ্রুতম্
আয়ুংষি চাশিষশ্চৈব বেদসৌম্য চ যৎ ফলম্॥ ২৬
অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ ২৭
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তমম্।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥ ২৮

মনুষ্যলোকের দিন ও রাত্রির বিভাগ সূর্যদেব করিয়া থাকেন। রাত্রি হইল প্রাণিগণের নিদ্রা যাইবার জন্য এবং দিবা হইল কার্য করিবার জন্য॥ ১৫

মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র হয়। শুক্লপক্ষ হইল তাঁহাদের কার্য করিবার জন্য এবং কৃষ্ণপক্ষ হইল তাঁহাদের বিশ্রাম করিবার জন্য রাত্রিস্বরূপ॥ ১৬

মনুষ্যগণের একবর্ষ দেবতাগণের এক দিবারাত্র। তাঁহাদের দিবা ও রাত্রির বিভাগ হইল—উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি॥ ১৭

পূর্বে মনুষ্যগণের যে দিবারাত্র বলা হইয়াছে, সেই সংখ্যার গণনায় এখন আমি ব্রহ্মার দিন রাত্রির মানের কথা বলিতেছি। সেই সঙ্গে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ—এই চারি যুগের বর্ষ সংখ্যাও আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিব॥ ১৮-১৯

দেবতাগণের চার হাজার বর্ষে এক সত্যযুগ হয়। সত্যযুগে চারিশত দিব্য বর্ষে সন্ধ্যা ও তত সংখ্যক বর্ষেই এক সন্ধ্যাংশ হয়। (এইভাবে সত্যযুগ ৪৮শত দিব্য বর্ষে সম্পূর্ণ হয়)॥ ২০

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ অন্য তিনযুগে এই চার হাজার আটশত দিব্য বর্ষের গণনায় সংখ্যা ক্রমশ চারিভাগের একভাগ কম হইতে থাকিবে অর্থাৎ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ ত্রেতাযুগ ৩৬ দিব্য শতবর্ষ, দ্বাপরযুগ ২৪ দিব্য শত বর্ষ এবং কলিযুগ ১২ শত দিব্য বর্ষে গণিত হয়॥ ২১

এই চারিযুগ প্রবাহরূপে সদা অবস্থিত সনাতন লোকসমূহ ধারণ করে। বৎস! এই যুগাত্মক কাল ব্রহ্মজনগণের নিকট সনাতন ব্রহ্মেরই স্বরূপ॥ ২২

সত্যযুগে সত্য ও ধর্মের চারিটি চরণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ এই সময় সত্য ও ধর্ম পূর্ণরূপে পালিত হয়। সেই সময় কোনও অধর্মাচার অধর্মের দ্বারা সংযুক্ত হয় না অর্থাৎ উহার রীতিতে তাহার পালন হয়॥ ২৩

অন্য সব যুগে শাস্ত্রোক্ত ধর্মের ক্রমশ: এক এক চরণ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং চৌর্য, অসত্য ও ছল-কপটাদির দ্বারা অধর্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে॥ ২৪

সত্যযুগে মানুষ নীরোগ হয়। তাঁহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহারা চারিশত বৎসর পূর্ণ আয়ু লাভ করেন। ত্রেতা যুগ আসিলে তাঁহাদের আয়ু চারিভাগের একভাগ কম হইয়া যায় অর্থাৎ তিনশত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হয়। এইভাবে দ্বাপরে দুইশত বৎসর এবং কলিতে একশত বৎসর আয়ু হয়॥ ২৫

ত্রেতাদিযুগে বেদসমূহের স্বাধ্যায় ও মনুষ্যগণের আয়ু হ্রাস পাইতে থাকে, ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাহাদের কামনা-সমূহের সিদ্ধিতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বেদাধ্যয়নের ফলেও ন্যূনতা দেখা যায়॥ ২৬

যুগসকলের হ্রাসানুসারে সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে মনুষ্যগণের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে॥ ২৭

সত্যযুগে তপস্যাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করা

এতাঃ দ্বাদশসাহস্রীঃ যুগাখ্যাঃ কবয়ো বিদুঃ।
সহস্রপরিবর্তং তদ্ ব্রাহ্মং দিবসমুচ্যতে ॥ ২৯
রাত্রিমেতাবতীং চৈব তদাদৌ বিশ্বমীশ্বরঃ
প্রলয়ে ব্যানমাবিশ্য সুপ্ত্বা সোঽহন্তে বিবুধ্যতে ॥ ৩০
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ৩১

প্রতিবুদ্ধো বিভুরুতে ব্রহ্মাক্ষয্যং ক্ষপাক্ষয়ে
সৃজতে চ মহদ্ভূতং তস্মাদ্ ব্যক্তাত্মকং মনঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

হইয়াছে। ত্রেতাযুগে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হইয়াছে, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে। ২৮

এইভাবে দেবতাগণের বার হাজার বর্ষে এক চতুর্যুগ হয়, ইহাই বিজ্ঞানবিদ্গণের অভিমত। এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন বলিয়া কথিত হয়। ২৯

এই পরিমিত যুগেই ব্রহ্মার এক রাত্রিও হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা নিজের দিনের আরম্ভে সংসারে সৃষ্টি করেন এবং রাত্রিতে যখন প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন সব কিছুই নিজের মধ্যে লীন করিয়া যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করত শয়ন করেন; তারপর প্রলয়ের কাল শেষ হইয়া যাইলে অর্থাৎ রাত্রি অতিবাহিত হইলে তিনি পুনরায় জাগরিত হন। ৩০

এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার যে একদিন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং তত পরিমাণই যে তাঁহার রাত্রি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, এই কালের যথাযথ বিভাগ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা তবে ও রাত্রির তত্ত্ব অর্থাৎ কালতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন ॥ ৩১

রাত্রি শেষ হইলে জাগরিত ব্রহ্মা প্রথমে নিজের অব্যক্তস্বরূপকে দ্বারা দ্বারা বিকারযুক্ত করেন এবং পুনরায় মহত্তত্ত্বকে উৎপন্ন করেন। তাহার পর উহা হইতে মূল জগতের দ্বারস্বরূপ মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মকথায় শুকদেবের অজপ্রশ্নবিষয়ক এক ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবেন শুকায় সৃষ্ট্যুৎপত্তিক্রমস্য যুগধর্মাণাঞ্চোপদেশঃ]

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্ম তেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্বমিদং জগৎ
একস্য ব্রহ্মভূতস্য দ্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ১
অহর্মুখে বিবুদ্ধঃ সন্ সৃজতেঽবিতয়া জগৎ।
অগ্র এব মহদ্ভূতমাদৌ ব্যক্তাত্মকং মনঃ ॥ ২

অভিভূয়েহ চাচিখ্যৌ সাসৃজৎ সপ্ত মানসান্
দুরগং বহুধাগামি প্রার্থনাসংশয়াত্মকম্ ॥ ৩

এই মনের বহুধা গমনশক্তি এবং সে বহুভাবে গমনাগমন করে। প্রার্থনা ও সংশয়বৃত্তিশালী সেই মন তৈজসের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া সমস্ত পদার্থকে অভিভূত করত সপ্ত মানস ঋষিকে * সৃষ্টি করে। ৩

---

* সপ্ত ঋষির নাম হইল—"মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মনসা নির্মিতা হি তে"। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মহর্ষি তোমার (ব্রহ্মার) আদেশে নিজের মন হইতে রচিত হইয়াছেন মহাভারত শান্তিপর্ব ২৮০ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক।

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দং গুণং বিদুঃ ॥ ৪
আকাশাৎ তু বিকুর্বাণাৎ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ
বলবান্ জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ ॥ ৫
বায়োরপি বিকুর্বাণাদ্ জ্যোতির্ভবতি ভাস্বরম্
রোচিষ্ণু জায়তে তদ্বৈ তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥ ৬
জ্যোতিষোঽপি বিকুর্বাণাদ্ ভবত্যাপো রসাত্মিকাঃ
অদ্ভ্যো গন্ধবহা ভূমিঃ সর্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে ॥ ৭
গুণাঃ সর্বস্য পূর্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্ ।
তেষাং যাবদ্ যথা যচ্চ তত্তৎ তাবদ্গুণং স্মৃতম্ ॥ ৮
উপলভ্যাংস্তু চেদন্তঃ কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাৎ ।
পৃথিব্যামেব তৎ বিদ্যাদপাং বায়োশ্চ সংশ্রিতম্ ॥ ৯

ভারপর সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রেরিত হইলে পর মন নানাপ্রকার সৃষ্টি করে। উহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয় এবং আকাশের গুণ 'শব্দ' বলিয়া বিদ্বান্‌গণ জানেন। ৪

তাহার পর যখন আকাশে বিকার উৎপন্ন হয়, তখন উহার পবিত্র ও সম্পূর্ণ গন্ধ বহনকারী বলবান্ বায়ুতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তাহার গুণ 'স্পর্শ' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৫

পুনরায় এই বায়ুতেও বিকার উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে প্রকাশময় অগ্নিতত্ত্ব উদ্‌ভূত হয়। এই অগ্নিতত্ত্ব প্রভাপূর্ণ ও দীপ্তিমান্। ইহার গুণ 'রূপ' বলিয়া কথিত হয়। ৬

তারপর অগ্নিতত্ত্বেও বিকার আসিয়া উপস্থিত হইলে পর রসময় জল তত্ত্বের উদ্ভব হয়। জল হইতে গন্ধবহনকারী পৃথিবীর আবির্ভাব হয়। এই ভাবে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। ৭

পরে উৎপন্ন বায়ু প্রভৃতি ভূত উত্তরোত্তর নিজের পূর্ববর্তী ভূতের গুণ ধারণ করে। এই সব ভূতসমূহের মধ্যে যে ভূত যত সময় পর্যন্ত যে ভাবে থাকে, তাহার গুণও তত সময় পর্যন্তই থাকে। ৮

যদি কোন বালক জলে গন্ধ পাইয়া অযোগ্যতাবশতঃ বলিতে থাকে যে, ইহা জলেরই গুণ, তবে উহা মিথ্যা হইবে; কারণ, সেই গন্ধ প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীরই গুণ; অতএব তাহাকে পৃথিবীতেই স্থিত বলিয়া জানিবে। জল ও বায়ুর মধ্যে উহা আগন্তুকের ন্যায় স্থিত থাকে। ৯

এতে সপ্তবিধাত্মানো নানাবীর্যাঃ পৃথক্ পৃথক্
নাশক্নুবন প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥ ১০
তে সমেত্য মহাত্মানো হ্যন্যোন্যাভিসংশ্রিতাঃ ।
শরীরাঞ্জরণং প্রাপ্তাস্ততঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ১১
শরীরং শ্রয়ণাদ্ ভবতি মূর্তিমৎ ষোড়শাত্মকম্ ।
তস্মাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্মণা ॥ ১২
সর্বভূতাত্মভূতাদায় তপসশ্চরণায় হি ।
আদিকর্তা স ভূতানাং তমেবাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ১৩
স বৈ সৃজতি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
ততঃ স সৃজতি ব্রহ্মা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবান্ ॥ ১৪
লোকান্ নদীঃ সমুদ্রাংশ্চ দিশঃ শৈলান্ বনস্পতীন্ ।
নর-কিন্নর-রক্ষাংসি খগ-পশু-মৃগোরগান্ ॥
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ং চৈব স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৫

এই নানাবিধ শক্তিশালী মহাভূত, মন (অহংতত্ত্ব) এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত—সপ্ত পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া যতক্ষণ না সকলে মিলিত হয়, ততক্ষণ তাহাদের প্রজা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আসে না। ১০

কিন্তু এই সপ্ত ব্যাপক পদার্থ ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে পর যখন পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের সংযোগী হইবে, তখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শরীরের আকারে পরিণত হইবে। সেই শরীর নায়ক পুরে (নগরে) নিবাস করেন বলিয়া জীবাত্মাকে পুরুষ বলা হয়। ১১

পঞ্চ স্থূল মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ষোলটি তত্ত্বের দ্বারা শরীরের নির্মাণ হয়। এই সবেরই আশ্রয় বলিয়াই দেহকে শরীর বলা হইয়া থাকে। শরীর উৎপন্ন হইলে পর উহার মধ্যে জীবগণের ভোগাবশিষ্ট কর্মসমূহের সহিত সূক্ষ্ম মহাভূত প্রবেশ করে। ১২

ভূতগণের আদিকর্তা প্রভাই তপস্যার জন্য সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতগণকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত শরীরে প্রবেশ করত অবস্থিত থাকেন, সেই জন্য মুনিগণ তাঁহাকে প্রজাপতি বলেন। ১৩

তদনন্তর সেই প্রভাই চরাচর প্রাণিগণের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, মনুষ্য, নানাপ্রকারের লোক, নদী, সমুদ্র, দিক্, পর্বত। বনস্পতি, কিন্নর, রাক্ষস, গরু, পক্ষী, মৃগ ও সর্পগণকেও উৎপন্ন করেন অক্ষয় আকাশাদি ও ক্ষয়শীল চরাচর প্রাণিগণের সৃষ্টিও তিনিই করিয়াছেন। ১৪-১৫

তেষাং যে যানি কর্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
হিংস্রাহিংস্রে মৃদু-ক্রূরে ধর্মাধর্মানৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥ ১৭
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্তিষু
বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব বিদধাত্যতঃ ॥ ১৮
কেচিৎ পুরুষকারং তু প্রাহুঃ কর্মসু মানবাঃ।
দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ ॥ ১৯
পৌরুষং কর্ম দৈবঞ্চ ফলবৃত্তিঃ স্বভাবতঃ।
ত্রয় এতেঽসুখগৃধ্নুত্বা ন বিবেকং তু কেচন ॥ ২০
এতমেব চ নৈষ্কর্ম্যং চোদেতে নানুতে ন চ

কর্মস্থা বিষয়ং ত্রয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ২১
তপো নিঃশ্রেয়সং জন্তোস্তস্য মূলং শমো দমঃ।
তেন সর্বানবাপ্নোতি যান কামান্ মনসেচ্ছতি ॥ ২২
তপসা ভবমাপ্নোতি যদ্ভূতঃ সৃজতে জগৎ।
স ভূতভব্যে সর্বেষাং ভূতানাং ভবতি প্রভুঃ ॥ ২৩
স্বয়ম্ভুস্তপসা বেদানধ্যৈষ্টস্ত দিবানিশম্
অনাদিনিধনা বিদ্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৪
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ
নানারূপাশ্চ ভূতানাং কর্মণাঞ্চ প্রবর্তনম্ ॥ ২৫
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মিমীতে স ঈশ্বরঃ।
নামধেয়ানি চর্ষীণাং যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ ॥ ২৬

পূর্ব্ব জন্মের সৃষ্টিতে যে প্রাণিগণের দ্বারা যে কর্ম্ম করা হইয়াছে, অপর জন্মে বারংবার জন্মগ্রহণ করিলে সব তাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহের বাসনায় প্রভাবিত হওয়ায় সেই সব কর্ম্ম করিতে থাকে ॥ ১৬

এক জন্মে মানুষ হিংসা-অহিংসা, কোমলতা-কঠোরতা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম এবং সত্য-মিথ্যাদি যে সব গুণ বা দোষকে অবলম্বন করে, পর জন্মেও সেই সব কর্ম্মের সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া সেই সব গুণকেই তাহারা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সবই তাহাদের ভাল লাগে ॥ ১৭

আকাশাদি মহাভূতসমূহে, শব্দাদি বিষয়সকলে এবং দেবতাদি আকৃতিসমূহে যে অনেকতা ও ভিন্নতা আছে এবং প্রাণিগণের যে ভিন্ন-ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্তি, এই সমস্তের বিধান বিধাতাই করিয়া থাকেন ॥ ১৮

বহু মানুষ কর্ম্মসমূহের সিদ্ধিতে পুরুষার্থকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন। অপর ব্রাহ্মণগণ দৈবেরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং ভূতচিন্তক নাস্তিকেরা স্বভাবকেই কার্য্যসিদ্ধির কারণ বলিয়া বলেন ॥ ১৯

বহু বিদ্বান্ এই কথা বলেন যে, পুরুষার্থ, দৈব ও স্বভাব হইতে অনুগৃহীত কর্ম—এই তিনের সহযোগে ফলের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই তিনটি মিলিত হইয়াই কার্য্যসাধক হয়। ইহাদের পারস্পরিক পার্থক্য কার্য্যের সিদ্ধিতে হেতু হয় না ॥ ২০

কর্ম্মবাদী এ বিষয়ে এই পুরুষার্থই কার্য্য সাধক, এরূপ বলেন না। এরূপ নহে অর্থাৎ পুরুষার্থ নহে, দৈবই কারণ, ইহাও বলেন না। উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির হেতু হয়, ইহাও তাঁহারা বলেন না এবং উভয়ে হেতু হয় না, ইহাও তাঁহারা বলেন না। তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা সত্ত্বগুণে পরমাত্মার অবস্থিত যোগী, তাঁহারাই সমদর্শী অর্থাৎ সমকেই (ব্রহ্মকেই) কারণ বলিয়া মনে করেন ॥ ২১

তপস্যাই জীবের কল্যাণের মুখ্য সাধন। তপস্যার মূল হইল শম ও দম। পুরুষ নিজের মনে যে যে কামনাসমূহ লাভ করিতে বাসনা করে, সেই সমস্ত তপস্যাতেই লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২২

তপস্যার দ্বারা মানুষ পরমাত্মস্বরূপকেও লাভ করিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি হয়। তপস্যার দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ মানুষ সমস্ত প্রাণীর প্রতি নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করেন ॥ ২৩

তপস্যারই প্রভাবে মহর্ষিগণ বিধাতার বেদসমূহের অধ্যয়ন করিয়াছেন। তপঃশক্তিসম্পন্ন হইয়াই ব্রহ্মা আদি ও অন্তহীন বেদময়ী বাণীর সমস্ত উচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ২৪

ঋষিগণের নাম, বেদোক্ত সৃষ্টিক্রমের অনুসারে রচিত সমস্ত পদার্থের নাম, প্রাণিগণের বহু বিচিত্র রূপ এবং তাহাদের কর্ম্মের বিধান—এই সব কিছুই সেই ঐশ্বর্য্যশালী প্রজাপতি সৃষ্টির আদিকালে বেদোক্ত শব্দসকলের অনুসারেই রচনা করিয়াছেন ॥ ২৫

বেদসমূহে ঋষিগণের নাম ত' আছেই, সৃষ্টিতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থসকলেরও নাম রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মা নিজের রাত্রির শেষে অর্থাৎ নূতনসৃষ্টির প্রভাতকালে নিজের দ্বারা রচিত সমস্ত পদার্থসমূহের নাম অপরের জন্য নির্দ্দেশ করেন ॥ ২৬

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু নারীষ্বনিন্দিতাসু চ।
ব্যুচ্চরত্যেকপত্নীষু কন্যাসু চ যবীয়সীষু চ ॥ ২৭
আত্মন্যগ্নীংশ্চ বেদেষু প্রোচ্যতে দশধা তু ক্রতুঃ।
যজুষ্কৃৎ বেদবাদেষু সহনং বেদদর্শিভিঃ ॥
তদন্তেষু যথাযুক্তং ক্রমযোগেন লক্ষ্যতে ॥ ২৮
কর্মজোঽয়ং পৃথক্‌ভাবো হ্যস্মযুক্তোঽপি দেহিনঃ।
তদাত্মসিদ্ধিবিজ্ঞানাজ্জহাতি পুরুষো বলাৎ ॥ ২৯
যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩০
আদ্যন্তযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাস্তু হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু তপোযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩১
ত্রেতাযুগে বিধিত্বেষ যজ্ঞানাং ন কৃতে যুগে।
দ্বাপরে বিপ্লবং যান্তি যজ্ঞাঃ কলিযুগে তথা ॥ ৩২

অপৃথগ্ধর্মিণো নর্ত্যা ঋক্‌সামানি যজূংষি চ।
কামা ইষ্টীঃ পৃথগ্ দৃষ্ট্বা তপোভিস্তপ এব চ ॥ ৩৩
ত্রেতায়াং তু সমস্তা যে প্রাদুরাসন্ মহাবলাঃ।
সংহর্তারঃ স্থাবরাণাং জঙ্গমানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৩৪
ত্রেতায়াং সংহতা বেদা যজ্ঞা বর্ণাশ্রমাস্তথা
সংরোধাদাসুরত্বেভ্যস্তে ভ্রশ্যন্তে দ্বাপরে যুগে ॥৩৫
দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ
উৎসীদন্তে সযজ্ঞাশ্চ কেবলাধর্মপীড়িতাঃ ॥ ৩৬
কৃতে যুগে যজ্ঞ ধর্মো ব্রাহ্মণেষু প্রদৃশ্যতে।
আত্মবৎসু তপোবৎসু শ্রুতবৎসু প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৭
সধর্মব্রতসংযোগং যথাধর্মং যুগে যুগে।
বিক্রিয়ন্তে স্বধর্মস্থা বেদবাদা যথাগমম্ ॥ ৩৮

তারপর ব্রহ্ম শুক্‌যজুর্বেদাদির নাম, বর্ণ ও আশ্রমের ভেদ, তপ, শম, দম (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত), কল্প (সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম) এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদেরই নাম হইল লৌকিক সিদ্ধি। ২৭

আত্মার (মোক্ষের) নিমিত্ত উপায় ও বেদে দশ ভাগে বলা হইয়াছে যে সহন (দুর্বোধ) ব্রহ্ম বেদবাক্যসমূহে বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন এবং বেদান্ত বচনে যাঁহার স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি ক্রমযোগের দ্বারা লক্ষিত হন। ২৮

দেহাভিমানী জীবের এই যে পৃথক্ পৃথক্ শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উহা কর্মজনিত যাহার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই দ্বন্দ্বভোগ ত্যাগ করেন এবং জ্ঞানের বলে আত্মাসিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করেন। ২৯

ব্রহ্মের দুইপ্রকার স্বরূপ—এক শব্দ ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় পর ব্রহ্ম। যিনি শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ বেদের পূর্ণ বিদ্বান্, তিনিই অনায়াসে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ৩০

ব্রাহ্মণগণের পক্ষে তপস্যাই যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়বর্গের হিংসাপ্রধান যুদ্ধ প্রভৃতিই যজ্ঞ, বৈশ্যদিগের পক্ষে ঘৃতাদির দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দানই যজ্ঞ এবং শূদ্রগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ। ৩১

এই সব যজ্ঞের বিধান ত্রেতাযুগেরই ছিল, সত্যযুগে নহে।

* আধান, পার্বণ্য, সপ্তপাকযজ্ঞাদি, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি যজ্ঞ, পূর্তকর্ম, যোগ, দান, গুরুশুশ্রূষা এবং দমাদি—এই দশ প্রকার ক্রমযোগ।

দ্বাপরে ক্রমশঃ জ্ঞান হইতে হইতে যজ্ঞ কলিযুগে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ৩২

সত্যযুগে অদ্বৈত ধর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন মনুষ্যগণ ঋগ্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ ও সকাম ইষ্টিসমূহকে জ্ঞানস্বরূপ তপস্যা হইতে ভিন্ন দেখিয়া সেই সব পরিত্যাগ করত কেবল জ্ঞানস্বরূপ তপস্যাতেই সংলগ্ন থাকেন ॥ ৩৩

ত্রেতাযুগে যে সব মহাবল নরপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের নিধনকর্তা ছিলেন। ৩৪

ত্রেতাযুগে বেদ, যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম সুব্যবস্থিতরূপে পালিত হইতেছিল; কিন্তু দ্বাপরযুগে আসুর ভাবের উদয় হওয়ায় উহার পালনে উৎসাহ ভাব পাইল যজ্ঞগণ বেদ-যজ্ঞাদি হইতে চ্যুত হইয়া পড়িল। ৩৫

কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর কোথাও সকল বেদের দর্শন হয় এবং কোথাও আবার তাঁহাদের দর্শনই পাওয়া যাইবে না। সেই সময় কেবল অধর্মের দ্বারা পীড়িত হইয়া যজ্ঞ ও বেদ-সকল লুপ্ত হইয়া যাইবে। ৩৬

সত্যযুগে যে চারি চরণ ধর্মের (তপ, সত্য, দয়া ও দান—এই চতুষ্পাদ ধর্ম) চর্চা করা হইয়াছে, উহা অন্য সব যুগেও মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, তপস্বী শ্রুতবেদ-বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। ৩৭

সত্যযুগে মানুষ স্বভাবানুসারেই যজ্ঞ, ব্রত ও তীর্থ পর্যটনাদি করে এবং ত্রেতাদিযুগে বেদবাদী ও স্বধর্মনিষ্ঠ মানুষগণ শাস্ত্রের কথানুসারে ধর্মের হ্রাসের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া পড়েন। ৩৮

যথা বিশ্বানি ভূতানি সৃষ্ট্যা তূষ্ণীমি প্রাবৃষি
সৃজ্যন্তে জঙ্গমস্থানি তথা বর্ষা যুগে যুগে ॥ ৩৯
যথর্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ব্রহ্ম-চরাচরে ॥৪০
বিহিতং কালনানাত্বমনাদিনিধনং তথা।
কীর্তিতং তৎপুরস্তাৎ তে তৎশ্রুতে চাপি চ প্রভো ॥৪১
দধাতি প্রভবে স্থানং ভূতানাং সাধনো যমঃ।
স্বভাবেনৈব বর্তন্তে ঘনঘর্ষজানি তূষিণঃ ॥ ৪২
সর্গকালক্রিয়া বেদাঃ কর্তা কার্যং ক্রিয়াফলম্
প্রোক্তং তে পুত্র সর্বং বৈ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

যেরূপ বর্ষাকালে জল বর্ষণ হইলে পর স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বর্ষা অতিবাহিত হইলে তাহাদের হ্রাস হইতে থাকে সেইরূপ প্রত্যেক যুগে বর্ষ ও অবয়বের বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়। ৩৯

যেরূপ বসন্তাদি ঋতুতে পুষ্প ও ফলাদি নানাপ্রকার ঋতুচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং ভিন্ন ঋতুতে সেই সব দেখা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি, রক্ষা এবং সংহারের শক্তিও কখনও হ্রাস এবং কখনও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। ৪০

স্বয়ং ব্রহ্মাই সত্যযুগ-ত্রেতাযুগাদিরূপে কালভেদের বিধান করিয়াছেন উহা অনাদি ও অনন্ত। এই কালই লোকের সৃষ্টি ও সংহার করেন পুত্র! এই কথা আমি তোমাকে পূর্বেও বলিয়াছি। ৪১

কালই সমস্ত প্রাণিগণকে সংযম ও নিয়মে স্থাপিত করিয়া রাখেন। তিনিই তাহাদের উৎপত্তির জন্য স্থান ধার্য করেন। সকল প্রাণী স্বভাবতই ঘনসমূহে যুক্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে॥ ৪২

পুত্র! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি তোমাকে সৃষ্টি, কাল, ক্রিয়া, বেদ, কর্তা, কার্য ও ক্রিয়াফলাদি সব বিষয়ই বলিলাম

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রাহ্মপ্রলয়স্য মহাপ্রলয়স্য চ বর্ণনম্।]

ব্যাস উবাচ।

প্রত্যাহারং তু বক্ষ্যামি সর্বধ্যাপৌ সতেঽনিলে
যথেদং ভুক্ততেঽধ্যাক্ষঃ সুসূক্ষ্মং বিশ্বমীশ্বরঃ ॥ ১
দিবি সূর্যস্তথা সত্ত্ব দহন্তি শিখিনোঽচিষঃ।
সর্বমেতৎ তদার্চিভিঃ পূর্ণা জাজ্বল্যতে জগৎ ॥ ২
পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জঙ্গমানি ধ্রুবাণি চ
তান্যেবাগ্রে প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ ॥ ৩
ততঃ প্রলীনে সর্বস্মিন্ স্থাবরে জঙ্গমে তথা
নির্ভূমা নিষ্কৃণা ভূমির্দৃশ্যতে কূর্মপৃষ্ঠবৎ ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মপ্রলয় এবং মহাপ্রলয় বর্ণন]

ব্যাসদেব বলিলেন,—পুত্র! এখন আমি এই কথা বলিতেছি যে, ব্রহ্মার রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর দিন আরম্ভের পূর্বেই কিভাবে এই সৃষ্টির লয় হয় এবং লোকেশ্বর ব্রহ্মা স্থূল জগৎকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া ইহাকে কিভাবে নিজের মধ্যে লীন করিয়া থাকেন। ১

যখন প্রলয়ের সময় আসে, তখন আকাশে উপর হইতে সূর্য এবং নিম্নে অগ্নির সপ্ত শিখা জগৎকে দগ্ধ করিতে থাকে। সেই সময় এই সমগ্র অগ্নিশিখাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া জাজ্বল্যমানরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ২

ভূতলে যত চরাচর প্রাণী আছে, সেই সমস্ত পূর্বেই দগ্ধ হইয়া পৃথিবীতে একাকার হইয়া যায় এবং ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩

তদনন্তর স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীরা লীন হইয়া যাইলে পর তৃণ ও তৃণহীন পৃথিবী কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে। ৪

ভূমেরপি গুণং গন্ধমাপ আদদতে যদা
আত্তগন্ধা তদা ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥ ৪
আপস্তত্র প্রতিষ্ঠন্তি ঊর্মিমত্যো মহাস্বনাঃ
সর্বমেবেদমাপূর্য্য তিষ্ঠন্তি চ চরন্তি চ ॥ ৬
অপামপি গুণং তাত জ্যোতিরাদদতে যদা
আপস্তদা হ্যাত্তগুণা জ্যোতিঃষ্বপরমন্তি বৈ ॥ ৭
যদাঽঽবিষ্টাঃ স্থিতঃ মধ্যে গৃহন্তি শিখিনোঽর্চিষঃ।
সর্বমেবেদমর্চিভিঃ পূর্ণং জ্বালাভাতে ভৃশং ॥ ৮
জ্যোতিষোঽপি গুণং রূপং বায়ুরাদদতে যদা
প্রশাম্যতি ততো জ্যোতির্বায়ুর্বৈধূয়তে মহান্ ॥ ৯
ততস্তু স্থানমাসাদ্য বায়ুঃ সম্ভবমাত্মনঃ।
অবশ্চোর্দ্ধং তির্য্যক্ চ দোধূয়ীতি দিশো দশ ॥ ১০
বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশং গ্রসতে যদা।
প্রশাম্যতি তদা বায়ুঃ খং তু তিষ্ঠতি নাদবৎ ॥ ১১

অরূপমরসস্পর্শমগন্ধং চ মূর্ত্তিমৎ
সর্বলোকপ্রদৃশ্যং খং তু তিষ্ঠতি নাদবৎ ॥ ১২
আকাশস্য গুণঃ শব্দমভিব্যাক্তাত্মকং মনঃ
মনসো ব্যক্তমব্যক্তং ব্রাহ্মঃ সম্প্রতিসঙ্করঃ ॥ ১৩
তদাত্মগুণমাবিশ্য মনো গ্রসতি চন্দ্রমাঃ।
মনস্যুপরতে চাপি চন্দ্রমস্যুপতিষ্ঠতে ॥ ১৪
তং তু কালেন মহতা সঙ্কল্পঃ কুরুতে বশে।
চিন্তং গ্রসতি সঙ্কল্পং তচ্চ জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ১৫
কালো গিরতি বিজ্ঞানং কালং বলমিতি শ্রুতিঃ।
বলং কালো গ্রসতি তু তং বিদ্বান্ কুরুতে বশে ॥ ১৬
আকাশস্য যথা ঘোষঃ তং বিদ্বান্ কুরুতেঽঽত্মনি।
তদব্যক্তং পরং ব্রহ্ম তচ্চাব্যক্তমনুত্তমম্ ॥
এবং সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মৈব প্রতিসঙ্করঃ ॥ ১৭

তাহার পর যখন জল পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে, তখন গন্ধহীন এই পৃথিবী নিজের কারণভূত জলের মধ্যে লীন হইয়া যায় ॥ ৪

তখন জল প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে চারিদিকে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্যে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়। এতাদৃশ জল সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে ॥ ৬

বৎস! তদনন্তর তেজ জলের গুণ রসকে গ্রহণ করে এবং রসহীন জল তেজে লীন হইয়া যায় ॥ ৭

সেই সময় যখন অগ্নির শিখাসমূহ সূর্য্যকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করত চারিদিককে আবৃত করিয়া থাকে, তখন সম্পূর্ণ আকাশ শিখাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া যেন প্রজ্বলিত বলিয়া মনে হয় ॥ ৮

তারপর তেজের গুণ রূপকে বায়ুতত্ত্ব গ্রহণ করে। ইহাতে অগ্নি শান্ত হইয়া যায় এবং বায়ু উপস্থিত হয়। তখন বায়ু নিজের মহান্ বেগে সম্পূর্ণ আকাশকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে ॥ ৯

বায়ু তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতে হইতে নিজের বেগে উৎপন্ন শব্দ বিস্তারপূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ ও উপরে নিম্নে দশদিকে বিচরণ করিতে থাকে ॥ ১০

ইহার পর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকেও গ্রাস করিয়া লয়। তখন বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং আকাশে বিলিন হয়। অতঃপর আকাশই শব্দযুক্ত হইয়া অবস্থান করে ॥ ১১

উহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের লেশমাত্রও থাকে না। কোনও মূর্ত্তভাবের সত্তাও থাকে না। যাহার শব্দগুণ লোকে বিদ্যমান হইতে থাকে, সেই আকাশই কেবল শব্দ গুণের দ্বারা যুক্ত হইয়া অবশিষ্ট থাকে ॥ ১২

তাহার পর দক্ষপ্রজাপতিকে বাক্যকারী মন হইতেই উদ্ভূত আকাশের গুণ শব্দকে নিজের মধ্যে লীন করে। এইরূপ বাক্ মন ও অব্যাকৃতের (মহত্তত্ত্বের) প্রভাব মনে লয় হইয়া যাওয়াকে বলে ব্রাহ্ম প্রলয় ॥ ১৩

মহাপ্রলয়ের সময় চন্দ্র ব্যক্ত মনকে আত্মগুণে প্রবিষ্ট করিয়া স্বয়ংই উহাকে গ্রাস করিয়া লয়। তখন মন উপরত (শান্ত) হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রে অবস্থান করে ॥ ১৪

তাহার পর (অব্যক্ত মন) দীর্ঘকাল মননং চন্দ্রকে নিজের বশীভূত করে এবং সমষ্টি বুদ্ধি মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে, সেই বুদ্ধিকেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান বলা হয় ॥ ১৫

শুনা যায়, কাল এই জ্ঞানকে (সমষ্টি বুদ্ধিকে) গ্রাস করেন, শক্তি সেই কালকে নিজের অধীনস্থ করিয়া থাকেন। তারপর মহাকাল সেই শক্তিকে এবং পরব্রহ্ম সেই মহাকালকে নিজের বশীভূত করেন ॥ ১৬

যেভাবে আকাশ নিজের গুণ শব্দকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইভাবে ব্রহ্ম মহাকালকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া থাকেন। এই পরব্রহ্ম পরমাত্মা অব্যক্ত, সনাতন ও সর্ব্বোত্তম। এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণের লয় হয় এবং সকলের হৃদয়ের অধিষ্ঠান হইলেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা ॥ ১৭

যথাবৎ কীর্ত্তিতঃ সম্যগেষমেতদসংশয়ম
যোগ্যং বিজ্ঞানময়ং দৃষ্ট্বা যোগিভিঃ পরমাত্মভিঃ ॥ ১৮
এবং বিস্তার-সংক্ষেপৌ ব্রহ্মবাক্যে পুনঃ পুনঃ
যুগসাহস্রয়োরাদাবহোরাত্রস্তথৈব চ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

এইভাবে যাবৎযাত অব্যক্ত পরব্রহ্মে সৃষ্টির বিস্তার ও লয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিন এক হাজার চতুর্যুগপরিমাণ বৎসরে হয় এবং তাঁহার রাত্রিও তৎপরিমাণই, এই কথা আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রাহ্মণানাং কর্ত্তব্যস্য তেষাং প্রদত্ত-দানমহিমশ্চ বর্ণনম্।]

ব্যাস উবাচ।

ভূতগ্রামে নিযুক্তং যৎ তদেতৎ কীর্ত্তিতং ময়া
ব্রাহ্মণস্য তু যৎ কৃত্যং তৎ তে বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১
জাতকর্মপ্রভৃত্যস্য কর্ম্মণাং দক্ষিণাবতাম্
ক্রিয়া স্যাদাসমাবৃত্তেরাচার্য্যে বেদপারগে ॥ ২
অধীত্য বেদানখিলান্ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ
গুরুণানুমতো ভূত্বা সমাবর্ত্তেত যত্নবৎ ॥ ৩

আচার্য্যোপাত্তমুদ্ধাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আবহোক্ষাজিনীরস্য সোঽবতিষ্ঠেত যথাবিধি ॥ ৪
প্রজাসর্গেণ দারৈশ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ বা পুনঃ।
বনে গুরুসকাশে বা যতিধর্ম্মেণ বা পুনঃ ॥ ৫
গৃহস্থস্যেহ ধর্ম্মাণাং সর্বেষাং মূলমুচ্যতে।
যত্র পঞ্চকযাজ্যো হি স্নাতঃ সর্ব্বত্র সিধ্যতি। ৬
প্রজাবান্ শ্রোত্রিয়ো যদ্বা মুক্ত এব ঋণৈস্ত্রিভিঃ।
অথাত্মানমনুপ্রেক্ষ্য পশ্চাৎ পুত্রো গচ্ছেত্ত কর্ম্মভিঃ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য ও তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানের মহিমা বর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন, পুত্র! তুমি কৃতমঙ্গলের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহারই উত্তরে আমি এই সব কথা বলিলাম এবং আমি তোমাকে ব্রাহ্মণগণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

বেদসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ আচার্য্যের নিকট অবস্থান করত ব্রাহ্মণ-বালকের জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং তাঁহাকে সমুচিত দক্ষিণা দান করা কর্ত্তব্য। ২

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণবালক গুরুসেবায় নিরত থাকিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিবে। তাহার পর তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত গুরুদক্ষিণা দান করিবে। গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া সেই যজ্ঞবিদ্ বালক সমাবর্ত্তনসংস্কারের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ৩

এইভাবে পরমাত্মস্বরূপ যোগিগণ সেই জ্ঞানময় যোগ্য তত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই উত্তম জ্ঞান নিঃসংশয়ে এইরূপই। ১৮

তদনন্তর আচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ করত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে যে কোন একটি আশ্রমে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে জীবিতকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে (অথবা ক্রমশঃ সকল আশ্রমে প্রবেশ করিবে।) ৪

যদি ইচ্ছা হয়, তবে ঐ পরিগ্রহ করত গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে সন্তান উৎপন্ন করিবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবে কিংবা বনে থাকিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ করিবে বা গুরুর নিকটে অবস্থান করিবে অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিবে। ৫

এই গৃহস্থ আশ্রম সকল ধর্ম্মের মূল বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে বাস করত অন্নঃকরণের রাগাদি দোষসমূহ পক্ক (নষ্ট) হইয়া যাইলে পর ত্রিতেন্দ্রিয় পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। ৬

গৃহস্থ পুরুষ সন্তান উৎপন্ন করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে, বেদাদি-শাস্ত্রসমূহ স্বাধ্যায় করিয়া ঋষি-ঋণ হইতে এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেব-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এইভাবে ত্রিবিধ ঋণ হইতে

যৎ পৃথিব্যাং পুণ্যতমং বিদ্বাংস্তানং তদাবসেৎ
যজেত তস্মিন্ প্রয়তঃ গচ্ছন্ যশসি চোত্তমে। ৮
তপসা বা সুমহতা বিদ্যানাং পারণেন বা।
ইজ্যায়া বা প্রদানৈর্বা বিপ্রাণাং বর্ধতে যশঃ॥ ৯
যাবদস্য ভবত্যস্মিন্ কীর্তির্লোকে যশস্করী
তাবৎ পুণ্যকৃতাঁল্লোকানশ্নুতে পুরুষোঽশ্নুতে
অধ্যাপয়েদধীয়ীত যাজয়েত যজেত বা
ন বৃথা প্রতিগৃহ্ণীয়াত্ ন পশ্চাৎ কর্ষকর্ম॥ ১১
যাজ্যতঃ শিষ্যতো বাপি কন্যায়া বা ধনং মহৎ
ন তাদৃগস্তীতি যজেদ্ বস্ত্যাস্যৈকোঽস্তীয়াৎ কথঞ্চন॥ ১২
গৃহমাবসতো হ্যস্য নাস্তি তীর্থং প্রতিগ্রহাৎ।
দেবর্ষি-পিতৃ-গুর্বর্থং বৃত্ত্যাস্তুরবৃভুক্ষতাম্॥ ১৩
অন্তর্হিতাবিতপ্তানাং যথাশক্তি বুভূষতাম্
দেবানামতিশক্ত্যাপি দেহমেষাং কৃতাদপি॥ ১৪
অর্হতামনুরূপাণাং নাদেয়ং ভবতি কিঞ্চন
উচ্চৈঃশ্রবসমপ্যশ্বং প্রাপদীয়ং সতাং বিদুঃ॥ ১৫
অসূনীব যথাকামং সত্যসন্ধো মহাব্রতঃ।
শৈবঃ প্রাণৈর্ব্রাহ্মণপ্রাণান্ পরিত্রাণ দিবং গতঃ॥ ১৬
রন্তিদেবস্য সাংকৃত্যো বশিষ্ঠায় মহাত্মনে
অপঃ প্রদায় শীতোষ্ণা নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥ ১৭
আত্মেষ্টক্ষেত্রদমনো হর্হতে বিবিধং ধনম্
দত্ত্বা লোকান্ যযৌ বীমাননন্তান্ স মহীপতিঃ॥ ১৮
শিবিরৌশীনরোঽঙ্গানি সুতস্য প্রিয়মৌরসম্।
ব্রাহ্মণার্থমুপাহৃত্য নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ॥ ১৯
প্রতর্দনঃ কাশিপতিঃ প্রদায় নয়নে স্বকে।
ব্রাহ্মণায়াতুলাং কীর্তিমিহ চামুত্র চাশ্নুতে॥ ২০

মুক্ত হইয়া বিহিত কর্মসকল সম্পাদন করত পবিত্র হইয়া যাইবে। তারপর অন্য আশ্রমে গমন করিবে। ৭

এই পৃথিবীতে যে স্থান পবিত্র ও উত্তম বলিয়া মনে হইবে, সেখানেই বাস করিবে। সে স্থানে অবস্থান করত উত্তম ধর্ম বিষয়ে নিজেকে এক আদর্শ পুরুষরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে॥ ৮

কঠোর তপস্যা, পূর্ণ বিদ্যাধ্যয়ন, যজ্ঞ অথবা দান করিলে ব্রাহ্মণগণের যশ বর্ধিত হয়। যত কাল এ জগতে যথোচিত ভাবেই কীর্তি বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্-দিগের অক্ষয়লোকে নিবাস করত দিব্য সুখ ভোগ করিয়া যাইবে। ৯-১০

ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন এবং দান ও প্রতিগ্রহ —এই ছয় কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু তিনি কোনরূপ অনুচিত প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবেন না এবং দানও করিবেন না। ১১

যজমান হইতে, শিষ্য হইতে অথবা কন্যাপক্ষ হইতে যখন প্রভূত ধন লাভ হইবে, তখন উহার দ্বারা যজ্ঞ করিবে দান করিবে, একাকী কোনরূপেই উহা ভোগ করিবে না। ১২

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং গুরু, বৃদ্ধ, রোগী ও ক্ষুধার্ত বহুজনকে ভোজনপ্রদানের জন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ স্বীকার করা কর্তব্য। প্রতিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনভাবে ধনসংগ্রহের উপায় ব্রাহ্মণের পক্ষে পবিত্র পথ নহে। ১৩

যে ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যবশতঃ লজ্জায় আত্মগোপন করিয়া বিচরণ করে এবং অত্যন্ত দুরবস্থা হয় অথবা যে ব্রাহ্মণ যথাশক্তি নিজের পারমার্থিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করে, তাহাকে উপার্জিত ধনসমূহ হইতে দান করা উচিত। যোগ্য ও পূজনীয় ব্রাহ্মণগণকে কোনও বস্তু অদেয় নাই এরূপ সৎপাত্রগণকে ত' উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও দান করা যাইতে পারে, ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের অভিমত। ১৪-১৫

মহাব্রত পালনকারী রাজা সত্যসন্ধ ইচ্ছানুসারে অনুনয় বিনয় করত নিজের প্রাণের দ্বারা এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা করিয়া তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬

সাংকৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ জল দান করিয়াছিলেন ইহার দ্বারা তিনি স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৭

অরিষ্টনেমিজাত বুদ্ধিমান্ রাজা ঊর্ধ্বনেমি এক যোগ্য ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার ধনদান করত অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছিলেন। ১৮

ঔশীনরের পুত্র রাজা শিবি কোন এক ব্রাহ্মণের জন্য নিজের পত্নীর ও প্রিয় ঔরস পুত্রকে দান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি এই ভূলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯

কাশিপতি প্রতর্দন কোন এক ব্রাহ্মণকে নিজের দুই চক্ষু প্রদান করত এই মর্ত্যলোকে অনুপম কীর্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং পরলোকে তিনি উত্তম সুখভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ২০

দিব্যমষ্টশলাকং তু সৌবর্ণং পদ্মবন্ধিমৎ
ছত্রং দেবাসুরো দত্ত্বা সরাষ্ট্রোঽভ্যপতদ্ দিবম্ ॥ ২১
সাংকৃতিশ্চ তথাঽঽত্রেয়ঃ শিষ্যেভ্যো ব্রহ্ম নির্গুণম্ ।
উপদিশ্য মহাতেজা গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ২২
অযুতানাং গবাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতাপবান্
অর্বুদানি দশৈকঞ্চ সরাষ্ট্রোঽভ্যপতদ্ দিবম্ ॥ ২৩
সাবিত্রী কুণ্ডলে দিব্যে শরীরং জনমেজয়ঃ
ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য জগ্মতুর্লোকমুত্তমম্ ॥ ২৪
সর্বরত্নং বৃষাদর্ভির্ধনানাং স্ত্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ ।
রম্যাবসথং চৈব দত্ত্বা স্বর্লোকমাস্থিতঃ ॥ ২৫
নিমী রাষ্ট্রঞ্চ বৈদেহো জামদগ্ন্যো বসুন্ধরাম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চাপি গহনেষ্বীং সপত্তনাম্ ॥ ২৬
অবর্ষতি চ পর্জন্যে সর্বভূতানি ভূতকৃৎ
বসিষ্ঠো জীবয়ামাস প্রজাপতিরিব প্রজাঃ ॥ ২৭
করন্ধমস্য পুত্রস্তু কৃত্বাত্মা মরুত্তস্তথা

কন্যামঙ্গিরসে দত্ত্বা দিবমাশু জগাম হ ॥২৮
ব্রহ্মদত্তশ্চ পাঞ্চাল্যো রাজা বুদ্ধিমতাং বরঃ
নিধিং শঙ্খং দ্বিজাগ্র্যেভ্যো দত্ত্বা লোকানবাপ্তবান্ ॥২৯
রাজা মিত্রসহশ্চাপি বশিষ্ঠায় মহাত্মনে ।
মদয়ন্তীং প্রিয়াং দত্ত্বা তয়া সহ দিবং গতঃ ॥ ৩০
সহস্রজিচ্চ রাজর্ষিঃ প্রাণানিষ্টান্ মহাদশাঃ
ব্রাহ্মণার্থং পরিত্যজ্য গতো লোকানকুত্তমান্ ॥ ৩১
সর্বকামৈশ্চ সম্পূর্ণং দত্ত্বা বেশ্ম হিরণ্ময়ম্
মুদ্গলায় গতঃ স্বর্গং শতদ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ৩২
নাম্না চ দ্যুতিমান্ নাম শাল্বরাজঃ প্রতাপবান্
দত্ত্বা বাজ্যমুচীকায় গতো লোকানকুত্তমান্ ॥ ৩৩
লোমপাদশ্চ রাজর্ষিঃ শান্তায়াং দত্ত্বা সুতাং প্রভুঃ
ঋষ্যশৃঙ্গায় বিপুলৈঃ সর্বকামৈরযুজ্যত ॥ ৩৪
মদিরাশ্চ রাজর্ষির্দত্ত্বা কন্যাং সুমধ্যমাম্ ।
হিরণ্যহস্তায় গতো লোকান্ দেবৈরভিষ্টুতান্ ॥ ৩৫

রাজা দেবাসুর অষ্টশলাকা (তারা)-যুক্ত স্বর্ণনির্মিত বহুমূল্য ছত্র দান করত নিজের দেশের প্রজাগণের সহিত স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন । ২১

অঙ্গিরংশে উৎপন্ন মহাতেজস্বী সাংকৃতি নিজের শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ দান করত উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ২২

প্রতাপশালী রাজা অযুতসংখ্যক এবং অর্বুদ (এক অযুত দশ কোটি) গো দান করিয়া দেববাসিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন । ২৩

সাবিত্রীদেবী দুইটি দিব্য কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন এবং রাজা জনমেজয় ব্রাহ্মণদের জন্য নিজের শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহারা উভয়ে উত্তম লোকে গমন করিয়াছিলেন । ২৪

বৃষদর্ভের পুত্র ধনধান্য সর্বপ্রকারের রত্ন, অষ্টাঙ্গ যুক্ত স্ত্রী এবং সুরম্য গৃহ দান করত স্বর্গলোকে নিবাস করিতেছেন । ২৫

বিদেহরাজ নিমি নিজ রাজ্য এবং জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ও রাজ্য পত্তন নগরসহ সম্পূর্ণ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন ।২৬

একবার জলবর্ষণ না হইলে পর মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রাণিগণের সৃষ্টিকারী দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সম্পূর্ণ প্রজাদিগকে জীবনদান করিয়াছিলেন । ২৭

করন্ধমের পুণ্যাত্মা পুত্র রাজা মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে কন্যা দান করিয়া সত্বর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । ২৮

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্ত উত্তম ব্রাহ্মণগণকে শঙ্খনিধি দান করত পুণ্যলোক লাভ করিয়াছেন । ২৯

রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে নিজের প্রিয়তমা মহিষী মদয়ন্তীকে দান করত তাঁহার সহিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৩০

মহাযশস্বী রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণের জন্য নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করত সর্বশ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়াছেন । ৩১

মহারাজ শতদ্যুম্ন মুদ্গল ব্রাহ্মণকে সমস্ত ভোগসমূহে পরিপূর্ণ সুরম্যঘর ভবন দান করত স্বর্গলোকে গত হইয়াছেন । ৩২

প্রতাপশালী শাল্বরাজ দ্যুতিমান্ ঔচীককে রাজ্য দান করিয়া সর্বোত্তম লোকসমূহ লাভ করিয়াছেন । ৩৩

শক্তিশালী রাজর্ষি লোমপাদ স্বীয় কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে সমর্পণ করত সমস্তপ্রকার প্রচুর ভোগসমূহে সম্পন্ন হইয়াছিলেন । ৩৪

রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে নিজের সুমধ্যমা কন্যা দান করিয়া দেববন্দিত লোকে গমন করিয়াছিলেন । ৩৫

দত্ত্বা শতসহস্রং তু গবাং রাজা প্রসেনজিৎ
সবৎসানাং মহাতেজা গতো লোকানমুত্তমান ॥ ৩৬
এতে চান্যে চ বহবো দানেন তপসৈব চ
মহাত্মানো গতাঃ স্বর্গং শিষ্টাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৩৭

তেষাং প্রতিষ্ঠিতা কীর্তির্যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী
দানযজ্ঞপ্রজাসর্গৈস্তেষু হি দিবমাস্থিতাঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

মহাতেজস্বী রাজা প্রসেনজিৎ এক লক্ষ সবৎসা গাভী দান করত উত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৬

ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য শিষ্টস্বভাব জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ৩৭

যতকাল এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল তাঁহাদের কীর্তি জগতে স্থির থাকিবে। তাঁহারা সকলে দান, যজ্ঞ ও প্রজাসৃষ্টির দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণকর্তব্যাঃ প্রতিপাদয়তা ব্যাসদেবেন কালনদসন্তরণোপায়স্য কথনম্]

ব্যাস উবাচ

ত্রয়ীং বিদ্যামবেক্ষেত বেদেষূক্তমথাঙ্গতঃ
ঋক্সামবর্ণাক্ষরতো যজুষোঽথর্বণস্তথা ॥ ১
শিষ্টেষ্টোতেষু ভগবান্ সট্টসু কর্মসু সংস্থিতঃ
বেদবাদেষু কুশলো হ্রস্বাত্মকুলনন্দনঃ ॥ ২
সত্ত্ববন্তো মহাভাগাঃ পঙ্ক্তিষ্বি প্রভবাপ্যয়ৌ।
এবং ধর্মেণ বর্তেত ক্রিয়াঃ শিষ্টবদাচরেৎ ॥ ৩

অসংরোধেন ভূতানাং বৃত্তিং লিপ্সেত বৈ দ্বিজঃ।
সন্ত্বা আগতবিজ্ঞানঃ শিষ্টঃ শাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ৪
স্বধর্মেণ ক্রিয়া লোকে কুর্বাণঃ সত্যসঙ্গরঃ।
তিষ্ঠেত তেষু গৃহবান্ ষট্সু কর্মসু স দ্বিজঃ ॥ ৫
পঙ্ক্তিঃ সততং যজ্ঞৈঃ শ্রদ্দধানো যজেত চ
যুক্তিমানপ্রমত্তশ্চ শান্তো ধর্মবিদাত্মবান্ ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের কর্তব্য প্রতিপাদন করত ব্যাসদেবকর্তৃক কালরূপ নদ উত্তীর্ণ হইবার উপায় কথন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—পুত্র! ব্রাহ্মণের কর্তব্য এই—বেদে কথিত ত্রয়ী বিদ্যা 'অ-উ-ম্' এই তিন অক্ষরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রণববিদ্যার চিন্তা ও বিচার করা। তিনি বেদের শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গসহ ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহ স্বরব্যঞ্জনের সহিত অধ্যয়ন করিবেন; যাজন, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্মে বিরাজমান ভগবান্ বশিষ্ঠ এই বেদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১-২

যাঁহারা বেদসমূহের প্রবচনে কুশল, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিপুণ, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও মহাসৌভাগ্যশালী তাঁহারা জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যথাযথভাবে জানিতে সমর্থ হন; অতএব এইরূপ ধর্মানুকূল আচরণ করিতে করিতে শিষ্ট পুরুষের ন্যায় ব্রাহ্মণের সদাচার পালন করা কর্তব্য। ১-৩

ব্রাহ্মণ কোনও জীবকেই কষ্ট না দিয়া—তাহার জীবিকার কোনরূপ হানি না করিয়া নিজের জীবিকা অর্জনের ইচ্ছা করিবেন। সাধুগণের সেবায় নিরত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন, সৎপুরুষ হইয়া থাকিবেন এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় নিপুণ হইবেন। ৪

ব্রাহ্মণ জগতে নিজের ধর্মানুকূল কর্ম করিবেন ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পূর্বোক্ত যজনাদি ছয় কর্মে অবস্থান করা উচিত। ৫

সদা শ্রদ্ধা পূর্বক পঞ্চ মহাযজ্ঞের (দেবযজ্ঞ—দেবপূজা ও নিত্য হোম, পিতৃযজ্ঞ নিত্যশ্রাদ্ধ তর্পণ, ব্রহ্মযজ্ঞ নিত্যশাস্ত্র পাঠ, নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবাদি ও ভূতযজ্ঞ—বৈশ্বদেব বলিদান) দ্বারা পরমাত্মার পূজা করিবেন, সর্বদা ধৈর্য ধারণ করিবেন, অপ্রমত্ত (অকর্তব্য কর্ম করা এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলা করাকে

বীতমৎসরমক্রোধো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞস্তপো হ্রীরার্জবং দমঃ ॥ ৭
এতৈর্বর্ধয়তে তেজঃ পাপ্মানং চাপকর্ষতি ।
সৃতপাপ্মা চ মেধাবী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
কাম-ক্রোধৌ বশে কৃত্বা নিনীষেদ্ ব্রহ্মণঃ পদম্
অন্বীক্ষ্য ব্রাহ্মণাংশ্চার্থৈর্ দেবতা প্রণমেত চ ॥ ৯
বর্জয়েদ্ভরতীং বাচং হিংসাং চাবমতানহিতাম্ ।
এষা পূর্বগতা বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ॥ ১০
জ্ঞানাদ্ যেন কর্মাণি কুর্বন্ কর্মসু সিধ্যতি ।
পঞ্চেন্দ্রিয়জলাঃ ঘোরাঃ লোভকূলাঃ সুদুস্তরাম্ ॥ ১১
মজ্জাপস্থাননাধ্মস্তাঃ নদীং তরতি বুদ্ধিমান্
কালমস্ত্রোতসং পঞ্চেন্দ্রিয়াম্ভোমোহনদ্ম ॥ ১২
মহতা বিধিসূত্রেণ বলেনাপ্রতিঘাতিনা
স্বভাবস্রোতসা বৃত্তমুহ্যতে সততং জগৎ ॥ ১৩
কালোদকেন মহতা বর্ষাবর্তেন সম্বৃতম্
মাসোর্মিপক্ষবেগেন পঞ্চোদপদফেন চ ॥ ১৪
নিমেষোন্মেষফেনেন অহোরাত্রজলেন চ
কামগ্রাহেণ ঘোরেণ দেবসত্রময়েন চ ॥ ১৫
ধর্মদ্বীপেন তৃপ্তানাং চার্থকামতটেন চ
কৃতবাহুমোক্ষতীরেণ বিদিতাতীরবাহিনা ॥ ১৬
যুগস্থূলৌবনযোন ব্রহ্মপ্রায়ভবেন চ
ধাত্রা সৃষ্টানি ভূতানি কৃৎস্নে যমসাদনম্
এতৎ প্রজ্ঞাময়ৈর্ধীরা নিস্তরন্তি মনীষিণঃ
প্লবৈরপ্লবতো হি কিং করিষ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১৮
উপপন্নং হি যৎ প্রাজ্ঞো নিস্তরেদ্রেতরো জনঃ
দূরতো গুণ-দোষৌ হি প্রাজ্ঞঃ সর্বত্র পশ্যতি ॥ ১৯

বলে প্রমাদ) হইবেন , ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবেন, দমযুক্ত হইবেন এবং মনকে নিজের অধীনে রাখিবেন । ৬

যে ব্রাহ্মণ দম, যম ও ক্রোধহীন, তিনি কখনও দুঃখভোগ করেন না। দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপ, লজ্জা, সরলতা ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই সব সদ্গুণে নিজের তেজ বৃদ্ধি করিবেন এবং নিজের পাপ নাশ করিবেন । ৭

এইভাবে পাপ নির্মূল হইলে পর বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ যত্নসহকারে করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবেন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ করিবেন । ৮-৯

আর, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণকে প্রণাম এবং তাঁহাদের পূজা করিবেন। কঠোর বাক্য মুখ হইতে বাহির করিবেন না ও কাহাকেও হিংসা করিবেন না ; কারণ, উহা অধর্মযুক্ত। ইহাই হইল ব্রাহ্মণের পক্ষে পরম্পরাগত বৃত্তির (কর্তব্যের) বিধান । ৯-১০

কর্মফলের তত্ত্ব জানিয়া উহাদের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হয়। সংসারে জীবন এক ভয়ঙ্কর নদীর তুল্য। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই নদীর জল। লোভ হইল তাহার তীর। ক্রোধ কর্দম যদিও ইহা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার বেগ প্রতিহত করা অসম্ভব, তথাপি বুদ্ধিমান্ পুরুষ কিন্তু ইহাকে পার হইয়া যান। প্রাণিগণকে সর্বতোভাবে মোহগ্রস্তকারী কাল সর্বদা আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত আছেন, এই বিষয়ের দিকে সদাই দৃষ্টি রাখিবেন । ১১-১৪

যাহা মহান্, যাহা বিধাতার সৃষ্টিবলে পতিত এবং যাহার বল কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না সেই স্বভাবরূপ দ্বারা প্রবাহে এই সম্পূর্ণ জগৎ নিরন্তর বহিয়া যাইতেছে । ১৩

কালরূপ বিশাল নদ প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ইহাতে বৎসরূপী আবর্ত (ঘূর্ণী) সকলও উত্থিত হইতেছে। মাসসকল ইহার উত্তাল তরঙ্গমালা ঋতুসমূহ তাহার বেগ পক্ষসকল লতা ও তৃণ নিমেষ ও উন্মেষ ফেন দিন ও রাত্রি জলপ্রবাহ কামদেব ভয়ঙ্কর গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) যজ্ঞ ও যজ্ঞ নৌকা। ধর্ম প্রাণিগণের আশ্রয়কৃত দ্বীপ অর্থ ও কাম জল সত্যভাষণ ও মোক্ষ দুই তীর হিংসাকারী বৃক সেই কালরূপ প্রবাহে বহিয়া যাইতেছে। যুগ যুব এবং ব্রহ্মই সেই কালনদের উৎপত্তিকারী পর্বত। সেই প্রবাহে পতিত হইয়া বিধাতার দ্বারা রচিত এই সমস্ত প্রাণী যমলোকের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে । ১৫-১৭

বুদ্ধিমান্ ও ধীরপুরুষ প্রজ্ঞারূপ নৌকা দ্বারা সেই কাল-নদ পার হইয়া যান যাহারা এতাদৃশ নৌকাহীন, সেই অবিবেকী মানুষেরা কি করিবে ? ১৮

বিদ্বান্ পুরুষ যে কাল-নদ পার হইয়া যান এবং অজ্ঞান মানুষ যে উহা পার হইতে পারে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত ; কারণ, জ্ঞানবান্ পুরুষ সকল দূর হইতেই গুণ ও দোষসমূহ দেখিতে সমর্থ হন্ । ১৯

সংশয়ং ন তু কামাত্মা চলচিত্তোঽল্পচেতনঃ
অপ্রাজ্ঞো ন তরত্যেনং যো জ্ঞাত্বা ন স গচ্ছতি ॥ ২০

অপ্লবো হি মহাদোষঃ মুহ্যমানো নিমজ্জতি।
কামগ্রাহগৃহীতস্য জ্ঞানপণ্যস্য ন প্লবঃ ॥ ২১

তস্মাদুন্মজ্জনস্যার্থে প্রযতেত বিচক্ষণঃ
এতদুন্মজ্জনং তস্য সদ্বয়ং ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ২২

অবদাতেষু সজ্জাস্ত্রিসন্ধেস্ত্রিকর্মকৃৎ
তস্মাদুন্মজ্জনে তিষ্ঠেৎ প্লবস্থো নিস্তরেদ্ যথা ॥ ২৩

সংকৃতস্য হি দান্তস্য নিয়তস্য তপস্বিনঃ
প্রাজ্ঞস্যানুনয়া সিদ্ধিরিহলোকে পরত্র চ ॥ ২৪

বর্তেত তেষু গৃহবানক্রুধ্যন্নসূয়কঃ।
পঞ্চভিঃ সততং যজ্ঞৈর্বিঘসাশী যজেত চ ॥ ২৫

সন্তাং ধর্মেণ বর্তেত ক্রিয়াং শিষ্টৈরদাচরেৎ
অসংরোধেন লোকস্য বৃত্তিং লিপ্সেদসম্বিতাম্ ॥ ২৬

শ্রুতিবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞঃ শিষ্টাচারো বিচক্ষণঃ
স্বধর্মেণ ক্রিয়াবাংশ্চ কর্মণা সোঽপ্যসম্বরঃ ॥ ২৭

ক্রিয়াবান্ শ্রদ্দধানো হি দান্তঃ প্রাজ্ঞোঽনসূয়কঃ।
ধর্মাধর্মবিশেষজ্ঞঃ সর্বং তরতি দুস্তরম্ ॥২৮

ধৃতিমানপ্রমত্তশ্চ দান্তো ধর্মবিদাত্মবান্
যৌক্তধর্মমযক্রোধো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥ ২৯

এষা পুরাতনী বৃত্তিব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
জ্ঞানবত্ত্বেন কর্মাণি কুর্বন্ সর্বত্র সিধ্যতি ॥ ৩০

অধর্মং ধর্মকামো হি করোতি হ্যবিচক্ষণঃ।
ধর্মং বাধর্মসঙ্কাশং সোঽচিরেব করোতি সঃ ॥ ৩১

কামনাসমূহে আসক্ত, চঞ্চলচিত্ত, মন্দমতি এবং অজ্ঞান মানুষ সংশয়ে পতিত হওয়ার কারণে পার হইতে পারে না এবং যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, সেও উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। ২০

যাহার নিকট জ্ঞানরূপী নৌকা নাই, সেই মোহিতচিত্ত মূঢ় মানুষ মহাস্রোতে প্রাপ্ত হয়। কামরূপী গ্রাহের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় জ্ঞানও তাহার পক্ষে নৌকাস্বরূপ হয় না। ২১

সেইজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষের কাল-রূপ বা ভবসাগর পার হইবার অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। ইহাই হইল পার হইবার স্বরূপ যে, তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। ২২

উত্তরকুলে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিন কর্ম সন্দেহদৃষ্টিতে দেখিবেন (যেন কোন কর্মে তিনি আসক্ত না হন) এবং অধ্যয়ন, যজন ও দান—এই তিন কর্ম অবশ্য পালন করিবেন। সেইজন্য তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা নিজের উদ্ধারের প্রযত্ন করিবেন ও সেই কারণে পার হইয়া যাইবেন। ২৩

যাঁহার বৈদিক বিধি অনুসারে সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে, যিনি নিয়মসহকারে অবস্থান করেন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞ পুরুষের ইহলোক ও পরলোকে কোথাও সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইতে বিলম্ব হয় না। ২৪

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ক্রোধ ও দোষদৃষ্টি ত্যাগ করত পূর্বোক্ত নিয়মসমূহ পালনে তৎপর থাকিবেন। নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিবেন। ২৫

সৎপুরুষগণের ধর্মানুসারে জীবনযাত্রা চালাইবেন, শিষ্টাচার পালন করিবেন এবং এরূপ জীবিকা লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন, যাহাতে অন্য লোকের জীবিকার হানি না হয় ও যাহাতে লোকে তাঁহার নিন্দা না করে। ২৬

ব্রাহ্মণ বেদে বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানী, সদাচারী ও চতুর হইবেন। তিনি নিজের ধর্মানুসারে কার্য করিবেন, কিন্তু কর্মের দ্বারা সন্ততি বিস্তার করিবেন না অর্থাৎ স্বধর্ম ও পরধর্মের সংমিশ্রণ ঘটাইবেন না। ২৭

যিনি নিজের ধর্মানুসারে কার্য করেন, শ্রদ্ধালু, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখেন, বিদ্বান্, কাহারও দোষদর্শন করেন না এবং ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তিনি সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ২৮

যিনি ধৈর্যবান্, প্রমাদশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ, মনস্বী এবং ধর্ম, দম ও ক্রোধহীন, সেই ব্রাহ্মণ কখনও বিষাদগ্রস্ত হন না। ২৯

ব্রাহ্মণের ইহাই হইল প্রাচীনকাল হইতে আগত বৃত্তির বিধান। জ্ঞানপূর্বক কর্মকারী ব্রাহ্মণের সর্বত্র সিদ্ধিলাভ হয়। ৩০

যে ব্যক্তি মূঢ়, সেই ব্যক্তি ধর্মের ইচ্ছা রাখিয়াও অধর্ম করে এবং যেন দোষবশ হইয়া অধর্মতুল্য ধর্ম সম্পাদন করে। মূর্খ বা অবিবেকী মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ 'আমি ধর্ম করিতেছি', এরূপ মনে করিয়া অধর্ম করে এবং অধর্মের ইচ্ছা রাখিয়া ধর্ম করে। এইরূপ

ধর্মং করোমীতি করোত্যধর্ম-
মধর্মকামশ্চ করোতি ধর্মম্
উভে বাসঃ কর্মণী সং প্রজানন্
স জায়তে ম্রিয়তে চাপি দেহী ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫

অজ্ঞানপূর্বক উভয়বিধ কর্মকারী দেহধারী মানুষ বারংবার জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে ॥ ৩১-৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ধ্যানসহায়ক-যোগাঙ্গানাম্, তৎফলানাম্, সপ্তবিধধারণানাঞ্চ বর্ণনম্, সাংখ্য-যোগমতেন জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তিকথনঞ্চ ।]

ব্যাস উবাচ

অথ চেদ্ রোচয়েদেতদুদ্ধৃতেন স্রোতসা যথা
উন্মজ্জংশ্চ নিমজ্জংশ্চ জ্ঞানবান্ প্লববান্ ভবেৎ ॥ ১
প্রজ্ঞয়া নিশ্চিতা ধীরাস্তারয়ন্ত্যাত্মবুধান্ প্লবৈঃ
নাবুধাস্তারয়ন্ত্যন্যানাত্মানং বা কথঞ্চন ॥ ২

দ্বিরদোষো মুনির্যোগান্ যুক্তো যুঞ্জীত দ্বাদশ
দেশকর্মানুরাগার্থোপায়াপায়নিশ্চয়ৈঃ ॥ ৩
চক্ষুরাহারসংহারৈর্মনসা দর্শনেন চ
যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী বুদ্ধ্যা স বৈ ত্রৈজ্ঞ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৪

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[ধ্যানের সহায়ক যোগ, তাহার ফল ও সাত প্রকার ধারণা বর্ণন এবং সাংখ্য ও যোগানুসারে জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি-কথন ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—বৎস ! মানুষ যেরূপ নিম্নে হইতে হইতে ও উঠিতে উঠিতে জলের প্রবাহে বহিয়া যায় এবং যদি সংযোগবশতঃ কোন নৌকা যদি সেই সময় সে প্রাপ্ত হয় তবে তাহার সহায়তায় সে যেমন পার হইয়া যায়, সেইরূপ সংসার-সাগরে নিম্নে হইতে হইতে ও উঠিতে উঠিতে মানুষ যদি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার জ্ঞানরূপী নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ১

যাঁহার বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বপূর্ণ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে সেই ধীর পুরুষ নিজের জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা অজ্ঞান পুরুষদিগকেও ভবসাগর পার করিয়া থাকেন, কিন্তু যে অজ্ঞান, সে অপরকেও উদ্ধার করিতে পারে না এবং নিজেও কোনরূপে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২

সমাহিতচিত্ত মুনির কর্তব্য হইল—তিনি হৃদয়ের রাগাদি দোষসমূহ নষ্ট করত যোগের সহায়ক দেশ, কর্ম, অনুরাগ, অর্থ, উপায়, অপায়, নিশ্চয়, চক্ষুঃ, আহার, সংহার, মন ও দর্শন—এই দ্বাদশ প্রকার যোগ অবলম্বন করত ধ্যানযোগের অভ্যাস করিবেন ॥ ৩।৪

*ধ্যানযোগের সাধক একস্থানে আসন স্থাপন করিবেন, যেখানে সমতল ও পবিত্র নির্জন বন এবং গুহা বা অন্য কোন একান্ত স্থানই ধ্যানের পক্ষে উপযোগী এতাদৃশ কোন স্থানে আসন স্থাপনকে বলে দেশযোগ আহার, বিহার, চেষ্টা, শয়ন ও জাগরণ—এ সমস্তই পরিমিত ও নিয়মানুকূল হওয়া আবশ্যক ইহাকেই কর্মযোগ বলে পরমাত্মা ও তাঁহার প্রাপ্তির সাধনসমূহে তীব্র অনুরাগে অনুরাগী হওয়াকে বলে ৩। অনুরাগযোগ। কেবল প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ সঞ্চয় করিয়া রাখাকে বলে ৪ অর্থযোগ ধ্যানোপযোগী আসনে উপবেশন করিয়া থাকাকে বলে ৫ উপায়যোগ সংসারের বিষয়সমূহ ও আত্মীয়-স্বজনগণের আসক্তি এবং মমতা অপসারণ করাকে বলে ৬। অপায়যোগ। গুরু এবং বেদশাস্ত্রের বাক্যের উপর বিশ্বাস রাখার নাম হইল ৭ নিশ্চয়যোগ চক্ষুর্দ্বয়কে নাসিকার অগ্র-ভাগে স্থির করার নাম ৮। চক্ষুর্যোগ শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভোজনের নাম ৯। আহারযোগ। বিষয়ের দিকে আসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়-গণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রোধ করাকে সংহারযোগ মনকে সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত করত একাগ্র করার নাম ১১ মনো যোগ। ভয়, ঘৃণা, লজ্জা ও ঈর্ষাদি হইবার সময় মহাদুঃখসমূহ এবং মোহনকলকে বৈরাগ্যসহকারে দর্শন করাকে বলে ১২। দর্শন যোগ। যোগের দ্বারা যাঁহাকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, তাঁহার পক্ষে এই দ্বাদশ প্রকার যোগ অবশ্যই অবলম্বন করা উচিত।

জ্ঞানেন যচ্ছেদাত্মানং য ইচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ।
এতেষাং চেষ্টমুদ্রষ্টা পুরুষোঽপি সুদারুণঃ। ৫
যদি বা সর্ববেদজ্ঞো যদি বাপ্যনৃচো দ্বিজঃ।
যদি বা ধার্মিকো রাজা যদি বা পাপকৃত্তমঃ। ৬
যদি বা পুরুষব্যাঘ্রো যদি বা ক্লেশধারিতঃ
তরত্যেবং মহাদুর্গং জরামরণসাগরম্। ৭
এবং জ্ঞেয়েন যোগেন যুঞ্জানো জ্ঞেয়মাপ্নুতে
অপি জিজ্ঞাসমানোঽপি শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। ৮
ধর্মোপায়ো দ্রুবস্তস্য উপায়াপায়কোবিদঃ
অপায়াজ্ঞঃ প্রাপয়িতা প্রজ্ঞাদুর্গবিবর্জনঃ। ৯
চেতনাবন্ধুরশ্চারুশ্চাচারগ্রহনেমিমান্
দর্শনস্পর্শনরসো ঘ্রাণশ্রবণবাহনঃ। ১০

প্রজ্ঞানাভিঃ সর্বতন্ত্রপ্রতোদো জ্ঞানসারথিঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতো ধীরঃ শ্রদ্ধাদমপুরঃ সরঃ। ১১
ত্যাগসৃষ্ট্বানুগঃ ক্ষেম্যঃ সৌচসো ধ্যানগোচরঃ।
জীবযুক্তো রথো দিব্যো ব্রহ্মলোকে বিরাজতে। ১২
অথ সংস্তরমাণস্তু রথমেবং যুযুক্ষতঃ।
অক্ষরং গন্তুমনসো বিধিঃ কথ্যতি শ্রীঘ্রগম্। ১৩
সপ্ত যা ধারণাঃ কৃৎস্না যাসু যুক্তঃ প্রতিপদ্যতে।
পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চাস্যাস্তাবত্যস্তাঃ প্রধারণাঃ। ১৪
ক্রমশঃ পার্থিবং ষষ্ঠ যাবত্যা যং তথা সহঃ
জ্যোতিষো সহ তৈশ্বর্যমহঙ্কারস্য বৃদ্ধিতঃ।
অব্যক্তস্য তথৈশ্বর্যাং ক্রমশঃ প্রতিপদ্যতে। ১৫
বিক্রমাশ্চাপি বশ্যেতে তথা যুক্তেষু যোগতঃ।
তথা যোগশ্চ যুক্তস্য সিদ্ধিমাস্থানি পশ্যতঃ। ১৬

যিনি উত্তম জ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করা উচিত এবং যিনি নিখেদ অর্থাৎ শান্তি কামনা করেন, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। ৪।

মানুষ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয় কিংবা সমস্ত বেদে অভিজ্ঞ হয় বা ব্রাহ্মণ হইয়া বৈদিক জ্ঞানশূন্য হয় অথবা ধর্মপরায়ণ ও যজ্ঞশীল হয় কিংবা ঘোর পাপাচারী হয় বা পুরুষশ্রেষ্ঠ হইয়া পরাক্রমশালী হয় অথবা অতিশয় ক্লেশের সহিত জীবনযাপন করে, তথাপি সে যদি পূর্বোক্ত যোগ প্রকারে যোগ উত্তমরূপে জানিতে পারে, তবে জরা-মৃত্যুর দ্বারা অত্যন্ত দুর্গম সংসার সমুদ্র পার হইয়া যাইতে সমর্থ হয়। ৫-৭

এইভাবে সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত এই যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি যদি ব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হন, তবে তিনি বেদোক্ত সকল শব্দব্রহ্মের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। ৮

এই যোগ এক সুন্দর রথ। ধর্মই তাহার পশ্চাদ্ভাগ বা বসিবার আসন। লজ্জা আবরণ, পূর্বোক্ত উপায় ও অপায় তাহার দুইটি অপাশ বায়ু অক্ষ। প্রাণবায়ু উহার ঘূর্ণা বুদ্ধি, বায়ু ও জীবন উহার সনাতন চৈতন্য বন্ধুর। সদাচার প্রবণ এই রথের নেমি। নেত্র, ত্বক্, জ্ঞান ও শ্রবণ উহার বাহন। প্রজ্ঞা নাভি। সমস্ত শাস্ত্র নেত্র (চাকুষ)। জ্ঞান সারথি। ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) রথী হইয়া এই রথে উপবিষ্ট থাকেন। এই রথ ধীরে ধীরে গমন করে। শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়দমন এই রথের অশ্ব। ত্যাগরূপী সৃষ্টা ইহার অনুগামী (পৃষ্ঠরক্ষক)। এই মঙ্গলময় রথ ধ্যানের পবিত্র পথে গমন করে। এইভাবে এই জীবন্মুক্ত দিব্য রথ ব্রহ্মলোকে বিরাজমান থাকে অর্থাৎ উহার দ্বারা জীবাত্মা পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯-১২

এইরূপে যোগরথে আরোহণ করত সাধনা করিতে অভিলাষী এবং অবিনাশী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে তৎকালেই লাভ করিতে ইচ্ছুক সাধক যে উপায়ে শীঘ্র সফলতা প্রাপ্ত হয়, সেই উপায় আমি বলিতেছি। ১৩

সাধক যাহা সংযত করিয়া পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারসম্বন্ধী সপ্ত ধারণায় সিদ্ধিলাভ করেন। ইহাদের বিষয়সমূহ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, অহংবুদ্ধি এবং নিশ্চয়—এই সবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সপ্ত প্রধারণা পূর্বোক্ত সপ্ত ধারণার পার্শ্ববর্তিনী ও পৃষ্ঠবর্তিনী। ১৪

সাধক ক্রমশঃ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও বুদ্ধির ঐশ্বর্যে অধিকার লাভ করেন। ইহার পর সেই সাধক ক্রমানুসারে অব্যক্ত তত্ত্বের ঐশ্বর্যও প্রাপ্ত হন। ১৫

এখন যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগিগণের মধ্যে যে যোগীর পূর্বোক্ত পৃথ্বীজয়াদি ঐশ্বর্য যেভাবে প্রাপ্তি হয়, উহা বলিতেছি এবং ধারণাপূর্বক ধ্যান করিবার সময় ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্তরায়কারী যোগীর যে সিদ্ধিলাভ হয়, উহাও আমি বর্ণনা করিতেছি। ১৬

নির্মুচ্যমানঃ সূক্ষ্মত্বাদ্ রূপালোমানি পশ্যতঃ
শৈশিরস্য যথা ঘূনঃ সূক্ষ্মঃ সংস্রবতে নভঃ ॥ ১৭
তথা দেহাদ্ বিমুক্তস্য পূর্বং রূপং প্রবর্ত্যতে।
অথ ঘূনস্য বিস্রমে দ্বিতীয়ং রূপদর্শনম্ ॥ ১৮
জলরূপমিবাকাশে তথৈবাস্যানি পশ্যতি
অপাং ব্যতিক্রমে চাস্য বহ্নিরূপং প্রকাশতে ॥ ১৯
তস্মিন্ পরতেঽজোঽস্য শীতসত্ত্বঃ প্রকাশতে।
ঊর্ণারূপসমবর্ণস্য তস্য রূপং প্রকাশতে ॥ ২০
অথ খেচ্যাং গতিং গত্বা বায়বাং সূক্ষ্মমপ্যুত

অশুক্লং চেতসঃ সৌক্ষ্ম্যমপ্যুক্তং ব্রাহ্মণস্য বৈ ॥ ২১
এতেষামপি হি জ্ঞাতেষু ফলজ্ঞাতানি মে শৃণু।
জ্ঞাতস্য পার্থিবৈশ্বর্যৈঃ সৃষ্টিরত্র বিধীয়তে ॥ ২২
প্রজাপতিরিবাক্ষোভাঃ শরীরাৎ সৃজতে প্রজাঃ।
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠমাত্রেণ হস্তপাদেন বা তথা ॥২৩
পৃথিবীং কম্পয়ত্যেকো গুণো বায়োরিতি শ্রুতিঃ।
আকাশভূতশ্চাকাশে সবর্ণত্বাৎ প্রকাশতে ॥ ২৪
বর্ণতো গুহ্যতে চাপি ভাষাং পিবতি চাশনাম্।
ন চাস্য তেজসো রূপং দৃশ্যতে শাম্যতে তথা।

সাধক যখন স্থূল দেহের অভিমান হইতে মুক্ত হইয়া ধ্যানে অবস্থিত হন, সেই সময় সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার কিছু এইরূপ রূপ (চিত্র) দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমে পৃথ্বীর ধারণা করিবার সময় এরূপ অনুভব হয় যে, শৈত্যকালের কুয়াশার ন্যায় কোন সূক্ষ্ম বস্তু সম্পূর্ণ আকাশকে আচ্ছাদিত করিতেছে। ১৭

এইভাবে দেহাভিমান হইতে মুক্ত যোগীর অনুভবের এই প্রথম রূপ। যখন ঘূনবর্ণ কুয়াশার নিবৃত্তি হয়, তখন অন্য রূপ দর্শন হয়। ১৮

তখন তিনি সম্পূর্ণ আকাশকে জলময় দর্শন করেন এবং আত্মাকেও জলরূপেই অনুভব করেন। (এই অনুভব জলতত্ত্ব ধারণা করিবার সময় হয়।) তারপর জলের লয় হইলে পর অগ্নি-তত্ত্ব ধারণা করিবার সময় তাঁহার সর্বত্র অগ্নি প্রকাশিত বলিয়া অনুভব হয়। ১৯

এই অগ্নি তত্ত্বেরও লয় হইলে পর যোগীর আকাশে সর্বত্র বিস্তৃত বায়ুর অনুভব হয়। সেই সময় বৃক্ষ ও পর্বতাদি নিম্নের সমস্ত পদার্থ (অন্ন) শীত হইয়া যাওয়ায় বায়ুর 'শীতসত্ত্ব' নাম হয় অর্থাৎ পৃথ্বী, জল ও তেজরূপ সমস্ত পদার্থকে পান করিয়া বায়ু কেবল আকাশেই আন্দোলিত হইতে থাকে এবং সাধক স্বয়ংও তখন মাকড়সার সূত্রতুল্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হইয়া নিজেকে নিস্তরঙ্গ আকাশে বায়ুর সহিত স্থিত বলিয়া মনে করেন। ২০

তখনকার তেজের লয় ও বায়ুতত্ত্ব জয় করিবার পর বায়ুর সূক্ষ্ম রূপ স্বচ্ছ আকাশে লীন হইয়া যায় এবং কেবল নীল আকাশ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় ব্রহ্মভাব লাভ করিবার বাসনায় যোগীর চিত্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া যায়, এরূপ কথিত হইয়াছে। (তাঁহার স্থূলরূপের অন্তত ভাব হয় না। ইহাকেই বায়ুর লয় ও আকাশতত্ত্বের সমাধি বলা হয়) ২১

এই লয় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পর যোগীর যে যে ফল লাভ হয়, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পার্থিব ঐশ্বর্যের সিদ্ধি হইলে পর যোগীর মনো সৃষ্টি করিবার শক্তি আসিয়া থাকে। ২২

তখন প্রজাপতির ন্যায় ক্ষোভহীন হইয়া নিজের শরীর হইতে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। যিনি বায়ুতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি বিনা সহায়তায় হস্ত-পদ, অঙ্গুষ্ঠ অথবা যে কোন অঙ্গুলির দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন—ইহা শুনা যায়। ২৩½

আকাশতত্ত্বে সিদ্ধ সাধক আকাশে আকাশেরই ন্যায় সর্বব্যাপী হইয়া যান। তিনি তখন নিজের অন্তর্ধান করিবার শক্তি লাভ করেন। যাঁহার জলতত্ত্বে অধিকার লাভ হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই বড় বড় জলাশয় পর্যন্ত পান করিতে সমর্থ হন। ২৪½

অগ্নিতত্ত্বে সিদ্ধ হইলে পর সাধক নিজের শরীরকে এতাদৃশ তেজস্বী করিতে পারেন যে, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও অসম্ভব হইয়া থাকে এবং তাঁহার তেজ তখন শান্ত হয় না। অহঙ্কারকে

---

* পাতঞ্জলযোগদর্শনে 'দেহবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা' অর্থাৎ একদেশে চিত্তকে একাগ্র করাকে ধারণা বলে। সাধক সর্বপ্রথম পৃথ্বীতত্ত্বে চিত্তকে সংযোজিত করিবেন। এই ধারণার দ্বারা তাঁহার পৃথ্বীতত্ত্বের উপর অধিকার আসিবে। তারপর পৃথ্বীতত্ত্বকে জলতত্ত্বে বিলীন করত জলতত্ত্বের ধারণা করিবেন। ইহার দ্বারা সাধক জলতত্ত্বের ঐশ্বর্য লাভ করেন। অনন্তর জলতত্ত্বকে অগ্নিতত্ত্বে বিলীন করিয়া অগ্নিতত্ত্বের ধারণা করিবেন। ইহাতে অগ্নিতত্ত্বে অধিকার জন্মিবে। তদনন্তর অগ্নিকে বায়ুতত্ত্বে বিলীন করত চিত্তকে বায়ুতত্ত্বে একাগ্র করিবেন। ইহার দ্বারা সাধক বায়ুতত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইবেন। এইভাবে সাধক ক্রমশঃ বায়ুকে আকাশে, আকাশকে মনে এবং মনকে বুদ্ধিতত্ত্বে লয় করত সেই সেই তত্ত্বের ধারণা করিবেন। এইরূপ ধারণার নাম ভূত। শেষে বুদ্ধিকে অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন করিতে হয়।

অহঙ্কারেঽস্য বিজ্ঞিতে পঞ্চৈতে স্যুর্বশানুগাঃ ॥ ২৪
বয়ঃমাত্মনি বুদ্ধৌ চ জিতায়াং প্রভবত্যথ।
নির্দোষপ্রতিভা জ্ঞেয়ং কৃৎস্না সমভিবর্ততে ॥ ২৬
তথৈব ব্যক্তমাত্মানমব্যক্তং প্রতিপদ্যতে।
যতো নিঃসরতে লোকো ভবতি ব্যক্তসংজ্ঞকঃ ॥ ২৭
তত্রাব্যক্তময়ীং বিদ্যাং শৃণু ত্বং বিস্তরেণ মে।
তথা ব্যক্তময়ং চৈব সাংখ্যে পূর্বং নিবোধ মে ॥ ২৮
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি তুল্যান্যুক্তানি সর্বশঃ।
যোগে সাংখ্যেঽপি চ তথা বিশেষঃ তত্র মে শৃণু ॥ ২৯
প্রোক্তং তদ্ ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ যৎ।
জীর্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্যুতম্ ॥৩০
বিপরীতমতো যৎ তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্
ধাবাত্মানৌ চ বেদেষু সিদ্ধান্তেষ্বপ্যুদাহৃতম্ ॥ ৩১
চতুর্লক্ষণকং ধাতুঃ চতুর্বর্গং প্রচক্ষতে
ব্যক্তমব্যক্তকং চৈব তথা বৃদ্ধমথেতরৎ ॥
সত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেতদ্ ত্রয়মপ্যনুদর্শিতম্ ॥ ৩২
ধাবাত্মানৌ চ বেদেষু বিদ্যাস্বেষ্বনুকল্পিতঃ।
বিদ্যাতঃ প্রতিসংহারঃ সাংখ্যানাং সিদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ৩৩
নির্মমস্ত্যানমস্কারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
নৈব কুপ্যতি ন দ্বেষ্টি নানৃতা ভবতে গিরঃ ॥ ৩৪
আক্রুষ্টস্তাড়িতশ্চৈব মৈত্রেণ ধ্যাতি নাশুভম্
ধাস্তুকর্মমনসাং ত্রয়াণাক নিবর্তকঃ ॥ ৩৫
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাণমভিবর্ততে।
নৈবেচ্ছতি ন চাদ্বিচ্ছো যাত্রামাত্রব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৬
অলোলুপোঽবাধো দান্তো ন কৃতী ন নিরাকৃতিঃ।
নাসোদ্বিগ্নমনেকাগ্রং ন বিক্ষিপ্তমনোরথঃ ॥ ৩৭

জয় করিতে পারিলে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত যোগীর বশীভূত হইয়া থাকে। ২৫

উক্ত পঞ্চভূত ও অহঙ্কার এই ছয় তত্ত্বের আত্মা বুদ্ধি। উহাকে জয় করিতে পারিলে পূর্ণ সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং সেই যোগীর পূর্ণরূপে প্রতিভা (বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্তি হয়। ২৬

উপরোক্ত সপ্ত পদার্থসমূহের কার্যীকৃত ব্যক্ত জগৎ অব্যক্ত পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়; কারণ, সেই পরমাত্মা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্যক্ত নাম ধারণ করিয়াছে। ২৭

বৎস! তুমি সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত অব্যক্ত বিদ্যা বিস্তারসহকারে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। সর্বপ্রথম সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত ব্যক্ত বিদ্যা আমার নিকট হইতে বুঝিবার চেষ্টা কর। ২৮

সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ—এই উভয় দর্শনেই সমানভাবে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যাহা বিশেষ বক্তব্য, উহাই আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৯

জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মরণ—এই চতুর্বিধ লক্ষণযুক্ত যে তত্ত্ব, উহাকেই ব্যক্ত বলে। ৩০

যে তত্ত্ব ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহাতে জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু—এই চারি প্রকার বিকার নাই, উহাকেই অব্যক্ত বলে। বেদ ও সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহে সেই অব্যক্তের দুই প্রকার-ভেদ কথিত হইয়াছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ৩১

অব্যক্ত হইলেও জীবাত্মা ব্যক্তের সম্পর্কবশতঃ জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু—এই চারিপ্রকার লক্ষণযুক্ত এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় অব্যক্ত পরমাত্মা হইলেন জ্ঞানস্বরূপ। ব্যক্তের (জড়বর্গের) উৎপত্তি সেই অব্যক্ত (পরমাত্মা) হইতে হয়। সাকল্যে সত্ত্ব (জড়বর্গ ক্ষেত্র) এবং অব্যক্ত জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এইভাবে এই উভয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন। বিদ্যাসমূহে আসক্ত জীবাত্মা যখন আসক্তিহীন হইয়া বিদ্যাসমূহ হইতে নিবৃত্ত

* মূল—প্রকৃতির্বিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।
(সাং কা ৩)

মূলপ্রকৃতি—অব্যাকৃত মায়া, মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির সপ্তবিকার—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), ষোড়শ বিকার—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও ঘ্রাণ), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং মন ও পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী) এবং পুরুষ, যাহা না প্রকৃতি ও না প্রকৃতির বিকার—এইরূপ সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

পাতঞ্জল দর্শনে ইহার নিম্নরূপ উল্লেখ আছে—"বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি"।
(যোগ সাধনপাদ ১৯)

বিশেষ—পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, অবিশেষ—পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার, লিঙ্গ-মাত্র মহত্তত্ত্ব, অলিঙ্গ—মূলপ্রকৃতি, এই প্রকার এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং পঞ্চবিংশ হইলেন দ্রষ্টা পুরুষ।

সর্বভূতসমৃদ্ধৈত্রঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
তুল্যাপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ৩৮
অস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো ব্রহ্মচর্যদৃঢ়ব্রতঃ।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানামীদৃক্ সাংখ্যো বিমুচ্যতে ॥ ৩৯
তথা যোগাদ্ বিমুচ্যন্তে কারণৈর্বৈনিবোধ তৎ
যোগৈশ্বর্যমভিক্রান্তো যো নিষ্ক্রামতি মুচ্যতে ॥ ৪০

ইত্যেষা ভাবজা বুদ্ধিঃ কথিতা তে ন সংশয়ঃ
এবং ভবতি নির্দ্বন্দ্বো ব্রহ্মাণং চাধিগচ্ছতি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬

হন, তখন তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়। সাংখ্যবাদিগণের মতে ইহাই মোক্ষের লক্ষণ। ৩২-৩৩

যিনি মমতা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ সমানভাবে সহ্য করেন, যাঁহার সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে, যিনি কখনও ক্রোধ ও দ্বেষ করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না, কাহারও কটু কথা শ্রবণ করিয়া ও প্রহার প্রাপ্ত হইয়া তাহার অহিত চিন্তা করেন না, যিনি সকলের প্রতি মিত্র ভাবই অক্ষুণ্ণ রাখেন, যিনি মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা কোনও জীবকে কষ্টদান করেন না এবং সমস্ত প্রাণীরই প্রতিই সমান ভাব রাখেন, সেই যোগী ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। ৩৪-৩৫½

যিনি কোন বস্তুর ইচ্ছা করেন না, অনিচ্ছাও করেন না, জীবননির্বাহের জন্যই যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নির্দ্বন্দ্ব, বাধাহীন ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার কিছু করিবার প্রয়োজন নাই এবং না করিবারও প্রয়োজন নাই, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণও মন কখনও চঞ্চল হয় না, যাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমান দৃষ্টি ও মৈত্রীভাব রাখেন, যাঁহার দৃষ্টিতে প্রিয় ও অপ্রিয় কোন ভেদ নাই, মৃত্তিকাখণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমান বোধ, যিনি ধীর, এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সমান ভাব পোষণ করেন, যিনি সমস্ত ভোগসমূহে স্পৃহাহীন, যিনি দৃঢ়তাসহকারে ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থির থাকেন এবং যিনি সকল প্রাণীতেই অহিংসাভাব ধারণ করেন, এতাদৃশ সাংখ্যযোগী (জ্ঞানী) সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৩৬-৩৯

যোগী যে ভাবে ও যে কারণ সমূহের দ্বারা যোগের ফলস্বরূপ মোক্ষলাভ করেন, এখন আমি সেই সব বলিতেছি, অবগত হও যিনি বৈরাগ্যবলে যোগজনিত ঐশ্বর্য অতিক্রম করিয়া তাহার সীমার বাহিরে নির্গত হন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৪০

পুত্র! এই আমি তোমার নিকট ভাবজবুদ্ধিতে প্রাপ্য বুদ্ধি বর্ণনা করিলাম যিনি পূর্বোক্ত সাধনা করিয়া দ্বন্দ্বরহিত হইয়া যান, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক
ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[সৃষ্টির সমস্ত কার্যে বুদ্ধির প্রধানতা এবং প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠতার তারতম্য বর্ণন।]

ব্যাস উবাচ।

অথ জ্ঞানপ্লবং ধীরো গৃহীত্বা শাস্ত্রিমাত্মনঃ।
উন্মজ্জংশ্চ নিমজ্জংশ্চ জ্ঞানমেবাভিসংশ্রয়েৎ ॥ ১

শুক উবাচ।

কিং তজ্জ্ঞানময়ো বিদ্বা যথা নিস্তরতে ভয়ম্।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিবৃত্তিরিতি বা বদ ॥ ২

ভিতে নিজের পরম শান্তির জন্য যাথার্থিক জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ১

শুকদেব বলিলেন,—যাহার দ্বারা মানুষ জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, সেই জ্ঞান অথবা বিদ্যা কি? উহা প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম কিংবা নিবৃত্তিরূপ ধর্ম? ইহা আমাকে বলুন। ২

ব্যাস উবাচ।

যস্তু পশ্যান্ স্বভাবেন বিনাভাবমচেতনঃ।
পুনতে চ পুনঃ সর্বান্ প্রজ্ঞয়া মুক্তহেতুকান্ ॥ ৩
যেষাং চৈকান্তভাবেন স্বভাবাৎ কারণং মতম্
পূত্বা তৃণমিষীকাং বা তে লভন্তে ন কিঞ্চন ॥ ৪
যে চৈনং পক্ষমাশ্রিতা নিবর্তন্তান্নয়েসসঃ।
স্বভাবং কারণং জ্ঞাত্বা ন শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৫
স্বভাবো হি বিনাশায় মোহকর্ম মনোভবঃ
নিরুক্তমেতন্নোরেতৎ স্বভাব-পরিভাবয়োঃ ॥ ৬
কৃষ্যাদীনীহ কর্মাণি শস্তসাধনানি চ
প্রজাবদ্ভিঃ প্রকল্পানি যানাসনগৃহাণি চ ॥৭
আক্রীড়ানাং গৃহাণাঞ্চ শয়নানামগদস্য চ

ব্যাসদেব বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া থাকে যে, এই জগৎ স্বভাবতই উৎপন্ন হয়, ইহার কোন চেতন মূল কারণ নাই, সেই অজ্ঞান ব্যক্তি মূঢ় তর্কযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা যথতপূত হেতু রহিত বাক্য-সকল বারংবার উত্থাপন করিতে থাকে। ৩

যে ব্যক্তি ইহা মনে করে যে, নিশ্চিতভাবে বস্তুসত্ত স্বভাবই জগতের কারণ—স্বভাব হইতে ভিন্ন কোন কারণ নাই (কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা উপলব্ধি না হওয়ায় তাহার এই মনে করার কারণ যে, ঈশ্বরের ন্যায় কোন পুরুষ জগতের কারণই নহেন, উহা যুক্তিসঙ্গত নয়, যেহেতু) মুক্তকণের মধ্যে ছিদ্র অথচ অদৃষ্ট শিরা কি মুক্তকণকে ছেদন করিলে পর উহার উপলব্ধি হয় না? নিশ্চয়ই হয় (সেইরূপ সম্পূর্ণ জগতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মা যদিও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা দৃষ্ট হন না, তথাপি তাঁহার উপলব্ধি বিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা অবশ্য হইয়া থাকে)। ৪

যে মন্দবুদ্ধি মানুষ এই নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া স্বভাবকেই কারণ জানিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে বিমুখ হয়, সে কখনও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। ৫

নাস্তিক ব্যক্তি যে স্বভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করত ঈশ্বর ও অদৃষ্টের সত্তা স্বীকার করে না, উহা তাহার মোহজনিত কার্য-স্বভাববাদ মূঢ়গণের কল্পনামাত্র। উহা মনুষ্যগণকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের বিনাশ করিবার জন্যই উপস্থিত হয়। স্বভাব ও পরিভাবের জন্য পূর্বোক্ত বিষয়ের এখন বিচার শ্রবণ কর। ৬

দেখা যায়, জগতে বুদ্ধিমান্ চেতন প্রাণিগণের দ্বারাই ভূমিতেই কর্ষণাদি কার্য, শস্তসকলের বীজসংগ্রহ এবং যান, আসন ও গৃহনির্মাণ—এই সব কার্য সদাই সম্পন্ন হয়। যদি স্বভাবতই এই সব কার্য হইয়া থাকে, তবে কেহই ইহাতে প্রবৃত্তই হইত না। ৭

বুদ্ধিমান্ প্রাণীরা ক্রীড়া করিবার স্থান ও বাস করিবার জন্য গৃহ নির্মাণ করে। তাহারা রোগসকল চিনিয়া তাহাদের নিরাময়ের জন্য যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করে। বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের দ্বারাই এই সব কার্য যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় (স্বভাবতই নহে)। ৮

বুদ্ধিই ধনপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে। বুদ্ধিরই দ্বারা মানুষ কল্যাণ লাভ করে। সম্মান লক্ষণযুক্ত রাজ্যলাভও বুদ্ধির দ্বারা রাজ্যভোগ এবং অপরকে শাসন করেন। ৯

বৎস শুক! প্রাণিগণের স্থূল-সূক্ষ্ম বা ছোট বড় ভেদবুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়। এ জগতে সকল প্রাণীর সৃষ্টি বিদ্যা হইতে হইয়াছে এবং তাহাদের পরম গতিও বিদ্যাই। ১০

সংসারে যে নানাপ্রকারের জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের জন্মের বিষয়েও লক্ষ্য করা উচিত। ১১

স্থাবর প্রাণী অপেক্ষা জঙ্গম প্রাণিগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ইহা যুক্তিসঙ্গতও; কারণ, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই জঙ্গম প্রাণীদের স্বভাবই বৈশিষ্ট্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১২

জঙ্গম প্রাণিগণের মধ্যে আবার বহু পদযুক্ত ও দ্বিপদযুক্ত এই দুই প্রকার প্রাণী আছে। ইহাদের মধ্যে বহু পদ প্রাণী অপেক্ষা দ্বিপদ বহু প্রাণীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ১৩

দ্বিপাদানি ঘরাস্তাহুঃ পার্থিবানীতরাণি চ ।
পার্থিবানি বিশিষ্টানি তানি ত্বন্নানি ভুঞ্জতে
পার্থিবানি ঘরাস্তাহুর্মধ্যমান্তধরানি চ ।
মধ্যমানি বিশিষ্টানি জাতিধর্মোপধারণাৎ ॥ ১৫
মধ্যমানি ঘরাস্তাহুর্ধর্মজ্ঞানীতরাণি চ ।
ধর্মজ্ঞানি বিশিষ্টানি কার্য্যাকার্য্যোপধারণাৎ ॥ ১৬
ধর্মজ্ঞানি ঘরাস্তাহুর্বেদজ্ঞানীতরাণি চ
বেদজ্ঞানি বিশিষ্টানি বেদো হ্যেষু প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৭
বেদজ্ঞানি ঘরাস্তাহুঃ প্রবক্তৃণীতরাণি চ
প্রবক্তৃণি বিশিষ্টানি সর্ব্বধর্ম্মোপধারণাৎ ॥ ১৮
বিজ্ঞায়ন্তে হি বৈ যেন বেদাঃ সর্ব্বাঃ সক্রিয়াকলাঃ
সর্ব্বা নিখিলা বেদাঃ প্রবক্তৃভ্যো বিনিঃসৃতাঃ ॥ ১৯
প্রবক্তৃণি ঘরাস্তাহুরাত্মজ্ঞানীতরাণি চ

দুই পদযুক্ত জন্তু প্রাণীও দুই প্রকার কথিত হইয়াছে—এক পার্থিব (মনুষ্য) ও দ্বিতীয় অপার্থিব (পক্ষী) অপার্থিব প্রাণীদের অপেক্ষা পার্থিব প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ কারণ, তাহারা অন্ন ভোজন করে । ১৪

পার্থিবগণও (মনুষ্যগণও) দুই প্রকার কথিত হয়—মধ্যম ও অধম । উহাদের মধ্যে মধ্যম মানুষ অধম মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ , কারণ, তাহারা জাতি-ধর্ম্মধারণ করে । ১৫

মধ্যম মানুষ আবার দুইপ্রকার কথিত হইয়াছে—ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ । ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্যগণই শ্রেষ্ঠ কারণ, তাঁহারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যবিষয়ে জ্ঞানবান্ এবং কর্ত্তব্যপালন করেন । ১৬

ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্যগণেরও দুই প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে—বেদজ্ঞ ও অবেদজ্ঞ । ইহাদের মধ্যে বেদজ্ঞগণই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে বেদ প্রতিষ্ঠিত আছেন । ১৭

বেদজ্ঞগণও দুইপ্রকার কথিত হন—প্রবক্তা ও অপ্রবক্তা । ইহাদের মধ্যে প্রবক্তারা (বেদের ব্যাখ্যাকারিগণ) শ্রেষ্ঠ , কারণ, তাঁহারা বেদে কথিত সম্পূর্ণ ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকেন । ১৮

ইঁহাদেরই দ্বারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও ফলসহ বেদসমূহের জ্ঞান অপরের

আত্মজ্ঞানি বিশিষ্টানি তস্মাত্তেষ্বোপধারণাৎ ॥ ২০
ধর্ম্মজ্ঞঃ হি যো বেদ স সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ
স ত্যাগী সত্যসন্ধঃ সত্যঃ শুচিরপেক্ষরঃ ॥ ২১
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠঃ হি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরে চ কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২২
অন্তঃস্থঞ্চ বহিষ্ঠঞ্চ সাধিদৈবাদিদৈবতম্
জ্ঞানার্থিতা হি পশ্যন্তি তে দেবাস্তাত তে দ্বিজাঃ ॥ ২৩
তেষু বিশ্বমিদং ভূতং সর্ব্বঞ্চ প্রসবাদিতম্ ।
তেষাং মাহাত্ম্যভাবস্য সদৃশং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ২৪
আত্মন্তে নিধনঞ্চৈব কর্ম্ম চাতীতা সর্ব্বশঃ
চতুর্বিধস্য ভূতস্য সর্ব্বেষাং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি শুকানুপ্রশ্নে সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭

হয় ধর্ম্মসহ সম্পূর্ণ বেদ প্রবক্তাগণের মুখ হইতেই নির্গত হয় ॥ ১৯

এই প্রবক্তাগণও দুই প্রকার কথিত হন—আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ ইঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞ পুরুষই শ্রেষ্ঠ , কারণ, তিনি জন্ম ও মৃত্যুর তত্ত্ব জানেন । ২০

যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ উভয়বিধ ধর্ম্মই জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ (সর্ব্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ), ত্যাগী, সত্যসন্ধ, সত্যবাদী, পবিত্র ও সমর্থ । ২১

যিনি শব্দব্রহ্মে (বেদে) পারদর্শী হইয়া পরব্রহ্মের তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । ২২

পুত্র ! যাঁহারা জ্ঞানবান্ হইয়া বাহির ও অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত অধিযজ্ঞ (পরমাত্মা) ও অধিদৈবের (পুরুষের) সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেবতা ও তাঁহারাই দ্বিজ । ২৩

তাঁহাদেরই মধ্যে এই বিশ্ব ও সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তাঁহাদের মাহাত্ম্যের কোনই তুলনা নাই । ২৪

তাঁহারা জন্ম, মৃত্যু ও কল্পসকলের সীমা সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সমস্ত চতুর্বিধ প্রাণিগণের অধীশ্বর এবং স্বয়ম্ভু হইয়া যান । ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নানাবিধভূতানাং সমীক্ষাপূর্ব্বকং কর্মতত্ত্ববিচারঃ, যুগধর্ম্মবর্ণনম্, কালস্য মহত্ত্বকথনঞ্চ।

ব্যাস উবাচ

এষা পূর্ব্বতরা বৃত্তি র্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
জ্ঞানবানেব কর্মাণি কুর্বন্ সর্বত্র সিধ্যতি ॥ ১

তত্র চেয়ং ভবেদ্বেদঃ সংশয়ঃ কর্মসিদ্ধয়ে
কিং তু কর্ম স্বভাবোঽয়ং জ্ঞানং কর্মেতি বা পুনঃ ॥ ২

তত্র বেদবিধিঃ স স্যাজ্জ্ঞানং চেৎ পুরুষং প্রতি
উপপত্ত্যুপলব্ধিভ্যাং বর্ণয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩

পৌরুষং কারণং কেচিদাহুঃ কর্মসু মানবাঃ।
দৈবমেকে প্রশংসন্তি স্বভাবমপরে জনাঃ ॥ ৪

পৌরুষং কর্ম দৈবঞ্চ কালবৃত্তিস্বভাবতঃ।
ত্রয়মেতৎ পৃথগ্ভূতমবিবেকং তু কেচন ॥ ৫

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[নানাবিধ ভূতগণের সমীক্ষা পূর্ব্বক কর্মতত্ত্বের বিচার, যুগধর্ম্ম বর্ণন এবং কালের মহত্ত্বকথন]

ব্যাসদেব বলিলেন,—ইহাই হইল স্বত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সর্ব্বত্র কার্য্য করিয়া উহার সিদ্ধি লাভ করেন। ১

যদি কর্ম্মে সংশয় না হইত, তবে সেই কর্ম্ম সিদ্ধপ্রদান করিত। এস্থলে ইহাই সন্দেহ হয় যে, এই কর্ম্ম কি স্বভাবসিদ্ধ অথবা জ্ঞানজনিত? ২

এরূপ সংশয় হইলে পর ইহা বলা যায় যে, যদি উহা পুরুষের জন্য বৈদিক বিধানানুসারে কর্ত্তব্য হয়, তবে উহা জ্ঞানজন্য, অন্যথা স্বাভাবিক। আমি যুক্তি ও ফলপ্রাপ্তির সহিত এই বিষয় বর্ণনা করিব, তুমি উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩

কিছু মানুষ কর্ম্মে পুরুষার্থকেই কারণ বলেন, কেহ কেহ দৈব (প্রারব্ধ অথবা ভাগ্য)-কেই প্রশংসা করেন এবং অন্য বহু লোক স্বভাবের গুণগান করেন। ৪

বহু মানুষ পুরুষার্থের দ্বারা কৃত কর্ম্ম, দৈব ও কালবৃত্তি স্বভাব—এই তিনটিই কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। কিছু লোক ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ প্রাধান্য দিয়া থাকেন অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান এবং অপর দুইটি অপ্রধান কারণ—এরূপ বলেন এবং বহু লোক আবার এই তিনটিকে পৃথক্ না করিয়া ইহাদের সমুচ্চয়কেই কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন। ৫

এতদেবঞ্চ নৈবঞ্চ ন চোভে নানুভে তথা।
কর্ম্মতা বিষয়ং ব্রূয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৬

ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব কলিজাশ্চ সসংশয়াঃ।
তপশ্চিনঃ প্রশান্তাশ্চ সত্ত্বস্থাশ্চ কৃতে যুগে ॥ ৭

অপৃথগ্দর্শনাঃ সর্বে স্বকর্ম্মসু যজুঃষু চ
কাম-দ্বেষৌ পৃথক্ কৃত্বা তপঃ কৃত্ত উপাসতে ॥ ৮

তপোযজ্ঞেন সংযুক্তস্তপোনিত্যঃ সুসংশিতঃ
তেন সর্বানবাপ্নোতি কামান্ যান্ মনসেচ্ছতি ॥ ৯

তপসা তদবাপ্নোতি যদ্ ভূত্বা সৃজতে জগৎ।
তদ্ভূতশ্চ ততঃ সর্বভূতানাং ভবতি প্রভুঃ ॥ ১০

তদুক্তং বেদবাদেষু গহনং বেদদর্শিভিঃ।
বেদান্তেষু পুনর্বাক্যং কর্মযোগেন লক্ষ্যতে ॥ ১১

কিছু কর্ম্মনিষ্ঠ বিচারক মানুষ ঘট-পটাদি বিষয়সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা এরূপই। অপরে বলেন—ইহা এরূপ নহে। তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত হইল—এই উভয়ই সম্ভব অর্থাৎ "ইহা এরূপ এবং ইহা এরূপ নহে" এই উভয় মতই শোভন করেন। আবার অন্যেরা বলেন যে,- এই উভয় মতই সম্ভব নহে। কিন্তু সত্ত্বগুণে স্থিত যোগীরা পুরুষ সকলের সমস্বরূপ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া দেখিয়া থাকেন। ৬

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের মানুষ পরমার্থবিষয়ে সংশয়াপন্ন হন; কিন্তু সত্যযুগের মানুষ তপস্বী এবং সত্ত্বগুণ হওয়ায় প্রশান্ত (সংশয়রহিত) হন। ৭

সত্যযুগে সকল দ্বিজই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ এই তিনের মধ্যে ভেদবুদ্ধি না রাখিয়া রাগ এবং দ্বেষকে মন হইতে অপসারিত করিয়া তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ৮

যে মানুষ তপস্যারূপ যজ্ঞযুক্ত হইয়া পূর্ণরূপে সংযম পালন করিতে করিতে সদা তপস্যাতেই নিরত থাকেন, তিনি তাহারই দ্বারা নিজ মনে যে যে কামনাসকল ইচ্ছা করেন, তৎ সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ হন। ৯

তপস্যার দ্বারা মানুষ সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, যেভাবে অবস্থান করিয়া তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন; অতএব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত মানুষ সমস্ত প্রাণিগণের প্রভু হইয়া যান। ১০

এই ব্রহ্ম বেদের কর্ম্মকাণ্ডসমূহে গুহ্যভাবে প্রতিপাদিত আছেন; অতএব বেদজ্ঞ বিদ্বান্গণের দ্বারাও তিনি অজ্ঞাত

আলম্ভবজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাশ্চ জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১২
পরনির্বৃত্তকার্য্যো হি স্বাধ্যায়েন দ্বিজো ভবেৎ ।
কৃত্যাদস্তস্য বা কৃত্যমৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ১৩
ত্রেতাদৌ কেবলা বেদা যজ্ঞা বর্ণাশ্রমাস্তথা
সংরোধাদানুষঙ্গেণ দ্বাপরান্তে ত্বাপরে যুগে ॥ ১৪
দ্বাপরে বিপ্লবং যান্তি বেদাঃ কলিযুগে তথা
ধূমান্তে নাপি ধূমান্তে কলেরন্তে পুনঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫
উৎসীদন্তি স্বধর্মাশ্চ তত্রাধর্মেণ পীড়িতাঃ
গবাং ভূমেশ্চ যে চাপামোষধীনাঞ্চ যে রসাঃ ॥ ১৬
অধর্মাস্তুহিতা বেদা বেদধর্মাস্তথাঽশ্রমাঃ
বিক্রিয়ন্তে স্বধর্মস্থাঃ স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১৭
যথা সর্বাণি ভূতানি বৃষ্টির্ভৌমানি বর্ষতি ।
সৃজতে সর্বতোঽজাদি তথা বেদা যুগে যুগে ॥ ১৮
নিশ্চিতং কালনানাত্বমনাদিনিধনঞ্চ যৎ ।
কীর্তিতং যৎ পুরস্তাত্তে ভূতে যচ্চাপি চ প্রজাঃ ॥ ১৯
যচ্ছেদঃ প্রভবঃ স্থানং ভূতানাং সংযমো যমঃ ।
স্বভাবেনৈব বর্তন্তে যদ্যদ্যষ্টানি ভূরিশঃ ॥ ২০
সর্গঃ কালো বৃত্তির্বেদাঃ কর্তা কার্যং ক্রিয়াফলম্ ।
এতৎ তে কথিতং তাত যস্যাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
অষ্টাত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮

থাকেন। কিন্তু বেদান্তদর্শনে সেই ব্রহ্মকেই শাস্ত্রযোনি প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ১১

ক্ষত্রিয়গণ হইলেন আলম্ভ* যজ্ঞকারী, বৈশ্যগণ হবিষ্য প্রধান যজ্ঞকারী বলিয়া কথিত হন। শূদ্রগণ হইলেন সেবারূপ যজ্ঞকারী এবং ব্রাহ্মণেরা হইলেন জপ যজ্ঞকারী। ১২

কারণ, ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রের স্বাধ্যায়েই কৃতকৃত্য হইয়া যান। তিনি আর অন্য কোন কর্ম করুন বা নাই করুন, সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব ধারণ করিলেই 'ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ১৩

সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগে বেদ, যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম ধর্মসকল বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু দ্বাপর যুগে আয়ুর হ্রাস হওয়ায় এই সকলও ক্ষীণ হইতে থাকে ॥ ১৪

দ্বাপর ও কলিযুগে বেদ প্রায় লুপ্ত হইয়া যায় কলিযুগের অন্তিম ভাগে ও' পুনরায় সেই বেদকে কোথাও দেখা যায় এবং কোথাও আবার দেখাও যায় না ১৫

সেই সময় অধর্মের দ্বারা পীড়িত হইয়া সকল বর্ণের স্বধর্ম নষ্ট হইয়া যায়। গো, জল, ভূমি ও ওষধি সকলের রসও নষ্টপ্রায় হইয়া যায় ॥ ১৬

বেদ, বৈদিক ধর্ম ও স্বধর্ম পরায়ণ আশ্রম—এ সমস্তই অধর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবেন এবং স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণী নিজ ধর্মে বিকৃত হইয়া যায় অর্থাৎ সকলের মধ্যে বিকার উৎপন্ন হয়। ১৭

যেরূপ বর্ষা ঋতুতে প্রাণিগণকে উৎপন্ন করে এবং সর্গ দিয়া সকল অঙ্গ পুষ্ট করে, সেইরূপ সেই প্রত্যেক যুগে সমস্ত যোগাঙ্গসকল পোষণ করেন ॥ ১৮

সেইরূপ নিশ্চয়ই কালেরও অনেক রূপ আছে তাঁহার আদিও নাই এবং অন্তও নাই। তিনিই প্রজাগণের সৃষ্টি করেন এবং শেষে তিনিই সকলকে গ্রাস করিয়া থাকেন। এই কথা আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। ১৯

এই যে কাল নামক তত্ত্ব, ইনিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, পালন, সংহার ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন ইঁহার মধ্যে অসংখ্য প্রাণী স্বভাবতই নিবাস করে। ২০

বৎস! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি তোমার নিকটে সর্গ, কাল, বার্তা, বেদ, কর্তা, কার্য ও ক্রিয়াফলের বিষয়ে এই সব কথা বলিলাম ॥ ২১

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক
অষ্টাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* আলম্ভের দুইপ্রকার অর্থ হয়—স্পর্শ ও হিংসা। ক্ষত্রিয় নরপতি কোন বস্তু স্পর্শ করিয়া অথবা ধারণ করিয়া যদি দান করেন, তবে তাহাকে 'আলম্ভ' বলা হয় এইরূপ তিনি প্রজাগণের রক্ষার জন্য যে হিংসক জন্তুগণ এবং দস্যুদিগকে বধ করেন, ইহাকেও 'আলম্ভ' বলে। এই আলম্ভও যজ্ঞের অন্তর্গত।

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

(জ্ঞানসাধনস্য তস্যমহিমা কথনম্)

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তোঽভিপ্রশস্যৈনং পরমর্ষের্মহাত্মনঃ
মোক্ষধর্মার্থসংযুক্তমিদং প্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১

শুক উবাচ

প্রজ্ঞাবান্ শ্রোত্রিয়ো যজ্বা কৃতপ্রজ্ঞোঽনসূয়কঃ
অনাগতমনৈতিহ্যং কথং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সর্বত্যাগেন বেদনা
সাংখ্যে বা যদি বা যোগে এতৎপৃষ্টো বদস্ব মে ॥৩

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ যথৈকাগ্র্যমবাপ্যতে
যেনোপায়েন পুরুষৈস্তৎ ত্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

নাস্তত্র বিদ্যা-তপসোর্নাস্তত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
নাস্তত্র সর্বসন্ত্যাগাৎ সিদ্ধিঃ বিন্দতি কশ্চন ॥ ৫

একোনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[জ্ঞানের সাধন ও তাঁহার মহিমা কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইরূপ মহর্ষি বেদব্যাস উপদেশ দান করিলে পর শুকদেব তাঁহার প্রশংসা করিয়া মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া এই কথা বলিলেন। ১

শুকদেব বলিলেন, প্রজ্ঞাবান্, বেদজ্ঞ, যাজ্ঞিক, বেদবুদ্ধিহীন এবং শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মকে কিরূপে প্রাপ্ত হন, যিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞাত এবং বেদের দ্বারাও যাঁহার বর্ণনা করা হয় নাই? ২

সাংখ্য ও যোগে তপ, ব্রহ্মচর্য, সর্বপ্রত্যাগ এবং বেদশক্তি—ইহাদের মধ্যে কোন সাধনের দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে? ইহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ৩

মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে যে উপায়ে ও যেভাবে একাগ্র করিতে পারে, সেই বিষয় আপনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্বস্ব ত্যাগ ব্যতীত কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন না। ৫

সকল মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) বিধাতার প্রথম সৃষ্টি। ইহারাই সমস্ত প্রাণিবর্গের ও সকল দেহধারীদিগের দেহে অধিকাংশে পূর্ণ রহিয়াছে। ৬

মহাভূতানি সর্বাণি পূর্বসৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
ভূয়িষ্ঠং প্রাণভৃদ্গ্রামে নিবিষ্টানি শরীরিষু ॥ ৬

ভূমের্দেহো জলাৎ স্নেহো জ্যোতিষশ্চক্ষুষী স্মৃতে
প্রাণাপানাশ্রয়ো বায়ুঃ খেষ্বাকাশং শরীরিণাম্ ॥ ৭

কায়ে বিষ্ণুর্বলে শক্রঃ কোষ্ঠেঽগ্নির্ভোক্তু নিশ্চিতঃ
কর্ণয়োঃ প্রদিশঃ শ্রোত্রং জিহ্বায়াং বাক্সরস্বতী ॥৮

কর্ণৌ ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী
দর্শনীয়েন্দ্রিয়োক্তানি দ্বারাণ্যাকাশসিদ্ধয়ে ॥ ৯

শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ পৃথগ্ বিদ্যাদিন্দ্রিয়েভ্যস্তু নিত্যদা ॥ ১০

ইন্দ্রিয়াণি মনো যুঙ্‌ক্তে বশ্যান্ যন্তেব বাজিনঃ
মনশ্চাপি সদা যুঙ্‌ক্তে ভূতাত্মা হৃদয়াশ্রিতঃ ॥ ১১

দেহধারীগণের দেহ পৃথিবী হইতে হইয়াছে, জল হইতে স্নেহ (রস, কান্তি প্রভৃতি), তেজ (অগ্নি বা সূর্য) হইতে নেত্র এবং বায়ু হইতে প্রাণ ও অপান উৎপন্ন হইয়াছে। নাসিকা, কর্ণাদি ছিদ্রমধ্যে আকাশতত্ত্ব বিদ্যমান আছে। ৭

চরণের গতিতে বিষ্ণু এবং বাহুবলে (পাণিনামক ইন্দ্রিয়ে) ইন্দ্র বিরাজমান আছেন। উদরে অগ্নিদেব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইনিই ভোজন কামনা করেন ও খাদ্যাদি পরিপাক করেন। কর্ণদ্বয়ে শ্রবণশক্তি ও দিক্‌সকল বিদ্যমান আছে এবং জিহ্বায় বাণী ও সরস্বতীদেবীর নিবাস। ৮

দুই কর্ণ, ত্বক্, দুই নেত্র, জিহ্বা ও পঞ্চমে নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদিগকে বিষয় অনুভবের দ্বার বলা হইয়াছে। ৯

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ হইল ইন্দ্রিয়গণের বিষয়। ইহাদিগকে সব সময় ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক বলিয়া জানিবে। ১০

যেরূপ সারথি অশ্বগণকে নিজের বশীভূত রাখিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় বিষয়সমূহের দিকে প্রেরিত করে; কিন্তু হৃদয়ে স্থিত জীবাত্মা সদা সেই মনের উপরেও নিজের শাসন স্থাপিত করেন। ১১

CALCUTTA UNIVERSITY. BENTHAM LIBRARY.

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

১৭।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হই। চিরদিন একমাত্র আমি আছি, যখন লীলা করবার ইচ্ছা হয় তখন বহুরূপ ধরে লীলা করি প্রলয়ে অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না কেবল আমাতে একীভূত হ'য়ে মায়া মাত্র ছিল। পৃথিবী প্রভৃতি লোক ছিল না, অন্তরীক্ষও ছিল না, অন্তরীক্ষের পারে স্বর্গাদি লোকও ছিল না, ব্রহ্মাণ্ডের আবরক তত্ত্বসকল ছিল না, কি আবরণ করবে, কার ভোগের জন্য আবরণ ক'রবে? তখন গহন গভীর অগাধ জলরাশিও ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল না অমরণও ছিল, রাত্রি দিনের জ্ঞান ছিল না, প্রাণ-বায়ুশূন্য প্রাণন কর্তা একমাত্র আমিই ছিলাম। আমি আমার আশ্রিতা মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবে ছিলাম, আমা ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তু ছিল না, প্রলয়ে সেই সমস্ত জগৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অজ্ঞায়মান তমোরূপেই

১২শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৮০] [নবমসংখ্যা —দোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকা :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(প্রকাশক সঙ্ঘভুক্ত)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি, ও, এম্, এম্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

আর্যাশাস্ত্র বাংলাভাষার মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি সব দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরে জ্যোতিষ-আগমশাস্ত্রাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-২৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

ইন্দ্রিয়াণাং তথৈবেষাং সর্বেষামীশ্বরং মনঃ
নিয়মে চ বিসর্গে চ কুতাত্মা মানসস্তথা ॥ ১২
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতাবস্থেতনা মনঃ
প্রাণাপানৌ চ জীবশ্চ নিত্যাঃ দেহেষু দেহিনাম্ ॥ ১৩
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য তস্যাঃ শব্দো ন চেতনা।
সত্ত্বং হি তেজঃ সৃজতি ন গুণান্ বৈ কথঞ্চন ॥ ১৪
এবং সপ্তদশঃ দেহে বৃতঃ ষোড়শভির্গুণৈঃ।
মনীষী মনসা বিপ্রঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১৫
ন হ্যয়ং চক্ষুষা দৃশ্যো ন চ সর্বৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
মনসা তু প্রদীপেন মহানাত্মা প্রকাশতে ॥ ১৬
অশব্দস্পর্শরূপঃ তদরসাগন্ধমব্যয়ম্
অশরীরং শরীরেষু নিরীক্ষেত নিরিন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৭

যেরূপ মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের রাজা এবং তাহাদিগকে বিষয়ের দিকে প্রেরিত করে ও আবার বিষয় হইতে নিবৃত্তও করে, সেইরূপ জগদ্বিখ্যাত জীবাত্মাও মনের রাজা এবং তাহার নিগ্রহ-অনুগ্রহে সমর্থ ॥ ১২

ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের গুণাদি বিষয়সমূহ, স্বভাব (ঈর্ষ্যাক্রোধাদি ধর্ম), চেতনা*, মন, প্রাণ, অপান ও জীব—ইহারা দেহধারীদিগের দেহে সর্বদা বিদ্যমান থাকে ॥ ১৩

শরীরও প্রকৃতপক্ষে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির আশ্রয় নয়; কারণ, পাঞ্চভৌতিক শরীর ও তাহার কার্য ও গুণ, শব্দ এবং চেতনাও বুদ্ধির আশ্রয় (কারণ) নয়; যেহেতু, বুদ্ধি চেতনাকে সৃষ্টি করে, কিন্তু জিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে উৎপন্ন করে না; কারণ, বুদ্ধি স্বয়ং উহার কার্য ॥ ১৪

এইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ এই শরীরে পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, ত্বক, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা), পঞ্চ বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব—এই ষোড়শ গুণে আবৃত সপ্তদশ পরমাত্মাকে বুদ্ধির দ্বারা অন্তঃকরণে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ১৫

এই পরমাত্মা নেত্রদ্বারা কিংবা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাও দৃষ্টিগোচর হন না। ইনি বিশুদ্ধ মনরূপী প্রদীপের দ্বারাই বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬

এই আত্মতত্ত্ব অশব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধহীন, অব্যয়, সর্বদেহেষু মর্ত্যেষু পরমাত্মিতম্।
যোঽনুপশ্যতি স দ্রষ্টা কল্পতে ব্রহ্মভূয়সে ॥ ১৮
বিদ্যাতিজনসম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৯
স হি সর্বেষু ভূতেষু ওজস্বেষু ক্রবেষু চ।
বসত্যেকো মহানাত্মা যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২০
সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ২১
যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি।
য এবং সততং বেদ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২২
সর্বভূতাত্মভূতস্য বিভোর্ভূতহিতস্য চ
দেবাঃপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ ॥ ২৩
শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে
যথা গতির্ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ ॥ ২৪

অবিকারী এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত, তথাপি শরীরের মধ্যেই ইঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১৭

যে ব্যক্তি এই বিনাশশীল সমস্ত দেহে অব্যক্তভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়ী দৃষ্টির দ্বারা নিরন্তর দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ১৮

পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও উত্তমকুলসম্পন্ন ব্রাহ্মণে এবং গো, হস্তী, কুকুর ও চাণ্ডালেও সমভাবে স্থিত ব্রহ্মকে দর্শন করেন ॥ ১৯

যাঁহার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই এক পরমাত্মাই সমস্ত চরাচর প্রাণীদিগের মধ্যে নিবাস করেন ॥ ২০

যখন জীবাত্মা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত প্রাণিগণকে স্থিত দর্শন করেন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২১

নিজের শরীরের মধ্যে যেরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা থাকেন, সেইরূপ অন্যের শরীরেও থাকেন, যে ব্যক্তির নিরন্তর এরূপ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তিনিই অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা হইয়াও সকল প্রাণীরই হিতে নিরত আছেন, যাঁহার নিজের কোন স্পষ্ট পথ নাই এবং যিনি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই সমস্ত জ্ঞানযোগীর মার্গ অন্বেষণ করিতে দেবগণও মোহিত হইয়া যান ॥ ২৩

যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের ও জলে মৎস্যসকলের পদচিহ্ন দেখা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানিগণের গতিও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৪

* যাহা অন্তঃকরণে জ্ঞানশক্তি, যাহার দ্বারা সুখ-দুঃখ ও সমস্ত পদার্থের অনুভব হয়। যাহা অন্তঃকরণের এক বৃত্তিবিশেষ, উহাকেই 'চেতনা' বলা হয়।

কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেবাত্মনাত্মনি
যস্মিংস্তু পচ্যতে কালস্তং বেদেহ ন কশ্চন ॥ ২৫

ন তদূর্ধ্বং ন তির্যক্ চ নাধো ন চ পুনঃ পুনঃ।
ন মধ্যে প্রতিগৃহ্নীতে নৈব কিঞ্চিৎ কুতশ্চন ॥ ২৬

সর্বেঽস্তঃস্থা ইমে লোকা বাসুদেবস্য ন কিঞ্চন
বস্তুতন্ত্রং সমাগচ্ছেদ্ যথা বাণো গুণচ্যুতঃ ॥ ২৭

নৈবান্তং কারণস্যেত্যাদ্ যদপি স্যান্মনোভবঃ
তস্মাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নাস্তি স্থূলতরং ততঃ ॥ ২৮

সর্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৯

তদেবাণোরণুতরং তন্মহদ্ভ্যো মহত্তরম্
তদন্তঃসর্বভূতানাং ধ্রুবং তিষ্ঠন্ন সৃজ্যতে ॥ ৩০

অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব দ্বৈধীভাবোঽয়মাত্মনঃ।
ক্ষরঃ সর্বেষু ভূতেষু দিব্যঃ ত্বমৃতমক্ষরম্ ॥ ৩১

নবদ্বারং পুরং গত্বা হংসো হি নিয়তো বসী।
ঈশঃ সর্বস্য ভূতস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩২

হানিত্বঙ্গবিমুক্তানাং নবানাং সঙ্ক্রমেণ চ।
শরীরাণামবস্থাদ্বৈঃসম্বং পারদর্শিনঃ ॥ ৩৩

হংসোক্তং চাক্ষরঞ্চৈব কূটস্থং যৎ তদক্ষরম্
তদ্ বিদ্বানক্ষরঃ প্রাপ্য জহাতি প্রাণ-জন্মনী ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে একোন-
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৯

কাল সমস্ত প্রাণীকে স্বয়ংই নিজের মধ্যে পাক করেন, কিন্তু যিনি কালকেও পাক করেন এবং যিনি কালেরও কাল, সেই পরমাত্মাকে এ জগতে কেহই জানে না। ২৫

সেই পরমাত্মা উর্ধ্বে নন, চারিদিকে নন্ এবং মধ্যেও থাকেন না। কোন স্থানবিশেষ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, সেই পরমাত্মা কোন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন না এই সম্পূর্ণ লোক তাঁহার মধ্যে অবস্থিত আছে এ জগতের কোন ভাগ বা প্রদেশ সেই পরমাত্মার বাহিরে নয়। ২৬।

যদি কেহ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের অথবা মনের ন্যায় তীব্র বেগে নিরন্তর চলিতে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি জগতের কারণ-স্বরূপ সেই পরমেশ্বরের অন্ত পাইতে সমর্থ হইবে না। ২৭।

সেই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে অধিক সূক্ষ্মতর কোন বস্তু নাই এবং তাঁহা হইতে অধিক কোন স্থূলতর বস্তুও নাই। তাঁহার সর্বদিকে হস্ত ও পদ, সর্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ এবং সর্বদিকে তাঁহার কর্ণ বিদ্যমান আছে। তিনি এ জগতে সব কিছুই ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন। ২৮-২৯

তিনি ক্ষুদ্র হইতেও অতিশয় ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও অতিশয় বৃহৎ। যদিও তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করেন, তথাপি তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। ৩০

সেই পরমাত্মা ক্ষর ও অক্ষর এই দুইভাবে (স্বরূপ) যুক্ত, সমস্ত ভূতগণের মধ্যে তা' তাঁহার ক্ষর (বিনাশী) রূপ আছে এবং দিব্য সত্যস্বরূপ চৈতন্যাত্মা হইলেন অক্ষর (অবিনাশী)। ৩১

স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীরই ঈশ্বর স্বাধীন পরমাত্মা নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীরে প্রবেশ করত হংস (জীব)-রূপে স্থিরতা সহকারে অবস্থিত। ৩২

পারদর্শী (তত্ত্বজ্ঞানী) পুরুষ পরিণামে হানি, ত্বক ও বিকলযুক্ত নূতন শরীর বারংবার গ্রহণ করায় অবস্থা পরমাত্মার অংশভূত জীবাত্মাকে 'হংস' বলিয়া থাকেন। ৩৩

হংস নামে যে অবিনাশী জীবাত্মার প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তিনি কূটস্থ অক্ষর-ই, এইভাবে যে বিদ্বান্ পুরুষ সেই অক্ষর আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ হন, তিনি প্রাণ, জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক একোনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

(যোগেন পরমাত্মনঃ প্রাপ্তিবর্ণনম্)

ব্যাস উবাচ

পৃচ্ছতস্তব সৎপুত্র যথাবদিহ তত্ত্বতঃ
সাংখ্যজ্ঞানেন সংযুক্তং যদেতত্তৎ কীর্ত্তিতং ময়া ॥ ১
যোগকৃত্যং তু তে কৃৎস্নং বর্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু
একত্বং বুদ্ধি-মনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্
তদেতদুপশান্তেন দান্তেনাধ্যাত্মশীলিনা ॥ ৩
আত্মারামেণ বুদ্ধেন বোদ্ধব্যং শুচিকর্মণা।
যোগদোষান্ সমুচ্ছিদ্য পঞ্চ যান্ কবয়ো বিদুঃ ॥ ৪
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্
ক্রোধং শমেন জয়তি কামং সঙ্কল্পবর্জনাৎ ॥ ৫
সত্ত্বসংসেবনাদ্ ধীরো নিদ্রামুচ্ছেত্তুমর্হতি
হৃত্বা শিশ্নোদরং রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুষা ॥ ৬
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ মনসা মনোবাচঞ্চ কর্মণা।
অপ্রমাদাদ্ ভয়ং হন্যাদ্ ধন্যং প্রাজ্ঞোপসেবনাৎ ॥ ৭
এবমেতান্ যোগদোষান্ জয়েদ্বিদ্বানতন্দ্রিতঃ
প্রণীংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চেদ্ দেবতাঃ প্রণমেত চ ॥ ৮
বর্জয়েদ্বহুশঃ বাচং হিংসাযুক্তাং মনোনুদাম্।
ব্রহ্ম তেজোময়ং শুক্লং যস্য সর্বমিদং রসঃ ॥ ৯
এতস্য ভূতং ভবিষ্যচ্চ দৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সত্যং হ্রীরার্জবং ক্ষমা ॥ ১০
শৌচমাচারসংশুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহঃ
এতৈর্বিবর্ধতে তেজঃ পাপ্মানং চাপকর্ষতি ॥ ১১
সিধ্যন্তি চাস্য সর্বার্থা বিজ্ঞানঞ্চ প্রবর্ততে।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু লব্ধালব্ধেন বর্তয়ন্ ॥ ১২

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

(যোগের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তিবর্ণন।)

ব্যাসদেব বলিলেন,—সৎপুত্র শুক! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি যে এ স্থলে জ্ঞানের বিষয়ের যথার্থরূপে তাত্ত্বিক বর্ণনা করিলাম, সে সমস্তই সাংখ্যজ্ঞানসমন্বিত ॥ ১

এখন আমি যোগসম্বন্ধীয় সমস্ত কৃত্যসমূহের বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর। তাত! ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসকলকে সম্যগ্ভাবে রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত তাঁহার একতা স্থাপিত করাই যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান ॥ ২½

ইহাকে লাভ করিবার জন্যই সাধক মনকে সমস্ত দিক্ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন, একমাত্র পরমাত্মাতেই মনন করিবেন, জ্ঞানী পুরুষ হইতে জ্ঞান গ্রহণ করিবেন এবং শাস্ত্রবিহিত পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করত জ্ঞাতব্য তত্ত্ব জানিয়া লইবেন ॥ ৩½

বিদ্বান্ পুরুষগণ যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও পঞ্চম স্বপ্ন—এই পাঁচটি দোষ বলিয়াছেন, এই সব দোষকে সাধক সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিবেন। ইহাদের মধ্যে ক্রোধকে শমের (মনোনিগ্রহের) দ্বারা জয় করিবেন, কাম সঙ্কল্পত্যাগের দ্বারা জয় করিবেন এবং ধীর পুরুষ সত্ত্বগুণের সেবনে নিদ্রাকে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৪-৫½

মানুষ বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করত শিশ্ন ও উদরকে রক্ষা করিবে অর্থাৎ বিষয়ভোগ ও ভোজনের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে, মনের সহায়তায় হস্ত ও পদদ্বয়কে, মনের দ্বারা নেত্র ও কর্ণদ্বয়কে এবং কর্ম্মের দ্বারা মন ও বাক্যকে রক্ষা করিবে অর্থাৎ চঞ্চলদিগকে শুদ্ধ করিবে। সাবধানতার দ্বারা চক্ষু ও বিদ্বান্ পুরুষগণের সেবার দ্বারা ধন্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬-৭

এইভাবে সর্ব্বদাই সাবধানতার সহিত আলস্য ত্যাগ করত এই যোগের দোষসকল জয় করিবার প্রযত্ন করিবে। অগ্নি সেবা, ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে ও দেবতাদিগকে প্রণাম করিবে ॥ ৮

সাধকের কর্ত্তব্য হইল—তিনি মনের পীড়াদায়ক হিংসাযুক্ত বাক্য কখনও বলিবেন না। তেজোময় নির্ম্মল ব্রহ্ম সকলের বীজ (কারণ), এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই তাঁহার রস (কার্য্য)। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সেই ব্রহ্মেরই ইক্ষণের (সঙ্কল্পের) পরিণাম ॥ ৯½

ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, আচারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই সবের দ্বারা তেজের বৃদ্ধি হয় এবং পাপ নাশ হয় ॥ ১০-১১

কেবল ইহাই নহে, ইহার দ্বারা সাধকের সকল মনোরথ পূর্ণ হয় এবং তাঁহার বিজ্ঞানও লাভ হয়। যোগীর কর্ত্তব্য হইল—তিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমানভাব রাখিবেন। যাহা কিছু

ধৃতপাপ্মা তু তেজস্বী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা নিয়তেদ্ ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥১৩

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ কৃত্বৈকাগ্র্যং সমাহিতঃ।
পূর্বরাত্রাপরার্ধঞ্চ ধারয়েতন্ন আত্মনি ॥ ১৪

শব্দাদীঃ পঞ্চেন্দ্রিয়স্যাসু যদেকং ছিদ্রমিন্দ্রিয়ম্।
ততোঽস্য স্রবতে প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্ ॥১৫

মনস্তু পূর্বমাদদ্যাৎ কূর্মোঽঙ্গানীব সংহরেৎ
ততঃ শ্রোত্রং ততশ্চক্ষুর্জিহ্বাং ঘ্রাণঞ্চ যোগবিৎ ॥১৬

তত এতানি সংযম্য মনসি স্থাপয়েদ্ যতিঃ।
তথৈবাপোহ্য সঙ্কল্পান্মনো জ্ঞানানি ধারয়েৎ ॥ ১৭

পঞ্চেন্দ্রিয়াণি সংস্থায় মনসি স্থাপয়েদ্ যতিঃ।
যদৈতান্যবতিষ্ঠন্তি মনঃষষ্ঠানি আত্মনি ॥ ১৮

লাভ হউক বা না হউক তাহারই দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে জীবন নির্বাহ করিবেন। পাপসকলকে ক্ষালিত করিবেন এবং তেজস্বী, মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাম এবং ক্রোধকে বশীভূত করত ব্রহ্মপদ লাভ করিবার বাসনা করিবেন। ১২-১৩

যোগী মন ও ইন্দ্রিয়গণকে একাগ্র করত রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে ধ্যানস্থ হইয়া মনকে আত্মায় সংযুক্ত করিবেন। ১৪

যেরূপ জলপাত্রের কোন এক স্থানে ছিদ্র হইয়া যাইলে, সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবাত্মার একটি ইন্দ্রিয়ও যদি ছিদ্রযুক্ত হয়, তবে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে পর তাহার বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়। ১৫

যেরূপ মৎস্যখাতী ব্যক্তি জালচ্ছেদনকারী দুই মৎস্যকে প্রথমে ধরিয়া থাকে, সেইরূপ যোগবেত্তা সাধক প্রথমে নিজের মনকে বশীভূত করিবেন। তাহার পর কর্ণ, অনন্তর চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকাদিকে নিগ্রহ করিবেন। ১৬

ব্রহ্মপরায়ণ সাধক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করত মনে স্থাপিত করিবেন। এইভাবে সমস্ত পরিত্যাগ করত মনকে বুদ্ধিতে লীন করিবেন। ১৭

যোগী পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করত উহাদিগকে দৃঢ়তা সহকারে মনে স্থাপিত করিবে। যখন ষষ্ঠ মন সহ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধিতে স্থির হইয়া প্রলয় হইবে, তখন সেই যোগীর নিকট ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন। ১৮

প্রসীদন্তি চ সংস্থায় তদা ব্রহ্ম প্রকাশতে।
বিধূম ইব দীপ্তার্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্ ॥ ১৯

বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে দৃশ্যতেঽহস্তথাঽঽত্মনি।
সর্বস্তত্র স সর্বত্র ব্যাপকত্বাচ্চ দৃশ্যতে ॥ ২০

তং পশ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গৃতিমন্তো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২১

এবং পরিমিতঃ কালমাচরন্ সংশিতব্রতঃ
আসীনো হি রহস্যেকো গচ্ছেদক্ষরসাত্মতাম্ ॥ ২২

প্রমোহো ভ্রম আবর্তো ঘ্রাণঃ শ্রবণ-দর্শনে।
অদ্ভুতানি রস-স্পর্শে ক্ষীতোত্তে মারুতাকৃতিঃ ॥ ২৩

প্রতিভামুপসর্গাংশ্চাপ্যুপসংগৃহ্য যোগতঃ।
তাংস্তত্ত্ববিদমাদৃত্য আত্মন্যেব নিবর্তয়েৎ ॥ ২৪

সেই যোগী নিজের অন্তঃকরণে ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নি, দীপ্তিমান্ সূর্য এবং আকাশে বিস্ফুরিত বিদ্যুতের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশস্বরূপ আত্মার দর্শন লাভ করেন। ১৯

সব কিছুই সেই আত্মায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং সর্বব্যাপক বলিয়া সেই আত্মাও সকল দৃষ্টিগোচর হন। যে সব মহাত্মা ব্রাহ্মণ মনীষী, মহাজ্ঞানী, ধৈর্যবান্ ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত থাকেন, তাঁহারাই সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ২০-২১

যে যোগী প্রতিদিন নিয়ত সময় পর্যন্ত একাকী একান্ত স্থানে বসিয়া ভালভাবে নিয়মসমূহ পালন করত এইরূপ যোগাভ্যাস করেন, তিনি অক্ষর-ব্রহ্মের সমতা প্রাপ্ত হন। ২২

যোগ-সাধনায় অগ্রসর হইলে পর মোহ, ভ্রম ও আবর্তাদি বিঘ্নসমূহ প্রাপ্ত হন। তারপর দিব্য ঘ্রাণজ্ঞান ও দিব্য শব্দ সকলের শ্রবণ এবং দিব্য রূপসকলের দর্শন হয়। নানাপ্রকার অদ্ভুত রস ও স্পর্শেরও অনুভব হয়। ইচ্ছানুসারে শীত ও গ্রীষ্ম প্রাপ্তি হয় এবং বায়ুরূপ হইয়া আকাশে গমনাগমনের শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৩

প্রতিভা বাড়িয়া যায়। দিব্য ভোগ সবই উপস্থিত হয়। এই সব সিদ্ধি যোগবলে প্রাপ্ত হইয়াও তত্ত্ববেত্তা যোগী তাহাদের সমাদর করেন না; কারণ, এ সবই যোগের বিঘ্ন। অতএব মনকে এই সব হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতেই একাগ্র করিবেন। ২৪

কুর্য্যাৎ পরিচয়ং যোগে ত্রৈকাল্যে নিয়তো মুনিঃ।
গিরিশৃঙ্গে তথা চৈত্যে বৃক্ষাগ্রেষু চ সোজ্জয়েৎ ॥ ১৫

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং কোষ্ঠে ভাণ্ডমনা ইব
একাগ্রং চিন্তয়েন্নিত্যং যোগমাত্মবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৬

যেনোপায়েন শক্নোতি সংনিয়ন্তুং চলং মনঃ
তত্ত যুক্তো নিষেবেত ন চৈব বিচলেৎ ততঃ ॥ ১৭

শূন্যা গিরিগুহাশ্চৈব দেবতায়তনানি চ।
শূন্যাগারাণি চৈকাগ্র্যো নিবাসার্থমুপক্রমেৎ ॥ ১৮

নাভিষজ্জেৎ পরং বাচা কর্মণা মনসাপি বা।
উপেক্ষকো যতাহারো লঘ্বালব্ধে সমো ভবেৎ ॥ ১৯

যশ্চৈনমভিনন্দেত যশ্চৈনমপবাদয়েৎ।
সমস্তয়োশ্চাপ্যভয়োর্নাভিধায়েচ্ছুভাশুভম্ ॥ ২০

নিত্য নিয়মে থাকিয়া যোগী মুনি কোন পর্ব্বতের শিখরে, কোন দেববৃক্ষের নিকটে কিংবা একান্ত মন্দিরে অথবা বৃক্ষসমূহের সম্মুখে বসিয়া তিন সময়ে (প্রাতঃকাল, রাত্রির প্রথম প্রহর ও রাত্রির শেষ প্রহরে) যোগের অভ্যাস করিবেন। ১৫

দ্রব্যাভিলাষী বাক্তি যেরূপ সর্ব্বদা দ্রব্যসমূহ কোষে রাখিয়া রাখে, সেইরূপ যোগের সাধকও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিয়া হৃদয়কমলে স্থিত নিত্য আত্মাকে একাগ্রভাবে চিন্তা করিবেন। যোগের দ্বারা মনকে উন্নত হইতে দিবেন না। ১৬

যে উপায়ের দ্বারা চঞ্চল মনকে সংযত করিতে পারা যায়, যোগের সাধক উহাই সেবা করিবেন এবং সেই সাধন হইতে কখনও বিচলিত হইবেন না। ১৭

একাগ্রচিত্ত যোগী পর্ব্বতের শূন্য গুহা, দেবমন্দির ও নির্জ্জনস্থিত শূন্য গৃহেই নিজের আবাসের জন্য স্থির করিবেন। ১৮

যোগের সাধক মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না। সব বিষয়ের প্রতিই উপেক্ষাভাব রাখিবেন, নিয়মিত ভোজন করিবেন এবং লাভ-ক্ষতিতে সমানভাব রাখিবেন। ১৯

যে ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা করিবে এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিবে, এই উভয়েরই প্রতিই সমানভাব রাখিবেন, একের মঙ্গল ও অন্যের অমঙ্গল চিন্তা করিবেন না। ২০

ন প্রহৃষ্যেত লাভেষু নালাভেষু চ চিন্তয়েৎ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু সধর্ম্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ২১

এবং স্বস্থাত্মনঃ সাধোঃ সর্বত্র সমদর্শিনঃ
মধ্যাসাদ্রিত্যমুক্তস্য শব্দস্পর্শাতিবর্ত্ততে ॥ ২২

বেদনার্তাঃ প্রজা দৃষ্ট্বা সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
এতস্মিন্ বিরতো মার্গে বিরমেত্ত চ মোহিতঃ ॥ ২৩

অস্তি বর্ণাবরষ্টস্তু নারী বা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণী।
তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিম্ ॥ ২৪

অজং পুরাণমজরং সনাতনং
যদিন্দ্রিয়ৈরুপলভেত নিশ্চলৈঃ।
অণোরণীয়ো মহতো মহত্তরং
তদাত্মনা পশ্যতি মুক্তমাত্মবান্ ॥ ২৫

কিছু লাভ হইলে পর হর্ষে উৎফুল্ল হইবেন না এবং কোন কিছু প্রাপ্তি না হইলে চিন্তা করিবেন না। সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখিবেন। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াও অনঘ ও অনিকেতন থাকিবেন। ২১

এইভাবে স্বস্থচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া কর্ম্মফল উন্মূলন করত ছয় মাস পর্য্যন্ত নিত্য যোগাভ্যাসকারী শ্রেষ্ঠ যোগী বেদোক্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ২২

প্রজাদিগকে ধনপ্রাপ্তির জন্য বেদনায় পীড়িত হইতে দেখিয়া ধন লাভ হইতে বিরত হইবেন, মৃত্তিকায় ঢিলা, প্রস্তর ও স্বর্ণকে সমান জ্ঞান করিবেন। বিরক্ত পুরুষ এই যোগপথ হইতে বিরত হইবেন না এবং যোগেও মোহিত হইবেন না। ২৩

কোন নীচ বর্ণের পুরুষ বা স্ত্রী হউক না কেন, যদি তাহার মনে ধর্ম্মসম্পাদনের বাসনা থাকে, তবে এই যোগপথের সেবা করিলে পর তাহারও পরমগতি লাভ হয়। ২৪

যে ব্যক্তি নিজের মনকে বশীকৃত করিয়াছেন, সেই যোগী নিশ্চল মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাহার উপলব্ধি করেন, সেই অজন্মা, পুরাতন, অজর, সনাতন, নিত্যমুক্ত, অণু হইতেও অণু এবং মহান্ হইতেও মহান্ পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা অনুভব করেন। ২৫

ইদং মহর্ষের্বচনং মহাত্মনো
যথাবদুক্তং মনসানুদৃশ্য চ।
অবেক্ষ্য চেষাং পরমেষ্ঠিসামতাং
প্রয়ান্তি চাভূতগতিং মনীষিণঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি-চত্বারিংশদধিক
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০

মহর্ষি মহাত্মা ব্যাসদেব কর্তৃক যথাযথরূপে বর্ণিত এই উপদেশ বাক্য মনে মনে বিচার করত এবং ইহাকে ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করত যে ব্যক্তি এই উপদেশানুসারে আচরণ করেন, সেই মনীষী পুরুষ ব্রহ্মার সমানতা লাভ করেন এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত অবস্থান করত অন্তে তাঁহার সহিত মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ম্মণো জ্ঞানস্য চ পার্থক্যকথনম্, ব্রহ্মপ্রাপ্তেরুপায়বর্ণনঞ্চ।]

শুক উবাচ।

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্বন্ যান্তি কাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্মণা ॥ ১
এতদ্ বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বং ভবান্ প্রব্রবীতু মে।
এতচ্চান্যোন্যবৈরূপ্যং বর্ত্ততে প্রতিকূলতঃ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং পরাশরসুতঃ সুতম্।
কর্মবিদ্যাময়াবেতৌ ব্যাখ্যাস্যামি ক্ষরাক্ষরৌ ॥ ৩
যাং দিশং বিদ্বন্ যান্তি যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্মণা।
শৃণুষৈকমনা বৎস গন্তব্যং ক্ষেত্রমন্তরম্ ॥ ৪
অস্তি ধর্ম ইতি প্রোক্তং নাস্তীত্যত্রৈব যো বদেৎ।
তস্য পক্ষস্য সদৃশমিদং মম ভবেদ্ বাণী ॥ ৫
দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিবৃত্তৌ চ সুভাষিতঃ ॥ ৬
কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৭
কর্মণা জায়তে প্রেত্য মূর্তিমান্ ষোড়শাত্মকঃ*
বিদ্যয়া জায়তে নিত্যমব্যক্তঃ হ্যব্যয়াত্মকম্ ॥ ৮

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ম ও জ্ঞানের পার্থক্যকথন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন।]

শুকদেব বলিলেন,—বেদে যে 'কর্ম কর' ও 'কর্ম ত্যাগ কর' এই দুই প্রকার বাক্য পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমি ইহা জানিতে অভিলাষী যে, বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারা কর্ম ত্যাগ করিলে মানুষ কোন্ দিকে গমন করেন এবং কর্ম করিলে পর তিনি কোন্ গতি প্রাপ্ত হন?১

আমি এই বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উহা বলুন। এই দুই বাক্য পরস্পর বিপরীত; অতএব প্রতিকূল পরিণামই উৎপন্ন করিতে পারে। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! শুকদেব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব পুত্রকে এই উত্তর দান করিলেন- এই কর্মময় ও জ্ঞানময় মার্গ ক্রমশঃ সিদ্ধাশ্রিত এবং অবিনশ্বর। আমি ইহাদের ব্যাখ্যা করিব। ৩

বৎস! জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যেদিকে গমন করে এবং কর্মের দ্বারা তাহার যে গতি লাভ হয়, এ সমস্তই বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। এই উভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত গভীর। ৪

'ধর্ম আছেন' ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ, ইহার বিপরীত যদি কেহ বলে যে, 'ধর্ম নাই', তবে উহা শ্রবণ করিয়া একজন আস্তিক ব্যক্তির যেরূপ হয়, এই পক্ষেরই ন্যায় এই কর্ম ও বিদ্যার তারতম্য বিষয়ক প্রশ্ন আমার পক্ষে সেইরূপই ক্লেশদায়ক। ৫

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তির উদ্দেশে প্রতিপাদিত ধর্ম, এই দুই মার্গ; যেখানে বেদ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬

সকাম কর্মের দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হইয়া যায়; সেই হেতু দূরদর্শী যতিগণ সকাম কর্ম করেন না। ৭

কর্ম করিলে মানুষ মৃত্যুর পর ষোড়শ* তত্ত্বনিশ্চিত মূর্তিমান্ শরীর ধারণ করত জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে জীব নিত্য, অব্যক্ত, অবিনাশী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৮

* পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জন্যাদি পঞ্চ বিষয়, স্বভাব (শীতোষ্ণাদি ধর্ম), চেতনা (জ্ঞানশক্তি), মন, প্রাণ, অপান ও জীব—এই ষোড়শ তত্ত্ব পূর্বে ২৩১ অধ্যায় ১৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম থেকে প্রশংসন্তি স্বল্পবুদ্ধিরতা নরাঃ
তেন তে দেহজালানি ভূয়স্তু উপাসতে ॥ ৯

যে ত্ব বুদ্ধিঃ পরাং প্রাপ্তা ধর্মনৈপুণ্যদর্শিনঃ।
ন তে কর্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাঃ পিবন্নিব ॥ ১০

কর্মণঃ ফলমাপ্নোতি সুখদুঃখে ভবাভবৌ।
বিদ্যয়া তদবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ১১

যত্র গত্বা ন ম্রিয়তে যত্র গত্বা ন জায়তে।
ন পুনর্জীয়তে যত্র যত্র গত্বা ন বর্ততে ॥ ১২

যত্র তদ্ ব্রহ্ম পরমমব্যক্তমচলং ধ্রুবম্
অব্যাকৃতমনাদ্যন্তমবাক্ত চাবিযোগি চ ॥ ১৩

দ্বৈর্যেন যত্র বাধ্যন্তে মানসেন চ কর্মণা।
সমাঃ সর্বত্র মৈত্রাশ্চ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১৪

বিদ্যাময়োঽন্যঃ পুরুষস্তাভ্যে কর্মময়োঽপরঃ।
বিদ্ধি চন্দ্রসমং দর্শে সূক্ষ্ময়া কলয়া স্থিতম্ ॥১৫

তদেতদৃষিণা প্রোক্তং বিস্তরেণানুশীয়তে
নবদ্বারং পুরিনং দৃষ্ট্বা বক্রতন্তুমিবাম্বরে ॥ ১৬

একাদশবিকারাত্মা কলাসন্ত্বারসম্ভৃতঃ
মূর্তিমানিতি তং বিদ্ধি তাত কর্মগুণাত্মকম্ ॥ ১৭

দেবো যঃ সংশ্রিতস্তস্মিন্নপ্বিন্দুরিব পুষ্করে
ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীহ্যাশ্রিতাং যোগচিন্তাত্মকম্ ॥ ১৮

তমো রজস্ত সত্ত্বঞ্চ বিদ্ধি জীবগুণাত্মকম্
জীবমাত্মগুণং বিদ্যাদাত্মানং পরমাত্মনঃ ॥ ১৯

অল্পবুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানকেই জ্ঞানী বলিয়া মানুষকারী কিছু মানুষ সকাম কর্মেরই প্রশংসা করে, সেইজন্য তাহারা ভোগাসক্ত হইয়া বারংবার ইষ্ট পুত্রাদি বিভিন্ন শরীরকেই আশ্রয় করিয়া সেবা করে। ৯

কিন্তু যাহারা ধর্মের তত্ত্ব ভালভাবে বুঝিয়া সর্বোত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্মকে সেইভাবে প্রশংসা করেন না, যেমন প্রতিদিন নদীর জল পানকারী মানুষ কূপকে সমাদর করেন না। ১০

কর্মের ফল হইল—সুখ-দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যু। কর্মের দ্বারা মানুষ এই সবই লাভ করে, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সেই পরম গতি প্রাপ্ত হয়, যেখানে যাইলে চিরকালের জন্য শোকমুক্ত হইয়া যান। ১১

যেখানে যাইলে মানুষকে মৃত্যুর কষ্টভোগ করিতে হয় না, যেখানে যাইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, যেখানে যাইলে পুনরায় জন্মাইবার ভয় থাকে না এবং যেখানে যাইয়া মানুষ পুনরায় এ সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না। ১২

যিনি বিনা ক্লেশে প্রাপ্য এবং যাঁহাকে লাভ করিয়া পুনরায় বিমুক্ত হইতে হয় না, তিনি হইলেন— অব্যক্ত, অচল, নিত্য, অনির্বচনীয় ও বিকারশূন্য পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। ১৩

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সকল মানুষ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব, মানসিক সঙ্কল্প এবং কর্মসংস্কারসমূহের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই মানুষ সর্বত্র সমানভাবে লাভ করেন এবং সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত হন। ১৪

ভাত! জ্ঞানী মানুষ একরূপ হন এবং কর্মাসক্ত মানুষ উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্নরূপ হয়। যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষ হইতে শুক্লপক্ষে অমাবস্যার এক সূক্ষ্ম কলারূপে অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অবস্থা তুমি কর্মাসক্ত মনুষ্যগণেরও বুঝিও —তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে পতিত হইতে হয়। ১৫

এই কথা এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি (বাজশ্রবা) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। অমাবস্যার পর আকাশে এক বক্র ও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় প্রতীয়মান নবোদিত চন্দ্রকে দেখিয়া এইরূপই অনুমান করা হইয়াছে। ১৬

কর্মফল ভোগসমূহের ভারবহনকারী কর্মাসক্ত মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়রূপ একাদশ বিকারসমূহে যুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে তুমি তাহাকে কর্মফলসমূহ ত্রিগুণাত্মক শরীরে যুক্ত এবং চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি ও ক্ষয়শীল বলিয়া জানিও। ১৭

প্রাণিগণের অন্তঃকরণে (হৃদয়াকাশে) যে স্বপ্রকাশ চিন্ময় দেবতা পদ্মের পত্রে পতিত জলের বিন্দুর ন্যায় নির্লেপভাবে বিরাজমান এবং যিনি যোগের দ্বারা চিত্তকে বশীকৃত করিয়াছেন, সেই আত্মতত্ত্বকে তুমি সর্বদা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ১৮

তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ—এই তিনটিকে তুমি বুদ্ধিরই গুণ বলিয়া জানিবে। ইহাদেরই সংযোগানুসারে জীব গুণময় এবং গুণ জীবময় প্রতীত হইতে থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ—ইহা জানিও। ১৯

সচেতনঃ জীবগুণঃ বদন্তি
স চেষ্টতে জীবয়তে চ সর্বম্
ততঃ পরং ক্ষেত্রবিদো বদন্তি
প্রকৃষ্টরূপং তো ভুবনানি সপ্ত ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪১

শরীর স্বয়ং 'ত' অচেতন (জড়), কিন্তু চেতনের সহিত যুক্ত হইলে পর সেই জীবাত্মার গুণ চৈতন্যযুক্ত বলা হয়। জীবাত্মাই শরীরের দ্বারা চেষ্টা করেন এবং তিনিই সমস্ত শরীরকে জীবন (চেতনা) দান করেন, কিন্তু যে পরমাত্মা সপ্ত ভুবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ১০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[আশ্রমধর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবর্ণনম্]

শুক উবাচ।

ক্রমাৎ প্রভৃতি যঃ সর্গঃ সপ্তপাকীন্দ্রিয়াণি চ।
বুদ্ধ্যৈশ্বর্য্যাভিসর্গোঽয়ং প্রধানশ্চাপ্যনুক্রমঃ ॥ ১
ভূয় এব তু লোকেঽস্মিন্ সদ্বৃত্তিঃ কালহৈতুকীম্।
যথা সন্তঃ প্রবর্তন্তে তদিচ্ছামানুবর্তিতুম্ ॥ ২
বেদে বচনমুক্তং তু কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং তন্ন ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞঃ পূতোঽহং গুরুশাসনাৎ
কৃতা বুদ্ধিঃ বিমুক্তাত্মা ব্রহ্ম্যাধ্যাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

যথা বৈ বিহিতা বৃত্তিঃ পুরস্তাদ্ ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
এষা পূর্বতরৈঃ সদ্ভিরাচীর্ণা পরমর্ষিভিঃ ॥ ৫
ব্রহ্মচর্যেণ বৈ লোকান্ জয়ন্তি পরমর্ষয়ঃ।
আত্মনশ্চ ততঃ শ্রেয়ঃস্যাধিঙ্কন্ মনসাঽঽত্মনি ॥ ৬

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[আশ্রমধর্ম্মের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বর্ণন।]

শুকদেব বলিলেন,—ক্রম অর্থাৎ প্রধান হইতে যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত সাধারণ সৃষ্টি হইয়াছে এবং শব্দাদি বিষয়সমূহের সহিত যে ইন্দ্রিয়গণ, ইহাদের সৃষ্টি বুদ্ধির সামর্থ্যানুসারে হইয়াছে, অতএব ইহা অতিসর্গ অসাধারণ সৃষ্টি। বচনকারী বলিয়া ইহাকে প্রধান বা প্রবল গণ্য করা হয় এই উভয় প্রকার সৃষ্টিই পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এ সবই আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি। ১

এখন পুনরায় এই সংসারে প্রত্যেক যুগানুসারে যে শিষ্ট পুরুষগণের আচারপরম্পরা আছে এবং যাহাদের অনুকূলে সৎপুরুষগণের আচরণ চলিয়া আসিতেছে, আমিও তাহারই অনুসরণ করিতে অভিলাষী। ২

বেদে 'কর্ম্ম কর' এবং 'কর্ম্ম ত্যাগ কর'—এই বাক্যই কথিত হইয়াছে। আমি ইহার তাৎপর্য্য কিভাবে বুঝিতে পারিব? যাহাতে এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধের অবসান হয় আপনি এই বিষয় ব্যাখ্যা করুন। ৩

আমি আপনার ন্যায় গুরুর উপদেশে পবিত্র হইয়া গিয়াছি এবং জগতের বৃত্তান্তের (লৌকিক নীতি-রীতির)-ও জ্ঞান আমার হইয়াছে অতএব ব্রহ্মাচরণের দ্বারা বুদ্ধির সংস্কার করত স্থূল দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজের অবিনাশী স্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিব। ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—পূর্ব্বকালে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যে আচার-ব্যবহারের বিধান করিয়াছেন, পূর্ব্বের সৎপুরুষগণ এবং ঋষি-মহর্ষিরাও তাহারই পালন করিয়া আসিতেছেন। ৫

মহর্ষিগণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারাই উত্তম লোকসমূহ জয় করিয়াছেন; অতএব মনে মনে নিজের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে সাধক প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিবেন। ৬

বনে মূলফলাশী চ তপ্যান্ সুবিপুলং তপঃ।
পুণ্যারণ্যনচারী চ ভূতানামবিহিংসকঃ ॥ ৭
বিধূমে সন্নমুষলে বানপ্রস্থপ্রতিশ্রয়ে।
কালে প্রাপ্তে চরন্ ভৈক্ষ্যং কল্পতে ব্রহ্মভূয়সে ॥ ৮
নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারঃ পরিত্যজ্য শুভাশুভে।
অরণ্যে বিচরৈকাকী যেন কেনাচিদাশিতঃ ॥ ৯

শুক উবাচ।

যদিদং বেদবচনং লোকবাদে বিরুধ্যতে।
প্রমাণে বাপ্রমাণে চ বিরুদ্ধে শাস্ত্রতা কুতঃ ॥ ১০
উভয়োরুচ্যতামিচ্ছামি প্রমাণং তত্ত্বতঃ কথম্।
কর্মণামবিরোধেন কথং মোক্ষঃ প্রবর্ততে ॥ ১১

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং গন্ধবত্যাঃ সুতঃ সুতম্।
ঋষিস্তৎপূজয়ন্ বাক্যং পুত্রমগ্নিসমতেজসঃ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
যথোক্তচারিণঃ সর্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
একো বাপ্যাশ্রমানেতান্ যোঽনুতিষ্ঠেদ্ যথাবিধি।
অকামদ্বেষসংযুক্তঃ স পরত্র বিধীয়তে ॥ ১৪
চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণেয়া প্রতিষ্ঠিতা।
এতামারুহ্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৫
আদ্যস্তু চতুর্ভাগং ব্রহ্মচার্যানসূয়কঃ।
গুরৌ বা গুরুপুত্রে বা বসেদ্ ধর্মার্থকোবিদঃ ॥ ১৬
জঘন্যশায়ী পূর্বং স্যাদ্ধ্যায় গুরুবেশ্মনি
যচ্চ শিষ্যেণ কর্তব্যং কার্যং দাসেন বা পুনঃ ॥ ১৭
কৃতমিত্যেব তৎ সর্বং কৃত্বা তিষ্ঠেত পার্শ্বতঃ।
কিঙ্করঃ সর্বকারী স্যাৎ সর্বকর্মসু কোবিদঃ ॥ ১৮

(তারপর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং) বনে ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিবেন, কঠোর তপস্যায় নিরত হইবেন, পুণ্যতীর্থসমূহে ভ্রমণ করিবেন এবং কোনও প্রাণীরই হিংসা করিবেন না। ৭

ইহার পর সন্ন্যাসী হইয়া যথাসময়ে ভিক্ষার দ্বারা জীবননির্বাহ করিতে করিতে ভিক্ষার জন্য (বানপ্রস্থীর) আশ্রমে সেই সময়ে যাইবেন, যখন মুষলের দ্বারা ধান্য পেষণের শব্দ শোনা যাইবে না এবং রন্ধন গৃহ হইতে ধূম নিঃসারণ বন্ধ হইয়া যাইবে। এইভাবে জীবনযাপনকারী সন্ন্যাসী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮

পুত্র! তুমিও কাহারও স্তুতি ও কাহারও নমস্কার না করিয়া শুভাশুভ কর্ম পরিত্যাগ করত যাহা কিছু ফল-মূল পাওয়া যাইবে, উহারই দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া বনে একাকী বিচরণ করিবে। ৯

শুকদেব বলিলেন,— 'কর্ম কর' ও 'কর্ম ত্যাগ কর' বেদে এই যে দুই প্রকার বাক্য আছে, লোকদৃষ্টি অনুসারে বিচার করিলে ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। এই বাক্যদ্বয় প্রামাণিক বা অপ্রামাণিক? যদি প্রামাণিক হয়, তবে পরস্পর বিরোধ থাকিলেও ইহাদের শাস্ত্রবাক্য বলিয়া কিভাবে গণ্য করা যাইবে এবং উভয়েই প্রামাণিক কিভাবে হইতে পারে? এই সব আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আর ইহাও বলুন যে, কর্মসকলের অবিরোধে মোক্ষলাভ কিভাবে হয়? ১০-১১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! শুকদেব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর গন্ধবতীর (সত্যবতীর) পুত্র মহর্ষি ব্যাসদেব নিজের অগ্নিতেজস্বী পুত্রের বাক্য সমাদর করিতে করিতে তাঁহাকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন। ১২

ব্যাসদেব বলিলেন,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী— এই সকলেই নিজ নিজ আশ্রমের জন্য বিহিত শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহ প্রতিপালন করিতে করিতে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ১৩

যদি কোনও এক পুরুষ এই সব আশ্রমের কর্ম রাগ-দ্বেষহীন হইয়া বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানিবার অধিকারী হন। ১৪

এই চারি আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ব্রহ্মতেই প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মে উপনীত হইবার জন্য চারিটি পর্বযুক্ত সোপানতুল্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এই চতুষ্পাদসমন্বিত সোপানে আরোহণ করিয়া মানুষ ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ১৫

দ্বিজ বালকের কর্তব্য হইল তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিতে করিতে গুরু অথবা গুরুপুত্রের সেবায় নিজের জীবনের চারভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২৫ বৎসর পর্যন্ত রত থাকিবেন। সেখানে বাস করিতে করিতে কাহারও দোষদর্শন করিবেন না। এরূপ আচরণকারী ব্রহ্মচারী ধর্ম ও অর্থের জ্ঞানে নিপুণ হইয়া যান। ১৬

তিনি গুরুদেব শয়ন করিবার পর তাঁহা হইতে নিম্ন শয্যায় শয়ন করিবেন এবং গুরুদেব জাগরিত হইবার পূর্বেই জাগিয়া উঠিবেন। গুরুর মুখে একজন শিষ্য ও দাসের করণীয় যাহা কিছু কার্য থাকিবে, উহা স্বয়ংই সম্পন্ন করিবেন। ১৭

গুরুদেব যাহা কিছু আজ্ঞা করিবেন, উহার জন্য সর্বদা এই

কর্মাভিশেষেন গুরাবনেতব্যঃ যত্নবতা
দক্ষিণোঽনপবাদী সাদাদ্রুতো গুরুমাব্রজেৎ ॥১৯
শুচিশ্চক্ষো গুরোশ্চেতো জ্ঞানাদিষ্টেষিবাস্তরা।
চক্ষুষা গুরুবাক্যো নিরীক্ষেত জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
নাভুক্তবতি চাশ্নীয়াদশীতবতি নো পিবেৎ
নাতিষ্ঠতি তথাঽসীত নাসুপ্তে প্রস্বপেত্ত চ ॥ ২১
উত্তানাভ্যাঞ্চ পাণিভ্যাঃ পাদাবস্য মৃদু স্পৃশেৎ।
দক্ষিণঃ দক্ষিণেনৈব সব্যঃ সব্যেন পীড়য়েৎ ॥ ২২
অভিবাদ্য গুরুং ব্রহ্মাঞ্জলীষ্ঠ ভগবন্নিতি
ইদং করিষ্যে ভগবন্নিদং চাপি কৃতং ময়া ॥ ২৩

ব্রহ্মংস্তদপি কর্তাস্মি যদ্ ভবান্ বক্ষ্যতে পুনঃ
ইতি সর্বমনুজ্ঞাপ্য নিবেদ্য চ যথাবিধি ॥ ২৪
কৃত্বাং কৃত্বা চ তৎসর্বমাখ্যেয়া গুরবে পুনঃ।
যাংশ্চ গন্ধান্ রসান্ বাপি ব্রহ্মচারী ন সেবতে ॥ ২৫
সেবেত তান্ সমাবৃত্তো ইতি ধর্মেষু নিশ্চয়ঃ
যে কেচিদ্ বিস্তরেণোক্তা নিয়মা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৬
তান্ সর্বানাচরেন্নিত্যং গুরোচ্ছানপগো গুরোঃ।
স এবং গুরবে প্রীতিমুপগচ্ছন্ যথাবলম্ ॥ ২৭
আশ্রমাদাশ্রমঞ্চৈব গিত্বা বর্তেত কর্মণা
বেদব্রতোপবাসেন চতুর্থে চায়ুষো গতে ॥ ২৮
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্তেদ্ যথাবিধি ॥ ২৯

উত্তর দিবেন যে, উহা আমি পূর্ণ করিয়াছি এবং সেই কার্য নিষ্পন্ন করিবার পর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এখন কি করিব? এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যের ন্যায় গুরুর সকল কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন এবং সকল কার্য সম্পাদনে নিপুণ হইবেন। ১৮

নিজের উন্নতিকারী শিষ্যের গুরুর সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করা অবশ্য কর্তব্য। এই অবস্থায় তিনি সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং কাহারও উপর কোনরূপ কলঙ্ক আরোপ করিবেন না। গুরু আহ্বান করিলে পর অতি সত্বর তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইবেন। ১৯

অন্তরে বাহিরে পবিত্র থাকিবেন, কায়ে নিপুণ হইবেন। গুণবান্ হইবেন। অন্তরে সদ্ভাবনা রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এরূপ বাক্য বলিবেন, যাহা গুরুর প্রিয় হইবে। সাধ্যভাবে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে গুরুকে নিরীক্ষণ করিবেন এবং ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত রাখিবেন। ২০

গুরুদেব যতক্ষণ না ভোজন করিবেন, ততক্ষণ নিজেও ভোজন করিবেন না। তিনি যতক্ষণ জলপান না করিবেন, ততক্ষণ স্বয়ংও জলপান করিবেন না। তাঁহার বলিবার পূর্বে স্বয়ং কোন স্থানে বসিবেন না এবং তাঁহার শয়নের পূর্বে নিজে শয়ন করিবেন না। ২১

দুই হস্ত উত্তান করত দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শ্রীগুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম চরণ ধীরে ধীরে স্পর্শ করিবেন ও প্রণাম করিবেন। ২২

এইভাবে অভিবাদনের পর কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীগুরুকে বলিবেন ভগবন্! এখন আপনি আমাকে পাঠান করুন আমি এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছি এবং এই কার্য এখনই সম্পূর্ণ করিব। ২৩

ব্রহ্মন্! ইহা ব্যতীত আপনি আরও যে সব কার্যের জন্য আজ্ঞা করিবেন, উহাও শীঘ্র নিষ্পাদন করিব। এইভাবে সকল বিষয় যথাযথভাবে নিবেদন করত শ্রীগুরুর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক অপর কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং উহা পূর্ণ করত পুনরায় তদ্বিষয়ে সমস্ত সমাচার শ্রীগুরুকে বলিবেন। ২৪।

যে সব গন্ধ ও রস ব্রহ্মচারীর সেবন করা উচিত নহে, ব্রহ্মচর্যকালে ব্রহ্মচারী সেই সব উপভোগ করিবেন না। সমাবর্তন সংস্কারের পরই সেই সব সেবন করিতে পারিবেন—ইহা ধর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্ত। ২৫।

শাস্ত্রে যে সব নিয়ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে, সেই সব ব্রহ্মচারী অবশ্যই পালন করিবেন এবং সর্বদা গুরুর নিকটেই অবস্থান করিবেন। ২৬।

এইভাবে শ্রীগুরুর যথাশক্তি সেবা করিয়া নিজ তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবেন। তাঁহাকে নানাবিধ উপহার দান করত তাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মচর্য আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। তারপর সেই আশ্রমেও আশ্রমোচিত কর্তব্য পালন করিতে থাকিবেন। ২৭।

যখন বেদব্রতী ব্রত ও উপবাস করিতে করিতে আয়ুর চারিভাগের একভাগ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর অতীত হইবে, তখন গুরুকে দক্ষিণাদান করত বিধি অনুসারে সমাবর্তন সংস্কার সম্পন্ন করিবেন। ২৮-২৯

ধর্মলব্ধৈর্ধনৈর্যজ্ঞৈরীজানস্তু যথাবিধি।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং গৃহমেধী ভবেদ্ব্রতী ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

যথাবিধানে পাণিগ্রহণ করত তাঁহার সহিত যজ্ঞসহকারে অগ্নি স্থাপনা করিয়া আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত উত্তম ব্রত পালন করিতে করিতে গৃহস্থ হইয়া অবস্থান করিবেন। ৩০

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা বৈয়াসিকীতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকানুপ্রশ্নবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রাহ্মণানুপলক্ষ্য গার্হস্থ্যধর্মবর্ণনম্]

ব্যাস উবাচ

দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং গৃহমেধী গৃহে বসেৎ
ধর্মলব্ধৈর্ধনৈর্যজ্ঞৈরীজানস্তু ব্রতী ॥ ১
গৃহস্থবৃত্তয়স্ত্বেতাশ্চতস্রঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ
কুশূলধান্যঃ প্রথমঃ কুম্ভধান্যস্তথাপরঃ ॥ ২
অশ্বস্তনোঽথ কপোতীমাশ্রিতো বৃত্তিমাহরেৎ
তেষাং পরঃ পরো জ্যায়ান্ ধর্মতো ধর্মজিত্তমঃ ॥ ৩
ষট্কর্মা বর্ততেত্যেকস্ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ততে

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণপক্ষে উপলক্ষ্য করিয়া গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—গৃহস্থ পুরুষ নিজের আয়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতে করিতে গৃহে অবস্থান করিবেন। ধর্মানুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অগ্নি স্থাপন করত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কার্য্য করিবেন এবং উত্তম ব্রতসকল পালন করিতে থাকিবেন। ১

গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিদ্বান্‌গণ চারিপ্রকার জীবিকার কথা বলিয়াছেন—১ গৃহপূর্ণ (গোলাভর্ত্তি) শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন—ইহা প্রথম জীবিকাবৃত্তি। ২। কুম্ভপূর্ণ অন্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন—ইহা দ্বিতীয় বৃত্তি, ৩। এরূপ পরিমাণ অন্ন সংগ্রহ করিবেন, যাহা আগামী দিবসের জন্য কোনরূপ অবশিষ্ট থাকিবে না—ইহা তৃতীয় বৃত্তি; এবং ৪। 'কপোতী বৃত্তি' (উঞ্ছবৃত্তি) অবলম্বন করত জীবন নির্ব্বাহ করিবেন—ইহা চতুর্থ বৃত্তি। এই চতুর্বিধ জীবিকার মধ্যে প্রথম অপেক্ষা পর পর বৃত্তি শ্রেষ্ঠ। অন্তিম বৃত্তি (উঞ্ছবৃত্তি) অবলম্বনকারী ব্যক্তি ধর্মবৃদ্ধিতে সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিজয়ী। ২-৩

প্রথম শ্রেণী অনুসারে জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণের যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও দান প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম করা উচিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে অধ্যয়ন, যজন ও দান—এই তিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে অধ্যয়ন ও দান—এই দুই কর্ম করা কর্ত্তব্য এবং চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষে কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) করা উচিত। ৪

গৃহস্থ ব্যক্তিগণের জন্য পাকে বহু প্রকার নিয়মসকল কথিত হইয়াছে। তাঁহারা কেবল নিজের ভোজনের জন্য অন্নাদি পাক করাইবেন না (দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিদিগের উদ্দেশে অন্নাদি পাক করাইবেন) এবং পশুহিংসা করিবেন না, কারণ, উহা অনর্থজনক। ৫

যজ্ঞে যজমান ও হবিষ্যাদি সকল বস্তুর সংস্কার যজুর্বেদের মন্ত্রের দ্বারাই হওয়া উচিত। গৃহস্থ পুরুষ নিজের বেলায় কখনও ঘুমাইবেন না এবং রাত্রির প্রথমভাগ ও শেষভাগেও নিদ্রা যাইবেন না। ৬

তিনি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এই দুই সময়েই ভোজন করিবেন, মধ্যে আর ভোজন করিবেন না। ভক্তকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহ্বান করিবেন না। তাঁহার গৃহে উপস্থিত কোন ব্রাহ্মণ অতিথি আদর-সৎকার ও ভোজন না পাইয়া যেন বাস না করেন। ৭

তথাস্নাতিথয়ঃ পূজ্যা হব্যকব্যবহাঃ সদা
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতাঃ শ্রোত্রিয়া বেদপারগাঃ ॥ ৮
স্বধর্মজ্ঞা বিনীতা দান্তাঃ ক্রিয়াবন্তস্তপস্বিনঃ।
তেভ্যঃ হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রদেয়ং শ্রাদ্ধমীয়তে ॥ ৯
নখৈঃ শ্মশ্রুণাতথা স্বপ্নমজ্ঞাপকৃষা চ।
অপবিদ্ধাগ্নিহোত্রস্য গুরোর্বালীকবাদিনঃ ॥ ১০
সংবিভাগোঽত্র ভূতানাং সর্বেষামেব শিষ্যতে
তস্যৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা ॥ ১১
বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং চামৃতভোজনঃ।
অমৃতং যজ্ঞশেষং স্যাদ্ ভোজনং হবিষা সমম্ ॥ ১২
ভৃত্যাশেষং তু যোঽশ্নাতি তমাহুর্বিঘসাশিনম্
বিঘসং ভৃত্যশেষং তু যজ্ঞশেষমথামৃতম্ ॥ ১৩
স্বদারনিরতো দান্তো ঋতুস্নাতিতেন্দ্রিয়ঃ
ত্বদ্বিক্‌পুরোহিতাচার্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ ॥ ১৪
বৃদ্ধবালাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ
মাতাপিতৃভ্যাং জামীভিস্তাত্রা পুত্রেণ ভার্যয়া ॥ ১৫
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ।
এতান্ বিমুচ্য সংবাদান্ সর্বপাপৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৬
এতৈর্জিতস্তু জয়তি সর্বাল্লোকান্ ন সংশয়ঃ
আচার্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ ॥১৭
অতিথির্বিশ্বলোকস্য দেবলোকস্য চত্বিজঃ।
জাময়োঽপ্সরসাং লোকে বৈশ্বদেবে তু জ্ঞাতয়ঃ ॥ ১৮
সম্বন্ধিবান্ধবা দিক্ষু পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ।
বৃদ্ধবালাতুরকৃশাস্ত্বাকাশে প্রভবিষ্ণবঃ ॥ ১৯
ভ্রাতা জ্যৈষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বা দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্ ॥২০
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেন্নিত্যমসংজ্বরঃ।
গৃহস্থমপরো বিদ্বান্ ধর্মজ্ঞো জিতষড়্গুণঃ ॥ ২১

যদি গৃহস্থাশ্রমে অতিথিরূপে বেদে পারদর্শী বিদ্বান্, স্নাতক, শ্রোত্রিয়, হব্য (যজ্ঞে) ও কব্য (শ্রাদ্ধে) ভোজনকারী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবিশিষ্ট, স্বধর্মানুসারে জীবননির্বাহকারী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হন, তবে শ্রদ্ধা তাঁহার যথাবিধি পূজা করত তাঁহাকে হব্য ও কব্য প্রদান করা কর্তব্য। তাঁহার সম্মানের জন্য এই সব করিবারই বিধান শাস্ত্রে আছে। ৮-৯

যে ব্যক্তি ধার্মিকতা খ্যাপনের জন্য নিজের নখ ও কেশ বর্ধন করিয়া আসিয়াছে, নিজেই মুখে নিজের কৃত যজ্ঞের কথা বিজ্ঞাপিত করে, অকারণ অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়াছে অথবা গুরুর সহিত কলহতার আচরণ করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিও গৃহস্থের গৃহে অন্ন পাইবার অধিকারী। এই গৃহস্থাশ্রমে সকল প্রাণীকেই অন্ন বিতরণ করিবার বিধি আছে। ইহারা নিজ হস্তে অন্নপাক করেন না, এরূপ পুরুষগণকে (ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে) গৃহস্থ ব্যক্তির সর্বদাই অন্নদান করা উচিত। ১০-১১

গৃহস্থ পুরুষের সদা বিঘস ও অমৃত অন্ন ভোজন করা কর্তব্য। যজ্ঞের পর অবশিষ্ট অন্ন হবিষ্যতুল্য ও অমৃতসদৃশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২

ভরণ-পোষণযোগ্য যত ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সকলকে ভোজন করাইবার পর অবশিষ্ট অন্ন যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলা হয়। পোষ্যবর্গের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নকে বিঘস এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেবের পর অবশিষ্ট অন্নকে অমৃত বলে। ১৩

গৃহস্থ পুরুষ নিজেই স্ত্রীর সহিত ঋতি সুখভোগ করিবেন, ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিবেন, কাহারও গুণে দোষারোপ করিবেন না এবং ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য, মাতুল, অতিথি, শরণাগত, বৃদ্ধ, বালক, রোগী, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব, মাতা-পিতা, কুটুম্বী, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও সেবকগণের সহিত কখনও বিবাদ করিবেন না। যিনি ইহাদের সকলের সহিত কলহ ত্যাগ করেন, তিনি সকলবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১৪-১৬

ইহাদের দ্বারা পরাজিত মানুষ সমস্ত লোকসমূহ জয় করিতে সমর্থ হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আচার্য ব্রহ্মলোকের প্রভু, পিতা প্রজাপতিলোকের ঈশ্বর, অতিথি বিশ্বলোকের ও ঋত্বিক্ দেবলোকের পতি। কুটুম্বী অপ্সরালোকের ঈশ্বরী এবং জ্ঞাতিগণ বিশ্বেদেব লোকের অধিকারী*। ১৭-১৮

সম্বন্ধী ও বন্ধুবান্ধবগণ দিক্‌সকলের, মাতা ও মাতুল পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক ও বিরল রোগী আকাশের ঈশ্বর। ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিলে সেই সেই লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য। পত্নী ও পুত্র নিজেরই শরীর এবং সেবকগণ নিজের ছায়ার সদৃশ। কন্যা ত' ইহাদের অপেক্ষা আরও অধিক দয়াযোগ্যা। ২০

অতএব ইহাদের দ্বারা যদি কখনও নিজের তিরস্কারও হইয়া থাকে, তবে সর্বদা ক্রোধহীন হইয়া উহা সহ্য করা কর্তব্য। গৃহস্থ

* এস্থলে আচার্য প্রভৃতিকে ব্রহ্মলোকাদির প্রভু বলিতে তত্তল্লোকপ্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ন চার্থবন্ধঃ কর্মাণি ধর্মবান্ কিঞ্চিদাচরেৎ।
গৃহস্থস্যতদস্তিপ্রস্তাসাঃ নিঃশ্রেয়স° পরম্ ॥ ২২
পরাঃ পরঃ তদৈবাহুশ্চাতুরাশ্রম্যমেব তৎ
সর্বোক্তা নিয়মাস্তেষাঃ সর্বঃ কার্যা° বুভূষতা ॥ ২৩
কৃত্বাস্ত্রৈকত্রিলৈঃ কাপোতী° চাস্থিতাস্তথা।
যস্মিংস্তৈতে বসন্ত্যাহ্যস্তদ্ রাষ্ট্রমভিবর্ষতে ॥ ২৪
পূর্বান্ দশ দশ পরান্ পুনাতি চ পিতামহান্
গৃহস্থবৃত্তীচ্ছাপোতা বর্তয়েদ্ যো গতব্যথঃ ॥ ২৫
স চক্রধরলোকানাং সদৃশীমাপ্নুয়াদ গতিম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামথবা গতিরেষা বিধীয়তে ॥ ২৬
স্বর্গলোকো গৃহস্থানামুদারমনসাং হিতঃ।
স্বর্গো বিমানসংযুক্তো বেদদৃষ্টঃ সুপুজিতঃ ॥ ২৭
স্বর্গলোকো গৃহস্থানা° প্রতিষ্ঠা নিঃস্তাক্ষনাম্
ব্রহ্মণা বিহিতা যোনিরেষা তস্মাদ্ বিধীয়তে
দ্বিতীয়ঃ ক্রমশঃ প্রাপ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
অতঃ পরং পরমমুদারমাশ্রমঃ
তৃতীয়মাস্থায় তথাস্ত কলেবরম্
বনৌকসাং গুরুপত্তিমামনুত্তমঃ
শৃণুষ সংশ্লিষ্টশরীরকারিণাম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে ত্রিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩

ধর্মপালনকারী বিদ্বান্ পুরুষ নিশ্চিন্ত হইয়া ক্লেশ ও পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ধর্মপালনপূর্বক অবস্থান করিবেন। ২১

কোনও কর্মাক্ষম পুরুষ ধনের লোভে ধর্মকর্মসকলের অনুষ্ঠান করিবেন না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে যে ত্রিবিধ জীবিকার কথা বলা হইয়াছে (এই অধ্যায়েরই ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), তাহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর। ২২

এইরূপ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইসব আশ্রমের যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত নিয়ম আছে, সেই সব নিয়ম আত্ম-কল্যাণকামী পুরুষের পালন করা উচিত। ২৩

কুক্ষিপূর্ব বাস্ত সংগ্রহ করত অথবা উঞ্ছশিল (ক্ষেতে বা খিলাদিতে পতিত শস্যসমূহ হইতে এক একটি করিয়া গ্রহণরীতি) অনুসারে অন্ন সংগ্রহ করত 'কপোতী বৃত্তি' অবলম্বন পূর্বক পুত্রবধূর সহিত যে দেশে নিবাস করেন, সেই রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হয়। ২৪

যিনি ধনে অল্পও ক্লেশ অনুভব না করিয়া গৃহস্থের এই সব বৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি নিজের কুলের পূর্বতন দশ পুরুষ ও অবরতন দশপুরুষগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ২৫

চক্রধারী শ্রীবিষ্ণুর লোকের ন্যায় উত্তম লোকসকল তাঁহার লাভ হইয়া থাকে অথবা জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬

উদারচিত্ত গৃহস্থগণের হিতকারক স্বর্গলোক লাভ হয় তাঁহাদের পক্ষে বিমানসংযুক্ত সুন্দর পুষ্পশোভিত পরম রমণীয় ও বেদবর্ণিত স্বর্গ সুলভ হইয়া থাকে। ২৭

মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযতকারী গৃহস্থগণের জন্য স্বর্গলোকই প্রতিষ্ঠার স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মা গার্হস্থ্য আশ্রমকে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন সেইজন্য উহার পালনেরও বিধান করিয়াছেন। এইভাবে ক্রমশঃ দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্যকে প্রাপ্ত হইয়া মানুষ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮

এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থও উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর উদার আশ্রম। এই আশ্রম গ্রহণ করিয়া তুমি ইহাতে অবস্থান কর। তপস্যাপূর্বক শরীর পরিত্যাগকারী বানপ্রস্থিগণের আশ্রম। ইহা গৃহস্থগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এখন উহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাশ্রময়োর্ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যঞ্চ বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ

প্রোক্তা গৃহস্থবৃত্তিস্তে বিহিতা যা মনীষিভিঃ।
তদনন্তরমুক্তং মে তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১

(ব্যাসেন কথিতঃ পূর্বং সুতায় সুমহাত্মনে।)

ক্রমশস্ত্বয়মূষীণাং তৃতীয়াং বৃত্তিমুত্তমাম্
সংযোগব্রতবিঘ্নানাং বানপ্রস্থাশ্রমৌকসাম্ ॥ ২

শ্রূয়তাং পুত্র তত্ত্বং তে সর্বলোকাশ্রমাশ্রিতম্।
প্রেক্ষাপূর্বং প্রবৃত্তানাং পুণ্যদেশনিবাসিনাম্ ॥ ৩

ব্যাস উবাচ।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং বনমেব তদা শ্রয়েৎ ॥ ৪

তৃতীয়মায়ুষো ভাগং বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ।
তানেবাগ্নীন্ পরিচরেদ্ যজমানো দিবৌকসঃ ॥ ৫

নিয়তো নিয়তাহারঃ ষষ্ঠভুক্তোঽপ্রমত্তবান্।
তদগ্নিহোত্রং তা সাবো যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্বশঃ ॥ ৬

অকালকৃষ্টৈঃ ব্রীহিযবৈঃ নীবারৈঃ বিষসানি চ
হবীংষি সম্প্রযচ্ছেত্ত মেধ্যান্যারণ্যকানি পঞ্চসু ॥ ৭

বানপ্রস্থাশ্রমোঽপ্যেতাংস্তন্ত্রো বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
সদ্যঃপ্রক্ষালকাঃ কেচিৎ কেচিন্মাসিকসঞ্চয়াঃ ॥ ৮

বার্ষিকং সঞ্চয়ং কেচিৎ কেচিদ্ দ্বাদশবার্ষিকম্।
কুর্বন্তাতিথিপূজার্থং যজ্ঞতন্ত্রার্থমেব বা ॥ ৯

অভ্রাবকাশা বর্ষাসু হেমন্তে জলসংশ্রয়াঃ।
গ্রীষ্মে চ পঞ্চ তপসঃ শশ্বচ্ছ মিতভোজনাঃ ॥ ১০

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের ধর্ম এবং মহিমা বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,— পুত্র যুধিষ্ঠির! মনীষী পুরুষগণ যাহার বিধান ও আচরণ করিয়াছেন, সেই গার্হস্থ্য বৃত্তির কথা আমি তোমাকে বলিলাম। তদনন্তর ব্যাসদেব নিজের পুত্র মহাত্মা শুকদেবকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সব বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১

বৎস! তোমার কল্যাণ হউক। গৃহস্থের এই উত্তম তৃতীয়া বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া সত্যসন্ধিগণের সংযোগে অনুষ্ঠিত ব্রত-নিয়ম সমূহের দ্বারা যাহারা বিঘ্ন হইয়াছেন এবং বানপ্রস্থ-আশ্রমকে যাহারা নিজেদের আশ্রয় নির্ধারণ করিয়াছেন, সমস্ত লোক ও আশ্রম যাহাদের নিজেরই স্বরূপ, যাহারা নিত্যই সহকারে ব্রত-নিয়ম সমূহে সমুদ্যত হইয়াছেন এবং যাহারা পবিত্র স্থানে বাস করেন, এরূপ বনবাসী মুনিগণের যাহা ধর্ম, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২-৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—পুত্র! গৃহস্থ পুরুষ যখন দেখিবেন যে, নিজের মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীর অনিত্যপ্রায় হইয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র প্রাপ্তি হইয়াছে, তখন তিনি নিজের আয়ুর তৃতীয় ভাগ (৫১ বৎসর হইতে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত) অতিবাহিত করিবার জন্য বনে গমন ও বানপ্রস্থ-আশ্রমে বাস করিবেন। এই বানপ্রস্থ-আশ্রমে তিনি গৃহস্থাশ্রমে যে সব অগ্নির উপাসনা করিতেন, তাঁহাদের উপাসনা করিবেন এবং প্রতিদিন দেবারাধনাও করিয়া যাইবেন ॥ ৪-৫

বানপ্রস্থী পুরুষ নিয়মসহকারে বনবাস করিবেন ও নিয়মানুকূল ভোজন করিবেন। দিনের ষষ্ঠ ভাগে অর্থাৎ তৃতীয় প্রহরে একবার অন্ন গ্রহণ করিবেন এবং সর্বদা সাবধানে থাকিবেন। গৃহস্থাশ্রমেরই ন্যায় অগ্নিহোত্র, সেইরূপই গো-সেবা ও সেই ভাবেই যজ্ঞের সকল অঙ্গ সম্পাদন করা বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম ॥ ৬

বনবাসী মুনি বিনা বপনে ভূমিতে উৎপন্ন ধান, যব, নীবার (তৃণধান্য) এবং বিষস (অতিথিসেবার পর অবশিষ্ট অন্ন) অগ্নেয় দ্বারা জীবন নির্বাহ করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমেও পঞ্চ যজ্ঞাঙ্গে হবিষ্য বিতরণ করিবেন ॥ ৭

বানপ্রস্থাশ্রমেও এই চারিপ্রকার বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ সেইরূপ অন্ন সঞ্চয় করেন, যাহা ভোজন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন পাত্র ধৌত করিয়া থাকেন অর্থাৎ অপর দিনের জন্য কোনরূপ সঞ্চয় করেন না। অপর কোন ব্যক্তি এক মাসের পরিমাণ শস্যাদি সংগ্রহ করেন ॥ ৮

কেহ কেহ আবার এক বর্ষের জন্য এবং অপরে আবার বার বৎসরের জন্য অন্নাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। তাঁহাদের এই অন্ন সংগ্রহ অতিথিসেবা ও যজ্ঞ কর্মের জন্যই হইয়া থাকে ॥ ৯

এই বানপ্রস্থাশ্রমবাসীরা বর্ষার সময় অনাবৃত আকাশের

ভূমৌ বিপরিবর্তন্তে তিষ্ঠন্তি প্রপদৈরপি
স্থানাসনৈর্বর্তয়ন্তি সবনেষভিষিঞ্চতে ॥ ১১
দন্তোলূখলিকাঃ কেচিদশ্মকুট্টাস্তথা পরে
শুক্লপক্ষে পিবন্ত্যন্যে কৃষ্ণে বা সর্বকালিকম্ ।
মূলৈরেকে ফলৈরেকে পুষ্পৈরেকে পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১৩
বর্তয়ন্তি যথান্যায়ং বৈখানসগতিং শ্রিতাঃ ।
এতাশ্চান্যাশ্চ বিবিধা দীক্ষাস্তেষাং মনীষিণাম্ ॥ ১৪
চতুর্থশ্চৌপনিষদো ধর্মঃ সাধারণঃ স্মৃতঃ
বানপ্রস্থাদ্ গৃহস্থাচ্চ ভক্তোঽনাঃ সম্প্রবর্ততে ॥১৫
অস্মিন্নেব যুগে প্রাপ্তে বিপ্রৈঃ সর্বার্থদর্শিভিঃ
অপরস্ত্যঃ সপ্ত সপ্তয়ো মধুচ্ছন্দোঽঘমর্ষণঃ ॥ ১৬
সাঙ্কৃতিঃ সুবিধা ভক্তির্যথাবাসোঽকৃতশ্রমঃ ।
অহোবীর্যাস্তথা কাব্যস্তাতো মেধাতিথির্বুধঃ ॥ ১৭
বলবান্ কর্মনির্বাকঃ সূক্তপালঃ কৃতশ্রমঃ ।
এবং ধর্মং কৃতবন্তস্তে স্বর্গমুপাগমন্ ॥ ১৮
তাংস্তে প্রত্যক্ষধর্মাণস্তথা বাখাবরা গণাঃ
ঋষীণামূর্ধ্বতপসাং ধর্মমেপুনদর্শিনাম্ ॥ ১৯
অন্যে চাপরিমেয়াশ্চ ব্রাহ্মণা বনমাশ্রিতাঃ
বৈখানসা বালখিল্যাঃ সৈকতাশ্চ তথা পরে ॥ ২০
কর্মভিস্তে নিরানন্দা ধর্মনিত্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ
গতাঃ প্রত্যক্ষধর্মাণস্তে সর্বে বনমাশ্রিতাঃ ॥ ২১
অনক্ষত্রাস্তনাধৃষ্যা দৃশ্যন্তে জ্যোতিষাং গণাঃ ।
জরয়া চ পরিদ্যূনো ব্যাধিনা চ প্রপীড়িতঃ ॥ ২২
চতুর্থে চায়ুষঃ শেষে বানপ্রস্থাশ্রমং ত্যজেৎ
সন্ত্যজ্যাগ্নীংস্তথা পোষ্টিঃ সর্ববেদসদক্ষিণাম্ ॥২৩

ভূমিতে ও হেমন্ত কালে জলের মধ্যে অবস্থান করেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির দ্বারা (চতুর্দিকে প্রজ্বলিত অগ্নি ও উর্ধ্বে সূর্যতাপে) দেহকে তাপিত করেন এবং দণ্ডায়মান থাকেন, একস্থানে আসন পাতিয়া উপবেশন করেন এবং তিন বেলা স্নান ও সন্ধ্যা করেন।

কেহ বানপ্রস্থী দন্তোলূখলের দ্বারা ঊখলের কার্য করেন অর্থাৎ অশ্বত্থ অথবা অন্য বৃক্ষের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া তণ্ডুল করেন এবং অন্য কেহ বানপ্রস্থী আবার শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে একবার যবের পায়েস পান করেন অথবা সমস্তদিনান্তে যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবন নির্বাহ করেন। ১২½

বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ ফলমূলের দ্বারা এবং অন্যেরা বৃক্ষ ত্বক ধারণ করত পুষ্পসকলের দ্বারা যথোচিত জীবন অতিবাহিত করেন। ১৩½

সেই মনীষী পুরুষগণের মত এই সব এবং আরও অন্যান্য বহুবিধ নিয়ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ সন্ন্যাস আশ্রমে বিহিত উপনিষৎপ্রতিপাদিত যে কাম্য, ত্যজ্য, উপযতি, ভিক্ষিতা ও সন্ন্যাস রূপ ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, এই সব সকল আশ্রমের অন্তর্ভাবে সাধারণরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এই সব ধর্মের পালন সকল আশ্রমবাসীর কর্তব্য। কিন্তু চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের যে ধর্ম কথিত হইয়াছে, উহা বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ আশ্রম হইতে ভিন্ন। ১৪-১৫

ভাত! এই যুগেও সর্বার্থদর্শী ব্রাহ্মণগণই বানপ্রস্থ ধর্মের পালন ও প্রচার করিয়াছেন। অপরস্ত্য, সপ্তর্ষিগণ, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাঙ্কৃতি, সুবিধা, ভক্তি, যথাবাস, অকৃতশ্রম, অহোবীর্য, কাব্য ভৃগুবংশীয়), ভাতা মেধাতিথি, বুধ, বলিষ্ঠশালী কর্মনির্বাক, সূক্তপাল ও কৃতশ্রম—ইঁহারা সকলে এই ধর্ম পালন করিয়াছেন, ইহার বলে তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৬-১৮

ভাত! যাঁহারা উর্ধ্ব তপস্বী, যাঁহারা ধর্মের নৈপুণ্য দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, সেই ঋষিদের যথাবয়নামক 'গণ' বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন ইঁহাদের ধর্মের প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত হইয়াছে ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য বনবাসী ব্রাহ্মণ, বালখিল্য ও সৈকত নামক অপর মুনিগণও বৈখানস (বানপ্রস্থ) ধর্মের পালন করিয়াছেন। ১৯-২০

এই সব ব্রাহ্মণ প্রায় উপবাসাদি ক্লেশসাধক কর্ম করায় লৌকিক সুখহীন ছিলেন। সজ্জন ধর্মে তৎপর থাকিতেন এবং ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখিতেন তাঁহাদের ধর্মের প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত ছিল ইঁহারা সকলেই বানপ্রস্থী ছিলেন। এই লোক হইতে চলিয়া যাইবার পর আকাশে নক্ষত্রদিগের দুর্ধর্ষ জ্যোতিষ্ক তারাগণের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। ২১½

এই বানপ্রস্থাশ্রম সমাপ্ত পূর্ণ করিবার পর যখন আয়ুর চতুর্থ ভাগ (৭৬ বৎসর হইতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত) অবশিষ্ট থাকিবে, বৃদ্ধাবস্থায় শরীর দুর্বল হইয়া যাইবে এবং রোগ পীড়াদান করিতে থাকিবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম ত্যাগ করিবেন (ও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন) সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার

আত্মযাজী সোঽহমস্মরতিরাত্মক্রীড়াত্মসংস্তরঃ ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য জ্ঞাত্বা সর্বপরিগ্রহান্ ॥ ১৪
সায়ন্তনাংশ্চ যজেত যজ্ঞানিষ্টীশ্চৈবেহ সর্বদা ।
ঘটৈরেবং যাজিনাং যজ্ঞাদাত্মনীজ্যা প্রবর্ততে ॥ ১৫
ত্রীংশ্চৈবাগ্নীন্ যজেৎ সম্যগাত্মন্যেবাত্মমোক্ষণাৎ ।
প্রাণেভ্যো যজুষঃ পঞ্চ ঘট্ প্রাশ্নীয়াদকুৎসয়ন্ ॥ ১৬
ক্ষেপ-লোম-নখান্ বাপ্য বানপ্রস্থো মুনিস্ততঃ ।
আশ্রমাদাশ্রমং পুণ্যাঃ পূতো গচ্ছতি কর্মভিঃ ॥ ১৭
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যঃ প্রব্রজেদ্ দ্বিজঃ
লোকাস্তেজোময়াস্তস্য প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১৮
নূশীলবৃত্তো বাপনীতকল্মষো
ন চেহ নামুত্র চ কর্তুমীহতে ।
অরোষমোহো গতসন্ধিবিগ্রহো
ভবেদ্ভদান্তীনবদাত্মবিদ্বয়ঃ ॥ ১৯
যমেষু চৈবানুগতেষু ন ব্যথে
স্বশাস্ত্রপূজাস্তুতিমন্ত্রবিক্রমঃ
প্রবেদ্য বর্ণেষ্টাপত্তিরাত্মবেদিনি
ন সংশয়ো বৈষপরে জিতেন্দ্রিয়ে ॥ ২০
ততঃ পরং শ্রেষ্ঠমতীব সদ্ভিঃ
সমিষ্টিতং ত্রীনবিবৃত্তিমুত্তমম্ ।
চতুর্থমুক্তং পরমাশ্রমং শৃণু
প্রকীর্তমানং পরমং পরায়ণম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৪

সময় একদিনে পূর্ণ হইবার যোগ্য যজ্ঞ করিয়া নিজের সর্বস্ব দক্ষিণারূপে প্রদান করিবেন। ১২-১৩

তারপর আত্মাতেই যজন ও আত্মাতেই স্থিতি রাখিয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করিবেন। সর্বতোভাবে আত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। অগ্নিহোত্রের অগ্নি আত্মাতেই আরোপিত করিয়া সমস্ত সংগ্রহ পরিত্যাগ করিবেন এবং দ্রুত সম্পন্ন করিবার যোগ্য ব্রহ্মযজ্ঞাদি যজ্ঞসকল ও ইষ্টিসমূহ সর্বদা মনে মনে অনুষ্ঠান করিবেন। এরূপ কার্য সেই পর্যন্ত করিতে থাকিবেন, যতক্ষণ না বাক্যিকগণের কর্মময় যজ্ঞ হইতে নিবৃত্তি পাইয়া আত্মযজ্ঞের আভ্যাস হইবে। ১৪-১৫

আত্মযজ্ঞের স্বরূপ এইরূপ—নিজের মধ্যেই গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই ত্রিবিধ অগ্নি স্থাপনা করত দেহপাত পর্যন্ত প্রাণাগ্নিহোত্র* বিধি অনুসারে উত্তমরূপে যজনা করিবেন। যজুর্বেদের 'প্রাণায় স্বাহা' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রথমে পাঁচ ঘড়া প্রাণ গ্রহণ করিবেন এবং (পুনরায় আচমনের পর) শেষ ঘড়ার নিন্দা না করিতে করিতে মৌনভাবে ভোজন করিবেন। ১৬

তদনন্তর বানপ্রস্থ মুনি কেশ, লোম ও নখসকল কর্তন করাইয়া কর্মসমূহের দ্বারা পূতচিত্ত হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। ১৭

যে ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণিগণকে অভয় দান করত সন্ন্যাসী হইয়া যান, তিনি মৃত্যুর পর তেজোময় লোকে গমন করেন এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১৮

আত্মজ্ঞানী পুরুষ সুশীল, সদাচারী ও পাপরহিত হইয়া থাকেন। তিনি ইহলোক ও পরলোকের জন্যও কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করেন না। ক্রোধ, মোহ, সন্ধি ও বিগ্রহ ত্যাগ করত তিনি সর্বদিক্ হইতে যেন উদাসীন হইয়া যান। ১৯

যিনি অগ্নি-আদি যমসমূহ ও শৌচসন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালন করিতে কখনও কষ্ট অনুভব করেন না, সন্ন্যাস আশ্রমের বিধায়ক শাস্ত্রের সূত্রভূত বাক্যসকলের অনুসারে ত্যাগময়ী অগ্নিতে নিজের সর্বস্ব আহুতি দান করিয়াও যিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহার উচ্চাবচলোকে গতি লাভ হয়। এরূপ জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ আত্মজ্ঞানীর মুক্তিবিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২০

যাহা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে উৎকৃষ্ট, নিজের সদ্গুণসমূহের জন্য অতিশয় শ্রেষ্ঠ, পূর্বোক্ত ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রমের উপরে স্থিত, যাহার মধ্যে শমাদি গুণসকলের অধিক বিকাশ হয়, যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের পরম গতি, সেই সর্বোত্তম চতুর্থ আশ্রমের বর্ণনা যদিও এস্থলে আমি করিলাম, তথাপি আমি পুনরায় বিশেষরূপে উহার প্রতিপাদন করিব, তুমি উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের প্রশ্নপ্রতিবচন চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" প্রাণাগ্নিহোত্রের এই পাঁচটি মন্ত্র। ভোজন আরম্ভ করিবার সময় প্রথমে আচমন করত এই এক একটি মন্ত্র পাঠ পূর্বক এক এক গ্রাস অন্ন মুখে দিতে হয়। এইভাবে পঞ্চগ্রাস অন্ন পূর্ণ হইলে পর অবশিষ্ট অন্ন যথাবিধি ভোজন করা আবশ্যক। ইহাকেই প্রাণাগ্নিহোত্র বলে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সন্ন্যাসিনামাচরণবর্ণনম্ , জ্ঞানি-সন্ন্যাসিনঃ প্রশংসা চ]

শুক উবাচ

বর্তমানস্তথৈবাত্র বানপ্রস্থাশ্রমে যথা
যোক্তব্যোঽহঞ্চ কথং শক্ত্যা বৈদ্যং বৈ কাঙ্ক্ষতা পরম্ ॥ ১

ব্যাস উবাচ

প্রাপ্য সংস্কারমেতাভ্যামাশ্রমাভ্যাং ততঃ পরম্
যৎ কার্য্যং পরমার্থং তু তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২
কষায়ং পাচয়িত্বাঽঽশু শ্রেণিস্থানেষু চ ত্রিষু
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রজ্যমনুত্তমম্ ॥ ৩
তদ্ ভবানেবমভ্যস্য বর্ততাং ব্রহ্মতাং তথা
এক এব চরেদ্ ধর্মং সিদ্ধার্থমসহায়বান্ ॥ ৪
একশ্চরতি যঃ পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে ।
অনগ্নিরনিকেতশ্চ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ ॥ ৫

অশস্তনবিধাতা স্যাদ্মুনির্ভাবসমাহিতঃ
লঘ্বাশী নিয়তাহারঃ সপ্তাগারনিষেবিতা ॥ ৬
কপালঃ বৃক্ষমূলানি কুচৈলমসহায়তা
উপেক্ষা সর্বভূতানামেতাবদ্ ভিক্ষুলক্ষণম্ ॥ ৭
যস্মিন্ বাচঃ প্রবিশন্তি কূপে ত্রস্তা ঘিপা ইব ।
ন বক্তারং পুনর্যান্তি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥ ৮
নৈব পক্ষেণ শৃণুয়াদবাচ্যং জাতু কস্যচিৎ ।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ নৈব ব্রূয়াৎ কথঞ্চন ॥ ৯
যদ্ ব্রাহ্মণস্য কুশলং তদেব সততং বদেৎ
ভূতানামহিতং নিন্দাং কুর্বন্ ভৈষজ্যমাচরন্ ॥ ১০
যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্বদা ।
শূন্যং যেন জনাকীর্ণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

[সন্ন্যাসীর আচরণবর্ণন ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রশংসা ।]

শুকদেব বলিলেন, —ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমে যেরূপ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে চলা আবশ্যক, সেইরূপ এই বানপ্রস্থাশ্রমেও শাস্ত্রোক্ত নিয়মসকল পালন করিতে করিতে অবস্থান করিতে হয়। এ সব কিছুই আমি শ্রবণ করিলাম। এখন আমি ইহা জানিতে ইচ্ছুক যে, যিনি জানিবার যোগ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করিতে অভিলাষী, তিনি নিজের শক্তি অনুসারে কিভাবে সেই পরমাত্মার চিন্তা করিবেন ? ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্মসকলের দ্বারা চিত্তের সংস্কার (শোধন) করিবার পর মুক্তির জন্য যাহা অবশ্য করণীয়, উহা আমি বলিতেছি, তুমি একমনে শ্রবণ কর ।২

পথ্যাক্রমে স্থিত পূর্বোক্ত তিন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমে চিত্তের রাগ-দ্বেষাদি দোষসমূহ পাক করিয়া অর্থাৎ নষ্ট করিয়া সত্বর সর্বোত্তম চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন । ৩

তুমি এই সন্ন্যাস-ধর্মের নিয়মসমূহ শ্রবণ কর এবং উহাদের অভ্যাস করিয়া তদনুসারে আচরণ কর সন্ন্যাসীর কর্তব্য হইল —তিনি সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকীই সন্ন্যাস-ধর্ম পালন করিবেন । ৪

যিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, তিনি সর্বব্যাপী হওয়ায় স্বয়ং কাহাকেও ত্যাগ করেন না এবং তাঁহাকেও অপর কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। সন্ন্যাসী কখনও অগ্নি স্থাপন করিবেন না এবং কোন গৃহ বা মঠ নির্মাণ করিয়া থাকিবেন না, কেবল ভিক্ষাগ্রহণের জন্য গ্রামে যাইবেন । ৫

তিনি অল্প দিনের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিবেন না। চিত্তবৃত্তি-সমূহ একাগ্র করত মৌনভাবে অবস্থান করিবেন। লঘুপাক ও নিয়মানুকূল ভোজন করিবেন এবং দিবা-রাত্রমধ্যে একবারই অন্ন গ্রহণ করিবেন । ৬

ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন বৃক্ষের মূলে শয়ন বা বাস করিবেন। দেখিতে শুন্দর নয়, এরূপ বস্ত্র পরিধান করিবেন। কাহাকেও সঙ্গে রাখিবেন না এবং সকল প্রাণীকে উপেক্ষা করিয়া চলিবেন। এই সবই হইল সন্ন্যাসীর লক্ষণ । ৭

যেরূপ ভীত হংসী পলায়ন করত কোন জলাশয়ে প্রবেশ করে, তারপর শব্দ নির্গত হইয়া নিজের পূর্বস্থানে পুনরায় ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ যে ব্যক্তির মধ্যে অপরের কৃত নিন্দাসূচক বা প্রশংসাসূচক বাক্য প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যুত্তরে উহা আর ফিরিয়া আসে না অর্থাৎ কাহারও কৃত নিন্দা বা স্তুতির উত্তর যিনি দেন না, তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতে পারেন । ৮

সন্ন্যাসী কাহারও নিন্দাকারী কোন পুরুষের দিকেই দৃষ্টিপাত করিবেন না, কাহারও নিন্দাকারীর বাক্য শুনিবেন না এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতি বলিবার যোগ্য কোনরূপ বাক্য বলিবেন না । ৯

ব্রাহ্মণের যাহাতে হিত হয়, সেরূপ বাক্যই সদা বলিবেন ; নিজের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও নীরব থাকিবেন এই নীরবতাকে

যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনাচিদাশিতঃ
যত্র ক্বচন শায়ী চ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ১১
অহেরিব গণাদ্ ভীতঃ সৌহিত্যাদ্বিকাদিব
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ১৩
ন ক্রুধ্যেয়ং প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ
সর্বভূতেষ্বভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ১৪
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা ॥ ১৫
অনভ্যাহতচিত্তঃ স্যাদনভ্যাহতবাগ্ ঋষেঃ
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নিরমিত্রশ্চ কিং ভয়ম্ ॥ ১৬
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো ভূতানামভয়ং ততঃ।
তস্য মোহাদ্ বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥ ১৭

যথা নাগপদেঽন্যানি পদানি পদগামিনাম্
সর্বাণ্যেবাপধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে ॥ ১৮
এবং সর্বমহিংসায়াং ধর্মার্থমপধীয়তে ।
অমৃতঃ স নিত্যং বসতি যো হিংসাং ন প্রপদ্যতে ॥ ১৯
অহিংসকঃ সমঃ সত্যো ধৃতিমান্ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং গতিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ২০
এবং প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য নির্ভয়স্য নিরাশিষঃ
ন মৃত্যুরতিগো ভাবঃ স মৃত্যুমধিগচ্ছতি ॥ ২১
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো নির্নমস্কারমাশ্রিতম্ ।
অক্ষয়েকচরং শান্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ২২
জীবিতং যস্য ধর্মার্থং ধর্মো হ্যর্থায়মেব চ ।
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥২৩

ভবরোগ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় বুঝিয়া করিবেন ॥ ১০

যিনি সদা নিজের সত্তারূপী স্বরূপে অবস্থান করায় একাকীই সম্পূর্ণ আকাশে পরিপূর্ণের ন্যায় অবস্থান করেন এবং যিনি অসঙ্গ বলিয়া লোকে পরিপূর্ণ স্বাধকেও মুক্ত মনে করেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞানী) বলিয়া জানেন ॥ ১১

যিনি যে কোন বস্তুর (বস্ত্র ও বসনাদির) দ্বারা নিজের শরীরকে আবৃত করেন, ভোজ্য যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাই ভোজন করেন এবং যে কোন স্থানে শয়ন করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন ॥ ১২

যিনি জনসমূহকে সর্পের ন্যায় মনে করিয়া তাহার নিকটে যাইতে ভীত হন, স্ত্রীদিগ ভোজনজনিত তৃপ্তিকে নরকসদৃশ মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকেন এবং উপপতিকে মৃত্যুসদৃশা ভাবিয়া তাহাদের প্রতি বিরক্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করেন ॥ ১৩

যিনি সম্মান লাভ করিলে তুষ্ট হন না, অপমানিত হইলেও ক্রুদ্ধ হন না এবং যিনি সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করিয়াছেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানেন ॥ ১৪

সন্ন্যাসী জীবনকেও অভিনন্দন করেন না এবং মৃত্যুকেও অভিনন্দন জানান না। বেতন লেখক প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করে, সেইরূপ তিনি কালের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবেন ॥ ১৫

সন্ন্যাসী নিজের চিত্তকে রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা দূষিত হইতে দিবেন না। নিজের বাক্যকে নিন্দাদি দোষসকল হইতে রক্ষা করিবেন এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শত্রুহীন হইয়া যাইবেন ॥ ১৬

যিনি সমস্ত প্রাণী হইতে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার দিক হইতে কোন প্রাণীর কোনরূপ ভয় থাকে না, সেই মোহমুক্ত পুরুষের কোথা হইতেও ভয় থাকে না ॥ ১৭

যেরূপ পঙ্কজে গমনকারী প্রাণিগণের সম্পূর্ণ পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত ধর্ম ও অর্থ অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। যিনি কাহারও হিংসা করেন না, তিনি সর্বদা অমৃত (জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত) হইয়া নিবাস করেন ॥ ১৮-১৯

যিনি হিংসা করেন না, সত্যবাদী, ধৈর্যবান্, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর শরণদাতা, তিনি সর্বোত্তম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২০

এইভাবে যিনি জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত হইয়া ভয় ও কামনাহীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার উপর মৃত্যুর অধিকার থাকে না। তিনি স্বয়ংই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যান ॥ ২১

যিনি সর্বপ্রকার আসক্তিহীন হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থান করেন, আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও স্থির থাকেন, কোন বস্তুকেই নিজের বলিয়া মনে করেন না, একাকী বিচরণ করেন ও শান্তভাবে অবস্থান করেন, তাঁহাকে দেবতাগণ ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানেন ॥ ২২

যাঁহার জীবন ধর্মের জন্য এবং ধর্ম ভগবান্ শ্রীহরির জন্য, যাঁহার দিন ও রাত্রি কেবল ধর্মপালনেই অতিবাহিত হয়, তাঁহাকে দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞ মনে করেন ॥ ২৩

নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।
নির্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্বৈস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ২৪

সর্বাণি ভূতানি সুখে রমন্তে
সর্বাণি দুঃখস্য ভৃশং ত্রসন্তে
তেষাং অরোৎপাদনজাতখেদঃ
কুর্যান্ন কর্মাণি হি শ্রদ্দধানঃ ॥২৫

দানং হি ভূতাভয়দক্ষিণায়াঃ
সর্বাণি দানান্যতিরিচ্যতীহ
তীক্ষ্ণাং তনুং যঃ প্রথমঃ জহাতি
সাহ্যনন্ত্যমাপ্নোত্যভয়ং প্রজাভ্যঃ ॥২৬

উত্তান আস্যো ন হবির্দুহোতি
লোকস্য নাভির্গুদমস্য তদ্বিঃ।
তস্যাগ্নয়স্ত্রীণি বসূনি তানি
বৈশ্বানরঃ সর্বমিদং প্রপেদে ॥ ২৭

প্রাদেশমাত্রে হৃদি নিঃসৃতা যৎ
তস্মিন্ প্রাণানাহুতীর্জুহোতি
তস্যাগ্নিহোত্রং হুতমাত্মসংস্থং
সর্বেষু লোকেষু সদেবকেষু ॥ ২৮

দেবাঃ ত্রিধাতুং ত্রিবৃতা সুপর্ণং
যে বিদ্যুরগ্র্যাঃ পরমাত্মভাজঃ
তে সর্বলোকেষু মহীয়মানা
দেবাঃ সমর্ত্যাঃ সুকৃতঃ বসন্তি ॥ ২৯

যেদাংশ্চ বেদ গুহ্যাং ত্রিবিধং ব্রহ্মণ-
মথো নিরুক্তং পরমার্থতাং চ
সর্বং শরীরাত্মনি যঃ প্রবেদ
তস্যৈব দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্ ॥ ৩০

যিনি সর্বপ্রকার কামনাশূন্য, সর্ববিধ আরম্ভরহিত, নমস্কার ও স্তুতিহীন এবং সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানেন। ২৪

সমস্ত প্রাণী সুখে প্রসন্ন এবং দুঃখে অত্যন্ত ভীত হয়, অতএব প্রাণিগণের উপর ভয় আসিতে দেখিয়া যাঁহার ক্লেশ হয়, সেই শ্রদ্ধালু পুরুষ অনর্থক কর্ম করিবেন না। ২৫

এ জগতে জীবগণকে অভয়দক্ষিণাদান করা সমস্ত দান হইতে অধিক। যিনি প্রথম হইতেই হিংসা ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সকল প্রাণী হইতে নির্ভয় হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬

যে সন্ন্যাসী বিস্তারিত মুখে 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রাণের জন্য অন্নের আহুতি দেন না, কিন্তু প্রাণকে (ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতিকে)-ই আত্মাতে হোম করেন—লীন করেন, তাঁহার মনঃপ্রভৃতি সমস্ত অঙ্গসমূহ এবং কৃত ও অকৃত কর্মফল অগ্নিরই অবয়ব হইয়া যায় অর্থাৎ সেই সব অগ্নিরই স্বরূপ হইয়া যায়। এই অগ্নি নাভির আরম্ভ হইতেই প্রাণিগণের নাভিস্থান—উদরে অবস্থানরূপে বিরাজমান এবং সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয়। সেই বৈশ্বানর অগ্নি এই সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ২৭

আত্মযজ্ঞকারী জ্ঞানী পুরুষ নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত যে প্রাদেশমাত্র (বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী প্রসারিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে প্রাদেশ বলে) স্থান, উহাতে প্রাদুর্ভূত যে চৈতন্য-জ্যোতি, তাহাতেই সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির আহুতি দিয়া থাকেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাণাদিকে আত্মায় লয় করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রাণাগ্নিহোত্র যদি নিজের শরীরের মধ্যেই হইয়া থাকে, তথাপি তিনি সর্বাত্মা বলিয়া তাঁহার দ্বারা দেবগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসকলে প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহার প্রাণের তৃপ্তিতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি হইয়া যায়। ২৮

যিনি সকললোকে নিজের ত্রিময় রূপে প্রকাশিত হন, তিন ধাতু (বর্ণ—অকার, উকার ও মকার) অর্থাৎ প্রণব যাঁহার বাচক, যিনি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ তিন গুণ—ত্রিগুণময়ী মায়ায় তাঁহার নিজস্বরূপে বিদ্যমান এবং যাঁহাকে জগৎসম্বন্ধীয় ব্যাপার বৃক্ষের সুন্দর পত্রসকলের ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়া থাকে, সেই অন্তর্যামী পুরুষ ও তাঁহার উত্তম পরব্রহ্ম স্বরূপতাকে যিনি জানেন, তিনিই সকললোকে সম্মানিত হন এবং মনুষ্যগণের সহিত সকল দেবতা তাঁহার সুকৃতসমূহের প্রশংসা করেন। ২৯

সমস্ত বেদসমূহ, বেদের গুহ্য (আধ্যাত্মিক কৃত ও ঔপনিষদ জগৎ সমস্ত বিধি (ক্রিয়াকাণ্ড), নিরুক্ত (শব্দপ্রমাণসম্বন্ধী পরলোকাদি) ও পরমার্থতা (আত্মার সত্যস্বরূপতা) এ সব কিছুই শরীরের মধ্যে বিদ্যমান আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। এরূপ যিনি জানেন, সেই সর্বাত্মা জ্ঞানী পুরুষের সেবার জন্য দেবতারাও সদা লালসা করেন। ৩০

ভূমাবসক্তং দিবি চাপ্রমেয়ং
হিরণ্ময়ং যোঽণ্ডগতঃসমুদ্রে।
পতংত্রিণং পক্ষিণমন্তরিক্ষে
যো বেদ তোয়াত্মানি রশ্মিনীশুঃ ॥ ৩১
আবর্তমানমজরং বিবর্তনং
মহান্তিকং স্থানশায়ং সুপর্ণং
যমোঽমনাস্তে পরিবাতি বিশ্বং
তং কালচক্রং নিহিতং গুহায়াম্ ॥৩২
যঃ সপ্তসাদো জগতঃ শরীরং
সর্বান্ স লোকানবিষক্তভীষ।
তস্মিন্ হিতং তর্পয়তীব দেবাং-
স্তে বৈ কৃতাস্তপরস্ত্যাক্তমনসা ॥ ৩৩
তেজোময়ো নিত্যময়ঃ পুরাণো
লোকাননন্তানভয়ানুপৈতি।
কৃতানি যস্মান্ন ত্রসন্তে কদাচিৎ
স ভূতানাং ন ত্রসতে কদাচিৎ ॥ ৩৪
অগর্হণীয়ো ন চ গর্হতেঽন্যান্
স বৈ বিপ্রঃ পরমাত্মানমীক্ষেৎ
বিনীতমোহো বাপনীতকল্মষো
ন চেহ চামুত্র ন চ মোহমৃচ্ছতি ॥ ৩৫
: সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
প্রহীণকোষো গতসন্ধিবিগ্রহঃ
অপেতনিন্দাস্তুতিরপ্রিয়াপ্রিয়-
শ্চরন্নুদাসীনবদেষ ভিক্ষুকঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৫

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও উহাতে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় লিপ্ত হন না, অনন্ত আকাশে অপ্রমেয়ভাবে স্থিত থাকেন, যিনি হিরণ্ময় (চিন্ময় জ্যোতিঃস্বরূপ), অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রাদুর্ভূত এবং অণ্ডনিষ্ঠাত্মক শরীরের মধ্যভাগে অবস্থিত হৃদয়-কমলের আসনোপরি তোয়াত্মার (শরীরের) অন্তর্গত হৃদয়াকাশে জীবরূপে বিরাজমান, যাঁহার মধ্যে অনেক অগ্নি দেবতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষসমূহের ন্যায় সুশোভিত এবং যিনি যোগ ও প্রযোগ নামক দুই প্রধান পক্ষে শোভা পান, সেই সুবর্ণময় পক্ষিরূপ জীবাত্মা ও ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি জ্ঞানের তেজোময়ী কিরণসমূহে প্রকাশিত হন। ৩১

যিনি নিরন্তর ঘুরিতে থাকেন, কখনও জীর্ণ বা ক্ষীণ হন না, যিনি লোকসকলের আয়ুকে ক্ষীণ করিয়া দেন, ছয় ঋতু যাঁহার নাভি, মাস যাঁহার অর, ঋতু-সৌম্যবাসাদি যাঁহার সুন্দর পক্ষ, এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার মুখে ভক্ষ্য পদার্থের ন্যায় প্রতীত হয়, সেই কালচক্র বৃদ্ধিরূপী গুহায় অবস্থিত (উঁহাকে যিনি জানেন, দেবগণ তাঁহার শুভকর্মের প্রশংসা করেন)। ৩২

যিনি ব্রহ্মকে প্রলয়কর্তা বলা করেন, যিনি এই জগতের শরীর অর্থাৎ সম্পূর্ণ জগৎ যাঁহার বিরাট শরীরে বিরাজিত, সেই পরমাত্মা এই জগতে সমস্ত লোককে পরিবেষ্টিত করিয়া আছেন সেই পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা স্থাপিত হন, এই দেহে অবস্থিত দেবগণকে—প্রাণসকলকে তৃপ্ত করেন এবং সেই তৃপ্ত প্রাণ সেই জ্ঞানীর মুখকে জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। ৩৩

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানময় তেজে সম্পন্ন ও পুরাতন নিত্য ব্রহ্মপরায়ণ, সেই সন্ন্যাসী অনন্ত ও নিত্য লোকসকল প্রাপ্ত হন। যাঁহা হইতে জগতের সকল প্রাণী কখনও ভীত হন না, তিনিও সংসারের প্রাণিগণ হইতে কখনও ভয়প্রাপ্ত হন না। ৩৪

যিনি স্বয়ং নিন্দনীয় নহেন এবং যিনি অপরের নিন্দা করেন না, সেই ব্রাহ্মণই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যাঁহার মোহ ও পাপ অপসৃত হইয়াছে, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে কখনও ভোগে আসক্ত হন না। ৩৫

এরূপ সন্ন্যাসীর রোষ ও মোহ থাকে না। তিনি মৃত্তিকাখণ্ড (ঢাকীর ঢিল) ও স্বর্ণকে সমান জ্ঞান করেন। অন্নবস্ত্রাদি পঞ্চ কোষের অভিমান ত্যাগ করেন এবং সন্ধি-বিগ্রহ ও নিন্দা-স্তুতিহীন হইয়া যান। তাঁহার দৃষ্টিতে কেহ প্রিয় ও কেহ অপ্রিয় নহে। সেই সন্ন্যাসী উদাসীনের ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকেন। ৩৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(পরমাত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্বদর্শনম্, তদ্দর্শনোপায়কথনম্, উপদেশপাত্রনির্ণয়শ্চ

ব্যাস উবাচ

প্রকৃতাস্তু বিকারা যে ক্ষেত্রজ্ঞস্যেহ নির্দ্দিষ্টাঃ।
ন চৈনং তে প্রজানন্তি স তু জানাতি তানপি ॥ ১

তৈস্তৈরেবং কৃতে কার্য্যৈঃ মনঃষষ্ঠৈরিহেন্দ্রিয়ৈঃ
সুদান্তৈরিব সংযন্তা ধৃতৈঃ পরমবাজিভিঃ ॥ ২

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরে হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ পরমং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ৩

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ
অমৃতান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ৪

এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽহ্যাত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ৫

ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরমাত্মার শ্রেষ্ঠত্বদর্শন, তাঁহার দর্শনের উপায় কথন এবং উপদেশের পাত্র নির্ণয়

ব্যাসদেব বলিলেন,—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যে সব প্রকৃতির বিকার, উহারা ক্ষেত্রজ্ঞেরই (আত্মারই) আধারে অবস্থিত। ইহারা জড় বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে পারে না ক্ষেত্রজ্ঞ তাহাদের সকলকেই জানেন। ১

যেরূপ চতুর সারথি নিজের বশীকৃত বলবান্ ও উত্তম অশ্বগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকে, সেইরূপ এখানে ক্ষেত্রজ্ঞও নিজের বশীকৃত মনসহ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ২

ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা তাহাদের বিষয়সমূহ (তন্মাত্র) বলবান্, বিষয়সমূহ হইতে মন বলবান্, মন হইতে বুদ্ধি বলবতী এবং বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ। ৩

জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) বলবান্ এবং অব্যক্ত হইতে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ। সেই পরমাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কিছুই নাই। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমা ও পরমা গতি। ৪

এইভাবে সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে তাহাদের হৃদয় গহ্বরে গুপ্তভাবে অবস্থিত জীবাত্মা এই ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রকাশিত হন না। সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী মহাত্মাই নিজের সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। ৫

অন্তরাত্মনি সংলীয় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ৬

ধ্যানেনোপরমং কৃত্বা বিশ্বাসমাদিতঃ মনঃ
অনীশ্বরঃ প্রশান্তাত্মা ততোঽর্চ্চত্যমৃতং পদম্ ॥ ৭

ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং যদ্যাত্মা চলিতস্মৃতিঃ
আত্মনঃ সম্প্রদানেন মর্ত্যো মৃত্যুমপাশ্নুতে ॥ ৮

আহৃত্য সর্বসঙ্কল্পান্ সত্ত্বে চিত্তং নিবেশয়েৎ
সত্ত্বে চিত্তং সমাধেস্তু ততঃ কালজ্ঞতো ভবেৎ ॥ ৯

চিত্তপ্রসাদেন যতির্জহাতীহ শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাঽঽত্মন্যাত্মানং সিত্বা সুখমবাপ্নুতে ॥ ১০

লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা স্বপ্নে সুখং স্বপেৎ
নিবাতে বা যথা দীপো নীপ্যমানো ন কম্পতে ॥ ১১

ধীশক্তি বুদ্ধির দ্বারা মন সহ ইন্দ্রিয়গণকে এবং তাহাদের বিষয়সমূহকে অন্তরাত্মায় লীন করত নানাপ্রকার চিন্তনীয় বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে যখন বিবেক বলে বিশুদ্ধিকৃত মনকে ধ্যানের দ্বারা পূর্ণরূপে উপরত করিয়া নিজেকে কিছুই করিতে অসমর্থ করিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্বের অভিমান মুক্ত হইয়া যান, তখন তাঁহার অবিচল পরম শান্তিলাভ হইয়া থাকে এবং তিনি অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৬-৭

যাহার মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের বশীকৃত, সেই ব্যক্তি বিবেক শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং নিজেকে আত্মাদি শত্রুদিগের হস্তে সমর্পিত করিয়া মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করে। ৮

অতএব সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প নাশ করিয়া চিত্তকে সত্ত্ব বুদ্ধিতে লীন করিবে। এই ভাবে বুদ্ধিতে চিত্তকে স্থির করিলে পর সেই কালকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। ৯

পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন মনস্বী যোগী এ জগতে শুভ ও অশুভ কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞেয় এবং প্রসন্নচিত্ত ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া অক্ষয় সুখ উপভোগ করেন। ১০

মানুষ নিদ্রায় সময় যেরূপ সুখে শয়ন করিয়া থাকে সুষুপ্তির সুখ অনুভব করে, অথবা যেরূপ বায়ুশূন্য স্থানে প্রজ্বলিত দীপ কম্পিত হয় না, একভাবে জ্বলিতে থাকে,

এবং পূর্বাপরে কালে মুক্তাত্মানমাত্মনি
সম্যগ্‌ বিহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১১
রহস্যং সর্ববেদানামনৈর্ভিজ্ঞমনাময়ম্‌
আত্মপ্রত্যায়িকং শাস্ত্রমিদং পুত্রানুশাসনম্‌ ॥ ১৩
যমাখ্যানেষু সর্বেষু সত্যাখ্যানে চ যদ্‌ বসু
মন্থেদমুক্তসহস্রাণি নির্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্‌ ॥ ১৪
নবনীতং যথা দধ্নঃ কাষ্ঠাদগ্নির্যথৈব চ
তথৈব বিদ্ধ্যা জ্ঞানং পুত্র বেদেভ্যঃ সমুদ্ধৃতম্‌ ॥ ১৫
স্নাতকানামিদং শাস্ত্রং বাচ্যং পুত্রানুশাসনম্‌
তদিদং নাপ্রশান্তায় নাদান্তায়াতপস্বিনে ॥ ১৬
নাবেদবিদুষে বাচ্যং তথা নানুসুতায় চ।
নাসূয়কায়ানৃজবে ন চানির্দিষ্টকারিণে ॥ ১৭
ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধায় তথৈব পিশুনায় চ
প্রাবিনে প্রাবনীয়ায় প্রশান্তায় তপস্বিনে ॥ ১৮

ইদং প্রিয়ায় পুত্রায় শিষ্যায়ানুগতায় চ
রহস্যধর্মং বক্তব্যং নান্যস্মৈ তু কথঞ্চন ॥ ১৯
ধন্যপাল্যা মহীং দদ্যাদ্‌ রত্নপূর্ণামিমাং নরঃ
ইদমেব ততঃ শ্রেয় ইতি মন্যেত তত্ত্ববিৎ ॥ ২০
অতো গুরুতরার্থং তদধ্যাত্মমতিমানুষম্‌
যৎ তদ্ব্রহ্মবিদিভির্দৃষ্টং বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥ ২১
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যদ্যাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২২
যচ্চ তে মনসি বর্ততে পরং
সর্ব চাস্মি তব সংশয়ঃ
ব্রূহি তাম্রমনসঃ তথাব্রত
পুত্র কিং হি কথয়ামি তে পুনঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

সেইরূপ মন কখনও চঞ্চল হইবে না, ইহাই তাহার প্রশান্তের অর্থাৎ পরম তৃপ্তির লক্ষণ ॥ ১১

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচেতা ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে উপরোক্তভাবে আত্মা-পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকেন, তিনি নিজের অন্তঃকরণে পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন ॥ ১২

পুত্র ! আমি এই যে উপদেশ করিলাম, ইহা পরমাত্মার জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্র ইহা সমস্ত বেদের রহস্য। কেবল শ্রুতজ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা ইহার জ্ঞান হয় না, অনুভবেরই দ্বারা যথার্থরূপে বুঝা যায় ॥ ১৩

ধর্ম ও সত্যের যত আখ্যান আছে, সেই সবের ইহাই সারভূত ধন। ঋগ্‌বেদের দশ হাজার মন্ত্র মথন করিয়া এই অমৃতময় সারতত্ত্ব নিষ্কাশিত হইয়াছে ॥ ১৪

পুত্র ! মানুষ যেরূপ দধি হইতে মাখন নিঃসারণ করিয়া থাকে এবং কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ আমিও বিদ্বান্‌গণের জ্ঞানজনক এই মোক্ষশাস্ত্র শাস্ত্রসকল মথন করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি ॥ ১৫

পুত্র ! ব্রতধারী স্নাতকগণকেই তুমি এই মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ করিবে যাহার মন শান্ত নয়, যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে এবং যে তপস্বী নহে, তাহাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিবে না ॥ ১৬

যে বেদের বিদ্বান্‌ নয়, অনুগত ভক্ত নয়, দোষদৃষ্টিরহিত নয়, সরলস্বভাব নয় এবং আজ্ঞাপালনকারী নয় এবং তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে যাহার জ্ঞান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যে অপরের দোষ আবিষ্কার করে, তাহাকে ইহার উপদেশ করা উচিত নহে ॥ ১৭-১৮

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানলাভের অভিলাষী, পৃথিবীর তপস্যাদ্বারা মুক্ত, শান্তচিত্ত, তপস্বী ও অনুগত শিষ্য অথবা এই সব গুণে গুণবান্‌ পুত্র, তাহাকেই এই গূঢ় রহস্যময় ধর্মের উপদেশ করা উচিত ; অপর কাহাকেও কোনরূপেই ইহার উপদেশ করিবে না ॥১৯- ২

যদি কোন মানুষ রত্নময়ী পৃথ্বী এই ধরণী দান করে, তবে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বুঝিবেন যে, সেই সম্পূর্ণ ধন অপেক্ষা এই ধনই শ্রেষ্ঠ ॥ ২০

পুত্র ! তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, তদনুসারে আমি ইহা অপেক্ষাও গূঢ়তর অর্থপূর্ণ অলৌকিক অধ্যাত্মজ্ঞানের উপদেশ করিব, যাহা মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং যাহা বেদান্তশাস্ত্র—উপনিষৎসমূহে গান করা হইয়াছে ॥ ২১-২২

পুত্র ! তোমার মনে যে বস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং যে বিষয়ে তোমারই কোথাও সংশয় হইতে থাকিবে, উহা জিজ্ঞাসা কর ও তাহার উত্তরে আমি যাহা কিছু তোমার সম্মুখে বলিব, উহা শ্রবণ কর। বল, আমি পুনরায় তোমাকে কোন বিষয় উপদেশ করিব ? ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[মহাভূতাদি-তত্ত্বানাং বিচারঃ]

শুক উবাচ

অধ্যাত্মং বিস্তরেণেহ পুনরেব যথা মে।
যদধ্যাত্মং যথা বেদ ভগবানৃষিসত্তম ॥ ১

ব্যাস উবাচ

অধ্যাত্মং যদিদং তাত পুরুষস্যেহ পঠ্যতে।
তৎ তেঽহং বর্তয়িষ্যামি তস্য ব্যাখ্যামিমাং শৃণু ॥ ২

ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্বায়ুরাকাশ এব চ।
মহাভূতানি ভূতানাং সাগরস্যোর্ম্ময়ো যথা ॥ ৩

প্রসার্যেহ যথাঙ্গানি কূর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ
তথৈবাহানি ভূতানি সর্বাণীহ বিকুর্বতে ॥ ৪

ইতি তত্ত্বমিমেবেদং সর্বং স্থাবর-জঙ্গমম্
সর্গে চ প্রলয়ে চৈব তস্মিন্ নিদিশ্যতে তথা ॥ ৫

মহাভূতানি পঞ্চৈব সর্বভূতেষু ভূতকৃৎ।
অকরোৎ তাত বৈষম্যং যস্মিন্ যদুপশম্যতি ॥ ৬

শুক উবাচ

অকরোদ্ যচ্ছরীরেষু কথং তদুপলক্ষয়েৎ।
ইন্দ্রিয়াণি গুণাঃ কেচিৎ কথং তানুপলক্ষয়েৎ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ

এতৎ তে বর্তয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ
শৃণু তৎ ত্বমিহৈকাগ্র্যো যথাতত্ত্বং যথা চ তৎ ॥ ৮

শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশসম্ভবম্
প্রাণশ্চেষ্টা তথা স্পর্শ এতে বায়ুগুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৯

রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ ত্রিধা জ্যোতির্বিধীয়তে।
রসোঽথ রসনং স্নেহো গুণাস্ত্বেতে ত্রয়োঽম্ভসঃ ॥ ১০

ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ ভূমেরেতে গুণাস্ত্রয়ঃ
এতাবানিন্দ্রিয়গ্রামৈর্ব্যাখ্যাতঃ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ১১

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

[মহাকৃতাদি তত্ত্বসমূহের বিচার]

শুকদেব বলিলেন, তপোধন! ভূমিপ্রভৃতি এবং পুনরায় আমাকে অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয়ে উপদেশ করুন। অধ্যাত্ম কি এবং উহা আমি কিভাবে জানিতে পারিব? ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—বৎস! মানবের জন্য শাস্ত্রে যে এই অধ্যাত্মবিষয়ের চর্চা করা হইয়াছে, আমি তোমাকে উহার পরিচয় দান করিব। তুমি অধ্যাত্মের সেই ব্যাখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর। ২

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিত। যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গসকল উত্থিত হয় ও মিলিয়া যায়, সেই এই পঞ্চ মহাভূত প্রাণিগণের শরীররূপে জন্মগ্রহণ করে ও বিলীন হইয়া যায়। ৩

যেরূপ কচ্ছপ জলতে নিজের অঙ্গসকল বিস্তৃত করিয়া পরে আবার সঙ্কুচিত করিয়া লয়, সেইরূপ এই পঞ্চকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরে বিকৃত হইতে অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিলীন হইতে থাকে। ৪

এইভাবে এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমময় জগৎ পঞ্চ মহাভূত-ময়-ই। সৃষ্টিকালে পঞ্চভূতসমূহ হইতে সকলের উৎপত্তি হয় ও প্রলয়কালের সময় উহাতেই সকলের লয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৫

যদিও সম্পূর্ণ শরীরে পঞ্চ মহাভূতই বিদ্যমান থাকে, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহার যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহার কারণ হইল ইহাই যে, সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা সকল প্রাণীর মধ্যে তাহাদের কর্মানুসারেই নানাধিকরূপে এই ভূতসকলের সমাবেশ করেন। ৬

শুকদেব বলিলেন,—দেবতা, মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতির শরীরে বিধাতা যে বৈষম্য করিয়াছেন, উহা কিভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে? শরীরে ইন্দ্রিয়গণও আছে এবং কিছু গুণও আছে, উহাদের কিরূপে দেখা যায়—উহাদের মধ্যে কি কি মহাভূত-সকলের কার্য, ইহা জানিতে পারা যায়? ৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—আমি এই বিষয়ের ক্রমশঃ ও যথাযথ রূপে প্রতিপাদন করিব। এই সমস্ত বিষয় তত্ত্বতঃ যেরূপ, সেই সব তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ৮

শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শরীরের সমস্ত ছিদ্র—এই তিন বস্তু আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ এই তিনটি বায়ুর গুণ (কার্য)। ৯

রূপ, নেত্র ও জঠরানল—এই তিন প্রকারে অগ্নিরই কার্য বিহিত হইয়াছে। রস, রসনা ও স্নেহ এই তিনটি জলের কার্য। ১০

গন্ধ, নাসিকা ও শরীর—এই তিনটি ভূমির গুণ। এইরূপে ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এই শরীর পাঞ্চভৌতিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

বায়োঃ স্পর্শো রসোঽদ্ভ্যশ্চ জ্যোতিষো রূপমুচ্যতে।
আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ ॥১২

মনো বুদ্ধিঃ স্বভাবশ্চ ত্রয় এতে স্বযোনিজাঃ।
ন গুণানতিবর্তন্তে গুণেভ্যঃ পরমাগতাঃ ॥ ১৩

যথা কূর্ম ইহাঙ্গানি প্রসার্য বিনিযচ্ছতি।
এবমেবেন্দ্রিয়গ্রামং বুদ্ধিঃ স্রষ্টা নিযচ্ছতি ॥ ১৪

যদূর্ধ্বং পাদতলয়োরবাঙ্মূর্ধ্নশ্চ পশ্যতি।
এতস্মিন্নেব কৃৎস্নো হি বর্ততে বুদ্ধিরুত্তমা ॥ ১৫

গুণান্ নেনীয়তে বুদ্ধির্বুদ্ধিরেবেন্দ্রিয়াণি চ।
মনঃষষ্ঠানি সর্বাণি বুদ্ধাভাবে কুতো গুণাঃ ॥ ১৬

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ ষষ্ঠঃ তু মন উচ্যতে।
সপ্তমীং বুদ্ধিমেবাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞং পুনরষ্টমম্ ॥

চক্ষুস্তালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
বুদ্ধির্ব্যবসনায় সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥১৮

রজস্তমশ্চ সত্ত্বঞ্চ ত্রয় এতে স্বযোনিজাঃ
সমাঃ সর্বেষু ভূতেষু তান্ গুণানুপলক্ষয়েৎ ॥১৯

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব সংশুদ্ধং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ২০

যৎ তু সন্তাপসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেবং তত্র চাপ্যুপলক্ষয়েৎ ॥ ২১

যৎ তু সম্মোহসংযুক্তমব্যক্তবিষয়ং ভবেৎ
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ২২

প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ সাম্যং স্বস্থাত্মচিত্ততা।
অকস্মাদ্ যদি বা কস্মাদ্ বর্ততে সাত্ত্বিকা গুণাঃ ॥২৩

স্পর্শ বায়ুর, রূপ জলের এবং রূপ তেজের গুণ বলিয়া কথিত আছে। শব্দ আকাশের গুণ ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া উল্লিখিত আছে ॥ ১২

মন, বুদ্ধি ও স্বভাব (অহংভাব) এই তিনটি নিজের কারণভূত পূর্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। এই তিনটি পাঞ্চভৌতিক হইলেও এবং ভূতগণের অন্ত যে শ্রোত্রাদি কার্য, সেই সব হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও গুণসমূহকে সর্বথা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ॥১৩

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল বিস্তৃত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়সমূহের দিকে বিস্তৃত করিয়া পুনরায় উহা হইতে অপসারিত করিয়া থাকে ॥ ১৪

পদতলদ্বয়ের উপর ও মস্তকের নীচে মানুষ যাহা কিছু দর্শন করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরীরকে যে অহংভাবে দেখে, এই কার্যে উত্তম বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। ইহার তাৎপর্য হইল—শরীরের মধ্যে যে অহংভাবের অনুভব, উহা বুদ্ধিরই প্রভাব ॥ ১৫

বুদ্ধিই শব্দাদিগুণসমূহকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট বারে বারে লইয়া যায় এবং বুদ্ধিই মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় সকলের নিকট পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; যদি ইহাদের সহিত বুদ্ধি না থাকিত, তবে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কিভাবে শব্দাদি বিষয়সমূহের অনুভব হইত? মানুষের দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। ষষ্ঠ তত্ত্ব হইল মন, সপ্তম তত্ত্ব বুদ্ধি ও অষ্টম তত্ত্বকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে ॥ ১৬-১৭

চক্ষু দর্শনের কার্য করে, (ইহা উপলক্ষণ, ইহার দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও কার্য লক্ষিত হইয়াছে) মন সন্দেহ করে এবং বুদ্ধি উহার নিশ্চয় করে; কিন্তু আত্মা এ সমস্তেরই সাক্ষী বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

রজোগুণ, তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ এই তিনটি গুণ নিজের কারণভূত মূল প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। এই তিনটি গুণ সকল প্রাণীর মধ্যেই থাকে ইহাদের পরিচয় ইহাদের কার্যের দ্বারাই জানিতে হইবে ॥ ১৯

যদি নিজের মধ্যে কিছু প্রসন্নতাযুক্ত বিশুদ্ধ ও শান্তভাব লক্ষ্য করা যায়, তবে ইহা ধারণা করিবে যে, সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়াছে ॥

শরীর বা মনে যখন কোন কিছু সন্তাপযুক্ত ভাব দৃষ্টিগোচর হইবে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, রজোগুণের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যখন মনের মধ্যে মোহযুক্ত ভাব আসিয়া হইয়া উঠিবে, কোনও বিষয় স্পষ্টভাবে জানিতে পারা যাইবে না, মনে কোন তর্কেরও উদয় হইবে না এবং কোনরূপেই কোন কিছু বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে না, তখনই ধারণা করিতে হইবে যে, তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ॥ ২২

যখন অতিশয় হর্ষ, প্রেম, আনন্দ, সমতা ও স্বস্থচিত্ততা—এই সব সদ্‌গুণ অকস্মাৎ বা কোন কারণবশতঃ বিকসিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্তই সাত্ত্বিক গুণ ॥ ২৩

অভিমানো মৃষাবাদো লোভো মোহস্তথাক্ষমা
লিঙ্গানি রজসস্তানি বর্তন্তে হেতুহেতুতঃ ॥ ২৪
তথা মোহঃ প্রমাদশ্চ নিদ্রা তন্দ্রাপ্রবোধিতা
কথঞ্চিদভিবর্তন্তে বিজ্ঞেয়াস্তামসা গুণাঃ ॥ ২৫

অভিমান, অসত্যভাষণ, লোভ, মোহ ও অসহনশীলতা—এই সব দোষ যদি কোন কারণবশতঃ উপস্থিত হয় অথবা বিনা কারণেই উৎপন্ন হয়, তবে এসব রজোগুণের চিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। ২৪

তথা মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও অজ্ঞান—যে কোনও কারণে উপস্থিত হয়, তবে উহাদিগকে তমোগুণের কার্য্য বলিয়া জানিবে। ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক সপ্ত চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বম্ প্রকৃতি-পুরুষয়োর্বিচারশ্চ

ব্যাস উবাচ।

মনো বিসৃজতে ভাবং বুদ্ধিরধ্যবসায়িনী
হৃদয়ং প্রিয়াপ্রিয়ে বেদ ত্রিবিধা কর্মচোদনা ॥ ১
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ পরমং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা পরো মতঃ ॥ ২
বুদ্ধেরাত্মা মনুষ্যস্য বুদ্ধিরেবাত্মনাঽঽত্মনি
যদা বিকুরুতে ভাবং তদা ভবতি সা মনঃ ॥ ৩

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা ও প্রকৃতি-পুরুষের বিচার]

ব্যাসদেব বলিলেন,—কর্ম্ম করা বিষয়ে তিন প্রকার প্রেরণা হয়। প্রথম মন সঙ্কল্পমাত্রেই নানাপ্রকার ভাব সৃষ্টি করে, বুদ্ধি উহার নিশ্চয় করে। তারপর হৃদয় উহার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা অনুভব করে (ইহার পর কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়)। ১

নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা তাহাদের রূপাদি বিষয় সমূহ বলবান্ (কারণ উহারা সবলে ইন্দ্রিয়দিগকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়), সেই বিষয়সমূহ হইতে মন বলবান্ (কারণ, এই মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সকল হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ), মন হইতে বুদ্ধি বলবান্, যেহেতু বুদ্ধি মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ) এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা বলবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন (কারণ, তিনি বুদ্ধিকে 'সব' করিয়া তাহাকে স্বাধীন করিতে সমর্থ)। ২

বুদ্ধি হইল প্রাণিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিষ্ঠাত্রী, সেইজন্য ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবাদ্ বুদ্ধিবিক্রিয়তে হ্যতঃ
পৃথগ্ভূতা ভবতি শ্রোত্রং স্পৃশতি স্পর্শ উচ্যতে ॥ ৪
পশ্যতী ভবতে দৃষ্টী রসতী রসনং ভবেৎ।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং বুদ্ধির্বিক্রিয়তে পৃথক্ ॥ ৫
ইন্দ্রিয়াণি তু তান্যাহুস্তেষদ্রষ্টোঽধিতিষ্ঠতি
তিষ্ঠতো পুরুষে বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ত্ততে ॥ ৬

এই বুদ্ধি জীবাত্মারই জন্য তাহাদের আত্মা বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধিই স্বয়ং নিজের মনে যখন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবার জন্য বিকৃতা হইয়া নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, তখন উহা মন হইয়া যায়। ৩

ইন্দ্রিয়গণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্, সেইজন্য তাহাদের ক্রিয়াসমূহও পৃথক্ পৃথক্ অতএব ইহাদেরই জন্য বুদ্ধি নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে এই বুদ্ধিই যখন শ্রবণ করে, তখন তাহাকে শ্রোত্র বলা হয় এবং যখন স্পর্শ করে, তখন স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্ নামে কথিত হয়। ৪

উহাই দর্শন করিবার সময় নেত্র ও রসাস্বাদনের সময় রসনা হইয়া যায়। যখন সে গন্ধ আঘ্রাণ করে, তখন তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা বলা হয়। এইভাবে বুদ্ধিই পৃথক্ পৃথক্ বিকৃত হইয়া যায়। ৫

বুদ্ধির এই সব বিকারকেই ইন্দ্রিয় বলে। অতএব জীবাত্মা এই সবেই অধিষ্ঠিত আছেন। বুদ্ধি এই জীবাত্মাতেই অবস্থান করিয়া সাত্ত্বিকাদি ত্রিভাবে বিদ্যমান থাকে। ৬

কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদপি শোচতি
ন সুখেন ন দুঃখেন কদাচিদিহ যুজ্যতে ॥ ৭

সেয়ং ভাবাত্মিকা ভাবাংস্ত্রীনেতানতিবর্ততে
সরিতাং সাগরো ভর্তা মহাবেলামিবোর্মিমান্ ॥ ৮

যদা প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা ভবতি সা মনঃ।
অধিষ্ঠানানি বৈ বুদ্ধ্যাঃ পৃথগেতানি সংশ্রয়েৎ ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব মেধ্যানি বিদ্যেতব্যানি কৃৎস্নশঃ ॥ ৯

সর্বাণ্যেবানুপূর্ব্যেণ যদ্ যদানুবিধীয়তে
অবিভাগগতা বুদ্ধির্ভাবে মনসি বর্ততে ॥ ১০

যে চৈব ভাবা বর্তন্তে সর্ব এবেহ তে ত্রিষু।
অন্যথাঃ সম্প্রবর্তন্তে রথনেমিসমা ইব ॥ ১১

প্রদীপার্থং মনঃ কুর্যাদিন্দ্রিয়ৈর্যুক্তিসংযুতৈঃ
নিশ্চয়ন্তির্যথাযোগমুদাসীনৈর্গৃহস্থকৈঃ ॥ ১২

এবং স্বভাবমেবেদমিতি বিদ্বান্ ন মুহ্যতি।
অশোচন্নপ্রহৃষ্যংশ্চ হি নিত্যং বিগতমৎসরঃ ॥ ১৩

ন চাক্ষ্যা শক্যতে দ্রষ্টুমিন্দ্রিয়ৈঃ কামগোচরৈঃ।
প্রবর্তমানৈরনঘে দুষ্করৈরকৃতাত্মভিঃ ॥ ১৪

তেষাং তু মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্ নিগচ্ছতি।
তদা প্রকাশতেঽত্মাত্মা দীপদীপ্তা যথাঽঽকৃতিঃ ॥ ১৫

সর্বেষামেব ভূতানাং তমস্তপগতে যথা
প্রকাশঃ ভবতে সর্বং তদ্বেদমুপধার্যতাম্ ॥ ১৬

যথা বারিচরঃ পক্ষী ন লিপ্যতি জলে চরন্।
বিমুক্তাত্মা তথা যোগী গুণদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৭

এই হেতু যে কখনও প্রেম এবং প্রসন্নতা লাভ করে (ইহা তাহার সাত্ত্বিকভাব), কখনও শোকে নিমগ্ন হইয়া যায় (ইহা তাহার রাজস ভাব) এবং কখনও সুখে যুক্ত হয় না এবং কখনও দুঃখেও যুক্ত হয় না, তাহার উপর মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে (ইহা তাহার তামসভাব)। ৭

যেরূপ উত্তাল তরঙ্গসমূহে যুক্ত নদীগণের পতি সমুদ্র কখনও কখনও নিজের বিশাল তটভূমিকেও লঙ্ঘন করিয়া যায়, সেইরূপ এই ভাবাত্মিকা বুদ্ধি চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগে অবস্থান করত এই তিন ভাব লঙ্ঘন করিয়া যায়। ৮

মানুষ যখন কোন বস্তুর অভিলাষ করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই যে সব পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ ভাব রহিয়াছে, ইহাদিগকে বুদ্ধিরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। 'মেধা' বলে উপাধির জ্ঞানকে, উহাতে হিতকর বা সহায়ক হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণকে 'মেধ্য' বলা হইয়া থাকে। যোগীর সমস্ত ইন্দ্রিয়-দিগকেই জয় করা উচিত। ৯

বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত গমন করে, তখন প্রথমে পৃথক্ না থাকিলেও সেই বুদ্ধি সঙ্কল্পাত্মক মন ও ঘটাদি পদার্থসমূহে উপস্থিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা অনুগৃহীত হইলেই সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত ঘট-পটাদিকে ক্রমশঃ গ্রহণ করে। ১০

জগতে যে সব নানা ভাব আছে, তৎ সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস - এই তিন ভাবের অন্তর্গত। যেরূপ অরসকল রথের নেমিতে যুক্ত থাকে, সেইরূপ সকল ভাব সাত্ত্বিকাদি গুণসমূহের অনুগামী হয়। ১১

বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠানে স্থিত উদাসীনভাবে স্বভাবানুসারে যথাসম্ভব বিষয়ের দিকে গমনকারী ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা মন দীপের কার্য করে অর্থাৎ যেরূপ দীপ নিজের প্রভার দ্বারা ঘট-পটাদি বস্তুসমূহ প্রকাশিত করে, সেইরূপ মন বেদাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ঘট-পটাদি বস্তুসমূহ দর্শন ও গ্রহণ করে। ১২

এই জগতের এইরূপই পরিবর্তনস্বভাব, ইহা যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ কখনও মোহে পতিত হন না, ধৈর্য-লোপ করেন না এবং ঈর্ষা-দ্বেষাদিরহিত হইয়া যান। ১৩

যাহারা দুষ্কর্মপরায়ণ ও অশুদ্ধচিত্ত, সেই অজ্ঞান মানুষ অজ্ঞান-পূর্বক মনোবাঞ্ছিত বিষয়সমূহে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আত্মার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৪

কিন্তু যখন মানুষ নিজের মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণের রশ্মি (লাগাম) সংযত করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে সর্বতোভাবে সংযত রাখেন, তখন তাঁহার জ্ঞানের প্রকাশে আত্মার দর্শন সেইভাবে হইয়া থাকে, যেরূপ দীপের প্রকাশে বস্তুর আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫

যেরূপ অন্ধকার দূর হইলে সব সমস্ত প্রাণীর নিকটে প্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ ইহা নিশ্চিতরূপে জান যে, অজ্ঞানের নাশ হইলে পর জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ১৬

যেরূপ জলচরপক্ষী জলে বিচরণ করিয়া জললিপ্ত হয় না, সেইরূপ মুক্তাত্মা যোগী সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক গুণ-দোষ সমূহে লিপ্ত হন না। ১৭

এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ন দোষৈর্বিষয়ান্তরম্
অসজ্জমানঃ সর্বেষু কথঞ্চন ন লিপ্যতে ॥
ত্যক্ত্বা পূর্বকৃতং কর্ম রক্ষির্থং সদাঽঽত্মনি
সর্বভূতাত্মভূতস্য গুণবর্গৈরসজ্জতঃ ॥ ১
সজ্জমানা প্রসরতি গুণান্ বাপি কদাচন।
ন গুণা বিদুরাত্মানং গুণান্ বেদ স সর্বদা ॥ ১০
পরিদ্রষ্টা গুণানাঞ্চ পরিদ্রষ্টা যথাতথম্
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরেতদন্তরং বিদ্ধি সূনৃতে ॥ ১১
সৃজতেঽত্র গুণানেকো ন সৃজতে গুণান্ পৃথগ্ভূতৌ প্রকৃত্যা তৌ সম্প্রযুক্তৌ চ সর্বদা ॥ ১২
যথা মৎস্যোঽম্বুচরাঃ স্যাৎ সম্প্রযুক্তৌ তথৈব তৌ
মশকোঽম্বুচরো বাপি সম্প্রযুক্তৌ যথা সহ ॥ ১৩
ইষীকা বা যথা মূঞ্জে পৃথক্ বা সহ চৈব চ।
তথৈব সহিতাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৮

এইভাবে যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে, তিনি ইষ্ট পুত্রাদি সম্বন্ধে মুক্ত থাকিলেও তাহাদের প্রতি আসক্তি না থাকায় বিষয় সমূহ উপভোগ করিতে করিতে কোনরূপ দোষেই লিপ্ত হন না। ১৮

যিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মসমূহের সংস্কার ত্যাগ করত সর্বদা পরমাত্মাতেই অনুরক্ত থাকেন, তিনি সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা হইয়া যান এবং বিষয়সমূহে কখনও আসক্ত হন না। ১৯

জীবাত্মা কখনও বুদ্ধির দিকে প্রসারিত হন এবং কখনও গুণসমূহের দিকে আকৃষ্ট হন। গুণসকল আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা সমস্ত গুণকেই জানেন, কারণ, তিনি গুণসকলের দ্রষ্টা ও যথাযথভাবে দ্রষ্টাও। যদিও বুদ্ধি এবং ক্ষেত্রজ আত্মা উভয়েই সূক্ষ্ম বস্তু, তথাপি তাঁহাদের উভয়ের এই পার্থক্য বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধি দৃশ্য এবং আত্মা

এই উভয়ের মধ্যে এক। বুদ্ধি গুণসমূহের সৃষ্টি করে এবং অন্য (আত্মা) গুণসকলের সৃষ্টি করেন না। ইহারা উভয়ে স্বরূপতঃ পরস্পর পৃথক্, কিন্তু সর্বদা উভয়ে সংযুক্ত থাকেন। ২২

যেরূপ মৎস্য জল হইতে ভিন্ন, তথাপি উহারা পরস্পর একত্রে সংযুক্ত থাকে, যেরূপ মশক ও উহার জুড়ুর পরস্পর পৃথক্ হইলেও সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজকেও বুঝিতে হইবে। ২৩

যেরূপ মুঞ্জ তৃণের ভিতর যে শিকা নির্মিত হয়, উহা পরস্পর পৃথক্ হইয়াও একত্রে উভয়ে অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ আত্মা সর্বদা পরস্পর পৃথক্ হইলেও উভয়ে পরস্পর একত্রে অবস্থান করেন এবং পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত। ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক
অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জ্ঞানস্য সাধনকথনম্, জ্ঞানিনো লক্ষণস্য মহিম্নশ্চ বর্ণনম্]

ব্যাস উবাচ।

সৃজতে তু গুণান্ সত্ত্বঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বধিতিষ্ঠতি
গুণান্ বিক্রিয়তঃ সর্বানুদাসীনবদীশ্বরঃ ॥ ১
স্বভাবযুক্তং তং সর্বং যদিদান্ সৃজতে গুণান্।
ঊর্ণনাভিযথা সূত্রং সৃজতে তদ্গুণাংস্তথা ॥ ২

একোনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[জ্ঞানের সাধনকথন ও জ্ঞানীর লক্ষণ এবং মহিমাবর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—প্রকৃতিই গুণসকলকে সৃষ্টি করে। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা উদাসীনের ন্যায় সেই সব বিকারশীল গুণকে দর্শন করিতে থাকেন। তিনি স্বাধীন ও ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতা। ১

যেরূপ মাকড়সা নিজের দেহ হইতে তন্তুসমূহের সৃষ্টি করে, সেইরূপ প্রকৃতিও সমস্ত ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ উৎপন্ন করে। প্রকৃতি যে এই সব বিষয় সৃষ্টি করে, তৎসমস্তই তাঁহার স্বভাব হইতেই হইয়া থাকে। ২

প্রধ্বস্তা ন নিবর্তন্তে প্রবৃত্তিরোপলভ্যতে
এবমেকে ব্যবস্যন্তি বিনিবৃত্তিরিতি চাপরে ॥ ৩
উভয়ং সম্প্রধার্য্যৈতদ্ব্যবস্যেদ্ যথামতি
অনেনৈব বিধানেন ভবেদ্ গর্ভশয়ো মহান্ ॥ ৪
অনাদিনিধনো হ্যাত্মা তং বুদ্ধ্বা বিচরেন্নরঃ
অক্রুধ্যন্নপ্রহৃষ্যংশ্চ নিত্যং বিগতমৎসরঃ ॥৫
ইত্যেবং হৃদয়গ্রন্থিং বুদ্ধিচিন্তাময়ং দৃঢ়ম্
অনিত্যং সুখমাসীত অশোচংশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৬
তাবেতাবুভৌ প্রচ্যুতাঃ পৃথ্যা সর্বা পূর্ণা নদীঃ নরাঃ।
অবগাঢ়া হ্রদিষ্বাংসো বিন্দতি লোকমিমং তথা ॥ ৭
ন তু তামাত্তি বৈ বিদ্বান্ স্থলে চরতি তত্ত্ববিৎ
এবং সো বিন্দতেঽত্মানং কেবলং জ্ঞানমাত্মনঃ ॥ ৮
এবং বুদ্ধ্বা নরঃ সর্বং ভূতানামাগতিং গতিম্।
সমবেক্ষ্য চ বৈষম্যং লভতে শমমুত্তমম্ ॥ ৯
এতদ্ বৈ তুল্যসামর্থ্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ
আত্মজ্ঞানং শমশ্চৈব পর্য্যাপ্তং তৎপরায়ণম্ ॥ ১০
এতদ্ বুদ্ধ্বা ভবেদ্ বুদ্ধঃ কিমন্যদ্ বুদ্ধলক্ষণম্
বিজ্ঞায়ৈতদ্ বিমুচ্যন্তে কৃতকৃত্যা মনীষিণঃ ॥ ১১
ন ভবন্তি বিমূঢ়াঃ মহদ্ভয়ঃ
পদবিমূঢ়াঃ সুমহদ্ভয়ঃ পরত্র
ন হি গতিরবিজ্ঞাতি কস্যচিদ্
ভবতি হি যা বিমূঢ়য়ঃ
লোকমাতুরমমুহ্যতে জন-
স্তং তদেব চ নিরীক্ষ্য শোচতে
তত্র পশ্য কৃপণানশোচতো
যে বিমূঢ়তমূঢ়তঃ কৃতাকৃতম্ ॥ ১০

ঐরূপের অভিমত হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যখন শুভাশুভকে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তখনও তাহারা একেবারে নষ্ট হয় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের উহার উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ সেই সবের সহিত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না। অন্য কয় ব্যক্তির এই মত যে, সর্ব্বথা উহাদের নিবৃত্তি হইয়া যায় অর্থাৎ উহাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না। ৩

এই উভয় মতের উপর নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত সিদ্ধান্তের নিশ্চয় করিবে। এইভাবে নিশ্চয় করিলে পর বারবার গর্ভে শয়নকারী জীব মহান্ হইয়া যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ৪

আত্মা অনাদি ও অনন্তহীন। তাঁহাকে জানিয়া মানুষ ক্রুদ্ধ, ক্রোধ ও ঈর্ষা-দ্বেষমুক্ত হইয়া বিচরণ করে। ৫

সাধকের কর্তব্য হইল—তিনি বুদ্ধির চিন্তাদি দ্বারা দৃঢ় হৃদয়ের অবিদ্যাময়ী অনিত্য গ্রন্থিকে পূর্বোক্তভাবে ভেদ করত শোক ও সন্দেহরহিত হইয়া সুখের সাহত পরমাত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া যাইবেন। ৬

যেরূপ সন্তরণ করিতে অনভিজ্ঞ মানুষ যদি তীরবর্ত্তী স্থান হইতে জলপূর্ণ নদীতে পতিত হয়, তবে সে যেরূপ হাবুডুবু খাইতে খাইতে অতিশয় ক্লেশ সহ্য করে, সেইরূপ অজ্ঞান মানুষ এই সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করে—এরূপ জানিবে। ৭

কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তরণ করিতে জানে, সেই ব্যক্তি কষ্টভোগ করে না। সে ত' জলের স্থলের ন্যায় চলিতে থাকে। সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সংসার-সাগর পার হইয়া যান। ৮

যে মানুষ এইরূপ সমস্ত প্রাণীর সংসারে গমনাগমনের বিষয় জানিয়া এবং তাহাদের বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। ৯

বিশেষরূপে ব্রাহ্মণে ও সমান ভাবে মানুষমাত্রেই এই জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতসিদ্ধ হওয়া যায়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম এবং আত্মজ্ঞান মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত সাধন। ১০

মন ও আত্মতত্ত্ব জানিয়া মানুষ শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া যান। জ্ঞানীর ইহা ব্যতীত আর কি লক্ষণ হইতে পারে? বুদ্ধিমান্ মানুষ এই আত্মতত্ত্ব জানিয়া কৃতার্থ ও মুক্ত হইয়া থাকেন। ১১

পরলোকে যে অজ্ঞান মনুষ্যগণের অত্যন্ত ভয় প্রাপ্তি হয়, সেই ভয়ভীত জ্ঞানী পুরুষদিগের হয় না। জ্ঞানীর যে সনাতন গতিলাভ হয়, উহা অপেক্ষা উত্তম গতি অন্য আর কেহই প্রাপ্ত হন না।

কেহ কেহ মনুষ্যগণকে দুঃখী ও রোগী দেখিয়া তাহাদিগকে ভোগ দিয়া থাকেন এবং অপরে আবার তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া শোক করেন। কিন্তু যিনি কার্য্য ও কারণ এই উভয় তত্ত্ব জানেন, তিনি শোক করেন না। তুমি সেই সব মনুষ্যগণের উদ্ধার কল্যাণকর বলিয়া বুঝিবে। ১০

যৎ করোত্যনভিসন্ধিপূর্বকং
তচ্চ নির্দুষতি তং পুরাকৃতম্ ।
ন প্রিয়ং তদ্ধৃতয়ং ন চাপ্রিয়ং
তস্য তজ্জনয়তীহ দুর্বপুঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে একোন-
পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯

কর্মপরায়ণ মানুষ নিষ্কামভাবে যে কর্ম করে, উহা পূর্বে কৃত সকাম বা অকৃত কর্মসকলকেও নষ্ট করে ; এইরূপ কর্মকারী সাধকের কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাহার কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ উভয়ই করিতে পারে না । ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পরমাত্মনঃ প্রাপ্তিসাধনকথনম্, সংসারনদীবর্ণনম্, জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকথনঞ্চ

শুক উবাচ ।

যস্মাদ্ ধর্মাৎ পরো ধর্মো বিদ্যতে নেহ কশ্চন
যো বিশিষ্টশ্চ ধর্মেভ্যস্তং ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

ধর্মং তে সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণমৃষিভিঃ কৃতম্ ।
বিশিষ্টং সর্বধর্মেভ্যস্তমিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বুদ্ধ্যা সংযম্য যত্নতঃ ।
সর্বতো নিষ্পতিষ্যূনি পিতা বালানিবাত্মজান ॥
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে ॥ ৪
তানি সর্বাণি সংহৃত্য মনঃষষ্ঠানি মেধয়া
আত্মতৃপ্ত ইবাসীত বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ৫
গোচরেভ্যো নিবৃত্তানি যদা স্থাস্যন্তি বেশ্মনি ।
তদা তমাত্মনাঽঽত্মানঃ পরং দ্রক্ষ্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬
সর্বাত্মানং মহাত্মানং বিধূমমিব পাবকম্
তং পশ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ ॥ ৭
যথা পুষ্পফলোপেতো বহুশাখো মহাদ্রুমঃ ।
আত্মনো নাভিজানীতে ক্ব মে পুষ্পং ক্ব মে ফলম্ ॥ ৮

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

[পরমাত্মার প্রাপ্তির সাধনকথন, সংসার-নদীবর্ণন এবং জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকথন]

শুকদেব বলিলেন,—এ জগতে যে ধর্ম অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই এবং যাহা সর্বধর্মময়ে উত্তম, উহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন । ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—আমি ঋষিগণ কর্তৃক কথিত ও সর্বধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ সেই প্রাচীন ধর্ম এক্ষণে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । ২

যেরূপ পিতা নিজের শিশু পুত্রদিগকে সংযত করিয়া রাখেন, সেইরূপ মানুষের কর্তব্য হইল—তিনি সর্ব বিষয়ের দিকেই ধাবমান নিজের শ্রমযুক্তনশীল ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধির দ্বারা যত্ন সহকারে সংযত করিবেন । ৩

মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা ; উহাই সমস্ত ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠতম পরম ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ৪

মন সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধির দ্বারা স্থির করত যত কিছু চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা না করিয়া সাধক নিজের আত্মাতেই যেন তৃপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চল হইয়া যাইবেন । ৫

যে সময় ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজেদের নিবাস স্থানে অবস্থান করিবে, সেই সময় তুমি স্বয়ংই সেই সনাতন পরমাত্মার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইবে ।৬

বৃহদীন অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ময়ান সেই পরমেশ্বরই সকলের আত্মা ও পরম ধনম্ । যতাত্মা এবং জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন । ৭

যেরূপ ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ অনেক শাখাসমূহে যুক্ত বিশাল বৃক্ষ নিজেই বিষয়ে ইহা জানিতে পারে না যে, কোথায় আমার পুষ্প ও কোথায় আমার ফল সেইরূপ জীবাত্মা ইহা জানিতে পারেন না যে, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব ? কিন্তু শরীরে জীব হইতে পৃথক্ অন্য এক পরমাত্মা

এবমাত্মা ন জানীতে ক গমিষ্যে কুতস্বহম্।
অন্যো ক্ষেত্রান্তরাত্মাস্তি যঃ সর্বমনুপশ্যতি ॥ ৯
জ্ঞানদীপেন দীপ্তেন পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি
দৃষ্ট্বা তমাত্মনাঽঽত্মানং নিরাত্মা ভব সর্ববিৎ ॥
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো মুক্তশ্চ ইব রোগতঃ
পরাং বুদ্ধিমবাপ্যোহ বিপাপ্মা বিগতজ্বরঃ ॥ ১১
সর্বতঃস্রোতসং ঘোরাং নদীং লোকপ্রবাহিনীম্
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহবতীং মনঃ সঙ্কল্পরোধসম্ ॥ ১২
লোভমোহতৃণচ্ছন্নাং কামক্রোধসরীসৃপাম্
সত্যতীর্থামৃজুক্রোতাং ক্রোধপঙ্কাং সরিদ্বরাম্ ॥ ১৩
অব্যক্তপ্রভবাং শীঘ্রাং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ
প্রতরস্ব নদীং বুদ্ধ্যা কামগ্রাহসমাকুলাম্ ॥ ১
সংসারসাগরসমাং যোনিপাতালদুস্তরাম্।

আত্মকর্মোদ্ভবাং তাত জিহ্বাবর্তাং দুরাসদাম্ ॥ ১৫
যাং তরন্তি কৃতপ্রজ্ঞা ধৃতিমন্তো মনীষিণঃ।
তাং তীর্ণঃ সর্বতো মুক্তো বিধূতাত্মাঽঽত্মবিচ্ছুচিঃ ॥ ১৬
উত্তমাং বুদ্ধিমাস্থায় ব্রহ্মভূয়ায় ভবিষ্যসি
সন্তীর্ণঃ সর্বসংসারাৎ প্রসন্নাত্মা বিকল্মষঃ ॥ ১৭
ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পর্বতস্থো নিশাময়।
অক্রুধ্যন্নপ্রহৃষ্যংশ্চ ন নৃশংসমতিস্তথা ॥ ১৮
ততো ব্রহ্মাসি সর্বেষাং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
এবং বৈ সর্বভূতেভ্যো বিশিষ্টঃ মেনিরে বুধাঃ।
ধর্মং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৯
আত্মনো ব্যাপিনো জ্ঞানমিদং পুত্রানুশাসনম্।
প্রবক্তব্যং প্রবক্তব্যং হিতায়ানুগতায় চ ॥ ২০
আত্মজ্ঞানমিদং গুহ্যং সর্বগুহ্যতমং মহৎ।
অক্রবং যদহং তাত আত্মসাক্ষিকমঞ্জসা ॥ ২১

আছেন, যিনি সকলকে সর্বপ্রকারে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ৮-৯

মানুষ প্রজ্বলিত জ্ঞানময় প্রদীপের দ্বারা নিজেরই মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন সেইরূপ তুমিও আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া সর্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞান-রহিত হও। ১০

যোলোস-মুক্ত সর্পের ন্যায় তুমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম বুদ্ধি লাভ করত এ সংসারে পাপ ও চিন্তাহীন হইয়া যাও। ১১

এই সংসার এক ভয়ঙ্করী নদী। ইহা সম্পূর্ণ লোকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার স্রোত সকল দিকে বহিয়া যাইতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা) ইহার মধ্যে পঞ্চ হিংস্র জলজন্তু। মনের সঙ্কল্পই ইহার তীর। লোভ ও মোহরূপী তৃণ ইহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কাম ও ক্রোধ ইহাতে সর্পের ন্যায় বাস করিতেছে। সত্য ইহার তীর্থ (ঘাট), মিথ্যা ইহার স্রোত এবং ক্রোধ ইহার পঙ্ক। এই নদী পঙ্ক নদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা অব্যক্ত প্রকৃতিরূপী পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার জলের বেগ অতিশয় প্রখর। অজিতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে ইহাকে পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইহার মধ্যে কামরূপ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) সর্বদিকে পূর্ণ। এই নদী সংসার-সাগরে যাইয়া বিলিপ্ত হইয়াছে। বাসনারূপী প্রচণ্ড বেগের জন্য ইহাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। বৎস! এই সংসার-নদী নিজেরই কর্মফলের দ্বারা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা ঘূর্ণী এবং ইহাকে সন্তরণ করা দুষ্কর। তুমি নিজের বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা এই নদী পার হইয়া যাও। ১২-১৫

ধৈর্যশালী মনীষী ও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণ যে নদী পার হইয়া যান, তুমিও সেই নদী পার হও। সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া যাও। উত্তম বুদ্ধির (জ্ঞানের) আশ্রয় গ্রহণ করত তুমি সর্বপ্রকার সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং নিষ্পাপ ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে। ১৬-১৭

যেরূপ পর্বতের শিখরে অবস্থিত মানুষ ধরাতলে স্থিত সমস্ত প্রাণীকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পায়, সেইরূপ তুমিও জ্ঞানরূপী পর্বতে আরোহণ করত সমস্ত প্রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। ক্রোধ ও হর্ষহীন হইয়া যাও এবং ক্রূরবুদ্ধিরহিত হও। ১৮

এরূপ করিলে তুমি সমস্ত কৃতপদার্থের উৎপত্তি ও প্রলয় দেখিতে সমর্থ হইবে। বস্তুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মুনিগণ এই পথকে সকল প্রাণীর পক্ষেই সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন। ১৯

পুত্র শুক! এই উপদেশ ব্যাপক আত্মার জ্ঞানপ্রদ। যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত, হিতৈষী ও অনুগত ভক্ত, তাঁহারই নিকট এই বস্তু বর্ণনা করিবে। ২০

এই শ্রেণীর আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর ও মহান্। তাত! আমি যাহার উপদেশ করিয়াছি, ইহা যথাযথভাবে আমার স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুভবলব্ধ জ্ঞান। ২১

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চেদং নপুংসকম্ ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১১
নৈতজ্ জ্ঞাত্বা পুমান্ স্ত্রী বা পুনর্ভবমবাপ্নুতে ।
অতত্ত্বপ্রতিপত্তার্থমেতদ্ ধর্মং বিধীয়তে ॥ ১৩
যথা মত্তানি সর্বাণি তথৈতানি যথা তথা ।
কথিতানি ময়া পুত্র তবন্তি ন তবন্তি চ ॥ ১৪

দুঃখ ও সুখহীন এবং কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ ব্রহ্ম ও না স্ত্রী, না পুরুষ ও না ক্লীব ॥ ১১

পুরুষ বা স্ত্রী যিনিই এই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহাকে পুনরায় এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না অপুনর্ভব-স্থিতি প্রাপ্ত হইবার জন্যই এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ধর্ম বিহিত হইয়াছে ॥ ১৩

পুত্র ! সর্বপ্রকার ধর্ম যেভাবে আছে, সেইভাবেই আমি তৎ প্রীতিযুক্তেন গুণান্বিতেন
পুত্রেণ সৎপুত্র দয়ান্বিতেন ।
পৃষ্টো হি সম্প্রীতমনা যথার্থং
ব্রূয়াৎ গুরুস্তেষ বদুক্তমেতৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০

আমি তোমার নিকট যথাযথরূপে বর্ণনা করিলাম যাঁহারা এই মতসকল অনুসরণ করেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া যান, যাহারা ইহার অনুসরণ করে না, তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ১৪

সৎপুত্র গুরুদেব : প্রীতিযুক্ত, গুণবান্ ও স্নিগ্ধচিত্ত পুত্র যদি প্রশ্ন করেন, তবে পিতা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া সেই জিজ্ঞাসু পুত্রের নিকট আমার কথিত যথাযথরূপে এই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন ॥ ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মজ-ব্রাহ্মণ-লক্ষণস্য পরব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়স্য চ বর্ণনম্]

ব্যাস উবাচ

গন্ধান্ রসান্ নাদ্যুক্ত্যাৎ সুখং বা
নালঙ্কারাংশ্চাদ্যুক্ত্যাৎ তত্র তত্র
মানঞ্চ কীর্তিঞ্চ যশশ্চ নেচ্ছেৎ
স বৈ প্রচারঃ পদ্মতো ব্রাহ্মণস্য
সর্বান্ বেদানধীয়ীত গুরুমূর্ত্যর্চয়াবান্ ।
ঋচো যজূংষি সামানি ন তেন ন স বৈ দ্বিজঃ ॥ ১
জাতিবৎ সর্বভূতানাং সর্ববিৎ সর্বদর্শিবিৎ ।
নাকামো ম্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ বৈ দ্বিজঃ ॥ ৩
ইষ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রাপ্য ক্রতূংশ্চৈবাপ্তদক্ষিণান্ ।
প্রাপ্নোতি নৈব ব্রাহ্মণ্যমবিধানাৎ কথঞ্চন ॥ ৪

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[ব্রহ্মজ ব্রাহ্মণের লক্ষণ এবং পরব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন ।

ব্যাসদেব বলিলেন,—সাধকের কর্তব্য হইল—তিনি গন্ধ ও রসাদি উপভোগ করিবেন না, বিষয়সেবনজনিত সুখের দিকে যাইবেন না, অর্থাদিনির্মিত সুন্দর সুন্দর আভরণসমূহ ধারণ করিবেন না এবং মান, কীর্তি ও যশের ইচ্ছা রাখিবেন না। ইহাই হইল জ্ঞানী ব্রাহ্মণের আচার ॥ ১

যিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করেন, গুরুসেবায় নিরত থাকেন, ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন এবং ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন, এই সব লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, পরন্তু তিনিই মুখ্য ব্রাহ্মণ ॥ ২

যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে নিজের জাতিভুক্ত মনে করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন, জানিবার যোগ্য সমস্ত তত্ত্ব জানেন এবং সকল বেদের তত্ত্বজ্ঞ ও কামনাহীন, তিনি কখনও মৃত্যু প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে সর্বদার জন্য মুক্ত হইয়া যান। এই লক্ষণসমন্বিত পুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, একথা নহে, কিন্তু তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥ ৩

নানাবিধ যাগ (সোমযুক্ত যজ্ঞ যাগ) ও প্রকৃত দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুসকলের (সোমহীন যজ্ঞ-ক্রতু) অনুষ্ঠান করিলেও ব্রাহ্মণ্য বিনা বিধানে অর্থাৎ বেদ ও নিয়ম কর্মের অনুসরণ না করিলে কাহারও কোনরূপেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না ॥ ৪

যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৫
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষু পাপকম্।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৬
কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্
কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৭
কামতো মুচ্যমানস্তু মুক্তাভ্যামিব চন্দ্রমাঃ।
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্ ধীরো ধৈর্যেণ বর্ততে ॥৮
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামঃ ॥ ৯
স কামকান্তো ন তু কামকামঃ
স বৈ কামাং স্বর্গমুপৈতি দেহী ॥১০

যে সময় সাধক অপর প্রাণী হইতে ভীত হন না ও অপর প্রাণীও তাঁহা হইতে ভীত হয় না এবং যখন তিনি ইচ্ছা ও দ্বেষ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিবেন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। ৫

যখন সাধক মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোন প্রাণীরই অপকার করিবার ভাব নিজের মনে পোষণ করেন না, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। ৬

জগতে কামনাই একমাত্র বন্ধন, এখানে আর অন্য কোন বন্ধন নাই। যিনি কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। ৭

কামনা হইতে মুক্ত রজোগুণরহিত ধীর পুরুষ মুক্ত মেঘ হইতে নির্গত চন্দ্রের ন্যায় নির্মল হইয়া ধৈর্য সহকারে কালের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ৮

যেরূপ নদীসমূহের জল সলিলে পরিপূর্ণ ও অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রে তাহাকে বিচলিত না করিয়াই প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সর্বপ্রকার ভোগ যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে কোনরূপ বিকার উৎপন্ন না করিয়াই প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেই পুরুষই পরম শান্তিলাভ করেন, ভোগকারী নহে। ৯

ভোগই সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে কামনা করে, কিন্তু তিনি ভোগ কামনা করেন না। যে ব্যক্তি ভোগকামী ও দেহাভিমানী, সেই ব্যক্তি কামনাসমূহের ফলস্বরূপ স্বর্গলোকে গমন করে। ১০

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ।
দমস্যোপনিষদ্ দানং দানস্যোপনিষৎ তপঃ ॥ ১১
তপসোপনিষৎ ত্যাগস্ত্যাগস্যোপনিষৎ সুখম্।
সুখস্যোপনিষৎ স্বর্গঃ স্বর্গস্যোপনিষচ্ছমঃ ॥ ১২
ক্রোধং শোকমনোঃ সন্তাপং তৃষ্ণয়া সহ।
সত্ত্বমিচ্ছসি সন্তোষাচ্ছান্তিলক্ষণমুত্তমম্ ॥ ১৩
বিশোকো নির্মমঃ শান্তঃ প্রসন্নাত্মা বিমৎসরঃ।
ষড়্ভির্লক্ষণবানেতৈঃ সমগ্রঃ পুনরেষ্যতি ॥ ১৪
ষড়্ভিঃ সত্ত্বগুণোপেতৈঃ প্রাপ্তৈরধিগতং ত্রিভিঃ।
যে বিদুঃ প্রেত্য চাত্মানমিহস্থাঃ তং গুণং বিদুঃ ॥ ১৫
অকৃত্রিমমসংহার্যং প্রাকৃতং নিরুপস্কৃতম্।
অধ্যাত্মং সুকৃতং প্রাপ্তঃ সুখমব্যয়মশ্নুতে ॥ ১৬

বেদের সার হইল সত্য বাক্য, সত্যের সার হইল ইন্দ্রিয়-সংযম, সংযমের সার হইল দান এবং দানের সার হইল তপস্যা। ১১

তপস্যার সার হইল ত্যাগ, ত্যাগের সার হইল সুখ, সুখের সার হইল স্বর্গ এবং স্বর্গের সার হইল শান্তি। ১২

মানুষের কর্তব্য হইল তিনি সত্ত্বগুণের সহকারে বাস করত শান্তির উত্তম উপায় সত্ত্বগুণ আশ্রয়ের ইচ্ছা করিবেন। সত্ত্বগুণ মনের ক্রোধ, শোক ও সন্তাপকে সেইভাবে প্রজ্বলিত করিয়া নষ্ট করে, যেরূপ তপ্ত জল তণ্ডুলকে পাক করিয়া থাকে। ১৩

শোকহীন, মমত্বরহিত, শান্ত, প্রসন্নচিত্ত, মাৎসর্যশূন্য ও সন্তুষ্ট—এই ছয় লক্ষণযুক্ত মানব পূর্বভাবে জন্মে তৃপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। ১৪

যে ব্যক্তি দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া সত্ত্বপ্রধান সত্তা, রজ, তম, তপস্যা, ত্যাগ ও শম এই ছয় গুণ এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ত্রিবিধ উপায়ে প্রাপ্য আত্মাকে এই দেহ থাকিতে থাকিতেই জানিতে পারেন, তিনি পরম শান্তিরূপ গুণকে প্রাপ্ত হন। ১৫

যিনি উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, স্বভাবসিদ্ধ, সংস্কারহীন ও শরীরবর্তমান সুকৃত নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তিনিই অক্ষয় সুখভাগী হইয়া থাকেন। ১৬

নিশ্চারং মনঃ কৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য চ সর্বশঃ
যাবন্ন লভতে তৃপ্তিং তদা ন শক্যোঽভিনোঽক্ষয়া ॥ ১৭
যেন তৃপ্যত্যভুঞ্জানো যেন তৃপ্যত্যবিত্তবান্
যেনাস্নেহো বলং ধত্তে যত্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৮
সংগৃহ্যাক্ষাণ্যনো দ্বারাণ্যাশিধায় বিচিন্তয়ন্
যো হ্যাস্তে ব্রাহ্মণঃ শিষ্টঃ স আত্মরতিরুচ্যতে ॥ ১৯
সমাহিতং পরে তত্ত্বে ক্ষীণকাময়মধ্বিতম্ ।
সর্বতঃ সুখমন্বেতি বপুশ্চাস্ত্রমসঃ যথা ॥ ২০
অবিশেষাণি ভূতানি গুণাংশ্চ জয়তো মুনেঃ
সুখেনাপোহ্যতে দুঃখং তাত্ত্বিকেন তমো যথা ॥ ২১

এদিক্ ওদিক্ গমন হইতে নিজের মনকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত করিবার পর মানুষ যে সন্তোষ ও সুখ লাভ করেন, উহা অন্য কোন উপায়ে লাভ করিতে তিনি সমর্থ হন না ॥ ১৭

যাহার দ্বারা মানুষ ভোজন না করিয়াও তৃপ্ত হন, যাহার দ্বারা নির্ধনত্বপূর্ণ সন্তোষ লাভ করেন এবং যাহার দ্বারা স্নেহাদি স্নিগ্ধ পদার্থ ভোগ না করিয়া নিজের মধ্যে অনন্ত বল অনুভব করেন, সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ পুরুষ ॥ ১৮

যিনি নিজের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারসমূহ সঙ্কোচভাবে রুদ্ধ করিয়া নিত্য ব্রহ্মের চিন্তা করিতে থাকেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আত্মারাম বলা হয় ॥ ১৯

যিনি নিজের কামনাসমূহ নষ্ট করিয়া পরম তত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মায় একাগ্রচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার সুখ শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিনে দিনে সর্বদিকে বর্ধিত হইতে থাকে ॥ ২০

তমশ্চিক্রান্তুকর্মাণমতিক্রান্তগুণক্রমম্ ।
ব্রাহ্মণং বিদ্যয়াপ্নিষ্টং জরামৃত্যূ ন বিন্দতঃ ॥ ২১
স সদা সর্বতো মুক্তঃ সমঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ শরীরস্থোঽভিবর্ততে ॥ ২২
কারণং পরমং প্রাপ্য অতিক্রান্তস্য কার্যতাম্ ।
পুনরাবর্তনং নাস্তি সম্প্রাপ্তস্য পরং পদম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে একপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

যেরূপ সূর্য অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রত্যাগী মুনির সুখই তাঁহার সমস্ত দুঃখকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ২১

গুণসকলের ঐশ্বর্য ও কর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া বিষয়-বাসনা-রহিত সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না ॥ ২২

যখন মানুষ সমস্ত বন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণরূপে সমভাবে অবস্থান করেন, সেই সময় এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয়সমূহ অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হন ॥ ২৩

এইভাবে যিনি পরম কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কার্যবতী প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া যান, সেই জ্ঞানী পুরুষ পরম পদে গমন করেন তাঁহাকে পুনরায় এ সংসারে আর আসিতে হয় না ॥ ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শরীরে পঞ্চমহাভূতানাং কার্য্যাণাং গুণানাঞ্চ পরিচয়ঃ]

ব্যাস উবাচ

ধর্ম্মানি মোক্ষজিজ্ঞাসুরর্থধর্ম্মানুবর্ত্তিতঃ।
বক্ত্রা গুণবতা শিষ্যঃ প্রাবয়ঃ পূর্ব্বমিদং মহৎ ॥ ১

আকাশঃ বায়ুস্তেজো জ্যোতিরাপঃ পৃথী চ পঞ্চমী।
ভাবাভাবৌ চ কালশ্চ সর্ব্বভূতেষু পঞ্চসু ॥ ২

অন্তরাত্মকমাকাশং তস্মাৎ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্
তস্য শব্দো গুণঃ বিদ্যাদ্বুদ্ধিশাস্ত্রবিধানবিৎ ॥ ৩

চরণং মারুতাদ্বেত্তি প্রাণাপানৌ চ তস্মতৌ
স্পর্শনং চেন্দ্রিয়ং বিদ্যাৎ তথা স্পর্শশ্চ তস্মতম্ ॥ ৪

তাপঃ পাকঃ প্রকাশশ্চ জ্যোতিশ্চক্ষুশ্চ পঞ্চমম্
তস্য রূপং গুণং বিদ্যাৎ তাম্রগৌরাসিতাত্মকম্ ॥ ৫

প্রক্লেদঃ ক্লেদতা স্নেহ ইত্যাপাস্তূপদিশ্যতে
অসৃঙ্মজ্জা চ মজ্জাচ শিষ্টং বিদ্যাৎ তথাত্মকম্ ॥ ৬

রসনং চেন্দ্রিয়ং জিহ্বা রসস্তাসাং গুণো মতঃ।
সঙ্ঘাতঃ পার্থিবো ধাতুরস্থিদন্তনখানি চ ॥ ৭

স্নায়ু রোম চ কেশাশ্চ শিরা স্নায়ু চ চর্ম্ম চ
ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণসংজ্ঞাতং নাসিকেত্যভিসংজ্ঞিতা ॥ ৮

গন্ধশ্চেষেন্দ্রিয়ার্থোঽয়ং বিজ্ঞেয়ঃ পৃথিবীময়ঃ
উত্তরেষু গুণাঃ সন্তি সর্ব্বসত্ত্বেষু চোত্তরাঃ ॥ ৯

পঞ্চানাং ভূতসঙ্ঘানাং সত্ত্বজ্ঞং মুনয়ো বিদুঃ
মনো নবমমেষাং তু বুদ্ধিস্তু দশমী স্মৃতা ॥ ১০

একাদশস্তনস্ত্বাত্মা স সর্ব্বঃ পর উচ্যতে।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[শরীরে পঞ্চ ভূতসকলের কার্য্য ও গুণসমূহের পরিচয়।]

ব্যাসদেব বলিলেন, যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করে এবং মোক্ষবিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়, সেই প্রধানু শিষ্যকে জ্ঞানবান্ বক্তা (উপদেষ্টা) প্রথমে এই মহত্ত্বপূর্ণ অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন ॥ ১

আকাশ, বায়ু, জল, তেজ ও পঞ্চমে পৃথিবী এবং ভাব পদার্থ অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ, লাঘব, বিশেষ, সমবায়, অভাব এবং কাল (দিক্, আত্মা ও মন) এই সব কিছুই সমস্ত পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত ॥ ২

আকাশ অন্তরাত্মস্বরূপ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশময়। শরীর-শাস্ত্রের বিধান-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মানুষ শব্দকে আকাশের গুণ বলিয়া জানেন ॥ ৩

বিচরণ করা বায়ুর কর্ম্ম। প্রাণ ও অপানও বায়ুর স্বরূপ (সমান, উদান ও ব্যানকেও বায়ুস্বরূপ বুঝিতে হইবে)। স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্) ও স্পর্শনামক গুণকেও বায়ুময়ই জানিতে হইবে ॥ ৪

তাপ, পাক, প্রকাশ ও নেত্রেন্দ্রিয়—এ সমস্ত তেজ বা অগ্নিতত্ত্বের কার্য্য। তাম্র, গৌর, তাম্রাদি বর্ণযুক্ত রূপকে উহার গুণ বলিয়া জানিবে ॥ ৫

ক্লেদন (কোন বস্তুকে গলিয়া পাক করা, যেমন চালকে পাক করিয়া তাহাতে পরিণত করা), মৃদুতা (সুকুমারতা) এবং স্নিগ্ধতা—এ সব জলের কর্ম্ম বলা হইয়াছে। রক্ত, মজ্জা ও অন্য যে সমস্ত স্নিগ্ধ পদার্থ, এই সমস্তকেই জলময় জানিবে ॥ ৬

রসনেন্দ্রিয়, জিহ্বা ও রস—এ সব জলের গুণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শরীরে যে সঙ্ঘাত বা কঠিন স্থান, উহা পৃথিবীর কার্য্য। অতএব অস্থি, দন্ত ও নখাদিকে পৃথিবীর অংশ বলিয়া জানিবে ॥ ৭

এইরূপ স্নায়ু (নাড়ি), লোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম এ সবের উৎপত্তি পৃথিবী হইতে হইয়াছে। নাসিকা নামে প্রসিদ্ধ যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, উহাও পৃথিবীরই অংশ। এই গন্ধনামক বিষয়কেও পার্থিব গুণ বলিয়াই জানিবে ॥ ৮

উত্তরোত্তর সকল ভূতেই পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতগণের গুণ বিদ্যমান আছে, (যেমন আকাশে কেবল শব্দ মাত্র গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিন গুণ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে।) ॥ ৯

মুনিগণ তাদৃশ, অজ্ঞান ও কর্ম্ম—এই তিনটিকে পঞ্চ মহাভূত-সমুদায়ের সত্ত্বজ্ঞ বলিয়া জানেন। এই তিনটিকে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মও বলে। পঞ্চ মহাভূত ও তিন সত্ত্বজ্ঞ এ সকল মিলিত-হইয়া আত্মা হইয়াছে। ইহাদের সহিত মনকে নবম ও বুদ্ধিকে দশম গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় ॥ ১০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্মনো ব্যাকরণাত্মকম্ ।
কর্মানুমানাদ্ বিজ্ঞেয়ঃ স জীবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ ॥ ১১
এভিঃ কালান্তকৈর্ভাবৈর্যঃ সর্বৈঃ সর্বমন্বিতম্
পশ্যত্যাকল্পজং কর্ম স মোহং নানুবর্ততে ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৩ ॥

অবিনাশী আত্মা হইল একাদশ তত্ত্ব। তাঁহাকেই সর্বাত্মক ও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বুদ্ধি হইল নিশ্চয়াত্মিকা, কিন্তু মন হইল—সংশয়স্বরূপ। কর্মফলের জ্ঞাতা ও কর্তা কেহই অকর্তৃত্ব হইতে পারে না, এই অনুমান জ্ঞানের দ্বারা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীবাত্মাকে বুঝিতে হইবে। ১১

যে মানুষ সম্পূর্ণ জগৎকে এই সব কালাত্মক ভাবসমূহের দ্বারা যুক্ত দেখেন ও নিষ্পাপ কর্ম করেন, তিনি কখনও মোহে পতিত হন না। ১২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[স্থূল সূক্ষ্ম কারণশরীরস্থো ভিন্নরূপো জীবাত্ম-পরমাত্মনোর্যোগেন সাক্ষাৎকারস্য বিধানবর্ণনম্

ব্যাস উবাচ ।

শরীরাদ্ বিপ্রমুক্তং হি সূক্ষ্মভূতং শরীরিণম্ ।
কর্মভিঃ পরিপশ্যন্তি শাস্ত্রোক্তৈঃ শাস্ত্রবেদিনঃ ॥ ১
যথা মরীচাঃ সহিতাশ্চরন্তি
সর্বত্র তিষ্ঠন্তি চ দৃশ্যমানাঃ
দেহৈর্বিমুক্তানি চরন্তি লোকাং-
স্তথৈব সত্ত্বাস্তমিমানুষাণি ॥ ২
প্রতিরূপং যথৈবাপ্সু তাপঃ সূর্যাস্য লক্ষ্যতে ।
সত্ত্ববংস্থ তথা সত্ত্বং প্রতিরূপং স পশ্যতি ॥ ৩

তানি সূক্ষ্মাণি সত্ত্বানি বিমুক্তানি শরীরতঃ
স্বেন সত্ত্বেন সত্ত্বজ্ঞাঃ পশ্যন্তি নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪
স্বপতাং জাগ্রতাং চৈষ সর্বেষামাত্মচিন্তিতম্
প্রধানাদ্যৈর্বিমুক্তানাং ভবতাং কর্মজং রজঃ ॥ ৫
যথাহনি তথা রাত্রৌ যথা রাত্রৌ তথাহনি
বশে তিষ্ঠতি সত্ত্বাত্মা সততং যোগযোগিনাম্ ॥ ৬
তেষাং নিত্যাঃ সদা নিত্যা ভূতাত্মা সততং গুণৈঃ
সপ্তভিস্তন্ত্রিতঃ সূক্ষ্মৈশ্চরিষ্ণুরচরাদয়ঃ ॥ ৭

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে ভিন্ন জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে যোগের দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবার প্রকার বর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহের দ্বারা স্থূল দেহ হইতে নির্গত সূক্ষ্মস্বরূপ জীবাত্মাকে দর্শন করেন। ১

যেরূপ সূর্যের কিরণাবলি পরস্পর মিলিত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে এবং অবস্থান করিতে দেখা যায়, সেইরূপ অলৌকিক জীবাত্মা স্থূল দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমস্ত লোকে গমন করেন। (ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানা যায়।) ২

যেরূপ বিভিন্ন জলাশয়সমূহের জলে সূর্যের কিরণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগী পুরুষ সকল শরীর শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে স্থিত পৃথক্ পৃথক্ জীবগণকে দর্শন করিয়া থাকে। ৩

শরীরের ভস্মসাৎ হইলে অভিজ্ঞ বিবেকিগণ সেই স্থূল শরীর হইতে নির্গত সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরযুক্ত জীবগণকে নিজের আত্মার দ্বারা দর্শন করেন। ৪

যিনি নিজের মনে চিন্তিত কর্মজনিত রজোগুণের অর্থাৎ রজোগুণজনিত কামাদি যোগবলে পরিত্যাগ করেন এবং যিনি প্রকৃতি(তামসাত্মভাব হইতেও মুক্ত, এই সব যোগপরায়ণ যোগী পুরুষগণের জীবাত্মা যেরূপ দিনে সেইরূপ রাত্রিতে, যেরূপ রাত্রিতে সেইরূপ দিবসে শয়নে-জাগরণে সব সময় নিরন্তর বশীভূত থাকেন। ৫-৬

সেই যোগিগণের নিত্যস্বরূপ জীব সর্বদা সপ্ত সূক্ষ্ম গুণে (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র) যুক্ত হইয়া অজর অমর দেবগণের ন্যায় প্রতিনিয়ত বিচরণ করেন। ৭

মনোবুদ্ধিপরাকৃতঃ স্বদেহপরদেহবিৎ
স্বপ্নেষ্বপি ভবত্যেষ বিজ্ঞাতা সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৮
তত্রাপি লভতে দুঃখং তত্রাপি লভতে সুখম
ক্রোধলোভৌ তু তত্রাপি কৃত্বা বাসমযুঞ্জতি ॥ ৯
শ্রীণিতস্থাপি ভবতি মহতোঽর্থানবাপ্য হি ।
করোতি পুণ্যং তত্রাপি জীবন্নিব চ পশ্যতি ॥ ১০
মহোষ্মাস্তর্গতস্থাপি গর্ভস্থঃ সমুপেক্ষিবান্
দশ মাসান্ বসন্ কুক্ষৌ নৈষোঽগ্নমিব জীর্যতে ॥ ১১
তমেতমভিযোক্তারমাবিষ্টা নানুপশ্যন্তি মূঢ়িবু ॥ ১২

যোগশাস্ত্রপরা ভূত্বা তমাত্মানং পরীক্ষব:
অমুঞ্চন্ত্যাসাদ্যমুত্তানি ধানি বজ্রোপমান্যপি ॥ ১৩
পুরগৃভূতেষু সর্বেষু চতুর্থাশ্রমকর্মসু ।
সমাধৌ যোগমেবৈতস্থাপিলা: সমমব্রবীৎ ॥ ১৪
বিদিত্বা সপ্ত পুষ্কাণি যড়ঙ্গক মহেশ্বরম্ ।
প্রধানবিনিযোগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মানুপশ্যতি ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে ত্রিপঞ্চাশ-
ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়: ॥ ২৫৩

যে মূঢ় বস্তুসমূহের জীবাত্মা মন ও বুদ্ধির বশীভূত থাকেন, সেই নিজের ও পরের শরীরবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অপ্রাধান্যেও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা সুখ-দুঃখ অনুভব করেন । ৮

সেইরূপ (স্বপ্নেও) তাঁহার দুঃখ ও সুখলাভ হয় এবং স্বপ্নেও (জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় । ক্রোধ ও লোভ করিয়া সেই ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হয় । ৯

এস্থানেও প্রকৃত ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হন এবং পুণ্যকর্ম-সমূহের অনুষ্ঠান করেন , কেবল ইহাই নহে, জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় তিনি স্বপ্নেও সকল বস্তু দর্শন করেন ।

(ইহা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় এই যে) গর্ভস্থ প্রাপ্ত জীবাত্মা যদিও দশ মাস পর্যন্ত মাতার উদরে বাস করেন এবং জঠরানলের অধিক তাপে সন্তাপিত হইতে থাকেন, তথাপি তিনি অন্যের ন্যায় পক্ক হইয়া যান না । ১১

যদিও এই জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ এবং দেহধারিগণের হৃদয়ে বিরাজমান আছেন, তথাপি যাহারা মনোগুণ ও তমোগুণে অভিভূত, তাহারা দেহের মধ্যস্থিত জীবাত্মার স্থিতিকে দেখিতে পায় না । ১২

ঐ স্থূল শরীর, অমূর্ত সূক্ষ্ম শরীর এবং বজ্রতুল্য দৃঢ় কারণ শরীর—এই যে তিন প্রকার শরীর, সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় যোগিগণ যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া সন্ধান করিয়া যান ॥ ১৩

সন্ন্যাস আশ্রমের কথনকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথিত হইয়াছে । উহাদের মধ্যে সন্ন্যাসির বিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাকেই শাণ্ডিল্য মুনি 'শম' বলিয়া (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণে) উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৪

যিনি পঞ্চ তন্মাত্র, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বকে শাশ্বত জানিয়া সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, নিত্যবোধ, স্বতন্ত্রতা সনাতনসৃষ্টি ও অনন্ত-শক্তি ছয় অঙ্গযুক্ত বা ঐশ্বর্যযুক্ত মহেশ্বরের জ্ঞান লাভ করত এই কথা জানিতে পারেন যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামই হইল—এই সম্পূর্ণ জগৎ, তিনি পরতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কামরূপস্থাদ্ভুত-বৃক্ষস্য বর্ণনম্, তন্মূলচ্ছেত্তুঃ মুক্তিলাভোপায়কথনম্, শরীরস্থিত-নগরস্য বর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ।

হৃদি কামদ্রুমশ্চিত্রো মোহসলিলসম্ভবঃ।
ক্রোধমানমহাস্কন্ধো বিধিৎসাপরিবেচনঃ॥ ১

তস্য চাজ্ঞানমাধারঃ প্রমাদঃ পরিবেচনম্
সোঽভ্যসূয়াপলাশো হি পুরা দুষ্কৃতদারুধান॥ ২

সম্মোহচিন্তাবিটপঃ শোকশাখো ভয়ঙ্করঃ।
মোহনীতিঃ পিপাসাভির্লতাভিরনুবেষ্টিতঃ॥ ৩

উপাসতে মহাবৃক্ষং মূলঘ্নাস্তৎফলেপ্সবঃ
আয়াসৈঃ সংযুতাঃ পাশৈঃ ফলদা পরিবেষ্টা তম্॥ ৪

হত্বান্ পাশান্ বশে কৃত্বা তং দ্রুমমপকর্ষতি
গতঃ স দুঃখরোরুদ্ধঃ জরামরণরোর্ধয়োঃ॥ ৫

সংরোহত্যাকৃতপ্রজ্ঞঃ সদা যেন হি পাদপম্
স তমেব ততো হন্তি বিষগ্রন্থিরিবাদ্ভুতম্॥ ৬

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[কামরূপী অদ্ভুত বৃক্ষের বর্ণন, উহা ছেদন করিবার মুক্তিলাভের উপায় কথন এবং শরীররূপী নগর বর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—মনুষ্যের হৃৎভূমিতে মোহরূপী বীজ হইতে উৎপন্ন এক বিচিত্র বৃক্ষ আছে। উহার নাম কামবৃক্ষ। ক্রোধ ও অভিমান এই বৃক্ষের স্কন্ধ। কিছু করিবার ইচ্ছা হইল এই বৃক্ষের জলসিঞ্চন পাত্র। অজ্ঞান উহার মূল। প্রমাদ হইল এই বৃক্ষের সেচের জল। অপরের দোষদর্শন হইল এই বৃক্ষের পত্র এবং পূর্ব্বজন্মে কৃত পাপ উহার সারভাগ।

শোক উহার শাখা, মোহ ও চিন্তা প্রশাখা এবং ভয় উহার অঙ্কুর। মোহপ্রদা দুষ্কৃতরূপিণী লতা উহাকে উপরে বেষ্টিত আছে।৩

লোভী মানুষ মোহনিম্মিত পাশের দ্বারা বাসনারূপ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই ফলদায়ক কামরূপ মহাবৃক্ষকে চারিদিকে উপবিষ্ট আছে এবং তাহার ফল লাভ করিতে সুদ্ধ হইয়াছে।৪

যিনি এই বাসনার বন্ধনকে বশীকৃত করিয়া বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা কাম-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া থাকেন, সেই মনুষ্য জরা ও মৃত্যু-জনিত উভয় বিধ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান।৫

কিন্তু যে মূর্খ ফলের লোভে সদা সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করে, বিষের গ্রন্থি যেরূপ ভক্ষণকারী জীবকে বিনাশ করে সেইরূপ তাহাকে সেই বৃক্ষই বিনাশ করে।৬

তস্যাদ্ভুতস্য মূলস্য মূলমুদ্ধ্রিয়তে বলাৎ।
যোগপ্রসাদাৎ কৃতিনা সাধ্যেন পরমর্ষিণা॥ ৭

এবং সো বেদ কামস্য কেবলস্য নিবর্তনম্
যস্তু বৈ কামমাত্রস্য স দুঃখাদ্ধি নিবর্ততে॥ ৮

শরীরং পরমিত্যাহুঃ স্বামিনী বুদ্ধিরিষ্যতে।
তত্ত্ববুদ্ধেঃ শরীরস্থ মনো নামার্থচিন্তকম্॥ ৯

ইন্দ্রিয়াণি মনঃপৌরাস্তদর্থং তু পরাকৃষ্টিঃ
তত্র দ্বৌ দারুণৌ দোষৌ তমো নাম রজস্তথা॥ ১০

তদর্থমুপজীবন্তি পৌরাঃ সহ পুরেশ্বরৈঃ॥ ১০

অন্যারেণ তমেবার্থং দ্বৌ দোষাবুপজীবতঃ
তত্র বুদ্ধির্হি দুর্ধর্ষা মনঃ সামান্যমশ্নুতে॥
পৌরাশ্চাপি মনস্ত্যক্তেষামপি চলা স্থিতিঃ
তদর্থং বুদ্ধিরন্যান্তে সোঽনর্থঃ পরিষীদতি॥ ১১

এই কাম-বৃক্ষের মূল কেহই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে কেবল বিদ্বান্ পুরুষই জ্ঞানযোগের প্রসাদে সমস্তরূপ উত্তম যত্নের দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকেন।৭

এইরূপে যিনি কেবল কামনাসকলকে নিবৃত্ত করিবার উপায় জানেন এবং যিনি যোগবিধায়ক শাস্ত্রকে বন্ধনকারক বলিয়াও জানেন, তিনি সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিয়া যান।৮

এই শরীরকে পুর বা নগর বলে বুদ্ধিকে এই নগরের স্বামিনী বলা হইয়াছে এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপিণী স্বামীর অধোগতি দিয়ে চিন্তাকারী মন্ত্রী।৯

ইন্দ্রিয়গণ এই নগরে বসবাসকারী প্রজা ইহারা মনরূপী মন্ত্রীর আজ্ঞার অধীনে থাকে সেই প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য মনকে বহু বহুৎ কার্য্য সম্পাদিত করিতে হয় সেখানে দুইটি নিষ্ঠুর দোষ আছে উহা হয় ও তম নামে প্রসিদ্ধ। নগরের শাসক মন, বুদ্ধি ও জীব এই তিনের সহিত সমস্ত পুরবাসী গণ ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বারা প্রস্তুত শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করে।।১০

রজোগুণ ও তমোগুণ এই দুইটি দোষ বিষয়মার্গের দ্বারা সমস্ত বিষয়-সুখের আশ্রয় গ্রহণ করে এখানে বুদ্ধি দুর্দ্ধর্ষা হইলেও মনের সহিত বাস করায় তাহারই ন্যায় হইয়া যায়।১১

সেই সময় ইন্দ্রিয়রূপী পুরবাসীরা মনের ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে;

যদর্থং পৃথগধ্যাস্তে মনস্তৎপরিষীদতি
পৃথগ্ভূতং মনো বুদ্ধ্যা মনো ভবতি কেবলম্ ॥ ১৩
গুণৈরেনং বিনির্মুক্তং যুক্তঃ সর্বাবস্থিতঃ
তদাত্মনঃ কুরুতে সখ্যং রজসা সহ সঙ্গতম্

তা চাদায় জনং সৌম্য রজসে সম্প্রযচ্ছতি ১৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৪

অতএব ইহাদের অবস্থানও চঞ্চল হইয়া যায়। বুদ্ধিও সেই অনর্থের নিশ্চয় করে, সেইজন্য অনর্থও আসিয়া উপস্থিত হয়। ১২

বুদ্ধি যে বিষয় অবলম্বন করে, মনও উহাকেই আশ্রয় করে। মন যখন বুদ্ধি হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তখন কেবল মনই থাকে। ১৩

সেই সময় রজোগুণজনিত ভাব আসিলে মুক্ত হইলেও বিবেকহীন হওয়ায় মনকে পুনর্বার আবৃত করে। তখন এই কামাবৃত মন সেই রজোগুণজ কার্যের সহিত বিলয়তা প্রাপ্তি করে। ইহার পর এই মনই সেই ইন্দ্রিয়গণ পুরবাসীদিগকে রজোগুণজনিত কার্যের বশে সম্পত্তি করিয়া দেয় (যেরূপ রাজার বিরোধী মন্ত্রী রাজা ও প্রজাদিগকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে)। ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের অনুপ্রশ্নবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চভূতানাং মনসো বুদ্ধেশ্চ গুণানাং বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ

ভূতানাং পরিসংখ্যানং ভূয়ঃ পুত্র নিবোধ মে
বৈপায়নমুখাদ্ ব্রহ্মন্ শ্রুতং পরমমদ্ভুতম্ ॥ ১
দীপ্তানলনিভঃ প্রাহ ভগবান্ ঋষিসত্তমঃ
তদ্ভোঽহমপি বক্ষ্যামি ভূয়ঃ পুত্রঃ নিদর্শনম্ ॥ ২
ভূমেঃ স্থৈর্য্যং গুরুত্বঞ্চ কাঠিন্যং প্রসবার্থতা
গন্ধো গুরুত্বং শক্তিশ্চ সঙ্ঘাতঃ স্থাপনা ধৃতিঃ ॥ ৩

অপাং শৈত্যং রসঃ ক্লেদো দ্রবত্বং স্নেহসৌম্যতা।
ছিদ্বা বিস্যন্দনং চাপি ভৌমানাং শ্রবণং তথা ॥ ৪
অগ্নের্দ্ধর্বতা জ্যোতিস্তাপঃ পাকঃ প্রকাশনম্।
শোকো রাগো লঘুত্বোষ্ণং সততং চোর্দ্ধভাসিতা ॥ ৫
বায়োরনিয়মস্পর্শো বাদস্থানং ঋজুত্বতা
বলং চৈষ্ট্যঞ্চ মোক্ষঞ্চ কর্ম চেষ্টাঽঽহৃতা তথা ॥ ৬

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পঞ্চভূত এবং মন ও বুদ্ধির গুণসকলের বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—বিদ্বান্ পুত্র যুধিষ্ঠির! বৈপায়ন ব্যাসদেবের মুখ হইতে নির্গত যে পঞ্চ মহাভূতের নিরূপণ, উহা আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি; তুমি অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে উহা শ্রবণ কর। ১

বৎস! প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভগবান্ ব্যাসদেব মৃগচর্মাদিতে অগ্নিসদৃশ বিরাজমান পীয় পুত্র শুকদেবকে পূর্বে যেভাবে এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, উহা আমি পুনরায় তোমাকে বলিব। পুত্র! তুমি সুনিশ্চিত দর্শন সহ শ্রবণ কর। ২

স্থিরতা, গুরুত্ব (ভারবহন), কঠিনতা, বীজকে অঙ্কুরিত করাইবার শক্তি, গন্ধ, বিশালতা, শক্তি, সঙ্ঘাত, স্থাপনা ও ধারণা শক্তি—এই দশটি পৃথিবীর গুণ। ৩

শীতলতা, রস, ক্লেদ (গলিত করা বা পাক করা), দ্রবত্ব (তরলতা), স্নেহ (চিক্কণতা), সৌম্যভাব, ছিন্না, নিঃসারণ (টানিয়া), ভূতাদির ন্যায় মন হওয়া (ভিজিয়া যাওয়া) এবং পৃথিবী হইতে উৎপন্ন তৃণাদি গলাইয়া দেওয়া—এ সমস্ত হইল জলের গুণ। ৪

দুর্দ্ধর্ষ হওয়া, জ্বলিতে থাকা, তাপযুক্ত করা, পাক করা, প্রকাশ করা, শোক, রাগ, লঘু (হাল্কা), উষ্ণতা ও অগ্নির শিখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হওয়া এবং প্রকাশিত হওয়া—এইসব হইল অগ্নির গুণ। ৫

অনিয়ত স্পর্শ বাগিন্দ্রিয়ের স্থিতি, গমনাগমনে স্বাধীনতা, বল, ঋজুগামিতা, মল মূত্রাদি দেহ হইতে নিঃসারণ করা, উৎক্ষেপণাদি কার্য, ক্রিয়াশক্তি, প্রাণ এবং অল্প-বহুত্ব এ সমস্ত বায়ুর গুণ। ৬

আকাশস্য গুণঃ শব্দো ব্যাপিত্বং ছিদ্রতাপি চ
অনাশ্রয়মলেপত্বমব্যক্তমবিকারিতা ॥ ৭
অপ্রতীঘাতিতা চৈব ভূতত্বং বিকৃতানি চ।
গুণাঃ পঞ্চাশতঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চভূতাশ্রয়াশ্রিতাঃ ॥ ৮
ধৈর্যোপপত্তির্বিতর্কশ্চ বিসর্গঃ স্মরণা ক্ষমা
সদসচ্চাগুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ ॥ ৯
ইষ্টানিষ্টবিপত্তিশ্চ ব্যবসায়ঃসমাধিতা।
সংশয়ঃ প্রতিপত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পঞ্চগুণান বিদুঃ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং পঞ্চগুণা বুদ্ধিঃ কথং পঞ্চেন্দ্রিয়া গুণাঃ
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব সূক্ষ্মজ্ঞানং পিতামহ ॥ ১১

শব্দ, ব্যাপকতা, ছিদ্রতা, কোন স্থূল পদার্থের আশ্রয় না হওয়া স্বয়ং কোন আশ্রয়ে না থাকা, অব্যক্ততা, নির্বিকারতা, প্রতিঘাতশূন্যতা, ভূতত্ব অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কারণ হওয়া এবং বিকৃত হওয়া—এই সব আকাশের গুণ। ৭

এইভাবে পঞ্চমহাভূতের এই পঞ্চাশটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। ৮

ধৈর্য, তর্ক-বিতর্কে নিপুণতা, স্মরণ, ক্ষান্তি, করুণা, ক্ষমা, শুভ ও অশুভ সহ্য এবং চঞ্চলতা—এই নয়টি গুণ হইল মনের। ৯

ইষ্ট ও অনিষ্ট বৃত্তিসকলের নাশ, বিচার, সমাধান, সন্দেহ ও নিশ্চয়—এই পাঁচটি বুদ্ধির গুণ বলিয়া জ্ঞানিগণ জানেন ॥ ১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! বুদ্ধির পাঁচটি গুণ কিরূপে হইয়াছে? পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভূতগণের গুণ কি প্রকারে হইতে পারে? এই সমস্ত সূক্ষ্মজ্ঞান আপনি আমার নিকট বলুন।

ভীষ্ম উবাচ

আহুঃ ষষ্টিং বুদ্ধিগুণান্ বৈ
ভূতবিশিষ্টা নিত্যাবিষক্তাঃ।
ভূতবিভূতীশ্চাক্ষবতষ্টাঃ
পুত্র ন নিত্যাঃ তদিহ যদস্তি ॥ ১২
তৎ পুত্র চিন্তাকলিলঃ তবৈতৎ
মনাগতঃ বৈ তব সম্প্রতীহ।
কৃতার্থত্বং তদবাপ্য সর্বং
কৃতপ্রজ্ঞাবান্ ভব শান্তবুদ্ধিঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুপ্রশ্নে
পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৫

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র যুধিষ্ঠির! মহর্ষিগণ বলেন,—বুদ্ধির ষাটটি গুণ আছে অর্থাৎ পঞ্চভূতের পূর্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ ও বুদ্ধির পাঁচটি গুণ মিলিত হইয়া পঞ্চান্নটি হয়। ইহাদের মধ্যে পঞ্চ ভূতজের পঞ্চ গুণরূপে ধারণা করিলে এই ষাট্ প্রকার গুণ হয়। পঞ্চ মহাভূত ও তাহাদের বিকৃতিসকল অবিনাশী পরমাত্মার সৃষ্টি; কিন্তু পরিবর্তনশীল বলিয়া উহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ নিত্য বলেন না। ১২

হে যুধিষ্ঠির! অন্য বক্তাগণ জগতের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদবিরুদ্ধ ও বিচারসহ নহে; অতএব এই সময়ে তুমি নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করত সেই পরমেশ্বরের প্রভাব ও প্রসাদে শান্তবুদ্ধি হও। ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকানুপ্রশ্নবিষয়ক
পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য মৃত্যুবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, নারদেন রাজ্ঞোঽকম্পনস্য বৃত্তান্তকথনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

য ইমে পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে
পৃথগ্নামযুতা এতে হি গতসংজ্ঞা মহাবলাঃ ॥ ১
একৈকশো ভীমবলা নাগায়ুতবলাস্তথা
এতে হি নিহতাঃ সংখ্যে ভূলাতেজোবলৈর্নরৈঃ ॥ ২
নৈষাং পশ্যামি হন্তারং প্রাণিনাং সংযুগে পরম
বিক্রমেণোপসম্পন্নাস্তেজোবলসমন্বিতাঃ ॥ ৩
অথ চেমে মহাপ্রাজ্ঞাঃ শেরতে হি গতাসবঃ
মৃতা ইতি চ শব্দোঽয়ং বর্ততেঽপু গতাসুষু ॥ ৪
ইমে মৃতা নৃপতয়ঃ প্রায়শো ভীমবিক্রমাঃ
তত্র যে সংশয়ো জাতঃ কৃতঃ সংজ্ঞা মৃতা ইতি ॥ ৫
কস্য মৃত্যুঃ কৃতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিহ প্রজাঃ।
হরন্তামরসঙ্কাশ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা কৃতযুগে তাত রাজা ত্রাসীদকম্পনঃ
স শত্রুবলমাপন্নঃ সংগ্রামে ক্ষীণবাহনঃ ॥ ৭
তস্য পুত্র হরির্নাম নারায়ণসমো বলে
স শত্রুভির্হতঃ সংখ্যে সবলঃ সপদানুগঃ ॥ ৮
স রাজা শত্রুবশগঃ পুত্রশোকসমন্বিতঃ
যদৃচ্ছয়া আশ্রিপরো দদর্শ ভুবি নারদম্ ॥ ৯
তস্মৈ স সর্বমাচষ্ট যথাবৃত্তং জনেশ্বরঃ
শত্রুভির্গ্রহণং সংখ্যে পুত্রস্য মরণং তথা ॥ ১০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা নারদোঽথ তপোধনঃ।
আখ্যানমিদমাচষ্ট পুত্রশোকাপহং তদা ॥ ১১

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন এবং নারদকর্তৃক রাজা অকম্পনের বৃত্তান্ত কথন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এই যে অসংখ্য ভূপাল (প্রাণহীন হইয়া) এই ভূতলে শৈলশৃঙ্গের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, আপনি ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। ইহারা অতিশয় বলবান্ ছিলেন, তথাপি সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত আছেন।

ইহাদের মধ্যে এক একজন নরপতিই ভয়ানক বলশালী। ইহাদের দেহে দশ হাজার হস্তীর বল আছে। ইহারা সকলে এই যুদ্ধস্থলে নিজেদেরই ন্যায় তেজস্বী ও বলবান্ মনুষ্যগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ১

প্রাণশক্তিসম্পন্ন এই সব নরপতিকে অন্য কোন বীর সংগ্রামে বধ করিতে পারেন, এরূপ কোন বীরকে আমি দেখিতে পাই নাই; কারণ, ইহারা সকলেই বলপরাক্রমশালী ও তেজস্বী পুরুষ। ২

কিন্তু এই সময় এই মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ভূপালগণ নিষ্প্রাণ হইয়া পতিত আছেন। ইহাদের প্রাণ নির্গত হওয়ায় ইহারা 'মৃত' এই শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হইতেছেন। ৪

যে সব নরপতি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ছিলেন। এস্থলে আমার এই সন্দেহ হইতেছে যে, তাঁহাদের 'মৃত' এই আখ্যা কিভাবে দেওয়া হইল? কাহার মৃত্যু হয় এবং কি কারণে মৃত্যু সমস্ত প্রাণীকে অপহরণ করিয়া থাকে? দেবতুল্য পিতামহ! আপনি এই সব কথা করিয়া আমাকে বলুন। ৫-৬

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস যুধিষ্ঠির! প্রাচীন সত্যযুগের ঘটনা, তখন অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। এক সময় সংগ্রামে তাঁহার রথ নষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি শত্রুর বশীভূত হইয়া পড়েন।

তাঁহার হরিনামে এক পুত্র ছিল। তিনি বলে নারায়ণতুল্য ছিলেন, কিন্তু সেই রণাঙ্গনে শত্রুরা সেনা ও সেবকগণের সহিত সেই রাজকুমারকে বিনাশ করে। ৮

রাজা অকম্পন তখন শত্রুর বশীভূত হইয়া যাইলেন এবং পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। তিনি শান্তির অন্বেষণ করিতেছিলেন। এমন সময় স্বেচ্ছায় ভূতলে বিচরণকারী দেবর্ষি নারদকে তিনি দর্শন করিলেন। ৯

রাজা অকম্পন যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের দ্বারা নিজের পুত্রের বন্দী ও মৃত্যু হইবার সংবাদ যথাযথভাবে সব কিছুই নারদের নিকট বলিলেন। ১০

রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া তপোধন নারদ সেই সময় তাঁহাকে এই প্রাচীন ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন, যাহা তাঁহার পুত্রশোক নিবারণ করিয়াছিল। ১১

নারদ উবাচ।

রাজন্ শৃণু সমাখ্যানমস্যেদং বহুবিস্তরম্
যথাবৃত্তং শ্রুতং চৈব ময়েদং বসুধাধিপ ॥ ১১
প্রজাঃ সৃষ্ট্বা মহাতেজাঃ প্রজাসর্গে পিতামহঃ
অতীব বৃদ্ধা বহুলা নাবুধ্যত পুনঃ প্রজাঃ ॥ ১২
ন হ্যন্তরমভূৎ কিঞ্চিৎ কচিচ্ছক্তিযুতাস্তু তাঃ
নিরুচ্ছ্বাসমিবোদ্ভূতং ত্রৈলোক্যমতবদ্বৃপ ॥ ১৪
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না সংহারং প্রতি ভূপতে
চিন্তয়ন্ নাধ্যগচ্ছচ্চ সংহারে হেতুকারণম্ ॥
তস্য রোষাগ্নিসম্ভারাজ্ জ্বেতোঽগ্নিরুদতিষ্ঠত
তেন সর্বা দিশো রাজন্ দদাহ স পিতামহঃ
তত্ত্বো দিবং ভূবং খঞ্চ জগচ্চ সচরাচরম্

নারদ বলিলেন,—রাজন্! আজ এই অত্যন্ত বিস্তৃত এক উপাখ্যান শ্রবণ কর। পূর্বাপর আমি ইহা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেই বৃত্তান্ত যথাযথরূপে তোমাকে বলিতেছি। ১২

প্রজাগণের সৃষ্টি করিবার সময় মহাতেজস্বী পিতামহ ব্রহ্মা যখন বহু প্রাণী সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাদের সংখ্যা অধিক হইয়া যাইল। এত অধিকসংখ্যক প্রজাগণের উদ্ভব ব্রহ্মা পুনরায় সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৩

অথবা হইতে অবিচ্যুত বৃপ! সেই সময় তোমাও কোনরূপ এতাদৃশ অল্প স্থানও রহিল না, যাহা জীবজন্তুতে পূর্ণ না ছিল। সম্পূর্ণ ত্রিলোক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। লোকসকলের যেন কোথাও শ্বাস গ্রহণ করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল—সকলের শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। ১৪

কৃপাল! তখন ব্রহ্মার মনে প্রজা-সংহারের—তাহাদের সংখ্যা কমাইবার চিন্তা উৎপন্ন হইল। তিনি বহুকাল চিন্তা করিতে থাকিলেন, কিন্তু প্রজাগণের সংহারের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ তিনি পাইলেন না। ১৫

মহারাজ! সেই সময় ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার নেত্রাদি ইন্দ্রিয়-গোলক হইতে অগ্নি প্রকটিত হইল। রাজন্! সেই অগ্নি দগ্ধাই পাবকো রাজন্ ভগবৎকোপসম্ভবঃ ॥ ১৭
তত্রাদহ্যন্ত ভূতানি জঙ্গমানি ধ্রুবাণি চ
মহতা ক্রোধবেগেন কুপিতে প্রপিতামহে ॥ ১৮
ততোঽস্যরুদ্রঃ স্থাণুর্বৈ দাক্ষায়ণপতিঃ শিবঃ।
জগাম শরণং দেবো ব্রহ্মাণং পরবীরহা ॥ ১৯
তস্মিন্নভিগতে স্থাণৌ প্রজানাং হিতকাম্যয়া
অব্রবীৎ পরমো দেবো ললাটস্থ ইবা শিবম্ ॥ ২০
করবাণাত্র কং কামং বরার্হোঽসি মতো মম
কর্তা সৃষ্টি প্রজাঃ শম্ভো তব বক্ষ্যতি বক্ষ্যতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মৃত্যুপ্রজাপতিসংবাদোপক্রমে ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ৫১৬

দ্বারা পিতামহ সমস্ত ত্রিভুবনকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬

রাজন্! তখন ভগবান্ ব্রহ্মার কোপ হইতে উদ্ভূত সেই অগ্নি স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং চরাচর প্রাণিগণের সহিত সম্পূর্ণ জগৎ দগ্ধ করিতে লাগিল।

প্রপিতামহ ব্রহ্মা কুপিত হইলে পর তাঁহার ক্রোধের প্রচণ্ড বেগে সকল স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীই সদ্যস্তোভাবে দগ্ধ হইতে থাকিল। ১৮

তখন যজ্ঞই যাঁহার জটা এবং যিনি যজ্ঞ ও বেদসমূহের প্রতিপালক, সেই বীরগণের সংহারকারী কল্যাণকর ভগবান্ শিব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ১৯

প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব নিজের সম্মুখে আসিলে পর স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত পরমদেব ব্রহ্মা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২০

শম্ভো! আমি তোমাকে বরলাভের যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি, বল, আজ আমি তোমার কি ইচ্ছা পূর্ণ করিব? তোমার হৃদয়ে যে প্রিয় মনোরথ আছে, তাহা আমি পূর্ণ করিব। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মৃত্যু ও প্রজাপতির সংবাদ উপক্রম-বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[মহাদেবপ্রার্থনয়া ব্রহ্মণা স্ব-রোষাগ্নেরুপসংহারঃ, মৃত্যোরুৎপত্তিকথনঞ্চ ।

স্থাণুরুবাচ ।

প্রজাসর্গনিমিত্তং যে কার্য্যবত্তামিমাং প্রভো
বিদ্ধি সৃষ্টাস্তয়া হীমা মা কৃপ্যাসাঃ পিতামহ ॥ ১

তব তেজোঽগ্নিনা দেব প্রজা দগ্ধাস্তি সর্বশঃ ।
তা দৃষ্ট্বা মম কারুণ্যং মা কৃপ্যাসাঃ জগৎপ্রভো ॥ ২

প্রজাপতিরুবাচ ।

ন কৃপো ন চ মে কামো ন ভবেয়ুঃ প্রজা ইতি ।
লাঘবার্থং ধরণ্যাস্তু ততঃ সংহার ইষ্যতে ॥ ৩

ইয়ং হি মাং সদা দেবী তারার্তা সমচোদয়ৎ ।
সংহারার্থং মহাদেব ভারেণাস্যু নিমজ্জতি ॥ ৪

যদাহং নাধিগচ্ছামি বুদ্ধ্যা বহু বিচারয়ন্ ।
সংহারণায়াং বুদ্ধানাং ততো মাং ক্রোধ আবিশৎ ॥ ৫

স্থাণুরুবাচ

সংহারার্থং প্রসীদস্ব মা কুধো বিবুধেশ্বর ।
মা প্রজাঃ স্থাবরঃ চৈব জঙ্গমঞ্চ ব্যনীনশৎ ॥ ৬
পশবশ্চ চ সর্বাণি সর্বং চৈব ভূবোলঘু
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব কৃৎস্নগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥ ৭
তদেতদ্ ভস্মসাদ্ভূতং জগৎ সর্বমুপপ্লুতম্
প্রসীদ ভগবন্ সাধো বর এষ বৃতো ময়া ॥ ৮
নষ্টা ন পুনরেষ্যন্তি প্রজা হ্যেতাঃ কথঞ্চন ।
তস্মাদ্বিধত্তাম্যেতৎ তেন মেবৈষ তেজসা ॥ ৯
উপায়মন্যং সম্পশ্য ভূতানাং হিতকাম্যয়া ।
যথায়ং জন্তবঃ সর্বে ন যন্ত্রেরন পিতামহ ॥ ১০
অন্যথা হি ন সজ্জেয়ুরুজ্জিহ্রপ্রজনাঃ প্রজাঃ
অনিষ্টৈর্দেবে নিযুক্তোঽস্মি ত্বয়া লোকেশ্বরেশ্বর

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

[মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মাকর্তৃক নিজের রোষাগ্নির উপসংহার এবং মৃত্যুর উৎপত্তি কথন ।]

মহাদেব বলিলেন,—প্রভো ! পিতামহ ! আমার মনোরথ যা প্রয়োজন আপনার নিকট হইতে প্রজাসৃষ্টির রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা বলিয়া জানুন। আপনিই এই প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আপনি ইহাদের প্রতি ক্রোধ করিবেন না । ১

দেব ! জগৎপ্রভো ! আজ আপনার ক্রোধাগ্নিতে সমস্ত প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে। তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে, আপনি ইহাদের উপর ক্রোধ করিবেন না । ২

প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি প্রজাগণের উপর কুপিত হই নাই এবং আমার এই ইচ্ছাও নয় যে, প্রজাগণের বিনাশ হউক। পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্যই প্রজাসংহারের আবশ্যকতা প্রতীত হইতেছে । ৩

মহাদেব ! এই পৃথিবীদেবী প্রজাগণের অতিশয় ভারে পীড়িতা হইয়া সর্বদা আমাকে প্রজাসংহারের জন্য প্রেরিত করিতেছে ; কারণ, সে জগতের অত্যন্ত গুরুতরভারে সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে । ৪

যখন বহুভাবে চিন্তা করিয়াও এই বর্দ্ধিত প্রজাগণের সংহারের কোন উপায় আমি স্থির করিতে পারিলাম না, তখন আমার ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল । ৫

মহাদেব বলিলেন,—দেবেশ্বর ! সংহারের জন্য আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না প্রজাগণের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। এরূপ যেন না হয় যে, আপনার ক্রোধাগ্নিতে চরাচর সম্পূর্ণ জগৎ ভস্মীভূত হইয়া যায় । ৬

এই সমস্ত জঙ্গম, সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র সত্ত্বাগুলসমূহ এবং চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) প্রাণিবর্গ ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছে। সম্পূর্ণ জগতের প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন সাধো ! আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি । ৭-৮

যদি প্রজাগণ নষ্ট হইয়া যায়, তবে কোনরূপেই ইহারা পুনরায় এজগতে আসিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্য আপনি নিজেরই প্রভাবে এই ক্রোধাগ্নিকে শান্ত করুন । ৯

পিতামহ ! আপনি সমস্ত প্রাণিগণের হিতের জন্যই সংহারের কোন এক অন্য উপায় নির্দ্ধারণ করুন, যাহাতে এই সম্পূর্ণ জীবজন্তুগণ একসঙ্গে নষ্ট হইয়া না যায় । ১০

লোকেশ্বর ! আপনি আমাকে দেবগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি, যদি প্রজাগণের সন্তানধারা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে সমস্ত প্রজাদিগের সর্বতোভাবে অভাবই হইয়া যাইবে, অতএব আপনি এই বিনাশকে বন্ধ করুন । ১১

ভবতঃ হি জগন্নাথ এতৎ স্থাবর-জঙ্গমম্
প্রসাদাৎ ত্বাং মহাদেব নাচয়ন্যাবৃত্তিজাঃ প্রজাঃ

নারদ উবাচ

শ্রুত্বা তু বচনং দেবঃ স্বাযোনিভবভাষিতম্
তেজস্তৎ সংনিজগ্রাহ পুনরেবাত্মরাত্মনি
ততোঽন্নিমুপসংগৃহ্য ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কল্পয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ১৪
উপসংহরতস্তস্য তস্মাদ্বহ্নেঃ সুরোত্তমাঃ
প্রাদুর্বভূব বিশ্বেভ্যঃ শ্বেতো নারী মহাত্মনঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণরক্তাম্বরধরা কৃষ্ণনেত্রতলাম্বরা
দিব্যাকুণ্ডলসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা ১৬
সা বিনিঃসৃতা বৈ শ্বেতো দক্ষপার্শ্বাশ্রিতা বিভুম্
দদৃশাতে চ তাং কন্যাং দেবৌ বিশ্বেশ্বরাবুভৌ ১৭

তামাহুয় তদা দেবো লোকানামাদিরীশ্বরঃ
মৃত্যো ইতি মহীপাল ভবি চেমাঃ প্রজা ইতি
ত্বং হি সংহারবুদ্ধ্যা যে চিন্তিতা ভুবিতেন চ।
তস্মাৎ সংহর সর্বাংস্ত্বং প্রজাঃ সকলপণ্ডিতাঃ ॥ ১৯
অবিশেষেণ চৈব ত্বং প্রজাঃ সংহর কামিনি।
মম ত্বং হি নিয়োগেন শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি ॥ ২০
এবমুক্তা তু সা দেবী মৃত্যুঃ কমললোচনী
প্রদধৌ দুঃখিতা বালা সাশ্রুপাতমতীব চ ॥ ২১
পাণিভ্যাং চৈব জগ্রাহ তাম্রশ্রেণি মনোহরঃ।
মানবানাং হিতার্থায় সম্যাচে পুনরেব হ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মৃত্যুপ্রজাপতিসংবাদে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৭

ভগন্নাথ। মহাদেব। এই সমস্ত চরাচর জগৎ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন করত এই প্রার্থনা করিতেছি যে, এই সম্পূর্ণ প্রজা পুনরাবর্তনশীল হউক—মৃত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করুক। ১৮

নারদ বলিলেন,—রাজন্! মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করত ভগবান্ ব্রহ্মা মন ও বায়ুকে সংযত করিলেন এবং সেই অগ্নিকে পুনরায় নিজের আত্মস্বরূপে লীন করিয়া লইলেন। ১৩

তখন লোকপূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অগ্নিকে উপসংহার করত প্রজাগণের সৃষ্টি ও মৃত্যুর ব্যবস্থা করিলেন। ১৪

সেই ক্রোধাগ্নিকে উপসংহার করিবার সময় মহাত্মা ব্রহ্মার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে এক মূর্তিমতী নারী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। ১৫

তাঁহার বস্ত্র কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ছিল। নয়নযুগের নিম্ন ও আস্যমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণের ছিল তিনি দিব্য কুণ্ডলযুগে ভূষিতা এবং অলৌকিক বহু আভরণে বিভূষিতা ছিলেন। ১৬

তিনি শ্বেত ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। সেই সময় এই দুই জগদীশ্বর (ব্রহ্মা ও শিব) সেই কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। ১৭

তখন লোকসকলের আদিকারণ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে 'মৃত্যু' বলিয়া আহ্বান করিলেন এবং নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি এই প্রজাদিগকে সময় অনুসারে বিনাশ করিতে থাক। ১৮

আমি প্রজাগণের সংহারের ভাবনায় ভীত হইয়া তোমায় চিন্তা করিয়াছিলাম, অতএব তুমি মূর্খ ও বিদ্বান্সহ সমস্ত প্রজাগণকে যথাকালে সংহার করিতে আরম্ভ কর। ১৯

কামিনি! তুমি আমার আদেশানুসারে নির্বিশেষভাবে সমস্ত প্রজাকে বিনাশ করিতে থাক। ইহার দ্বারা তোমার উত্তম কল্যাণ লাভ হইবে। ২০

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর পদ্মের ন্যায় বিভূষিতা নবযৌবনা মৃত্যুদেবী নয়ন দিয়া অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে দুঃখিতা হইয়া অতিশয় চিন্তাযুক্তা হইলেন। ২১

তখন জনেশ্বর ব্রহ্মা মানবগণের হিতের জন্য নিজের দুই হস্তের দ্বারা মৃত্যুর অঞ্চল গ্রহণ করিলেন। পুনরায় মৃত্যু তাঁহাকে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। ২২

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মৃত্যু ও প্রজাপতি ব্রহ্মার সংবাদ-বিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[মৃত্যোরুগ্রা তপস্যা, প্রজাপতেরাজ্ঞয়া প্রাণিনাং সংহারকার্যে তস্যাঃ স্বীকৃতিদানঞ্চ]

নারদ উবাচ

বিনীয় দুঃখমবলা সাঽঽত্মনৈবাব্রবীদ্বচঃ।
ঊর্ধ্বাঞ্চ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ বাষ্পকলা তদা ॥ ১

ত্বয়া সৃষ্টা কথং নারী মাদৃশী বদতাং বর
রৌদ্রকর্মাভিজায়েত সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করী ॥ ২

বিত্তেষাহমবমতা ধর্মাদপি কুরু মে
ত্বং মাং ভীতামবেক্ষস্ব শিবেনেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥ ৩

বালান্ বৃদ্ধান্ বয়স্থাংশ্চ ন হরেয়মনাগসঃ
প্রাণিনঃ প্রাণিনাশীশ নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মে ॥ ৪

প্রিয়ান্ পুত্রান্ বয়স্থাংশ্চ ভ্রাতৄন্ মাতৃঃ পিতৄনপি।
অপধ্যাস্যন্তি যদ্ভেবং মৃতাস্তেষাং বিভেম্যহম্ ॥ ৫

কৃপণাশ্রুপরিক্লেদো দহেন্মাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।
তেভ্যোঽহং বলবদ্ ভীতা শরণং ত্বামুপাগতা ॥ ৬

যমস্য ভবনে দেব পাত্যন্তে পাপকর্মিণঃ
প্রসাদয়ে ত্বাং বরদ প্রসাদং কুরু মে প্রভো ॥ ৭

এতদিচ্ছাম্যহং কামং ত্বত্তো লোকপিতামহ।
ইচ্ছেয়ং ত্বৎপ্রসাদার্থং তপস্তপ্তুং মহেশ্বর ॥ ৮

পিতামহ উবাচ।

মৃত্যো সঙ্কল্পিতা যে ত্বং প্রজাসংহারহেতুনা।
সজ্জ সংহর সর্বাস্ত্বং প্রজা মা ত্ব বিচারয় ॥ ৯

এতদেবমবশ্যং হি ভবিতা নৈতদন্যথা
ক্রিয়তামনবদ্যাঙ্গি যথোক্তং মদ্বচোঽনঘে ॥ ১০

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

(মৃত্যুর ভীষণ তপস্যা এবং প্রজাপতির আজ্ঞায় প্রাণিগণকে সংহার করিবার কার্যে তাঁহার স্বীকৃতি দান

নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই বিষাদনম্রমুখী অবলা স্বয়ংই সেই দুঃখ অপনোদিত করিয়া আনতা লতার ন্যায় বিনম্র হইয়া করযোড়ে ব্রহ্মাকে বলিলেন। ১

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্! যদি আমাকে ক্রূর কর্ম করিতে হইবে, তবে আপনি আমার ন্যায় কোমলহৃদয়া নারীকে কেন উৎপন্ন করিলেন? আমার ন্যায় স্ত্রী কি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর ও ক্রূরতাপূর্ণ কর্মকারিণী হইতে পারে? ২

ভগবন্! আমি অবশ্যকে অত্যন্ত ভয় করি আপনি আমাকে ধর্মানুকূল কার্য করিতে অনুমতি করুন। ভীতা অবলার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে আমাকে অবলোকন করুন। ৩

সমস্ত প্রাণিগণের অধীশ্বর! আমি নিরপরাধ বালক, বৃদ্ধ ও তরুণ প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করিতে পারিব না। আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। ৪

যখন আমি সকল লোকের প্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, মাতা ও পিতৃগণকে নিহত করিতে থাকিব, তখন তাহাদের আত্মীয়েরা এইভাবে বিনষ্ট হইতে থাকায় আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে, অতএব আমি সেই সব লোক হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছি। ৫

সেই দীন দুঃখী ব্যক্তিগণের নেত্র হইতে যে অশ্রু নির্গত হইয়া গণ্ডস্থল ও বক্ষ প্লাবিত করিবে, উহা আমাকে সহস্র সহস্র বর্ষ পর্যন্ত তাপিত করিতে থাকিবে। আমি উহা হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছি, সেইজন্য আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ৬

যমালয়ে প্রভো! দেব! পাপাচারী প্রাণীরা যমরাজের গৃহে নীত হয়, অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমাকে কৃপা করুন। ৭

লোকপিতামহ! মহেশ্বর! আমি আপনার নিকট হইতে এক অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। সেই ইচ্ছা হইল এই যে, আমি আপনার প্রসন্নতার জন্য কোন এক স্থানে যাইয়া তপস্যা করিব। ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যো! প্রজা-সংহারের জন্যই আমি সঙ্কল্প করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। যাও, সমস্ত প্রজাকে সংহার কর। ইহার জন্য মনে কোনরূপ অন্য ভাবনা করিও না। ৯

আমি যে কথা বলিয়াছি, সেই কথা সেইরূপেই সিদ্ধ হইবে। তাহার কোন পরিবর্তনই হইবে না। নির্দোষ অঙ্গশোভিতে দেবি! আমি যে কথা বলিয়াছি, উহা পালন কর। ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। ১০

এবমুক্তা মহাবাহো মৃত্যুঃ পরপুরঞ্জয়।
ন ব্যাজহার তত্রৌ চ প্রস্থা ভগবদুন্মুখী ॥ ১১
পুনঃ পুনরথোক্তা সা গতসত্ত্বেব ভামিনী।
তূষ্ণীমাসীৎ ততো দেবো দেবানামীশ্বরেশ্বরঃ
প্রসসাদ কিল ব্রহ্মা স্বয়মেবাত্মনাঽঽত্মনি
স্বয়মানশ্চ লোকেশো লোকান সর্বানবৈক্ষত ॥ ১৩
নিবৃত্তরোষে ভগিনি ভগবত্যাপরাজিতে।
সা কন্যাথ ভৃগ্বাস্য সমীপাদিতি হঃ শ্রুতম ॥ ১৪
অপসৃত্যাপ্রতিশ্রুত্য প্রজাসংহরণং তদা।
স্বয়মাগেব রাজেন্দ্র মৃত্যুর্ধৈনুকমভ্যগাৎ
সা তত্র পরমং দেবী তপোঽচরত দুশ্চরম
সমা হ্যেকপদে তত্রৌ দশ পদ্মানি পঞ্চ চ ॥ ১৫
তাং তথা কুর্বতীং তত্র তপঃ পরমদুশ্চরম্
পুনরেব মহাতেজা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭

মহাবাহো! শত্রুনগরবিজয়ী বীর রাজা! এই কথা বলিলে পর মৃত্যু তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ১১

তিনি বারংবার বলিলেও সেই ভাবিনী নারী যেন নিষ্প্রাণ হইয়া মৌন হইলেন 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। তখনকার দেবগণেরও দেবতা এবং ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর লোকনাথ ব্রহ্মা স্বয়ংই নিজের মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে সমস্ত লোকসকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৬

সেই অপরাজিত ভগবান্ ব্রহ্মার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে পর সেই কন্যাও তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া দাঁড়াইলেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৪

রাজেন্দ্র! সেই সময় প্রজাগণকে সংহার করিবার বিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা না করিয়া মৃত্যু সেখান হইতে গমন করত যেন অতিদ্রুত ধেনুকাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

সেখানে মৃত্যু দেবী অত্যন্ত দুষ্কর ও উত্তম তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি একাগ্রতা অবলম্বন পূর্বক দশ পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত এক পদে দাঁড়াইয়া ছিলেন ॥ ১৬

এইভাবে অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিতে করিতে অবস্থিত মৃত্যুর নিকট বরদাতেশ্বর ব্রহ্মা পুনরায় গমন করত এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

"মৃত্যো! তুমি আমার আদেশ পালন কর"। মানদাতা

কুরুষ মে বচো মৃত্যো তদনাদৃত্য সম্ভ্রমা
তথৈবৈকপদে তাত পুনরন্যানি সপ্ত সা ॥ ১৮
তস্থৌ পদ্মানি ষট্ চৈব পঞ্চ বে চৈব মানদ
দূরঃ পদ্মাযুতঃ তাত মৃগৈঃ সহ চচার সা ॥ ১৯
বে চাযুতে নরশ্রেষ্ঠ বায্বাহারা মহামতে
পুনরেব ততো রাজন্ মৌনমাতিষ্ঠদুত্তমম্ ॥ ২০
অন্য, সর্বসহস্রাণি সপ্ত চৈকঞ্চ পার্থিব
ততো জগাম সা কন্যা কৌশিকীং নৃপসত্তম ॥ ২১
তত্র বায্বুদকাহারা চচার নিয়মং পুনঃ।
ততো যযৌ মহাভাগা গঙ্গাং মেরুঞ্চ কেবলম্ ॥ ২২
তস্থৌ দাবিব নিশ্চেষ্টা প্রজানাং হিতকাম্যয়া
ততো হিমবতো মূর্ধ্নি যত্র দেবাঃ সমীডিরে ॥ ২৩
তত্রাঙ্গুষ্ঠেন রাজেন্দ্র নির্বর্ষশতকং ততঃ
তস্থৌ পিতামহং চৈব তোষয়ামাস যত্নতঃ ॥ ২৪

বলিলেন। তাঁহার এই কথা সম্মান না করিয়া মৃত্যু সম্বর অপর সাতটি পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত পুনরায় একপদে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮॥

তাত! মহামতে! নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর তিনি দশ হাজার পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত মৃগগণের সহিত বিচরণ করিয়াছিলেন। উহার পর বিশ হাজার বর্ষ তিনি কেবল বায়ু আহার করিয়া রহিলেন ॥ ১৯॥

রাজন্! তদনন্তর তিনি উত্তম মৌন ব্রত ধারণ করিলেন। কুপাল! এই সময় তিনি জলে আট হাজার বর্ষ থাকিয়া তপস্যা করিলেন ॥ ২০॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর এই কন্যা কৌশিকী নদীর তীরে গমন করিলেন। সেখানে বায়ু ও জল আহার করত তিনি পুনরায় কঠোর নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২১॥

তাহার পর সেই মহাভাগা এই কন্যা পম্পার তীরে এবং কেবল মেরু পর্বতে গমন করিলেন। সেখানে প্রজাগণের মঙ্গল কামনায় তিনি কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ২২॥

রাজেন্দ্র! তদনন্তর দেবগণ যেখানে পূর্বে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই হিমালয়ের শিখরে এই পরম তপস্বিনী কন্যা এক নির্বর্ষ বর্ষ পর্যন্ত পায়ের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে যত্নসহকারে তিনি পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ২৩-২৪

ততস্তামব্রবীৎ তত্র লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।
কিমিদং বর্ত্ততে পুত্রি ক্রিয়তাং মম তদ্ বচঃ ॥ ২৫
ততোঽব্রবীৎ পুনর্মৃত্যুর্ভগবন্তং পিতামহম্।
ন হরেয়ং প্রজা দেব পুনস্তাহং প্রসাদয়ে ॥ ২৬
তামধর্মভয়াদ্ ভীতাং পুনরেব প্রযাচতীম্।
তদাব্রবীদ্ দেবদেবো নিবৃত্তেদং বচস্তত ॥ ২৭
অধর্মো নাস্তি তে মৃত্যো সংযচ্ছেমাঃ প্রজাঃ শুভে
ময়া হ্যুক্তং মৃষা তত্তে ভবিতা নেহ কিঞ্চন ॥ ২৮
ধর্মঃ সনাতনশ্চ ত্বামিহৈবানুপ্রবেক্ষ্যতি
অহঞ্চ বিবুধাশ্চৈব ত্বদ্ধিতে নিরতাঃ সদা ॥ ২৯
ইত্যুক্তস্তু তে কামঃ দদানি মনসেপ্সিতম্
ন ত্বাং দোষেণ যাস্যন্তি ব্যাধিসম্পীড়িতাঃ প্রজাঃ ॥৩০
পুরুষেষু স্বরূপেণ পুরুষত্বং ভবিষ্যসি
স্ত্রীষু স্ত্রীরূপিণী চৈব তৃতীয়েষু নপুংসকম্ ॥ ৩১
সৈবমুক্তা মহারাজ কৃতাঞ্জলিরুবাচ হ

পুনরেব মহাত্মানং মৃত্যুর্দেবেশমব্যয়ম্ ॥ ৩২
তামব্রবীৎ তদা দেবো মৃত্যো সংহর মানবান্।
অধর্মস্তে ন ভবিতা তথা ব্যাস্যামাহং শুভে ॥ ৩৩
যানশ্রুবিন্দূন্ পতিতানপশ্যং
যে পাণিভ্যাং ধারিতাস্তে পুরস্তাৎ।
তে ব্যাধয়ো মানবান্ ঘোররূপাঃ
প্রাপ্তে কালে কালয়িষ্যন্তি মৃত্যো ॥৩৪
সর্বেষাং ত্বং প্রাণিনামন্তকালে
কাম-ক্রোধৌ সহিতৌ যোজয়েথাঃ
এবং ধর্মস্ত্বামুপৈষ্যত্যমোঘো
ন চাধর্মং লপ্স্যসে তুল্যবৃত্তিঃ ॥ ৩৫
এবং ধর্মং পালয়িষ্যন্তথো ত্বং
ন চাত্মানং মজ্জয়িষ্যস্যধর্মে
তস্মাৎ কামং রোচয়াত্মাগতং ত্বং
সংযোজ্যাথো সংহরস্বেহ জন্তূন্ ॥ ৩৬

তখন সমস্ত লোকসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণভূত ব্রহ্মা সেখানে এই কন্যাকে বলিলেন -পুত্রি! তুমি ইহা কি করিতেছ? তুমি আমার সেই আজ্ঞা পালন কর। ২৪

তারপর মৃত্যু পুনরায় ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—দেব! আমি প্রজাগণকে বিনাশ করিতে পারিব না। ইহার জন্য আমি পুনরায় আপনার কৃপা-প্রার্থনাকরিতেছি। ২৬

অধর্মের ভয়ে ভীতা হইয়া কৃপাপ্রার্থনাকারিণী মৃত্যুকে নিবৃত্ত করিয়া দেবাধিদেব ব্রহ্মা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২৭

মৃত্যো! তুমি এই প্রজাগণকে সংহার কর। শুভে! ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। শুভে! আমার কথিত বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ২৮

সনাতন ধর্ম এখন তোমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। আমি এবং এই সব দেবগণ সর্বদা তোমার হিতে নিরত থাকিব। ২৯

আমি তোমাকে এই মনোবাঞ্ছিত অভয় বর প্রদান করিতেছি যে, রোগসমূহে পীড়িত প্রজাগণ তোমার প্রতি দোষদৃষ্টি করিবে না। তুমি পুরুষগণের মধ্যে পুরুষরূপে থাকিবে, স্ত্রীগণের মধ্যে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া থাকিবে এবং নপুংসকগণের মধ্যে নপুংসক হইয়া যাইবে। ৩০-৩১

মহারাজ! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর মৃত্যু কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অবিনাশী মহাত্মা দেবেশ ব্রহ্মাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—প্রভো! আমি প্রাণিগণকে সংহার করিতে পারিব না। ৩২

তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—মৃত্যো! তুমি মনুষ্যগণকে সংহার কর, ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। শুভে! আমি তোমার জন্য শুভচিন্তা করিয়া যাইব। ৩৩

মৃত্যো! আমি প্রথমে তোমার যে অশ্রুবিন্দুকে পতিত হইতে দেখিয়াছি এবং যাহা আমি নিজ হস্তে ধারণ করিয়াছিলাম (৫৭ অধ্যায়ের ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য), সেই অশ্রুধারাই সময় আসিলে ভয়ঙ্কর রোগ-রূপ ধারণ করত মনুষ্যদিগকে কালের কবলে পাতিত করিবে। ৩৪

সকল প্রাণীর অন্তকালে তুমি কাম ও ক্রোধকে একসঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবে। এইভাবে তুমি অপ্রমেয় ধর্মলাভ করিতে পারিবে এবং তোমার কোন পাপ হইবে না; কারণ, তোমার চিত্তবৃত্তি সম অর্থাৎ রাগ-দ্বেষযুক্ত। ৩৫

এইভাবে তুমি ধর্ম পালন করিবে এবং নিজেকে নিজে অধর্মে নিমজ্জিত করিবে না; অতএব স্বতঃপ্রাপ্ত এই অধিকারকে তুমি প্রীত মনে গ্রহণ কর ও কামকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া এ জগতের প্রাণীদিগের সংহার কর। ৩৬

সা বৈ তদা মৃত্যুসংজ্ঞাপদেষ্টা
ভীতা শাপাদ্ বাড়মিত্যব্রবীৎ তম্
অথো প্রাণান্ প্রাণিনামন্তকালে
কাম-ক্রোধৌ প্রাপ্য নির্মোহ হন্তি ॥৩৭

মৃত্যোর্বৈ তে ব্যাধয়শ্চাপ্রপাতা
মনুষ্যাণাং ভজতে যৈঃ
সর্বেষাং বৈ প্রাণিনাং প্রাণনান্তে
তস্মাচ্ছোকঃ মা কৃথা বুদ্ধা বুদ্ধ্যা ॥ ৩৮

সর্বে দেবাঃ প্রাণিনাং প্রাণনান্তে
গত্বা বৃত্তাঃ সংনিবৃত্তাস্তথৈব
এবং সর্বে মানবাঃ প্রাণনান্তে
গত্বা বৃত্তা দেববদ্ রাজসিংহ ॥ ৩৯

বায়ুভীমো ভীমনাদো মহৌজাঃ
স সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণভৃতঃ।
নানাবৃত্তির্দেহিনাং দেহভেদে
তস্মাদ্ বায়ুর্দেবদেবো বিশিষ্টঃ ॥ ৪০

সর্বে দেবা মর্ত্যসংজ্ঞাবিশিষ্টাঃ
সর্বে মর্ত্যা দেবসংজ্ঞাবিশিষ্টাঃ।
তস্মাৎ পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ
পুত্রঃ স্বর্গং প্রাপ্য তে মোদতে হ ॥ ৪১

এবং মৃত্যুর্দৈবসৃষ্টো প্রজানাং
প্রাপ্তে কালে সংহরন্তী যথাবৎ
তস্মাচ্চৈব ব্যাধয়শ্চোগ্ররূপাঃ
প্রাপ্তে কালে সংহরন্তীহ জন্তূন্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি মৃত্যুপ্রজাপতিসংবাদে
অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৮

তখন সেই মৃত্যুনাম্নী নারী শাপ হইতে ভীতা হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন- আচ্ছা, তাহাই হউক এই মৃত্যু প্রাণিগণের অন্তকাল আসিলে পর কাম ও ক্রোধকে প্রেরিত করিয়া তাহাদের দ্বারা মোহিত করত তাহাদিগকে বিনাশ করেন। ৩৭

পূর্বে মৃত্যুর যে সব অঙ্গবিশ্ব পতিত হইয়াছিল, উহারাই ব্যাধি রোগরূপে পরিণত হইল। ইহাদের দ্বারা মনুষ্যগণের শরীর ক্ষয় হইয়া যায়। সেই মৃত্যু সকল প্রাণীদিগের আয়ু সমাপ্ত হইলে পর তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন রাজন্! সেইজন্য তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না তুমি এই বিষয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার কর। ৩৮

রাজসিংহ! দেবগণ ইন্দ্রিয়গণ তাগং অবস্থার শেষে মৃত্যুর সময় নিষ্ক্রিয় হইয়া বিলীন হইয়া যায় এবং তাগৎ অবস্থা আসিলে পর পুনরায় ফিরিয়া আসে. সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই জীবনের শেষে পরলোকে গমন করত কর্মানুসারে দেবতুল্য অথবা নরকগামী হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর ৫ জগতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৩৯

তাহার মধ্যকারী মহাবলবান্ -ভয়ানক প্রাণবায়ুই সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ তিনি দেহধারীদিগের দেহের নাশ হইলে পর নানাপ্রকার রূপ ও দেহ প্রাপ্ত-হন অতএব এই দেহের মধ্যে দেবাধিদেব বায়ুই (প্রাণই) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪০

সমস্ত দেবগণ পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইলে পর এ জগতে আসিয়া মরণধর্মা মনুষ্য নামে অভিহিত হন এবং মরণধর্মাসকল মনুষ্যই পুণ্যের প্রভাবে মৃত্যুর পর দেবতা নামে অভিহিত হন। রাজসিংহ! অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না তোমার পুত্র স্বর্গলোকে গমন করত আনন্দ ভোগ করিতেছে ॥৪১

এইভাবে ব্রহ্মাই প্রাণিগণের মৃত্যুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মৃত্যু প্রকৃত সময় আসিলে পর যথাযথরূপে প্রাণিগণকে সংহার করেন তাঁহার যে অস্ত্রসমূহ, উহাই মৃত্যুকাল আসিলে পর রোগ হইয়া জগতের সকল প্রাণীকে হরণ করিয়া থাকে। ৪২

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে মৃত্যু ও প্রজাপতি ব্রহ্মার সংবাদ-বিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপনির্ণয়ঃ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইমে বৈ মানবাঃ সর্বে ধর্ম্মং প্রতি বিশঙ্কিতাঃ ।
কোঽয়ং ধর্ম্মঃ কুতো ধর্ম্মস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ধর্ম্মস্যোদ্ভবমিত্যার্থঃ কিমমুত্রার্থোঽপি বা ভবেৎ
উভয়ার্থো হি বা ধর্ম্মস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

সদাচারঃ স্মৃতির্বেদাস্ত্রিবিধঃ ধর্ম্মলক্ষণম্
চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ সন্তো ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৩
অপি হ্যাকাশি ধর্ম্মাণি ব্যবসান্ত্যন্তরেষ্বে ।
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ ॥ ৪
উভয়ত্র সুখোদর্কঃ ইহ চৈব পরত্র চ ।
অনৃতং নিপুণঃ ধর্ম্মঃ পাপঃ পাপেন যুজ্যতে ॥ ৫

একোনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! এই সব মানুষ প্রায়ই ধর্ম্ম-বিষয়ে সংশয়াপন্ন অতএব আমি জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, এই ধর্ম্ম কি ? এবং উহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে ? উহা আমাকে বলুন ॥ ১

পিতামহ ! এ জগতে সুখপ্রাপ্তির জন্য যে কর্ম্ম করা হয়, উহা ধর্ম্ম কিংবা পরলোকে কল্যাণের জন্য যাহা কিছু করা হয়, উহাকে ধর্ম্ম বলে ? অথবা ইহলোক-পরলোক উভয় লোকেরই জন্যই কৃত কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলা হয় ? উহা আমাকে বলুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! বেদ, স্মৃতি ও সদাচার—এই তিনটিই হইল ধর্ম্মের লক্ষণ। বহু বিদ্বান্ আবার অর্থকেও ধর্ম্মের চতুর্থ লক্ষণ বলিয়া অতিরিক্ত করেন ॥ ৩

শাস্ত্রে যে সব ধর্ম্মানুকূল কার্য্য করিতে হইয়াছে, সেই সবকেই প্রধান ও অপ্রধান সকল ব্যক্তিই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মহর্ষিগণ এজগতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৪

ধর্ম্ম পালন করিলে পর মানুষ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখ লাভ করেন। আর পাপী মানুষ নিপুণতার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া পাপে প্রবৃত্ত হয় (এবং তাহারই ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে) ॥ ৫

ন চ পাপকৃতঃ পাপান্মুচ্যন্তে কেচিদাপদি ।
অপাপবাদী ভবতি যথা ভবতি ধর্ম্মকৃৎ
ধর্ম্মস্য নিষ্ঠা হ্যাচারস্তমেবাশ্রিত্য সোৎসাহে ॥ ৬
যথা ধর্ম্মসমাবিষ্টো ধনং গৃহ্ণাতি তস্করঃ
যমতে নির্হরন্ স্তেনঃ পরবিত্তমরাজকে ॥ ৭
যদাসং তস্করস্যান্তে তদা রাজানমিচ্ছতি ।
তদা তেষাং স্পৃহয়তে যে বৈ তুষ্টাঃ স্বকৈর্ধনৈঃ ॥ ৮
অতীতঃ শুচিরেতীতি রাজদ্বারমশঙ্কিতঃ ।
ন হি দুশ্চরিতং কিঞ্চিদস্তরাত্মনি পশ্যতি ॥ ৯
সন্তাস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্ ।
সত্যেন বিধৃতং সর্বং সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০

পাপাচারী মানুষেরা আপৎকালে কষ্টভোগ করিয়াও সেই পাপ হইতে মুক্ত হয় না এবং ধর্ম্মাচরণকারী মানুষ আপৎকালেও পাপকে সমর্থন করেন না। আচারই (শৌচাচার ও সদাচার) ধর্ম্মের আধার যুধিষ্ঠির ! অতএব তুমি সেই আচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই এই ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হইবে ॥ ৬

যেরূপ চোর ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও অপরের ধন অপহরণ করিয়া থাকে এবং অরাজক-অবস্থায় পরের ধন অপহরণ করিয়া সুখী মনুভব করে ॥ ৭

কিন্তু যখন অন্য কোন মানুষ আবার সেই চোরেরও ধন অপহরণ করিতে থাকে, তখন সেই চোরও প্রজাগণের রক্ষাকারী ও ধর্ম্মরাজা রাজাকে ইচ্ছা করে অর্থাৎ রাজার আবশ্যকতা অনুভব করে। এই অবস্থায় সেই চোর তাদৃশ পুরুষগণের তুল্য হইতে ইচ্ছা করে, যাহারা নিজেদেরই ধনে সন্তুষ্ট থাকে—অপরের ধন অপহরণ করাকে পাপ বলিয়া গণ্য করে ॥ ৮

যিনি পবিত্র- যাঁহার মনে চৌর্য্যাদি দোষ নাই, মানুষ নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইয়া রাজার দ্বারে গমন করিয়া থাকেন, কারণ, তিনি নিজের অন্তরাত্মায় কাহাকেও দুরাচার বলিয়া দেখিতে পান না ॥ ৯

সত্য কথা বলা অতি উত্তম কর্ম্ম। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কিছুই নাই। সত্যই সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সত্যেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে ॥

অপি পাপকৃতো রৌদ্রাঃ সত্যং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্ ।
অন্যোন্যবিসংবাদঃ প্রবর্ততে তদাশ্রয়াঃ ॥ ১১
তে চেন্মিথোঽনৃতিঃ কুর্যুর্বিনশ্যেয়ুরসংশয়ম্
ন হন্তব্যাঃ পরধনমিতি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১২
সন্তস্তে বলবন্তস্তু দুর্বলৈঃ সম্প্রবর্তিতম্
যদা নিয়তিদৌর্বল্যান্নৈবান্যেষ্বেব রোচতে ॥ ১৩
ন ত্বন্যান্যং বলবন্তো ভবন্তি সুখিনোঽপি বা
তস্মাদনার্জবে বুদ্ধির্ন কার্যা তে কদাচন ॥ ১৪
অসাধুভ্যোঽস্য ন ভয়ং ন চৌরেভ্যো ন রাজতঃ
অকিঞ্চিৎ কস্যচিৎ দুর্বন্ নির্ভয়ঃ শুচিরাবসেৎ ॥ ১৫
সর্বতঃ শঙ্কতে স্তেনো মৃগো গ্রামমিবেয়িবান্ ।
বহ্বহ্বচরিতঃ পাপমন্যত্রৈবানুশঙ্কতে ॥ ১৬
মৃদিতঃ শুচিরজ্ঞেতি সর্বতো নির্ভয়ঃ সদা
ন হি দুশ্চরিতং কিঞ্চিদাত্মনোঽন্যেষু পশ্যতি ॥ ১৭
দাতব্যমিত্যয়ং ধর্ম উক্তো ভূতহিতে রতৈঃ
ন মন্যন্তে ধনযুক্তা নৃপতেঃ সম্প্রবর্তিতম্ ॥ ১৮
যদা নিয়তিকাপণ্যমেষ্যন্যেব রোচতে ।
ন ত্বন্যান্যং ধনবন্তো ভবন্তি সুখিনোঽপি বা ॥ ১৯
যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম পূরুষঃ
ন তৎ পরেষু কুর্বীত জানন্নাত্মমাত্মনঃ ॥ ২০
যোঽন্যস্যা সাদৃশপতিঃ স কং কিং বক্তুমর্হতি
যদন্যস্য ততঃ কুর্যাদ্ম মুক্তোদিতি মে মতিঃ ॥ ২১
ঔপস্থুঃ যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যস্য প্রযাচতেৎ ।
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥ ২২

কৃতঘ্নতার পাপীরাও পৃথক্ পৃথক্ সত্যের শপথ করিয়াই পরস্পর দ্রোহ ও বাদ-বিসম্বাদ করে না। কেবল ইহাই নহে, তাহারা সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয় ।১১

যদি তাহারা পরস্পর সত্যের শপথ ভঙ্গ করে, তবে নিঃসন্দেহে পরস্পর সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় অপরের ধন হরণ করিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম ।১২

বহু বলশালী ব্যক্তি (বলের সঙ্গে নাস্তিকতাভাব অবলম্বন করিয়া) ধর্মকে দুর্বলদের দ্বারা প্রবর্তিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যখন ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাও দুর্বল হইয়া যান, তখন নিজেদের রক্ষার জন্য তাঁহারাও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাকে ভাল বলিয়া মনে করেন ।১৩

জগতে কাহারাও অত্যন্ত বলবান্ হন না কিংবা কাহারা অতিশয় দুর্বলও হন না। সেইজন্য তুমি তোমার বুদ্ধিকে কদাপি কুটিল পথে পরিচালিত করিবে না ।১৪

যিনি কাহারও কোন কিছু দোষ করেন নাই, তাঁহার দুষ্ট, চোরগণ অথবা রাজার নিকট হইতে কোন ভয় থাকে না। শুদ্ধ আচার বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা নির্ভয়ে থাকেন ।১৫

গ্রামে উপস্থিত মৃগ যেরূপ সর্বদা ভীত থাকে, সেইরূপ চোর সব সময় সকলের নিকট হইতে ভীত হইয়া অবস্থান করে। সে অনেকবার অপরের সহিত যেরূপ পাপাচার করিয়াছে, অপর ব্যক্তিকেও সে নিজেরই মত পাপাচারী বলিয়া মনে করে ।১৬

যাহার আচার বিচার শুদ্ধ, তিনি কোথাও কোনরূপ শঙ্কিত হন না। তিনি সর্বদা প্রসন্ন ও নির্ভয়চিত্ত হইয়া নির্ভয়ে থাকেন এবং তিনি নিজের কোন দুষ্কর্ম অপর ব্যক্তিগণের মধ্যে দেখিতে পান না ।১৭

সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত মহাত্মাগণ 'দান করা উচিত' এই কথা বলিয়া এই ধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তিরা উহাকে দরিদ্রগণের দ্বারা প্রবর্তিত বলিয়া মনে করেন ।১৮

কিন্তু ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাও যদি নির্ধন বা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-প্রার্থী ভিক্ষুক হইয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহারা এই ধর্মকেই (দান করা উচিত– ইহাকেই) উত্তম বলিয়া গণ্য করেন, কারণ এ সংসারে কেহ অত্যন্ত ধনবান্ হন না কিংবা কেহ অতিশয় দুর্বলও হন না (অতএব ধনের অতিমান করা উচিত নহে) ।১৯

মানুষ অন্যের দ্বারা কৃত যে ব্যবহারকে নিজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া মনে করেন, তিনি অপরের প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করিবেন না, কারণ, তাঁহার উহা জানা উচিত যে, যে ব্যবহার নিজের পক্ষে অপ্রিয়, উহা অপরের পক্ষেও প্রিয় হইতে পারে না ।২০

যে ব্যক্তি অপরের মৃদুতে উপপতিরূপে গমন করে পর-স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে, সে অপরকে সেই কর্ম করিতে দেখিয়া কাহাকে কি বলিতে পারে ? যদি অপরকে সেই প্রবৃত্তির জন্য নিন্দা করিতে থাকে, তবে সে উহা কোনরূপেই সহ্য করিতে পারে না ।২১

যে স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষী হয়, সে অপরের প্রাণ কিভাবে হরণ করিতে পারে ? যে মানুষ নিজের জন্য যে যে সুখ-সুবিধা কামনা করে, সেই মানুষ অপরের জন্যও তদ্রূপ সুখ-সুবিধা চিন্তা করিবে ।২২

অতিরিক্তৈঃ সংবিভজেদ্ ভোগৈরন্যানকিঞ্চনান্
এতস্মাৎ কারণাদ্ ধাত্রা কৃতীদঃ সম্প্রবর্তিতম্ ॥ ১৩
বস্মিংস্তু দেবাঃ সময়ে সংতিষ্ঠেরংস্তথা ভবেৎ
অথবা লাভসময়ে স্থিতির্ধর্মেঽপি শোভনা ॥ ১৪
সর্বং প্রিয়াভ্যুপগতং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ
পঞ্চৈতে লক্ষণোদ্দেশং ধর্মাধর্মে যুধিষ্ঠির ॥ ১৫
লোকসংগ্রহসংযুক্তং বিধাত্রা বিহিতং পুরা
সূক্ষ্মধর্মার্থনিয়তং সতাং চরিতমুত্তমম্ ॥ ১৬
ধর্মলক্ষণমাখ্যাতমেতৎ তে কুরুসত্তম।
তস্মাদনার্জবে বুদ্ধিং তে কার্ষীঃ কথঞ্চন ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ধর্মলক্ষণে
একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ০৫৯

নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগসকল অন্য দীন দুঃখী-দিগকে বিভাগ করিয়া যাহাতে প্রদান করিবে। সেইজন্য বিধাতা সুখের দ্বারা ধনদান করিবার প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। ১৩

যে সন্ধ্যায় বা যখনায় দেবগণ অবস্থান করেন, সেই যাগে মনুষ্যদিগেরও স্থির থাকা উচিত অথবা ধনলাভের সময় ধর্মেই অবস্থান করা সঙ্গত হয়। ১৪

যুধিষ্ঠির! সকলের সহিত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিলে অর্থাৎ লোকপ্রিয় কার্য করিলে পর যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা সমস্ত ধর্ম, ইহা মনীষী পুরুষগণ বলিয়াছেন যাহা উহার বিপরীত, উহাই অধর্ম। তুমি ধর্ম ও অধর্মের সংক্ষেপে এই লক্ষণটি অবগত হও। ১৫

বিধাতা পুরাকালে সৎপুরুষগণের জন্য যে উত্তম আচরণের বিধান করিয়াছেন, উহা বিশেষ কল্যাণ ভাবনাযুক্ত এবং উহার দ্বারা ধর্ম ও অর্থের সূক্ষ্ম স্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে। ১৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাকে ধর্মের লক্ষণ বলিলাম, অতএব তুমি কোন প্রকারেই নিজের বুদ্ধিকে কুটিল পথে লইয়া যাইবে না। ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ধর্মের লক্ষণবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্মপ্রামাণিকতায়াং যুধিষ্ঠিরস্য সন্দেহপ্রকাশঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

সূক্ষ্মঃ সাধু সমাদিষ্টঃ ভবতা ধর্মলক্ষণম্।
প্রতিভা মম্ভি মে কাচিৎ তাং ত্রুয়ামনুমানতঃ ॥ ১
ত্বয়াংসো হৃদয়ে যে যে প্রশ্নাস্তে ব্যাহতাস্ত্বয়া।
ইদং তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি ন রাজন নিগ্রহাদিব ॥ ২
ইমানি হি প্রাণভৃতি সৃজন্তাস্তারয়ন্তি চ

ন ধর্মঃ পরিপাঠেন শক্যো ভারত বেদিতুম্ ॥ ৩
অন্যো ধর্মঃ সমস্যস্য বিষমস্যস্য চাপরঃ
আপদস্তু কথং শক্যাঃ পরিপাঠেন বেদিতুম্ ॥ ৪
সদাচারো মতো ধর্মঃ সন্তস্ত্বাচারলক্ষণাঃ
সাধ্বসাধ্বঃ কথং শক্যাঃ সদাচারো হ্যলক্ষণঃ ॥ ৫

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[ধর্মের প্রামাণিকতার উপর যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ প্রকাশ]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ধর্মের সূক্ষ্ম ও সুখ লক্ষণ বলিতেছেন, কিন্তু আমার এ বিষয়ে আরও প্রতিভা আছে। অতএব আমি এ সম্বন্ধে অনুমানের দ্বারা এমন কিছু বলিব। ১

আমার হৃদয়ে যে সব বহু প্রশ্ন উঠিয়াছিল, সে সমস্ত আপনি নিরাকরণ করিয়াছেন। মহারাজ! এখন আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছি। ইহাতে জিজ্ঞাসাই কারণ, কুতর্ক করিয়া আপনাকে পরাকৃত করিবার জন্য নহে। ২

হে ভারত! ধর্মই প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্মই তাহাদের জীবনধারণ ও উদ্ধারের কারণ। কিন্তু ধর্ম কেবল বেদসকলের পাঠমাত্রেই জানা সম্ভব হয় না। ৩

যে মানুষ উত্তম অবস্থায় আছে, তাহার এক ধর্ম এবং যে মানুষ সঙ্কটাপন্ন, তাহার ধর্ম অন্যরূপ। কেবল বেদসকলের পাঠে এই সব ধর্ম কিভাবে জানা যাইতে পারে? ৪

সৎপুরুষগণের আচরণই ধর্ম, ইহা আপনার অভিমত এবং যাহাদের মধ্যে ধর্মাচরণ লক্ষিত হয়, তাঁহারাই সৎপুরুষ। এরূপ অবস্থায় সদাচারের দোষ উপস্থিত হওয়ায় সাধু ও অসাধুর জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং সদাচারই ধর্মের লক্ষণ হইতে পারে না। ৫

দৃশ্যতে হি ধর্ম রূপেণাধর্মঃ প্রাকৃতশ্চরন্
ধর্মঃ চাধর্মরূপেণ কশ্চিদপ্রাকৃতশ্চরন্ ॥ ৬
পুনরস্য প্রমাণং হি নির্দিষ্টং শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
বেদবাদাশ্চাতুর্যুগ্যা ইতি স্তৌতীহ ন শ্রুতম্ ॥ ৭
অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে
অন্যে কলিযুগে ধর্মা যথাশক্তি কৃতা ইব ॥ ৮
আয়ুর্বচনং সত্যমিত্যাহুঃ লোকসংগ্রহঃ।
আয়ুর্বেদাঃ পৃথগ্বেদাঃ প্রসৃতা সর্বতোমুখাঃ ॥ ৯
তে চেৎ সর্বপ্রমাণং বৈ প্রমাণং ছত্র নিগচ্ছতে
প্রমাণেঽপ্যপ্রমাণেন বিরুদ্ধে শাস্ত্রতা কুতঃ ॥ ১০
ধর্মস্য ক্রিয়মাণস্য বলবদ্ভিস্তু বাগ্মভিঃ
যা যা বিক্রিয়তে সংস্থা তত্র সাপি প্রবর্ততি ॥ ১১
নিত্যং চৈনং ন বা নিত্যং শক্যং বা বেদিতুং ন বা
অণীয়ান্ ক্ষুরধারায়া গরীয়ানপি সর্বতঃ ॥ ১২
গন্ধর্বনগরাকারঃ প্রথমং সম্প্রদৃশ্যতে
অবীক্ষ্যমাণঃ কবিভিঃ পুনর্গচ্ছত্যদর্শনম্ ॥ ১৩
বিপানানীব গোত্যোঽপি ক্ষেত্রে ক্লেদো ৮ ভারত।
স্মৃতিহি শাশ্বতো ধর্মো বিপ্রহীনো ন দৃশ্যতে ॥ ১৪
কামাদপ্যেকতরা চানো কারণৈরপরৈস্তথা
অসদ্যোঽপি বৃথাচারঃ ভবত্যে বহবোঽপরে ॥ ১৫
ধর্মো ভবতি স ক্ষিপ্রং প্রলাপত্বেব সাধুষু
অপৈত্যনাহুতস্বানাপি চারহসম্মতঃ ॥ ১৬
মহাজনা হ্যাপাবৃত্তা রাজধর্মঃ সমাশ্রিতাঃ।
ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ১৭

এ জগতে দেখা যায় যে, বহু প্রাকৃত ব্যক্তি ধর্মরূপে দুই অধর্মের আচরণ করে এবং অপ্রাকৃত (বিরল) পুরুষ অধর্মরূপে প্রতীত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন (অতএব কেবল আচারের দ্বারা ধর্মাধর্মের নির্ণয় হইতে পারে না)। ৬

শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ ধর্মসম্বন্ধে বেদকেই প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, যুগে যুগে বেদসকলের হ্রাস হয় অর্থাৎ ধর্মের সম্বন্ধে বেদের যে নিশ্চয়, উহা প্রত্যেক যুগে পরিবর্তিত হয়। ৭

সত্য যুগে ধর্ম একরূপ, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ধর্ম অন্যরূপ এবং কলিযুগে ধর্ম আবার অন্য একরূপ কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, মুনিগণ লোকসকলের শক্তি অনুসারেই ধর্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৮

বেদসকলের বাক্য সত্য, এবম্বা লোকরক্ষণার্থ বেদসমূহ হইতেই সর্বমুখী স্মৃতিসকলের প্রচার ও প্রসার হইয়াছে। ৯

যদি সমস্ত বেদ প্রামাণিক হয়, তবে স্মৃতিসকলও প্রামাণিক হইতে পারে, কিন্তু যখন (যুগে যুগে ধর্মবিষয়ে বিভিন্ন প্রকার কথা বলায়) প্রধানভূত বেদই অপ্রামাণিক হয়, তবে বেদমূলক স্মৃতিসকলও প্রামাণিক থাকিতে পারে না। যদি স্মৃতির শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, তবে ত' উহাতে শাস্ত্রত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? ১০

যখন ধর্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, তখন বলবান্ ব্যক্তিগণ উহাতে যে সব বিকৃতি উৎপন্ন করে, উহার জন্য সেই ধর্ম-ব্যবস্থারও লোপ হইয়া যায় অর্থাৎ ধর্মের অবনতি হয়। ১১

এই জগতে ধর্মকে জানিতে পারি বা না পারি, ধর্মের স্বরূপ জানিতে সমর্থ হই বা না হই; ইহা ত' নিশ্চিত যে, ধর্ম ক্ষুরের ধার হইতেও সূক্ষ্ম এবং পর্বত হইতেও অধিক বিশাল ও ভারী। ১২

ধর্ম সম্বন্ধে যখন আলোচনা করা হয়, তখন ত' উহা গন্ধর্ব-নগরের ন্যায় অদ্ভুত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তারপর বিদ্বান্‌গণের দ্বারা বিশেষরূপে বিচার করিবার পর ইহাই প্রতীত হয় যে, উহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ১৩

হে ভারত! যেরূপ বহুসংখ্যক লোককে জলপান করাইলে নিপান (ক্ষুদ্র জলাশয়) শুকাইয়া যায় এবং অধিক ক্ষেত্রে (জমিতে) জল সিঞ্চন করিলে ক্ষুদ্র নদীর (খালের) জল নিঃশেষ হইয়া যায়, সেইরূপ সনাতন বৈদিক ধর্ম অথবা স্মৃতিশাস্ত্রসকল ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া কলিযুগের অন্তিমভাগে অদৃশ্য হইয়া যায়। ১৪

কারণ সেই সময় কিছু মানুষ স্বার্থবশতঃ, অপর কিছু মানুষ নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কারণে ধর্মাচরণ করে ও বহু অসাধু মানুষও বৃথা ধর্মাচরণের ভাণ করে। ১৫

সেই সময় লোকসকলের দ্বারা প্রায়শঃ সকামভাবেই ধর্মের আচরণ করিতে দেখা যায়। সৎপুরুষগণের মধ্যে যে যথার্থ ধর্মাচরণ হয়, উহা সময় মূঢ় মনুষ্যদিগের দৃষ্টিতে প্রলাপমাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই সব মূঢ় মানুষ সেই ধর্মানুষ্ঠানকে উন্মত্ত বলিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে উপহাস করে। ১৬

আচার্য দ্রোণের ন্যায় মহাপুরুষগণও স্বধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব কোনও আচারই এমন নহে, যাহা সকলের পক্ষে সমানভাবে হিতকর বা সকলের দ্বারা সমানরূপে পালিত হইতে পারে। ১৭

যেনৈবান্যঃ প্রভবতি সোঽপরং বাধতে পুনঃ
সৃজতে চৈব স পুনস্তন্নাস্ত্রপো বদুচ্যতে ১৮
যেনৈবান্যঃ প্রভবতি সোঽপরানপি বাধতে।
আচারাণামনৈকাগ্র্যং সর্ব্বেষামুপলক্ষয়েৎ ॥ ১৯
চিরাভিপন্নঃ কবিভিঃ পুরাং ধর্ম্ম উদাহৃতঃ

ইহাও দেখা যায় যে, এই বেদের আচরণে বিশ্বামিত্রাদি অন্য মহাপুরুষগণ উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং রাবণাদি নিশাচরগণ সেই বেদের বলে অপর ব্যক্তিগণকে পীড়িত করিয়াছে আবার কতশত বহু ঋষি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বেদেরই দ্বারা সদা একই অবস্থায় অবস্থান করিয়াছেন, ইহা দেখা যায় ১৮

যে বেদকে অবলম্বন করিয়া এক ব্যক্তি উন্নতি করে, উহারই দ্বারা অন্য ব্যক্তি আবার অপরকে পীড়িত করে; অতএব সকলের পক্ষে আচারসমূহের একরূপতা কোথাও দেখা যায় না ॥ ১৯

আপনি পূর্ব্বে সেই ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা বিদ্বান্‌গণ চিরকাল ধরিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন। আমিও ইহা বুঝি যে, সেই পূর্ব্বপ্রচলিত বেদের আচরণের দ্বারাই সমাজের মর্য্যাদা দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকিতে পারে। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে বেদের প্রামাণিকতার উপর আক্ষেপ বিষয়ক ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জাজলের ঘোর তপস্যা, স্বমস্তকে জটাবল্কে পক্ষিগণের নীড়নির্ম্মাণের তত্ত্বাভিমান, আকাশবাণীপ্রেরণায় তুলাধারবৈশ্যসমীপে তত্ত্ব সমন্বন্ধ।]

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
তুলাধারস্য বাক্যানি বনে জাজলিনা সহ ॥ ১
বনে বনেচরঃ কশ্চিজ্জাজলির্নাম বৈ দ্বিজঃ।
সাগরোদ্দেশমাগম্য তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥ ২
নিয়তো নিয়তাহারস্চিরাজ্জিনজটাধরঃ।
বল্মীকভূতো ধীমান্ বহূন্ বর্ষগণান্ মুনিঃ ॥ ৩

স কদাচিন্মহাতেজা জলবাসো মহীপতে।
ৎচার লোকান্ বিপ্রর্ষিঃ প্রেক্ষমাণো মনোজবঃ ॥ ৪
স চিন্তয়ামাস মুনির্জলবাসে কদাচন।
বিপ্রেক্ষ্য সাগরান্তাঃ বৈ মহীং সবনকাননাম্ ॥ ৫
ন ময়া সদৃশোঽস্তীহ লোকে স্থাবরজঙ্গমে
অহো বৈহায়সং গচ্ছেন্নয়া যোধনাঃ সহেতি বৈ ॥ ৬

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[জাজলির ঘোর তপস্যা, স্বমস্তকে জটাবল্কে পক্ষিগণের বাসা নির্ম্মাণে তাঁহার অভিমান ও আকাশবাণীর প্রেরণায় তুলাধার বৈশ্যের নিকট তাঁহার গমন।]

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! ধর্ম্মের বিষয়ে জাজলির সহিত তুলাধার বৈশ্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস বিদ্বান্ পুরুষগণ এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১

প্রাচীনকালে জাজলি নামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বনবাসী ছিলেন এবং বনেই বিচরণ করিতেন। সেই মহাতপস্বী জাজলি সমুদ্রের তীরে যাইয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২

তিনি নিয়মসহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়মিত ভোজন করিতেন, বল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং জটাধারণ করিয়া রহিলেন। এই বুদ্ধিমান্ মুনি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত শরীরে জল ও পঙ্ক ধারণ করিয়া তপস্যারত রহিলেন ॥৩

রাজন্! তাহার কোন এক সময়ে সমুদ্রতীরস্থ জলশূন্য প্রদেশে বাসকারী সেই মহাতেজস্বী বিপ্রর্ষি সমস্ত লোকসকলকে দর্শন করিবার জন্য মনের ন্যায় তীব্র গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

বন ও কানন সহ সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করত সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল প্রদেশে বাস করিবার সময় জাজলি মুনি এরূপ চিন্তা করিলেন। ৫

এই চরাচর জগতে আমি ব্যতীত অন্য কোন মানুষ নাই,

অদৃশ্যমানো রক্ষোভির্জলমধ্যে বসংস্তদা।
অব্রুবংশ্চ পিশাচাস্তং নৈষঃ ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৭

তুলাধারো বণিগ্‌ধর্ম্মী বারাণস্যাং মহাযশাঃ
সোঽপ্যেবং নার্হতি বক্তুং যথা ত্বং দ্বিজসত্তম ॥ ৮

ইত্যুক্তো জাজলির্ভূতৈঃ প্রত্যুবাচ মহাতপাঃ
পশ্যেয়ং তমহং প্রাজ্ঞং তুলাধারং যশস্বিনম্ ॥ ৯

ইতি ব্রুবাণং তমৃষিং রক্ষাংস্যুদ্‌যুক্তা সাগরাৎ।
অব্রুবন গচ্ছ পশ্চান্নস্তারেমঃ দ্বিজোত্তম ॥ ১০

ইত্যুক্তো জাজলির্ভূতৈর্জগাম বিমনাস্তদা
বারাণস্যাং তুলাধারং সমাসাদ্যাব্রবীদিদম ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং কৃতং দুষ্করং তাত কর্ম্ম জাজলিনা পুরা।
যেন সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ

অতীব তপসা যুক্তো ঘোরেণ স বভূব হ।
তস্যোপস্পর্শনরতঃ সায়ং প্রাতর্মহাতপাঃ ॥ ১৩

অগ্নীন্ পরিচরন সম্যক্ স্বাধ্যায়পরমো দ্বিজঃ
বানপ্রস্থবিধানজ্ঞো জাজলির্জ্বলিতঃ শ্রিয়া ॥ ১৪

বনে তপস্যতিষ্ঠৎ স ন চ ধর্ম্মমবৈক্ষত
সর্ব্বাস্বাকাশশায়ী চ হেমন্তে জলসংশ্রয়ঃ

বাতাতপসহো গ্রীষ্মে ন চ ধর্ম্মমবিন্দত
দুঃখশয্যাশ্চ বিবিধা ভূমৌ চ পরিবর্ত্ততে ॥ ১৬

ততঃ কদাচিৎ স মুনির্বর্ষাকাশমাস্থিতঃ
অন্তরীক্ষাজ্জলং মূর্দ্ধ্না প্রত্যগৃহ্ণাদমূর্ত্তিমৎ

অথ তস্য জটাঃ ক্লিন্না বভূবুর্বিততাঃ প্রভো
অবগাঢ়মনাস্তিষ্ঠা মলিনোঽমলসংবৃতঃ ॥ ১৮

যে আমার সহিত জলে বিচরণ করিতে ও আকাশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতে পারে। ৬

রাক্ষসগণের অদৃশ্য হইয়া জলমধ্যে স্থিত জাজলিমুনি যখন এইরূপ কথা বলিলেন, তখন অদৃশ্য পিশাচগণ তাঁহাকে বলিলেন,— মুনে! আপনার এরূপ কথা বলা উচিত নহে। ৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কাশীতে মহাযশস্বী তুলাধার নামে এক ব্যক্তি আছেন। তিনি বণিগ্‌ধর্ম্ম পালন করেন। তিনিও এরূপ কথা বলেন নাই, যেরূপ আজ আপনি বলিলেন। ৮

সেই অদৃশ্য ভূতগণ এই কথা বলিলে পর মহাতেজস্বী জাজলি তাঁহাদের বলিলেন আমি কি সেই জ্ঞানী ও যশস্বী তুলাধারকে দর্শন করিতে পারিব? ৯

এরূপ বাক্যবাদী সেই ঋষিকে সমুদ্রবর্ত্তী জলপ্রদেশ হইতে বাহিরে নির্গত করিয়া রাক্ষসগণ তাঁহাকে বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই পথ অবলম্বন করত কাশীপুরী গমন করুন। ১০

সেই অদৃশ্য ভূতগণ এই কথা বলিলে পর জাজলিমুনি বিমনা হইয়া কাশীতে গমন করিলেন এবং তুলাধারের নিকট গমন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! পূর্ব্বকালে জাজলি কি এমন দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহার বলে তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ইহা আমাকে সবিস্তারে বলুন। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! জাজলিমুনি মহাতপস্বী ছিলেন এবং অত্যন্ত ঘোরের তপস্যায় রত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে স্নান এবং সন্ধ্যোপাসনা করত বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র করিতেন ও বেদাধ্যয়নের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিতেন। ঋষি জাজলি বানপ্রস্থ ধর্ম্মের বিধি জানিতেন ও পালন করিতেন। তিনি শ্রীর তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতে ছিলেন। ১৩-১৪

তিনি বনে থাকিয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের ধর্ম্মকে কখনও অবহেলা করিতেন না। তিনি বর্ষাকালে অনাবৃত আকাশের নীচেতে শয়ন করিতেন এবং হেমন্ত কালে জলের মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবে গ্রীষ্মকালে কঠোর সূর্য্যতাপ ও তাপযুক্ত বায়ু সহ্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার বাস্তবিক ধর্ম্মের জ্ঞান তখাপি হইল না। তিনি ভূতলের শয়ন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এই ভাবে শয়ন করিতেন, যাহাতে তাঁহার দুঃখ ও কষ্ট অধিক অনুভব হইত। ১৫-১৬

তদনন্তর কোন এক সময় বর্ষা ঋতু আসিলে পর এই মুনি অনাবৃত আকাশের নিম্নে অবস্থান হইলেন এবং আকাশ হইতে যে মূর্ত্তিমান জলধারা বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাহার আঘাত তিনি বারংবার নিজ মস্তকের দ্বারা সহ্য করিতে লাগিলেন। ১৭

প্রভো! তাঁহার মস্তকের কেশসমূহ অনবরত আর্দ্র থাকায় জটায় পরিণত হইল। সর্ব্বদা মলেই বিচরণ করিতেন বলিয়া তাঁহার দেহ মলিন হইয়া যাইল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইল। ১৮

স কদাচিন্নিরাহারো বাহূত্ক্ষো মহাতপাঃ।
তস্থৌ কাষ্ঠবদধ্যাত্মো ন চচাল চ কহিচিৎ
তদা স্ম স্থাণুকৃত্যস্য নিবিচেষ্টস্য ভারত।
কুলিঙ্গশকুনৌ রাজন্ নীড়ং শিরসি চক্রতুঃ
স তৌ দয়াবান্ ব্রহ্মর্ষিরুপপ্রেক্ষ্য দম্পতী
কুর্বাণৌ নীড়কং তত্র জটাসু তৃণসত্তমৈঃ
যদা ন স চলত্যেব স্থাণুভূতো মহাতপাঃ
ততস্তৌ সুখবিশ্বস্তৌ সুখং তত্রোষতুস্তদা। ১১
অতীতাসূষু বর্ষাসু শরৎকাল উপস্থিতে
প্রাজাপত্যেন বিধিনা বিশ্বাসাৎ কামমোহিতৌ। ৩
তত্রাপাতয়তাং রাজন্ শিরস্যণ্ডানি খেচরৌ
তাভ্যবর্ষত তেজস্বী স বিপ্রঃ সংশিতব্রতঃ। ১৪
বুদ্ধ্যা চ স মহাতেজা ন চচাল চ ভারত

ধর্মে কৃতমনা নিত্যং নাধর্মং স স্মরোচয়ৎ
অহন্যহনি চাপত্যে তয়োস্তৌ তস্য মূর্ধনি
আখ্যাসিতৌ নিবসতঃ সম্প্রহৃষ্টৌ তদা দ্বিজৌ ॥ ১৬
অথেতাস্বপি পুত্রৈভ্যঃ প্রাজায়ন্ত শকুন্তকাঃ।
ন ব্যবদ্ধ চ তত্রৈব ন চাকম্পত ভারত। ১৭
স রক্ষমাণস্তানণ্ডানি কুলিঙ্গানাং ধৃতব্রতঃ
তথৈব তস্থৌ ধর্মাত্মা নিবিচেষ্টঃ সমাহিতঃ।
ততস্তু কালসময়ে বভূবুস্তেষু পক্ষিণঃ
বুবুধে তাংস্তু স মুনির্জাতপক্ষান্ কুলিঙ্গকান্
ততঃ কদাচিৎ তাংস্তত্র পক্ষিণঃ পতত্রতঃ
বভূব পরমপ্রীতস্তদা মতিমতাং বরঃ। ৫০
তথা তানপি সংবৃদ্ধান্ দৃষ্ট্বা চাপ্লবতাং মুহুঃ।
শকুনৌ নির্গতৌ তত্র উষতুশ্চাপ্যনৈঃ সহ ॥ ৫১

কোন এক সময়ের কথা, সেই মহাতপস্বী কাঞ্জলি নিরাহার হইয়া কেবল বাহু উত্তোলন করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেই সময় তাঁহার চিত্তে অল্পও ব্যগ্রতা দেখা যাইল না এবং তিনি ক্ষণকালের জন্যও কখনও বিচলিত হন নাই। ১৩

হে ভারত! তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলিয়া কোন এক কাঠলক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। রাজন্! সেই সময় তাঁহার মস্তকে এক জোড়া কুলিঙ্গ (চটক) পক্ষী আসিয়া বাস নির্মাণ করিল। ১৪

এই বিপ্রর্ষি অতিশয় দয়ালু ছিলেন, সেই জন্য এই পক্ষী দুইটিকে তৃণসমূহের দ্বারা জটামধ্যে বাস নির্মাণ করিতে দেখিয়াও তাহাদের উপেক্ষা করিলেন—অর্থাৎ তাহাদের তাড়াইয়া দিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। ১৫

যখন এই মহাতপস্বী কাঠলক্ষের ন্যায় অল্পও সঞ্চালিত হইলেন না, তখন সর্বতোভাবে বিশ্বাসসহকারে সেই দুই পক্ষী সুখের সহিত বাস করিতে লাগিল। ১৬

রাজন্! ধীরে ধীরে বর্ষাঋতু অতিবাহিত হইল এবং শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় কামে মোহিত হইয়া সেই দুই পক্ষী সন্তানোৎপাদনকারী বিধি অনুসারে পরস্পর সমাগম করিল এবং বিশ্বাসবশতঃ জটার মস্তকেই অণ্ডপ্রসব করিল। কঠোর ব্রতপালনকারী সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণের ইহা বোধ হইল যে, তাঁহার মস্তকে জটামধ্যে পক্ষী দুইটি অণ্ড (ডিম) প্রসব করিয়াছে। ২৩-১৪

এই বিষয় জানিয়াও মহাতেজস্বী কাঞ্জলি বিচলিত হইলেন না। তাঁহার মন সর্বদা ধর্মেই আসক্ত ছিল অতএব তাঁহার অধর্ম কার্য ভাল লাগিল না। ১৫

প্রভো! সেই পক্ষী দুইটি প্রতিদিন খাদ্য অন্বেষণে গমন করিত এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তকেই বাস করিত। সেখানে তাহারা অতিশয় আশ্বাস লাভ করিত এবং অন্যান্য আনন্দ পাইত। ১৬

অণ্ডসকল পুষ্ট হইলে পর তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া বহু পক্ষিশাবক জন্মগ্রহণ করিল এবং সে স্থানেই পালিত হইয়া বর্ধিত হইতে লাগিল, তথাপি কাঞ্জলি কোনরূপ কম্পিত হইলেন না। ১৭

দৃঢ়ব্রতসহকারে ব্রতপালনকারী সেই একাগ্রচিত্ত ধর্মাত্মা মুনি সেই পক্ষিশাবকদের অণ্ডসকল রক্ষা করিতে করিতে পূর্ববৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিলেন। ১৮

তদনন্তর কিছু সময় অতিবাহিত হইলে পর সেই সব পক্ষী শাবকগণ বাহির হইয়া আসিল ইহা মুনির বোধ হইল যে, পক্ষিশাবকগণের পক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯

সংবর্ধিত পুত্রক ব্রতপালনে উৎপন্ন ও বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাঞ্জলি কোন দিন সেই পক্ষধারী পক্ষিশাবকগণকে উড়িতে দেখিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং নিজেদের শাবকগণকে বন্ধ হইতে দেখিয়া সেই দুই পক্ষীও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা তখন সন্তানগণের সহিত নির্ভয় হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। ৫০-৫১

ভাবপক্ষাংশ্চ সোঽপশ্যদ্ভড্ডীনান্ পুনরাগতান্ ।
সায়ং সায়ং দ্বিজান্ বিপ্রো ন চাকম্পত জাজলিঃ ॥৩১
কদাচিৎ পুনরভ্যেত্য পুনর্গচ্ছন্তি সত্তমম্
তাক্তা মাতাপিতৃভ্যাং তে ন চাকম্পত জাজলিঃ ॥৩২
তথা তে দিবসং চাপি সত্যা সায়ং পুনর্নৃপ ।
উপাবর্তন্ত তত্রৈব নিবাসার্থং শকুন্তকাঃ ॥ ৩৩
কদাচিদ্দিবসান্ পঞ্চ সমুৎপত্যা বিহঙ্গমাঃ
ষষ্ঠেঽহনি সমাজগ্মুর্ন চাকম্পত জাজলিঃ ॥ ৩৪
ক্রমেণ চ পুনঃ সর্বে দিবসান্ সুবহূনথ ।
নোপাবর্তন্ত শকুনা জাতপ্রাণা ইব ত্বে যথা ॥ ৩৫
কদাচিন্মাসমাত্রেণ সমুৎপত্যা বিহঙ্গমাঃ
নৈবাগচ্ছংস্ততো রাজন্ প্রাতিষ্ঠত স জাজলিঃ ॥ ৩৭

ততস্তেষু প্রলীনেষু জাজলির্জাতবিস্ময়ঃ
সিদ্ধোঽস্মীতি মতিং চক্রে ততস্তং মান আবিশৎ ॥৩৮
স তথা নির্গতান্ দৃষ্ট্বা শকুন্তান্ নিয়তব্রতঃ ।
সম্ভাবিতাত্মা সম্ভাব্য তৃণং প্রীতমনাঽভবৎ ॥ ৩৯
স নদ্যাং সমুপস্পৃশ্য তর্পয়িত্বা হুতাশনম্
উদয়ন্তমথাদিত্যমুপাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ ॥ ৪০
সম্ভাষ্য চটকান্ মুদ্নি জাজলির্জপতাং বরঃ
আস্ফোটয়ং স্তথাঽহঙ্কারে ধর্মঃ প্রাপ্তো ময়েতি বৈ ॥৪১
অথান্তরিক্ষে বাগাসীৎ তাক্ত শুভ্রাব জাজলিঃ ।
ধর্মেণ ন সমস্ত্বং বৈ তুলাধারসা জাজলে ॥ ৪২
বারাণস্যাং মহাপ্রাজ্ঞস্তুলাধারঃ প্রতিষ্ঠিতঃ
সোঽপ্যেবং বাইতে বক্তুং যথা ত্বং ভাষসে দ্বিজ ॥৪৩

পাখীগুলির পক্ষ হইয়াছে, সেইজন্য তাহারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য উড়িয়া বাহির হইয়া যাইত এবং প্রতিদিন সায়ংকালে পুনরায় সে স্থানে ফিরিয়া আসিত। বিপ্র জাজলি সেই পক্ষিগণকে এইভাবে যাতায়াত করিতে দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোনরূপ কম্পিত হইলেন না। ৩১

কোন এক সময় মাতা-পিতা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইল। তখন সেই সব পক্ষীরা কখনও আসিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং যাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইভাবে তাহারা যাতায়াত আরম্ভ করিল। সেই সময়েও জাজলি একবারও কম্পিত হইলেন না।

হে নৃপ! সেই সব পক্ষিগণ এখন দিবা দিন আহারের জন্য চলিয়া যায় এবং সন্ধ্যাকালে পুনরায় বাস করিবার জন্য ফিরিয়া আসে। ৩৪

কখনও কখনও সেই সব পক্ষীরা উড়িয়া গিয়া পাঁচ দিন পর্যন্ত বাহিরে থাকিত এবং ষষ্ঠ দিনে তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিত। তখন পর্যন্তও সেই জাজলি মুনি কম্পিত হইলেন না। ৩৬

তারপর পুনরায় সেই সব পক্ষী বহুদিনের জন্য চলিয়া যাইল এবং পরে ফিরিয়াও আসিল। তখন তাহারা অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান্ হইয়াছে। এই সময় পর্যন্তও জাজলিমুনি কোনরূপ কম্পিত হইলেন না। ৩৮

রাজন্! এক সময় সেই আকাশচারী পক্ষীরা উড়িয়া যাইবার পর এক মাস পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল না। তখন জাজলিমুনি সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। ৩৭

সেই পক্ষিগণ অদৃশ্য হইয়া যাইলে পর জাজলিমুনি বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আমি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি, তখন তাঁহার মধ্যে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩৮

নিয়মসহকারে ব্রতপালনকারী সেই সত্যবিত্তাত্মা মহর্ষি পক্ষিগণকে সেইভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজের সিদ্ধির সম্ভাবনা করত মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ৩৯

পুনরায় নদীর তীরে যাইয়া সেই মহাতপস্বী মুনি স্নান করিলেন এবং সন্ধ্যা তর্পণের পর অগ্নিহোত্রের দ্বারা অগ্নিদেবকে তুষ্ট করত উদয়াচলস্থিত সূর্যদেবের উপস্থান করিলেন। ৪০

উপকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাজলি নিজের মস্তকের উপর পক্ষীদিগকে ভস্মসাৎ করিতে ও রক্ষিত হইতে দেখিয়া সেই সব বিষয় স্মরণ করত নিজেকে অতিশয় ধন্যাত্মা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং আকাশে যেন তালশব্দ করিতে করিতে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন আমি ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছি। ৪১

এই সময় আকাশবাণী হইল জাজলে! তুমি মনে তুলাধারের সমান নও, কাশীপুরে মহাজ্ঞানী তুলাধার বৈশ্য ধার্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। বিপ্রবর! সেই তুলাধারও এই কথা এরূপ কথা বলিতে পারে না; যেরূপ তুমি বলিতেছ। জাজলি এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ৪২-৪৩

সোঽমর্ষবশমাপন্নস্তুলাধারমিদমব্রুবীৎ।
পৃথিবীমচরদ্ রাজন্ যত্র সায়ংগৃহো মুনিঃ ॥ ৪৪
কালেন মহতাগচ্ছৎ স তু বারাণসীং পুরীম্
বিক্রীণন্তক পণ্যানি তুলাধারং দদর্শ সঃ ॥৪৫
সোঽপি দৃষ্ট্বৈব তং বিপ্রমায়ান্তং ভাণ্ডজীবনঃ।
সমুত্থায় সুসংহৃষ্টঃ স্বাগতেনাভ্যপূজয়ৎ ॥ ৪৬

তুলাধার উবাচ।

আযানেবাসি বিদিতো মম ব্রহ্মন্ ন সংশয়ঃ।
ব্রবীমি যৎ তু বচনং তদ্ভবান্ শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৭
সাগরানূপমাশ্রিত্য তপস্তপ্তং ত্বয়া মহৎ
ন চ ধর্মস্য সংজ্ঞাং ত্বং পুরা বেত্থ কথঞ্চন ॥ ৪৮
ততঃ সিদ্ধস্য তপসা তব বিপ্র সকুণ্ডকাঃ
ক্ষিপ্রং শিরস্তজায়ন্ত তে চ সন্তাবিতাস্ত্বয়া ॥ ৪৯
ভাণ্ডপক্ষা যদা তে চ গতাস্তোয়ামিততস্ততঃ।
মন্যমানস্ততো ধর্মং চটকপ্রভবং দ্বিজ ॥ ৫০
যে বাচঃ ত্বমথাশ্রৌষীর্মাং প্রতি দ্বিজসত্তম।
অমর্ষবশমাপন্নস্ততঃ প্রাপ্তো ভবানিহ ॥
করবাণি প্রিয়ং কিং তে তদ্ ব্রূহি দ্বিজসত্তম ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি তুলাধারজাজলিসংবাদে
একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬১

ব্রাহ্মণ। ইহাতে তিনি অমর্ষের বশীভূত হইয়া পরিশেষে এবং তুলাধারকে দর্শন করিবার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে সন্ধ্যা হইত, সেখানেই এই মুনি বাস করিতেন। ৪৪

এইভাবে দীর্ঘকালের পর তিনি বারাণসী পুরীতে আসিলেন। সে স্থানে তিনি তুলাধারকে দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেখিলেন। ৪৫

বিবিধ পণ্যদ্রব্যসকল ক্রয় বিক্রয় করিয়া জীবননির্বাহকারী তুলাধারও ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া অতিসত্বর দাঁড়াইলেন এবং অতিশয় তুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগতপ্রশ্নাদির দ্বারা সমাদর করিলেন। ৪৬

তুলাধার বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট আসিতেছেন, ইহা আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন আমি যাহা কিছু বলিব, উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। ৪৭

আপনি সাগরের তীরে সকল প্রদেশে অবস্থান করত অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বে কখনও কোনরূপে আপনার এই বোধ হয় নাই যে, আমি অতিশয় ধার্মিক। ৪৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আপনি তপস্যায় সিদ্ধ হইলেন, তখন দুইটি পক্ষী আপনার মস্তকে অত্যন্তসর করে এবং তাহা হইতে পক্ষীশাবকরা ভূমিতলে পতিত হয়। আপনি তাহাদিগকে ভালভাবে রক্ষা করিয়াছেন। ৪৯

ব্রহ্মন্! যখন তাহাদের পক্ষ হইল এবং খাদ্যসংগ্রহের জন্য উড়িয়া গিয়া এদিক্ ওদিকে চলিয়া যাইল, তখন সেই পক্ষিগণকে পালনজনিত ধর্মকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৫০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমার বিষয়ে আকাশবাণী হইল যাহা আপনি শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রবণ করিয়াই অমর্ষের বশীভূত হইয়া আপনি এস্থানে আমার নিকট আসিয়াছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বলুন, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য করিব? ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে তুলাধার ও জাজলির সংবাদবিষয়ক একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জাজলি-তুলাধারয়োর্ধর্ম্মবিষয়ে সংবাদঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তদা তেন তুলাধারেণ ধীমতা
প্রোবাচ বচনং ধীমান্ জাজলির্জ্জিতাং বরঃ ॥ ১

জাজলিরুবাচ।

বিক্রীণতঃ সর্বরসান্ সর্বগন্ধাংশ্চ বাণিজ।
বনস্পতীনোষধীশ্চ তেষাং মূলফলানি চ ॥ ২

অন্যত্র নৈষ্টিকীং বৃদ্ধিং কুতস্ত্বামিদমাগতম্।
এতদাচক্ষ্ব মে সর্বং নিখিলেন মহামতে ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্তুলাধারো ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
উবাচ ধর্মসূক্ষ্মাণি বৈশ্যো ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৪

তুলাধার উবাচ

বেদাহং জাজলে ধর্মং সরহস্যং সনাতনম্।
সর্বভূতহিতঃ মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ ॥ ৫

অক্রোহেনৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিঃ সা পরো ধর্মস্তেন জীবামি জাজলে ॥ ৬

পরজিহ্মৈঃ কাষ্ঠতৃণৈর্মেদং শরণং কৃতম্।
অলক্তং পল্লকং তুঙ্গং গন্ধাংশ্চোচ্চাবচাংস্তথা ॥ ৭

রসাংশ্চ তাংস্তান্ বিপ্রর্ষে বহুবর্জ্যান্ বহূনপি।
ক্রীত্বা বৈ প্রতিবিক্রীণে পরহস্তাদমায়য়া ॥ ৮

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে ॥ ৯

নানুরুদ্ধো বিরুদ্ধো বা ন দ্বেষ্মি ন চ কাময়ে
সমোঽহং সর্বভূতেষু পশ্য মে জাজলে ব্রতম্।
তুলা মে সর্বভূতেষু সমা তিষ্ঠতি জাজলে ॥ ১০

নাহং পরেষাং কৃত্যানি প্রশংসামি ন গর্হয়ে
আকাশস্যেব বিপ্রেন্দ্র পশ্য লোকস্য চিত্রতাম্ ॥ ১১

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[জাজলি ও তুলাধারের ধর্মবিষয়ে সংবাদ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় বুদ্ধিমান্ তুলাধার এই কথা বলিলে পর তপস্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মতিমান্ জাজলি এই কথা বলিলেন। ১

জাজলি বলিলেন, বৈশ্যপুত্র! তুমি ত' সর্বপ্রকার রস, গন্ধ, বনস্পতি, ঔষধি, মূল ও ফলাদি বিক্রয় করিতেছ। ২

মহামতে! তুমি ধর্মে একনিষ্ঠ বুদ্ধি কোথা হইতে পাইলে? তোমার এই জ্ঞান কিভাবে সুলভ হইল? এই সব পূর্ণরূপে আমাকে বল। ৩

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! যশস্বী ব্রাহ্মণ জাজলিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ তুলাধার বৈশ্য তাঁহাকে ধর্মসম্বন্ধে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

তুলাধার বলিলেন,—জাজলে! যাহা সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই হিতকারী এবং সকলের প্রতি মৈত্রীভাব রক্ষাকারী, যাহাকে সকল মানুষ পুরাতন (সনাতন) ধর্মরূপে জানেন, গূঢ় রহস্যের সহিত সেই সনাতন ধর্ম আমি জানি। ৫

যাহার দ্বারা কোন প্রাণীর সহিত দ্রোহাচরণ করিতে হয় না অথবা অল্প দ্রোহ করিলে কার্য সম্পন্ন হয়, এরূপ জীবনধারণ বৃত্তি হইল উত্তম জাজলে। আমি উহারই দ্বারা জীবননির্বাহ করি। ৬

আমি অন্যের দ্বারা ছিন্ন কাষ্ঠ ও তৃণসকলের দ্বারা এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছি। অলক্তক (বৃক্ষবিশেষের ছাল), পল্লক, তুঙ্গ কাষ্ঠ ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য এবং অন্য সব ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তুসকল অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করি। এই বিক্রয়কার্যে আমি কোনরূপ ছল-কপটতা ও অসত্য অবলম্বন করি না। ৭-৮

জাজলে! যে ব্যক্তি সকল জীবের সুহৃৎ এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদা সকলের হিতে নিরত থাকেন, তিনিই প্রকৃত-পক্ষে ধর্মকে জানিতে পারেন। ৯

আমি কাহাকেও কোন কিছু অনুরোধ করি না এবং কাহারও সহিত কোনরূপ বিরোধও করি না। কাহারও প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই ও আমি কাহারও নিকট হইতে কিছু কামনাও করি না। সমস্ত প্রাণীর প্রতি আমার সমান ভাব আছে। জাজলে! ইহাই আমার ব্রত ও নিয়ম, আপনি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মুনে! আমার এই তুলা (দাঁড়িপাল্লা) সকল মানুষের পক্ষেই সমান। ১০

বিপ্রবর! আমি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ থাকিয়া জগতের

ইতি যাঃ স্থঃ বিজানীহি সর্বলোকস্য ভারতে
সমঃ মতিমতাং শ্রেষ্ঠ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ১১
যথান্ধবধিরোন্মত্তা উষ্ট্রবাসপরমাঃ সদা
দেবৈরপিহিতদ্বারাঃ সোপমা পশ্যতো মম ॥ ১০
যথা বৃদ্ধাতুরকৃশা নিঃস্পৃহা বিষয়ান্ প্রতি
তথার্থকামভোগেষু মমাপি বিগতা স্পৃহা ॥ ১৪
যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৫
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষু পাপকম্
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৬
ন ভূতো ন ভবিষ্যোঽস্তি ন চ ধর্মোঽস্তি কশ্চন।
যোঽভয়ঃ সর্বভূতানাং স প্রাপ্নোত্যভয়ং পদম্ ॥ ১৭

বৈচিত্র দেখিতে দেখিতে কাহারও কোন কার্যের প্রশংসা করি না এবং কোন কার্যের নিন্দাও করি না ॥ ১১

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনক! এইরূপ আপনি আমাকে সকল লোকের প্রতিই সমভাব প্রকাশকারী এবং মৃত্তিকা স্বর্ণ, প্রস্তর ও প্রবর্ষকে সমানরূপে বুঝিতে সমর্থ বলিয়া জানিবেন ॥ ১২

যেরূপ অন্ধ, বধির (কালা) ও উন্মত্ত ব্যক্তিরা, যাহাদের চক্ষু ও কর্ণাদি দ্বারসমূহ দেবতাগণ চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কেবল সদা শ্বাস গ্রহণই করিতে থাকে, আমার ভাব দ্রষ্টা পুরুষের উহাই হইল উপমা অর্থাৎ আমি দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না এবং বিষয়ের দিকে মনকে পরিচালিত করি না, কেবল সাক্ষিরূপে দেখিতে দেখিতে শ্বাস-প্রশ্বাস মাত্রেরই ক্রিয়া সম্পন্ন করি ॥ ১৩

যেরূপ বৃদ্ধ, রোগী ও দুর্বল মানুষ বিষয় ভোগের স্পৃহা রাখে না, সেইরূপ আমার মনেও ধন এবং বিষয় ভোগের ইচ্ছা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৪

যখন এই মানুষ অপরের নিকট হইতে ভীত হয় না, যখন কাহারও নিকট হইতে কিছু বাসনা করেন না এবং কখনও কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

যখন সমস্ত প্রাণীর প্রতি মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারাও কোনরূপ দোষ অনুষ্ঠিত হয় না, তখন মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৬

যাহার ভূত বা ভবিষ্যতে কোন কার্য সম্পন্ন হইতে থাকে
যস্মাদ্বিজতে লোকঃ সর্বো মৃত্যুমুখাদিব
বাক্‌কূরাদ্ দণ্ডপরুষাৎ স প্রাপ্নোতি মহদ্ ভয়ম্ ॥ ১৮
যথাবদ্ বর্তমানানাং বৃদ্ধানাং পুত্রপৌত্রিণাম্
অনুবর্তামহে বৃত্তমহিংস্রাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৯
প্রনষ্টঃ শাশ্বতো ধর্ম স্বনাচারেণ মোহিতঃ।
তেন বৈভ্রন্তপন্থা বা বলবান্ বা বিমুহ্যতে ॥ ২০
আচারাজ্জায়তে প্রাজ্ঞঃ ক্ষিপ্রং ধর্মং সনাতনম্
এবং যঃ সাধুভির্মার্গস্তেনরোহতেজসা ॥ ২১
নদ্যাং ফেন যথা কাষ্ঠমুহ্যমানং যদৃচ্ছয়া।
যদৃচ্ছয়ৈব কাষ্ঠেন সঙ্গতিং গচ্ছতি কেনচিৎ ॥ ২২
তদ্ভাপরাণি দারূণি সংযুজ্যন্তে পরস্পরম্।
তৃণকাষ্ঠকরীষাণি কদাচিন্নু সমীক্ষ্য ॥ ২৩

না এবং যাহার ভূত কোন ধর্ম পালন করা অবশিষ্ট নাই এবং সমস্ত ভূতদিগকে যিনি অভয় দান করিয়াছেন, তিনি নির্ভয় পদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ১৭

যেরূপ সকল মানুষই মৃত্যুর মুখে যাইতে ভীত হয়, সেইরূপ যাহার মুখমাত্রেই সকল মানুষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, যে বাকি কটুবাক্য বলে এবং দণ্ডদান করিতে কঠোর, এরূপ মানুষ মহা-ভয় লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৮

যাঁহারা বৃদ্ধ, পুত্র পৌত্রসম্পন্ন, শাস্ত্রানুসারে যথোচিত আচরণ করেন এবং কোনও জীবকে যাঁহারা হিংসা করেন না, সেইসব মহাত্মাগণের আচরণ আমিও অনুসরণ করি ॥ ১৯

অনাচারের দ্বারা সনাতন ধর্ম মোহযুক্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। উহার দ্বারা বিদ্বান্, তপস্বী ও কাম-ক্রোধে জয়ী বলবান্ পুরুষও মোহে পতিত হন ॥ ২০

আজকাল যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজের চিত্তে অপরের প্রতি দ্রোহ ভাব না রাখিয়া এই ভাবে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের দ্বারা পালিত আচার নিজে আচরণ করেন, সেই বিদ্বান্ বেদবোধিত সদাচার পালন করার শক্তি সত্ত্বর ধর্মের রহস্য জানিতে সমর্থ হন ॥ ২১

যেরূপ এ জগতে নদীর দ্বারায় দৈবেচ্ছায় প্রবাহিত হইতে হইতে কাষ্ঠ অকস্মাৎ অন্য কাষ্ঠের সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু এ সকলেরই সংযোগ আকস্মিক হইয়া থাকে, জানিয়া শুনিয়া নহে (সেইরূপ সংসারের প্রাণিগণেরও পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ হইতে থাকে) ॥ ২২-২৩

যস্মান্নোদ্বিজতে ভূতঃ জাতু কিঞ্চিৎ কথঞ্চন
অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ স প্রাপ্নোতি সদা মুনে ॥ ২৪
যস্মাদ্বিজতে বিদ্বন্ সর্বলোকো মৃগাদিব।
ক্রোশন্তস্তীরমাসাদ্য যথা সর্বে জলেচরাঃ ॥ ২৫
(স তস্মাৎ সর্বভূতেভ্যঃ সম্প্রাপ্নোতি মহামুনে।)
এবমেষাদ্যমাচারঃ প্রাদুর্ভূতো যতস্ততঃ।
সহায়বান্ ধ্রুববান্ যঃ স সুভগোঽথ পরন্তপ ॥ ২৬
ততস্তানেব কবয়ঃ শাস্ত্রেষু প্রবদন্ত্যুত
কীর্ত্যর্থমন্ত্রস্তন্ত্রেষাঃ পটবঃ কৃৎস্নদর্শিনঃ ॥ ২৭
তপোজ্ঞিযজ্ঞদানৈশ্চ বাক্যৈঃ প্রজ্ঞাস্থিতৈস্তথা।
প্রাপ্নোত্যভয়দানস্য যদ্ যৎ ফলমিহাশ্নুতে ॥ ২৮
লোকে যঃ সর্বভূতেভ্যো দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।
স সর্বযজ্ঞৈরীজানঃ প্রাপ্নোত্যভয়দক্ষিণাম্ ॥ ২৯
ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্মোঽস্তি কশ্চন।
যস্মান্নোদ্বিজতে ভূতঃ জাতু কিঞ্চিৎ কথঞ্চন
সোঽভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ সম্প্রাপ্নোতি মহামুনে
যস্মাদ্বিজন্তে লোকাঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব।
ন স ধর্মমবাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥ ৩১
সর্বভূতাত্মভূতস্য সর্বভূতানি পশ্যতঃ
দেবাপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ
দানং ভূতাভয়স্যাহুঃ সর্বদানেভ্য উত্তমম্
ব্রবীমি তে সত্যমিদং শ্রদ্দধধ্ব চ জাজলে ॥ ৩৩
স এব সুভগো ভূত্বা পুনর্ভবতি দুর্ভগঃ।
ব্যাপত্তিঃ কর্মণাং দৃষ্ট্বা জুগুপ্সন্তি তমাঃ সদা ॥ ৩৪

মুনে! যাহার দ্বারা কোনও প্রাণী কখনও কোনও ভাবে উদ্বিগ্ন হয় না, তিনি সদা সমস্ত ভূতগণ হইতে অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪

মহামতে! বিদ্বন্! যেরূপ নদীর তীরে আসিয়া কোলাহলকারী মানুষের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত জলচর জন্তু আত্মগোপন করে এবং যেরূপ মৃগকে (মেরুতে বাঘকে) দেখিয়া সকলেই কম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ যাহার দ্বারা সকল প্রাণী ভীত হয়, সেই ব্যক্তিও সমস্ত প্রাণী হইতে ভীত হইয়া থাকে। ২৫

এইভাবে এই অভয়দানরূপ আচার উদ্ভূত হইয়াছে। যে কোন উপায়ে ইহা পালন করিতে হয়। যিনি ইহার আচরণ করেন, তিনি মহাবান্, ধ্রুববান্, সৌভাগ্যশালী এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ২৬

অতএব যিনি অভয়দান করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই বিদ্বান্ ব্যক্তি শাস্ত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বহির্মুখ হইয়া নিজের হৃদয়ে ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সুখের ইচ্ছা করে সেই ব্যক্তি কীর্তি ও দানের জন্যই অভয়দানরূপ ব্রত পালন করে, কিন্তু যাঁহারা প্রবীণ পুরুষ, তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মরূপ পরম ব্রহ্মকেই লাভ করিবার জন্য এই ব্রত অবলম্বন করেন। ২৭

তপ, যজ্ঞ দান ও জ্ঞান সম্বন্ধী উপদেশের দ্বারা মানুষ এ জগতে যাহা যাহা ফল লাভ করেন, সেই সমস্তই মানুষ কেবল অভয় দানের দ্বারাই লাভ করিয়া থাকেন। ২৮

যে ব্যক্তি জগতে সমস্ত প্রাণীকে অভয়-দক্ষিণা দান করেন, তিনি সকল যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং তিনি সমস্ত প্রাণী হইতে অভয় দান প্রাপ্ত হন। ২৯

প্রাণিগণের হিংসা না করিলে যে ধর্মের সিদ্ধি হয়, উহা হইতে অধিক কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই মহামুনে! যাহার দ্বারা কখনও কোথাও কোনও প্রাণী উদ্বিগ্ন হয় না, তিনিও সমস্ত প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিয়া থাকেন। ৩০

গৃহের মধ্যে স্থিত সর্পের ন্যায় যে মানুষ হইতে সকল লোক ভীত হয়, সেই মানুষ ইহলোক ও পরলোকে কখনও ধর্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। ৩১

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা হইয়া গিয়াছেন এবং সকল প্রাণীকে নিজ হইতে অভিন্ন দর্শন করেন, তাঁহার কোন বিশেষ স্থান প্রাপ্তি হয় না তিনি বন্ধস্বরূপ হইয়া যান তাঁহার পদচিহ্নের অন্বেষণকারী দেবতারাও সেই জ্ঞানী পুরুষের মার্গবিষয়ে মোহিত হইয়া যান তাঁহার গতি জানিতে সমর্থ হন না। ৩২

প্রাণিগণকে অভয় দান করা সকল দান হইতে উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে জাজলে! আমি আপনাকে এই সত্য কথা বলিলাম, আপনি ইহা সর্বতোভাবে বিশ্বাস করুন। ৩৩

যে ব্যক্তি স্বর্গাদি কামনা করিয়া যজ্ঞকার্য করেন, তিনি স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবান্ বলিয়া কথিত হন। কিন্তু তিনি পুণ্যক্ষীণ হইয়া যাইলে পর যখন স্বর্গ হইতে অধোগামী হন, তখন দুর্ভাগা দূষিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইভাবে কর্মফলের ক্ষয় দেখিয়া বিজ্ঞ পুরুষগণ সর্বদা সকাম কর্মের নিন্দা করেন। ৩৪

অকারণো হি নৈবাস্তি ধর্মঃ সূক্ষ্মো হি জাজলে
ভূতভব্যার্থমেবেহ ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৫
সূক্ষ্মত্বাচ্চ ন বিজ্ঞাতুং শক্যতে বহুনিহ্নবঃ
উপলভ্যান্তরা চাজ্ঞানাচারানবরুধ্যতে ॥ ৫৬
যে চ ছিন্দন্তি বৃষভান্ যে চ ভিন্দন্তি নস্তকান্।
বহন্তি মহতো ভারান্ বধ্নন্তি দমযন্তি চ ॥ ৫৭
হত্বা সন্ত্রাসি খাদন্তি তান্ কথং ন বিগর্হসে
মানুষা মানুষানেব দাসভাবেন ভুঞ্জতে ॥ ৫৮
বধবন্ধনিরোধেন কারয়ন্তি দিবানিশম্।
আত্মনশ্চাপি জানাতি যদ্ দুঃখং বধবন্ধনে ॥ ৫৯
পঞ্চেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু সর্বং বসতি দৈবতম্।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা বায়ুরাত্মা প্রাণঃ ক্রতুর্যমঃ ॥ ৬০
তানি জীবানি বিক্রীয় কা মৃতেষু বিচারণা।

অজোঽগ্নির্বরুণো মেঘঃ সূর্যোঽশ্বঃ পৃথিবী বিরাট্ ॥ ৬১
ধেনুর্বৎসশ্চ সোমো বৈ বিক্রীয়ৈতান্ন সিধ্যতি।
কা তৈলে কা ঘৃতে ব্রহ্মন্ মধুলবণযোরপি বা ॥ ৬২
অরণ্যশয়কে দেশে সুখসংবর্ধিতান্ পশূন্।
তাংশ্চ মাতৃঃ প্রিয়ান্ জ্ঞাতীন্ ক্রমা বহবো নরাঃ ॥ ৬৩
বহুদংশাকুলান্ দেশান্ নয়ন্তি বহুকর্দমান্
বাহসম্পীড়িতা ঘূর্ণাঃ সীদন্ত্যাবিধিনা পথে ॥ ৬৪
ন মন্যে ক্রূরকর্মাণি বিদ্যন্তে তেন কর্মণা।
কৃষিঃ সাধ্বিতি মন্যন্তে সা চ বৃত্তিঃ সুদারুণা ॥ ৬৫
কৃমিঃ ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্।
তথৈবানুহো মুক্তান্ সমবেক্ষস্ব জাজলে ॥ ৬৬
অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম ক এতা হন্তুমর্হতি
মহচ্চকারাকুশলঃ বৃষং গাং বাহয়লভেৎ ক্ব যঃ ॥ ৬৭

জাজলে! কোনও বস্তু নিষ্প্রয়োজন বা নিষ্ফল নহেন তাঁহার স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির অন্যতম উপায়-স্বরূপে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৫৫

যজ্ঞের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি সকলের বোধগম্য হন না, কারণ, তাঁহার স্বরূপ গোপনকারী বহু বাধা আছে। যজ্ঞে যজ্ঞে বিভিন্ন সৎপুরুষগণের আচারসমূহ দেখিয়া মানুষ যাবতীয় যজ্ঞের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ৫৬

যে সব মানুষ বৃষের অণ্ডকোষ ছেদন করে, যাহারা তাহার নাসিকা ভেদ করে, তাহার দ্বারা প্রভূত ভার বহন করায় এবং তাহাকে দমন করে ও তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করে, যাহারা বহু প্রাণীকে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করে, মানুষ হইয়া মনুষ্যগণকে দাসরূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে, তাহাদিগকে তুমি নিন্দা করিতেছ না কেন? ৫৭-৫৮

যাহারা নিজের বধ ও বন্ধন দশায় কিরূপ কষ্ট হয় জানে, তথাপি অপরকে বধ, বন্ধন ও বশী করিয়া কষ্টে পাতিত করত দিবারাত্রি কার্য করায়, তাহাদের তুমি নিন্দা করিতেছ না কেন? ৫৯

পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমস্ত প্রাণীতেই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, যজ্ঞ ও যমরাজ—এই সব দেবগণের নিবাস। যাহারা সেই সব জীবকে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের অধঃপতন হয়। আর মৃত জীবগণকে বিক্রয়কারী ব্যক্তি বিষয়ে কি বলা যাইতে পারে? ৬০

ছাগল অগ্নির, মেষ বরুণের, অশ্ব সূর্যের, পৃথিবী বিরাটের রূপ এবং গাভী ও বৎস চন্দ্রের স্বরূপ, ইহাদিগকে বিক্রয় করিলে কল্যাণ লাভ হয় না। ৬১

ব্রহ্মন্! কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও লবণ বিক্রয়ে আর কি হানি হইবে? বহু ব্রাহ্মণ ও ঋষিকল্প লোক অরণ্যে উৎপন্ন এবং বনে পালিত পশুগণকে ইহা জানিয়াও যে, তাহারা নিজ নিজ মাতার অতিশয় প্রিয় এবং ইহাদের সহিত বিযুক্ত হইলে পর তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, বল পূর্বক আক্রমণ করত এখান হইতে লইয়া যাওয়া হয়, যে দেশে দংশ, মশক ও অন্যান্য কষ্টদায়ক আছে। ভারবহনকারী বহু পশু পথে পীড়িত হইয়া মনুষ্যগণের দ্বারা অনুচিতরূপে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ৬২-৬৪

আমি মনে করি, এই ক্রূর কর্ম হইতে অধিক পাপ ভ্রূণহত্যাতে নহে কেহ কৃষিকর্মকে উত্তম বলিয়া মনে করে, কিন্তু এই বৃত্তিও অত্যন্ত কঠোর। ৬৫

জাজলে! যাহার মুখে কাল লৌহ করা (লাগান) হইয়াছে, সেই হল পৃথিবীকে পীড়া দেয় এবং তাহার মধ্যে স্থিত কীটগণকে বধ করিয়া থাকে তাহাতে যে কৃষক বা বলদদ্বয় যুক্ত করা হইয়া থাকে, তাহাদের দুর্দশার দিকেও তুমি দৃষ্টিপাত কর। ৬৬

যেসে গোগণকে অঘ্ন্যা (অবধ্য) বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে বধ করিতে কে বাসনা করিবে? যে ব্যক্তি বৃষ ও বলদকে হত্যা করে, তাহার মহাপাপ হয়। ৬৭

ঋষয়ো যত্তয়ো দেবস্তত্রযে প্রত্যবেদয়ন্ ।
গাং মাতরং চাপাবধীর্ব্রহ্মঞ্চ প্রজাপতিম্ ॥৪৮
অকার্য্যং নহুষাকার্ষীর্লজ্জামন্বৎকৃতে বাধাম্ ।
শতং চৈকঞ্চ রোগাণাং সর্বভূতেষপাতয়ন্ ॥ ৪৯
ঋষয়স্তে মহাভাগাঃ প্রভাসেষ্বেব হি জাজলে ।
ভ্রূণহং নহুষং স্থাহুর্ন সে হোষ্যামহে হবিঃ ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানঃ সর্বে তত্ত্বার্থদর্শিনঃ ।
ঋষয়ো যত্তয়ঃ শান্তাস্তপসা প্রত্যবেদয়ন্ ॥ ৫১
ঈদৃশানলিবান্ ঘোরানাচারানিহ জাজলে ।
কেবলাচরিতত্বাৎ তু নিপুণো নাববুদ্ধ্যসে ॥ ৫২

কারণাদ্ ধর্মমিচ্ছেন্ত্র লোকচরিতং চরেৎ ।
যো হন্যাদ্ বন্ধ মাং স্তৌতি তত্রাপি শৃণু জাজলে ॥ ৫৩
সমো তাবাপ মে স্তাতাঃ ন হি মেঽস্তি প্রিয়াপ্রিয়ম্ ।
এতদীদৃশকং ধর্মং প্রশংসন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫৪
উপপন্না হি সম্পন্নো মতিভিশ্চৈব সেবতে
সততং যতশীলৈশ্চ নিপুণেনোপলক্ষিতঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি তুলাধারজাজলিসংবাদে
ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬১ ॥

কোন এক সময়ের কথা, ঋষি ও যতিগণ তাঁহারা নহুষের নিকট গমন করত নিবেদন করিলেন যে, তুমি গোহাতা ও প্রজাপতি ব্রহ্মকে বধ করিয়াছ নহুষ! ইহা তোমার দ্বারা অযোগ্য কর্ম করা হইয়াছে তোমার এই কৃতঘ্নতার জন্য আমাদের সকলের অভিমত বাধা অনুভব হইতেছে। অতএব এই কথা বলিয়া নহুষ কর্তৃক প্রশংসিত সেই মহাভাগ ঋষিগণ পাপকে একশত এক রোগে পরিণত করিয়া সমস্ত প্রাণীর উপর পাতিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা নহুষকে ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, আমরা তোমার যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দিতে পারিব না। ৪৮-৫০

এই কথা বলিয়া সেই সব তত্ত্বার্থদর্শী মহাত্মাগণ তপস্যার (ধ্যানের) দ্বারা সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন এবং নহুষের অজ্ঞানবশতঃ এই পাপ হওয়ায় তাঁহাকে নির্দোষ বুঝিয়া সেই সব ঋষি ও যতিগণ শান্ত হইলেন। ৫১

হে জাজলে! এইরূপ অমঙ্গলকারী ও ভয়ঙ্কর আচার এখনও বহু প্রচলিত আছে, কেবল সেইজন্যই যে, এই সব কর্ম পূর্বজগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তুমি নিপুণ হইয়াও তাহার দোষ কেন বুঝিতে পারিতেছ না? ৫২

এই কর্মের হেতু বা পরিণাম কি? ইহার উপর বিচার করিয়া তোমাকে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে সকল লোকে করিয়াছে বা করিতেছে, ইহা জানিয়া তাহাদের অন্যথা করণ করা উচিত নহে। জাজলে! এখন আমি নিজের বিষয়ে কিছু নিবেদন করিব, উহা শ্রবণ কর যে ব্যক্তি আমাকে প্রহার করে ও যে আমার প্রশংসা করে, এই উভয়ের প্রতি আমার সমান ভাব আছে। ইহাদের মধ্যে কেহই আমার পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় নাই মনীষী পুরুষগণ এরূপ ধর্মেরই প্রশংসা করেন। ৫৩-৫৪

উহা যুক্তিসঙ্গত, যতিগণও ইহার সেবা করেন এবং ধর্মাত্মা সকল ব্যক্তিই উত্তমরূপে বিচার করত সদা এই ধর্মেরই অনুষ্ঠান করেন। ৫৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে তুলাধার ও জাজলির সংবাদ-বিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জাজলয়ে তুলাধারবৈশ্যাসাশ্বজ্ঞানবিষয়কোপদেশদানম্।]

জাজলিরুবাচ

অন্নঃ প্রবর্ত্তিতো ধর্ম্মস্তদা ধারয়তা ত্বয়া
স্বর্গদ্বারঞ্চ বৃত্তিঞ্চ ভূতানামবরোৎস্যতে ॥
কৃত্বা ত্বন্নঃ প্রভবতি তত্ত্বমাপ জীবসি
পশুভিস্তৌষধীভিশ্চ মর্ত্ত্যা জীবন্তি বাণিজ
ততো যজ্ঞঃ প্রভবতি তত্ত্বমপি ছন্নসি।
ন হি বর্ত্তেদয়ং লোকো বার্ত্তামুৎসৃজ্য কেবলাম্

তুলাধার উবাচ।

বক্ষ্যামি জাজলে বৃত্তিং নাস্তি ব্রাহ্মণ নাস্তিকঃ
ন যজ্ঞঞ্চ বিনিন্দামি যজ্ঞবিৎ তু সুদুর্লভঃ। ৪
নমো ব্রাহ্মণযজ্ঞায় যে চ যজ্ঞবিদো জনাঃ
যযজুঃ ব্রাহ্মণা হিত্বা ক্ষত্রযজ্ঞমিহাস্থিতাঃ। ৫
লুব্ধৈর্বিত্তপরৈরজ্ঞৈর্নাস্তিকৈঃ সম্প্রবর্ত্তিতম্
বেদবাদানবজ্ঞায় সত্যাভাসমিবানৃতম্ ॥৬
ইদং দেয়মিদং দেয়মিতি চায়ং প্রশস্যতে।
অতঃ দৈন্যঃ প্রভবতি বিকর্ম্মাণি চ জাজলে ॥ ৭
যদেব সুকৃতং হব্যং তেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ
নমস্কারেণ হবিষা স্বাধ্যায়ৈরৌষধৈস্তথা ॥ ৮
পূজা স্যাদ্ দেবতানাং হি যথা শাস্ত্রনিদর্শনম্
ইষ্টাপূর্ত্তাদদাধূনাং বিত্তপা জায়তে প্রজা ॥ ৯
লুব্ধেভ্যো জায়তে লুব্ধঃ সমেভ্যো জায়তে সমঃ।
যজমানা যথাঽঽত্মানমৃত্বিজশ্চ তথা প্রজাঃ ॥ ১০
যস্মাৎ প্রজা প্রভবতি নভসোঽম্ভ ইবামলম্।
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতির্যদ্বাদিত্যমুপগচ্ছতি ॥ ১১

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[জাজলিকে তুলাধারের আত্মযজ্ঞবিষয়ক বাক্যের উপদেশ দান।]

জাজলি বলিলেন,—তুমি যখন তুলাধারণ করত দ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে যে ধর্ম্মের উপদেশ করিলে, উহার দ্বারা স্বর্গের দ্বারই রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং লোকদিগের জীবিকাবৃত্তিরও প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে। ১

বৈশ্যপুত্র! তোমার ইহা জানা আবশ্যক যে, কৃষির দ্বারাই অন্ন উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা তুমি জীবনধারণ করিতেছ। অন্ন ও পশুগণেরই দ্বারা মনুষ্যগণ জীবনধারণ করে। ২

তাহা হইতেই যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়। তুমি ত' নাস্তিকতার কথা বলিয়া যাইতেছ। যদি পশুগণের কষ্টের কথা জানিয়া ক্ষেত্রে কৃষ্ণাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, তবে ত' এ জগৎ-সংসারের জীবনই নষ্ট হইয়া যাইবে। ৩

তুলাধার বলিলেন,—জাজলে! আমি তোমাকে হিংসাতিরিক্ত জীবিকাবৃত্তি বলিব। হে ব্রাহ্মণ! আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু যজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ। ৪

বিপ্র! ব্রাহ্মণগণের জন্য যে সব যজ্ঞের বিধান আছে, আমি সেইসব যজ্ঞকে প্রণাম করিতেছি এবং যাঁহারা এইসব যথাযথভাবে জানেন, আমি তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিতেছি। কিন্তু খেদের কথা হইল এই যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের যজ্ঞ পরিত্যাগ করত ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৫

এখন! ধন উপার্জ্জনের চেষ্টায় রত বহু লোভী ও নাস্তিক মানুষ বৈদিক বচনসমূহের যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান মিথ্যা যজ্ঞকর্ম্মের প্রচার করিয়াছে। ৬

জাজলে! শ্রুতি ও স্মৃতিসকলে কথিত হইয়াছে যে, অমুক কর্ম্মের জন্য 'এই দক্ষিণা দিতে হইবে' ও 'এই দক্ষিণা দিতে হইবে' ওসমুদায়ে দক্ষিণাদান করিলে পর সেই যজ্ঞ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) প্রশংসিত হইয়া থাকে। অন্যথা শক্তি থাকিতেও যদি যজ্ঞকর্ত্তা সেরূপ দক্ষিণাদি না দেন, তবে তাহার চুরি করিবার পাপ হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মেও বৈগুণ্য আসে। ৭

শুভ কর্ম্মের দ্বারা যে হবিস সংগ্রহ করা হয়, তাহারই হোমে দেবগণ সন্তুষ্ট হন। শাস্ত্রের কথানুসারে নমস্কার, স্বাধ্যায়, ঘৃত ও অন্ন—এই সবের দ্বারা দেবতাদিগের পূজা হইতে পারে। ৮।

যে সব মানুষ কামনার বশীভূত হইয়া যজ্ঞ করে, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করে ও উপবনাদি প্রস্তুত করে, এই (সকামভাবযুক্ত) অসাধুপুরুষগণ হইতে তাহাদের ন্যায় ফলহীন সন্তান হইয়া থাকে। ৯।

লোভী পুরুষগণ হইতে লোভী পুরুষই জন্মগ্রহণ করে এবং সমদর্শী পুরুষগণ হইতে সমদর্শী পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক্ স্বয়ং যেরূপ হন, উঁহাদের জনগণও সেইরূপই হইয়া থাকে। ১০

যেরূপ আকাশ হইতে নির্ম্মল জল বর্ষিত হয়, সেইরূপ শুদ্ধ

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ
তস্মাৎ সুনিষ্টিতাঃ পূর্বে সর্বান্ কামাংশ্চ লেভিরে ॥১১
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী আসীদ্বিশ্বরূপোঽভবৎ
ন তে যজ্ঞেষ্বাত্মসু বা ফলং পশ্যন্তি কিঞ্চন ॥ ১০
শঙ্কমানাঃ ফলং যজ্ঞে যে যজন্তেঽন কঞ্চন।
জায়ন্তেঽসাধবো ধূর্তা লুব্ধা বিত্তপ্রযোজনাঃ ॥ ১
ন স্ম পাপকৃতাঃ লোকান্ গচ্ছেদশুভকর্মণা
প্রমাণমপ্রমাণেন যঃ কুর্যাদশুভং নরঃ ॥ ১০
পাপাত্মা সোঽকৃতপ্রজ্ঞঃ সদৈবেহ দ্বিজোত্তম
কর্তব্যমিতি কর্তব্যং বেত্তি যৈ ব্রাহ্মণো ভয়ম্ ॥ ১৬
ত্রৈষ্বেব বর্ততে লোকে নৈব কর্তব্যতাঃ পুনঃ।

ভাবে কৃত যজ্ঞ হইতে যোগ্য সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিপ্রবর! অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যমণ্ডলে পতিত হয়, সেই সূর্য হইতে জলের বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে সমস্ত প্রজাগণ জন্মগ্রহণ করে ও জীবনধারণ করে ॥১১॥

পূর্বে সকল লোক কর্তব্য বোধ করিয়া যজ্ঞে শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত হইতেন এবং সেই সব যজ্ঞ হইতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ কামনা স্বতঃই পূর্ণ হইয়া যাইত। তখন এই পৃথিবী বিনা কর্ষণেই (রোপণেই) সস্য প্রসব করিতেন এবং জগতের যজ্ঞের জন্যই তাঁহাদের শুভ সঙ্কল্প হইতেই বৃক্ষ ও লতাসমূহে ফল পুষ্প পূর্ণ থাকিত। ১২॥

তাঁহারা যজ্ঞ সকলে নিজের জন্য কোন ফলেরই দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। যে সব মানুষ 'যজ্ঞ হইতে কোন ফল লাভ হইবে কি না?' এতাদৃশ সন্দিগ্ধ মনে কোনরূপে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ধনাভিলাষী লোভী, দুর্বৃত্ত ও দুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে মানুষ প্রমাণকৃত বেদকে নিজের অপ্রামাণিক কুতর্কের দ্বারা অপ্রমাণকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহার বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, তাহার মন সর্বদা এ জগতে পাপেই আসক্ত থাকে এবং সে নিজের অশুভ কর্মের জন্য পাপাচারী ব্যক্তিগণের লোকেই (নরকেই) গমন করে ॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি করণীয় কার্যকে নিজের কর্তব্য মনে করেন এবং উহা পালিত না হইলে পর ভয় প্রাপ্ত হন, যাঁহার দৃষ্টিতে (ঋষিক্, হবিষ্, যজ্ঞ ও অগ্নি প্রভৃতি) সব কিছুই ব্রহ্ম এবং যিনি যে কোন কর্তব্য কর্মকে নিজের করণীয় বোধে গ্রহণ করেন না অর্থাৎ কর্তব্যাভিমান রাখেন না, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥ ১৬॥

বিস্তরশ্চ পুনঃ কর্ম ত্যাগ ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ১৭
সর্বভূতোপঘাতশ্চ ফলত্যাগে চ সংযমঃ
সন্তাপশ্চা দমশ্চা অর্থলুব্ধার্থতৃপ্তয়ঃ ॥ ১৮
উৎপন্নত্যাগিনঃ সর্বে জনা আসন্নমৎসরাঃ
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বজ্ঞাঃ যজ্ঞপরিনিষ্ঠিতাঃ
ব্রাহ্মং বেদমধীয়ন্তস্তোষয়ন্তশ্চাপরানপি
অখিলং দৈবতং সর্বং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি সংস্থিতম্ ॥ ১৯
তৃপ্যন্তি তৃপ্যন্তো দেবাস্তৃপ্যন্তৃপ্যন্তঃ জাঙ্গলে
যথা সর্বরসৈস্তৃপ্তো নাভিনন্দতি কিঞ্চন ॥ ২১
তথা প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য নিত্যতৃপ্তিঃ সুখোদয়া
ধর্মাধারা ধর্মসুধাঃ কৃৎস্নবাবসিতাস্তথা ॥ ২২

আমরা শুনিয়াছি যে, যদি কখনও কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়াতে উহা ক্ষতিহীন হইয়া যায়, তবে উহা যদি নিষ্কামভাবে করা হয়, তাহা হইলে উহা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কল্যাণকারী হইয়া থাকে। নিষ্কামভাবে কৃত কর্মে যদি সূক্ষ্মরূপে অপবিত্র পদার্থের দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকারও কোন বাধা উপস্থিত হয়, তবে সেই কর্ম নষ্ট হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া কথিত হয়। অতএব প্রত্যেক কর্মে ফলের ভাবনা বা কামনা সংযম—নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আবশ্যক ॥ ১৭॥

প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ সত্যভাষণ ও ইন্দ্রিয় সংযম রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা পরম পুরুষার্থের (মোক্ষের) প্রতি লোভ রাখিতেন। তাঁহারা লৌকিক ধনের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে সদা তৃপ্ত থাকিতেন। এই সব মানুষ প্রাপ্ত বস্তুত্যাগী ও ঈর্ষাদ্বেষহীন ছিলেন ॥

তাঁহারা ক্ষেত্র শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) তত্ত্ববিদ এবং আত্মযজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। উপনিষৎসকলের অধ্যয়নে তৎপর ছিলেন এবং স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া অন্য ব্যক্তিদিগকেও সন্তোষে মগ্ন করিতেন ॥ ১৯॥

ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ, সকল দেবতা তাঁহারই রূপ, তিনি ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণের মধ্যে বিরাজমান আছেন। সেইজন্য ইহার তৃপ্তিতে সমস্ত দেবগণ তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হইয়া যান ॥ ২০॥

যেরূপ সর্বপ্রকার রসে তৃপ্ত মানুষ কোনও রসকে অভিনন্দিত করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানানন্দে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অক্ষয় সুখপ্রদ নিত্যতৃপ্তি বিদ্যমান থাকে ॥ ২১॥

আমাদের মধ্যে এরূপ বহুলোক আছে, যাহাদের ধর্মই

অস্তি নস্তত্ত্বতো ভূয় ইতি প্রাজ্ঞত্বমেকতে
জ্ঞানবিজ্ঞানিনঃ কেচিৎ পরং পারং তিতীর্ষবঃ ॥ ২৩
অতীব পুণ্যাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যাভিজনসংবিতম্
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন চ যন্তি যমস্য চ ॥ ২৪
তে তু তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানং প্রাপ্নুবন্ত্যৃষয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ।
নৈব তে স্বর্গমিচ্ছন্তি ন যজন্তি মখৈরপি ॥ ২৫
সত্যাং বাচমনুবর্তন্তে যজন্তে চাবিহিংসয়া।
বনস্পতীনোষধীশ্চ ফলং মূলঞ্চ তে বিদুঃ ॥ ২৬
ন চৈতান্বিদ্যো লুব্ধা যাজয়ন্তি ফলার্থিনঃ।
স্বমেব চার্থং কুর্বাণা যজন্তঃ চক্রুঃ পুনর্দ্বিজাঃ ॥ ২৭
পরিনিষ্ঠিতকর্মাণঃ প্রজানুগ্রহকাম্যয়া
তস্মাৎ তানৃত্বিজো লুব্ধা যাজয়ন্ত্যাত্মভানি বৈ ॥ ২৮

প্রাপয়েয়ুঃ প্রজাঃ স্বর্গং স্বধর্মাচরণেন বৈ।
ইতি যে বর্ততে বৃত্তিঃ সদা সর্বত্র জাজলে ॥ ২৯
দানি যজ্ঞৈর্বিচিত্রাণি সদা প্রাজ্ঞা দ্বিজর্ষভাঃ
তেন তে দেবযানেন পথা যান্তি মহামুনে ॥ ৩০
আবৃত্তিস্তস্য চৈকস্য নান্যাবৃত্তির্মনীষিণঃ
উভৌ তৌ দেবযানেন গচ্ছতো জাজলে যথা ॥ ৩১
স্বয়ং চৈবামনুহ্যো যজন্তি চ যজন্তি চ
স্বয়মুত্রাপ্য চক্ষন্তে মনঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিভিঃ ॥ ৩২
স্বয়ং যূপানুপাদায় যজন্তে স্বাত্মদক্ষিণৈঃ
যস্তথা ভাবিতাত্মা স্যাৎ স গামালব্ধুমর্হতি ॥ ৩৩
ওষধীভিস্তথা ব্রহ্মন্ যজেরংস্তে ন তাদৃশাঃ
ইতি ত্যাগঃ পুরস্কৃত্য তাদৃশঃ প্রস্রবামি তে ॥ ৩৪

আবার, যাঁহারা স্বর্গেই সুখ বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা সমস্ত কর্তব্য ও অকর্তব্য নিশ্চয় করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু আমাদের যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা অপেক্ষা অতিশয় মহান ও ব্যাপক পরমাত্মা সর্বত্র সর্বাত্মা রূপে বিরাজমান—এরূপ জ্ঞানী পুরুষগণ দেখিয়া থাকেন। ২২½

ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছুক কোন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মাগণ অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যাত্মাদিগের দ্বারা সেবিত পুণ্যময়ক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সেখানে যাইয়া তাঁহারা শোক করেন না, অধোগামী হন না এবং মনে কোনরূপ বাধা অনুভব করেন না। ২৩-২৪

এই সাত্ত্বিক মহাপুরুষগণ সেই ব্রহ্মধামই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিতে বাসনা করেন না, তাঁহারা ধন ও যজ্ঞের জন্য যজ্ঞ করেন না, সৎপুরুষগণের পথে গমন করেন এবং হিংসাহীন যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করেন। বনস্পতি, ওষধি ও ফল-মূলকেই তাঁহারা হবিষ্য বলিয়া মনে করেন। ধনাভিলাষী লোভী ঋত্বিগ্‌গণ ইহাদের যজ্ঞ করান না। ২৫-২৬½

জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ নিজেদেরকেই যজ্ঞের উপকরণ মনে করিয়া মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা প্রজাগণের হিত-কামনায় মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ২৭½

লোভী ঋত্বিগ্‌গণ ত' এরূপ লোকদিগকেই যজ্ঞ করান, যাহারা অজ্ঞ (মোক্ষজ্ঞানরহিত)। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ স্বধর্মের আচরণ করিতে করিতেই প্রজাদিগকে স্বর্গলোক লাভ করাইয়া থাকেন। জাজলে! ইহা জানিয়া আমার বুদ্ধিও সর্বত্র

সমানভাবে পোষণ করে। ২৮-২৯

মহামুনে। শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ সর্বদাই যে সকল দ্রব্য লইয়া উহাদিগকে যজ্ঞে সদ্ব্যবহার করেন এবং তাহারই দ্বারা তাঁহারা দিব্য মার্গ অবলম্বন করিয়া পুণ্যলোকে গমন করেন। ৩০

জাজলে! যে কামনাসমূহে আসক্ত, সেই ব্যক্তির এ জগতে পুনরাবৃত্তি হয়, জ্ঞানীর পুনরায় এ সংসারে জন্ম হয় না। যদিও উভয়ে দিব্যমার্গেই পুণ্যলোকে গমন করেন, তথাপি সমস্ত ভেদেই তাঁহাদের আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হইয়া থাকে। ৩১

জ্ঞানী মহাত্মার ইচ্ছা হইলেই তাঁহার মানসিক সঙ্কল্পের সিদ্ধি অনুসারে ঋত্বিগ্‌গণ স্বয়ংই যজ্ঞস্থানে নিয়ত হইয়া তাঁহাদিগকে যজন করে, দুগ্ধপ্রধানকারী গো-সকলও স্বয়ংই সমস্তপ্রকারের মনোরথ সিদ্ধিরূপ দুগ্ধপ্রদান করিতে থাকে। ৩২

যোগসিদ্ধ পুরুষগণের নিকট স্বয়ং যজ্ঞগণ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ইহাদের লইয়া তাঁহারা স্বয়ংই দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজন করেন। তাঁহাদের ঋত্বিগ্‌গণের নিকট দক্ষিণাও স্বয়ংই উপস্থিত হয়। যাঁহাদের অন্তঃকরণ এইরূপ শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই পৃথিবীকে যথার্থ উপভোগ করিতে পারেন। ৩৩

ব্রহ্মন্! সেইজন্য এই যোগসিদ্ধ পুরুষগণ ওষধি—অন্নাদির দ্বারা যজ্ঞ করিতে সমর্থ হন। যাহারা পূর্বোক্ত গুণ যুক্ত, তাহারা এইভাবে যজ্ঞ করিতে পারে না। কর্মফলত্যাগী মহাত্মাগণের এরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য, সেইজন্য আমি ত্যাগকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার সহিত এরূপ কথা বলিতেছি। ৩৪

নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্ ।
অক্ষীণঃ ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৩৫
ন শ্রাবয়েন্ন চ যজেন্ন যজেদ্ ব্রাহ্মণেষু চ
কামাদ্যঃ বৃত্তিং লিপ্সমানঃ কিংগতিং যাতি তাজলে ।
ইষ্টং তু দৈবতং কৃত্বা যথা যজ্ঞমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬

জাজলিরুবাচ

ন বৈ মূনীনাং শৃণুমঃ স্ম তত্ত্বং
পৃচ্ছামি তে বার্ষিক তন্নিবোধ তৎ ।
পূর্বে পূর্বে চাস্ত নাবেক্ষমাণা
যাতঃ পরং ত্বমুষয়ঃ স্থাপয়ন্তি ॥ ৩৭
যস্মিন্নেবাপ্লুতীর্থে ন পশবঃ প্রাপ্নুবুর্মখম্
অথ স্ম কর্মণা কেন বার্ষিক প্রাপ্নুয়াৎ সুখম্ ৩৮
শংস মে তত্ত্বতঃপ্রাজ্ঞ তুলাধার বৈ শ্রদ্দধামি তে

তুলাধার উবাচ ।

উত্ত যজ্ঞা উতাবজ্ঞা মখং নার্হন্তি তে কচিৎ
আত্মেন পয়সা যজ্ঞা পূর্ণাহুত্যা বিশেষতঃ ।
বালৈঃ শৃঙ্গেণ পাদেন লঙ্গুরতোব গৌর্মখম্ ॥ ৪০
পত্নীঃ চানেন বিধিনা প্রকরোতি নিরোজয়ন্ ।
ইষ্টং তু দৈবতং কৃত্বা যথা যজ্ঞমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১
পুরোডাশো বি সর্বেষাং পশূনাং মেধ্য উচ্যতে ।
সর্বা নদ্যঃ সরস্বত্যঃ সর্বে পুণ্যা গিরোচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৪২
জাজলে তীর্থমাত্মৈব মা স্ম দেশান্তরিভবঃ ।
এতানীদৃশকান্ ধর্মানাচরন্নিহ জাজলে ॥ ৪৩
কারণৈর্ধর্মমিচ্ছন্ স লোকানাপ্নুতে শুভান্

ভীষ্ম উবাচ

এতানীদৃশকান্ ধর্মাংস্তুলাধারঃ প্রশংসতি ॥ ৪৪

যাহার মনে কোনও কামনা নাই, যিনি কোনও ফল কামনা করিয়া কর্মারম্ভ করেন না, নমস্কার ও স্তুতিবাদ হইতে দূরে থাকেন, যাহার যজ্ঞ ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু কর্ম যখন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেই পুরুষকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন । ৩৫

জাজলে ! যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, যজন ও ব্রাহ্মণগণকে দান করা প্রভৃতি বর্ণোচিত কর্ম করেন না এবং যাহা ভোগ্য পদার্থের অভিলাষ করেন, তিনি কুৎসিত গতি প্রাপ্ত হন । কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি দেবতুল্য আত্মাকে করিয়া মানস যজ্ঞের যথাফলরূপ—মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬

জাজলি বলিলেন,—বৈশ্যবর ! আমি আত্মযাজী মুনিগণের নিকট হইতে তোমার দ্বারা প্রতিপাদিত তত্ত্ব কখনও শ্রবণ করি নাই । সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতেও কঠিন । কারণ পূর্ববর্তী মহর্ষিগণ ইহার উপর বিশেষ বিচার করেন নাই । যাহারা বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাও উহার ফলশ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই ফলশ্রুতিতে উহার স্থাপনা করেন নাই, অতএব আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । ৩৭

বণিক্‌পুত্র ! যদি এইরূপ আত্মতীর্থে পশু অর্থাৎ অজ্ঞান মানব আত্মযজ্ঞের সৌভাগ্য লাভ করিতে না পায়, তবে কোন্ কর্মের দ্বারা তাহার সুখলাভ হইবে ? মহাত্মন্ ! এই কথা তুমি আমাকে বল । আমি তোমার কথায় অধিক শ্রদ্ধাশীল হইয়াছি । ৩৮

তুলাধার বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! যে সব বাহ্যিক পুরুষের যজ্ঞ অঙ্গহানি দোষবশতঃ যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য নহে, তাহারা কোন মানসিক যজ্ঞের অধিকারী হয় না এবং ক্রিয়াত্মক যজ্ঞেরও অধিকারী হয় না । শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও বিশেষতঃ পূর্ণাহুতিতে নিজের যজ্ঞ পূর্ণ করেন । শ্রদ্ধালু পুরুষগণের মধ্যে যাহারা অসমর্থ, তাঁহাদের যজ্ঞ বেদ নিজের পুচ্ছস্পর্শে, পশুজলের দ্বারা এবং পদের ধূলির দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন । ৩৯-৪০

এই বিধি অনুসারে দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি দ্রব্য সমর্পিত করিবার জন্য শ্রদ্ধাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং যজ্ঞকেই দেবতার ন্যায় আত্মারূপ মনে করিয়া যথাযথরূপে যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৪১

যজ্ঞে নিহিত সমস্ত পশুগণের ছুড়াদি নিক্ষিপ্ত পুরোডাশকেই পবিত্র বলা হইয়াছে । সকল নদীই সরস্বতী নদীর স্বরূপ এবং সমস্ত পর্বতই পুণ্যময় প্রদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৪২

জাজলে ! এই আত্মাই প্রধান তীর্থ আপনি তীর্থসেবার জন্য দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিবেন না । যে ব্যক্তি আমার কথিত এই অহিংসা প্রধান যজ্ঞফলের আচরণ করেন এবং বিশেষ কারণে ধর্মের অনুসন্ধান করেন, তিনি কল্যাণকারী লোকসকল প্রাপ্ত হন । ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—এইরূপ হিংসারহিত, যুক্তিসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ

উপপত্ত্যাভিসম্পন্নান্
নিত্যং সন্নিহিতো বিত্তান্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি তুলাধারজাজলিসংবাদে
ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৩

পুরুষগণের দ্বারা সেবিত ধর্মকেই তুলাধার বৈশ্য সদা প্রশংসা করেন ॥ ৪৪-৪৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে তুলাধার ও জাজলির সংবাদ-বিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[জাজলয়ে পক্ষিণামুপদেশদানম্]

তুলাধার উবাচ

সন্তির্বা যদি বাসন্তিঃ পন্থানমিষমাস্থিতম্
প্রত্যক্ষং ক্রিয়তাং সাধু ততো জ্ঞাস্যসি তদ্ যথা ১
এতে শকুন্তা বহবঃ সমন্তাদ্ বিচরন্তি হ
তবোত্তমাঙ্গে সম্ভূতাঃ স্নেনাশ্চাণ্ডাশ্চ জাতয়ঃ
আহুরৈনান্ যদাব্রহ্মন্ বিদ্যমানাংস্ততস্ততঃ ।
পক্ষেমান্ হস্তপাদৈশ্চ স্নিগ্ধান্ দেহেষু সর্বশঃ ॥ ৩ ॥
সম্ভাবয়ন্তি পিতরং যথা সম্ভাবিতাঃ যথাঃ
অসংশয়ং পিতা বৈ ত্বং পুত্রানাহুর জাজলে ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

ততো জাজলিনা তেন সমাহূতাঃ পতত্রিণঃ ।
বাচমুচ্চারয়ন্তি স্ম যথাস্য বচনাৎ কিল ॥ ৫
অহিংসাদিকৃতং কর্ম ইহ চৈব পরত্র চ ।
শ্রদ্ধাঃ নিঘ্নন্তি বৈ ব্রহ্মন্ সা হতা হন্তি তং নরম্ ॥ ৬
সমানং শ্রদ্ধধানানাং সংযতানাং সুচেতসাম্
কুর্বতাং যজ্ঞ ইত্যেব ন যজ্ঞো হাতু নেষ্যতে ॥ ৭
শ্রদ্ধা বৈবস্বতী সেয়ং সূয়তে দুহিতা দ্বিজ ।
সাবিত্রী প্রসবিত্রী চ বহির্বাঙ্মনসী ততঃ ॥ ৮
বাগ্‌বৃদ্ধং ত্রায়তে শ্রদ্ধা মনোবৃদ্ধঞ্চ ভারত ।
শ্রদ্ধাবৃদ্ধং বাঙ্মনসী ন কর্ম ত্রাতুমর্হতি ॥ ৯

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

[জাজলিকে পক্ষীগণের উপদেশ]

তুলাধার বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আমি তোমাকে ধর্মের যে পথ দেখাইলাম, এই পথে সজ্জনগণ গমন করেন বা অসজ্জনগণ গমন করে ; এই বিষয় সম্যক্‌রূপে পর্যালোচনা করিয়া তুমি উহা প্রত্যক্ষ কর । তখন তোমার এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইবে ॥ ১

দেখ, আকাশে এই যে বহু বাজপক্ষী ও অন্যান্য পক্ষীরা চারিদিকে বিচরণ করিতেছে, ইহাদের মধ্যে তোমার মস্তকে উৎপন্ন পক্ষীরাও রহিয়াছে ॥ ২

ব্রহ্মন্ ! ইহারা যেখানে সেখানে বাসমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । দেখ, ইহাদের সকলের হস্ত-পদ সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের মধ্যে লুক্ত হইয়া গিয়াছে । তুমি ইহাদের আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা কর ॥ ৩

এই পক্ষীরা তোমার দ্বারা পালিত ও সম্বর্ধিত হইয়াছে, অতএব তোমাকে পিতার ন্যায় সম্মান করে । জাজলে ! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, তুমি ইহাদের পালনকর্তা পিতা, অতএব তুমি এই পুত্রগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! তদনন্তর জাজলি সেই সব পক্ষিগণকে আহ্বান করিলেন । তাঁহার ধর্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষীরা সেস্থলে আসিল এবং তাঁহাকে মানুষের ন্যায় স্পষ্টবাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৫

অহিংসা-দয়া প্রভৃতি ভাবসমূহে প্রেরিত হইয়া কৃত কর্ম ইহলোক ও পরলোকে উত্তম ফল দান করে । ব্রহ্মন্ ! যদি মনে হিংসার ভাবনা থাকে, তবে উহা শ্রদ্ধাকে নষ্ট করিয়া দেয় । আর সেই নষ্ট শ্রদ্ধাও কর্মকারী এই হিংসক মানুষের সর্বনাশ করে ॥ ৬

যাহারা ঋত্বিক ও লাভে সমানভাব রাখে, শ্রদ্ধালু, সংযমী ও শুদ্ধচিত্ত পুরুষ এবং যজ্ঞকে কর্তব্য মনে করিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ কখনও অসফল হয় না ॥ ৭

ব্রহ্মন্ ! শ্রদ্ধা সূর্যের কন্যা, সেইজন্য তাঁহাকে বৈবস্বতী, সাবিত্রী ও প্রসবিত্রী (বিশুদ্ধ জন্মদায়িনী) বলা হইয়া থাকে ; বাক্য ও মনও শ্রদ্ধা অপেক্ষা বহিরঙ্গ ॥ ৮

হে ভারত ! যদি বাক্যের দোষে যজ্ঞের উচ্চারণে ত্রুটি হইয়া যায় এবং মনের চাঞ্চল্যে ইষ্টদেবতার ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন

অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
শুচেরশ্রদ্দধানস্য শ্রদ্দধানস্য চাশুচেঃ ॥ ১০

দেবা বিতমসস্যন্তু সদৃশং যজ্ঞকর্মণি
শ্রোত্রিয়স্য কদর্যস্য যদ্যশ্নন্তি চ বার্ধুষেঃ ॥ ১১

মীমাংসিত্বোভয়ং দেবাঃ সমমন্নমকল্পয়ন্
প্রজাপতিস্তানুবাচ বিষমং কৃতমিত্যুত ॥ ১২

শ্রদ্ধাপূতং যদশ্নাতি হুতমশ্নন্তরেতরৎ ।
ভোজ্যমন্নং যদশ্নাতি কদর্যস্য ন বার্ধুষেঃ ॥ ১৩

অশ্রদ্দধান এবৈকো দেবানাং নার্হতে হবিঃ
ভূতৈরাত্মং ন ভোক্তব্যমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ১৪

অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচিনী ।
জহাতি পাপং শ্রদ্ধাবান্ সর্পো জীর্ণামিব ত্বচম্ ॥ ১৫

জ্যায়সী বা পরিত্রাণাৎ নিবৃত্তিঃ শ্রদ্ধয়া সহ
নিবৃত্তশীলদোষো যঃ শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ এব সঃ ॥ ১৬

কিং তস্য তপসা কার্যং কিং বৃত্তেন কিমাত্মনা
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যদ্যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ১৭

ইতি ব্রহ্মঃ সমাখ্যাতঃ সদ্ভির্ধর্মার্থদর্শিভিঃ
ব্রহ্মং জিজ্ঞাসমানাস্তে সম্প্রাপ্তা ধর্মদর্শনাৎ ॥ ১৮

শ্রদ্ধাং কুরু মহাপ্রাজ্ঞ ততঃ প্রাপ্স্যসি যৎ পরম্ ।
শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানশ্চ ধর্মজ্ঞশ্চৈব হি জাজলে ।
স্বকর্মণি স্থিতশ্চৈব গতীরানেব জাজলে ॥ ১৯

ভীষ্ম উবাচ

ততোঽচিরেণ কালেন তুলাধারঃ স এব চ
দিবং গত্বা মহাপ্রাজ্ঞৌ বিহরেতাং যথাসুখম্ ॥ ২০

না হয়, তবে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে বাক্য ও মনের দোষ দূর করত সেই কর্মকে রক্ষা করিতে পারে কিন্তু যদি শ্রদ্ধা না থাকায় সেই কর্মে ত্রুটি থাকে, তবে বাক্য ও মন (যজ্ঞোচ্চারণ ও ধ্যান) সেই কর্মকে রক্ষা করিতে পারে না । ৯

এ বিষয়ে প্রাচীন বৃত্তান্তজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা-কথিত এই গাথা বর্ণন করেন—শুচি দেবগণ শ্রদ্ধাহীন পবিত্র এবং পবিত্রতা-রহিত শ্রদ্ধালু ব্রহ্মকে যজ্ঞকর্মের তুল্য সমান বলিয়াই মনে করেন । এইরূপ তাঁহারা কৃপণ বেদজ্ঞ ও দাতা বাধুষির (সুদখোরের) অন্নেরও কোন পার্থক্য করেন না দেবতারা সম্যক্‌ভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া এই দুই প্রকারের অন্নকে সমান বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছেন । ১১-১২

কিন্তু একবার যজ্ঞে প্রজাপতি তাঁহাদের এই আচরণ দেখিয়া বলিলেন,—দেবগণ ! তোমরা ইহা অনুচিত কার্য করিয়াছ প্রকৃতপক্ষে উদার ব্যক্তির অন্ন তাঁহার শ্রদ্ধার জন্য পবিত্র হইয়া থাকে এবং কৃপণের অন্ন তাহার অশ্রদ্ধাবশতঃ অপবিত্র ও নষ্টপ্রায় গণ্য করা হয় । ১৩

ইহার সারাংশ হইল ইহাই যে, উদার ব্যক্তির অন্ন ভোজন করা উচিত । কৃপণ শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ও কেবল সুদখোরের অন্ন ভোজন করিতে নাই যাহার শ্রদ্ধা নাই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেবগণকে হবিষ্য দান করিবার অধিকারী হয় না এবং তাহার অন্নও ভোজন করা উচিত নয় ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ ইহাই জানেন ১৪-১৫

অশ্রদ্ধা হইল মহাপাপ, আর শ্রদ্ধা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে যেরূপ সর্প নিজের পুরাতন খোলস ত্যাগ করিয়া সেইরূপ শ্রদ্ধালু পুরুষ পাপকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ১৫

শ্রদ্ধালাভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাপসমূহ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সকল পবিত্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহার নীলসমূহী দোষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রদ্ধালু পুরুষ সকলের পবিত্র । ১৬

তাঁহার তপস্যার দ্বারা কোন্ কার্য সাধিত হইবে ? আচার-ব্যবহার অথবা আত্মচিন্তনের দ্বারাই কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ? এক পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহার সেই পুরুষ সেইরূপই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বলিয়া কথিত হয় ।

ব্রহ্ম ও অধ্যাত্মনীতিতে সাধুদর্শী সৎপুরুষগণ এইরূপ ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা জিজ্ঞাসা করায় ধর্মদর্শনস্বরূপ মুনির নিকট হইতে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি । ১৮

মহাজ্ঞানী জাজলি ! তুমি এই কথায় শ্রদ্ধা কর তদনন্তর ইহার অনুসারে আচরণ করিলে পর তোমার পরম গতি লাভ হইবে । শ্রদ্ধাকারী শ্রদ্ধালু পুরুষ সাক্ষাৎ ধর্মের স্বরূপ । জাজলে ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে নিজের ধর্মে অবস্থিত থাকেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন । ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর অল্প সময়ের মধ্যে তুলাধার ও জাজলি এই দুই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ পরলোকে গমন করত নিজ নিজ শুভকর্মসমূহের ফলস্বরূপ নিজ নিজ স্থান প্রাপ্ত হইয়া সেখানে সুখে বিহার করিতে লাগিলেন । ২০

যং যং স্থানমুপাগম্য স্বকর্মফলনির্দ্দিতম্
এবং বহুবিধার্থঞ্চ তুলাধারেণ ভাষিতম্ ॥ ২১
সম্যক্ চেদমুপালব্ধো ধর্ম্মশ্চোক্তঃ সনাতনঃ
তস্য বিখ্যাতবীর্য্যস্য শ্রুত্বা বাক্যানি স দ্বিজঃ
তুলাধারস্য কৌন্তেয় শান্তিমেবাদপদ্যত

এইরূপ তুলাধার নানাপ্রকার লক্ষণ বিষয় সবিস্তর উত্তম ভাবপ্রকাশ করিলেন। তিনি সনাতন ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ কৌশিক বিখ্যাত প্রভাবশালী তুলাধারের এই বাক্য শ্রবণ করত তাহার তাৎপর্য্যও ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ২১-২২

এবং বহুমতার্থঞ্চ তুলাধারেণ ভাষিতম্
যথৌপমন্যবোপদেশেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি তুলাধারজাজলিসংবাদে
চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৪

তুলাধার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, উহা বহুজন সম্মত অর্থযুক্ত। উহা শ্রবণ করত তাহার পরম শান্তি লাভ হইয়াছিল। উহা যথাযথভাবে দ্বাদশ প্রকারে বোধিত হইয়াছিল। এখন তুমি আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে তুলাধার ও জাজলির সংবাদ-বিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজ্ঞাবিচখ্নুনা অহিংসাধর্ম্মস্য প্রশংসা।)

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
প্রজানামনুকম্পার্থং গীতং রাজ্ঞা বিচখ্নুনা ॥ ১
দ্বিজস্বপ্নং বৃষং দৃষ্ট্বা বিলাপন্তং সবাং তদা
গোগ্রেহে যজ্ঞবাটস্য প্রেক্ষমাণঃ স পার্থিবঃ ॥ ২
অস্তি গোত্যোঽস্ত লোকেষু ততো নির্বচনং কৃতম্।
হিংসায়াং হি প্রবৃত্তায়ামাশীরেষা তু কল্পিতা ॥ ৩
অবাবস্থিতমর্য্যাদৈর্বিমূঢ়ৈর্নাস্তিকৈর্নরৈঃ।
সংশয়াত্মভিরব্যক্তৈর্হিংসা সমনুবর্ণিতা ॥ ৪
সর্ব্বকর্ম্মস্বহিংসা হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ।
কামকারাদ্ বিহিংসন্তি দক্ষিণেষ্বা পশূন্ নরাঃ ॥ ৫
তস্মাৎ প্রমাণতঃ কার্য্যো ধর্ম্মঃ সূক্ষ্মো বিজানতা।
অহিংসা সর্ব্বভূতেভ্যো ধর্ম্মেভ্যো জ্যায়সী মতা ॥ ৬
উপোহ্য সংশিতো ভূত্বা হিত্বা বেদকৃতাঃ শ্রুতীঃ
আচার ইত্যনাচারঃ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৭

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

(রাজা বিচখ্নুকর্ত্তৃক অহিংসা ধর্ম্মের প্রশংসা

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! প্রাচীন কালে রাজা বিচখ্নু সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিবার জন্য যে কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস এই প্রসঙ্গে জ্ঞানিগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১

এক সময় কোন যজ্ঞশালায় রাজা দেখিলেন, এক বৃষের মুখ ছিন্ন আছে এবং সেখানে বহু গরু অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতেছে। যজ্ঞশালার প্রাঙ্গণে বহু গরু দাঁড়াইয়া আছে। এই সব দেখিয়া রাজা বলিলেন। ২

জগতে সকল সকল কল্যাণ হউক। যখন হিংসা আরম্ভের উপক্রম হইল, তখন তিনি গো-সকলের জন্য এই শুভ কামনা করিলেন এবং হিংসাকে নিষেধ করিতে করিতে বলিলেন। ৩

যাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা মূর্খ, নাস্তিক, যাহারা আত্মবিষয়ে সন্দেহচিত্ত এবং যাহাদের কোনও প্রসিদ্ধি নাই, এরূপ লোকসকলই হিংসা সমর্থন করে। ৪

ধর্ম্মাত্মা মনু সমস্ত কর্ম্মে অহিংসাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। মানুষ নিজেরই ইচ্ছায় যজ্ঞের দক্ষিণা দেওয়ার জন্য পশুগণকে বলিদান করে। ৫

অতএব দ্বিজ পুরুষের উচিত হইল তিনি বৈদিক প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ নির্ণয় করিবেন। সমস্ত ভূতগণের জন্য যে সব ধর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে অহিংসাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞানিগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ৬

উপবাসপূর্ব্বক কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিয়া এবং বেদের ফলশ্রুতি পরিত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম্মসকলের আচরণ অনাচার মনে করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। কৃপণ (ক্ষুদ্র) মনুষ্যগণই ফলের ইচ্ছায় কর্ম্ম করে। ৭

যদি যজ্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যূপাংস্তোদ্দিশ্য মানবাঃ
বৃথা মাংসং ন খাদন্তি নৈষ ধর্মঃ প্রশস্যতে ॥ ৮
সুরা মৎস্যা মধু মাংসমাসবং কৃসরৌদনম্
ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হ্যেতন্নৈতদ বেদেষু কল্পিতম্ ॥ ৯
মানমোহাচ্চ লোভাচ্চ লৌল্যাদেতৎ প্রকল্পিতম্
বিষ্ণুমেবাভিজানন্তি সর্বযজ্ঞেষু ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১০
পায়সৈঃ সুমনোভিশ্চ তস্যাপি সুমহৎ স্মৃতম্
যজ্ঞিয়াশ্চৈব যে বৃক্ষা বেদেষু পরিকল্পিতাঃ ॥ ১১
যচ্চাপি কিঞ্চিদ্ কর্তব্যমস্মাভিশ্চোক্তং সুদারুণম্
মহাসত্ত্বৈঃ শুদ্ধভাবৈঃ সর্বং সেবার্হমেব তৎ ॥ ১২

যদি বলা হয় যে, সকল মানুষ যূপনির্মাণের উদ্দেশ্যে যে সব বৃক্ষ ছেদন করে এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্যে পশুবলি দিয়া যে মাংস ভক্ষণ করে, উহা ব্যর্থ নহে, বরং ধর্মই উহা স্থির করে, কারণ, এরূপ ধর্মকে কেহই প্রশংসা করে না। ৮

সুরা, আসব, মধু, মাংস ও মৎস্য এবং তিল ও তণ্ডুলের খিচুড়ী এই সব বস্তু ধূর্তগণ যজ্ঞে প্রচলিত করিয়া দিয়াছে বেদে এই সব ব্যবহারের কোন বিধান নাই। ৯

এই ধূর্তগণ অভিমান, মোহ ও লোভের বশীভূত হইয়া ঐ সব বস্তুসমূহের প্রতি নিজেদের লোলুপতাই প্রকাশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ত' সমস্ত যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণুকেই আরাধ্য বলিয়া জানেন এবং পায়স ও পুষ্পসকলের দ্বারা তাঁহার যজনের কথা বলিয়া থাকেন। ১০-১১

বেদে যে সব যজ্ঞযোগ্য বৃক্ষ কথিত হইয়াছে, সেই সবের ব্যবহার করা উচিত। শুদ্ধ আচার-বিচারপরায়ণ অতিসত্ত্ব সত্যসম্পন্ন পুরুষগণ নিজেদের বিশুদ্ধ ভাবনার প্রোক্ষণাদির দ্বারা উত্তম সংস্কার করত যে কোনও হবিষ্য বা নৈবেদ্য প্রস্তুত করে, সে সমস্তই দেবতাদিগকে অর্পণ করিবার যোগ্য হইয়া থাকে। ১১-১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে ব্যক্তি হিংসা করেন না, তাঁহার শরীর ও আপত্তিসকল পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে—আপত্তিসমূহ শরীরকে শোষণ করে এবং শরীর আপত্তিসমূহের নাশ কামনা করে। অতএব সূক্ষ্ম হিংসার ভয়ে কৃষি প্রভৃতি কার্যসকল করিতে অনিচ্ছুক পুরুষের শরীরযাত্রা কিভাবে নির্বাহ হইবে? ১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! কর্মসমূহে এইভাবে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক যাহাতে শরীরের শক্তি কোনরূপে ক্ষীণ না হয়, যাহাতে সে মৃত্যুর অধীন না হয়, কারণ, শরীর সবল থাকিলেই ধর্মের পালন সম্ভব হইতে পারে। ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বিশ্বস্মৃত্যুপনীতায়াং
পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ২৬৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বিশ্বস্মৃতী সীতাবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

। মহর্ষি গৌতম-চিরকারিণোরুপাখ্যানম্, চিরং পরামৃশ্য কার্য্যকরণপ্রশংসা ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কথং কার্য্যং পরীক্ষেত শীঘ্রং বাথ চিরেণ বা
সর্ব্বং কার্য্যাদ্‌গরীয়শ্চিন্ন ত্বরন্নে বা পরমো গুরুঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
চিরকারেণ যৎ পূর্ব্বং বৃত্তমাঙ্গিরসে কুলে ॥ ২
চিরকারিক ভদ্রং তে ভদ্রং তে চিরকারিক।
চিরকারী হি মেধাবী নাপরাধ্যতি কর্ম্মসু ॥ ৩
চিরকারী মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্যাভবৎ সুতঃ
চিরেণ সর্ব্বকার্য্যাণি বিমৃশ্যার্থান প্রপদ্যতে ॥ ৪
চিরং স চিন্তয়ত্যর্থাংশ্চিরং ভাষ্যেচ্চিরং স্বপন্
চিরং কার্য্যাভিপত্তিঞ্চ চিরকারী তথোচ্যতে ॥ ৫
অলসস্তরণঃ প্রাজ্ঞো দুর্ম্মেধাবী তথোচ্যতে
বুদ্ধিলাঘবযুক্তেন জনেনাদীর্ঘদর্শিনা ॥ ৬
বাস্তিচারে তু কস্মিংশ্চিদ্ ব্যাপৃতক্রমাপরান্ সুতান্।
পিত্রোক্তঃ কুপিতেনাথ জহীমাং জননীমিতি ॥ ৭
ইত্যুক্ত্বা স তদা বিপ্রো গৌতমো জপতাং বরঃ।
অবিমৃশ্য মহাভাগো বনমেব জগাম সঃ ॥ ৮
স তথেতি চিরেণোক্ত্বা স্বভাবাচ্চিরকারিকঃ।
বিমৃশ্য চিরকারিত্বাচ্চিরয়ামাস বৈ চিরম্ ॥ ৯
পিতুরাজ্ঞাঃ কথং কৃত্যা ন হন্যাং মাতরং কথম্।
কথং ধর্ম্মস্খলেনাস্মিন্ নিমজ্জেয়মসাধুবৎ ॥ ১০
পিতুরাজ্ঞা পরো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মো মাতুরক্ষয়ঃ
অন্যতরঞ্চ পুত্রস্য কিং তু মাং নানুশীড়য়েৎ ॥ ১১

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি গৌতম ও চিরকারীর উপাখ্যান—দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবার প্রশংসা।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি আমাদের পরম গুরু। আপনি কৃপা করিয়া বলুন যে, যদি কখনও এরূপ কার্য্য উপস্থিত হয়, যাহা গুরুজনগণের আজ্ঞানুসারে অবশ্য করণীয়, কিন্তু হিংসাদুষ্ট হওয়ায় কুৎসিত এবং অনুচিত প্রতীত হয়, এরূপ কার্য্যস্থলে সেই কার্য্যের পরীক্ষা কিভাবে করিতে হইবে? উহা শীঘ্র করা হইবে কিংবা দীর্ঘকাল তাহার উপর বিচার করিতে হইবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহা আঙ্গিরসকুলে উৎপন্ন চিরকারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা। ২

চিরকারিন্! তোমার কল্যাণ হউক চিরকারিন্! তোমার মঙ্গল হউক। চিরকারী অভিমত বুদ্ধিমান চিরকারী কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে কখনও কোনও অপরাধ করেন নাই। ৩

মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক মহাভাগ পুত্র ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্য বিষয়সমূহ ভালভাবে বিচার করিয়া সমস্ত কার্য্যই বিলম্বে সম্পাদিত করিতেন। ৪

তিনি সকল বিষয়েই বহু কাল পর্য্যন্ত বিচার বিবেচনা করিতেন, বহু কাল আসনস্থিত থাকিতেন, বহু কাল নিদ্রা যান এবং বহু বিলম্বের পরই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন এই কারণে তাঁহাকে চিরকারী বলা হয়। ৫

যে ব্যক্তি দূর পর্য্যন্ত বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, এরূপ মন্দবুদ্ধি মানবকে অলস বলা হয়। তাহাকে দুর্ম্মেধা বলা হয়। ৬

কোন একদিনের ঘটনা, গৌতম নিজের স্ত্রী দ্বারা কৃত ব্যভিচারে কুপিত হইয়া নিজের অন্য পুত্রগণকে না বলিয়া চিরকারীকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি তোমার এই পাপিনী মাতাকে বিনাশ কর। ৭

সেই সময় কোন বিচার না করিয়াই এরূপ আদেশ দানে কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি মহাভাগ গৌতম বনে গমন করিলেন। ৮

চিরকারী নিজের স্বভাবানুসারে বিলম্ব করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তিনি ত' চিরকারী ছিলেনই, তাহার পর পিতার এই কথার উপর বিচার করিতে লাগিলেন। ৯

তিনি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি কি উপায়ে কার্য্য সম্পন্ন করিব, যাহাতে পিতার আজ্ঞা পালনও হয় এবং মাতাকেও বধ করিতে না হয়। ধর্ম্মের চলে আমার উপর এই এক গুরুতর সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হায়, একজন অন্য অসাধু ব্যক্তির ন্যায় আমিও কিরূপে উহাতে নিমজ্জিত হইবার সাহস করিতে পারি? ১০

পিতার আজ্ঞা পালন পরম ধর্ম্ম এবং মাতাকে রক্ষা করাও পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। পুত্র কখনও স্বতন্ত্র হইতে পারে না, সে সর্ব্বদা মাতা-পিতার অধীনেই থাকে অতএব আমি কি করি, যাহাতে ধর্ম্মের হানিকর পীড়া আমাকে পীড়িত করিতে না পারে। ১১

স্ত্রিয়ং হত্বা মাতরঞ্চ কো হি জাতু সুখী ভবেৎ
পিতরং চাপমন্যায় কঃ প্রতিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
অনবজ্ঞা পিতুর্যুক্তা ধারণং মাতুরুত্তমম্‌ ।
যুক্তক্ষমাবুভাবেতৌ নাস্তিবর্তেত যাঃ কথম্‌ ॥ ১২
পিতা জ্ঞানমবাপ্তস্তে ভ্রাতৃণাং ভক্তিরেবচ
শীলচারিত্রগোত্রস্য ধারণার্থং কুলস্য চ ॥ ১৩
সোঽহং মাত্রা স্বয়ং পিত্রা পুত্রত্বে প্রকৃতঃ পুনঃ
বিজ্ঞানং যে কথং ন স্যাদ্‌ যৌ বুদ্ধৌ চাত্মসম্ভবম্‌ ॥১৪
জাতকর্মণি যৎ প্রাহ পিতা যজ্ঞোপকর্মণি
পর্য্যাপ্তঃ স দৃঢ়ীকারঃ পিতুর্গৌরবনিশ্চয়ে ॥১৫
গুরুবক্ত্রাঃ পরো ধর্মঃ পোষণাধ্যাপনাশ্রিতঃ ।
পিতা যদাহ ধর্মঃ স বেদেষ্বপি সুনিশ্চিতঃ ॥ ১৭
প্রীতিমাত্রঃ পিতুঃ পুত্রঃ সর্বং পুত্রস্য বৈ পিতা
শরীরাদীনি দেয়ানি পিতা ত্বেকঃ প্রযচ্ছতি ॥১৮
তস্মাৎ পিতুর্বচঃ কার্য্যং ন বিচার্য্যঃ কদাচন ।
পাতকান্যপি পূয়ন্তে পিতুঃ শাসনকারিণঃ ॥১৯
ভোগ্যো ভোক্তা প্রবচনে সর্বলোকনিদর্শনে ।
ভর্ত্তা চৈব সমাযোগে সীমন্তোন্নয়নে তথা ॥ ২০
পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্বাঃ প্রীয়ন্তি দেবতাঃ ॥ ২১
আশিষস্তা ভজন্তোনং পরুষং প্রাহ যৎ পিতা
নিষ্কৃতিঃ সর্বপাপানাং পিতা যচ্ছাভিনন্দতি ॥ ২২
মুচ্যতে বন্ধনাৎ পুষ্পং ফলং বৃন্তাৎ প্রমুচ্যতে ।
ক্লিশ্যন্নপি সুতং স্নেহৈঃ পিতা পুত্রং ন মুঞ্চতি ॥ ২৩
এতদ্‌ বিচিন্তয়ন্‌ তাবৎ পুত্রস্য পিতৃগৌরবম্‌ ।
পিতা মাতৃতরঃ স্থানং চিন্তয়িষ্যামি মাতরম্‌ ॥২৪

এক ত' স্ত্রীজাতি, তাহার উপর মাতা, এরূপ নারীকে হত্যা করিয়া কোন পুত্র কখনও সুখী হইতে পারে না ? পিতাকে অবহেলা করিয়াও কোন্ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় ? ১১

পিতাকে অনাদর করা উচিত নয়, আবার মাতাকেও রক্ষা করা পুত্রের ধর্ম। এই উভয় ধর্মই উচিত ও যোগ্য আমি কিরূপে ইহাকে লঙ্ঘন করিব ? ১২

পিতা স্বয়ংই নিজের শীল, সদাচার, কুল ও গোত্রের রক্ষার জন্য স্ত্রীর গর্ভে নিজেরই আধান করেন অর্থাৎ পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। ১৩

অতএব আমাকে মাতা ও পিতা এই উভয়েই পুত্ররূপে জন্ম দিয়াছেন। এই উভয়কেই আমি নিজের উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করি। আমার এরূপ জ্ঞান কেন সম্ভবপর হইবে না ? ১৪

জাতকর্ম সংস্কার ও উপনয়ন সংস্কারের সময় পিতা যে আশীর্বাদ দিয়াছেন, উহাই পিতার গৌরব নিশ্চয় করাইতে পর্য্যাপ্ত এবং দৃঢ় প্রমাণ। ১৫

পিতা ভরণ-পোষণ করেন এবং শিক্ষা দিয়া থাকেন বলিয়া পুত্রের প্রধান গুরু। তিনি পরম ধর্মের সাক্ষাৎস্বরূপ। পিতা যাহা কিছু আদেশ করেন, উহাই ধর্ম মনে করিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বেদেও এই ধর্মই নিশ্চিত করা আছে। ১৭

পুত্র পিতার সম্পূর্ণ প্রীতির স্বরূপ এবং পিতা পুত্রের সর্বস্ব। কেবল পিতাই পুত্রের দেহাদি দান করিবার যোগ্য যজ্ঞসমূহ দান করিয়া থাকেন। ১৮

সেইজন্য পিতার আদেশ পালন করা উচিত। পিতার আদেশ বাক্যের উপর কোনরূপ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে যিনি পিতার আদেশ পালন করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ১৯

পুত্রের ভোগ্য (বস্তুসমূহ ভোক্তা (আহারাদি), প্রবচন (বেদাধ্যয়ন), সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যবহার শিক্ষা, সর্ত্তাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য সম্পাদনে পিতাই অধিকারী। ২০

সেইজন্য পিতা হইলেন ধর্ম, পিতা স্বর্গ ও পিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। পিতা প্রসন্ন হইলে পর সমস্ত দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১

পিতা পুত্রকে যাহা কিছু কঠোর বাক্য বলেন, তৎ সমস্তই আশীর্বাদ স্বরূপ হইয়া পুত্রের মঙ্গল করে এবং পিতা পুত্রকে যে সব অভিনন্দনসূচক বলেন অর্থাৎ তাহাকে প্রিয় বাক্য বলিয়া তাহার প্রতি সন্তোষ দেখান, উহার দ্বারা তাহার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। ২২

পুষ্প বিকসিত হইলে বন্ধন স্থান হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, ফল বৃন্ত হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, কিন্তু পিতা যত কষ্টেই পতিত হউন না কেন তিনি স্নেহে পরিপালিত নিজের পুত্রকে কখনও ত্যাগ করেন না অর্থাৎ পুত্র কখনও পিতা হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে পারে না। ২৩

পুত্রের নিকট পিতার কিরূপ গৌরব হওয়া আবশ্যক, এই

যো ন্যূনং মহি সম্ভাতো মর্ত্যত্বে পাঞ্চভৌতিকঃ।
অস্য যে জননী হেতুঃ পাবকস্য যথারণিঃ ॥ ১৫
মাতা দেহারণিঃ পুংসাং সর্বস্যার্তস্য নির্বৃতিঃ।
মাতৃলাভে সনাথত্বমনাথত্বং বিপর্যয়ে ॥ ১৬
ন চ শোচতি নাপোনং স্থাবির্যাদপকর্ষতি।
স্ত্রিয়া হীনোঽপি যো গেহমধ্যেতি প্রতিপদ্যতে ॥ ১৭
পুত্রপৌত্রোপপন্নোঽপি জননীং যঃ সমাশ্রিতঃ।
অপি বর্ষশতস্তাস্তে স বিধায়নবচ্চরেৎ ॥ ১৮
সমর্থং বাসমর্থং বা কৃশং বাপ্যকৃশং তথা।
রক্ষত্যেব সুতং মাতা নান্যঃ পোষ্টা বিধানতঃ ॥ ১৯
তদা স বৃদ্ধো ভবতি তদা ভবতি দুঃখিতঃ।
তদা ক্ষুধং জগৎ তস্য যদা মাত্রা বিযুজ্যতে ॥ ৩০
নাস্তি মাতৃসমা ছায়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ
নাস্তি মাতৃসমং ত্রাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রিয়া ॥ ৩১
কুক্ষিসন্ধারণাদ্ ধাত্রী জননাজ্জননী স্মৃতা।
অজানাং বর্ধনাদস্য বীরসূত্বেন বীরসূঃ ॥ ৩২
শিশোঃ শুশ্রূষণাচ্ছুদ্ধির্মাতা দেহমনস্তয়ম্
চেতনাবান্ নরো হন্যাদ্ যস্য নানুদিবং শিবঃ ॥ ৩৩
দম্পত্যোঃ প্রাণসাম্রেষে যোঽভিসন্ধিঃ কৃতঃ কিল
তং মাতা চ পিতা চেতি ভূতার্থৌ মাতরি স্থিতঃ ॥৩৪
মাতা জানাতি যদ্গোত্রং মাতা জানাতি যস্য সঃ।
মাতুর্ভরণমাত্রেণ প্রীতিঃ স্নেহঃ পিতুঃ প্রজাঃ ॥ ৩৫

বিষয়ের উপর পূর্বে বিচার করা হইয়াছে। বিচারের দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পিতা পুত্রের পক্ষে কোন ভূতাত্মি ভূত স্থান (আশ্রয়) নহেন। এখন আমি মাতার বিষয়ে চিন্তা করিব। ২৫

আমার যে এই পাঞ্চভৌতিক মনুষ্য শরীর লাভ হইয়াছে, ইহার উৎপত্তি বিষয়ে মাতাই মুখ্য হেতু। যেরূপ অগ্নির উৎপত্তি বিষয়ে মুখ্য আধার হইল কাষ্ঠ, সেইরূপ আমার পক্ষেও মাতাকে জানিতে হইবে। ২৬

মাতা মনুষ্যের শরীররূপী অগ্নিকে উৎপন্নকারী অরণী। সংসারের সমস্ত আর্ত প্রাণিগণের দুঃখ ও যাতনাপ্রশমনকারিণী হইলেন মাতা। যতক্ষণ মাতা জীবিত থাকেন, ততক্ষণ মানুষ নিজেকে সনাথ বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার অন্তর্ধানে মানুষ অনাথ হইয়া যায়। ২৭

মাতা বর্তমান থাকিতে মানুষের কখনও কোন ভয় চিন্তা হয় না, বার্ধক্যও তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে না। যে ব্যক্তি নিজের মাতাকে জানিয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলেও যেন মাতা অন্নপূর্ণার নিকট গমন করিয়া থাকে। ২৮

পুত্র ও পৌত্রসম্পন্ন হইয়াও যে ব্যক্তি মাতার আশ্রয়ে থাকেন, তিনি শত বৎসর বয়স হইলেও তাঁহার (মাতার) নিকট তিনি দুই বৎসর বয়স্কের ন্যায় আচরণ করেন। ২৯

পুত্র অসমর্থ হউক বা সমর্থ হউক, কৃশকায় বা হৃষ্ট পুষ্ট হউক, মাতা তাহাকে পালন করেন। মাতা ব্যতীত অন্য কেহই বিধি অনুসারে পুত্রের পালন-পোষণ করিতে পারে না। ২৯

যখন কাহারও মাতৃবিয়োগ হয়, তখন সেই মানুষ নিজেকে কৃশ বলিয়া মনে করে দুঃখী হইয়া যায় এবং তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সংসার শূন্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। ৩০

মাতার তুল্য অন্য কোন ছায়া নাই, অর্থাৎ মাতার ক্রোড়ে যে সুখ অনুভূত হয়, উহা আর কোথাও হয় না। মাতার তুল্য অন্য কোন আশ্রয় নাই, মাতার সদৃশ অন্য কোন রক্ষক নাই এবং পুত্রের পক্ষে মাতার ন্যায় অন্য কোন প্রিয় বস্তু নাই। ৩১

মাতা গর্ভাধানে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মদান করেন বলিয়া জননী, শিশুর অঙ্গসকলের বর্ধন করেন বলিয়া অম্বা এবং বীর সন্তান প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে অভিহিতা হন। ৩২

মাতা শিশুর শুশ্রূষা করায় শুদ্ধ নাম ধারণ করেন। মাতা নিজের নিকটতম শরীর। যাহার মস্তিষ্ক বিচার-শূন্য হইয়া না যায়, এরূপ কোন সচেতন পুরুষ কখনও নিজের মাতাকে হত্যা করিতে পারে না। ৩৩

পতি ও পত্নী মৈথুনকালে সুযোগ্য পুত্র হইবার জন্য যে অভিলাষ করেন, উহা যদিও পিতা ও মাতা—এই উভয়েই ধারণ করেন, তথাপি বাস্তব অবস্থায় সেই অভিলাষ মাতাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৩৪

পুত্রের গোত্র কি ? ইহা মাতা জানেন। এ ব্যক্তি কোন পিতার পুত্র ? ইহাও মাতা জানেন। মাতা বালককে নিজের গর্ভমধ্যে ধারণ করেন, সেইজন্য তাঁহার বালকের প্রতি অধিক স্নেহ ও প্রীতি থাকে। পিতার নিজের সন্তানগণের উপর প্রভুত্ব-ভাব থাকে। ৩৫

পাণিবন্ধং স্বয়ং কৃত্বা সহ ধর্মমুপেত্য চ।
যদা যাচন্তি পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো নাইন্তি যাচ্যতাম্ ॥৩৬
ভরণাদ্ধি স্ত্রিয়ো ভর্তা পালনাদ্ধি পতিস্তথা।
গুণস্যান্ত নিযুক্তো তু ন ভর্তা ন পুনঃ পতিঃ ॥ ৩৭
এবং স্ত্রী নাপরাধ্নোতি নর এবাপরাধ্যতি।
ব্যুচ্চরংশ্চ মহাদোষং নর এবাপরাধ্যতি ॥ ৩৮
স্ত্রিয়া হি পরমো ভর্তা দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
তস্যাস্মনা তু সদৃশমাত্মানং পরমং দধৌ ॥ ৩৯
নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি।
সর্বকার্যাপরাধ্যন্ত্যাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ ॥ ৪০
যচ্চ নোক্তোঽস্য নির্দেশঃ স্ত্রিয়া মৈথুনকৃত্যয়ে।
তস্য আরম্ভতো ব্যক্তমধর্মো নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৪১

এবং নারীং মাতরঞ্চ গৌরবে চাধিকে স্থিতাম্।
অবধ্যাং তু বিজানীষু: পশবোঽপ্যবিচক্ষণাঃ ॥ ৪২
দেবতানাং সমাবায়নেকস্থঃ পিতরঃ স্থিতঃ।
মর্ত্যানাং দেবতানাঞ্চ স্নেহাদভ্যেতি মাতরম্ ॥ ৪৩
এবং বিমৃশতস্তস্য চিরকারিতয়া বহু।
দীর্ঘঃ কালো ব্যতিক্রান্তস্ততোঽস্যাভ্যাগমৎ পিতা ॥৪৪
মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ
বিমৃশ্য তেন কালেন পত্ন্যাঃ সংস্থাব্যতিক্রমম্ ॥ ৪৫
সোঽব্রবীদ্ দুঃখসন্তপ্তো দুঃখেনাভ্রাণি বর্ষয়ন্
শ্রুতধৈর্যাপ্রসাদেন পশ্চাত্তাপমুপাগতঃ ॥ ৪৬
আশ্রমং মম সম্প্রাপ্তস্ত্রিলোকেশঃ পুরন্দরঃ
অতিথিব্রতমাস্থায় ব্রাহ্মণং রূপমাস্থিতঃ ॥ ৪৭

যখন স্বয়ংই পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্মাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে পুরুষ পত্নীর নিকট গমন করে (এবং ধর্মাচরণ করে), তখন ইহার জন্য স্ত্রীলোককে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না ॥ ৩৬

পুরুষ নিজের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করায় ভর্তা এবং পালন করেন বলিয়া পতি নামে কথিত হয়। এই সব গুণ যদি পুরুষে না থাকে, তবে সে ভর্তাও নয় এবং পতিও নয় ॥ ৩৭

বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রীর কোন অপরাধ হয় না, পুরুষই অপরাধ করিয়া থাকে। ব্যভিচারের মহাপাপ পুরুষই করে, সেইজন্য পুরুষই অপরাধী হয় ॥ ৩৮

স্ত্রীর নিকট পতিই পরম আরাধ্য।
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া কথিত হন
পুরুষকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যিনি
পিতারই তুল্য ছিলেন ॥ ৩৯

এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের কোন অপরাধ হয় না, পুরুষই ইহাতে অপরাধী। সকল কালে অবলা বলিয়া স্ত্রীলোককে অপরাধের জন্য বিবশ করা হইয়া থাকে অতএব পরাধীনা হওয়ায় তাঁহারা অপরাধিনী হইতে পারেন না ॥ ৪০

স্ত্রীর দ্বারা মৈথুন-জনিত সুখে তৃপ্ত হইবার জন্য কোন সঙ্কেত না করিলেও তাহার কাম উদ্দীপনকারী পুরুষের পাপই অধর্ম হইয়া থাকে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪১

এইরূপ নানাভাবে বিচার করিতে করিতে চিরকারী ভাবিলেন—এক ত' ইনি নারী বলিয়া অবধ্যা, দ্বিতীয়তঃ ইনি আমার পূজনীয়া মাতা; মাতার গৌরব পিতা অপেক্ষাও অধিক, যাহাতে আমার মাতা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। অবোধ পশুরাও স্ত্রী মাতাকে অবধ্যা বলিয়া মনে করে (সুতরাং আমি বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ হইয়াও তাঁহাকে বধ কিভাবে করিতে পারি?) ॥ ৪২

মহাত্মাগণ জানেন যে, পিতা হইলেন একত্রে অবস্থিত সমস্ত দেবতাগণের সমষ্টি; কিন্তু মাতার মধ্যে তাঁহার স্নেহবশতঃ সমস্ত মনুষ্য এবং দেবতাদিগের সমুদায় অবস্থিত আছে (অতএব মাতার গৌরব পিতা অপেক্ষা অধিক) ॥ ৪৩

বিলম্ব করিয়া কাজ করিবার স্বভাব বলিয়া চিরকারী এই ভাবে বহুক্ষণ মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন এইভাবে তাঁহার পরামর্শ করিতে করিতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল এই সময়ে তাঁহার পিতা বন হইতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৪৪

মহাজ্ঞানী তপোনিধি মেধাতিথি গৌতম সেই সময় পত্নী বধের অনৌচিত্য বিষয়ে বিচার করত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে ধৈর্য্য ও ধৈর্য্যের প্রভাবে কোনরূপে নিজেকে শান্ত করিতেছিলেন এবং অনুতাপ করিতে করিতে মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬

অহো! ত্রিভুবনের ঈশ্বর ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি অতিথি-সৎকারের ব্রত

স ময়া সান্ত্বিতো বাগ্ভিঃ স্বাগতেনাভিপূজিতঃ।
অর্ঘ্যং পাদ্যং যথান্যায়ং ময়া চ প্রতিপাদিতঃ ॥ ৪৮
পরবানস্মি চেত্যুক্তঃ প্রণয়িত্বাচ তেন চ
অত্র চাকুশলে জাতে স্ত্রিয়া নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ ৪৯
এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহং নাপরাধ্নস্ত্রিদশেশ্বরঃ
অপরাধ্যতি ধর্মসা প্রমাদস্বপরাধ্যতি ॥ ৫০
ঈর্ষ্যাজং বাসনং প্রাহুস্তেন চৈবোর্ধ্বরেতসঃ
ঈর্ষ্যয়া ত্বহমাক্ষিপ্তো মন্যো দুষ্কৃতসাগরে ॥ ৫১
হত্বা সাধ্বীঞ্চ নারীঞ্চ বাসনিত্বাচ্চ বাসিতাম।
ভর্তৃবাক্যেন ভার্যাঞ্চ কো নু মাং তারয়িষ্যতি ॥ ৫২
অন্তরেণ ময়াহদ্যুক্তশ্চিরকারীত্যুদাহৃতঃ।
যদ্যস্তু চিরকারী স্যাৎ স মাং ত্রায়েত পাতকাৎ ॥ ৫৩
চিরকারিক ভদ্রং তে ভদ্রং তে চিরকারিক।
ভবস্তু চিরকারী ত্বং ততোঽসি চিরকারিকঃ ॥ ৫৪
ত্রাহি মাং মাতরং চৈব তপো যচ্চার্জিতং ময়া
আত্মানং পাতকেভ্যশ্চ ভবাদ্য চিরকারিক ॥ ৫৫
সহস্রং চিরকারিত্বমভিপ্রজ্ঞততা তব।
সফলং তৎ তথা তেঽস্তু ভবাদ্য চিরকারিক ॥ ৫৬
চিরমাশংসিতো মাত্রা চিরং গর্ভেণ ধারিতঃ
সফলং চিরকারিত্বং কুরু ত্বং চিরকারিক ॥ ৫৭
চিরায়তে চ সন্তাপাচ্চিরং স্বপিতি ধারিতঃ।
আবয়োশ্চিরসন্তাপাদবেক্ষা চিরকারিকঃ ॥ ৫৮

যোচিত ব্রত অবলম্বন করত তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দান করি, তাঁহার স্বাগত সৎকার করি এবং যথোচিতরূপে অর্ঘ্য-পাদ্যাদি নিবেদন করত আমি স্বয়ংই তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়াছি। ৪৭-৪৮

আমি বিনয় সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—ভগবন্! আমি আপনার অধীনে ছিত। আপনার পরাপরে আমি সনাথ হইয়াছি। আমার আশা ছিল যে, আমার এই সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া অতিথি দেবতা আমার সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবেন. কিন্তু এস্থানে ইন্দ্রের বিষয়-লোলুপতার জন্য এক দুঃখপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমার স্ত্রীর কোন অপরাধ নাই। ৪৯

এইভাবে ইহাতে না আমার স্ত্রী অপরাধিনী, না আমি অপরাধী এবং না এক পথিক ব্রাহ্মণের বেশে আগত দেবরাজ ইন্দ্রই অপরাধী। আমার দ্বারা ধর্মের বিষয়ে যে স্ত্রীঘটিত প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে, সেই প্রমাদই অপরাধের মূল। ৫০

ঊর্ধ্বরেতা মুনি সেই প্রমাদের জন্যই ঈর্ষ্যাজনিত সঙ্কট প্রাপ্তির কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ঈর্ষ্যা আমাকে পাপ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং আমি উহাতে নিমজ্জিত হইয়াছি। ৫১

যাঁহাকে আমি পত্নীরূপে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম, যিনি এক সতী-সাধ্বী রমণী ছিলেন এবং আমার ভার্যা হওয়ায় যিনি আমার নিকট হইতে ভরণ-পোষণের অধিকারিণী, তাঁহাকে আমি প্রমাদ-বশতঃ বাসনের বশীভূত হইয়া বধ করাইয়াছি। এখন এই পাপ হইতে আমাকে কে উদ্ধার করিবে? ৫২

কিন্তু আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে আমার মাতাকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছি। যদি সে এই কার্যে বিলম্ব করিয়া নিজের নামকে সার্থক করে, তবে উহার দ্বারা আমি স্ত্রী-হত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। ৫৩

পুত্র চিরকারী! তোমার কল্যাণ হউক। চিরকারী! তোমার মঙ্গল হউক যদি আজ তুমি বিলম্বে কার্য করিবার স্বভাব অনুসরণ করিয়া থাক, তবে তোমার চিরকারী নাম সফল হইবে। ৫৪

পুত্র! আজ বিলম্ব করিয়া তুমি প্রকৃত চিরকারী হও এবং আমাকে, নিজ মাতাকে ও আমি যে তপস্যা অর্জন করিয়াছি, সেই তপস্যাকেও রক্ষা কর। আর এই সঙ্গে তুমি নিজেকেও পাপ হইতে রক্ষা কর। ৫৫

অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হওয়ায় তোমার মধ্যে যে চিরকারিতার (বিলম্বে কার্যকারিতার) সহস্র গুণ আছে, উহা এই সময়ে সফল হউক আজ তুমি যথার্থ চিরকারী হও। ৫৬

তোমার মাতা চিরকাল তোমার জন্মের আশা করিয়াছিল। সে চিরকাল পর্যন্ত তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল। পুত্র চিরকারী! অতএব আজ তুমি নিজের মাতাকে রক্ষা করিয়া চিরকারিতাকে সফল কর। ৫৭

আমার পুত্র চিরকারী কোন দুঃখ বা সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেও কার্য করিতে বিলম্ব করা স্বভাবকে কখনও ত্যাগ করে না। নিষেধ করিলেও চিরকাল (বহু কাল) চিন্তা করিতে থাকে। আজ আমরা দুইজন মাতা-পিতাকে চিরসন্তাপযুক্ত দেখিয়া সে অবশ্যই চিরকারী হইবে। ৫৮

এবং স দুঃখিতো রাজন্ মহর্ষির্গৌতমস্তদা।
চিরকারিং দদর্শাথ পুত্রং স্থিতমথান্তিকে ॥ ৫৯
চিরকারী তু পিতরং দৃষ্ট্বা পরমদুঃখিতঃ।
শস্ত্রং ত্যক্ত্বা ততো মূর্ধ্না প্রসাদায়োপচক্রমে ॥ ৬০
গৌতমস্তং ততো দৃষ্ট্বা শিরসা পতিতা ভুবি
পত্নীং চৈব নিরাকারাং পরামভ্যাগমমুদম্ ॥ ৬১
ন হি সা তেন সন্তেপে পত্নী সৌম্যা মহাত্মনা
বিজনে চাশ্রমস্থেন পুত্রস্যাপি সমাহিতঃ ॥ ৬২
হন্তা ইতি সমাদেশঃ শস্ত্রপালো সুতে স্থিতে
বিনীতে প্রদ্রবত্যর্থে বিবাদে চাত্মকর্মসু ॥ ৬৩
বুদ্ধিশ্চাসীৎ সুতং দৃষ্ট্বা পিতুশ্চরণয়োর্নতম্।
শস্ত্রপ্রহরণচাপল্যাৎ সংবৃণোতি ভয়াদিতি ॥ ৬৪
ততঃ পিত্রা চিরং স্তুত্বা চিরং চাঘ্রায় মূর্ধনি।
চিরং মোর্ধ্ন্যাং পরিষজ্য চিরং জীবেত্যুদাহৃতঃ ॥ ৬৫
এবং স গৌতমঃ পুত্রং প্রীতিহর্ষগুণৈর্যুতঃ
অভিনন্দ্য মহাপ্রাজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৬৬
চিরকারিক তত্তং তে চিরকারী চিরং ভব।
চিরায় যদি তে সৌম্য চিরমস্মি ন দুঃখিতঃ ॥ ৬৭
সাধ্বাক্যাপাব্রবীদ্ বিদ্বান্ গৌতমো মুনিসত্তমঃ
চিরকারিষু ধীরেষু গুণোদ্দেশসমাশ্রয়াঃ ॥ ৬৮
চিরেণ মিত্রং বধ্নীয়াচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেৎ
চিরেণ হি কৃতঃ মিত্রঃ চিরং ধারয়মর্হতি ॥ ৬৯
রাগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্মণি
অপ্রিয়ে চৈব কর্তব্যো চিরকারী প্রশস্যতে ॥ ৭০
বন্ধূনাং সুহৃদাং চৈব ভৃত্যানাং স্ত্রীজনস্য চ
অবাক্ষেষপরাধেষু চিরকারী প্রশস্যতে ॥ ৭১

রাজন্!' এইরূপ দুঃখিত মহর্ষি গৌতম গৃহে আসিয়া নিজের পুত্র চিরকারীকে নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন ॥৫৯

পিতাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া চিরকারী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া তাঁহার চরণে মস্তক নত করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

গৌতম দেখিলেন,—চিরকারী ভূতলে মস্তক রাখিয়া পতিত আছে এবং তাঁহার পত্নী লজ্জাবশতঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ৬১

একান্ত বনে আশ্রমমধ্যে অবস্থিত মহাত্মা গৌতম নিজের পত্নী ও একাগ্রচিত্ত পুত্র চিরকারীকে কখনও আর পৃথক্ থাকিতে দেন নাই ॥ ৬২

নিজের আবশ্যক কর্ম জল-আনয়নাদি করত যখনি গৌতম বাহিরে যাইতেন পর তাঁহার পুত্র চিরকারী যদিও বয়ে অল্প বটে তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তথাপি মাতাকে রক্ষা করিবার জন্য বিনীতভাবে মাতাকে বিনাশ করিবার জন্য যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা পালিত হয় নাই ॥ ৬৩

পুত্রকে নিজের চরণে নতমস্তক হইতে দেখিয়া গৌতমের মনে এক বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, সম্ভবতঃ চিরকারী ভয়বশতঃ অস্ত্র ত্যোলনের চপলতা গোপন করিতেছে ॥ ৬৪

তখন পিতা বহু কাল তাঁহার প্রশংসা করত অনেকক্ষণ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ও বহুক্ষণ দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন,—পুত্র! চিরজীবী হও ॥ ৬৫

মহাত্মা!' এইভাবে প্রীতি ও হর্ষে পূর্ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম পুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৬৬

চিরকারী!' তোমার কল্যাণ হউক। তুমি বহু কাল ধরিয়া চিরকারী ও চিরজীবী হও। সৌম্য! তুমি যদি চিরকাল এইরূপই সন্তাবসম্পন্ন হইয়া থাক, তবে আমি দীর্ঘকাল কখনও দুঃখিত হইব না ॥ ৬৭

তখনকার বিদ্বান্ মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম কিছু গাথা উল্লেখ করিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার করত কার্যকারী ধীর পুরুষগণের মধ্যে যে গুণসকল থাকে, তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই গাথা হইল এইরূপ ॥ ৬৮

বহু কাল পরামর্শ ও বিচার করত কাহারও সহিত মিত্রতা স্থাপন করা উচিত এবং যাহার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সহিত সহসা উহা পরিত্যাগ করা উচিত নয় যদি মৈত্রী ত্যাগের আবশ্যকতা আসে, তবে উহার পরিত্যাগের কথা বিশেষভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা করত উহা ত্যাগ করিবে। বহুকাল ধরিয়া বিচার বিবেচনা করত যাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করা হয়, সেই মিত্রের সহিত মিত্রতা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকে ॥ ৬৯

রাগ, দর্প, অভিমান, দ্রোহ, পাপাচরণ ও কাহারও অপ্রিয় করিতে যে বিলম্ব করে, তাহার প্রশংসা করা হয় ॥ ৭০

বন্ধু, সুহৃৎ, সেবক ও স্ত্রীজনের দ্বারা গুরু অপরাধসমূহের বিষয়ে কিছু নির্ণয় করিতে যে ব্যক্তি ত্বরা না করিয়া দীর্ঘকাল বিচার-বিবেচনা করেন, তাঁহার প্রশংসা করা হয় ॥ ৭১

এবং স গৌতমস্তত্র প্রীতঃ পুত্রস্য ভারত।
কর্মণা তেন কৌরব্য চিরকারিতয়া তথা। ৭১
এবং সর্বেষু কার্যেষু বিমৃশ্য পুরুষস্ততঃ
চিরেণ নিশ্চয়ং কৃত্বা চিরং ন পরিতপ্যতে। ৭২
চিরং ধারয়তে রোষং চিরং কর্ম নিষচ্ছতি
পশ্চাত্তাপকরং কর্ম ন কিঞ্চিদুপপদ্যতে॥ ৭৪
চিরং বৃদ্ধানুপাসীত চিরমন্বাসা পূজয়েৎ
চিরং ধর্মং নিষেবেত কুর্যাচ্চাবেক্ষণং চিরম্। ৭৫
চিরমন্বাসা বিদুষশ্চিরং শিষ্টান্ নিষেবা চ
চিরং বিনীয় চাত্মানং চিরং যাত্যাবমজ্জতাম্। ৭৬
ক্রবতশ্চ পরস্যাপি বাক্যং ধর্মোপসংহিতম্।
চিরং পৃষ্টোঽপি চ ক্রয়াচ্চিরং ন পরিতপ্যতে। ৭৭
উপাসা বহুলাস্তস্মিন্নাশ্রমে সুমহাতপাঃ।
সমাঃ স্বর্গং গতো বিপ্রঃ পুত্রেণ সহিতস্তদা। ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি চিরকারিকোপাখ্যানে
ষট্ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৬

ভারত! তুমিও।' এইরূপ গৌতম সেখানে নিজের পুত্র বিনয়পূর্বক কার্য করাতে তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৭১

এইভাবে সকল কার্যে বিচার করত দীর্ঘকালের পর কোন নিশ্চয় করিয়া নিষ্কাম হইয়াকারী মানুষকে বহুকাল ধরিয়া অনুতাপ করিতে হয় না। ৭৩

যিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোষকে নিজের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং রোষপূর্বক কৃত কর্মকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আবৃত রাখেন, তাঁহার দ্বারা এমন কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না, যাহা পশ্চাত্তাপ জনক করিয়া থাকে। ৭৪

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বৃদ্ধগণের সেবা করিবে, দীর্ঘকাল তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের পূজা (আদর সৎকার) করিবে বহুকাল পর্যন্ত তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। ৭৫

বহু কাল ব্যাপিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করত দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিষ্ট পুরুষগণের সেবায় নিরত থাকিবে এবং চিরকালই নিজের মনকে সংযত রাখিবে। ইহাতে মানুষ সর্বকালেই সদাচারী হইয়া থাকে। ৭৬

ধর্মোপদেশকারী পুরুষকে যদি কোন প্রশ্ন করা হয়, তবে তিনি বহুকাল চিন্তা ও বিচার করিয়া উহার উত্তরদান করিবেন। এরূপ করিলে তাঁহাকে চিরদিন পরিতাপ করিতে হয় না। ৭৭

এই মহাতপস্বী ব্রহ্মর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে বহু বর্ষ পর্যন্ত অবস্থান করত শেষে পুত্র চিরকারীর সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ৭৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে চিরকারীর উপাখ্যানবিষয়ক ষট্ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের সংবাদ—অহিংসাপূর্বক রাজ্যশাসনের শ্রেষ্ঠতা কথন।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং রাজা প্রজা রক্ষেন্ন চ কিঞ্চিৎ প্রবাধতেৎ
পৃচ্ছামি ত্বাং সতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
দ্যুমৎসেনস্য সংবাদং রাজ্ঞা সত্যবতা সহ॥ ২

ভাবে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, যাহাতে তাঁহাকে কাহারও হিংসা করিতে না হয়, উহা আপনি আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—এবিষয়ে রাজা সত্যবানের সহিত তাঁহার পিতা দ্যুমৎসেনের যে সংবাদ হইয়াছিল, মানুষ এ স্থলে সেই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

অব্যাহৃতং ব্যাজহার সত্যবানিতি নঃ শ্রুতম্
যথায়োগীয়মানেষু পিতুরেবানুশাসনাৎ ॥ ৩
অধর্মতাং যাতি ধর্মো যাতাধর্মশ্চ ধর্মতাম্।
বধো নাম ভবেদ্ ধর্মো নৈতদ্ ভবিতুমর্হতি ॥ ৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।

অথ চেদবধো ধর্মোঽধর্মঃ কো জাতু চিদ্ ভবেৎ
দস্যাবন্তেন হন্তেনং সত্যবন্ সঙ্করো ভবেৎ ॥ ৫
মন্যেদমিতি নাসৌত্যং প্রবর্তেত কলৌ যুগে।
লোকযাত্রা ন চৈব স্যাদধ চেদ্ বেদ্য শংস নঃ ॥৬

সত্যবানুবাচ

সর্ব এতে ত্রয়ো বর্ণাঃ কার্যা ব্রাহ্মণবন্ধনাঃ।
ধর্মপাশনিবদ্ধানামস্মাকোঽপোবং চরিষ্যতি ॥৭

যো গন্তেদামপচরেৎ তমাচক্ষীত বৈ দ্বিজঃ।
অয়ং মে ন শৃণোতীতি তস্মিন্ রাজা প্রধারয়েৎ ॥৮
তত্রাতোদেন যচ্ছাস্ত্রং তৎ কার্যং নাত্র সংশয়ঃ
অসন্দীক্ষ্যৈব কর্মাণি নীতিশাস্ত্রং যথাবিধি ॥৯
দস্যূন্ নিঘ্নন্তি যে রাজ্ঞা তুষ্যসো বাপ্নুবন্তি সঃ।
ভার্যা মাতা পিতা পুত্রো হন্তব্যস্তে পুরুষেণ যে
শস্ত্রেণোপকৃতো রাজ্ঞা তস্মাৎ সম্যক্ প্রধারয়েৎ ॥ ১০
অসাধূংশ্চৈব পুরুষো লভতে শীলমেকদা।
সাধোশ্চাপি হ্যসাধুত্বাঃ শোভনা জায়তে প্রজা ॥ ১১
ন মূলঘাতঃ কর্তব্যো নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অপি স্বল্পবধেনৈব প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ১২
উদ্বেজনেন বন্ধেন বিরূপকরণেন চ
যথাদণ্ডেন তু ক্লিশ্যা ন পুরোহিতসংসদি ॥ ১৩

আমরা শুনিয়াছি যে, একদিন সত্যবান্ দেখিলেন,—তাঁহার পিতার আজ্ঞায় বহু অপরাধী ব্যক্তিকে শূলে আরোপণের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। সেই সময় তিনি পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন, যাহা পূর্বে কেহই বলেন নাই। ৩

পিতৃদেব! কোন স্থলে আপাতদৃষ্টিতে বধ বলিয়া প্রতীয়মান কোন কার্য অধর্মরূপে পরিণত হয়, আবার আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অধর্মও কোন স্থলে ধর্মরূপে পরিণত হয়। এরূপ স্থলে কোন প্রাণীকে বধ করা ধর্ম—ইহা কখনও হইতে পারে না। ৪

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—পুত্র সত্যবান্! যদি অপরাধীকে বধ করাও ধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে? যদি দস্যুদিগকে বধ করা না হয়, তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে ধর্ম-সঙ্করতা ও বর্ণ-সঙ্করতা বিস্তার লাভ করিবে। ৫

কলিযুগ আসিলে ও 'এ বধ আমারই, ইহার নহে' এই কথা বলিয়া সহসা অপরের ধন সবলে গ্রহণ করিতে থাকিবে। এইভাবে লোকযাত্রা নির্বাহ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। যদি তুমি ইহার কোন সমাধান জান, তবে আমাকে উহা বল। ৬

সত্যবান্ বলিলেন,—পিতঃ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণকে ব্রাহ্মণের অধীন করিয়া দেওয়া উচিত। যখন চারি বর্ণেরই মানুষ ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া উহা পালন করিতে থাকিবেন, তখন তাঁহাদের দেখাদেখি অপর মানুষও সৎ-মার্গগামী হইয়া ধর্মের আচরণ করিয়া যাইবেন। ৭

ইহাদের মধ্যে যে কোনও মানুষ ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় বিপরীত আচরণ করিবেন, তখন সে বিষয় ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে যাইয়া বলিবেন—'অমুক মানুষ আমার কথা শুনিতেছেন না' সেই সময় রাজা তাঁহাকে শাসন করিবেন। ৮

যে দণ্ড শরীরের সহিত তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া না দিবে, অর্থাৎ কাহারও প্রাণ হরণ না হইবে, সেই দণ্ডই প্রথম প্রয়োগ করিতে হইবে। নীতিশাস্ত্রের আলোচনা ও অপরাধীর কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়া উহার বিপরীত কোন দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। ৯

রাজা দস্যু অথবা অন্য বহু নিরপরাধ মানুষকেও বধ করেন এবং এইভাবে তাঁহার দ্বারা নিহত পুরুষের পিতা মাতা, স্ত্রী-পুত্রাদির কোন জীবিকার উপায় না থাকায় তাঁহাদেরও তিনি বিনাশই করিয়া থাকেন অতএব কোন ব্যক্তি কাহারও অপকার করিলে পর রাজার সে বিষয়ে ভালভাবে বিচার করা আবশ্যক (তাড়াতাড়ি করিয়া কাহারও প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নয়)। ১০

দুই পুরুষও কখনও সাধুসঙ্গে শোধিত হইয়া সুশীল হইয়া যায় এবং বহু দুই পুরুষেরও সৎসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১১

সেইজন্য দুষ্টদিগকে প্রাণদণ্ড দিয়া তাহাদের মূলোচ্ছেদ করা উচিত নয় কাহারও মূলোচ্ছেদ করা সনাতন ধর্ম নহে অপরাধ অনুসারে সাধারণ দণ্ড দেওয়া কর্তব্য, ইহাতে অপরাধীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। ১২

অপরাধীকে তাহার সম্মুখ কাড়িয়া লইবার ভয় দেখান অথবা তাহাকে বন্দী করা কিংবা তাহার কোন অঙ্গচ্ছেদ করিয়া

যদা পুরোহিতঃ বা তে পর্যেয়ুঃ শরণৈষিণঃ।
করিষ্যামঃ পুনর্ব্রহ্মন্ ন পাপমিতি বাদিনঃ ॥ ১৪

তদা বিসর্গমর্হাঃ স্যুরিত্যেতদ্ ধাতুশাসনম্।
বিভ্রদ্ দণ্ডাজিনং মুণ্ডো ব্রাহ্মণোঽর্হতি শাসনম্ ॥ ১৫

গরীয়াংসো গরীয়াংসমপরাধে পুনঃ পুনঃ।
তদা বিসর্গমর্হন্তি ন যথা প্রথমে তথা ॥ ১৬

দ্যুমৎসেন উবাচ।

যত্র যত্রৈব শক্যেরন্ সংযন্তুং সময়ে প্রজাঃ।
স তাবান্ প্রোচ্যতে ধর্মো যাবন্ন প্রতিলঙ্ঘ্যতে ॥ ১৭

অহন্যহন্যেষু পুনঃ সর্বমেব পরাজয়েৎ
পূর্বে পূর্বতরে চৈব সুশাস্যা হ্যভবন্ প্রজাঃ ॥ ১৮

যদবঃ সত্যভূমিষ্ঠা অন্নত্রোহাস্রবস্তবঃ।
পুরা দিগ্বস্ত এবাসীদ্ বাগ্দণ্ডস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯

আসীদাদানদণ্ডোঽপি বধদণ্ডোঽদ্য বর্ততে
বধেনাপি ন শক্যাস্তে নিয়ন্তুমপরে জনাঃ ॥ ২০

নৈব দস্যুর্ধনুষ্পাণিঃ ন দেবানামিতি শ্রুতিঃ।
ন গন্ধর্বপিতৃণাঞ্চ কঃ কস্যেহ ন কশ্চন ॥ ২১

পন্থাঃ শ্মশানাদাদত্তে পিশাচাচ্ছাপি দৈবতম্।
তেষু যঃ সময়ঃ কশ্চিৎ কুর্বীত হতবুদ্ধিষু ॥ ২২

সত্যবানুবাচ।

তান্ ন শক্নোসি চেৎ সাধূন্ পরিত্রাতুমহিংসয়া।
কস্যচিদ্ ভূতভব্যস্য লাভেনাস্যুঃ তথা কুরু ॥ ২৩

রূপণ করিয়া দেওয়া বরং ভাল, তথাপি কাহাকেও প্রাণদণ্ড দিয়া তাহার আত্মীয়দিগকে শোক দান করা উচিত নয়। এইভাবে অপরাধী যদি কোন পুরোহিতের সংশোপন্ন হয়, তবে তাহাকে রাজা কোনরূপ দণ্ডদান করিবেন না ॥ ১৩

যদি শরণপ্রহণাভিলাষী হইয়া বা দুই পক্ষ পুরোহিতের সমীপস্থ হয় এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, ব্রহ্মন্! আমি পুনরায় এরূপ পাপকার্য করিব না, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। ইহাই স্পষ্ট ধর্ম-শিক্ষার আদেশ। মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড ও মৃগচর্ম ধারণকারী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণও যদি পাপ করেন, তবে তিনিও দণ্ড পাইবার অধিকারী ॥ ১৪-১৫

যদি মানুষ বারংবার অপরাধ করে, তবে প্রধান বিচারকগণ তাহার অপরাধের জন্য গুরুতর দণ্ডদান করিবেন। সেরূপ অবস্থায় প্রথম অপরাধীর ন্যায় তাহাকে কোন দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না ॥ ১৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—যে যে স্থলে প্রজাদিগকে ধর্মের মর্যাদার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা সম্ভব হইবে, সেই সেই স্থলে সেইরূপ করাই ধর্ম বলিয়া কথিত হয়। যতক্ষণ না ধর্ম উল্লঙ্ঘিত হয়, (ততক্ষণই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত) ॥ ১৭

যদি ধর্ম লঙ্ঘন করিলেও দস্যুগণকে বধ করা না হয়, তবে তাহারা সমস্ত প্রজাগণকে কষ্ট দিতে থাকিবে। পূর্বে ও বহু পূর্বে লোকসকলকে শাসন করা সহজ ছিল, কারণ, তখন তাহাদের স্বভাব কোমল ছিল, সত্য তাহাদের বিশেষ রুচি ছিল এবং দ্রোহ ও ক্রোধের মাত্রা তাহাদের অতি অল্প ছিল। পূর্বে অপরাধীকে ধিক্কার দেওয়াই গুরুদণ্ড ছিল। তদনন্তর অপরাধের মাত্রা বর্দ্ধিত হওয়ায় বাগ্‌দণ্ডের প্রচার হইল অর্থাৎ অপরাধীকে কটুবাক্য শুনাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল ॥১৮-১৯

ইহার পর আদানদণ্ডাদেশে অর্থদণ্ড প্রবর্তিত হইল এবং বর্তমানে তাহা বধদণ্ড হইয়াছে। এমন সব দুষ্ট মানুষ আছে, যাদের প্রাণদণ্ডের দ্বারাও সংযত রাখা যায় না; নিয়মের মধ্যে আনা যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২০

শুনা যায়, দস্যু যক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও আত্মীয় নহে। কেবল ইহাই নহে, এজগতে কোন দস্যু কাহার, এই প্রশ্নই উঠে না। কোন দস্যু কাহারও নহে, এ কথা বলাই যথার্থ ॥ ২১

দস্যু শ্মশানে যাইয়া মৃত শরীরের চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রাদিও অপহরণ করে এবং দেবতার সম্পত্তিও গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দস্যুদিগকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, সে মূর্খ।

সত্যবান্ বলিলেন,—পিতঃ! যদি আপনি দস্যুগণকে বধ না করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, অথবা সেই দস্যুগণকেও সংযতভাবে পরিপালন করিয়া অহিংসা দ্বারা তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে না পারেন, তবে মৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে তাহাদের পারমার্থিক লাভের উদ্দেশ মনে রাখিয়া কোন উপায়ে তাহাদের বা তাহাদের দস্যুবৃত্তির শেষ করিয়া দিবেন ॥